বৈষ্ণব-সাহিত্য-সিরিজ

ললিতমাধব

[নাটক]

শ্রীল শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ রূপগোস্বামি-

প্রণীত ও টীকা সমেত

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক অনূদিত

শাস্ত্রগ্রন্থ ও সাহিত্য-প্রচার-ব্রত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন যন্ত্রে

শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

১৩৫৩

মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা

ভূমিকা

ললিতমাধব নাটকের গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ এবং শ্রীবৃন্দাবনস্থ ছয় গোস্বামীর অন্যতম রসতত্ত্বজ্ঞগণের শিরোমণি শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ইহার রসতত্ত্বে। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের মহামাধুর্য্যময় নিগূঢ় তত্ত্বের অভিব্যক্তির জন্য শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি নামে যে অপূর্ব্ব গ্রন্থদ্বয় বিরচন করেন, তাহারও বিশেষ উদাহরণের জন্য অপ্রাকৃত নিত্যলীলাময় শ্রীবিদগ্ধমাধব, শ্রীললিতমাধব ও শ্রীদানকেলী-কৌমুদী—এই তিনখানি নাটক তিনি প্রকাশ করেন। এই তিনখানি নাটকই যুগলভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ের ধন। শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটক ও ললিতমাধব নাটক রচনা এক সময়ে আরম্ভ হইলেও বিদগ্ধমাধব-নাটক-রচনা-সমাপ্তির পাঁচ বৎসর পরে ললিতমাধব নাটকের সমাপ্তি হয়। শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকখানিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনলীলা প্রধানরূপে ও শ্রীললিতমাধব নাটকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিরহলীলা প্রধানভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিদগ্ধ ও ললিত—নায়কের এই দুই প্রকারভেদ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুমতে চতুঃষষ্টিকলা ও বিলাসে যে নায়ক বিভূষিত, তিনি বিদগ্ধ, আর যিনি বিদগ্ধ, নবযুবা এবং কেলিবিষয়ে সুনিপুণ ও নিশ্চিন্ত, সেই নায়ককে ললিত নামে অভিহিত করা হয়। বিদগ্ধমাধবে ও ললিতমাধবে —মাধবের বা শ্রীকৃষ্ণের এই উভয়বিধ লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

এই নাটকখানির রসবস্তু ও প্রকৃতি বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে গ্রন্থকারের চরিত্র ও জীবনকথা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন—এই

জন্য আমরা নাটকখানির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে এই নাটকের গ্রন্থকার শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীর জীবনকথা অতি সংক্ষেপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীরূপের কনিষ্ঠভ্রাতা অনুপমের পুত্র সুবিখ্যাত শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার লঘুতোষণীর উপসংহারে যে বংশপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, কর্ণাটরাজ জগদ্‌গুরু সর্ব্বজ্ঞ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের জ্যেষ্ঠপুত্র রূপেশ্বর—বৈমাত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিহর কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কর্ণাট ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র পদ্মনাভ নৈহাটীতে বসতি-স্থাপন করেন। পদ্মনাভের পঞ্চপুত্রের মধ্যে মুকুন্দ সর্ব্বকনিষ্ঠ। এই মুকুন্দের একমাত্র পুত্র কুমারদেব। ইনি জ্ঞাতিবিরোধে নৈহাটী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গের বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপের হিন্দু রাজার রাজ্যে গিয়া বসতি করেন। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ বা অনুপম কুমারদেবের এই তিন পুত্র। সম্ভবতঃ ১৩৯৪ শকাব্দে সনাতন, ১৩৯০ শকাব্দে শ্রীরূপ ও ১৪০৩ শকাব্দে শ্রীবল্লভ আবির্ভূত হন।

ভ্রাতৃত্রয় আরব্য ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহার রাজসরকারের উচ্চপদে নিযুক্ত হন। সনাতন ও রূপ সংস্কৃত শাস্ত্রেও পরম পণ্ডিত ছিলেন। বাদশাহের অধীনে কার্য্য করিবার সময়ে তাঁহারা গৌড়ের উপকণ্ঠে রামকেলিগ্রামে বাস করিতেন। এই রামকেলি গ্রামে সনাতন ও রূপ বহু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবসেবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রূপ-সনাতনের গৃহে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আহূত হইয়া শাস্ত্রবিচার করিতেন এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট পারিতোষিক গ্রহণ করিতেন।

সংস্কৃত ভাষায় তাঁহারা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতি প্রমুখ মনীষিগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সপ্তগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দ ফকরউদ্দীনের নিকট তাঁহারা পারস্য ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপ উভয়েই পূর্ব্বসুকৃতিফলে শৈশব হইতেই ভগবদ্ভক্তিরসে সুরসিক ছিলেন। শ্রীরূপ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনের নিতান্ত অনুগত শিষ্য ছিলেন। শ্রীরূপে শৈশব হইতেই কবিত্ব-শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে মাধুর্য্যরস-প্রবাহের গভীর স্পর্শে সে কবিত্বশক্তির অলৌকিক লীলাবিলাসে জগতে বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির মত ভক্তিরসপূর্ণ গ্রন্থনিচয়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। শ্রীল সনাতন গোস্বামী গৌড়েশ্বর হুসেন সাহার খাস্ মন্ত্রী বা প্রধান মন্ত্রীর পদে কার্য্য করিতেন এবং দবীর খ'স্ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ও রাজাশাসন কার্য্যে তিনি হুসেন সাহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরূপ রাজস্ববিভাগের উচ্চতমপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সাকর-মল্লিক নামে পরিচিত ছিলেন। ইহাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ বাদশাহের টাকশালের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন।

শ্রীরূপ গৌড়ে থাকিতেই হংসদূত ও উদ্ধবসন্দেশ নামক শ্রীকৃষ্ণলীলার দুইখানি অনুপম কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন গোস্বামী শৈশবকাল হইতেই ভাগবতে পরমপণ্ডিত ছিলেন। সনাতন সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাবাচস্পতির নিকট উত্তরকালে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষালাভ করেন। অনুমান হয়, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও বিদ্যাবাচস্পতি উভয়েই শ্রীচৈতন্যদেবের আনুগত্যে ভক্তিরসের অধিকারী হইলে সনাতন গোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীরূপ সনাতনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং চিরজীবন সনাতনের আদেশানুসারে পরিচালিত হন। সনাতনই তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও অন্তরঙ্গ সখার স্থান অধিকার

করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণৈকশরণ দুইটি ভ্রাতা যেন এক বৃন্তের দুইটি পুষ্প—একজনকে ছাড়িয়া অপরের জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করাই অসম্ভব।

বৈষ্ণবগ্রন্থে সনাতনের বিবাহের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রেমবিলাস গ্রন্থে শ্রীরূপের স্ত্রীর সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে। যশোদানন্দন তালুকদারের প্রকাশিত প্রেমবিলাসের ত্রয়োবিংশ বিলাসে দেখা যায় যে, এক দিন রূপ রাজকার্য্য শেষ করিয়া, অনেক রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিলে পর একটি বিষাক্ত কীট তাঁহাকে দংশন করে। তাহাতে তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পত্নীকে আলো জ্বালিতে কহিলে, তাঁহার পত্নী নিকটে অন্য কোনও দ্রব্য না পাইয়া চকমকির দ্বারা শ্রীরূপের একটি মূল্যবান পোষাক পোড়াইয়া আলোক প্রজ্বালিত করেন। ইহাতে রূপ গোস্বামী একটু দুঃখিত হইয়া অনুযোগ করেন। যথা—

গোসাঞি কহে বহু মূল্যের পোষাক পুড়িল।
পত্নী কহে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য কৈল॥
পতি-সেবা পতি-পূজা স্ত্রীলোকের সার।
তার কাছে ধন-সম্পদ হীরা মুক্তা ছার॥
রূপ কহে প্রিয়ে তোমার কর্ত্তব্য করিল।
আমার কর্ত্তব্য কেন আমি না দেখিল॥

এই উপাখ্যান সত্য হইলে, শ্রীরূপের অবশ্যই বিবাহ হইয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। বল্লভের যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন রূপের ও সনাতনের বিবাহ হওয়া খুবই সম্ভবপর। বিশেষতঃ তৎকালে অনাশ্রমী হইয়া থাকা নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। যখন তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে অবস্থিত ছিলেন না, বিশেষতঃ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যবনরাজের চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বিবাহিত ছিলেন

বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। প্রেমবিলাসের যে উপাখ্যানটি উপরে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেই দেখা যায় যে, শ্রীরূপের হৃদয়ে ঐ ঘটনা হইতেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। যাহা হউক, শ্রীরূপ কখনও নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন হইতে স্বতন্ত্র নহেন, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া জীবনের চরম উদ্দেশ্য সার্থক করিবার জন্য পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করেন। মহাপ্রভু পত্রের দ্বারা ভ্রাতৃদ্বয়কে সান্ত্বনা দান করিয়া কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। অতঃপর ১৪৩৫ শকাব্দায় শ্রীবৃন্দাবনযাত্রার ছল করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ে আগমন করেন। প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে নিজ সৈন্যসামন্ত, পার্ষদ ও পরিবার পরিবেষ্টিত করিয়া পরমযত্নে পিছলদহ পার করিয়া দিলেন, তাহার পর পাণিহাটী পর্য্যন্ত জলপথে আসিয়া মহাপ্রভু স্থলপথে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া জননাকে দর্শন করিলেন। নবদ্বীপের সন্নিহিত বিদ্যানগরে আসিয়া মহাপ্রভু সনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে এক দিন অবস্থান করিলেন এবং তাঁহার নিকট সনাতনের ও রূপের সকল কথা জানিয়া লইলেন। মহাপ্রভু নবদ্বীপের পথেও শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রিয়ভক্ত শ্রীরূপ সনাতনকে আত্মসাৎ করিবার জন্য তিনি অধিক পথ হইলেও গৌড়ের পথে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। এখানে আসিবার সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অপূর্ব্ব আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত রামকেলি গ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। এখানে গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহা এক জন কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসীর সহিত এইরূপ লোকসংঘট্ট দেখিয়া বিস্মিত হন এবং এই সন্ন্যাসীর নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক শক্তি আছে বলিয়া মনে করেন। শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে অবস্থান করিবার সময় রাত্রিকালে নির্জ্জন সময়ে অতি গোপনে শ্রীরূপ ও সনাতন দুই ভ্রাতা আসিয়া তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ঐ সময়ে স্পষ্টভাবে তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করেন যে,

করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণৈকশরণ দুইটি ভ্রাতা যেন এক বৃন্তের দুইটি পুষ্প—একজনকে ছাড়িয়া অপরের জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করাই অসম্ভব।

বৈষ্ণবগ্রন্থে সনাতনের বিবাহের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রেমবিলাস গ্রন্থে শ্রীরূপের স্ত্রীর সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে। যশোদানন্দন তালুকদারের প্রকাশিত প্রেমবিলাসের ত্রয়োবিংশ বিলাসে দেখা যায় যে, এক দিন রূপ রাজকার্য্য শেষ করিয়া, অনেক রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিলে পর একটি বিষাক্ত কীট তাঁহাকে দংশন করে। তাহাতে তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পত্নীকে আলো জ্বালিতে কহিলে, তাঁহার পত্নী নিকটে অন্য কোনও দ্রব্য না পাইয়া চকমকির দ্বারা শ্রীরূপের একটি মূল্যবান পোষাক পোড়াইয়া আলোক প্রজ্বালিত করেন। ইহাতে রূপ গোস্বামী একটু দুঃখিত হইয়া অনুযোগ করেন। যথা—

> গোসাঞি কহে বহু মূল্যের পোষাক পুড়িল।
> পত্নী কহে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য কৈল॥
> পতি-সেবা পতি-পূজা স্ত্রীলোকের সার।
> তার কাছে ধন-সম্পদ হীরা মুক্তা ছার॥
> রূপ কহে প্রিয়ে তোমার কর্ত্তব্য করিল।
> আমার কর্ত্তব্য কেন আমি না দেখিল॥

এই উপাখ্যান সত্য হইলে, শ্রীরূপের অবশ্যই বিবাহ হইয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। বল্লভের যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন রূপের ও সনাতনের বিবাহ হওয়া খুবই সম্ভবপর। বিশেষতঃ তৎকালে অনাশ্রমী হইয়া থাকা নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। যখন তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে অবস্থিত ছিলেন না, বিশেষতঃ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যবনরাজের চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বিবাহিত ছিলেন

বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। প্রেমবিলাসের যে উপাখ্যানটি উপরে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেই দেখা যায় যে, শ্রীরূপের হৃদয়ে ঐ ঘটনা হইতেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। যাহা হউক, শ্রীরূপ কখনও নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন হইতে স্বতন্ত্র নহেন, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া জীবনের চরম উদ্দেশ্য সার্থক করিবার জন্য পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করেন। মহাপ্রভু পত্রের দ্বারা ভ্রাতৃদ্বয়কে সান্ত্বনা দান করিয়া কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। অতঃপর ১৪৩৫ শকাব্দায় শ্রীবৃন্দাবনযাত্রার ছল করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ে আগমন করেন। প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে নিজ সৈন্যসামন্ত, পার্ষদ ও পরিবার পরিবেষ্টিত করিয়া পরমযত্নে পিছলদহ পার করিয়া দিলেন, তাহার পর পাণিহাটী পর্য্যন্ত জলপথে আসিয়া মহাপ্রভু স্থলপথে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া জননাকে দর্শন করিলেন। নবদ্বীপের সন্নিহিত বিদ্যানগরে আসিয়া মহাপ্রভু সনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে এক দিন অবস্থান করিলেন এবং তাঁহার নিকট সনাতনের ও রূপের সকল কথা জানিয়া লইলেন। মহাপ্রভু নবদ্বীপের পথেও শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রিয়ভক্ত শ্রীরূপ সনাতনকে আত্মসাৎ করিবার জন্য তিনি অধিক পথ হইলেও গৌড়ের পথে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। এখানে আসিবার সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অপূর্ব্ব আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত রামকেলি গ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। এখানে গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহা এক • জন কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসীর সহিত এইরূপ লোকসংঘট্ট দেখিয়া বিস্মিত হন এবং এই সন্ন্যাসীর নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক শক্তি আছে বলিয়া মনে করেন। শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে অবস্থান করিবার সময় রাত্রিকালে নির্জ্জন সময়ে অতি গোপনে শ্রীরূপ ও সনাতন দুই ভ্রাতা আসিয়া তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ঐ সময়ে স্পষ্টভাবে তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করেন যে,

গৌড়ের নিকটে আসিবার তাঁহার কোনই প্রয়োজন ছিল না; কেবল তিনি এই ভ্রাতৃদ্বয়কে আত্মসাৎ করিবার জন্যই এই পথে আসিয়াছেন। শ্রীরূপ ও সনাতন শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিয়া তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া ফেলিলেন,—তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া চিরজীবনের জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের কার্য্যকেই নিজকার্য্য বলিয়া বরণ করিয়া লইবার সংকল্প করিলেন। তাঁহারা সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজমন্ত্রী পরম বুদ্ধিমান সনাতন মহাপ্রভুকে বলিলেন—এই জনসংঘট্ট লইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করা কোনক্রমে সমীচীন নহে। শ্রীমচ্চৈতন্যদেব সনাতনের এই কথায় এই জনসমুদ্র লইয়া আর বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর না হইয়া এই স্থল হইতেই শান্তিপুর হইয়া পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই আপনাদিগের বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত স্থির করিয়া শ্রীরূপ ১৩৩৬ শকাব্দায় গৌড়েশ্বরের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ বা অনুপমের সহিত রামকেলি পরিত্যাগ করেন। মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া তথা হইতে প্রয়াগে ফিরিয়া আসিয়াছেন,—দুই ভাই প্রয়াগধামে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসনাতন শ্রীরূপের ও শ্রীবল্লভের সহিত পরামর্শ করিয়া অগ্রে নির্ব্বিঘ্নে এই দুই ভাইয়ের প্রব্রজ্যার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরে ১৪৩৭ শকাব্দে তিনিও হুসেন শাহার কার্য্য পরিত্যাগ করিলে, হুসেন শাহা তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন। কারারক্ষীকে প্রচুর অর্থ উৎকোচদান করিয়া তিনিও পরে বনপথে যাত্রা করিয়া বারাণসীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হন।

শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ প্রয়াগে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট এক নির্জ্জনকক্ষে অবস্থিতি করিয়া দশ দিন ধরিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীকে ভক্তিশাস্ত্রের, রসশাস্ত্রের ও প্রেমধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দান করেন। শ্রীল কবিকর্ণপুর তাঁহার সুবিখ্যাত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়

নাটকখানিতে শ্রীরূপের সম্বন্ধে যে চমৎকার শ্লোক কয়টি রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীরূপের প্রতি মহাপ্রভুর করুণার অতি সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সেই শ্লোক কয়েকটি এই :—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেন জগ্রাহ দেবঃ ॥

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥

অর্থাৎ—"শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের কথা কাল-ক্রমে বিলুপ্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার তাহা বিশেষরূপে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে কৃপামৃতের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।"

"যিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রিয়তম, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গুণগণের দ্বারা দৃঢ়রূপ আবদ্ধ হইয়া সংসারাবেশ হইতে বিমুক্ত, এবং অমূর্ত্ত শৃঙ্গাররসই যেন মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক যে শ্রীরূপের আকারে প্রকাশিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীবল্লভের সহিত সেই শ্রীরূপকে প্রেমালাপ ও গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা স্বীয় কৃপারূপ অমৃতে অভিষেক করিয়াছিলেন।

"যিনি স্বরূপ গোস্বামীর অতীব প্রিয়, যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পরম প্রিয়পাত্র—যিনি প্রেমরসের মূর্ত্তিমান স্বরূপ, যিনি মহাপ্রভুর অভিন্ন কলেবর ও বিভূতিস্বরূপ, সেই শ্রীরূপগোস্বামীতে তিনি স্বাভাবিক ও পরম মধুর স্বীয় প্রেম ও স্বীয় স্বরূপ বিস্তার করিয়াছিলেন।"

এতাদৃশ শ্রীরূপ স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্র প্রচার শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারের এই দুই মুখ্য কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সকল কার্য্যের শক্তি সংগ্রহ করিবার জন্য আর একবার ১৪৩৯ শকে নীলাচলে গমন করিয়া শ্রীরূপ সর্ব্বশক্তির মূলাশ্রয় শ্রীচৈতন্যদেবের সমীপে অবস্থান করেন। এই সময়ে শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলার একখানি নাটক লিখিবেন বলিয়া কড়চাকারে তাহার নান্দীশ্লোকাদি রচনা করিতেছিলেন। শ্রীরূপ যে কাব্য-নাটক-অলঙ্কারাদিতে পরম পণ্ডিত এবং রসশাস্ত্রে ও ভক্তিসিদ্ধান্তে সুপ্রবীণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাহার নীলাচলের প্রিয়পার্ষদ স্বরূপদামোদর গোস্বামী, রামানন্দ রায়, বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং গদাধর পণ্ডিত ও হরিদাস ঠাকুরকে জ্ঞাত করাইবার জন্য এক অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি রথাগ্রে নৃত্য করিবার সময়ে কাব্যপ্রকাশ হইতে একটি শ্লোক গান করিতেন; কেন যে মহাপ্রভু ঐ শ্লোক পড়িতেন, তাহার মর্ম্ম শ্রীস্বরূপদামোদর প্রমুখ দুই এক জন মর্ম্মী ভক্ত ভিন্ন অন্য কেহ অবগত ছিলেন না, কিন্তু শ্রীরূপ মহাপ্রভুর পঠিত ঐ শ্লোক শুনিয়া উহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসীমন্তিনীগণের কুরুক্ষেত্রে মিলনের প্রসঙ্গ লইয়া কুরুক্ষেত্র-মিলনে যে শ্রীবৃন্দাবনের লীলামাধুরীর স্ফূর্ত্তি সম্ভবপর নহে, এইরূপ অর্থব্যঞ্জক একটি শ্লোক রচনা করিয়া তালপত্রে ঐ শ্লোকটি নিজের বসতিকুটীরের চালে গুঁজিয়া রাখিয়া সমুদ্রস্নান করিতে যান। মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ দামোদরের সহিত শ্রীরূপের বাসগৃহে আসিয়া ঐ শ্লোকটি পাইয়া আনন্দে মত্ত হইলেন, এবং সেই শ্লোক স্বরূপ দামোদরকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মোর অন্তরবার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে ?"

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী তদুত্তরে বলিলেন,—"তুমি নিশ্চয়ই ইঁহাকে কৃপা

করিয়াছ, না হইলে তোমার অন্তরের কথা শ্রীরূপ কি প্রকারে জানিতে পারিবে ?" তখন—

প্রভু কহে—ইঁহো আমায় প্রয়াগে মিলিলা।
যোগ্যপাত্র জানি ইহাঁয় মোর কৃপা হৈলা॥
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিহ কহিও ইহার রসের বিশেষ॥ চৈঃ চঃ ৩।১

ইহার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে একখানি নাটক লিখিবেন, এবং ঐ নাটকে ব্রজলীলা ও পুরলীলা উভয়ই থাকিবে, এইরূপ ভাবিয়া নাটকের নান্দীপ্রভৃতি রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরী আসিবার পথে উড়িষ্যার সত্যভামাপুর নামক একটি গ্রামে একরাত্রি অবস্থান করেন। তথায় তিনি রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, এক দিব্যরূপা নারী আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—"আমার নাটক পৃথক করিয়া রচনা কর, এবং আমার কৃপায় ঐ নাটকখানি অপূর্ব্ব লক্ষণবিশিষ্ট হইবে।" শ্রীরূপ বিচার করিয়া স্থির করিলেন, সে শ্রীমতী সত্যভামাদেবীই ঐ প্রকার আদেশ করিলেন। নীলাচলে আসিলেও এক দিন শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপকে কহিলেন—

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে॥"

তখন শ্রীরূপ স্থির করিলেন যে, তিনি ব্রজলীলা ও পুরলীলায় দুইখানি পৃথক্ নাটক রচনা করিবেন এবং পুরীধামে অবস্থান করিয়া "বিদগ্ধমাধব" নামে ব্রজলীলার ও "ললিতমাধব" নামে পুরলীলার নাটক রচনা আরম্ভ করিলেন। পুরীতে অবস্থান করিবার কালেই রসতত্ত্বজ্ঞ-চূড়ামণি শ্রীল স্বরূপ

দামোদর ও সুপ্রসিদ্ধ "শ্রীজগন্নাথবল্লভ" নাটকের গ্রন্থকার নাট্যকলা-বিশারদ রায় রামানন্দ, ভক্তপ্রবর শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও ভাগবতোত্তম শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, পতিতপাবন প্রেমিক-চূড়ামণি শ্রীল নিত্যানন্দ, ভক্তি-শাস্ত্রে প্রবীণ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য ও পণ্ডিতপ্রবর ভক্তিরসজ্ঞ শ্রীল সার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরূপের এই নাটক দুইখানির সারভাগের পরীক্ষা করেন। এই ভক্তবিদ্বৎসভার বিচারে নাটক দুইখানি অতি চমৎকার কবিত্বে ও রসমাধুর্য্যে পূর্ণ বলিয়া সকলেই স্থির করেন। এমন কি, সুযোগ্য সমালোচক শ্রীল রামানন্দ রায পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন যে—

"কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন।
তোমার শক্তি-বিনু জীবে নহে এই বাণী,
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি ॥"

মহাপ্রভু যে যোগ্যপাত্র দেখিয়া ও রূপের অসাধারণ গুণে পরিতুষ্ট হইয়া এবং ইঁহার অনুপম কবিত্বশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রসপ্রচারের জন্য ইঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, ইহা অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিলেন এবং সমস্ত ভক্তমণ্ডলী এবং আচার্য্যগণকে শ্রীরূপকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিলেন। শ্রীরূপ এইরূপ অলৌকিকী ভাগবতী শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ব্রজলীলার ও পুরলীলার মূলতত্ত্বের সাক্ষাদনুভূতি-লব্ধ শক্তির দ্বারা এই নাটক দুইখানি রচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ আমরা এই স্থানেই ললিতমাধব নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া শ্রীরূপের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা শেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ললিতমাধব নাটকের বৈশিষ্ট্য

পুরলীলাকে শ্রীবৃন্দাবনলীলার মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করিবার চেষ্টা এই নাটকের বৈশিষ্ট্য। পুরলীলায় মহিষীগণ যে তত্ত্বতঃ শ্রীবৃন্দাবন-লীলার স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দনের স্বকীয় শক্তি হইতে অভিন্ন, ইহাই এই নাটকে প্রতিপন্ন করিয়া প্রকাশ্যে ও আভাসে শ্রীবৃন্দাবনলীলার পরম চমৎকারিতারই পরিচয় প্রদান করিবার জন্য এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, শ্রীবৃন্দাবনলীলা যে প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীদ্বারকালীলায় অবস্থিত, ব্রজলীলার উপাসকগণের সেই সামান্য প্রতীতির উৎপাদন করা, এবং পুরলীলার উপাসকগণের চিত্তে পুরলীলার মধ্যে ব্রজলীলার অনুপম মাধুর্য্যবৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করিয়া দিবার মহদুদ্দেশ্যও এই নাটকে বিদ্যমান। যাঁহারা শ্রীরাধামাধবের পুরলীলার উপাসক—অতএব স্বকীয়াবাদী এবং যাঁহারা ভাগবতে বর্ণিত ব্রজলীলার পরকীয়া ভাবের উপাসক, এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই এবং বিবাদেরও যে কোনও কারণ নাই, ইহা শ্রীরূপ গোস্বামী এই নাটকখানিতে অপূর্ব্ব কৌশলে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীবিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব এই দুইখানি নাটক লীলাসিদ্ধান্তের খনিবিশেষ, তন্মধ্যে সিদ্ধান্তাংশে ললিতমাধবের চমৎকারিত্ব আরও অধিক। এই সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখিবার জন্য পরম প্রতিভাশালী শ্রীরূপ গোস্বামী নাটকখানির আখ্যানভাগের যে অভিনবত্ব প্রকটিত করিয়াছেন, ললিতমাধবের পাঠকের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে তাহাই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ললিতমাধব নাটক বিদগ্ধ-মাধব হইতে আয়তনে বৃহত্তর। বিদগ্ধ-মাধব সাতটি অঙ্কে সমাপ্ত ও ললিতমাধব দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত। পাত্র-পাত্রীর সংখ্যাও ললিতমাধবে অধিক। গোপীশ্বর মহাদেবের স্বপ্নাদেশে দীপান্বিতা

মহোৎসবে গোবর্দ্ধনের আরাধনার্থ রাধাকুণ্ডের তটবর্ত্তী শ্রীমাধব-মন্দির-প্রাঙ্গণে সমাগত বৈষ্ণবগণের তুষ্টিবিধানের জন্য এই নাটকখানির অভিনয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত কলানিধিরূপী শ্রীকৃষ্ণের কথা লইয়া এই নাটকপ্রসঙ্গের আরম্ভ। গৌরী পিতা হিমাচলের কন্যাসৌভাগ্যে বিন্ধ্যপর্ব্বত দুঃখিত হইয়া অনুরূপ কন্যাসৌভাগ্যলাভের জন্য তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মার প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া দুইটি কন্যালাভের বর প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার বরে এই কন্যাদ্বয়ের বর ধূর্জ্জটি-বিজয়ী হইবেন এবং অশেষ কল্যাণগুণ দ্বারা বিশ্বের বিস্ময় বর্দ্ধন করিবেন; এদিকে শ্রীরাধিকা ও চন্দ্রাবলী গোকুলের বৃষভানু ও চন্দ্রভানু এই গোপদ্বয়ের স্ত্রীদ্বয়ের গর্ভে আবির্ভূতা হইলে তাঁহাদের গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া ঐ গর্ভদ্বয়কে বিন্ধ্যপর্ব্বতের স্ত্রীর গর্ভে সংস্থাপন করা হয়। অতঃপর প্রসূতা হইলে কংসপরিচারিকা পুত্রহারিণী পূতনা বিন্ধ্যকন্যা শ্রীরাধাকে গোকুলে আনয়ন করেন। শ্রীরাধার নাম ছিল তারা। বিন্ধ্যাচলের কনিষ্ঠা কন্যা তারা অপহৃতা হইলে বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত রাক্ষসনাশক মন্ত্র পাঠ করিলে শিশুহারিণী কংসানুচরী পূতনা বিত্রস্তা হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, তাহার হস্ত হইতে জ্যেষ্ঠা কন্যা বিদর্ভদেশ-গামিনী একটি নদীর স্রোতে পতিত হন। বিদর্ভাধিপতি রাজা ভীষ্মক চন্দ্রাবলীকে নদীস্রোতে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে নিজগৃহে আনয়ন করেন এবং তাহাকে প্রতিপালন করেন। চন্দ্রাবলীই পরে গোকুলে নীতা হইয়া চন্দ্রভানুর কন্যা ও করালার নাতিনীরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। পৌর্ণমাসী পূতনার ক্রোড় হইতে শ্রীরাধার সখী ললিতা, চন্দ্রার সখী মনোজ্ঞা, পদ্মা, ভদ্রা, শৈব্যা ও শ্যামাকে প্রাপ্ত হন। বিশাখার জন্ম গোকুলে নহে—বিশাখা যমুনাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, জটিলা তাঁহাকে তুলিয়া আনেন। গোবর্দ্ধনাদি গোপগণের সহিত চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহ কংস-বঞ্চনার্থ যোগমায়ার ছলনা, বাস্তবিক ঘটনা নহে। এই সকল কন্যা

গোপদিগের স্পর্শযোগ্যা নহে, উহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী। অতঃপর এই নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে শ্রীরাধিকা প্রবল বিরহে যমুনাজলে তনুত্যাগের জন্য অবতীর্ণা হন, এবং ললিতাও তাঁহার সহিত যমুনায় প্রবেশ করেন। সূর্য্যনন্দিনী যমুনা শ্রীরাধাকে ও ললিতাকে সূর্য্যভবনে লইয়া যান। সূর্য্যদেব আরাধনায় তুষ্ট হইয়া সত্রাজিৎকে স্যমন্তকমণিসহ একটি কন্যা দান করেন। ইনিই শ্রীরাধিকা; কিন্তু দ্বারকায় সত্রাজিৎ-নন্দিনী সত্যভামা নামে প্রসিদ্ধা। রাজা ভীষ্মকের অপহৃতা কন্যাই গোকুলে চন্দ্রাবলী নামে প্রসিদ্ধা; শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের পর ভীষ্মক স্বীয় পুত্রের দ্বারা এই কন্যাকে আনয়ন করেন এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, ইনিই রুক্মিণী নামে দ্বারকায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রবল বিরহে ভৃগুপতনের দ্বারা পতিতা হইবার সময়ে ললিতাকে জাম্ববান প্রাপ্ত হন, ইনিই পরে জাম্ববতী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণহস্তে সমর্পিতা হন। ব্রজের কাত্যায়নী-ব্রতপরা কুমারীদিগকে কামাখ্যা দেবীর আদেশে নরকাসুর অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আনেন, তাঁহারাই দ্বারকায় অষ্টোত্তরশতাধিক-ষোড়শসহস্র মহিষী। এইরূপে ব্রজের সমস্ত শক্তিকে দ্বারকার নববৃন্দাবনে আনয়ন করিয়া দ্বারকালীলার প্রবৃত্তিই ললিতমাধবের বৈশিষ্ট্য, এমন কি, নন্দ-যশোদাকেও অবশেষে দ্বারকায় আনয়ন করা হইয়াছে। এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কে দেবর্ষি নারদের স্বগত উক্তির দ্বারা এই তত্ত্ব আরও বিশদরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে; যথা—

"নারদ।—(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্বগত) নিশ্চয়ই এই সকল পুররমণী ও ব্রজরমণী তত্ত্বাংশে সমান হইলেও দেহাদির দ্বারা ভিন্না। মধ্যে মায়া (যোগমায়া) কর্ত্তৃক ইঁহারা অভিন্না হন, সম্প্রতি ব্রজধামে সেই সকল

ব্রজরমণী প্রেমমূর্চ্ছিতা হইয়া আছেন, কিন্তু যোগমায়া কর্তৃক বিরহকালেও যাহাতে প্রিয়সঙ্গসুখ লাভ হইতে পারে, সেই জন্য সে স্থানকে অর্থাৎ ব্রজকে আচ্ছাদন করিয়া পুররমণীগণকে স্বীয় স্বীয় অভেদ অভিমানের আবেশের দ্বারা দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় হইয়াছে। যাহারা উদ্ধবাগমনে ও কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় নিবৃত্তের ন্যায় হইয়াছিল, তাহারা সমানচরিত্রা হইলেও এই অষ্টোত্তর-একশত ষোড়শ সহস্র হইতে পৃথক্। যাহা হউক, এখন সে রহস্য-উদ্ঘাটনে প্রয়োজন নাই।"

কাহারও এই নাটকের তত্ত্ব বুঝিবার কোনও অসুবিধা হইলে, দেবর্ষি নারদের এই কথায় মূলতত্ত্ব একেবারে বিশদরূপে প্রকাশিত হইল। অতঃপর ললিতমাধবেও যে পুরলীলার আচরণে মূলতঃ ব্রজলীলাই বর্ণিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোনও অবকাশ নাই।

কিন্তু এই নাটকের তৃতীয় অঙ্কে প্রধানভাবে ও অন্যান্য স্থানে যেরূপ সুতীব্রভাবে বিপ্রলম্ভ বা বিরহের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা অন্য কুত্রাপি সুদুর্লভ। যুগলভজনশীল ভক্তগণের এই স্থান পাঠে ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব। কথিত আছে, শ্রীরূপ গোস্বামী এই নাটকখানির রচনা সমাপ্ত করিয়া প্রিয়সুহৃৎ অভিন্নহৃদয় শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে এই নাটকখানি পড়িতে দেন। তিনি এই নাটকখানি পড়িতে পড়িতে বিরহদশার প্রাবল্যে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠেন—পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতে থাকেন। অথচ, তাঁহার নিকট হইতে এই নাটকখানি ফিরাইয়া লওয়াও অসম্ভব—কারণ, তিনি দিবানিশি এই নাটকখানিকে একরূপ বুকে করিয়াই দিন কাটাইতে লাগিলেন। তখন শ্রীরূপ গোস্বামী দানকেলিকৌমুদী নামক একাঙ্কের একখানি ভাণিকা রচনা করিয়া দাস গোস্বামীকে তাহা পাঠ করিতে দিয়া শোধন করিবার জন্য ললিতমাধব নাটকখানিকে চাহিয়া

লইলেন। মর্ম্মী ভক্তপ্রবরের এই আচরণই এই নাটকখানির অপূর্ব্ব মহিমার প্রমাণ।

কিন্তু তথাপি শ্রীবৃন্দাবনের অনাবৃতলীলাই যে লীলাসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ললিতমাধব নাটকের শেষ শ্লোকেই তাহা সুব্যক্ত হইয়াছে। যথা :——

যা তে লীলাপদপরিমলোদ্গারি বন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি বেণুবিহারম্॥

সমস্ত মাধুরীর সারভূতা মাধুর্য্য-রসময়ী মহামাধুরীতে পরিপূর্ণা—তোমার লীলাবিহারের মধুময় গন্ধ-বিস্তারকারিণী ভূমণ্ডলের মধ্যে যে ধন্যা শ্রীবৃন্দাবনভূমি বর্ত্তমান, সে স্থানে আমরা চটুলা গোপীগণের ভাবমুগ্ধ অন্তরে তোমার সহিত নিঃসঙ্কোচে যে ক্রীড়া করিয়া থাকি, তাহা অন্যত্র অসম্ভব, অতএব সেই স্থানে আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া হাস্যবদনে তুমি বংশীধ্বনি করিতে থাক।

ইহাই ললিতমাধব নাটকের তত্ত্ব-বৈশিষ্ট্য। কাব্যমাধুর্য্যে ও রসবস্তুর সন্নিবেশে এই নাটকখানির আর কোথাও তুলনা আছে বলিয়া মনে হয় না। সাহিত্যদর্পণে নাটকের যে লক্ষণাদি লেখা হইয়াছে, তাহা ভরতমুনির মতের সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে এবং ততটা সুসঙ্গতও নহে। এইজন্য গ্রন্থকার অসীমশক্তিশালী রূপ গোস্বামী ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের এবং রসসুধাকরের মতানুসারে একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ নাটকের উদাহরণস্বরূপেই ললিত-মাধব নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। এই নাটকখানি রচনা করিয়া তিনি নাট্যশাস্ত্রের সমস্ত লক্ষণাবলী বিশ্লেষণ করিয়া 'নাটকচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন। যাঁহারা নাটক-লক্ষণের ও নাটকীয় কলার

বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া ললিতমাধবের মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহেন, তাঁহাদের নাটকচন্দ্রিকা গ্রন্থখানির সহিত মিলাইয়া এই নাটকখানি পাঠ করা উচিত। আমরা এই স্থানে সেই সকল দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত মনে করি না। বস্তুতঃ ললিতমাধবে যে কাব্যমাধুর্য্যের ও নাটকীয় কলার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সুন্দরভাবে বিচার করিতে গেলে একখানি সুবৃহৎ স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। সেইরূপ শক্তিমান ভক্ত লেখকের সে সম্বন্ধে লিখিবার প্রয়োজন কখনও হইবে কি না, তাহা এখনও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু তথাপি একটি দৃষ্টান্তে ললিত-মাধবের অনুপম কাব্যমাধুরীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা না করিলেও ভূমিকাটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

সকল মাধুর্য্যের সারভাগ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণে প্রকাশিত। এই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজে সর্ব্বপ্রকার মাধুর্য্যের খনি হইলেও, তিনি নিজে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও সে মাধুর্য্যের অনুভব করিতে সাধারণতঃ অসমর্থ। কিন্তু শ্রীরাধিকা অলৌকিক শক্তিবলে তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া যে অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনায় অভিভূত হইয়া পড়েন, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজে বিস্মিত হইয়া থাকেন। তিনি নিজের এই অভূতপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন। নিত্যনবীন চিরমধুর শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটিকে শ্রীরূপ ললিতমাধব নাটকের অষ্টম অঙ্কে যেরূপে প্রকাশ করিয়া-ছেন, তাহা দেখিলেই তাঁহার সৌন্দর্য্যজ্ঞানের, রসজ্ঞানের ও কলাপারি-পাট্যের চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যায়।

সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের স্বাভাবিক প্রকাশভূমি শ্রীবৃন্দাবন। দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তাহারই অনুকরণ করিয়া দ্বারকায় অপূর্ব্ব নববৃন্দাবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্যনিলয়ে সাক্ষাৎ রসবস্তু দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধারূপে বিরাজমান। তাঁহারা দুই জনে এই

নববৃন্দাবনের মাধুর্য্যের ও সৌন্দর্য্যের কমনীয়তায় মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল অনবদ্য মাধুর্য্যসার উপভোগ করিতে করিতে মণিকুট্টিমে নিজরূপ প্রতিবিম্বিত দেখিয়া বলিতেছেন :—

"কোঽয়ং মাধুর্য্যেণ মমাপি মনো হরন্ মণিকুড্যমবষ্টভ্য পুরো বিরাজতে ?"

(পুনর্নিভাল্য)

হন্ত! কথমত্রাহমেব প্রতিবিম্বিতোঽস্মি। (ইতি সৌৎসুক্যম্)

"অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী—
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত! প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥"

অর্থাৎ—কে এই মাধুর্য্যের দ্বারা আমারও মনোহরণ করিয়া মণিভিত্তি অবলম্বন করিয়া সম্মুখে বিরাজ করিতেছে ? (পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া) এ কি! আমিই যে মণিভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছি!

(এই বলিয়া ঔৎসুক্য-সহকারে)

এই চমৎকারকারী অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন্ মাধুর্য্যসার গরীয়ান হইয়া আমার অগ্রে প্রকাশ পাইতেছে ? অহো! আমিও ইহাঁকে দেখিয়া লুব্ধচিত্ত হইয়া সানন্দে শ্রীরাধিকার ন্যায় ইহাঁকে উপভোগ করিবার জন্য কামনা করিতেছি।

নিজমাধুর্য্যকে আস্বাদন করিবার জন্য নিজের এই লোভ—জগতের রস-শাস্ত্রে ইহার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। স্বয়ং রসস্বরূপের এই রসলীলার গভীরতা বুঝিবার সামর্থ্যও সাধারণ মানবের নাই। এই অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক অনুভূতি শ্রীরূপের মত অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী ভক্ত-চূড়ামণির

পক্ষেই সম্ভব—অপরে তাহার কি বুঝিবে? কিন্তু আমরা বাহ্যদৃষ্টিতে এইমাত্র বুঝি যে, ইহা সম্পূর্ণ অভিনব, সম্পূর্ণ অলৌকিক—ইহার আর কোথাও তুলনা নাই। শ্রীরূপের কাব্যমাধুরীর বিশ্লেষণ করিতে যে শক্তি ও যে প্রতিভার প্রয়োজন, তাহা কি আর কখনও জগতে দেখা দিবে? আমরা উদ্দেশ্যে গ্রন্থকারের শ্রীচরণকমলে প্রণত হইয়া শ্রীরূপের ভাগবতী কাব্য-মাধুরীর বিশ্লেষণের চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম।

বিদগ্ধমাধব ১৫৮৯ সম্বতে বা ১৪৫৪ শকে সমাপ্ত হয়।* ললিতমাধব নাটক সমাপ্তির তারিখ ও স্থান—

নন্দেষু বেদেন্দুমিতে শকাব্দে শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাম্।
দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য সমাপয়ম্ ভদ্রবনে প্রবন্ধম্॥

অর্থাৎ, ১৪৫৯ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসে চতুর্থী তিথিতে ভদ্রবনে ললিতমাধব নাটক সমাপ্ত হয়।

নাটক-সমাপ্তির দিন দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে, পুরীধামে এই নাটকের মূল বিষয়ের আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া বিচার ও আলোচনার পর এই নাটক দুইখানি শেষ করা হয়।

যাহা হউক, নীলাচল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীরূপ "দানকেলি-কৌমুদী" নামক একখানি ক্ষুদ্র একাঙ্কের নাটক রচনা করেন। এই একাঙ্ক প্রহসন-মূলক নাটককে সংস্কৃত-নাট্যশাস্ত্রে ভাণিকা নামে অভিহিত করা হয়। অতঃপর শ্রীরূপের আর তিনখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ বিরচিত হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি ও শ্রীলঘুভাগবতামৃত—এই তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শাখাপ্রশাখাক্রমে মুখ্য ভক্তিরসকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উহাতে ভক্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ

---

* নন্দসিন্ধুর বাণেন্দু সংখ্যে সম্বৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্॥

নিরূপণ-প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অবলম্বিত ভক্তির বৈশিষ্ট্যের পরিচয়ও প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পূর্ব্ব-দক্ষিণাদিক্রমে চারিভাগে বিভক্ত—প্রত্যেক ভাগ কতকগুলি লহরীতে বিভক্ত। সামান্য, সাধন, ভাব ও প্রেমভেদে ভক্তি চারি প্রকার। তন্মধ্যে সাধন-ভক্তির ভেদ দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভজনে প্রবৃত্তি হইতে বৈধী ভক্তির আরম্ভ। তৎপরে উহাই ক্রমশঃ চিত্তক্ষেত্রকে শ্রীভগবানের আবাসক্ষেত্রে পরিণত করিয়া প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়। আর স্বাভাবিক আকর্ষণের তীব্রতায় ব্রজলোকের কাহারও ভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনকেই রাগানুগা ভক্তির মূল ভিত্তি-রূপে গণ্য করা হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে মধুর রসের কথা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ১৪৬৩ শকে এই গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে মধুর রসের বা শৃঙ্গার রসের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরাংশ এবং গোপীভজনের রীতি ইহাতে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ প্রেমরসময়, তাঁহার ভজনা করিতে হইলে গোপীদের ন্যায় আদর লইয়া—গোপীদের ন্যায় সোহাগ লইয়া—গোপীদের ন্যায় মাধুর্য্য লইয়া তাঁহার সেবা করিতে হয়। এই গ্রন্থে গোপীদিগের অনুরাগের মাধুর্য্য, প্রণয়ের প্রিয় সম্ভাষণ, মানের সুধামাখা বঙ্কিম ভাব, বিরহের হৃদয়শোধী তীব্র উচ্ছ্বাস অতিমধুররূপে চিত্রিত হইয়াছে।

গণিতশাস্ত্রের যেরূপ মূলনিয়ম থাকে—এবং সেই নিয়মের বিস্তৃতি অঙ্কের মধ্যে পাওয়া যায়—সেইরূপ উজ্জ্বলনীলমণির ব্রজকান্তাগণের লক্ষণানুরূপ লীলাবিলাসের পরিচয়ও বিশেষভাবে বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব গ্রন্থদ্বয়ে প্রদত্ত হইয়াছে। এই জন্য উজ্জ্বলনীলমণি অবলম্বন করিলেই এই

নাটক দুইখানি আস্বাদন করিবার প্রশস্ত বর্ত্মের সন্ধান পাওয়া যায়। লঘু-ভাগবতামৃত—শাস্ত্রসিদ্ধান্ত প্রদর্শনে এই গ্রন্থখানি অদ্বিতীয়। লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থ শ্রীরূপের অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃতের সিদ্ধান্তের সার লইয়া লিখিত হইলেও ইহার একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব অবতারের বীজ। অসংখ্য অবতার তাঁহারই স্বাংশ এবং জীবগণ পরমাত্মার তটস্থ-শক্তিস্বরূপ এবং শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশস্বরূপ। স্বয়ং ভগবান্ হইতে বহুল কার্য্য সাধনের জন্য অসংখ্য অবতার আবির্ভূত হন। শ্রীপাদ রূপ-বিরচিত শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে এই অবতারগণের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগ অতীব সুপ্রণালীনিবদ্ধ। এই গ্রন্থ পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। পূর্ব্বখণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে বিবিধ স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। প্রথমে স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্মরূপ। তদেকাত্মরূপ আবার বিবিধ :—বিলাস ও স্বাংশ। আবেশ ও প্রকাশ, অবতারতত্ত্ব, অবতারের লক্ষণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয় শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও যুক্তি অবলম্বনে এই এই গ্রন্থে চূড়ান্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের অবতার প্রধানতঃ ত্রিবিধ :—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। পুরুষাবতার তিনটি—প্রথম পুরুষ অবতার, দ্বিতীয় পুরুষ অবতার ও তৃতীয় পুরুষ অবতার। গুণাবতার তিনটি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র। অনন্তর ২৫টি লীলাবতারের, ১২টি মন্বন্তরাবতারের ও চারিটি যুগাবতারের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লঘু-ভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ডে শ্রীপাদ রূপ শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, এবং তদপেক্ষা তাঁহার ভক্তের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মার্কণ্ডেয়াদি ভক্তগণের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষাও পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের অপেক্ষাও যাদবগণ শ্রেষ্ঠ, যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ, উদ্ধবের অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠা এবং তন্মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ; কিন্তু গ্রন্থখানি এমন সুকৌশলে লিপিবদ্ধ যে,

ইহা অবতারতত্ত্বনিরূপণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বা সমগ্র পুরাণ-শাস্ত্রের পরিভাষাগ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

শ্রীরূপ গোস্বামী এই কয়েকখানি শ্রেষ্ঠগ্রন্থ ব্যতীত আরও অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, মথুরা-মাহাত্ম্য, স্তবমালাপ্রমুখ গ্রন্থাবলী ব্যতীত পদ্যাবলী নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতাসংগ্রহ গ্রন্থ সুবিখ্যাত।

শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া যে শুদ্ধ গ্রন্থরচনা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে; তিনি অতি প্রাচীন কালে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দদেবের মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া তাঁহার সেবা প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীরূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভের পুত্র শ্রীজীব উত্তরকালে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইঁহার নিকট অবস্থান-পুরঃসর ভক্তিসাধনায় ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তে অসাধারণ সুপরিপক্কতা লাভ করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপ সনাতন যে আদর্শ ভক্তজীবন যাপন করেন, তাঁহার বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী এক দিকে যেমন ডোরকৌপীন-তিলকধারী দীনাতিদীন বৈষ্ণব, তৃণের মত সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু এবং নিজ মানের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অন্যের মানবর্দ্ধনে সতত প্রযত্নশীল, অপর দিকে তিনি ধর্ম্মের আদর্শরক্ষায় ও শাস্ত্রমর্য্যাদারক্ষায় তেমনই তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক গুণে তিনি শ্রীবৃন্দাবনের ভজনশীল বৈষ্ণব-মণ্ডলীর এতাদৃশ প্রিয় হইয়াছিলেন যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার "সাধন-দীপিকা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

রূপেতি নাম বদ ভো রসনে সদা ত্বং
রূপঞ্চ সংস্মর মনঃ করুণা-স্বরূপম্।
রূপং নমস্কুরু শিরঃ সদয়াবলোকম্।

শ্রীরূপের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন ; যথা—

"শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥" চৈঃ চঃ ৽।১

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অগ্রজ ভ্রাতা সনাতনের সহিত শ্রীরূপের জীবন একসূত্রে গ্রথিত ছিল। দুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া ইহাঁরা ব্রজমণ্ডলের ৮০টি লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার করেন এবং ব্রজমণ্ডলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করেন। শ্রীবৃন্দাবনে বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকথার যে ইতিহাস, ইহাঁদের জীবন হইতেই তাহার আরম্ভ। শেষবয়সে ইহাঁরা কি ভাবে জীবন যাপন করিতেন, পদকর্ত্তা রাধাবল্লভ দাসের একটি পদে তাহা সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

"গৌরাঙ্গের যত গুণ কহে রূপ সনাতন
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা করে
এইরূপ কত দিন থাকে ॥

তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদে রাধাকৃষ্ণ বলি কান্দে
এইরূপে থাকে কত দিন ॥

কত দিন অন্তর্দ্ধনা ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনা
চারি দণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।

স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে নাম-গানে সদা থাকে
অবসর নাহি এক তিলে ॥

কখন বনের শাক অলবণে করি পাক
মুখে দেন দুই এক গ্রাস।
ছাড়ি ভোগ বিলাস তরুতলে কৈল বাস
এক দুই তিন উপবাস ॥

সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায় ধূলায় লুটায় কায়
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস মনে বড় অভিলাষ
কবে হব তাঁর দাসের দাস ॥

১৪৭৬ শকের আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বা মুড়িয়া পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামীর তিরোভাব হয়। শ্রীসনাতনের তিরোভাবের পর শ্রীরূপ সনাতনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহনের মন্দিরে মহামহোৎসব শেষ করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য। ইহার পরেই তিনি প্রিয়তম অভিন্নহৃদয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইবার কালপ্রতীক্ষা করিতে থাকেন। ইহার কিছুদিন পরেই শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব হয়। শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য স্বনামখ্যাত শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরের পশ্চাতে তাঁহার সুপবিত্র দেহ সমাহিত করেন। এখনও প্রতি বৎসর শ্রাবণদ্বাদশীতিথিতে শ্রীরাধা-দামোদরের মন্দিরে তাঁহার তিরোভাব উৎসব হইয়া থাকে।

বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত গৌরব শ্রীরূপ-সনাতনের স্মৃতিকথা বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়পটে চিরদিন দেদীপ্যমান হইয়া যখন বিরাজ করিবে— আমাদের বিশ্বাস, তখনই আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতির সুদিন ফিরিয়া

আসিবে। আমরা এই ভ্রাতৃদ্বয়ের পবিত্র চরণকমলে প্রণাম করিয়া শ্রীরূপের জীবনকথা অতি সংক্ষেপে স্পর্শমাত্র করিলাম। ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য শ্রীরূপ-সনাতনের ভক্তগণ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন —ইহাই প্রার্থনা।

বিনীত—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

ললিতমাধবনাটকম

প্রথমাঙ্কঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্ মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥১॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

অথ শ্রীনন্দনন্দনান্তঃপুরচরৈর্ভগবদ্ভক্তবরৈঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপাধরৈঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈর্মদেকশরণৈরুজ্জ্বলনীলমণৌ লক্ষিতং সমৃদ্ধিমদাখ্যসম্ভোগং স্ফুটং দর্শয়িতুং বিরচ্যমানস্য ললিতমাধবাখ্যস্য গ্রন্থস্য প্রথমপক্ষং ব্যাচক্ষে সুররিপুসুদৃশামিত্যাদি। মুকুন্দযশ এব শশী বো যুষ্মভ্যং মুদং দিশতু। অখণ্ড ইত্যনেন পূর্ণচন্দ্রস্যোপমানত্বং দর্শিতম্। চন্দ্রস্য সদাতনপূর্ণত্বাভাবাদস্য তৎ সত্ত্বাদ্ব্যতিরেকালঙ্কারো বা। কিং কুর্ব্বন্ সুররিপুসুদৃশামুরোজ এব কোকাস্তান্ মুখান্যেব কমলানি চ খেদয়ন্। অখিলাঃ সুহৃদ এব চকোরাস্তানন্দিতুং শীলং যস্য সঃ। আশীর্ব্বাদস্য প্রাথমিকত্বাত্তদ্রূপমঙ্গলং প্রথমং কৃতম্। সমস্তবস্তুবিষয়রূপকালঙ্কারোঽত্র

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে নমস্কার।

অসুরসুন্দরীদিগের স্তনরূপ চক্রবাককে ও তাহাদের মুখকমলকে যাহা ম্লান করে এবং যাহা সকল সুহৃদ্রূপ চকোরদিগকে আনন্দ দান

অপিচ।

অষ্টৌ প্রোক্ষ্য দিগঙ্গনা ঘনরসৈঃ পত্রাঙ্কুরাণাং শ্রিয়া
কুর্ব্বন্মঞ্জুলতাভরস্য চ সদা রামাবলীমণ্ডনম্।

বাচ্যঃ। অপ্রস্তুতপ্রসঙ্গা ব্যঙ্গ্যা। কংসাদি-সুররিপুবিশেষে নন্দাদি-সুহৃদ্বিশেষে চ বক্তব্যো সুররিপুমাত্রস্য সুহৃন্মাত্রস্য চ গ্রহণাৎ॥ ১॥

মুদিরঃ কামুকে মেঘে হর্ষণে চ নিগদ্যতে ইত্যভিধানাৎ। কামুকং হর্ষপ্রদং বা। কৃষ্ণনামানং যশোদাস্তনন্ধয়ম্। কৃষ্ণং শ্যামং মুদিরং মেঘং বা। দিশি দিশি গতা অঙ্গনাঃ শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী ললিতা বিশাখা পদ্মা শৈব্যা শ্যামলা ভদ্রা একত্রীকৃত্য তা ঘনরসৈরঙ্গাঙ্গীভূত-নিবিড়-শৃঙ্গারবিশেষৈঃ প্রোক্ষ্য নিষিচ্য তর্পয়িত্বা। কস্তূর্য্যা লিখিতপত্রভঙ্গানাং শোভয়া। মনোজ্ঞাতিশয়স্য সম্পত্ত্যা সুন্দরীশ্রেণ্যা মণ্ডনং কুর্ব্বন্ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। বৃত্ত্যর্থে ক্রমেরাত্মপদম্ চ পুনঃ। উজ্জ্বলাখ্যাবতীং চন্দ্রতোপ্যুজ্জ্বলা আকৃতির্যস্যাস্তাং চন্দ্রাবলীং ধারয়ন্। পক্ষান্তরে তু যঃ কৃষ্ণো মেঘো অষ্টৌ

করে, সেই মুকুন্দের অখণ্ড সম্পূর্ণ যশঃশশী নিত্যকাল তোমাদের আনন্দ-বিধান করুক্॥ ১॥

আরও

কৃষ্ণমেঘ যেমন অষ্ট দিগ্‌বধূদের ঘনরসে অভিষিঞ্চিত করে, এবং মঞ্জু-লতাবলীতে পত্রাঙ্কুর সমুদ্গত করাইয়া সদা উপবনসমূহকে (আরামাবলীকে) শ্রীমণ্ডিত করে, এবং স্বীয় পীনোন্নত বক্ষে ভানুচ্ছটার অতুলনীয় আভা এবং চন্দ্রের উজ্জ্বল কান্তি আবৃত করিয়া পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ যে হর্ষপ্রদ কৃষ্ণ শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী ললিতা বিশাখা পদ্মা শৈব্যা শ্যামলা ও ভদ্রা নাম্নী অষ্ট নায়িকাকে আনন্দঘনরসে অভিষিক্ত করেন এবং পত্রলেখা রচনার দ্বারা রামাবলীকে (সুন্দরীগণকে) মঞ্জুলতায় বা

যঃ পীনে হৃদি ভানুজামতুলভাং চন্দ্রাকৃতিং চোজ্জ্বলাং
রুন্ধানঃ ক্রমতে তমত্র মুদিরং কৃষ্ণং নমস্কুর্ম্মহে ॥ ২ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ ।—অলমতিবিস্তরেণ । সমন্তাদবলোক্য ।
হন্ত ভোঃ ।

সন্তত-বৃন্দাটবীনিকুঞ্জবেদি-নিবাসদীক্ষারসজ্ঞস্য স্ফুরদ্ভুজদণ্ড-পুণ্ডরীকমণ্ডলীমণ্ডিতব্রহ্মকুণ্ডতীরোপান্তস্থলী-মহাভৌমিকস্য ভগ-

---

দিশোঽঙ্গনা ইব ঘনরসৈর্মেঘপুষ্পৈঃ ঘনরস ইত্যমরাৎ জলৈঃ প্রোক্ষ্য পত্রাঙ্কুরাণাং পুনর্নবো যা লতাস্তাসামতিশয়স্য চ শ্রিয়া শোভয়া সদা আরানাবলীনামুপবনশ্রেণীনাং মণ্ডনং কুর্ব্বন্। যঃ পীনে হৃদি ভানুজাং সূর্য্যাজ্জাতাং অতুলাভামতুল্যাং কান্তিম্। চ পুনরুজ্জ্বলাং চন্দ্রস্যাকৃতিং রুন্ধানঃ আবৃণ্বন্ ক্রমতে তমিত্যাদি পূর্ব্ববদুন্নেয়ং নান্দী নমস্ক্রিয়ান্বিতা বস্তুনির্দ্দেশান্বিতা চ। বস্ত্বত্র ললিতাদিষু তত্রাপি রাধাচন্দ্রাবল্যোশ্চ কৃষ্ণস্যানুরাগস্তাসাং কৃষ্ণে চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২ ॥

নান্দ্যন্ত ইতি। নান্দী স্যান্মঙ্গলস্তুতিঃ। তদুক্তং নাটকলক্ষণে প্রস্তাব-

---

সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করেন, এবং অতুল্যদীপ্তি (বৃষ-)ভানু-তনয়া শ্রীরাধাকে এবং চন্দ্র অপেক্ষাও উজ্জ্বলকান্তি চন্দ্রাবলীকে স্বকায় পীনোন্নত বক্ষে ধারণ করেন, সেই জগদ্বিহারী কৃষ্ণকে আমরা নমস্কার করি ॥ ২ ॥

(নান্দী পাঠের পর)

সূত্রধার। অধিক বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

(চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া) ওহে নটগণ, শ্রবণ করো—

যিনি বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ-বেদীতে নিরন্তর নিবাস করিবার দীক্ষা-রসের

বতো গোপীশ্বরতয়া প্রসিদ্ধস্য চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ স্বপ্নাবির্ভূতমাদেশ-মাসাদ্য দীপাবলীকৌতুকারম্ভে গোবর্দ্ধনারাধনায় রাধাকুণ্ড-রোধসি মাধবী-মাধবমন্দিরস্য পূর্ব্বতঃ সঙ্গতানি বৈষ্ণব-বৃন্দানি স্বপ্রবন্ধেন ললিতমাধবনাম্না নাটকেনাহমুপস্থাতুং পর্য্যুৎসুকো-ঽস্মি ॥ ৩ ॥

নায়াস্ত মুখে নান্দী কার্য্যা সুখাবহা। আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দ্দেশান্যতমা মতেতি। তত্রৈব। অর্থস্য প্রতিপাদ্যস্য তীর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে ইতি। তস্যান্তে সূত্রধার আহেতি ক্রিয়াঽধ্যাহার্য্যা। এবং পরত্র আহেত্যাদি ক্রিয়াধ্যাহারেণৈবান্বয়ঃ কর্ত্তব্যঃ। সূত্রধারো নটোত্তমঃ। যথা তত্রৈব। সূত্রধারঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কথা সূত্রার্থসূচক ইতি। নান্দ্যা অতিবিস্তরেণালং পর্য্যাপ্তম্। অলং ভূষণপর্য্যাপ্তিশক্তিবারণবাচকমিতি। সমন্তাৎ সর্ব্বতো দিশঃ হন্ত ভোঃ ইত্যাদি বিধত্ত কুরুত। হন্ত ভো নটাঃ শৃণুত। ভগবতশ্চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ শিবস্য স্বপ্ন আবির্ভূতমাদেশমাজ্ঞামাসাদ্য ললিতমাধবনাম্না স্বপ্রবন্ধেন স্বরচিতেন নাটকেন সাধনেন সেবিতে তদভিনীয়েত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

মর্ম্ম অবগত আছেন, যিনি প্রফুল্ল ও উদ্ধনাল কমলমণ্ডলে মণ্ডিত ব্রহ্মকুণ্ডতীরের নিকটবর্ত্তী ভূমির অধিপতি, যিনি গোপীশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ, যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, সেই চন্দ্রশেখর মহেশ্বরের স্বপ্নাদেশ অনুসারে দীপাবলীর উৎসব আরম্ভে গোবর্দ্ধনের আরাধনার নিমিত্ত রাধাকুণ্ডের তীরে মাধবী-মাধব-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে সমাগত বৈষ্ণববৃন্দকে আমি আমার স্বরচিত ললিতমাধব নামক নাটক দ্বারা প্রীত ও সেবা করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি ॥ ৩ ॥

তদভীষ্টদৈবতমভ্যর্থয়িষ্যে।

নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥ ৪ ॥

আকাশে। কিং ব্রবীষি।

ভোঃ হন্ত কথমত্র মহাসাহসে কৃতাধ্যবসায়োঽসীতি।

ভোঃ সত্যমিদং বিদাংকরবাণি। তথাপি পরবানস্মি।
শ্রূয়তাম্॥ ৫

অভীষ্টদৈবতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামানম্॥ ৪ ॥
আকাশ ইতি বাণী জায়তে ইতি। তথাপীতি। শ্রীমহাদেবাধীনোঽস্মি॥৫॥

অতএব আমি আমার অভীষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করি।

যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজ প্রেমসুধা প্রচুর পরিমাণে বিকীর্ণ করিতেছেন এবং সেজন্য যাঁহার দ্বিজকুলাধিরাজ নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে, যিনি সমস্ত তম নাশ করিতেছেন, সেই শচীনন্দন শশী আমার কোনও কল্যাণ বিধান করুন ॥ ৪ ॥

(আকাশে কাণ পাতিয়া)

কি বলিতেছ। ওহে, তুমি এমন মহাসাহসিক কর্ম্মে কেন উদ্যোগী হইয়াছ, জিজ্ঞাসা করিতেছ? হাঁ, ইহা সত্য দুঃসাহস, তাহা আমি জানি। তথাপি আমি পরাধীন অর্থাৎ মহাদেবের আজ্ঞাপ্রাপ্ত। শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥

ক্বেয়ং সভা গুণবতী বত মুগ্ধরূপঃ
কাহং জিতোঽস্মি গুরুণা গুরুগৌরবেণ।
আদ্যা মমাদ্য শরণং শরণং গতানাং
দত্তোৎসবস্য করুণা করুণার্ণবস্য॥

পুরস্তাদবলোক্য হন্ত ভোঃ কৃষ্ণপদারবিন্দ-ভৃঙ্গাঃ প্রসাদং বিদধত ভবদ্বিধানামেব কৃপাবলম্বনেনাত্র নিরাতঙ্কমুদ্যতোঽস্মি।

যতঃ।

শান্তশ্রিয়ঃ পরমভাগবতাঃ সমন্তাদ্বৈগুণ্যপুঞ্জমপি সদ্গুণতাং নয়ন্তি।
দোষাবলীমপরিতাপতয়া মৃদূনি জ্যোতীংষি বিষ্ণুপদভাঞ্জি বিভূষয়ন্তি॥৬॥

শান্তশ্রিয় ইত্যাদি। শান্তা পরানুদ্বেজিনী শ্রীস্কর্তনাদিসম্পত্তির্যেষাং তে নয়ন্তি প্রাপয়ন্তি। জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণি কর্ত্তৄণি দোষাবলীং রাত্রিশ্রেণীং পক্ষে দোষশ্রেণীমপরিতাপকতয়া বিভূষয়ন্তি তামপরিতাপিকাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ।

কোথায় এই গুণবান্‌দিগের সভা আর কোথায় মূঢ়বুদ্ধি রূপ আমি কিন্তু প্রবল গুরু-আজ্ঞার নিকটে পরাজিত হইয়াছি। যিনি শরণাগতকে আনন্দ দান করেন, যিনি করুণার সাগর, সেই করুণাময়ের আদিভব শ্রেষ্ঠতম করুণাই অদ্য আমার একমাত্র আশ্রয় ও শরণ।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া)

ওহে কৃষ্ণের চরণকমলের মধুপগণ, আপনারা আমাকে প্রসাদ বিতরণ করুন। ভবাদৃশ মহৎ ব্যক্তিদের কৃপা অবলম্বন করিয়া আজ আমি এখানে এই মহৎ কর্ম্মে নির্ভয়ে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছি।

ইতি মূর্দ্ধন্যঞ্জলিমাধায় ।

বক্তুং পারমহংস্যপদ্ধতিমিহ ব্যক্তিং গতানাং হি যঃ
সিদ্ধানাং ভুবনে বভূব সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা ।
সাঙ্গং ভক্তিরসং রহস্যমধুনা ভক্তেষু সঞ্চারয়-
ন্নেকঃ সোঽবততার বিশ্বগুরবে পূর্ণায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৭ ॥

মৃদুত্বেন শান্তশ্রীবিষ্ণুপদভাক্তেন পরমভাগবতত্বং তেষাং ব্যঞ্জিতম্ । পক্ষে বিষ্ণুপদমাকাশম । বিয়দ্বিষ্ণুপদং বা ত্বিত্যমরকোষাৎ । দৃষ্টান্তনামালঙ্কারঃ । তল্লক্ষণম্—দৃষ্টান্তঃ পুনরেতেষাং সর্ব্বেষাং প্রতিবিম্বনমিতি ॥ ৬ ॥

বক্তুমিত্যাদি । তৃতীয়ঃ শ্রীসনাতনঃ । সনকাদীনাং তৃতীয়ত্বেন বিশ্বগুরুত্বম্ । সাঙ্গভক্তিরসসঞ্চারিত্বেনাস্য পূর্ণত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥৭ ॥

যেহেতু—

শান্তশ্রীসম্পন্ন (শান্তরসাস্পদ) পরম ভগবদ্‌ভক্ত জনগণ সর্ব্বতোভাবে দোষসমূহকেও সদ্‌গুণে পরিণত করিতে পারেন । যেমন উষ্ণতাবিহীন মৃদু কিরণশালী নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশে (বিষ্ণুপদে) উদিত হইয়া রজনী সমূহকে (দোষাবলীকে) বিভূষিত করে ॥ ৬ ॥

(এই বলিয়া মাথায় অঞ্জলি স্থাপন করিয়া) যিনি পুরাকালে বা সৃষ্টির প্রারম্ভে ইহ-জগতে পরমহংসদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মপদ্ধতি প্রচার করিবার জন্য সনকাদি (সনক সনন্দ সনাতন সনৎকুমার চারি জন) সিদ্ধপুরুষ-দিগের মধ্যে তৃতীয় রূপে (সনাতন নামে) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অধুনা তিনিই আবার সম্পূর্ণাঙ্গ ভক্তিরসের রহস্য ভক্তগণের মধ্যে সঞ্চার করিবার জন্য একাকী অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই পূর্ণ বিশ্বগুরু সনাতনকে (গ্রন্থকার রূপ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদর) আমি প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

তদহং নিরবদ্যসঙ্গীতবিদ্যায়াং বিদ্যাধরীং মাননীয়াং
মে নটবৃন্দেশ্বরীং বৃদ্ধাং রঙ্গে সন্নিধাপয়িতুমিচ্ছামি ॥ ৮ ॥

প্রবিশ্য নটী। বচ্ছ, রঙ্গমঙ্গলসংবিহাণে সম্পদং অণ-হিণিইট্‌ঠ-
মণীসহ্মি ॥ ৯ ॥

সূত্রধারঃ। আর্য্যে কিমিত্যেবমুচ্যতে। পশ্য পশ্য।

চকাস্তি শরদুৎসবঃ স্ফুরতি বৈষ্ণবানাং সভা
চিরস্য গিরিরুদ্গিরত্যমলকীর্ত্তিধারাং হরেঃ।

মে মাননীয়াং বৃদ্ধাং মুখরাম্। রঙ্গে রঙ্গস্থলে। সন্নিধাপয়িতুং সঞ্চারয়িতুমিচ্ছামীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

নটী মুখরাবেশধারিণী প্রবিশ্যাহ। বৎস, রঙ্গমঙ্গলসংবিধানে সাংপ্রতমনভি-নিবিষ্টমনাস্মি। বাসনান্তরেণ চিত্তাক্রান্তত্বাদিত্যুত্তরবাক্যানুসারেণ জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯ ॥

চকাস্তীত্যাদি। চিরস্য চিরকালং ব্যাপ্য। মাধবনামা শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিঃ।

এক্ষণে আমি অনিন্দনীয় সঙ্গীতবিদ্যায় বিদ্যাধরীতুল্যা আমার মাননীয়া বৃদ্ধা ও মুখরা নটবৃন্দেশ্বরীকে এই রঙ্গভূমিতে অবতারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৮ ॥

(নটীর প্রবেশ)

নটী। বৎস, সম্প্রতি আমি রঙ্গমঙ্গল সংবিধান করিবার জন্য আমার
মন অভিনির্বিষ্ট করিতে পারিতেছি না ॥ ৯ ॥

সূত্রধার। আর্য্যে, কেন এরূপ বলিতেছেন।

দেখুন, দেখুন—এই শারদোৎসব উজ্জ্বল দীপ্তিতে শোভা পাইতেছে, এই সময় আবার বৈষ্ণবদিগের সভা দেদীপ্যমান হইয়াছে, এবং এই গিরি শ্রীকৃষ্ণের অমল কীর্ত্তিধারা ক্রমাগত উদ্গিরণ করিতেছে, অন্য

কিমন্যদিহ মাধবো মধুরমূর্ত্তিরুদ্ভাসতে
তদেষ পরমোদয়স্তব বিশুদ্ধপুণ্যশ্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

নটী। বচ্ছ, মহানুভাঅ-জণব্বসণ-সংভূদা এসা মে আদঙ্ক-
সিঙ্খলা ণ কৃখু লোঅচরীয়া সাহারণী ॥ ১১ ॥

সূত্রধারঃ। আর্য্যে, নিয়মিতমনৈকান্তিকানি ভবন্তি মহানু-
ভাবানাং ব্যসনানি ॥ ১২ ॥

উদ্ভাসতে শোভতে তত্তস্মাত্তব বিশুদ্ধপুণ্যশ্রিয় এষ পরমোদয়ো বর্ত্ততে। সং-
সঙ্গস্তু বিশুদ্ধপুণ্যেনৈব ভবতীতি ধ্বনিতম্॥ ১০ ॥

নটী মুখরাহ। বৎস, মহানুভাবজনব্যাসনসম্ভূতা এষা মে আতঙ্কশৃঙ্খলা
ন খলু লোকচর্য্যা সাধারণী। ব্যসনং বিপত্তিঃ। ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে
দোষে কামজ-কোপজে ইতি কোষাৎ॥ ১১ ॥

সূত্রধার আহ। নিয়তং নিশ্চিতম্। অনৈকান্তিকানি অনিত্যানি
ব্যসনানি বিপত্তয়ঃ॥ ১২ ॥

কথা আর কি বলিব, এখানে মধুরমূর্ত্তি মাধবও স্বয়ং উদ্ভাসিত
হইতেছেন, অতএব এই শুভক্ষণ আপনার বিশুদ্ধ পুণ্যশ্রীর পরম উদয়
বলিয়া জানিতে হইবে॥ ১০॥

নটী। বৎস, কোনও মহানুভাবসম্পন্ন ব্যক্তির বিপদের জন্যই আমার এই
আতঙ্ক-শৃঙ্খলা আমাকে বেষ্টন করিয়াছে, নতুবা ইহা সাধারণ লোকা-
চারের জন্য নহে॥ ১১ ॥

সূত্রধার। আর্য্যে, মহানুভাবদিগের বিপত্তি সর্ব্বদাই অনিত্য অর্থাৎ অল্প-
কালস্থায়ী হইয়া থাকে, ইহাই জগতের নিয়ম॥ ১২ ॥

তথাহি।

বিপিনং যদি বা দিগন্তরাণি ত্রিদিবং বা গমিতং রসাতলং বা।
স্বপদান্তিকমানয়ত্যবশ্যং ভগবান্ ভক্তজনং ন মোক্তুমিষ্টে॥ ১৩॥

বিপিনমিত্যাদি। তমোময়েন প্রাচীনকর্ম্মণা বিপিনং গমিতং পশুত্বং প্রাপিতম্। রজোময়েন দিগন্তরাণি গমিতং নরত্বং প্রাপিতম্। সত্ত্বময়েন ত্রিদিবং গমিতং দেবত্বং প্রাপিতম্। অতিগর্হ্যপ্রাচীনকর্ম্মণা রসাতলং গমিতং নারকিত্বং প্রাপিতম্। ভক্তজনং ভগবান্ স্বপদান্তিকমবশ্যমানয়তি। ন মোক্তুং ন ত্যক্তুমীষ্টে। মুক্তিং দাতুং বা নেষ্টে ন বাঞ্ছতীতার্থঃ। কিন্তু নিজসেবকং করোতীত্যর্থঃ। অত্রাপ্যপ্রস্তুতপ্রশংসালঙ্কারঃ। শ্রীরাধিকাদি-ভক্তানাং চরিতে বক্তব্যে সামান্যভক্তানাং চরিতবর্ণনাৎ। অত্র সামান্য-ভক্তানাং চরিতং ব্যাখ্যাতম্। শ্রীরাধিকাদি ভক্তবৃন্দস্য বিপিনং খাণ্ডবাদি-বনং দিগন্তরাণি প্রাগ্জ্যোতিষপুরাদীনি ত্রিদিবং সূর্য্যমণ্ডলম্। রসাতলং জাম্ববদ্গৃহং বা গমিতং হরিমায়য়া প্রাপিতং ভগবান্ স্বপদান্তিকমবশ্যমানয়তি তন্মোক্তুং নেষ্টে ইতি বিশেষো জ্ঞেয়ঃ॥ ১৩॥

যেহেতু—

ভক্তজন যদি বনে অথবা দিগন্তরে কিংবা আকাশে বা পাতালে গমন করেন, ভগবান্ তাঁহাকে অবশ্যই স্বকীয় চরণ-সকাশে আনয়ন করেন, কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। (অথবা ভক্তজন যদি তমোময় অতীত কর্ম্মফলে বনে গমন করেন অর্থাৎ পশুত্ব প্রাপ্ত হন, অথবা রজোময় কর্ম্ম হেতু দিগন্তরে গমন করেন অর্থাৎ নরত্ব প্রাপ্ত হন, অথবা সত্ত্বময় কর্ম্ম করিয়া স্বর্গে গমন করেন অর্থাৎ দেবত্ব প্রাপ্ত হন, অথবা অতিগর্হিত কর্ম্ম-নিবন্ধন রসাতলে গমন করেন

নটী। পুত্ত, সচ্চং ভণাসি ; তহবি সিণেহাণং কৃখু বিবেঅহারিণী পইদিত্তি মুজ্ঝিম্হি ॥ ১৪ ॥

সূত্রধারঃ। আর্য্যে, কথয় কুত্র নিবদ্ধস্নেহাসি ?

নটী। পুত্ত, অত্থি চারণউলণন্দণো কোবি কলাণিহিনাম ॥ ১৫ ॥

নটীতি। পুত্র, সত্যং ভণসি, তথাপি স্নেহানাং খলু বিবেকহারিণী প্রবৃত্তিরিতি মুগ্ধাস্মি ॥ ১৪ ॥

নটীতি মুখরাগঃ। পুত্র, অস্তি চারণকুলনন্দনঃ কোহপি কলানিধির্নাম। চারণা অত্র নটাঃ পক্ষে আভীরাশ্চ। উপদেবে চারণঃ স্যাদাভীরে চ নটেহপি চেতি বিশ্বকোষাৎ। চারণকুলেত্যাদিকং ভারতীবৃত্ত্যঙ্গানাং মুখান্তর্গতবীথ্যঙ্গভূতমুদ্ঘাত্যকমিদম্। তল্লক্ষণং যথা। পদানীত্যগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ। যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈস্তদুদ্ঘাত্যকমুচ্যতে. ইতি। অত্র চারণকুলনন্দনপদং আভীরকুলনন্দনপদেন কলানিধিপদং শ্রীকৃষ্ণপদেন যোজিতম্। স তু কৃষ্ণোহপি চতুঃষষ্টিকলানাং নিধিরাশ্রয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অর্থাৎ নরকে গমন করেন, তথাপি ভগবান্ আপনার ভক্তজনকে কখনও পরিত্যাগ করেন না, তাঁহাকে নিশ্চয়ই নিজ চরণ-সকাশে আনয়ন করেন) ॥ ১৩ ॥

নটী। পুত্র, তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, তথাপি স্নেহের মোহে মানুষের বিবেক বা বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সেই স্নেহাতিশয্যতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি ॥ ১৪ ॥

সূত্রধার। আর্য্যে, বলুন তো আপনি কোথায় স্নেহে নিবদ্ধ হইয়াছেন।

নটী। পুত্র, চারণকুলনন্দন কলানিধি নামে কোনও এক ব্যক্তি আছেন।

সূত্রধারঃ। কস্তং ন জানীয়াৎ। যতঃ।

বরতাণ্ডববীথিপণ্ডিতো গুণশালী নবযৌবনোন্মুখঃ।
প্রথিতো ভুবি সঙ্গরাঙ্গনে রিপুভঙ্গোদ্ধুরধীঃ কলানিধিঃ ॥১৬॥

নটী। বিহিণো আণুউল্লেণ উবাত্থদা ণত্তিণী বুড্ঢিএ মএ সংভাবিদা।
তারা নাম লোওত্তরা কণ্ণআ তস্স দাতুং সঙ্কপ্পিদা ॥ ১৭ ॥

বীথিঃ শ্রেণী। বীথ্যালিরাবলিঃ পঙ্‌ক্তিঃ শ্রেণী লেখাস্ত রাজয় ইত্যমরঃ। সঙ্গরাঙ্গনং যুদ্ধস্থানম্ ॥ ১৬ ॥

নটীতি মুখরাহ। বিধেরানুকূল্যোনোপস্থিতা নপ্ত্রী বৃদ্ধয়া ময়া সম্ভাবিতা। তারা নাম লোকোত্তরা কন্যকা তস্মৈ দাতুং সঙ্কল্পিতা। নপ্ত্রী তু দুহিতুঃ সুতা। সম্ভাবিতা লব্ধা। তারাপদং রাধাপদেন যোজিতম্। তস্মৈ কলানিধয়ে ॥ ১৭ ॥

(অর্থাৎ গোপকুলের আনন্দদায়ক সকল কলায় কুশল কোনও লোক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আছেন) ॥ ১৫ ॥

সূত্রধার। তাঁহাকে কে না জানে। যেহেতু—তিনি বহুবিধ উত্তম নৃত্যকলায় সুশিক্ষিত, তিনি গুণশালী, নবযৌবনোন্মুখ অর্থাৎ নবকিশোর, জগতে প্রসিদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবিজয়ে দৃঢ়বুদ্ধি, সকল কলায় পারদর্শী ॥ ১৬ ॥

নটী। বিধাতার অনুগ্রহে বৃদ্ধা আমি একটি নাতিনী লাভ করিয়াছি, তাহার নাম তারা (রাধা), সেই অলোকসামান্যা কন্যাকে আমি সেই কলানিধির হস্তে সম্প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি ॥ ১৭ ॥

সূত্রধারঃ। লোকে ধিক্কারভিয়া বিধিস্তথা সাধুবাদলোভেন।
মিথুনং মিথোঽনুরূপং ঘটয়তি দুর্ঘটমপি প্রসভম্ ॥ ১৮ ॥

নটী। ণং কৃখু অহিলসন্তেণ দেসাহিআরিণা কিরাদরাএণ ণচ্চণ-বিলোঅণ-ছলাদো কলাণিহিং আআরিঅ ইমস্স পরাভবো অজ্ঝবসায়দিত্তি ॥ ১৯ ॥

সূত্রধারঃ। আর্য্যে মাং জ্যোতির্বিদং বিদ্ধি। তদস্য বর্ত্তমান-লগ্নানু-সারেণ তত্ত্বং তে বর্ণয়ামীতি বিমৃশ্য সহর্ষম্। হস্ত মা তে চিন্তাভূৎ।

সূত্রেতি। প্রসভং বলাৎ। প্রসভং স্যাদ্বলাৎকার ইতি কোষাৎ ॥ ১৮ ॥

নটীতি। এতাং খলু অভিলষতা দেশাধিকারিণা কিরাতরাজেন নর্ত্তন-বিলোকনচ্ছলাৎ কলানিধিমাহূয় ইমস্য কৃষ্ণস্য পরাভবোঽধ্যবসীয়তে ॥ ১৯॥

সময় ইতি। তেন কলানিধিনা গুণবতি পূর্ণমনোরথনাম্নি সময়ে। নটতেত্যাত্মপুদ্দবাতা কতয়া সূত্রধারেণ যোজিতম্ ॥ ২০ ॥

সূত্রধার। এই বর-কন্যার মিলন অতি দুর্ঘট ; কিন্তু পাছে লোকে তাঁহাকে ধিক্কার দেয়, এই ভয়ে এবং লোকের কাছে প্রশংসা পাইবার লোভে বিধাতা পরস্পরের যোগ্য এই বর-কন্যার মিলন একরকম বলপূর্ব্বকই সংঘটন করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

নটী। কিন্তু এই দেশের অধিকারী কিরাতদিগের রাজা (অর্থাৎ ব্যাধধর্ম্মী কংস) এই কন্যাকে লাভ করিবার অভিলাষ করিয়াছে, এবং সেই জন্য সে কলানিধির (শ্রীকৃষ্ণের) পরাভব ইচ্ছা করিয়া তাহাকে নৃত্য দেখাইবার ছলে কলানিধিকে স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করিয়াছে ॥ ১৯ ॥

সূত্রধার। আর্য্যে, আমাকে আপনি জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়া জানিবেন। সেই

তথাহি ।—নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা ।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্ ॥ ২০ ॥

(নেপথ্যে) হন্ত রাধামাধবয়োঃ পাণিবন্ধং কংসভূপতের্ভয়াদভি-
ব্যক্তামুদাহর্ত্তুমসমর্থো নটতা কিরাতরাজমিত্যপদেশেন বোধয়ন্
ধন্যঃ কোঽয়ং চিন্তাবিক্লবাং মামাশ্বাসয়তি ।

সূত্রধারঃ । (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) পশ্য পশ্য ।
অম্বা সান্দীপনিমুনিপতেরত্র শিষ্যেতি সাধ্বী
যাতা লোকে পরিচয়মুষেবল্লবীবল্লভস্য ।

জন্য আমি আজ বর্ত্তমান লগ্ন অনুসারে আপনার নিকট যাহা হইবে, তাহা যথাযথ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন ।

(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সহর্ষে) আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না, যেহেতু—

কলানিধি রঙ্গভূমিতে নৃত্য করিতে করিতে কিরাতরাজকে হত্যা করিয়া যথাসময়ে শুভক্ষণে তারার পাণিগ্রহণ করিবেন ॥ ২০ ॥

(নেপথ্যে) কি আনন্দের ব্যাপার ! রাধা-মাধবের পাণিগ্রহণের কথা কংস-রাজার ভয়ে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া "কলানিধি রঙ্গভূমিতে নৃত্য করিতে করিতে কিরাতরাজকে হত্যা করিয়া যথাসময়ে শুভক্ষণে তারার পাণিগ্রহণ করিবেন" এই কথা বলার ছলে তাহাই জানাইয়া দিয়া চিন্তায় কাতরা আমাকে পরম আশ্বাস দিলেন, এমন ধন্য ব্যক্তি ইনি কে ?

সূত্রধার । (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) দেখুন, দেখুন,—

কাশশ্রেণী-ধবল-চিকুরা ব্যাহরন্তীহ গার্গীং
রঙ্গে ধন্যা প্রবিশতি পুরঃ সংভ্রমাৎ পৌর্ণমাসী ॥ ২১ ॥
তদেহি তূর্ণমুত্তরভূমিকাং গ্রহীতুং প্রযাব। ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।
প্রস্তাবনা ॥ ২২ ॥
ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টা পৌর্ণমাসী।
পৌর্ণমাসী। হন্ত রাধামাধবয়োরিতি পঠিত্বা বৎসে গার্গি শ্রূয়তাম্।

নারদস্য শিষ্যেতি পরিচয়ং যাতা কাশপদেন কাশপুষ্পাণি লক্ষ্যান্তে। গার্গীং নান্দীমুখীম্। সংভ্রমাৎ সংভ্রমং প্রাপ্য ॥ ২১ ॥

প্রস্তাবনা প্রসঙ্গেন ভবেৎ কার্য্যস্য কীর্ত্তনম্। অর্থস্য প্রতিপাদ্যস্য তীর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে ॥ ২২ ॥

মুখসন্ধেরুপক্ষেপনাম সন্ধ্যঙ্গমিদম্। উপক্ষেপলক্ষণম্।—উপক্ষেপস্তু

যিনি মুনিশ্রেষ্ঠ সান্দীপনির জননী, বীণাবাদনরসিক দেবর্ষি নারদের শিষ্যা, ভুবনে সাধ্বী বলিয়া সুবিখ্যাতা, যাঁহার কেশ কাশপুষ্পের তুল্য শুভ্র, সেই ধন্যা পৌর্ণমাসী গর্গদুহিতা নান্দীমুখীর সহিত কথা কহিতে কহিতে দ্রুতপদে রঙ্গভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন ॥ ২১ ॥

অতএব এস, আমরা শীঘ্র ইহার পরবর্ত্তী অভিনয়ের উপযুক্ত বেশ গ্রহণ করিবার জন্য গমন করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা ॥ ২২ ॥

(অনন্তর যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে ও ব্যাপারে নিযুক্তা পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী। কি আনন্দের ব্যাপার! রাধা-মাধবের পাণিগ্রহণের কথা

কৃষ্ণাপাঙ্গ-তরঙ্গিত-দ্যুমণিজা-সম্ভেদ-বেণীকৃতে
রাধায়াঃ স্মিতচন্দ্রিকাসুরধুনীপুরে নিপীয়ামৃতম।
অন্তস্তোষ-তুষার-সংপ্লব-লবব্যালীঢ়-তাপোচ্চয়া
ক্রান্তাঃ সপ্ত জগন্তি সংপ্রতি বয়ং সর্ব্বোর্দ্ধমধ্যাস্মহে ॥ ২৩ ॥

বীজস্য সূচনং কথ্যতে বুধৈরিতি। অত্র রাধাকৃষ্ণয়োরনুরাগবীজ-সূচনমুপক্ষেপঃ। দ্যুমণিজা যমুনা। সম্ভেদবেণীকৃতে মিলনেন যুগ্মত্বং প্রাপিতে। সংপ্লবং মজ্জনম্ ॥ ২৩ ॥

কংস-রাজার ভয়ে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়াও নৃত্য করিতে করিতে কৌশলে কিরাতরাজকে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিলেন, এমন ধন্য ব্যক্তি কে? তিনি চিন্তায় কাতরা আমাকে পরম আশ্বাস দিলেন।

(পূর্ব্বে নেপথ্য হইতে কথিত উক্তি বলিতে বলিতে প্রবেশ করিয়া তিনি তাঁহার সহচরী গর্গ-দুহিতা নান্দীমুখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন) বৎসে গার্গি, শ্রবণ কর—

শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি-কটাক্ষ-তরঙ্গে চঞ্চল যেন তপন-তনয়া যমুনা নদী, আর রাধার স্মিতহাস্য যেন শুভ্র চন্দ্র-কিরণ তুল্য সুরধুনী-ধারা। এই উভয়ের যুক্তবেণীর পবিত্র তীর্থে অমৃত পান করিয়া আমাদের অন্তরে যে সন্তোষ উদিত হইয়াছে, তাহা তুষার-প্লাবনের ন্যায় আমাদের অন্তরের সমস্ত তাপ বিনাশ করিয়া দিয়াছে। ইহাতে আমাদের মনে হইতেছে, আমরা যেন সপ্ত জগৎ অতিক্রম করিয়া সংপ্রতি সকলের ঊর্দ্ধস্থানে অধিষ্ঠান করিতেছি ॥ ২৩ ॥

গার্গী। অজ্জে অহিমণ্ণুণা রাহাএ উব্বাহো তুএ চ্চেঅ কারিদো তা কিত্তি পুণোবি হরিণা সমং অহিলসিজ্জই ॥ ২৪ ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি মায়াবিবর্ত্তোঽয়ম্। নচেদ্বিরিঞ্চের্বরামৃতেন সমৃদ্ধৈর্বিন্ধ্যানগস্য তপঃপ্রসূনৈর্গুম্ফিতাং মাধবহৃন্মেদুরতাকারি-মাধুরি-মকরন্দাং রাধিকাবৈজয়ন্তীং কথং পৃথগ্‌জনঃ পাণৌ কুর্ব্বীত ॥ ২৫ ॥

গার্গীতি। আর্য্যে, অভিমন্যুনা সহ রাধিকায়া উদ্বাহস্ত্বয়া এব কারিতঃ। তৎ কিমপি পুনরপি হরিণা সমং অভিলষ্যতে ॥ ২৪ ॥

মায়াবিবর্ত্তঃ (অন্যধর্ম্মস্যান্যত্রারোপো বিবর্ত্তঃ)। সাদৃশ্যজ্ঞানেন শুক্তৌ রজতবন্মায়য়াং শ্রীরাধায়া আরোপোঽয়ং কৃতঃ। চেদ্‌যদি মায়াবিবর্ত্তো ন স্যাত্তর্হি কথং পৃথগ্‌জনো রাধিকাবৈজয়ন্তীং পাণৌ কুর্ব্বীত। পৃথগ্‌জনঃ পামরঃ। পাণিগৃহীত্রীং কুর্য্যাৎ। শ্লেষেণ পাণাবপি কথং কুর্ব্বীত। বিবর্ণঃ পামরো নীচঃ প্রাকৃতশ্চ পৃথগ্‌জন ইত্যমরাৎ। পক্ষে মাধবাৎ পৃথগ্‌জনোঽন্যো জনঃ ॥ ২৫ ॥

গার্গী। আর্য্যে, আপনিই পূর্ব্বে অভিমন্যুর সহিত রাধার বিবাহ সংঘটন করিয়া দিয়াছিলেন। তবে কেমন করিয়া পুনরায় রাধার সহিত কৃষ্ণের মিলন অভিলাষ করিতেছেন? ২৪

পৌর্ণমাসী। বৎসে, এ কেবল মায়ার মতিভ্রম, (মায়ার বশে এক বস্তুতে অপর বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতেছে, যেমন শুক্তিতে রজত অথবা রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয়, সেইরূপ) নতুবা বিধাতার বর-রূপ অমৃত দ্বারা সমৃদ্ধ, বিন্ধ্য-পর্ব্বতের তপস্যা-রূপ কুসুমে গ্রথিত, মাধবের হৃদয়ের স্নিগ্ধতা-সম্পাদন-কারিণী মাধুরী-মকরন্দ-স্বরূপিণী বৈজয়ন্তী-মালিকা সদৃশী রাধিকার পাণিগ্রহণ করিতে পৃথক্ বা নীচ ব্যক্তি কেমন করিয়া সমর্থ হইতে পারে? ॥২৫॥

গার্গী। কেরিসং তং বরামিঅং ॥ ২৬ ॥

পৌর্ণমাসী। তদভীষ্টমেব ধূর্জটের্জিত্বর-জামাতৃকং বিন্ধ্য।
গুণবিস্মাপিতভুবনং ভবিতা তব বালিকাযুগলম্ ॥ ২৭ ॥

গার্গী। পুত্তং মুক্কিঅ কণ্ণআ কহং বিঞ্‌ঝস্‌স অহিট্ঠা সংবুত্তা ॥ ২৮ ॥

পৌর্ণমাসী। জামাতৃসম্পদ্‌গর্ব্বিতস্য গৌরীপিতুর্গিরীন্দ্রস্য বিস্পর্দ্ধয়া ॥ ২৯ ॥

গার্গীতি। কীদৃশং তং বরামৃতম্ ॥ ২৬ ॥

পৌর্ণ ইতি। বিন্ধ্যং প্রতি বিরিঞ্চের্ব্বরামৃতং পৌর্ণমাস্যোক্তং ধূর্জটির্নীল-লোহিত ইত্যমরাৎ। ধূর্জটিজিত্বরো জামাতা যস্মাত্তস্মাৎ। জামাতা দুহিতুঃ পতিঃ। জামাতা বল্লভে সূর্য্যাবর্ত্তে চ দুহিতুঃ পত্যাবিত্যভিধানাৎ ॥ ২৭ ॥

গার্গীতি। পুত্রং মুক্ত্বা কন্যকা কথং বিন্ধ্যস্যাভীষ্টা সংবৃত্তা ॥ ২৮ ॥

পৌর্ণ ইতি। গৌরীপিতৃত্বেন গিরীন্দ্রস্য হিমালয়স্য বাঞ্ছিতম্। বিস্পর্দ্ধয়া মাৎসর্য্যেণেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

গার্গী। কিরূপ সেই বিন্ধ্য পর্ব্বতের বরামৃত? ॥ ২৬ ॥

পৌর্ণমাসী। বিধাতা বিন্ধ্য পর্ব্বতকে এই বলিয়া বর দিয়াছিলেন যে, হে বিন্ধ্য, তোমার অভিলাষ-অনুযায়ী এমন দুইটি কন্যা হইবেন, যাঁহারা স্বীয় গুণ দ্বারা ভুবনকে বিস্ময়াপন্ন করিবেন, এবং জামাতা ধূর্জটি-বিজয়ী হইবেন ॥ ২৭ ॥

গার্গী। পুত্র-বর পরিত্যাগ করিয়া বিন্ধ্য কি কারণে কন্যালাভে অভিলাষ করিলেন? ॥ ২৮ ॥

পৌর্ণমাসী। জামাতার সম্পদে গর্ব্বিত গৌরীপিতা গিরীন্দ্র হিমালয়ের সৌভাগ্যের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া ॥ ২৯ ॥

গার্গী। অম্মহে সগোত্তুক্কুরিসং সোঢ়ুং এসো ণ কৃখমো যং পুরা মেরুং জেতুকামো বি কুম্ভজোণিং সম্মাণিঅ উণ ণ বড্ঢিদো ॥ ৩০ ॥

পৌর্ণমাসী। বাঢ়মীদৃগেব স্বভাবো মনস্বিনাম্।

গার্গী। কেণ রাহা বিঞ্ঝাদো গোউলং লব্ভিদা।

পৌর্ণমাসী। জাতহারিণ্যা পূতনয়া ॥ ৩১ ॥

গার্গীতি। আশ্চর্য্যাং স্বগোত্রোৎকর্ষং সোঢ়ুং এষো ন ক্ষমো যৎ পুরা মেরুং জেতুকামোঽপি কুম্ভযোনিং সম্মান্য পুনর্ন বর্দ্ধিতঃ ॥ ৩০ ॥
কেন রাধিকা বিন্ধ্যাতো গোকুলং লম্ভিতা ॥ ৩১ ॥

গার্গী। ও মা! এই বিন্ধ্য সগোত্রের (নিজ জ্ঞাতির ও স্বজাতীয় পর্ব্বতের) উৎকর্ষ সহ্য করিতে কোনও কালেই সক্ষম নহেন, যেহেতু তিনি ইহার পূর্ব্বেও মেরু পর্ব্বতকে জয় করিবার কামনা করিয়া ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, কুম্ভযোনি অগস্ত্য ঋষিকে সম্মান করিয়া তিনি আর আপনাকে বর্দ্ধিত করিতে পারেন নাই ॥ ৩০ ॥

পৌর্ণমাসী। হাঁ, সত্যই, মনস্বীদিগের স্বভাব এইরূপই হইয়া থাকে।

গার্গী। কোন্ ব্যক্তি বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকট হইতে রাধিকাকে গোকুলে আনয়ন করিল?

পৌর্ণমাসী। জন্মমাত্র শিশুকে হরণ করিয়া লয় যে, সেই জাতহারিণী পূতনা রাক্ষসী ॥ ৩১ ॥

গার্গী। (সভয়ম্) অজ্জে জাদহারিণীহিং কৃখু বালআ ভুঞ্জিঅন্তি তা দিট্‌ঠিআ উব্বরিদা কল্লাণী।

পৌর্ণমাসী। পুত্রি লোকোত্তরাণাং কুমারাণাং সংহারায় কুমারীণাং পুনরপহারায়ৈব কংসেন সা নিযুক্তা॥ ৩২॥

গার্গী। কথং এত্থ উহয়স্মিং রণ্ণা পউত্তং॥

পৌর্ণমাসী। দেব্যাঃ দেবকীবালিকায়া ব্যাহারেণ।

গার্গী। কেরিসো ববাহারো॥ ৩৩॥

গার্গীতি। আর্যে জাতহারিণীভিঃ খলু বালকা ভুজ্যন্তে তদ্দিষ্ট্যা উদ্ধরিতা কল্যাণী॥ ৩২॥

গার্গীতি। কথমত্র উভয়স্মিন্ রাজ্ঞা প্রবৃত্তম্।

পৌর্ণ ইতি। ব্যাহার উক্তির্লপিতং ভাষিতং বচনং বচ ইত্যমরাৎ।

গার্গীতি। কীদৃশো ব্যাহারঃ॥ ৩৩॥

গার্গী। (সভয়ে) আর্যা, জাতহারিণীরা তো বালকদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। সেই জাতহারিণীর কবল হইতে এই কল্যাণী কন্যা যে রক্ষা পাইলেন, ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়।

পৌর্ণমাসী। বৎসে! অসামান্য কুমারীদিগকে সংহার করিবার ও কুমারী-দিগকে অপহরণ করিবার জন্য কংস কর্তৃক এই পূতনা নিযুক্ত হইয়াছিল॥ ৩২॥

গার্গী। এই উভয় কর্ম্মে রাজা কংসের প্রবৃত্তি কেন হইল?

পৌর্ণমাসী। দেবী দেবকীকন্যার বাক্য অনুসারে।

গার্গী। সেই বাক্য কি? ৩৩॥

পৌর্ণমাসী। যস্তুঙ্গেন পুরোত্তমাঙ্গমহরচ্চক্রেণ তে সঙ্গরে
যং বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দং বিদুঃ।
আনন্দামৃতসিন্ধুভিঃ প্রণয়িনাং সন্দোহমানন্দয়ন্
প্রাদুর্ভাবমবিন্দদেষ জগতী-কন্দোহদ্য চন্দ্রোদয়ে ॥ ৩৪ ॥

কিঞ্চ।—

মত্তঃ সত্তমমাধুরীভিরধিকাঃ শ্বো বা পরশ্বোঽথবা,
গন্তারঃ ক্ষিতিমণ্ডলে প্রকটতামষ্টৌ মহাশক্তয়ঃ।

পৌর্ণ ইতি। অরে কংস যং পুরা জিতরূপঃ সন্ কালনেমিরূপস্ত তে তবোত্তমাঙ্গং মস্তকং চক্রেণাহরৎ ॥ ৩৪ ॥

অন্যদপ্যুক্তং দেব্যা তদাহ কিঞ্চেত্যাদিনা। গন্তারঃ গমিষ্যন্তি। অষ্টৌ রাধা চন্দ্রাবলী ললিতা বিশাখা পদ্মা শৈব্যা শ্যামলা ভদ্রা। তত্র তাস্বষ্টসু মধ্যে উভে স্বসারৌ রাধা-চন্দ্রাবল্যৌ গুণবৃন্দমন্দিরতয়া বৃন্দিষ্ঠে প্রশস্তবৃন্দযুক্তে। পৃথয়োস্ত যয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশ ইতি

পৌর্ণমাসী। যিনি তোমার পূর্ব্বজন্মে যুদ্ধক্ষেত্রে উন্নত চক্র দ্বারা (কালনেমি নামক) তোমার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, যাঁহার পদারবিন্দদ্বয় দেবতাবৃন্দ বন্দনা করেন বলিয়া সর্ব্বলোকে সুবিদিত, যিনি জগতের মূলস্বরূপ, তিনি অদ্য আনন্দামৃতসিন্ধুর দ্বারা প্রণয়িগণকে আনন্দ দান করিয়া চন্দ্রোদয়ের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ॥৩৪॥

দেবী আরও বলিয়াছেন—

আমা অপেক্ষা অধিকতর অত্যুত্তম মাধুর্য্যশালিনী অষ্ট মহাশক্তি (রাধা চন্দ্রাবলী ললিতা বিশাখা পদ্মা শৈব্যা শ্যামলা ও ভদ্রা) কল্য হউক অথবা পরশ্ব হউক, ক্ষিতিমণ্ডলে প্রকাশিত হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে

বৃন্দিষ্ঠে গুণবৃন্দ-মন্দিরতয়া তত্র স্বসারাবুভে
রাজেন্দ্রো ভবিতা হরস্য চ জয়ী পাণৌ গৃহীতা যয়োঃ ॥ ৩৫ ।

গার্গী । কা পউত্তী দুদিএ বহ্‌ণীএ ।

পৌর্ণমাসী । রক্ষোঘ্নমন্ত্রকৃতিনাদ্রিপুরোহিতেন
বিত্রাসবিক্লবমতেঃ সমনুদ্রুতায়াঃ ।
আদ্যা ততঃ করতলাৎ কিল পূতনায়া
নদ্যাঃ প্লবে পরিপপাত বিদর্ভগায়াঃ ॥ ৩৬ ॥

বক্ষ্যমাণনির্দ্দেশাৎ । অথবা বৃন্দারকস্য বৃন্দাদেশ ইষ্ঠে পরে । বৃন্দিষ্ঠে অতিশয়মনোজ্ঞে বৃন্দারকঃ সুরশ্রেষ্ঠে মনোজ্ঞেঽপি চ বাচাবদিতি কোষাৎ । যয়োঃ স্বস্রো রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ পাণৌ গৃহীতা ভর্ত্তা রাজেন্দ্রো ভবিতা বাণাসুরযুদ্ধে হরস্য জয়ী ভবিতেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

গার্গীতি । কা প্রবৃত্তিঃ বার্ত্তা দ্বিতীয়ায়া ভগিন্যাশ্চন্দ্রাবল্যাঃ ।

পৌর্ণ ইতি । অদ্রিপুরোহিতেন বিন্ধ্যপুরোধসা ॥ ৩৬ ॥

দুইটি ভগিনী গুণবৃন্দের মন্দিরস্বরূপিণী ও অতিশয় মনোজ্ঞা যূথেশ্বরী হইবেন । যিনি তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিবেন, তিনি রাজেন্দ্র হইবেন এবং যুদ্ধে মহাদেবকেও পরাজিত করিতে (বাণাসুরের সহিত যুদ্ধকালে) সমর্থ হইবেন ॥ ৩৫ ॥

গার্গী । দ্বিতীয়া ভগিনী চন্দ্রাবলীর কি বৃত্তান্ত ?

পৌর্ণমাসী । বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত রাক্ষসনাশক মন্ত্র পাঠ করাতে পূতনা ভয়ে ভ্রান্তমতি হইয়া দ্রুত পলায়ন করিতেছিল, তখন তাহার হস্ত হইতে স্খলিতা হইয়া আদ্যা চন্দ্রাবলী বিদর্ভদেশগামিনী নদীর স্রোতে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

গার্গী। অজ্জে দুব্বাসসো বরেণ উপ্পণ্ণা বিসহাণুণো ওরসী কণ্ণা রাহি ত্তি কহং সব্বণ্ণোবি তাদো ভণাদি ॥ ৩৭ ॥

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রভানুবৃষভান্বরমণ্যোর্গর্ভতঃ কিল বিকৃষ্য নিনায় বালিকে কমলজার্থনয়া তে বিন্ধ্যদারজঠরে হরিমায়া ॥ ৩৮ ॥

গার্গী। (সাশ্চর্য্যম্) কিং পিদরেহিং ইদং জাণীঅদি।

পৌর্ণমাসী। অথ কিং স দুর্ব্বাসাঃ কথং নিজোপকারমনাবেদ্য বিশ্রাম্যতু।

গার্গী। এদং সব্বং তুএ কধং বিণ্ণাদং।

গার্গীতি। দুর্ব্বাসসো বরেণ উৎপন্না বৃষভানোরৌরসী কন্যা রাধেতি কথং সর্ব্বজ্ঞোঽপি তাতো ভণতি ॥ ৩৭ ॥

পৌর্ণ ইতি। কমলজার্থনয়া ব্রহ্মা তস্যার্থনয়া তে চন্দ্রাবলীরাধিকে ॥ ৩৮ ॥

গার্গীতি। পিতৃভ্যাং চন্দ্রভানুবৃষভানুভ্যাং ইদং রহস্যং জ্ঞায়তে।

গার্গীতি। এতৎ সর্ব্বং ত্বয়া কথং বিজ্ঞাতম্।

গার্গী। আর্য্যে, আমার পিতা (গর্গ) সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কেন তবে বলেন যে, রাধা দুর্ব্বাসা মুনির বরে বৃষভানুর ঔরসে উৎপন্না কন্যা ॥ ৩৭ ॥

পৌর্ণমাসী। কমলজন্মা ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে হরিমায়া চন্দ্রভানুর ও বৃষভানুর পত্নীদ্বয়ের গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া ঐ দুই বালিকাকে বিন্ধ্যগিরির পত্নীর গর্ভে স্থাপন করেন ॥ ৩৮ ॥

গার্গী। (আশ্চর্য্য হইয়া) সেই দুই বালিকার দুই পিতা (চন্দ্রভানু ও বৃষভানু) তাঁহাদের কন্যাদের এই জন্মরহস্য কি অবগত ছিলেন ?

পৌর্ণমাসী। তা বৈ কি। সেই দুর্ব্বাসা নিজের উপকার করার কথা উপকৃতকে না জানাইয়া কি প্রকারে বিশ্রাম করিতে পারেন ?

গার্গী। এই সব কথা আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন ?

পৌর্ণমাসী। গুরোরুপদেশপ্রসাদেন যেনাহং রাধারামাসাঙ্ক্তাস্মি ॥ ৩৯ ॥

গার্গী। ণূণং ণিহদাএ রক্খসাএ সে ক্কোলে এক্কা রাহিআ লদ্ধা ?

পৌর্ণমাসী। ন কেবলং রাধিকা পঞ্চাপ্যপরাঃ ॥ ৪০ ॥

গার্গী। (সবিস্ময়ম্) কাও ক্খু তাও।

পৌর্ণমাসী। রাধাসখীহ ললিতা ললিতাস্যচন্দ্রা
চন্দ্রাবলী-সহচরী রুচিরা চ পদ্মা।
ভদ্রা চ ভদ্রচরিতা শিবদা চ শৈব্যা
শ্যামা চ ধামমুদিতা বিদিতাস্ত্বেমাঃ ॥

পৌর্ণ ইতি। গুরোর্নারদস্য যেন উপদেশেন। আসাঞ্জিতা আসক্তা-ক্তাস্মি॥৩৯॥
গার্গীতি। নিহতায়া রাক্ষস্যাঃ তস্যাঃ ক্রোড়ে একা রাধিকা ত্বয়া লব্ধা ॥৪০॥
গার্গীতি। কাঃ খলু তাঃ।
পৌর্ণ ইতি। ললিত আস্যচন্দ্রো যস্যা সা। ভবেৎ কর্ত্তরি ষষ্ঠী ত্বয়েত্যর্থঃ।

পৌর্ণমাসী। আমার গুরুদেব নারদের উপদেশ-প্রসাদে, এবং তাহাতেই আমি রাধার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি ॥ ৩৯ ॥

গার্গী। নিশ্চয় আপনি নিহতা রাক্ষসার ক্রোড় হইতে একমাত্র রাধিকাকেই লাভ করিয়াছিলেন।

পৌর্ণমাসী। কেবল একা রাধিকা নহেন, অপর পঞ্চজনাকেও আমি লাভ করিয়াছিলাম ॥ ৪০ ॥

গার্গী। (সবিস্ময়ে) তাঁরা আবার কে কে ?

পৌর্ণমাসী। রাধার সখী ললিত-চন্দ্রবদনা ললিতা, চন্দ্রাবলীর সহচরী রুচিরা পদ্মা, ভদ্রচরিতা ভদ্রা, কল্যাণকারিণী শৈব্যা, শ্যামকান্তি-বিশিষ্টা শ্যামা এই পাঁচ জন তুমি জানিবে।

গার্গী। ইমাও কেণ গোইণং সমপ্পিদাও ॥ ৪১ ॥

পৌর্ণমাসী। কুমারীণামাসাম্ নিভৃতমভিতঃ পঞ্চকমহং
বিভজ্যাভীরীভাস্ত্বরিতমথ রাধামধিগুণাম্।
সুতা তে জামাতুর্জরতি বৃষভানোরিতি মুদা
যশোদায়া ধাত্র্যাং রহসি মুখরায়ামঘটয়ম্ ॥ ৪২ ॥

গার্গী। ফুড়ং রাহিএ দুদিআ সহী বিসাহা চ্চেঅ গোউলুপ্পন্না।

গার্গীতি। ইমাঃ কেন গোপীভ্যঃ সমর্পিতাঃ ॥ ৪১ ॥

কুমারীণামিত্যাদি। অথানন্তরং ইত্যুক্তাহং রহসি মুখরায়াং রাধামঘটয়ং অর্পিতবতী। ইতীতি কিম্। হে জরতি হে তব জামাতু-র্বৃষভানোরিয়ম্ ॥ ৪২ ॥

গার্গীতি। স্ফুটং রাধায়াঃ দ্বিতীয়া সখী বিশাখা এব গোকুলোৎপন্না।

গার্গী। ইঁহাদিগকে কে গোপিকাদিগের হস্তে সমর্পণ করিল? ৪১ ॥

পৌর্ণমাসী। এই কুমারীদিগের পাঁচটিকে আমি গোপনে আভীর-রমণীদিগের মধ্যে ত্বরিত বিতরণ করিয়া দিয়া নিভৃতে যশোদার ধাত্রী মুখরাকে বলিলাম—"বুড়ী, এই অধিকগুণশালিনী রাধা তোমার জামাতা বৃষভানুর কন্যা, তুমি ইঁহাকে আনন্দে গ্রহণ কর।" এই বলিয়া অনন্তর তাহার হস্তে রাধাকে সমর্পণ করিলাম ॥ ৪২ ॥

গার্গী। তবে ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, রাধার দ্বিতীয়া সখী বিশাখাই গোকুলে উৎপন্না।

পৌর্ণমাসী। নহি নহি যদেষা কালিন্দীপূরেণ বাহ্যমানা জটিলয়া লেভে।

• গার্গী। ণ জাণে ণঈপুরেণ বাহিদা সা জেট্ঠা বিঞ্ঝকণ্ণআ কেণ লদ্ধা।

পৌর্ণমাসী। ভীষ্মকেণ।

গার্গী। অব্বো দোণং বহীণীণং বিহড্ঢণকারিণীএ ভবিদব্বাএ ণিট্ঠুরদা॥ ৪৩॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি পুনঃ সঙ্গমকারিণ্যাস্তস্যাঃ করুণা চাবধার্য্যতাম্।

গার্গী। কহং বিঅ।

গার্গীতি। ন জানে নদীপূরেণ বাহিতা সা জ্যেষ্ঠা চন্দ্রাবলী বিন্ধ্যকন্যা কেন লব্ধা। অহো দ্বয়োর্ভগিন্যোঃ বিঘটনকারিণ্যা ভবিতব্যতায়াঃ নিষ্ঠুরতা॥ ৪৩॥

গার্গীতি। কথমিব।

পৌর্ণমাসী। না না, এই বিশাখা যমুনাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, জটিলা তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন।

গার্গী। নদীপ্রবাহে বাহিতা বিন্ধ্যপর্ব্বতের জ্যেষ্ঠা কন্যা চন্দ্রাবলীকে কে লাভ করিল, তাহা তো জানিতে পারিলাম না।

পৌর্ণমাসী। (বিদর্ভ দেশের রাজা) ভীষ্মক।

গার্গী। আহা! দুই ভগিনীর মধ্যে বিচ্ছেদসংঘটনকারিণী ভবিতব্যতার কি নিষ্ঠুরতা॥ ৪৩॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি, পুনরায় দুই ভগিনীর যে মিলন সংঘটিত হইল, তাহা উভয়ের মিলনকারিণী ভবিতব্যতার করুণা বলিয়াই জানিও।

গার্গী। সে কি প্রকার?

পৌর্ণমাসী। সৈবেয়ং করালায়া নপ্ত্রী চন্দ্রাবলী যা খলু পাঞ্চবার্ষিকা গোবর্দ্ধনবিন্ধ্যয়োঃ কন্দরাবাস্তবোন জাম্ববতা বিন্ধ্যবাসিন্যা নিদেশেন কুণ্ডিলাদাকৃষ্টা।

গার্গী। (স্বগতম্) সুদং মএ তাদমুহাদো জং চন্দভাণু-পহুদীণং কণ্ণআ ভাস্সপহুদীণং কণ্ণআ একতত্তা অবি বিগ্গহাদীহিং ভিণ্ণা জ্জেব্ব। তা বাঢ়মেক বিগ্গহদা সম্বিহাণং মায়াএ চ্চেঅ প্পবঞ্চিদং। হোদু পচ্চাদো জাণিস্সং কিং ইদাণিং

পৌর্ণমাসী। বিন্ধ্যবাসিনা যশোদাপুত্রী বসুদেবেন গোকুলান্নীতা কংসেন শিলায়াং নিক্ষিপ্তা তদ্ধস্তাদ্বিচ্যুতা সতী বিন্ধ্যাচলে স্থিতা। বিন্ধ্যবাসিন্যা দেবকীকন্যায়াঃ।

গার্গীতি। শ্রুতং ময়া তাতমুখাৎ যৎ চন্দ্রভানুপ্রভৃতীনাং কন্যকা একতত্ত্বা অপি বিগ্রহাদিভিঃ শরীরাদিভির্ভিন্না ইব। তৎ বাঢ়ং একবিগ্রহতাসম্বিধানং

পৌর্ণমাসী। সেই করালার নাতিনী চন্দ্রাবলীর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন (যশোদার যে কন্যাকে বসুদেব কৃষ্ণের সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া মথুরায় লইয়া গিয়া কংসের হস্তে সমর্পণ করেন ও যাঁহাকে কংস শিলায় নিক্ষেপ করিয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি আকাশে উত্থিত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে প্রস্থান করেন, সেই) দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর আদেশে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুহাবাসী জাম্ববান কুণ্ডিল নগর (বিদর্ভ নগর) হইতে তাঁহাকে আনিয়াছিলেন।

গার্গী। (স্বগত) আমি পিতার মুখে শুনিয়াছি যে, চন্দ্রভানু প্রভৃতির কন্যারা ভীষ্মক প্রভৃতির কন্যাদের সহিত এক ও অভিন্ন, কেবল তাঁহাদের

তস্স রহস্সস্স উট্টঙ্কণেণ। (প্রকাশম্) ণূণং গোঅড্ঢাদি গোএহিং চন্দাঅলী-পহুদীণং উব্বাহোবি মায়াএ ণিব্বাহিদো ॥৪৪॥

পৌর্ণমাসী। অথ কিং। পতিম্মন্যানাং বল্লবানাং মম তামাত্রাবশেষা কুমারীষু দারতা যদেষাং প্রেক্ষণমপি তাভিরতিদুর্ঘটম্।

গার্গী। অদো ণ ক্খু অচ্চরিঅ অট্ঠাণং কণ্হে গরিট্ঠো অণুরাও।

পৌর্ণমাসী। অস্থানমিতি কিমুচ্যতে গোকুলে কস্যাঃ খলু কুরঙ্গীদৃশস্তত্র নানুরাগঃ ॥ ৪৫ ॥

মায়য়া এব প্রপঞ্চিতং ভবতি পশ্চাৎ জানিষ্যামঃ কিং ইদানীং তস্য রহস্য উট্টঙ্কনেন। নূনং গোবর্দ্ধনাদিগোপৈঃ চন্দ্রাবলীপ্রভৃতীনাং উদ্বাহোঽপি মায়য়া নির্বাহিতঃ ॥ ৪৪ ॥

গার্গীতি। অতো ন খলু আশ্চর্য্যং অস্থানং কৃষ্ণে গারিষ্ঠোঽনুরাগঃ ॥ ৪৫ ॥

শরীরমাত্র ভিন্ন, অতএব ইঁহাদের একশরীরতাসম্পাদন নিশ্চয়ই মায়ার দ্বারাই এই ভ্রান্তি উৎপাদন ভিন্ন আর কিছু নহে। যাহাই হউক, এই বিষয় পশ্চাৎ জানিতে পারিব, এক্ষণে তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়া কোনও ফল নাই। (প্রকাশ্যে) নিশ্চয় তাহা হইলে চন্দ্রাবলী প্রভৃতির সহিত গোবৰ্দ্ধন প্রভৃতি গোপগণের বিবাহও মায়া কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে ॥ ৪৪ ॥

পৌর্ণমাসী। তাহা ভিন্ন আর কি? তবে এই গোপেরা যে নিজদিগকে ঐ সকল কুমারীদিগের পতি ও কুমারীদিগকে আপনাদের স্ত্রী বলিয়া মনে করে, তাহা ঐ মনে করা পর্য্যন্তই শেষ, কেবল ইঁহারা আমাদের স্ত্রী ও আমরা ইঁহাদের পতি, এই মমত্ববোধ ভিন্ন উহাদের মধ্যে আর

গার্গী। সচ্চং ভণাসি জং দাণীং সদুত্তরাইং সোলহাইং গোউল-কণ্ণআ সহস্সাইং। কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ। এদং মন্তং জপন্তীইং পঞ্চহিং চন্দাঅলী পহুদীহিং সংগমিঅ উণ চণ্ডিঅং অচ্চন্তি।

গার্গীতি। সত্যং ভণসি যদিদানীং শতোত্তরাণি ষোড়শ-কন্যাসহস্রাণি। কাত্যায়নীতি এতন্মন্ত্রং জপন্তীভিঃ পঞ্চভিঃ চন্দ্রাবলীপ্রভৃতিভিঃ সংগম্য পুনঃ চণ্ডিকাং অর্চ্চতি।

পৌর্ণমাসী। পরিচরিতা পূজিতা কামরূপে ক্রীড়তী ॥ ৪৬ ॥

কোনও সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। কারণ, ঐ সকল কুমারীদিগের প্রতি পত্নীভাবে নিরীক্ষণ করারও সাধ্য ঐ গোপদিগের পক্ষে একান্ত দুর্ঘট।

গার্গী। তবে তো কৃষ্ণের প্রতি এই অষ্ট কুমারীর গভীর অনুরাগও কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

পৌর্ণমাসী। কেবল অষ্ট কুমারীর কথা কি বলিতেছ, বল তো গোকুলে কোন্ হরিণনয়না রমণীর কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ নাই ? ॥ ৪৫ ॥

গার্গী। সত্যই বলিতেছেন, যেহেতু ইদানী শতাধিক ষোড়শ সহস্র গোকুল-কন্যকারা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি পঞ্চকন্যার সহিত গমন করিয়া চণ্ডিকার অর্চ্চনা করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যে, "হে কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনি, হে অধীশ্বরি, হে দেবি, নন্দ গোপের পুত্রকে আমার পতি করুন, আপনাকে আমি প্রণাম করি।"

পৌর্ণমাসী। সা কামান্ পরিচরিতা কুমারিকাভিঃ
কামাখ্যা বিতরতি কামরূপদেবী।
ইতোনাং ব্রজহরিণীদৃশামুপাস্তে
বর্গোঽয়ং গুণবতি গর্গভাষিতেন ॥ ৪৬ ॥

গার্গী। কেণ সূরারাহণে রাহী ণিউত্তা!

পৌর্ণমাসী। তব তাতেনৈব।

গার্গী। অজ্জে সুদং মএ তাদমুহাদো জং কণ্ণাণং ভাবিণা কন্তেণ সঙ্গমো বিপ্পওঅং উপপাদেই ত্তি।

পৌর্ণমাসী। বৎসে সমীচিনমুক্তম্। তেন ময়াপি তে কিশোরিকা

গার্গীতি। কেন সূর্য্যারাধনে রাধা নিযুক্তা?

গার্গীতি। আর্য্যে, শ্রুতং ময়া তাতমুখাৎ যৎ কন্যানাং ভাবিনা কান্তেন

পৌর্ণমাসী। গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন যে, কামরূপে প্রকাশিতা কামাখ্যা দেবী যদি কুমারিকাদিগের দ্বারা পরিপূজিতা হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগের সকল কামনা পূরণ করেন। এই কারণে, গর্গবচনানুসারে, হে গুণবতি, ব্রজের সকল হরিণাক্ষী রমণী এই কামাখ্যা দেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

গার্গী। রাধাকে কে সূর্য্য আরাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন?

পৌর্ণমাসী। তোমার পিতাই (গর্গ)।

গার্গী। আর্য্যা, আমি পিতার মুখে শুনিয়াছি যে, ঐ সকল কন্যার সহিত তাহাদের ভাবী কান্তদিগের সঙ্গম তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ উৎপাদন করিবে।

পৌর্ণমাসী। বৎসে, এ কথা তুমি ঠিকই বলিলে। সেই কারণেই আমি সেইজন্যই কিশোরী-শিরোরত্ন রাধা ও চন্দ্রাবলীকে নিরোধ করিবার জন্য

শিরোরত্নে নিরোদ্ধু মভিমন্যুগোবর্দ্ধনয়োর্জনন্যৌ জটিলাভারুণ্ডে নির্ব্বন্ধেন নিযুক্তে ॥ ৪৭ ॥

গার্গী। কহং দুবে সোঅরে তুমং ণ সংঘডেসি।

পৌর্ণমাসী। সদা সঞ্চরতাং দুষ্টকংসচরাণাং বিতর্কশঙ্কয়া।

গার্গী। ণং অউরুব্বং বুত্তন্তং অগ্নো কোবি জণো জাণই ?

পৌর্ণমাসী। নহি নহি কিন্তু মদুপদেশ-বলাদেব কেবলং হরি-রাময়োর্জনন্যৌ জানীতঃ ॥ ৪৮ ॥

সঙ্গমো বিপ্রয়োগং উৎপাদয়তি। বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বেতি ন্যায়াৎ। উক্তং তব তাতেনেতি শেষঃ ॥ ৪৭ ॥

গার্গীতি। কথং দ্বে সহোদরে ত্বং ন সঙ্ঘটয়সি।

গার্গীতি। এতদপূর্ব্ববৃত্তান্তং অন্যঃ কোঽপি জনো জানাতি ॥ ৪৮ ॥

অভিমন্যু ও গোবর্দ্ধনের জননী জটিলা ও ভারুণ্ডাকে আগ্রহের সহিত নিযুক্ত করিয়াছি ॥ ৪৭ ॥

গার্গী। কেন আপনি এই দুই সহোদরাকে একত্র সম্মিলিত করিতে-ছেন না ?

পৌর্ণমাসী। সদা সঞ্চরণকারী দুষ্ট কংসের চরদিগের সন্দেহের আশঙ্কায়।

গার্গী। এই অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত আর অন্য কোনও জন কি জানে ?

পৌর্ণমাসী। না না। কিন্তু আমার উপদেশ হইতে কৃষ্ণ-বলরামের জননী দুজন (যশোদা ও রোহিণী) কেবল জানেন ॥ ৪৮ ॥

নেপথ্যে।—মঞ্চাদুত্তিষ্ঠ পদ্মে মুকুটবিরচনং মুঞ্চ পিঞ্ছেন ভদ্রে শ্যামে দামানুবন্ধং পরিহর ললিতে পিংষ্টি মা জাগুড়ানি। শারিপাঠাদ্বিশাখে ব্যুপরম কবরীসংক্রিয়ামুজ্ঝ শৈব্যে পূর্ব্বাং বেবেষ্টি কাষ্ঠাং সুরভিখুরপুটীপাংশুপিষ্টাতপুঞ্জঃ॥

পৌর্ণমাসী। পশ্য পশ্য। হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ। ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি॥ ৪৯॥

নেপথ্যে রঙ্গশালায়াম্। নেপথ্যং রঙ্গভূমৌ স্যান্নেপথ্যং চ প্রসাধনে।

সখীনাং পরস্পরোক্তিরিয়ম্। মঞ্চঃ স্যাৎ ক্ষুদ্রখট্টায়ামিতি। দামানুবন্ধং মাল্যরচনম্। জাগুড়ানি কুঙ্কুমানি। দিশস্তু ককুভঃ কাষ্ঠা ইত্যমরঃ। পিষ্টাতঃ গন্ধচূর্ণঃ। পিষ্টাতঃ পটবাসম ইতি কোষাৎ॥ ৪৯॥

(নেপথ্যে)। ওগো পদ্মা, তুমি মঞ্চ হইতে গাত্রোত্থান কর, ভদ্রা, তুমি ময়ূর-পচ্ছ দ্বারা মুকুট রচনা ত্যাগ কর, শ্যামা, তুমি মাল্যবিরচন পরিহার কর, ললিতা, তুমি আর কুঙ্কুম চূর্ণ করিও না, হে বিশাখা, তুমি শালিক পাখী পড়ানো হইতে বিরত হও, এবং হে শৈব্যা, তুমি কবরীসংস্কার করা পরিত্যাগ কর ; ঐ দেখ, গাভীদিগের খুর-সঞ্চারিত সুগন্ধি ধূলি-রাশি আবীরের ন্যায় পূর্ব্বদিক্ একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

পৌর্ণমাসী। দেখ, দেখ,—ঐ ধূলিপুঞ্জ হরিকে উদ্দেশ করিতেছে, অন্ধকার সম্মুখস্থ ঐ হরির সহিত সম্মিলিত করাইতেছে। ইহাতে ব্রজসুন্দরীদের ঐ গমনপথ বা অলৌকিক উপাসনাপদ্ধতি সর্ব্বদর্শী শ্রুতির নিকটও প্রকাশিত হইতেছে না॥ ৪৯॥

গার্গী। সংস্কৃতেন।

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতে রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী ॥ ৫০ ॥

(নেপথ্যে) ধন্যে কজ্জলমুক্তবামনয়না পদ্মে পাদোঢ়াঙ্গদা
সারঙ্গি ধ্বনদেকনূপুরধরা পালি স্খলন্মেখলা
গণ্ডোদ্যত্তিলকা লবঙ্গি কমলে নেত্রার্পিতালক্তকা
মা ধাবোত্তরলং ত্বনত্র মুরলী দূরে কলং কূজতি ॥ ৫১ ॥

গার্গীতি। হ্রিয়মিত্যাদি। পরিকর নাম মুখসন্ধ্যং গমিতম্। বীজস্য বহুলীকারো জ্ঞেয়ঃ পরিকরো বুধৈরিতি। অত্র বনাকর্ষাণাদিনা অনুরাগবহুলীকরণাৎ পরিকরঃ। নিসৃষ্টার্থা লক্ষণম্। বিন্যস্ত কার্য্যভারা স্যাদ্‌যুনোরেকতরেণ যা। যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে ইতি ॥ ৫০ ॥

ধন্য ইত্যাদি সর্ব্বত্র সম্বোধনম্। এবংভূতা সতী নাধবেতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥ ৫১ ॥

গার্গী। (সংস্কৃত ভাষায়) লজ্জা অপহরণ করিয়া গৃহ হইতে রাধাকে যে বনে আকর্ষণ করিতেছে, সেই নিপুণা উত্তম-বংশ-জাতা বংশীর কাকলী যেন প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়া মিলনসংঘটনে ও উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে সমর্থা দূতী, তাহার জয় হউক ॥ ৫০ ॥

(নেপথ্যে) হে ধন্যা, তুমি বামনয়নে কজ্জল না দিয়াই, হে পদ্মা, তুমি পদে বাহুর অলঙ্কার অঙ্গদ পরিধান করিয়া, হে সারঙ্গি, তুমি এক পায়ে নূপুরের ধ্বনি করিতে করিতে, হে পালি, তুমি স্খলিত-মেখলা হইয়া, হে লবঙ্গি, তুমি গালে তিলক অঙ্কিত করিয়া, হে কমলা, তুমি নয়নে

গার্গী। নীলাম্বররুইধারী ফুড়িতো গোবোড়ু চক্কবালেণ। সিদ-
গোমণ্ডলমহুরো মাহুরচন্দো পরিপ্‌ফুরই ॥ ৫২ ॥

পৌর্ণমাসী। (সানন্দম্) বিভ্রন্নীলচ্ছবিমবিষমামগ্রহস্তেন যষ্টিং
জুষ্টঃ শ্রোণীতটরুচিরসৌ পীতপট্টাংশুকেন।

গার্গীতি। নীলাম্বররুচিধারী স্ফুরিতো গোপোড়ুচক্রবালেন। সিতগোমণ্ডল-
মধুরো মাথুরচন্দ্রঃ পরিস্ফুরতি। নীলাম্বর আকাশঃ। পক্ষে বলদেবঃ।
রুচিঃ কান্তিঃ পক্ষে অভিলাষঃ। গাঃ কিরণানি পান্তি যান্যুড়ূনি তেষাং
চক্রবালেন মণ্ডলেন। পক্ষে গোপা এব উড়ূনি তেষাং চক্রবালেন
সমূহেন। সিতং শুক্লং যদ্গোমণ্ডলং কিরণসমূহস্তেন মধুরঃ। পক্ষে
সিতং স্নেহবন্ধং যদ্গোমণ্ডলং সুরভীসমূহস্তেন মধুরঃ। মথুরাসম্বন্ধি
চন্দ্রঃ। পক্ষে মধুর ইত্যস্য সংস্কৃতং মাধুর্য্যং তদস্যুক্তশ্চন্দ্রঃ
সুধাংশুঃ ॥ ৫২ ॥

পৌর্ণমাসী। বিভ্রদিত্যাদি। অবিষমাং ঋজ্বীং পীতপট্টাংশুকেন জুষ্টং যং
শ্রোণীতটং তেন রুচির্যস্য সঃ আভীরাণাং প্রেমলক্ষ্মীবিবর্ত্তঃ প্রেমৈব লক্ষ্মীঃ

অলক্তক অর্পণ করিয়া, চঞ্চল হইয়া ধাবিতা হইও না, এখান হইতে
অনেক দূরে মুরলী কূজন করিতেছে ॥ ৫১ ॥

গার্গী। আহা! চন্দ্রের ন্যায় নীলাম্বরশোভী গোপরূপ নক্ষত্রাবলী-পরি-
বেষ্টিত শ্বেতবর্ণ জ্যোৎস্নার ন্যায় শুভ্র গাভীমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী মনোহর
মাথুরচন্দ্র (বলরাম) বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫২ ॥

পৌর্ণমাসী। (সানন্দে) হস্তে সরল যষ্টি ধারণ করিয়া ও পীতবর্ণ পট্টবস্ত্রে
কটিতট শোভিত করিয়া, সর্ব্বদিকে বিচ্ছুরিত নীলকান্তির দ্বারা

নিন্দন্নিন্দীবরমবিরলোৎসর্পিভিঃ কান্তিপূরৈ-
র্াভীরীণামিহ বিহরতি প্রেমলক্ষ্মীবিবর্ত্তঃ ॥
তদাবাং যশোদামাসাদয়াব ইতি নিষ্ক্রান্তে ॥ ৫৩

অঙ্কমুখম্ ॥ ৫৪ ॥

ততঃ প্রবিশতি বয়স্যৈরুপাস্যমানঃ কৃষ্ণঃ।

কৃষ্ণঃ। সখে মধুমঙ্গল পশ্য পশ্য।

অতনুতৃণকদম্বাস্বাদশৈথিল্যভাজা-
মবিরলতরহম্বারম্ভতাম্যন্মুখীয়ম্।

তস্যা বিবর্ত্তো দুগ্ধস্য দধীব পরিণতঃ। যথা বিবর্ত্তশ্চেষ্টা তদ্ধেতুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। আয়ুর্ঘৃতবৎ কারণয়োরভেদঃ ॥ ৫৩ ॥

অঙ্কমুখলক্ষণমাহ বাহিনীপতিঃ। যত্র স্যাদঙ্ক একস্মিন্নঙ্কানাং সূচনাখিলা। তদঙ্কমুখমিত্যাহুর্বীজস্যোত্থাপনং চ যদিতি। বীজমত্র কারণম্॥৫৪॥ অতনুতৃণেত্যাদি। বিচারনাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্—বিচার-

ইন্দীবরকেও নিন্দা করিয়া গোপিকাদিগের প্রেমলক্ষ্মীর পরিণতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিহার করিতেছেন। অতএব আমরা উভয়ে এক্ষণে যশোদার নিকটে গমন করি। [উভয়ের প্রস্থান ॥ ৫৩ ॥

অঙ্কমুখ ॥ ৫৪ ॥

(অনন্তর বয়স্যগণে পরিবৃত কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। বন্ধু মধুমঙ্গল, দেখ দেখ,—গাভীগণ প্রচুর তৃণগুচ্ছ থাকা সত্ত্বেও তাহা আস্বাদনে শৈথিল্য করিতেছে, অবিরল হম্বা হম্বা রব করিতে করিতে ক্লান্তমুখী হইয়াছে, এবং চঞ্চলনয়নে শোভিত হইয়া

চটুলিতনয়নশ্রীরাবলীনৈচিকীনাং
পথি সুবলিতকণ্ঠী গোকুলোৎকণ্ঠিতাভূৎ ॥ ৫৫ ॥

মধুমঙ্গলঃ। দিট্‌ঠিয়া বচ্ছলাহিং সুরহীহিং কন্তারব্ভমণখিণ্ণে এত্থ বহ্মণে কারুণ্ণং বিরইদং ॥ ৫৬ ॥

রামঃ। পশ্য পশ্য।

গত্বা পুরস্ত্রিচতুরাণি জবাৎ পদানি
পশ্চাদ্বিলোকয়তি হন্ত তিরঃশিরোধি।

স্বৈকসাধাস্য বহুসাধনবর্ণনমিতি। অত্রোৎকণ্ঠিতত্বরূপসাধ্যস্য সাধনানি তৃণাস্বাদশৈথিল্যাদীনি। কশ্চিত্তু বিচারঃ পূর্ববাক্যৈর্যদপ্রত্যক্ষার্থ-দর্শনমিত্যাহ অত্রাপ্যেতদেবোদাহরণম্। অত্তনোর্হতস্তৃণকদম্বস্য শস্যসমূহস্যাস্বাদে শৈথিল্যং ভজন্তি যাস্তাঃ। অবিরলতরা অতিনিবিড়া যা হম্বা তস্যা রবাস্তাসামারম্ভে তামাদধ্যানং মুখং যস্যাঃ সা। চটুলিতানি চঞ্চলানি যানি নয়নানি তৈঃ শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ সা ॥ ৫৫ ॥

দিষ্ট্যা বৎসলাভিঃ সুরভীভিঃ কান্তারভ্রমণখিন্নে অত্র ব্রাহ্মণে কারুণ্যং বিরচিতম্ ॥ ৫৬ ॥

রাম ইতি। জবাৎ জবং কৃত্বা। শিরোধি গ্রীবা। বিধুরস্তু পরিক্লিষ্টঃ ইতি ॥৫৭॥

সুবলিত-কণ্ঠী উত্তমা গাভীকুল গোকুলে যাইবার জন্য পথে উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৫৫ ॥

মধুমঙ্গল। পরম সৌভাগ্যের ফলে এই সব স্নেহবৎসলা গাভীগণ বনভ্রমণে ক্লান্ত এই ব্রাহ্মণ বেচারার উপর করুণা বিতরণ করিতেছে ॥ ৫৬ ॥

বলরাম। দেখ দেখ,—সম্মুখে বেগে তিন-চার পা গমন করিয়া ধেনুবৃন্দ পথে গ্রীবা বক্র করিয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেছে, নিজেদের

* বৎসোৎকরাদপি বকী-মথনে গরিষ্ঠ-
প্রেমানুবন্ধবিধুরং পথি ধেনুবৃন্দম্ ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণঃ। (প্রতীচীমবেক্ষ্য)
বিচলিতুমসমর্থং ব্যোম্নি মুক্তপ্রতিষ্ঠে
সময়বিপরিণামাদ্বীর্য্যবিধ্বংসনেন।
শিথিলতরকরেণালম্ব্য ভাণ্ডীরচূড়াং
চরমগিরিশিখায়াং লম্বতে ভানুবিম্বম্ ॥ ৫৮ ॥

রামঃ। পশ্যত পশ্যত।
বিপুলোৎপলিকাকূটৈর্গিরিকূট-বিড়ম্বিভির্নিবিড়ম্।
বয়মভজাম করীষক্ষোদ-পরীতং ব্রজাভ্যর্ণম্ ॥

মুক্তপ্রতিষ্ঠ ইতি মুক্তা প্রতিষ্ঠা আশ্রয়তা যেন তস্মিন্। বিপরিণামাৎ ক্ষয়াৎ। বিধ্বংসনেন বিস্রংসনেন হ্রাসেন ॥ ৫৮ ॥

বিপুলেতি। উৎপলিকা করীষঃ উৎপলা ইতি প্রসিদ্ধা। করীষক্ষোদানি উৎপলিকাচূর্ণানি। কালিন্দীমবগাঢ়াঃ কালিন্দ্যামবগাহং কুর্ব্বন্তঃ ॥ ৫৯ ॥

বৎস-সমূহের প্রতি ইহাদের যে স্নেহাতিশয্য, তাহাকেও অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের প্রতি ইহাদের প্রেমানুবন্ধ ইহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণ। (পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) সময়ের পরিবর্ত্তনে হীনবীর্য্য হইয়া, আশ্রয়শূন্য আকাশে চলিতে অসমর্থ হইয়া, রবিবিম্ব শিথিল করে (মন্দীভূত কিরণ দ্বারা ও শ্লথহস্তে) ভাণ্ডীর বৃক্ষের চূড়া অবলম্বন করিয়া চরম-গিরিশিখরে (অস্তাচলচূড়ায়) ঢলিয়া পড়িতেছে ॥ ৫৮ ॥

বলরাম। তোমরা সকলে দেখ দেখ,—আমরা বোধ হয় ব্রজের

* বৎসোৎকরস্ত চ বকীমথনস্ত চেদম্।—পাঠান্তরম্।

তদদ্য কালিন্দীমবগাঢ়াঃ প্রগাঢ়বিশ্রান্তিমুৎসারয়ামঃ।

ইতি সখিভিঃ সহ নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে মধুমঙ্গল পশ্য পশ্য।

দ্রবন্নব-বিধূপল-প্রকরদত্ত-পাদ্যঃ শশী
সরত্নতরলোচ্ছলজ্জলধিকল্পিতার্ঘ্যক্রিয়ঃ।
* উড়ূল্লসিত-দিগ্বধূগণবিকীর্ণপুষ্পাঞ্জলিঃ
স্ফুরত্তনুরুদঞ্চিত-স্মররসোর্ম্মিরুন্মীলতি ॥ ৬০ ॥

দ্রবন্নিত্যাদি। শশী চন্দ্রমা। উন্মীলয়ত্যাদয়তীত্যন্বয়ঃ। দ্রবতা নবীনেন বিধূপলপ্রকরেণ চন্দ্রকান্তসমূহেন দত্তং পাদ্যং যস্মৈ সঃ। সরত্নৈস্তরলৈস্তরঙ্গৈরুচ্ছলতা জলধিনা কল্পিতাহর্ঘ্যক্রিয়া যস্য সঃ। হরিদ্ভির্দিগ্‌ভিরেব পরিজনৈরারিতোহর্পিতঃ স্ফুটতরাণামুড়ূনামেব পুষ্পাণামঞ্জলির্যস্মিন্ সঃ। উদঞ্চিতা স্মররসানামূর্ম্মির্যস্মাৎ সঃ ॥ ৬০ ॥

নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, কারণ, চারিদিকে গিরিশিখরতুল্য উন্নত উৎপলিকার (ঘুঁটের) বিপুল স্তূপ ও চতুর্দ্দিকে করীষচূর্ণ বিকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আজ আমরা কালিন্দী-সলিলে অবগাহন করিয়া প্রগাঢ় পরিশ্রম উপশম করিব। [সখাদিগের সহিত প্রস্থান ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণ। বন্ধু মধুমঙ্গল, দেখ দেখ,—নবীন চন্দ্রকান্ত-মণি-সকল দ্রব হইয়া যাঁহাকে পাদ্য প্রদান করিতেছে, রত্নাকর উচ্ছলিত তরল সরত্ন-তরঙ্গ দ্বারা যাঁহাকে অর্ঘ্য দান করিতেছে, এবং দিগ্‌বধূগণ সমুল্লসিত নক্ষত্রপুঞ্জ বিকীর্ণ করিয়া যাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে, সেই শশী উদ্গত মদনানন্দের রসতরঙ্গে আপ্লুত-তনু হইয়া উদিত হইতেছেন ॥ ৬০ ॥

* হরিৎপরিজনৈরিতস্ফুটতরোড়ুপুষ্পাঞ্জলিঃ।—পাঠান্তরম্। টীকায়াং পাঠমিদং ধৃতম্

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্স কিং ইমিণা বরাএণ কলঙ্কিণা চন্দেণ, পেক্খ লদাজালম্বরে ণিক্কলঙ্কাইং সোলহ চন্দমণ্ডলসহস্সাইং উম্মীলিদাইং ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণঃ। (সমীক্ষ্য) সম্যগাত্থ বহুধা সাম্যেঽপি বাঢ়মেকেন কর্ম্মণাগ্ মুষিতোঽয়মোষধীশঃ ॥ ৬২ ॥

তথাহি—

নবনবসুধাসম্বাধোঽপি প্রিয়োঽপি দৃশাং সদা
সরসিজাবলীং ম্লানাং কুর্ব্বন্নপি প্রভয়া স্বয়া।

মধু ইতি। প্রিয়বয়স্য, কিং অনেন বরাকেণ কলঙ্কিনা চন্দ্রেণ, পশ্য লতা-জালাম্বরে নিষ্কলঙ্কানি ষোড়শচন্দ্রমণ্ডলসহস্রাণি উন্মীলিতানি ॥ ৬১ ॥

একেন কর্ম্মণা সুরঙ্গধরণেন গোপীমুখৈরয়ং চন্দ্রো মুষিতো নির্জ্জিতঃ ॥ ৬২ ॥

বহুধা সমত্বমেককর্ম্ম চ দর্শয়তি তথাহীতি।

নবনবেত্যাদি। অতিশয়নাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণং—বহূন্ গুণান্ কীর্ত্তয়িত্বা সামান্যত্বেন সংশ্রিতান। বিশেষঃ কীর্ত্ত্যতে যত্র জ্ঞেয়ঃ সোঽতিশয়ো বুধৈরিতি। অত্র মুখচন্দ্রয়োঃ সুধাসংবাধোঽপীত্যাদি

মধুমঙ্গল। প্রিয় বয়স্য, এই দীন সামান্য কলঙ্কী চন্দ্রে আবশ্যক কি? দেখ, দেখ, লতাজালরূপ আকাশের গাে ষোড়শ সহস্র নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমণ্ডল প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণ। (নিরীক্ষণ করিয়া) যথার্থই বলিয়াছ। বহু বিষয়ে সমতা থাকি-লেও নিশ্চয় একটি কর্ম্মের দ্বারা এই চন্দ্র পরাজিত হইয়াছেন ॥ ৬২ ॥

ইহার কারণ, শশী ও এই সকল ব্রজবাসিনী মৃগদৃশীদিগের বদন-মণ্ডল নব নব নিবিড় সুধায় পূর্ণ হওয়াতে সকলের প্রিয়দর্শন, স্বকীয়

শুচিরপি কলাপূর্ণোপ্যুচ্চৈঃ কুরঙ্গধরঃ শশী
ব্রজমৃগদৃশাং বক্ত্রৈরেভিঃ সুরঙ্গধরৈর্জিতঃ ॥ ৬৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্স জুত্তং উক্কণ্ণোহসি জং দক্খিণেণ কলম্ব-কুড়ুঙ্গং কাবি আঅড্ঢণমন্তং পঢ়েদি ॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণঃ। সেয়ং দীব্যতি শৈব্যায়াঃ পাবিকা বিশ্বপাবিকা।
বেণুর্যদ্বিভ্রমারম্ভে স্তম্ভমালম্বতে মম ॥
ইত্যগ্রতো গত্বা সৌৎসুক্যম্ ॥ ৬৫ ॥

সামান্যগুণকীর্ত্তনানন্তরং মুখে সুরঙ্গত্বকীর্ত্তনং বিশেষ ইতি জ্ঞেয়ম্। নবনব-সুধাভিঃ সম্বাধো নিবিড়োঽপি। শুচিঃ শ্বেতঃ পক্ষে উজ্জ্বলঃ। কলাঃ ষোড়শঃ পক্ষে চতুঃষষ্টিঃ। কুরঙ্গো মৃগবিশেষ এব কুৎসিতরঙ্গস্তং ধরতীতি কুরঙ্গধরঃ ॥ ৬৩ ॥

মধু ইতি। ভো বয়স্য, যুক্তং উৎকর্ণোঽসি যৎ দক্ষিণেন কদম্বকুঞ্জং কাপি আকর্ষণমন্ত্রং পঠতি ॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণ ইতি। পাবিকা ক্ষুদ্রবংশরূপা। বিশ্বপাবিকা বিশ্বশোধিকা যস্যাঃ পাবিকায়া বিভ্রমস্য বাদ্যবিলাসস্যারম্ভে সতি মম বেণুস্তম্ভমালম্বতে ॥৬৫॥

প্রভা দ্বারা পদ্মসমূহকে ম্লান করে, উভয়েই শুচি ও শুভ্রবর্ণ এবং সকল কলায় সম্পূর্ণ, কিন্তু কুরঙ্গধর শশী ব্রজসুন্দরীদিগের সুরঙ্গধর বদনের নিকটে বিশেষভাবে পরাজিত হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

মধুমঙ্গল। হে বয়স্য, তুমি যে উৎকর্ণ হইয়াছ, তাহার উপযুক্ত কারণ আছে, কদম্বকুঞ্জের দক্ষিণদিকে কোনও রমণী আকর্ষণ-মন্ত্র পাঠ করিতেছে ॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণ। ইহা যে শৈব্যার বিশ্ববিমোহিনী বংশের একটি পর্ব্বমাত্রপরিমিতা ক্ষুদ্রা বেণু, যাহার বাদ্যবিলাস আরম্ভ হওয়া মাত্র আমার বেণু স্তম্ভভাব

তুম্বীফলস্তনীয়ং প্রবালসুষমাধরা কলোল্লসিতা।
হরতি ধৃতিং মম ভদ্রা নববল্লরী বল্লকী চাস্যাঃ ॥ ৬৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। বঅস্স অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং মজ্ঝে জম্উণং কাবি কচ্ছবী কুণকুণাএদি ॥ ৬৭ ॥

তুম্বীফলেত্যাদি। ভদ্রা নাম যূথেশ্বরী। অস্যা বল্লকী বীণা চ মম ধৃতিং হরতি। তুম্বীফলবৎ স্তনৌ যস্যাঃ সা। প্রবালবৎ সুষমা পরমা শোভা যয়োস্তাদৃশাবধরাবধরৌষ্ঠৌ যস্যাঃ সা। পক্ষে প্রবালস্য নিজদণ্ডস্য সুষমাং ধরতীতি সা। বীণাদণ্ডঃ প্রবালঃ স্যাদিতি কোষাৎ। সুষমা পরমাশোভেত্যমরাৎ। কলাভিরুল্লসিতা। পক্ষে কলেনোল্লসিতা ॥ ৬৬ ॥

মধু ইতি। বয়স্য, আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যং মধ্যে যামুনং যমুনায়া মধ্যে কাপি কচ্ছপী কুনকুনায়তি। কচ্ছপী বীণা পক্ষে কমঠী। কুনকুনশব্দং করোতি কুনকুনায়তি ॥ ৬৭ ॥

অবলম্বন করিল। (এই বলিয়া কয়েক পদ অগ্রে গমন করিয়া ঔৎসুক্যের সহিত) ॥ ৬৫ ॥

এই নববল্লরী তুল্যা ভদ্রা গোপবালিকা ও তাহার রঙ্গমল্লী বীণা উভয়েই রূপে গুণে সমতুল্যা,—উভয়েরই স্তন তুম্বীফল-তুলা, (বীণার দুই প্রান্তে দুই তুম্বীফল স্তনের ন্যায় সংযুক্ত আছে, এবং শৈব্যার স্তন তুম্বীফলের ন্যায় পীনোন্নত) উভয়েই প্রবাল-সুষমা-ধরা (শৈব্যার অধর ও কর-চরণ-তলের সুষমা প্রবাল-তুল্য আরক্ত, বীণার ও বর্ণ আরক্ত, অধিকন্তু তাহাতে তাহার প্রবাল অর্থাৎ বীণাদণ্ড সংযুক্ত আছে), উভয়েই কলভাষণে কলা-কৌশলে উল্লসিতা, অতএব উভয়েই আমার ধৈর্য্য হরণ করিতেছে ॥৬৬॥

মধুমঙ্গল। বয়স্য, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! যমুনার মধ্যে কোনও কচ্ছপী (বীণা) কুন কুন শব্দ করিতেছে ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণঃ। (সস্মিতম্)

স্মরকেলিনাট্যনান্দীং শব্দব্রহ্মশ্রিয়ং মুহুর্দধতী।
বহতি মুদং মে মহতীমিহ মহিতা শ্যামলা মহতী ॥
(ইতি পরিক্রম্য সহর্ষম্) ॥ ৬৮ ॥

কলশিঞ্জিত-কলয়ারাদবিকলয়া মে প্রমোদকল্লোলম্।
পদ্মা-কলাবিনিলয়া বলয়া কলয়াম্বভূবুরলম্ ॥
ইতি পরিতো দৃষ্টিং ক্ষিপন্।

কৃষ্ণঃ। স্মরকেলীত্যাদি। শ্যামলায়া মহতী বীণা মম মহতীং মুদং বহতি। মহিতা শ্রেষ্ঠা। শব্দাত্মকব্রহ্মণঃ শ্রিয়ং শোভাং প্রপূরয়তী। কীদৃশীম্? স্মরকেলিরূপস্য নাট্যস্য নান্দী মঙ্গলপাঠস্তাম্ ॥ ৬৮ ॥

কলশিঞ্জিতেত্যাদি। পদ্মায়াঃ কলাবী প্রকোষ্ঠৌ নিলয়ৌ যেষাং তে বলয়া মে মম প্রমোদকল্লোলং কলয়াম্বভূবুরুৎপাদয়ামাসুঃ। কয়া কলানি মধুরাণি যানি শিঞ্জিতানি তেষাং কলয়া কৌশলেন। অবিকলয়া পূর্ণয়া।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) এই শ্যামলার মনোহারিণী শ্রেষ্ঠা বীণা কাম-কেলি-নাটকের নান্দী পাঠের দ্বারা মুহুর্মুহু শব্দব্রহ্মের শ্রী ধারণ করিতেছে এবং তাহাতে আমার মনে মহৎ আনন্দ বহন করিয়া আনিতেছে।

(এই বলিয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে সহর্ষে) ॥ ৬৮ ॥

আমার সন্নিকটে পদ্মার মণিবন্ধের বলয়ের পূর্ণ কল-শিঞ্জন আমার প্রমোদকল্লোল প্রবর্দ্ধিত করিতেছে।

(তৎপরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

সখে কথমত্রাস্থ নোন্মীলতি চন্দ্রাবলীপরিমলঃ তদ্বামতঃ করালা গৃহোপান্তবাটিকামাসাদয়াবঃ। ইতি পরিক্রামতি ॥৬৯॥

মধুমঙ্গলঃ। (পুরোঽবলোক্য) এসা উবণন্দ-পুত্তস্স সুহদ্দস্স বহু কুন্দলদিআ ইদো আঅচ্ছদি।

প্রবিশ্য কুন্দলতা। কহ্ণ অআলে প্পফুল্লং বঞ্জুলং কীস ণ সলাহসি ॥ ৭০ ॥

কলাবীতি প্রকোষ্ঠঃ স্যাদিতি হারাবলী কলাভিঃ শিল্পৈরুল্লসিতা। যদ্বা কলা লক্ষ্মী স্তভিতোঽপ্যুল্লসিতা। কলা স্যান্মূলবিবৃদ্ধৌ শিল্পাদাবংশ-মাত্রকে। ষোড়শাংশে চ চন্দ্রস্য কমলা কালমানয়োরিতি মেদিনী ॥ ৬৯ ॥

মধু ইতি। এষা উপনন্দপুত্রস্য সুভদ্রস্য বধূ কুন্দলতিকা অত্রাগচ্ছতি।

কুন্দলতা। কৃষ্ণ, অকালে প্রফুল্লং বঞ্জুলং অশোকং কস্মান্ন শ্লাঘসে ॥ ৭০ ॥

সখা, আজ কেন এখানে এখনও চন্দ্রাবলীর গন্ধ পর্যান্ত পাওয়া যাইতেছে না। তবে চল, আমরা বামদিকে করালার গৃহপ্রান্তে অবস্থিত উপবনে প্রবেশ করি।

(এই বলিয়া পরিভ্রমণ) ॥ ৬৯ ॥

মধুমঙ্গল। (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে উপনন্দের পুত্র সুভদ্রের বধূ কুন্দলতিকা এই দিকেই আসিতেছে।

(কুন্দলতার প্রবেশ)

কুন্দলতা। কৃষ্ণ, অকালে অশোক বৃক্ষ প্রফুল্ল হইয়াছে দেখিয়াও কেন উহার প্রশংসা করিতেছ না? ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণঃ। (দৃশং ক্ষিপন্নাত্মগতম্) নূনং চন্দ্রাবলীচরণচাতুরীচমৎকারোঽয়ম্। ইতি সোৎকণ্ঠমভিনন্দ্য।

এতানি বঞ্জুলবনান্তরুদঞ্চিতানি
কাদম্বকূজিত-কদম্ববিড়ম্বনানি।
মন্ত্রাণি কর্ণকুহরং মম নন্দয়ন্তু
চন্দ্রাবলীকনকনূপুরশিঞ্জিতানি ॥ ৭১ ॥

কুন্দলতা। সুন্দর, ভারুণ্ডাএ গব্ভঘরে নিরুদ্ধাবি চন্দাঅলা মএ চাতুরীপবন্ধেণ কড্‌ঢিদা।

কৃষ্ণঃ। ভারুণ্ডয়া কথমকাণ্ডে কার্কশ্যমারব্ধম্ ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণ ইতি। আত্মগতং মনসি চিন্তিতম্। কাদম্বঃ কলহংসঃ ॥ ৭১ ॥

কুন্দলতা। সুন্দর, ভারুণ্ডায়াঃ গর্ভগৃহে নিরুদ্ধাপি চন্দ্রাবলী ময়া চাতুরীপ্রবন্ধেন কর্ষিতা ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণ। (অশোকবৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপন মনে স্বগত) ইহা নিশ্চয় চন্দ্রাবলীর চরণ-চাতুরীর চমৎকার, (অর্থাৎ এই যে অশোক তরুতে অকালে পুষ্পোদ্‌গম হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় চন্দ্রাবলীর পদাঘাতের আশ্চর্য্যজনক পরিণাম।) (উৎকণ্ঠার সহিত অভিনন্দন করিয়া) এই অশোককানন হইতে সমুত্থিত চন্দ্রাবলীর কনক-নূপুরের কণকণ শিঞ্জন কলহংসকুলের কূজনকেও পরাজিত করিয়া মন্ত্রের মত আমার কর্ণকুহর আনন্দিত করিতেছে ॥ ৭১ ॥

কুন্দলতা। ওহে সুন্দর, ভারুণ্ডার গর্ভগৃহে নিরুদ্ধ থাকিলেও চন্দ্রাবলীকে আমি চাতুরীচেষ্টায় বাহির করিয়া আনিয়াছি।

কৃষ্ণ। ভারুণ্ডা কেন এমন অকারণে কর্কশ ব্যবহার আরম্ভ করিল? ॥৭২॥

কুন্দলতা। ণ কেঅলং ভারুণ্ডাএ জডিলা পহুদীহিং বি সব্ব বুড্ঢিয়াহিং ॥ ৭৩ ॥

প্রবিশ্য পদ্ময়া চন্দ্রাবলী। সংস্কৃতেন।

রচয়তু মম বৃদ্ধা তর্জ্জনং দুর্জ্জনী সা
　কবলয়তু কুলেন্দুং কোঽপি দুর্ব্বাদরাহুঃ।
সহচরি পরিহর্ত্তুং নাক্ষিভৃঙ্গৌ ক্ষমেতে
　মধুরিপুমুখপদ্মালোকমাধ্বীকলোভম্ ॥ ৭৪ ॥

কুন্দলতা। ন কেবলং ভারুণ্ডয়া জটিলা প্রভৃতিভিরপি সর্ব্ব-বৃদ্ধাভিঃ ॥ ৭৩ ॥

চন্দ্রাবলী। রচয়ত্বিত্যাদি। বৃদ্ধা মম তর্জ্জনং রচয়তু যতঃ সা দুর্জ্জনী। দুর্ব্বাদ এব রাহুঃ মধুরিপোর্ম্মুখমেব পদ্মং তস্যালোক এব মাধ্বীকং তস্মিন যো লোভস্তম্ ॥ ৭৪ ॥

কুন্দলতা। কেবল ভারুণ্ডা নয়, জটিলা প্রভৃতি বুড়ীরা সবাই ॥ ৭৩ ॥

(পদ্মার সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী। (সংস্কৃত ভাষায়) দুর্জনী সেই বৃদ্ধা আমার প্রতি তর্জ্জনই করুক, অথবা অপবাদ-রাহু আমার কুলমর্য্যাদারূপ চন্দ্রকেই কবলিত করুক, তথাপি হে সহচরি, আমার চক্ষু-ভ্রমর মধুরিপুর মুখপদ্ম অবলোকনরূপ মধুমদ্য পানের লোভ পরিহার করিতে সক্ষম হইতেছে না ॥ ৭৪ ॥

কৃষ্ণঃ। (চন্দ্রাবলীমাসাদ্য সানন্দম্)

নীতস্তম্বি মুখেন তে পরিভবং ভ্রূক্ষেপবিক্রীড়য়া
বিভ্যদ্বিষ্ণুপদং জগাম শরণং তত্রাপ্যধৈর্য্যং গতঃ।
আসাদ্য দ্বিজরাজতাং বিজয়িনঃ সেবার্থমস্যোজ্জ্বল-
শ্চন্দ্রোঽয়ং দ্বিজরাজতা পদমগাত্তেনাসি চন্দ্রাবলী ॥ ৭৫ ॥

কৃষ্ণঃ। নীতস্তন্বীত্যাদি। নিরুক্তং নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্—নিরুক্তং নিরবদ্যোক্তির্নাম্নার্থস্য প্রসিদ্ধয়ে ইতি। অত্র চন্দ্রাবলী নাম নিরুক্তম্। হে তন্বি, অয়ং চন্দ্রস্তে তব মুখেন কর্ত্রা ভ্রূক্ষেপবিক্রীড়য়া করণেন পরিভবং নীতঃ সন্ বিভ্যৎ সন্ বিষ্ণুপদমাকাশং শরণং জগাম তত্রাকাশেঽপি অধৈর্য্যমস্থিরতাং গতঃ সন্ বিজয়িনোঽস্য সেবার্থং দ্বিজরাজতাং দন্তশ্রেণিতামাসাদ্য তত্তাদাত্ম্যং প্রাপ্য দন্তশ্রেণী-ভূত্বোজ্জ্বলঃ সন্ দ্বিজরাজতাপদং চন্দ্রত্বং পক্ষে দন্তেষু রাজত্বপদ-মগাৎ। তেন হেতুনা ত্বং চন্দ্রাবলীদন্তরূপা চন্দ্রাণামাবলির্যস্যাং সাসি ॥ ৭৫ ॥

কৃষ্ণ। (চন্দ্রাবলীর নিকটে উপস্থিত হইয়া সানন্দে) হে তন্বি, এই উজ্জ্বল চন্দ্র তোমার মুখের ভ্রূভঙ্গলীলার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া আকাশের শরণাগত হইয়াছিল, কিন্তু সেখানেও ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বিজয়ী মুখেরই সেবার জন্য দন্তপংক্তির আকারে সে দ্বিজরাজত্ব (দন্তত্ব ও চন্দ্রত্ব) লাভ করিয়াছে, এবং এই জন্যই তুমি চন্দ্রাবলী হইয়াছ ॥ ৭৫ ॥

কুন্দলতা। মোত্তিমসরমজ্‌ঝট্‌ঠিঅ রঅণে অড়িবিম্বদম্ভসম্বলিদা।
তুহ হিঅঅং ণিউণা মে জাআ চন্দাঅলী জাদা।

কৃষ্ণঃ। (স্মিতং কৃত্বা) কুন্দলতিকে, কথং তে যাতা চন্দ্রাবলী ॥ ৭৬ ॥

কুন্দলতা। গোউল-জুঅরাঅ গোঅড্‌ঢণো অস্কা দেঅরো চ্চেঅ সচ্চো ॥ ৭৭ ॥

চন্দ্রাবলী। (সভ্রূভঙ্গমপবার্য্য) ধুট্‌ঠে কুন্দলতা চ্চেঅ ভমরা-কড্‌ঢিণী হোদি ॥ ৭৮ ॥

কুন্দ ইতি। মৌক্তিকহারমধ্যস্থিতরত্নে প্রতিবিম্বদম্বলিতা। তব হৃদয়ং নিপুণা মে যাতা চন্দ্রাবলী যাতা ॥ ৭৬ ॥

কুন্দ ইতি। গোকুলযুবরাজ! গোবর্দ্ধনঃ খলু অস্যাঃ অলীকস্বামী। অস্ম-দ্দেবর এব সত্যঃ ॥ ৭৭ ॥

চন্দ্রাবলী। অপবার্য্য কর্ণে লগিত্বাহ। ধৃষ্টে, কুন্দলতৈব ভ্রমরাকর্ষিণী ভবতি।

কুন্দলতা। হে কৃষ্ণ, তোমার হৃদয়-বিলম্বিত মুক্তামালার মধ্যমণিতে প্রতি-বিম্বিতা হইয়া দর্পিতা ও নিপুণা আমার যাতা দেবরজায়া চন্দ্রাবলী তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কুন্দলতিকা, কিরূপে চন্দ্রাবলী তোমার যা হইল? ॥ ৭৬ ॥

কুন্দলতা। হে গোকুল-যুবরাজ, গোবর্দ্ধন গোপ তো ইহার নামে মাত্র স্বামী, কিন্তু তুমি আমার দেবরটিই তো সত্য স্বামী ॥ ৭৭ ॥

চন্দ্রাবলী। (ভ্রূভঙ্গ করিয়া কুন্দলতার কানের কাছে মুখ ফিরাইয়া) ধৃষ্টে, কুন্দলতাই তো ভ্রমরকে আকর্ষণ করিয়া আনে ॥ ৭৮ ॥

কুন্দলতা। দেঅর এসা ণিউঞ্জঘরিণী কধেদি ছইল্লো ণ কৃখু এসো বুন্দাঅণভমরো জং পপ্‌ফুল্লং পউমালীং ণ পিবেদি ॥ ৭৯ ॥

পদ্মা। অলিআসংসিণি চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ জঙ্গলসঞ্চারিণো ভমরস্‌স বিসাহা সহচরী চ্চেঅ সুলহা ণ কৃখু অমি অউপ্পন্না পউমালী ॥৮০॥

কুন্দলতা কুন্দপুষ্পলতা। পক্ষে তন্নাম্নী সুভদ্রস্য বধূস্বম্। ভ্রমরো ভৃঙ্গঃ পক্ষে ভ্রমণশীলঃ কৃষ্ণঃ ॥ ৭৮ ॥

কুন্দ ইতি। দেবর, এষা নিকুঞ্জগৃহিণী কথয়তি ছবিলঃ ন খলু এষো বৃন্দা-বন-ভ্রমরো যং প্রফুল্লং পদ্মালীং ন পিবতি। পক্ষে পদ্মায়া আলীং সখীং চন্দ্রাবলীম্। আলী সখী বয়স্যেত্যমরাঃ। ছবিলঃ বিদগ্ধঃ ॥ ৭৯ ॥

পদ্মেতি। অলীকাশংসিনি, তিষ্ঠ তিষ্ঠ। বিপিনসঞ্চারিণো ভ্রমরস্য বিশাখা সহচরী এব সুলভা। ন খলু অমৃতোৎপন্না পদ্মালী। পক্ষে পদ্মায়া আলীং চন্দ্রাবলীম্। আলী সখী বয়স্যেত্যমরাঃ। পক্ষে পদ্মালিঃ কমলশ্রেণী। পক্ষে বিশাখা শাখারহিতা সহচরী ঝিণ্টী। পক্ষে বিশা-খায়াঃ সহচরী শ্রীরাধা। অমৃতে জলে উৎপন্না পদ্মালিঃ কমলশ্রেণী। পক্ষে সুখোৎপন্না পদ্মায়া আলী চন্দ্রাবলী সুখেন লভ্যা ন তু যত্নলভ্যা ইত্যাত্মনঃ উৎকর্ষাক্ষেপণম্ ॥ ৮০ ॥

কুন্দলতা। ওগো দেবর, এই নিকুঞ্জ-গৃহিণী কহিতেছেন যে, এই বৃন্দাবন-ভ্রমর নিশ্চয়ই রসিক নহেন, যেহেতু, ইনি প্রফুল্ল পদ্মালীর (পদ্মসমূহের ও পদ্মার সখীর) মধুরস পান করিতেছেন না ॥ ৭৯ ॥

পদ্মা। ওগো অলীক-ভয়-শঙ্কিতা, থাকো থাকো, জঙ্গল-সঞ্চারী ভ্রমরের কাছে বিশাখা-সহচরীই (শাখাশূন্য ঝিণ্টীপুষ্প ও বিশাখার সখী রাধা) সুলভ হয়, অমৃতোৎপন্না পদ্মালী (পদ্মশ্রেণী ও পদ্মার সখী চন্দ্রাবলী) কখনই সুলভ নহে ॥ ৮০ ॥

কুন্দলতা। চন্দাঅলি বিদিদা উদাসি কীস লজ্জসি তা অলং করেহি পীণুত্তুঙ্গথণবন্ধুণা অপ্পণো হারেণ হরিবক্খত্থলং ॥৮১।

চন্দ্রাবলী। (সাভ্যসূয়ম্) কুন্দলতিএ, ণিঅকণ্ঠট্ঠিদাএ এক্কাঅলীএ তুমং চ্চেঅ অলং করেহি।

কুন্দলতা। মাহব, থবইণীং করেহি চন্দাঅলীএ কণ্ণলদিঅং।

চন্দ্রাবলী। হলা পিঅজণ-পেক্খণ-পজ্জুস্সুঅস্স বইন্দণন্দণস্স মগ্গে ণ ক্খু পড়িবন্ধিণী হোহি ॥ ৮২ ॥

কুন্দ ইতি। চন্দ্রাবলি, বিদিতাকূতাসি কস্মাল্লজ্জসে তদলং কুরু পীনোত্তুঙ্গস্তনবন্ধুনা আত্মনো হারেণ হরিবক্ষঃস্থলম্ ॥ ৮১ ॥

চন্দ্রেতি। কুন্দলতিকে, নিজকণ্ঠস্থিতয়ৈকাবল্যা ত্বমেব অলঙ্কুরু।

কুন্দেতি। মাধব, স্তবকিনীং কুরু চন্দ্রাবল্যাঃ কর্ণলতিকাম্।

চন্দ্রেতি। সখি! প্রিয়জনপ্রেক্ষণপর্য্যুৎসুকস্য ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য মার্গে ন খলু প্রতিবন্ধিনী ভব ॥ ৮২ ॥

কুন্দলতা। চন্দ্রাবলি, তোমার অভিলাষ তো আমি জানি, তবে আর বৃথা কেন লজ্জা করিতেছ? তোমার পীন উত্তুঙ্গ স্তনের বন্ধু হারের দ্বারা হরির বক্ষঃস্থল অলঙ্কৃত কর ॥ ৮১ ॥

চন্দ্রাবলী। (অসূয়া সহকারে) কুন্দলতিকা, তোমার নিজের কণ্ঠস্থিতা একাবলী হার দ্বারা তুমিই তাহাকে অলঙ্কৃত কর।

কুন্দলতা। মাধব, তুমি চন্দ্রাবলীর কর্ণলতিকাকে স্তবকবিন্যস্ত কর (তাহার গণ্ডের নিকটে তোমার মুখ লইয়া গিয়া তাহার কর্ণভূষণের সহিত তোমার কর্ণভূষণ সংলগ্ন কর)।

চন্দ্রাবলী। সখি, প্রিয়জনকে দেখিবার জন্য সমুৎসুক ব্রজেন্দ্রনন্দনের গমনপথে তুমি প্রতিবন্ধক হইও না ॥ ৮২ ॥

কুন্দলতা। সহি, কা অণ্ণা তুঅত্তো ইমসস্ পিআ।
পদ্মা। অই রাহাসহি বিরমেহি ॥ ৮৩ ॥
কৃষ্ণঃ। সরোজাক্ষি পরোক্ষং তে কদাপি হৃদয়ং মম।
  ন স্প্রষ্টুমপ্যলং বাধা রাধা স্বাক্রম্য গাহতে ॥
  (ইতি সশঙ্কম্ বাধা রাধয়োর্বিপর্য্যাসং পঠতি) ॥ ৮৪ ॥

কুন্দেতি। সখি! কা অন্যা ত্বত্তঃ অস্য প্রিয়া।
পদ্মেতি। অয়ি রাধাসখি! বিরময় ॥ ৮৩ ॥
কৃষ্ণ ইতি। সরোজাক্ষীত্যাদি, ভ্রংশনাম নাটকভূষণমিদং, তচ্চ দ্বিপ্রকারম্।
  তত্রোত্তরপ্রকারলক্ষণং, কথয়ন্তি বুধা ভ্রংশং বাচ্যাদন্যতরদ্বচ ইতি।
  আক্রম্য হঠাদিত্যর্থঃ। অথবা রাধাহৃদয়মাক্রম্য ব্যাপ্য বা বর্ত্ততে
  ইত্যস্যাঃ হৃদয়স্পর্শোঽবকাশাভাবঃ সূচিতঃ। বাধেতি বাচো
  রাধেত্যুক্তম্।
অগ্রে রাধাং পশ্চাদ্বাধাং পঠতি ॥ ৮৪ ॥

কুন্দলতা। সখি, কে আবার অন্য জন তোমা অপেক্ষা ইঁহার প্রিয়
  আছে ?
পদ্মা। ওগো রাধার সখী, তুমি বিরত হও ॥ ৮৩ ॥
কৃষ্ণ। হে কমল-লোচনা, তোমার অসাক্ষাতে কদাপি আমার হৃদয়ে
  বাধার লেশমাত্রও থাকে না, রাধাই আমার হৃদয় জুড়িয়া অবস্থান করে।
  (এই কথা বলিয়া ফেলিয়াই শঙ্কিত হইয়া আগে রাধা ও পরে বাধা
  বলিয়া উল্টাইয়া ঐ বাক্যের পুনরুক্তি করিলেন) ॥ ৮৪ ॥

পদ্মা। মহাপুরিসা ক্খু ণ জাদু অসচ্চভাসিণো হোন্তি।

(নেপথ্যে)। কুন্দলতে!

সাহু সাহু, সচ্চং ণ জাণাসি পত্থরপুঞ্জকঠোরং গোঅর্ডণং ॥৮৫॥

কুন্দলতা। হদ্দী হদ্দী! ভারুণ্ডা চণ্ডী চণ্ডিমাণং কুণাদি।

চন্দ্রাবলী। (সত্রাসম্) সহি পউমে সদ্দূলীব্ব গজ্জদি বুড্ঢিয়া তা অপসপ্পক্ষ।

[ইতি পদ্ময়া সহ নিষ্ক্রান্তা।

পদ্মেতি। মহাপুরুষাঃ খলু ন জাতু কদাচিৎ অসত্যভাষিণো ভবন্তি।

(নেপথ্যে) কুন্দলতে, সাধু সাধু, সত্যং ন জানাসি প্রস্তরপুঞ্জকঠোরং গোবর্দ্ধনম্। পর্ব্বতমিব গোবর্দ্ধনমল্লম্ ॥ ৮৫ ॥

কুন্দেতি। হা ধিক্ হা ধিক্! ভারুণ্ডা চণ্ডী চণ্ডিমানং করোতি। চণ্ডিমানং প্রচণ্ডতাং পক্ষে চণ্ডিত্বম্।

চন্দ্রেতি। সখি পদ্মে! শার্দ্দূলীব গর্জ্জতি বৃদ্ধা তৎ অপসর্পাবঃ।

পদ্মা। মহাপুরুষেরা কখনই অসত্যভাষী হন না।

(নেপথ্যে) কুন্দলতা, বেশ, বেশ, সত্যই কি তুমি জানো না যে, গোবর্দ্ধন প্রস্তর-পুঞ্জের ন্যায় কঠোর ॥ ৮৫ ॥

কুন্দলতা। হায় হায়, রণচণ্ডী ভারুণ্ডা ক্রোধে উগ্রচণ্ডা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

চন্দ্রাবলী। (সভয়ে) সখী পদ্মা, বুড়ীটা ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে; অতএব চল, আমরা পলায়ন করি।

(পদ্মার সহিত নিষ্ক্রান্ত হইল)

কুন্দলতা। অহং গোউলেসরীং অণুসরিস্সং।

ইতি নিষ্ক্রান্তা ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণঃ। (পুরো গত্বা সৌৎসুক্যম্)।

মনস্তুরং সৌমনসস্য ধন্বনস্তনোতি টঙ্কার-কদম্বসম্ভ্রমম্।

অনঙ্গখেলাখুরলীবিশৃঙ্খলঃ স্খলদ্বিশাখাকলমেখলারবঃ ॥

(সব্যতো নিভাল্য।)

সখে! সত্যমাহ কুন্দলতা যদদ্য রাধামাধুর্য্যমপি নানুভূয়তে।

তদহমম্বামেব সংভাবয়ে (অয়মিতি নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৮৭ ॥

কুন্দেতি। অহং গোকুলেশ্বরীং অনুসরিষ্যামি ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণ ইতি। মনস্তুরমিত্যাদি, সৌমনসস্যেত্যনেন ধন্বুবঃ কামকার্ম্মুকত্বমানীতম্। অনঙ্গক্রীড়াভ্যাসে নির্গলঃ। খুরলাভ্যাসঃ, অভ্যাসঃ খুরলী যোগেতি ত্রিকাণ্ডশেষাৎ ॥ ৮৭ ॥

কুন্দলতা। আমিও গোকুলেশ্বরী যশোদার নিকট গমন করি।

(নিষ্ক্রমণ) ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণ। (সম্মুখে গমন করিয়া ঔৎসুক্যের সহিত) কামক্রীড়ার অভ্যাসের জন্য বিশৃঙ্খল হইয়া বিশাখার নিতম্বদেশ হইতে স্খলিত মেখলার কলধ্বনি মনোভবের ধনুর পুনঃপুনঃ টঙ্কারের ন্যায় আমার মনে ভ্রান্তিজনিত ভয় উৎপাদন করিতেছে।

(বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখা, কুন্দলতা সত্য বলিয়াছে, যেহেতু, অদ্য রাধার মাধুর্য্য পর্য্যন্ত অনুভূত হইতেছে না। তবে যাই, আমি মাকে প্রীত করি। [প্রস্থান ॥ ৮৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি পৌর্ণমাসী গার্গী রোহিণ্যাদিভিরাবৃতা যশোদা ।)

যশোদা । হন্ত সহি রোহিণি ণ জানে কীস বিলম্বই বচ্ছো ॥৮৮॥

প্রবিশ্য কুন্দলতা । (সস্মিতম্) অম্ব মা বিসীদ সো কৃখু সুবি-মাণাহিঃ অম্বরালম্বিণীহিং । বিন্দারঅ-রমণীহিং হসিদপুপ্ফুবরিসেণ উবাসিজন্তো বিলম্বদি ॥ ৮৯ ॥

যশোদেতি । হন্ত সখি রোহিণি ! ন জানে কস্মাৎ বিলম্বতি বৎসঃ ॥ ৮৮ ॥

প্রবিশ্য কুন্দেতি । অম্ব মা বিষাদ, স খলু সুবিমানাভিরম্বরালম্বিনীভির্বৃন্দারকরমণীভির্হসিত-পুষ্পবর্ষেণোপাস্যমানো বিলম্বতে । শোভনানি বিমানানি রথানি যাসাং তাভিঃ । ব্যোমযানং বিমানোহস্ত্রীতি কোষাৎ । পক্ষে বিগতমানাভিস্ত্যক্তপরিমলাভির্বা । অম্বরালম্বিনীভিরাকাশমাশ্রিতাভিঃ, পক্ষে অম্বরাণি বস্ত্রাণি সম্যক্ পরিদধাতীভিঃ । বৃন্দারকরমণীভিঃ, পক্ষে মনোজ্ঞরমণীভিঃ । বৃন্দারকঃ সুরশ্রেষ্ঠে মনোজ্ঞেঽপি চ বাচ্যবদিতি কোষাৎ । হ স্ফুটং সিতানি পুষ্পাণি । যদ্বা, হসিতানি বিকাসিতানি পুষ্পাণি । পক্ষে হসিতান্যেব পুষ্পাণি তেষাং বর্ষেণ উপাস্যমানঃ, পক্ষে সমীপে স্থাপ্যমানঃ ॥ ৮৯ ॥

(পৌর্ণমাসী, গার্গী, রোহিণী প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃতা যশোদার প্রবেশ)

যশোদা । হায় সখী রোহিণি, না জানি কেন বাছা আমার ফিরিতে বিলম্ব করিতেছে ॥ ৮৮ ॥

(কুন্দলতার প্রবেশ)

কুন্দলতা । (স্মিতমুখে) মা, আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, সুশোভন বিমানে (আকাশে অথবা রথে বা মণ্ডপে) আগতা অম্বরধারিণী (আকাশ-চারিণী বা সুন্দর বস্ত্রে সুসজ্জিতা) বৃন্দারক-রমণীদিগের (দেবরমণী বা

রোহিণী। দিট্ঠং মএ তহিং দিঅহে দোণং কুমারীণং সোন্দেরং পেক্খিঅ-বিন্দারঅ সুন্দরীও অচ্ছরাও বি বিমচ্ছরাও হোন্তি। ৯০ ॥

যশোদা। ভঅবদি চন্দ্রাঅলী ণঅমালিআ রাহা মাহবীঅ সব্বাও মহ আসাও গুণসোরহপূরেণ পূরেই তথবি বচ্ছো বিঅ বচ্ছা লহুঈ ণেত্তভিঙ্গং সোন্দরমঅরন্দেণ আণন্দেই ॥ ৯১ ॥

রোহিণীতি। দৃষ্টং ময়া তস্মিন্ দিবসে দ্বয়োঃ কুমার্য্যোশ্চন্দ্রাবলীরাধয়োঃ সৌন্দর্য্যং প্রেক্ষ্য বৃন্দারকসুন্দর্য্যঃ অপ্সরসোঽপি বিমৎসরা ভবন্তি সৌন্দর্য্যেণ পরাভূতত্বাৎ ॥ ৯০ ॥

যশোদেতি। ভগবতি! চন্দ্রাবলী নবমালিকা রাধা মাধবী চ সর্ব্বা মম আশাঃ গুণসৌরভ্যপূরেণ পূরয়তি, তত্রাপি বৎস ইব বৎসা লঘ্বী রাধা সৌন্দর্য্য-মকরন্দেন আনন্দয়তি আশা দিশঃ। পক্ষে সর্ব্বাভিলাষান্ ॥৯১॥

মনোজ্ঞা রমণী বা বৃন্দাবনবাসিনী রমণীদিগের) হসিত-পুষ্প (প্রস্ফুটিত বা শুভ্র বা হাস্যরূপ পুষ্প) বর্ষণের দ্বারা উপাস্যমান (পূজিত বা সমীপে আকৃষ্ট) হইয়া সে বিলম্ব করিতেছে ॥ ৮৯ ॥

রোহিণী। হাঁ, আমিও একদিন দেখিয়াছি, (রাধা ও চন্দ্রাবলী) এই দুই কুমারীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া দেবাঙ্গনাগণ ও স্বর্গের অপ্সরারা পর্য্যন্ত পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করিয়া গর্ব্ব ত্যাগ করিয়াছিল ॥ ৯০ ॥

যশোদা। ঠাকুরাণি, চন্দ্রাবলী, নবমালিকা আর রাধা মাধবী-পুষ্প, তাহারা আমার সর্ব্ব আশা (অভিলাষ ও দিক) গুণসৌরভে পরিপূর্ণ করে, তথাপি বৎস কৃষ্ণের ন্যায় কনিষ্ঠা বৎসা রাধা আমার নেত্রভ্রমরকে সৌন্দর্য্য-মকরন্দ দ্বারা আনন্দিত করিয়া থাকে ॥ ৯১ ॥

পৌর্ণমাসী। গোকুলেশ্বরি, সর্ব্বেষাং গোকুলবাসিনামীদৃগেব সমুদাচারঃ।

গার্গী। কুন্দলদে, কাস তুহ্মেহিং সদা গোউলেশ্বরী ঘরে রাহী ণিজ্জই ॥ ৯২ ॥

যশোদা। তুএ সক্কিআইং বত্থূইং উবভুঞ্জাণো দীহাউ হোইস্তি দুব্বাসসেণ দিণ্ণবরং রাহিঅং সুণিঅ আআরেমি।

পৌর্ণমাসী। গোকুলেশ্বরি, কৃষ্ণমাশঙ্ক্য জটিলা খিদ্যতি ॥ ৯৩ ॥

পৌর্ণেতি। গোকুলেশ্বরি! সর্ব্বেষাং গোকুলবাসিনামীদৃগেব সমুদাচারঃ। সম্যগুৎকৃষ্টাচারঃ। সর্ব্বগোকুলবাসিন এবমেব মন্যন্তে ইত্যর্থঃ।

গার্গীতি। কুন্দলতে! কস্মাৎ যুষ্মাভিঃ সদা গোকুলেশ্বরীগৃহে রাধা নীয়তে ॥ ৯২ ॥

যশোদেতি। যশোদা প্রসঙ্গমবাপ্যাহ, ত্বয়া সংকৃতানি বস্তূনি উপভুঞ্জানঃ দীর্ঘায়ুর্ভবতি। দুর্ব্বাসসা দত্তবরাং রাধিকাং শ্রুত্বা আকারয়ামি আহ্বানং করোমি ॥ ৯৩ ॥

পৌর্ণমাসী। গোকুলেশ্বরি, গোকুলবাসী সকলেরই এইরূপ অভিমত।

গার্গী। কুন্দলতা, কেন তোমরা প্রত্যহ গোকুলেশ্বরীর গৃহে রাধাকে লইয়া যাও? ॥ ৯২ ॥

যশোদা। দুর্ব্বাসা রাধাকে বর দিয়াছিলেন যে, তুমি যে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিবে, তাহা যে উপভোগ করিবে, সে দীর্ঘায়ু হইবে, ইহহে শুনিয়া আমি রাধাকে আহ্বান করিয়া থাকি।

পৌর্ণমাসী। গোকুলেশ্বরি, কৃষ্ণের আশঙ্কায় জটিলা দুঃখিতা হয় ॥ ৯৩ ॥

যশোদা। (বিহস্য) থণন্ধঅম্মি বৎসে কো কৃখু তাএ সঙ্কাএ ওসরো।

কুন্দলতা। (নীচৈঃ) সচ্চং চ্চেঅ থণন্ধও রাউলাণিএ পুত্ত জং গিরীন্দং কন্দুএদি।

পৌর্ণমাসী। (দৃষ্ট্বা সহর্ষম্)।

প্রথয়ন্ জগদণ্ডমণ্ডলী মুকুটারোহণযোগ্যতামসৌ।

স্ফুরতি ব্রজরাজগেহিনী খনিজন্মা পুরতো হরিন্মণিঃ॥

প্রবিশ্য কৃষ্ণঃ।

মাতরুন্মার্জয় সাশ্রুণী লোচনে পুরস্তাদেষোস্মি॥ ৯৪॥

যশোদেতি। স্তনন্ধয়েঽস্মিন্ বৎসে কঃ খলু তস্যাঃ শঙ্কায়াঃ অবসরঃ অবকাশঃ। কুন্দেতি। সত্যমেব স্তনন্ধয় রাজ্ঞ্যাঃ পুত্রঃ যৎ গিরীন্দ্রং কন্দুকয়তি কন্দুকবৎ করোতি॥ ৯৪॥

যশোদা। (হাসিয়া) দুধের ছেলেকে লইয়া তাহার শঙ্কার অবসর কোথায়?

কুন্দলতা। (মৃদুস্বরে) রাণীমার পুত্র সত্যই দুধের ছেলে, তাই গিরীন্দ্র গোবর্দ্ধনকে লইয়া কন্দুকক্রীড়া করে।

পৌর্ণমাসী। (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া সহর্ষে) ব্রজরাজগেহিনী-রূপ খনি হইতে সমুৎপন্ন হরিৎবর্ণ মণি হরি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলীর মুকুটে আরোহণ করিবার যোগ্যতা প্রকাশ করিতে করিতে ঐ যে সম্মুখে শোভা পাইতেছেন।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মা, তুমি তোমার অশ্রুপূর্ণ লোচনযুগল মার্জ্জন কর, এই যে আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি॥ ৯৪॥

রোহিণী। (দীপাবল্যা নিরাজ্য সংস্কৃতেন)

বিন্যস্য বর্ত্মনি গবাং নয়নে কথঞ্চিৎ
নীতাতিদীর্ঘদিবসম্যোত্তরযামযুগ্মান্।
হা বৎস বৎসলতরাং ভবদেকবন্ধুং
সন্ধুক্ষয়স্ব জননীমুপগূহনেন ॥ ৯৫ ॥

কৃষ্ণঃ। (মাতুরুৎসঙ্গে উত্তমাঙ্গমাধায়) অম্ব, দেহি মে মণি-মণ্ডনম্, (ইতি বাল্যবিলাসং প্রপঞ্চয়তি)।

পৌর্ণমাসী। নিচুলিতা গিরিধাতু-স্ফীতপত্রাবলীকা-
নখিলসুরভিরেণূন্ ক্ষালয়ন্তির্যশোদা।

বিন্যস্তেত্যাদি। কথঞ্চিন্নীতং কষ্টেন ক্ষপিতমতিদীর্ঘদিবসম্যোত্তরং যামযুগ্মং যয়া তাম্। সন্ধুক্ষয় সিঞ্চয়। উপগূহনেন সুখেন অর্থাৎ ক্রোড়ারোহণেন আনন্দয় ইতি ভাবঃ ॥ ৯৫ ॥

পৌর্ণেতি। নিচুলেতেত্যাদি। নিচুলিতা আচ্ছাদিতা। গিরিধাতূনাং স্ফীতপত্রাবলী যৈস্তান্।

রোহিণী। (দীপাবলীর দ্বারা নির্ম্মঞ্ছন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হে বৎস, তোমার জননী গাভীদিগের আগমনপথে নয়নদ্বয় বিন্যাস করিয়া কোনও মতে অতিদীর্ঘ দিবসের শেষ যাম-যুগল যাপন করিয়াছেন, এক্ষণে ত্বদ্গতপ্রাণা স্নেহবৎসলা তাঁহার সর্ব্বস্বধন তুমি তাঁহার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত কর ॥ ৯৫ ॥

কৃষ্ণ। (মাতার ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিয়া) মা, আমাকে মণিমণ্ডিত অলঙ্কার দাও। (এই বলিয়া বাল্যভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন)

পৌর্ণমাসী। হে কৃষ্ণ, গাভীসকলের খুরোত্থিত যে রেণুকণার দ্বারা তোমার

কুচকলসবিমুক্তৈঃ স্নেহমাধ্বীকমেধ্যৈ-
স্তব নবমভিষেকং দুগ্ধপূরৈঃ করোতি ॥

কুন্দলতা। (সনর্ম্মস্মিতম্)—
কহ্ন পিবেহি রাউলাণী এ থণ্ণামিঅং।
জং কুরঙ্গে বহূণং কেলীণং পসঙ্গেণ কিলিম্মিদোসি ॥ ৯৬ ॥

যশোদা। বৎসে, কীস হসসি, পেক্‌খ অজ্জবি কোমারং ণ অদিক্কমদি তা কো ক্‌খু দোসো থণপাণে।

কুন্দেতি। কৃষ্ণ! পিব রাজ্ঞ্যা স্তনামৃতং যস্মাৎ কুঞ্জে বহূনাং পক্ষে বধূনাং কেলীনাং প্রসঙ্গেন ক্লিষ্টোঽসি ॥ ৯৬ ॥

যশোদেতি। বৎসে! কস্মাৎ হসসি, পশ্য, অদ্যাপি কৌমারং ন অতিক্রামতি তস্মাৎ কঃ খলু দোষঃ স্তনপানে।

গৈরিক ধাতুতে বিরচিত সুস্পষ্ট তিলকাবলী আচ্ছাদিত হইয়াছিল, তাহা তোমার জননী যশোদা স্তন-কলস হইতে নিঃসৃত স্নেহমধুর পরম পবিত্র দুগ্ধধারার দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া তোমার নূতন অভিষেক করিতেছেন।

কুন্দলতা। (পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া) কৃষ্ণ, তুমি কুরঙ্গে (কুৎসিত রঙ্গে অথবা কুঞ্জগৃহে) বহু (অনেক অথবা বধূদিগের সহিত) কেলিপ্রসঙ্গে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছ, অতএব মহারাণী যশোদার স্তনামৃত পান কর ॥ ৯৬ ॥

যশোদা। বৎসে, তুমি হাসিতেছ কেন, দেখ, আজও ইহার কৌমার-বয়স অতিক্রান্ত হয় নাই, তবে স্তনপানে আর কি দোষ?

কুন্দলতা। ভঅবদি, সচ্চং কধেদি রাউলাণী জং অজ্জ এসো বালানং মণ্ডলেন মহারাসে কীলদে।

যশোদা। ভঅবদি, কো কৃখু মহারাসো নাম?

কৃষ্ণঃ। (সপত্রপং ভ্রূভঙ্গেন কুন্দলতামবলোকতে)।

পৌর্ণমাসী। (স্মিতং কৃত্বা) গোপেশ্বরি, লাস্যলীলাবিশেষঃ।

কুন্দলতা। (অপবার্য্য)

তিণ্হাউলা চওরী পঞ্জরিআ সংজদা চিরং জ্জলই।
পাঅং বঞ্জুলকুঞ্জে তারাহীস প্পসারেহি॥

কুন্দেতি। ভগবতি! সত্যং কথয়তি, রাজ্ঞী যদস্য এষ বালানাং বালকানাং পক্ষে স্ত্রীণাং মণ্ডলেন মহারাসে ক্রীড়তি।

যশোদেতি। ভগবতি! কঃ খলু মহারাসো নাম?

কুন্দেতি। (কর্ণে লগিত্বাহ) তৃষ্ণাকুলা চকোরী পঞ্জরিকা সংযতা চিরং জ্বলতি। পাদং বঞ্জুলকুঞ্জে তারাধীশ! প্রসারয় পাদং কিরণং

কুন্দলতা। ভগবতি, মহারাণী সত্য কথাই বলিতেছেন, যেহেতু, ইনি আজও বালামণ্ডলের (বালকদিগের অথবা রমণীদিগের) সহিত মহারাসে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

যশোদা। ভগবতী কুন্দলতা, মহারাস আবার কাহাকে বলে?

(কৃষ্ণ লজ্জার সহিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া কুন্দলতাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন)

পৌর্ণমাসী। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) গোপেশ্বরি, তাহা একপ্রকার নৃত্যলীলা।

কুন্দলতা। (কৃষ্ণের কানে কানে) তৃষ্ণাকুলা চকোরী পিঞ্জরে বহুক্ষণ

কৃষ্ণঃ। (ভ্রূসংজ্ঞয়া স্বীকারং নাটয়তি) ॥ ৯৭ ॥

(নেপথ্যে)—

ত্বন্মুখেন্দ্বনবলোকনোদ্গত-স্ফার-তাপভর-ধূপিতাত্মনঃ।

এহি বৎস মম দেহি শীতলং ক্ষিপ্রমঙ্গ পরিরম্ভ-চন্দনম্ ॥

কৃষ্ণঃ। পুরস্তাদেষ মস্তাবুকমাশংসন্নাবুকস্তিষ্ঠতি তদেনমানন্দয়ামীতি। (যশোদাদিভিরাবৃতো নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৯৮ ॥

পক্ষে চরণম্। তারাধীশশ্চন্দ্রঃ পক্ষে তস্মাৎ রাধাধীশঃ। তৃষ্ণাকুলেত্যাদি দূত্যং নাম সন্ধ্যন্তরমিদম্। তল্লক্ষণং,—দূত্যং তু সহকারিত্বং দুর্ঘটে কার্য্যবস্তুনীতি। অত্র জটিলায়াঃ প্রাতিকূল্যেন দুর্ঘটে রাধারঙ্গকার্য্যে কুন্দলতায়াঃ সহকারিত্বং দূত্যম্ ॥ ৯৭ ॥

(নেপথ্যে ব্রজরাজাহ)—

কৃষ্ণ ইতি। ভাবুকং মঙ্গলং ভাবুকং ভবিকং ভব্যমিতি কোষাৎ। ভাবুকো জনকঃ ॥ ৯৮ ॥

আবদ্ধ থাকিয়া জ্বালা ভোগ করিতেছে, অতএব হে তারাপতি (রাধানাথ), শীঘ্র অশোককুঞ্জে পদ প্রসারিত কর।

(কৃষ্ণ ভ্রূসঙ্কেত দ্বারা স্বীকার প্রকাশ করিলেন) ॥ ৯৭ ॥

(নেপথ্যে) বৎস, তোমার মুখচন্দ্র দেখিতে না পাওয়াতে আমার অন্তরে অতিশয় তাপ উদ্গত ও প্রস্ফুরিত হইয়া আমাকে সন্তপ্ত করিতেছে, তুমি দ্রুতপদে আসিয়া এক্ষণে আমাকে আলিঙ্গনরূপ শীতল চন্দন দান কর।

কৃষ্ণ। এই যে সম্মুখে আমার কল্যাণাভিলাষী আমার পিতা দণ্ডায়মান আছেন, আমি ইঁহাকে আনন্দিত করি।

(যশোদা প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন) ॥ ৯৮ ॥

কুন্দলতা। (পরিক্রম্য) দিট্‌ঠিআ বাণীরবণে ললিদাএ রাহী আণীঅদি।

(ততঃ প্রবিশতি তথাবিধা রাধা)

রাধা। হলা ললিদে, পসংসীঅদু এসা উবথিদা কৃখণদা জাএ তুহ্মাণং কাবি সুহাসা অঙ্কুরীঅদি ॥ ৯৯ ॥

ললিতা। রঞ্জেদিত্তি রঅণী ভণীঅদি।

কুন্দলতা। (উপসৃত্য) ললিদে, অজ্জ অরণীমুহে ঈসিহসিদেণ কড়কৃখকুবলএণ ফুড়ং তুহ্মেহিং ণ অচ্চিদো কহ্নো।

কুন্দেতি। দিষ্ট্যা বকুলকাননে ললিতয়া রাধা আনীয়তে।

রাধেতি। সখি ললিতে, প্রশংস্যতাং এষা উপস্থিতা ক্ষণদা। যয়া যুষ্মাকং কাপি সুখাশা অঙ্কুরায়তে ॥ ৯৯ ॥

ললিতেতি। রঞ্জয়তীতি রজনী ভণ্যতে।

কুন্দেতি। ললিতে, অদ্য রজনীমুখে ঈষদ্ধসিতেন কটাক্ষকুবলয়েন স্ফুটং যুষ্মাভিঃ ন অর্চ্চিতঃ কৃষ্ণঃ।

কুন্দলতা। (ভ্রমণ করিতে করিতে) কি সৌভাগ্য! ললিতা রাধাকে বকুল-কাননে আনয়ন করিতেছে।

(ললিতার সহিত রাধার বকুল-কাননে প্রবেশ)

রাধা। ওগো ললিতা, উপস্থিত এই রাত্রির প্রশংসা কর, যেহেতু, ইহা তোমাদের একটি সুখের আশা অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতেছে ॥ ৯৯ ॥

ললিতা। রঞ্জন করে বলিয়াই তো রাত্রির এক নাম রজনী।

কুন্দলতা। (অগ্রসর হইয়া) ললিতা, আজ রজনী-মুখে তোমরা ঈষৎ

রাধা। (সরোমাঞ্চম্) ললিদে, কো কৃখু কহ্নো ত্তি সুণীঅদি। জেণ কেঅলং কণ্ণস্স চেঅ অদিধী হোন্তেণ উম্মত্তী কিজ্জামি॥১০০॥

কুন্দলতা। সহি এসো লোওত্তরস্স বত্থুণো নিসগ্গ, জং সব্বদএ উপভুজ্যমানংব্বি অভুঅরুব্বো জেব্ব ভোদি।

ললিতা। কুন্দলদে, ন কেঅলং লোওত্তরস্স বত্থুণো গাঢ়াণুরাঅস্স বি জেণ পিঅ গোঅরো জণো কৃখণে কৃখণে অউরুব্বো অউরুব্বো করীঅদি॥ ১০১॥

রাধেতি। ললিতে! কঃ খলু কৃষ্ণ ইতি, যেন কেবলং কর্ণস্যৈবাতিথি-ভবতা উন্মত্তী ক্রিয়েঽহম্॥ ১০০॥

কুন্দেতি। সখি! এষো লোকোত্তরস্য বস্তুনো নিসর্গো যৎ সর্ব্বদা উপভুজ্যমানমপি অভুক্তপূর্ব্বমেব ভবতি।

হসিত কটাক্ষ-কুবলয় দ্বারা কৃষ্ণের অর্চ্চনা কর নাই, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

রাধা। (রোমাঞ্চিতকলেবরে) ললিতা, কে এই কৃষ্ণ; কেবল যার নাম আমার কর্ণের অতিথি হওয়ামাত্র আমাকে উন্মত্তা করিয়া তুলিল?॥ ১০০॥

(তুলনীয়—সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

রাধা। ললিদে অদিণ্ণুত্তরা, কীস অণ্ণং ভণাসি।

ললিতা। (সংস্কৃতেন)—

নবাম্বুধরমণ্ডলী মদ-বিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলনন্দনঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।

ললিতেতি। কুন্দলতে! ন কেবলং লোকোত্তরস্য বস্তুনো গাঢ়ানুরাগস্যাপি যেন নিজগোচরো জনো ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ক্রিয়তে॥ ১০১॥

রাধেতি। ললিতে! অদত্তোত্তরা কস্মান্ন ভণসি॥ ১০২॥

নাম-পরতাপে যার　　　　ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার　　　　সেখানে থাকিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে　　　　পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে　　　　কুলবতী কুল-নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥)

কুন্দলতা। সখি, অলৌকিক বস্তুর স্বভাবই এইরূপ, কারণ, তাহা সর্ব্বদা উপভোগ করিলেও মনে হয় ইহার পূর্ব্বে যেন তাহার কোন আস্বাদই পাওয়া হয় নাই।

ললিতা। হাঁ, যে ব্যক্তির উপর অনুরাগ গাঢ় হয়, তাহাকেও সর্ব্বদা নিজের সম্মুখে দেখিলেও সে ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ও নবনবায়মানবৎ প্রতীয়মান হয়॥ ১০১॥

রাধা। ললিতা, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কি অন্য কথা বলিতেছ?

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) নব-জলধরের দেহদ্যুতির অহঙ্কার খর্ব্ব

সখি স্থিরপতিব্রতা নিকর-নীবিবন্ধার্গল-
ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥ ১০২ ॥

রাধা। (সাশ্রং) কুন্দলদে, অবি ণাম ইমস্স একস্স বিহদ-ণেত্তস্স মগ্গং কৃখণং পি আরোহিস্সদি সোমে ধণ্ণস্স কণ্ণস্স অদিধী ॥ ১০৩ ॥

কুন্দলতা। অই তিণ্হাউলে, কল্লি পদোসারম্ভে বিসাহাএ তুমং তিনা সঙ্গমিদাআসি।

রাধেতি। একস্যাপি হতনেত্রস্য মার্গং ক্ষণমপি নারোহিষ্যতি স মে ধন্যস্য কর্ণস্যাতিথিঃ। সমাধাননাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—বীজস্য পুনরাধানং সমাধানমিহোচ্যতে। ইতি। অত্র স্বয়ং রাধয়া পুনরনুরাগস্য বীজাধানং কৃতম্ ॥ ১০৩ ॥

কুন্দেতি। অয়ি তৃষ্ণাকুলে, কল্য প্রদোষারম্ভে বিশাখয়া ত্বং তেন সঙ্গমিতাসি।

করেন, এমন কমনীয়-কান্তি ব্রজেন্দ্র-কুলের আনন্দদায়ক কোনও এক নব্য যুবা শোভমান। সখি, তাঁহার বংশীধ্বনি স্থির-পতিব্রতা রমণী-দিগেরও নীবিবন্ধের গ্রন্থি মোচন করিবার কৌতুকে সদা বিজয়ী ॥১০২॥

রাধা। (অশ্রুপূর্ণ-লোচনে) কুন্দলতা, যিনি আমার ধন্য কর্ণের অতিথি হইলেন, সেই তিনি কি এক ক্ষণের জন্যও আমার একটি পোড়া চোখেরও পথে পথিক হইবেন না (অর্থাৎ যাঁর কথা এইমাত্র শুনিলাম, তাঁহাকে কি একটিবার দেখিতে পাইবার সৌভাগ্য হইবে না)? ॥ ১০৩ ॥

কুন্দলতা। অয়ি তৃষ্ণাকুলা, কালই তো সন্ধ্যাকালে বিশাখা তোমাকে তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত করিয়াছিল।

রাধা। সাহু সুমরাইদং পিঅসহীএ জং এক্কবারং চ্চেঅ বিজ্জুলিআবিঅ তুম্হাণং গোউলজুঅরাও নেত্তচমক্কারআরী সংবুত্তো ইমস্স মন্দভাইণো জণস্স ॥ ১০৪ ॥

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ)

কলবিঙ্ককলং কলঙ্কয়ন্তী ললিতা কঙ্কণ-ঝঙ্কৃতির্বরেয়ম্।
মম চেতসি বেতসি-নিকুঞ্জং সময়া সঙ্গময়াঞ্চকার রঙ্গম্ ॥

রাধেতি। সাধু স্মারিতম্। প্রিয়সখ্যা যদেকবারমেব বিদ্যুতো বিলাস ইব যুষ্মাকং গোকুলযুবরাজঃ নেত্রচমৎকারী সংবৃত্তঃ। ইমস্য মন্দ-ভাগ্যস্য জনস্য ॥ ১০৪ ॥

কৃষ্ণ ইতি। কলবিঙ্কঃ চটকঃ তস্য স্বরম্। বেতসি-নিকুঞ্জসমীপে মম চেতসি রঙ্গং সঙ্গময়াঞ্চকার রঙ্গং সঙ্গমিতবতী।

রাধা। সখী, ভালো কথা স্মরণ করাইয়া দিলে। প্রিয়সখী একটি-বার বিদ্যুৎ-বিকাশের ন্যায় তোমাদের গোকুল-যুবরাজকে (গোকুলের রাজপুত্র ও গোকুলের সকল যুবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ) এই হতভাগিনীকে দেখাইয়া তাহার নেত্র-চমৎকার উৎপন্ন করিয়াছিল ॥ ১০৪ ॥

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কলবিঙ্ক-কুলের কলধ্বনিতে কলঙ্ক লেপন করিতে পারে, এমন মধুর ললিতার কঙ্কণবরের ঝঙ্কার কি আমার কর্ণগোচর হইতেছে। ইহা যে বেতস-নিকুঞ্জের নিকটে আমার চিত্তমধ্যে রঙ্গ সঞ্চার করিয়া দিল।

(পুনরুৎকর্ণো ভবন্ সপুলকম্)

মধুরিম-লহরীভিস্তম্ভয়ত্যম্বরে যা
স্মরমদ-সরসানাং সারসানাং রুতানি।
ইয়মুদয়তি রাধা কিঙ্কিণী-ঝঙ্কৃতির্মে
হৃদি পরিণময়ন্তী বিক্রিয়াড়ম্বরাণি ॥ ১০৫ ॥

রাধা। (সচমৎকারং সংস্কৃতেন)—

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিত-দীর্ঘাপাঙ্গ-টঙ্কচ্ছটাভিঃ।

মধুরিমেত্যাদি। প্রাপ্তিনাম মুখসন্ধ্যাঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—প্রাপ্তৈঃ সুখস্য সংপ্রাপ্তিঃ প্রাপ্তিরিত্যভিধীয়তে ইতি। অত্র রাধা কিঙ্কিণী-ঝঙ্কৃতিশ্রবণাৎ কৃষ্ণস্য সুখপ্রাপ্তিঃ। সারসানাং জলচর-পক্ষিবিশেষাণাম্। মে হৃদি বিক্রিয়াড়ম্বরাণি বিকার-প্রাগল্ভ্যানি পরিণময়ন্তীতি পরিণামং প্রাপয়ন্তী ॥ ১০৫ ॥

কুলবরেত্যাদি। পরিভাবনানাম মুখসন্ধ্যাঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং, শ্লাঘৈর্বাশ্চিত্ত-চমৎকারো গুণাদ্যৈঃ পরিভাবনেতি। কুলবরেত্যাদি স এষ কিমিত্যাদি-পদ্যাভ্যাং কৃষ্ণস্য বৈদগ্ধ্য-সৌন্দর্য্যাদিগুণদর্শনেন রাধায়াশ্চমৎকারঃ।

(পুনরায় উৎকর্ণ হইয়া পুলকিতভাবে) মদন-লালসায় সরস সারসপক্ষীদিগের আকাশচারী কলরবকেও স্বীয় মধুরিমা-লহরীর দ্বারা স্তম্ভিত করিয়া এই যে রাধা আমার নয়ন-সম্মুখে সমুদিতা হইতেছেন। তাঁহার কঙ্কণ-ঝঙ্কার আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বহু বিকার সমুৎপাদন করিতেছে ॥ ১০৫ ॥

রাধা। (চমৎকৃতভাবে সংস্কৃত ভাষায়) দীর্ঘ অপাঙ্গচ্ছটারূপ শাণিত প্রশস্ত-মুখ কুঠার দ্বারা শ্রেষ্ঠ কুলধর্ম্ম-রূপ প্রস্তরস্তর-ভেদ এবং লক্ষ

যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥ ১০৬ ॥

ললিতা। হলা সো এসো দে পরাণণাধো।

রাধা। (সোন্মাদং পুনঃ সংস্কৃতেন)

এষ কিমু গোপিকা কুমুদিনী সুধাদীধিতিঃ
স এষ কিমু গোকুল-স্ফুরিত-যৌবরাজ্যোৎসবঃ।
স এষ কিমু মন্মনঃ-পিকবিনোদপুষ্পাকরঃ
কৃশোদরি দৃশোর্দ্বয়ীমমৃতবীচিভিঃ সিঞ্চতি ॥ ১০৭ ॥

মরকতমণিতয়াধ্যবসিতৈঃ শ্যামসৌন্দর্য্যপূরৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি পূর-রতীত্যর্থঃ। কুলবরতনু বরাঙ্গনা, নিশিতঃ শাণিতঃ টঙ্কঃ' পাষাণ-দারণঃ। চিনোতি রচয়তি ॥ ১০৬ ॥

ললিতা। সখি! এষ তে প্রাণনাথঃ।

স এষেত্যাদি। পুষ্পাকরো বসন্তঃ। অমৃতান্যত্র পূর্ব্বোক্তসুধাতীর্থো-দক-মধূনি ॥ ১০৭ ॥

মরকত-মণির শ্যাম-শোভার দ্বারা গোষ্ঠগৃহ পূর্ণ করার কাজ একসঙ্গে করিতেছে, এমন বিচিত্রকর্ম্মা অপূর্ব্ব কোন্ বিশ্বকর্ম্মা আমার সম্মুখে উপনীত দেখিতেছি ॥ ১০৬ ॥

ললিতা। ওগো, এই তো তোমার প্রাণনাথ।

রাধা। (বিহ্বলভাবে সংস্কৃতভাষায়) হে তন্বি, ইনিই কি গোপিকা-কুমুদিনী-দিগের সুধাময়-কিরণশালী চন্দ্র, এই কি সেই গোকুলের উল্লসিত যৌবরাজ্যোৎসব, ইনিই কি আমার মানস-কোকিলের আনন্দদায়ক কুসুমাকর বসন্ত? ইনি যে আমার লোচন-যুগলকে অমৃত-তরঙ্গ দ্বারা অভিষিঞ্চন করিতেছেন ॥ ১০৭ ॥

কৃষ্ণঃ। (সাশ্চর্য্যম্)

অসকৃদসকৃদেষা কা চমৎকারবিদ্যা
মম রসলহরীভিস্তর্ষমন্তস্তনোতি।
বিদিতমহহ সেয়ং ব্যায়তাপাঙ্গলীলা-
মধুরিম-পরিবাহা কাপি কল্যাণ-বাপী ॥ ১০৮ ॥

(পুনর্নিরূপ্য) কথং সত্যমেব।

তথাহি—

যস্যাং শৈবালমঞ্জরী বিরচিতা সঙ্গং রথাঙ্গদ্বয়ং
ফুল্লং পঙ্কজ-পঞ্চকঞ্চ বিসয়োর্যুগ্মং চ মূলেন তম্।

অসকৃদসকৃদিত্যাদি। ইদমপি পরিভবনাম সন্ধ্যঙ্গম্। কৃষ্ণস্য চমৎকারাধায়কত্বাৎ। এষা রাধিকা বিদ্যাত্বেন বাপীত্বেন চাধ্যবসিতা। রসলহর্য্যঃ শৃঙ্গার-পরম্পরা এব জলতরঙ্গাঃ তাভিঃ দীর্ঘাপাঙ্গলীলৈব মধুরিম্নাং পরিবাহ উচ্ছ্বাসো যস্যাঃ সা ॥ ১০৮ ॥

বাপীত্বেন তাং প্রতিপাদয়তি।

যস্যামিত্যাদি। রোমাবলীনাং শৈবালমঞ্জরীত্বেন কুচদ্বয়ো রথাঙ্গ-দ্বয়ত্বেন হস্তদ্বয়-পাদদ্বয়-মুখস্য পঙ্কজ-পঞ্চকত্বেন বাহুলতয়োর্মৃণালত্বেন

কৃষ্ণ। (আশ্চর্য্য হইয়া)—এ কোন্ চমৎকারিণী বিদ্যা—যিনি পুনঃ পুনঃ রস-লহরীর দ্বারা আমার অন্তরের তৃষ্ণা বিস্তারিত করিতেছেন। আহা হা! আমি জানিতে পারিতেছি যে, ইনি দীর্ঘ-অপাঙ্গ-লীলার মধুরিমাবাহিনী কোনও কল্যাণ-দীর্ঘিকা ॥ ১০৮ ॥

(পুনর্ব্বার লক্ষ্য করিয়া) হাঁ, ইহা তো সত্যই, যেহেতু—

যাঁহাতে শৈবাল-মঞ্জরী (লোমাবলী) শোভা পাইতেছে, চক্রবাক দুইটি

উন্মীলত্যতিচঞ্চলঞ্চ শফরীদ্বন্দ্বং ব্রজে ভ্রাজতে
সেয়ং শুদ্ধতরাঽনুরাগপয়সা পূর্ণা পুরো দীর্ঘিকা ॥ ১০৯ ॥

রাধা। হলা ণ জাণে কীস ঘুণ্ণিদম্হি তা দেহি মে হত্থাবলম্বং।

ললিতা। বীসদ্ধা হোহি (ইতি রাধাভুজং স্কন্ধে নিদধাতি) ॥১১০॥

নেত্রয়োঃ শফরীদ্বন্দ্বত্বেনাধ্যবসানাদয়ং প্রথমোক্তিনামালঙ্কারঃ। তল্লক্ষণং—নিগীর্য্যাধ্যবসানঞ্চ প্রকৃতস্য পরেণ যদিতি। শুদ্ধতরানুরাগা এব পয়াংসি বাপীত্যন্বেয়ম্ ॥ ১০৯ ॥

রাধেতি। সখি! ন জানে কস্মাৎ ঘূর্ণিতাস্মি তস্মাদ্দেহি হস্তাবলম্বম্।

ললিতেতি। বিশ্রব্ধা ভব, নাত্র সাধ্বসং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

(স্তনদ্বয়) একসঙ্গে বিচরণ করিতেছে, প্রফুল্ল পাঁচটি পদ্ম (করকমল-দ্বয়, চরণকমলদ্বয় ও মুখকমল) ও মূলের সহিত মৃণালদ্বয় (বাহুদ্বয়) বিদ্যমান রহিয়াছে, অতি চঞ্চল শফরীদ্বয়ও (নয়নদ্বয়) প্রকাশিত দেখিতেছি, সেই ইনি শুদ্ধতর অনুরাগ-বারিতে পরিপূর্ণা দীর্ঘিকা পুরোভাগে ব্রজপুরীতে শোভা পাইতেছেন ॥ ১০৯ ॥

রাধা। সখি, কি জানি কেন আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে, তুমি আমাকে হাত দিয়া ধর।

(তুলনীয়)—

সখি, আমায় ধরো ধরো।

ললিতা। সখি, শান্ত হও, ধৈর্য্য ধারণ কর।

(এই বলিয়া রাধার হস্ত নিজ-স্কন্ধে ধারণ করিলেন) ॥ ১১০ ॥

কৃষ্ণঃ। (সন্নিধায়)

সমীক্ষ্য তব রাধিকে বদনবিম্বমুদ্ভাস্বরং
ত্রপাভরপরীতধীঃ শ্রয়িতুমস্য তুল্যশ্রিয়ম্।
শশী কিল কৃশীভবন্ সুরধুনীতরঙ্গোক্ষিত-
স্তপস্যতি কপর্দ্দিনঃ স্ফুটজটাটবীমাশ্রিতঃ॥

(ইত্যুপসর্পতি) ॥ ১১১ ॥

রাধা। (দৃগন্তেনাভিসূচ্য) ললিদে রক্খেহি মং।

সমীক্ষ্যেত্যাদি। বিলোভননাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—নায়কাদি গুণানাং যদ্বর্ণনং তদ্বিলোভনমিতি"। অত্র রাধাসৌন্দর্য্যগুণবর্ণনং বিলোভনম্। উদ্ভাস্বরং দেদীপ্যমানম্। অস্য মুখস্য, উক্ষিতঃ স্নাতঃ। কপর্দ্দিনঃ হরস্য ॥ ১১১ ॥

রাধেতি। অভিসূচ্য কৃষ্ণং দর্শয়িত্বা। ললিতে! রক্ষ মাম্।

কৃষ্ণ। (নিকটে আসিয়া) রাধা, তোমার উজ্জ্বল বদনচ্ছবি দেখিয়া শশী লজ্জায় হতবুদ্ধি হইয়া কৃশ হইয়া যাইতেছে এবং তোমার বদনচ্ছবির তুল্য শ্রী লাভ করিবার জন্য সুরধুনী-তরঙ্গে স্নান করিয়া ও মহাদেবের বিস্তীর্ণ জটা-অটবী অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিতেছে।

(এই বলিতে বলিতে নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিলেন) ॥১১১॥

রাধা। (নেত্রপ্রান্ত দ্বারা ইঙ্গিতে কৃষ্ণকে দেখাইয়া) ললিতা, আমায় রক্ষা কর।

কৃষ্ণঃ। মীলনং মীলিতেনায়ং বিন্দন্ ফুল্লেন ফুল্লতাম্।
অপাঙ্গেনাতিকৃষ্ণেন কৃষ্ণস্তব বশীকৃতঃ॥

রাধা। (সগদ্গদম্) কুন্দলদে নিবারীঅদু এসো সুন্দরত্তংসো জং গুরুপরাহীণাহ্মি মন্দভাইণী॥ ১১২॥

প্রবিশ্য জটিলা। অরে মহামোহনা ধম্মমগ্গাদো পাড়িদং তুএ সব্বং চ্চেঅ গোউলবালাউলং কেঅলং মহ পুত্ত পুন্নেণ বহুড়িআ উব্বরিদত্থি তা ণাম গহণস্স বি এক্কং রক্খেহি।

(ইতি রাধামাধায় দ্বাভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা)॥ ১১৩॥

কৃষ্ণ ইতি। ম্লানং ম্লানেন। কৃষ্ণং মমাতিক্রান্তেন অতিশ্যামেন বা।

রাধেতি। কুন্দলতে! নিবার্য্যতাং এষ সুন্দরোত্তংসঃ যং গুরুপরাধীনাস্মি মন্দভাগিনী॥ ১১·॥

জটিলেতি। অরে মহামোহনা! ধর্ম্মমার্গাৎ পতিতং সর্ব্বমেব ত্বয়া গোকুল-

---

কৃষ্ণ। ম্লান হইলে ম্লান করিয়া ও প্রফুল্ল হইলে প্রফুল্ল করিয়া তোমার অতিকৃষ্ণ অপাঙ্গ এই কৃষ্ণকে বশ করিয়া ফেলিয়াছে।

রাধা। (গদ্গদভাবে) কুন্দলতা, এই সুন্দরশিরোমণিকে তুমি নিবারণ কর, যেহেতু আমি গুরুপরাধীনা মন্দভাগিনী॥ ১১২॥

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ওরে মহামোহনা, তুই তো গোকুলবালাকুলের সকলকেই ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিস, কেবল আমার পুত্রের পুণ্যবলে আমার এই বধূটি মাত্র উদ্বৃত্ত আছে। তাহ গোকুলে সতী নাম গ্রহণ করিবার জন্য অন্ততঃ একটাকে তুই রক্ষা কর্।

(এই বলিয়া রাধাকে ধরিয়া লইয়া ললিতা ও কুন্দলতার সহিত জটিলা প্রস্থান করিল।)॥ ১১৩॥

কৃষ্ণঃ। প্রস্থিতা প্রিয়া তদহং গবাং সম্ভালনায় প্রযামীতি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥ ১১৪ ॥

॥ * ॥ ইতি সায়মুৎসবো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

বালাকুলং কেবলং মম পুত্রপুণ্যেন নববধূটিকা উদ্ধৃতাস্তি তস্মান্নাম-গ্রহণায়াপি একাং রক্ষ ॥ ১১৩-১১৪ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

কৃষ্ণ। আমার প্রিয়া প্রস্থান করিলেন, অতএব আমিও গাভীদিগকে সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত গমন করি।

[সকলের প্রস্থান ॥ ১১৪ ॥

॥ * ॥ সায়ং-উৎসব নামক প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বৃন্দা নভোমণ্ডলমবলোক্য)—

ন্যঞ্চন্ কুঞ্চিতকান্তিরিচ্ছতী শশী যস্যাঃ পতির্বারুণীং
প্রাপ্য স্বৈরমগৌরবং গুরুরপি গ্লানিং পরামঞ্চতি।
সর্ব্বোঽপ্যেষ কৃশীভবন্নুডু পরিবারস্তিরোধিৎসতি
যামিন্যাঃ ক্ষয়লক্ষণং বিধিবশাদস্যাঃ স্ফুটং লক্ষ্যতে ॥ ১

এবং সায়ন্তনোৎসবং বর্ণয়িত্বা নৈশান্তিকং তং বর্ণয়তি বৃন্দাদি-বচনেন। বৃন্দাহ, ন্যঞ্চন্নিত্যাদি। ন্যঞ্চন্নধো গচ্ছন্, কুঞ্চিতকান্তিঃ রাত্রেঃ পরিণামত্বাৎ যস্যা যামিন্যাঃ। বারুণীং পশ্চিমদিশং পক্ষে কাদম্বরীং যস্য গুরুরপি বৃহস্পতিঃ। যস্যা উডু এব পরিবারঃ। জাত্যৈকত্বং, অস্যা যামিন্যা বিধিবশাৎ তৎ পত্যাদীনাং বারুণ্যাদিপ্রাপ্তি-লিঙ্গাৎ ক্ষয়চিহ্নং লক্ষ্যতে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। (নভোমণ্ডল অবলোকন করিয়া) যাহার পতি চন্দ্র কান্তি সংগোপন করত পশ্চিমদিক্ অবলম্বন করিয়া অধোভাগে গমন করিতেছেন, গুরু অর্থাৎ বৃহস্পতি অগৌরব প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় নিস্তেজ হইয়াছেন, এবং যাহার নক্ষত্রাবলীরূপ পরিবারবর্গ কৃশ হইয়া তিরোহিত হইতেছে, সেই যামিনীর যে বিধিবশে ক্ষয়লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ॥ ১ ॥

(পরিক্রম্য)—

রজনী-বিপরিণামে গর্গরীণাং গরীয়ান্

দধিমথন-বিনোদাদুদ্ভবন্নেষ নাদঃ।

অমরনগরকক্ষাচক্রমাক্রম্য সদ্যঃ

স্মরয়তি সুরবৃন্দাম্বুধি-মন্থোৎসবস্য ॥ ২ ॥

(পুরো দৃষ্টিং ক্ষিপন্তী)—

করোতি দধিমন্থনং স্ফুটবিসর্পি-ফেনচ্ছটা-

বিচিত্রিতগৃহাঙ্গনং গহন-গর্গরী-গর্জ্জিতম্।

রজনীতি। গর্গরীণাং মন্থনপাত্রাণাং মন্থনী গর্গরী সমে ইত্যমরঃ। কক্ষা-চক্রং প্রকোষ্ঠসমূহম্। স্মৃত্যর্থধাতোঃ কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥ ২ ॥

করোতীত্যাদি। বিপ্রকর্ষণঞ্চ প্রবণতা চ বিপ্রকর্ষণপ্রবণতে মুহুর্ব্বারং বারং যে বিকর্ষণপ্রবণতে তদর্থং ক্রমেণ আকুঞ্চিতঞ্চ প্রসারিতঞ্চ করদ্বয়ং যস্যাঃ সা টীত্বাদীপ্। তথাচ প্রবণঃ ক্রমনিম্নোর্ব্ব্যাং প্রহ্বেনা তু চতুষ্পথে ইত্যমরঃ। দৃষ্টনাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণং,—জাত্যাদি-

---

(পদচালনা করিতে করিতে) রাত্রিশেষে দধিমন্থনক্রীড়াজাত গাগরীর এই গুরুগম্ভীর শব্দ স্বর্গপুরীর প্রকোষ্ঠসমূহকে আক্রমণ করিয়া দেবগণকে সমুদ্রমন্থনোৎসব স্মরণ করাইয়া দিতেছে ॥ ২ ॥

(অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে মালতী দধিমন্থন করিতেছে, মন্থনরজ্জু মুহুর্মুহুঃ আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিবার সময় একবার করদ্বয় প্রসারিত হইতেছে, আবার পুনরায় কুঞ্চিত হইতেছে এবং তাহার ফলে কঙ্কণের শব্দের সহিত গাগরীর গভীর গর্জ্জন-শব্দের মিশ্রণ

মুহুর্গুণবিপ্রকর্ষণপ্রবণতাক্রমাৎ কুঞ্চিত-
প্রসারিত-করদ্বয়ী ক্বণিতকঙ্কণং মালতী ॥ ৩ ॥

(পার্শ্বতো বিলোক্য সস্মিতম্)—

উত্তাম্যন্তী বিরমতি তমস্তোমসম্পৎ-প্রপঞ্চে
ন্যঞ্চন্মূর্দ্ধা সরভসমসৌ স্রস্তবেণীবৃতাংশা ।
মন্দস্পন্দং দিশি দিশি দৃশোর্দ্বন্দ্বমল্পং ক্ষিপন্তীং
কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং বিশতি চকিতা বক্ত্রমাবৃত্য পালী ॥

(পুনরন্যতো বিলোক্য সাশ্চর্য্যম্)—

শ্রোণ্যাং নাভীসরোজ-প্রবরসহচরং বিভ্রতীয়ং দুকূলং
শ্রীবৎসোৎসঙ্গসঙ্গং প্রণয়িনমুরসি স্ফারমাসাদ্য হারম্ ।

বর্ণনং ধীরৈর্দৃষ্টমিত্যভিধীয়তে ইতি । অত্র দধিমন্থনক্রিয়া-স্বভাববর্ণনং দৃষ্টম্ । মালতী দধিমন্থনং করোতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

উত্তাম্যন্তী দুঃখিতা সতী । তমস্তোম এব সম্পৎ সুখদায়কত্বাৎ । তস্যা বিস্তারে, চকিতা ভীতা সতী । পচি বিস্তারে ।

ইয়ং শ্যামলা শ্রোণ্যাং কট্যাম্ । কৃষ্ণস্য নাভীসরোজ-সহচরং দুকূলং বিভ্রতি উরসি হারমাসাদ্য কর্ণে উত্তংসং ন্যস্য গণ্ডে

সহকারে গৃহাঙ্গনের চতুর্দ্দিক বিক্ষিপ্ত ফেনরাশির দ্বারা চিত্র-বিচিত্র হইতেছে ॥ ৩ ॥

(পার্শ্বে দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে) সুখদায়ক অন্ধকারপুঞ্জের বিস্তারের অবসান ঘটায় অত্যন্ত দুঃখিতা পালী-নাম্নী এই গোপী স্রস্ত-বেণীভারে আবৃত-মস্তক লীলাভঙ্গি-সহকারে অবনমিত করত দিকে দিকে ঈষৎ স্পন্দন-সহকারে নয়নযুগল অল্প ক্ষেপণ-পুরঃসর

উত্তংসং ন্যস্য কর্ণে মকর-পরিচিতং পত্রভঙ্গং বহন্তী
গণ্ডে চক্রাঙ্কপাণি-প্রণিহিতময়তে শ্যামলা গোকুলায় ॥ ৪ ॥
(পুনরন্যতঃ সমীক্ষ্য সখেদম্)—
অশিথিলকবরীকা রাগি বিম্বাধরশ্রী-
রুপরি-লুলিতলীলা পত্রবল্লীবিলাসা।
অনুদিতমুখকান্তিঃ সদ্ম পদ্মা প্রপেদে
স্ফুটমিয়মলসাঙ্গী বিপ্রলব্ধা বভূব ॥ ৫ ॥

পত্রভঙ্গং বহন্তী গোকুলায় অয়তে গচ্ছতীত্যন্বয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ষসি দক্ষিণাবর্ত্ত-রোমাবলিঃ ॥ ৪ ॥

বিপ্রলব্ধাং বর্ণয়তি। ইয়ং পদ্মা ঈদৃশী সতী সদ্ম প্রপেদে। অতঃ স্ফুটং বিপ্রলব্ধা বভূবেত্যন্বয়ঃ। কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিত-বল্লভে। ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ ॥ ৫ ॥

বদন আবৃত করিয়া চকিতভাবে কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছে। (অন্যদিকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) এই যে শ্যামলাও গোকুলে গমন করিতেছে। এ কি ? এ যে শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্মের চির-সহচর বসন কটিতে পরিধান করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থিত শ্রীবৎসচিহ্নের ক্রোড়স্থ তাঁহার পরমপ্রিয় রমণীয় হারও এ ধারণ করিয়াছে। তাঁহারই যে মকরাকৃতি কুণ্ডল এ কর্ণে ধারণ করিয়াছে এবং ইহার গণ্ডদেশে শ্রীকৃষ্ণের হস্তরচিত পত্রাবলী শোভা পাইতেছে ॥ ৪ ॥

(পুনর্ব্বার অন্যদিকে দেখিয়া খেদ-সহকারে) এই যে পদ্মাও গৃহে আসিয়াছে—হায় ! ইহার কবরী শিথিল হয় নাই, ইহার বিম্বাধর-শোভা এখনও রক্তবর্ণ, ইহার উত্তমাঙ্গের পত্রাবলী-রচনা বিন্দুমাত্র লুপ্ত

(নেপথ্যে)

ফুল্লত্যাৱাম্নব বিচকিলে কেলিকুঞ্জেঽস্থ ফুল্লা
সেফালীনাং স্খলতি কুসুমে হন্ত চস্থাল বালা।
মীলত্যুচ্চৈঃ কুবলয়বনে মীলিতাক্ষী কিলাসী-
ন্বাচ্যং কিম্বা পরমুপহসীর্মা প্রণামচ্ছলেন ॥ ৬ ॥

পদ্মা-সুহৃদঃ কৃষ্ণং আহুঃ। ফুল্লেতি নবমল্লিকায়াং, সেফালিকা তু সুবহা ইত্যমরঃ। চস্থাল স্খলিতবতী, মীলতি মুদ্রণং প্রাপ্নুবতী সতী। প্রণামচ্ছলেন ইমাং মোপহসীঃ, মাযোগেঽড়ভাবঃ। ক্রোধ নাম সন্ধ্যন্তরমিদম্। তল্লক্ষণং,—ক্রোধস্তু মনসো দীপ্তিরপরাধাদিদর্শনাদিতি। অত্র পদ্মা সখীনাং চরয়ে ক্রোধঃ বাচ্যমিতি অর্থাত্ত্বয়া সহ অপরং বাচ্যং প্রসঙ্গং কিম্। অধুনা তু ত্বয়া সহ বাক্যস্য কিমপি প্রয়োজনং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

হয় নাই, অথচ ইহার মুখকান্তি বিষাদ-পূর্ণ, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ সঙ্কেত করিয়াও প্রিয়ের সাক্ষাৎ পায় নাই ॥ ৫ ॥

(নেপথ্যে পদ্মার সখীর উক্তি)—

হে কৃষ্ণ! অদ্য অদূরে যখন মল্লিকাকুসুমাবলী প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তখন আমার সখী কেলিকুঞ্জে প্রফুল্লিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু শেফালিকা-কুসুম যখন স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল, তখন সেই সুকুমারাঙ্গী ভূমিতলে পতিতা হইলেন। তাহার পর প্রভাতে যখন কুমুদাবলী মুদ্রিত হইতেছিল, তখন তিনি হতাশভরে চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিয়াছিলেন; অতএব ইহার পরে আর তোমাকে কি বলিবার আছে? তুমি আর প্রণামচ্ছলে ইঁহাকে উপহাস করিও না ॥ ৬ ॥

বৃন্দা। নূনমসৌ পদ্মনাভে পদ্মাসুহৃদামুপালম্ভঃ।

(নেপথ্যে)—

অহমুল্মুখপুঞ্জ-ধর্ম্মিণা হৃদি চিন্তানিচয়েন চর্চ্চিতা।

ভুবি হন্ত নিবিশ্য জাগ্রতী কথমপ্যক্ষয়ং ক্ষপামিমাম্ ॥

বৃন্দা। কথমিহ ভগবতী পৌর্ণমাসী পুরস্তাদভিবর্ত্ততে।

প্রবিশ্য পৌর্ণমাসী। (অহমুল্মুখপুঞ্জেতি পঠিত্বা) কথমগ্র-

তোঽসৌ বনদেবী ? তদেনমাসাদয়ামি।

বৃন্দা। (প্রণম্য) ভগবতি, কিমিদানীং তব চিন্তা-নিদানম্।

পৌর্ণমাসী। বৎসে, সন্দিষ্টাস্মি নগরাম্মন্ত্রিচক্রচূড়ামণিনা

তেনোদ্ধবেন ॥ ৭ ॥

পৌর্ণেতি। উপালম্ভ ইতি, সনিন্দবাক্যঃ। যঃ সনিন্দ উপালম্ভঃ, উল্মুখ-

পুঞ্জঃ জ্বলৎ-কাষ্ঠপুঞ্জঃ। কথমপি কষ্টেন ॥ ৭ ॥

বৃন্দা। নিশ্চয়ই ঐ বাক্য দ্বারা পদ্মার সখীরা কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছে।

(নেপথ্যে)—

হায় ! আমি জ্বলন্ত অঙ্গারপুঞ্জ-সদৃশ চিন্তারাজিতে হৃদয়ে চর্চ্চিত হইয়া

ভূমিতলে জাগরণ করিয়া কোনওরূপে এই রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

বৃন্দা। কি আশ্চর্য্য। ভগবতী পৌর্ণমাসী যে সম্মুখে বর্ত্তমান !

পৌর্ণমাসী। (প্রবেশ করিয়া—"আমি জ্বলন্ত-অঙ্গারপুঞ্জ সদৃশ" এই বাক্য

পাঠ করিতে করিতে) কি আশ্চর্য্য ! বনদেবী বৃন্দা সম্মুখে দণ্ডায়-

মানা, অতএব ইঁহার নিকটেই যাইতেছি।

বৃন্দা। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি ! এখন আপনার চিন্তার কারণ কি ?

পৌর্ণমাসী। বৎসে ! মথুরানগর হইতে আগত মন্ত্রিচূড়ামণি উদ্ধব

আমাকে বলিল—॥ ৭ ॥

স কিল ভোজকুলকালিমা দুষ্টভূপতিররিষ্ট-কেশিনা-বাহূয় সাদরমাদিদেশ। হন্ত সখায়ৌ কুমারীহারিকা পূতনা নন্দগোকুলে কেনাপি দিব্য-বালকেন মর্দ্দিতেতি সর্ব্বতঃ কিংবদন্তী। তেন কুমারস্য পরমাত্যন্তিকীনাং মমাপদাং নিদানস্য সম্পদাং কিল কুমারিকায়াশ্চ তত্রাবস্থিতিরিতি তর্কয়ামি।

ততশ্চ গোকুলং সংপ্রতি বাঢ়ং বৃন্দাবনমবগাঢ়মিত্যতো ভবদ্ভ্যাং, যত্নেন তত্ত্বমবধারণীয়মিতি ॥ ৮ ॥

স কিলেতি। ভোজকুলকালিমা ভোজকুলাঙ্গারঃ। পরমাত্যন্তিকীনাং সম্পদাং নিদানস্য কুমারিকায়া ইতি কুমারিকা বিশেষণত্বেঽপি নিদানস্য নপুংসকত্বমজহল্লিঙ্গত্বাৎ। বেদাঃ প্রমাণমিতিবৎ, অত্র গোকুলে ইত্যতোঽনাবরণাদ্ধেতোঃ। যত্নেন সাবধানতয়া ॥ ৮ ॥

সেই ভোজকুলকলঙ্ক দুষ্ট-ভূপতি কংস অরিষ্ট ও কেশীকে সাদরে আহ্বান করিয়া আদেশ করিয়াছে—হে সখাদ্বয়! কুমারী-হরণকারিণী পূতনা নন্দ-গোকুলে এক দিব্য বালক-কর্ত্তৃক হত হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বত্র কিম্বদন্তী রটিয়াছে। ঐ কারণে সেই কুমারের পরমাত্যন্তিকী সম্পদের নিদান এবং আমার আত্যন্তিক আপদের কারণ-স্বরূপ সেই কুমারিকাও সেই গোকুলে বাস করিতেছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে।

এই কারণে গোকুলকে সম্প্রতি বৃন্দাবন নামে অভিহিত করা হইতেছে ; অতএব তোমাদের দুই জনের যত্নপূর্ব্বক ইহার সমস্ত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইবে ॥ ৮ ॥

বৃন্দা। ততস্ততঃ ?

পৌর্ণমাসী। ততশ্চ রাধামাধবয়োরদ্ভুতানুভাবমনুভূয় লব্ধ-সম্ভাবনেন কেশিনা নিবেদিতযাথার্থ্যঃ পার্থিবো রাধানুরোধেন গোকুলমবরোদ্ধুং স্বয়মুদ্যতোঽভূৎ।

বৃন্দা। (সত্রাসম্) ততস্ততঃ ?

পৌর্ণমাসী। ততশ্চারিষ্টেনানুসৃত্য রাধাপাণিবন্ধপ্রবাদে নিবেদিতে সোঽয়মধুনা শিথিলীকৃতাশঙ্কঃ শঙ্খচূড়াখ্যমাত্মনঃ সুহৃত্তমং দুষ্ট-যক্ষং কুমারীমাহর্তুং নিযুক্তবান্।

বৃন্দা। স্থানে খল্বিয়ং তব চিন্তা, তথ্যমেষা দুষ্টেনাক্রান্তা ত্রিলোকীমেব সন্তাপয়েৎ ॥ ৯ ॥

পৌর্ণেতি। অনুভাবং প্রভাবম্। লব্ধসম্ভাবনেন লব্ধপ্রতীতিনা নিবেদিতম্ যাথার্থ্যং যস্মৈ সঃ ॥ ৯ ॥

বৃন্দা। তাহার পর ? তাহার পর কি হইল ?

পৌর্ণমাসী। তদনন্তর কেশী কর্ত্তৃক শ্রীরাধামাধবের অদ্ভুত প্রভাব অনুভূত হইয়া প্রতীতি সহকারে উহার যাথার্থ্য রাজার নিকট নিবেদিত হইলে, সেই রাজা রাধার অনুরোধে গোকুল অবরোধ করিবার জন্য স্বয়ং উদ্যত হইয়াছিলেন।

বৃন্দা। (ভীত হইয়া) তার পর ? তার পর ?

পৌর্ণমাসী। অনন্তর অরিষ্টাসুর যাইয়া শ্রীরাধার বিবাহের প্রবাদ নিবেদন করিলে, সেই রাজা এখন সংজ্ঞাশূন্য হইয়া নিজের সর্ব্বোত্তম সুহৃৎ শঙ্খচূড়নামক দুষ্ট যক্ষকে কুমারীহরণ করিতে নিযুক্ত করিয়াছে।

বৃন্দা। আপনার এ চিন্তা ঠিকই হইয়াছে, যদি এই শ্রীরাধা দুষ্ট-দ্বারা

যতঃ—

বিদ্যোতন্তে গুণপরিমলৈঃ যাঃ সমস্তোপরিষ্টা-
স্তাঃ কস্যার্ত্তিং দধতি ন খলস্পর্শদগ্ধাঃ কুমার্য্যঃ।
ভূয়ো ভূয়ঃ স্বয়মনুপমাং ক্লান্তিমাসাদয়ন্তী
মন্দাক্রান্তা ভবতি জগতঃ ক্লেশদাত্রী হি চিত্রা ॥ ১০ ॥

বিদ্যোতন্ত ইত্যাদি। হেত্ববধারনাম সন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—নিশ্চয়ো হেতুনাঽর্থমতং হেত্ববধারণমিতি। অত্র চিত্রাদর্শনোপবৃংহিতত্বেন সর্ব্বগণোত্তম-স্ত্রী-দুঃখরূপেণ হেতুনা সর্ব্বজনদুঃখস্য নিশ্চয়াৎ হেত্ববধারণম্। মন্দেন দুষ্টেনাক্রান্তা, পক্ষে মন্দেন শনৈশ্চরেণাক্রান্তা। চিৎ চেতনাং ত্রায়তে ইতি চিত্রা শ্রীরাধা, পক্ষে চিত্রানাম্নী তারা ॥ ১০ ॥

আক্রান্ত হন, তবে তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল—এই ত্রিলোকীকেই দুঃখভরে তাপিত করিবেন ॥ ৯ ॥

কারণ, যাঁহারা গুণপরিমলে সমস্ত দিক্ আনন্দিত করিয়া সর্ব্বোপরি শোভা পাইতেছেন, সেই সকল কুমারী যদি খলের স্পর্শ দ্বারা দগ্ধ হন, তবে ইহাতে কাহার মনে না কষ্টের উদয় হয়? অধিক আর কি বলিব, দুষ্ট জন কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইলে পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া (তাঁহারা) জগতের বিচিত্র ক্লেশদায়িনী হইবেন।

(দ্বিতীয়ার্থ—চিত্রা-নাম্নী তারা মন্দ বা শনির দ্বারা আক্রান্ত হইলে, জগতের ক্লেশদাত্রী হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে, চেতনাকে ত্রাণ করেন, এই অর্থে চিত্রা শব্দের অর্থ শ্রীরাধা) ॥ ১০ ॥

প্রবিশ্য সংভ্রান্তা কুন্দলতা। ভঅবদি অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং।

পৌর্ণমাসী। কিং তদাশ্চর্য্যম্ ?

কুন্দলতা। দিট্‌ঠো মএ গোঅড্‌ঢণমল্লস্‌স মন্দিরপেরন্তে উজ্জোদন্তো-কিরণমালী ॥ ১১ ॥

বৃন্দা। (সানন্দম্) ভগবতি, মা কুরু চিন্তাং যদেষ রাধায়াশ্চিরমারাধনেন মিত্রস্য বৃষভানোঃ সৌহৃদেন চানুরঞ্জিতো ভানুরেনাং রক্ষিতুমাসেদিবান্।

কুন্দেতি। ভগবতি! আশ্চর্য্যম্ আশ্চর্য্যম্।

কুন্দেতি। দৃষ্টো ময়া গোবর্দ্ধনমল্লস্য মন্দিরপ্রান্তে উদ্যোতমানকিরণমালী সূর্য্যঃ ॥ ১১ ॥

বৃন্দেতি। অকারণে কারণমাহ যদিতি। এষঃ সূর্য্যঃ, অনুরঞ্জিতঃ

(ভীতি সহকারে প্রবেশ করিয়া)

কুন্দলতা। ভগবতি, বড়ই আশ্চর্য্য। বড়ই আশ্চর্য্য!

পৌর্ণমাসী। কিরূপ আশ্চর্য্য ?

কুন্দলতা। দেখিলাম, গোবর্দ্ধনমল্লের গৃহপ্রান্তে সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

বৃন্দা। (আনন্দিত হইয়া) ভগবতি! চিন্তা করিবেন না, যেহেতু শ্রীরাধিকার দীর্ঘকালব্যাপী আরাধনায় এবং মিত্র বৃষভানুর প্রতি সৌহৃদ্য হেতু অনুরক্ত হইয়া সূর্য্যদেব শ্রীরাধাকে রক্ষা করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।

পৌর্ণমাসী। নায়ং ভানুঃ, কিন্তু স এব কংসস্য পক্ষো যক্ষো ভবিষ্যতি।

কুন্দলতা। ইক্‌খণবিক্‌খোহণেহিং মউহপুঞ্জেহিং দুল্লক্‌খো এসো জক্‌খোত্তি ণ সংভাবীঅদি ॥ ১২ ॥

পৌর্ণমাসী। সাংক্রামিকমিদং ময়ূখচক্রং ন তু নৈসর্গিকম্।

কুন্দলতা। কুদো তং সংকন্তং ?

পৌর্ণমাসী। চূড়ামণিতঃ।

বৃন্দা। কুতস্তন্মহারত্নমবাপ্তম্ ? ॥ ১৩ ॥

অনুরক্তঃ। এনাং রাধাম্।

কুন্দেতি। ঈক্ষণবিক্ষোভণৈঃ ময়ূখপুঞ্জৈঃ দুর্লক্ষ্য এষো যক্ষ ইতি ন সম্ভাব্যতে ॥ ১২ ॥

পৌর্ণেতি। সাংক্রামিকং সাংসর্গিকম্। সংক্রমঃ প্রতিবিম্বঃ, তত্র ভবং সাংক্রামিকম্।

কুন্দেতি। কুতস্তৎ সংক্রান্তম্ ? ॥ ১৩ ॥

পৌর্ণমাসী। ইনি ভানু নহেন, পরন্তু ইনি কংসপক্ষীয় যক্ষই হইবেন।

কুন্দলতা। চক্ষুর বিক্ষোভকারী কিরণমালায় দুনিরীক্ষ্য, এই হেতু ইঁহার যক্ষ হওয়া সম্ভব নহে ॥ ১২ ॥

পৌর্ণমাসী। এ কিরণমণ্ডল সংসর্গজাত, পরন্তু স্বাভাবিক নহে।

কুন্দলতা। কোথা হইতে উহা সংক্রান্ত হইল ?

পৌর্ণমাসী। চূড়ামণি হইতে।

বৃন্দা। কোথা হইতে ঐ মহারত্ন প্রাপ্ত হইল ? ॥ ১৩ ॥

পৌর্ণমাসী। কুবেরস্য মহাকোষমণ্ডলরক্ষিণামধ্যক্ষেণামুনা তদাধারপ্রাণধারকমপনীতম্।

বৃন্দা। আর্য্যে, চণ্ডরশ্মেরদ্য বাসরে তস্য মণ্ডপমবশ্যং গমিষ্যতি রাধিকা, তত্ত্বয়া নিষিধ্যতাম।

কুন্দলতা। বুন্দে, সা মন্দিরাদো চিরং তত্থ চলিদত্থি।

পৌর্ণমাসী। কুন্দলতে, ততস্ত্বয়া তূর্ণমুপায়েনাস্যাঃ সন্নিধৌ নির্ধীয়তামঘভেদী বয়মপি সঙ্কর্ষণং সন্নিকর্ষয়িতুং প্রযাম।

(ইতি বৃন্দয়া সহ নিষ্ক্রান্তা) ॥ ১৪ ॥ বিষ্কম্ভকঃ।

পৌর্ণেতি। অমুনা শঙ্খচূড়েন তং রত্নং আধারস্য ধারণকর্ত্তুঃ প্রাণধারকং প্রাণপোষকং অপনীতং মুষিতম্।

বৃন্দেতি। চণ্ডরশ্মেঃ সূর্য্যস্য।

কুন্দেতি। বৃন্দে! সা মন্দিরাৎ চিরং তত্র চলিতাস্তি।

পৌর্ণেতি। অঘভেদী শ্রীকৃষ্ণঃ ॥১৪॥ বিষ্কম্ভকো ভবেদ্ভূতভাবিবস্তংশসূচকঃ।

পৌর্ণমাসী। কুবেরের মহাকোষমণ্ডলের রক্ষিগণের অধ্যক্ষ হওয়ায় ঐ শঙ্খচূড় রত্নাধারস্বরূপ ঐ প্রাণধারক মণি গ্রহণ করিয়াছে।

বৃন্দা। আর্য্যে, অদ্য রবিবারে শ্রীরাধিকা অবশ্যই সূর্য্যের মণ্ডপে (পূজা করিবার জন্য) গমন করিবেন ; অতএব আপনি তাহা নিষেধ করুন্।

কুন্দলতা। বৃন্দে! বহুক্ষণ পূর্ব্বেই তিনি মন্দির হইতে তথায় গমন করিয়াছেন।

পৌর্ণমাসী। কুন্দলতে, তাহা হইলে শীঘ্রই কোনও উপায়ে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকার নিকট লইয়া যাও, আমরাও বলদেবকে নিকটে লইবার জন্য যাইতেছি।

(ইহা বলিয়া বৃন্দার সহিত বহির্গত হইলেন) ॥ ১৪ ॥ বিষ্কম্ভক।

কুন্দলতা। (পরিক্রম্য) জডিলা ললিদা বিসাহাহিং বেঢ়িজ্জন্তী এসা আঅচ্ছদি রাহী।

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টা রাধা)—

রাধা। (স্বগতম্) হিঅঅ মা উত্তম্ম এত্থ দুগ্‌ঘটং দে পিঅ-পেক্‌খণং ॥ ১৫ ॥

কুন্দলতা। রাহি মঙ্গলে সঙ্গবে চ্চেঅ সঙ্গদা আসি।

কুন্দেতি। জটিলা-ললিতা-বিশাখাভিঃ বেষ্ট্যমানা এষা আগচ্ছতি।

রাধেতি। হৃদয়, মা উত্তপস্ব উৎকণ্ঠয়া মা ক্ষীণীভব, অত্র দুর্ঘটং তে প্রিয়-প্রেক্ষণম্ ॥ ১৫ ॥

কুন্দেতি। রাধে! মঙ্গলে সঙ্গবে এব সঙ্গতাসি। সঙ্গবঃ কালঃ প্রাতঃ-কালানন্তরং ষট্‌ঘটিকাত্মকঃ।

কুন্দলতা। (বেড়াইতে বেড়াইতে) এই যে শ্রীরাধিকা জটিলা ললিতা ও বিশাখাদির দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া এই দিকেই আসিতেছেন!

(অনন্তর পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টা শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা। (স্বগত) হৃদয়, তুমি আর উৎকণ্ঠায় তাপিত হইও না, এ স্থানে তোমার প্রিয়দর্শন নিতান্তই দুর্ঘট ॥ ১৫ ॥

কুন্দলতা। রাধে, মঙ্গলময় সময়েই তুমি আসিয়াছ।

জটিলা। (সরোষম্) চবলে, রাহি রাহি ত্তি মা ফুড়ং ভণাহি, সুণিঅ কহ্নো আঅমিস্সদি।

ললিতা। (সস্মিতম্) সাহু ভণাদি অজ্জা।

জটিলা। ললিদে, সূরমণ্ডবং লেবিদুং অগ্গদো জামি।

(ইতি পরিক্রামতি) ॥ ১৬ ॥

রাধা। কুন্দলদে, অবিণাম জাণাসি, সো অহ্ম দিসীণং দুল্লহ-দংসণো তুহ্ম দেঅরো কহিং ণিবসেদি কহিং বা কিলদিত্তি।

জটিলেতি। চপলে, রাধে রাধে! ইতি মা স্ফুটং ভণ, শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ আগমিষ্যতি।

ললিতেতি। সাধু ভণতি আর্য্যা।

জটিলেতি। ললিতে! সূর্য্যমণ্ডপং লেপিতুং অগ্রতো যামি ॥ ১৬ ॥

রাধেতি। কুন্দলতে! অপি নাম জানাসি, কৃষ্ণঃ অস্মদৃশীনাং দুর্ল্লভদর্শনঃ তব দেবরঃ, কস্মিন্ নিবসতি কস্মিন্ বা ক্রীড়তি।

জটিলা। (সক্রোধে) চপলে, রাধে! রাধে! এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিও না, উহা শুনিতে পাইলে কৃষ্ণ আসিয়া পড়িবে।

ললিতা। (মৃদু হাস্য করিয়া) আর্য্যা ঠিক কথাই বলিয়াছেন।

জটিলা। ললিতে! সূর্য্যমণ্ডপ লেপন করিবার জন্য আমি পূর্ব্বেই যাইতেছি। (ইহা বলিয়া প্রস্থান) ॥ ১৬ ॥

রাধা। কুন্দলতে! আমাদের দুর্ল্লভদর্শন তোমার দেবর এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন বা কোথায় ক্রীড়া করিতেছেন, তাহা কি তুমি অবগত আছ?

কুন্দলতা। অই লোলুহে রক্তিন্দিণং জ্জেব্ব তিণা সমং রমসি, তহবি এব্বং উক্কণ্ঠসি ॥ ১৭ ॥

রাধা। হলা অলং ইমিণা উবহাসেণ ধণ্ণাও কৃখু তুম্হে জাহিং অণিআরিদং অচ্ছিপুরাইং ভরিঅ উণ উণ সো অচ্চরিও অমিঅপুরো পীঅদি। অকিদপুণ্ণলেসাণং উণ অম্হাণং সুণিদুং পি সুদুল্লহো এসো।

কুন্দলতা। রাহে, এসো জ্জেব্ব অমিঅসাঅরে ণিমগ গাণং তিহ্নাবহো ববহারো ॥ ১৮ ॥

কুন্দেতি। অয়ি লোলুপে! রাত্রিন্দিবমেব তেন সমং রমসে, তথাপি এবং উৎকণ্ঠসে ॥ ১৭ ॥

রাধেতি। সখি! অলং অনেন উপহাসেন, ধন্যাঃ খলু যূয়ং যাভিঃ অনিবারিতং অক্ষিপুটানি ভৃত্বা পুনঃ পুনঃ স আশ্চর্য্যামৃতপূরো পীয়তে, অকৃতপুণ্যলেশানাং পুনঃ অস্মাকং শ্রোতুমপি দুর্ল্লভঃ এষঃ।

কুন্দেতি। রাধে! এষ এব অমৃতসাগরে নিমগ্নানাং তৃষ্ণাবহো ব্যবহারঃ ॥১৮॥

কুন্দলতা। অয়ি লোলুপে! তুমি রাত্রিদিন তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাক, তথাপি তুমি এইরূপ উৎকণ্ঠিতা হইতেছ? ॥ ১৭ ॥

রাধা। সখি! আর এরূপ উপহাসে লাভ কি? তোমরাই ধন্য, যেহেতু তোমরা পুনঃ পুনঃ অবাধিতরূপে অক্ষিপুট ভরিয়া সেই আশ্চর্য্যামৃতপূর পান করিতেছ। কিন্তু আমাদের পুণ্যের লেশমাত্রও নাই, অতএব তিনি আমাদের পক্ষে শ্রবণেরও সুদুর্ল্লভ। (অর্থাৎ তাঁহার কথা শ্রবণ করাও আমাদের পক্ষে দুর্ল্লভ)।

কুন্দলতা। রাধে! অমৃতসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের ব্যবহার এইরূপ তৃষ্ণাবহই বটে! ॥ ১৮ ॥

রাধা। অই পরদুক্খাণহিণ্ণে একং সচ্চং ভণাহি, অবিণাম সো ক্খু ধণ্ণো মুহুত্তো ঘাড়িস্সদি, জহিং সিবিণেবি তস্স ক্খণ দংসণলাহসংভাবণা মে সুলহা হুবিস্সদি। অধবা কিং দুল্লহে অত্থে লালসাএ। কুন্দলদে, পসীদ পসীদ অনুকম্পেহি অনুকম্পেহি অজ্জ সা ক্খু সামলা কোমুদী জেণ পীদা, তং জ্জেব্ব পুণ্ণবন্তং অপ্পণো বামলোঅণঞ্চলং এত্থ খিণ্ণে মন্দভাইণিজণে ক্খণং অপ্পেহি ॥ ১৯ ॥

রাধেতি। অয়ি পরদুঃখানভিজ্ঞে! একং সত্যং ভণ, অপি নাম স খলু ধন্যো মুহূর্ত্তো ঘটিষ্যতি, যস্মিন্ স্বপ্নেঽপি তস্য ক্ষণদর্শনলাভসম্ভাবনা মে সুলভা ভবিষ্যতি। অথবা কিং দুর্লভে অর্থে লালসয়া। কুন্দলতে! প্রসীদ প্রসীদ, অনুকম্পয় অনুকম্পয়, অদ্য সা খলু শ্যামলা কৌমুদী যেন পীতা, তমেব পুণ্যবন্তং আত্মনো বামলোচনাঞ্চলং এতস্মিন্ খিন্নে মন্দভাগিনীজনে ক্ষণং অর্পয়। ধী নাম সন্ধ্যান্তরামদম্। তল্লক্ষণং,—দৃষ্টার্থসিদ্ধিপর্য্যন্তা চিন্তা ধীরিতি কথ্যতে ইতি। যথা—কুন্দলতে! প্রসীদ প্রসীদ ইত্যারভ্য আণেহি একং বিঅক্খণং বন্ধণমিত্যেতৎপর্য্যন্তং বাক্যার্থমুদাহরণম্। অত্র রাধিকায়া উৎকণ্ঠাদর্শনাৎ জটিলাসমক্ষমেব বিপ্রবেশেন কৃষ্ণপ্রবেশে চিন্তনং কুন্দলতায়া ধীঃ॥ ১৯ ॥

রাধা। অয়ি পরদুঃখানভিজ্ঞে! একটি সত্য কথা বল দেখি, যে মুহূর্ত্তে আমার পক্ষে তাঁহার ক্ষণকাল দর্শনলাভ স্বপ্নেও সুলভ হইবে, সেই ধন্য মুহূর্ত্ত কি উপস্থিত হইবে? অথবা দুর্ল্লভ বিষয়ে লালসাতেই বা লাভ কি? কুন্দলতে! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, দয়া কর, দয়া কর, অদ্য যদ্দ্বারা সেই শ্যামলা কৌমুদী পান করিয়াছ, সেই পুণ্যময় বামলোচনের প্রান্তভাগ এই মন্দভাগ্য খিন্ন জনের প্রতি ক্ষণকাল অর্পণ কর ॥ ১৯ ॥

কুন্দলতা। (সাভ্যসূয়মিবালোক্য) অলং পরপুরিসে গিজ্ঝন্তীহিং তুহ্মেহিং সহ বাআএবি সম্মীলণেণ। (ইতি ধাবন্তী জটিলামুপেত্য) অজ্জে, কধং পঢ়মং বহ্মণং ণ মগ্গেসি জো ক্খু সূরং পূআবইস্সদি।

জটিলা। বচ্ছে, সচ্চং কহেসি, তা পসীদ আণেহি একং বিঅক্খণং বহ্মণং।

কুন্দলতা। জধা ভণাদি অজ্জা (ইতি নিষ্ক্রান্তা) ॥ ২০ ॥

কুন্দেতি। অলং পরপুরুষে গৃধ্যন্তীভিঃ যুষ্মাভিঃ সহ বাচাপি সম্মিলনেন। (ইতি ধাবন্তী জটিলাং গত্বা) আর্য্যে! কথং প্রথমং ব্রাহ্মণং ন মৃগয়সে যঃ খলু সূর্য্যং পূজয়িষ্যতি।

জটিলেতি। বৎসে! সত্যং কথয়সি, তস্মাৎ প্রসীদ, আনয় একং বিচক্ষণং ব্রাহ্মণম্।

কুন্দেতি। যথা ভণতি আর্য্যা! ॥ ২০ ॥

কুন্দলতা। (যেন অসূয়া সহকারে অবলোকন করিয়া) তোমাদের মত পরপুরুষাভিলাষিণীর সহিত বাক্য দ্বারাও আলাপের প্রয়োজন নাই। (এই বলিয়া জটিলার নিকট দৌড়াইয়া গিয়া) আর্য্যে! যিনি সূর্য্য-পূজা করাইবেন, প্রথমে এমন একজন ব্রাহ্মণের সন্ধান করেন নাই কেন?

জটিলা। বৎসে! সত্যই কহিয়াছ, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এক জন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ আনয়ন কর।

কুন্দলতা। আর্য্যার যে আজ্ঞা, তাহাই করিব। (এই বলিয়া প্রস্থান) ॥ ২০ ॥

ললিতা। হলা রাহি পেক্খ, লেবিদং অজ্জাএ মণ্ডবং, তা বন্দেহি ভঅবন্তং সূরং।

রাধা। (সূর্য্যং প্রণম্য) দেঅ দেক্খাবেহি অহিট্ঠং ॥ ২১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গল-কুন্দলতাভ্যাং অনুগমামানো বিপ্রবেশঃ কৃষ্ণঃ।)

কৃষ্ণঃ। (পুরো রাধাং পশ্যন্নপবার্য্য)

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃ করীন্দ্রস্য যা
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দ-চন্দ্রপ্রভা।

ললিতেতি। সখি রাধে! পশ্য, লেপিতং আর্য্যয়া মণ্ডপং, তস্মাৎ বন্দয় ভগবন্তং সূর্য্যম্।

রাধেতি। সূর্য্যং প্রণম্য, দেব, দর্শয় অভীষ্টম্॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ ইতি। বিহার-সুরদীর্ঘিকেত্যাদি। গুণকীর্ত্তননাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণং,—লোকে গুণাতিরিক্তানাং বহুনা যত্র নামভিঃ। একঃ সংশব্দ্যতে তত্তু বিজ্ঞেয়ং গুণকীর্ত্তনমিতি। অত্র সুরদীর্ঘিকাদিশব্দৈ

ললিতা। সখি রাধে! দেখ আর্য্যা মণ্ডপ লেপন করিয়াছেন, তবে ভগবান্ সূর্য্যদেবকে বন্দনা কর॥

রাধা। (সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া) দেব! অভীষ্ঠ দর্শন করাও॥ ২১ ॥

(অনন্তর মধুমঙ্গল ও কুন্দলতা কর্ত্তৃক অনুগমামান
বিপ্রবেশধারী কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (সম্মুখে শ্রীরাধাকে দেখিয়া হস্তাবরণ-পূর্ব্বক)

যিনি আমার মনোরূপ করীন্দ্রের বিহারের স্বর্গগঙ্গা, যিনি আমার লোচনরূপ চকোরদ্বয়ের শারদীয়া বিমল জ্যোৎস্না, যিনি আমার

উরোম্বরতটস্য চাভরণচারু-তারাবলী
মেয়োন্নত-মনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥ ২২ ॥

রাধা। (দূরতঃ কৃষ্ণমীষদালোক্য জনান্তিকং সংস্কৃতেন।)

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজ-ভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চল-তস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃ কোষাদ্বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥

রাধা সংশব্দনং গুণকীর্ত্তনম্। সুরদীর্ঘিকা মন্দাকিনীং, ভেদভাক্ পরম্পরিতা রূপকালঙ্কারোঽয়ম্। আলানাং জয় কুঞ্জরস্যেত্যাদিবৎ, সুরদীর্ঘিকা গঙ্গা ॥ ২২ ॥

রাধেতি। সহচরীত্যাদি। বিধাননাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—সুখ-দুঃখকরং যত্তু তদ্বিধানং বুধা বিদুরিতি। অত্র রাধায়াঃ কৃষ্ণবুদ্ধ্যা বিপ্রবুদ্ধ্যা বা সুখ-দুঃখকথনাদ্বিধানম্। সহচরি! হরিরেবেতি রাধা-বাক্যসমাপ্তিপর্য্যন্তম্। মাদ্যন্ যো মতঙ্গজস্তদ্বদ্বিভ্রমো বিলাসো যস্য সঃ।

বক্ষোরূপ আকাশতটের অলঙ্কার মনোহর তারাবলী বা তন্নামক হার, সেই এই রাধিকাকে আমি উন্নত মনোরথের দ্বারা প্রাপ্ত হইলাম ॥ ২২ ॥

রাধা। (দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ঈষৎ অবলোকন করিয়া জনান্তিকে)
হে সখি! মদমত্ত হস্তীর ন্যায় বিলাশশালী নির্ভীক জলদকান্তি এই যুবা কে? কোথা হইতে ইঁহার ব্রজভূমিতে আগমন হইল? হায়! হায়! ইনি যে ইঁহার চঞ্চল অপাঙ্গবীক্ষণরূপ তস্করের দ্বারা আমার চিত্তরূপ কোষাগার হইতে ধৈর্য্যরূপ ধনকে লুণ্ঠন করিতেছেন।

(পুনরবেক্ষ্য ।)—

হদ্ধী হদ্ধী পমাদো পমাদো ললিদে পেক্‌খ পেক্‌খ, ণং ব্রহ্ম-
চারিণং দট্‌ঠুণ্ বিক্‌খুহিদং মে হদহিঅঅং, তা ইমস্‌স মহা-
পাবস্‌স অগ্‌গিপ্‌পবেসো জ্জেব্ব পরাঅচিত্তং ॥ ২৩ ॥

ললিতা । হলা সচ্চং কধেসি, তা ণুণং সবণ্ণত্তুণং ভামেদি ।

রাধা । (পুনর্নিভাল্য সংস্কৃতেন ।)

সহচরি হরিরেষ ব্রহ্মবেশঃ প্রপন্নঃ
কিময়মিতরথা মে বিদ্রবত্যন্তরাত্মা ।

হা ধিক্ হা ধিক্ ! প্রমাদঃ প্রমাদঃ ! ললিতে ! পশ্য পশ্য, এনং
ব্রহ্মচারিণং দৃষ্ট্বা বিক্ষুব্ধং মে হতহৃদয়ং তস্মাৎ অস্য মহাপাপস্য
অগ্নিপ্রবেশ এব প্রায়শ্চিত্তম্ ॥ ২৩ ॥

ললিতেতি । সখি ! সত্যং কথয়, তস্মাৎ নূনং সবর্ণত্বং ভ্রময়তি কৃষ্ণস্য
বর্ণতুল্যমিত্যর্থঃ ।

রাধেতি । অত্র দৃষ্টান্তমাহ, চন্দ্রকান্তমণিতা নির্ম্মিতা ।

(পুনরায় দৃষ্টিপাত করিয়া) হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! কি প্রমাদ !
কি প্রমাদ ! ললিতে ! দেখ, দেখ, এই ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিয়া
আমার হতহৃদয় বিক্ষোভিত হইতেছে, অতএব অনলপ্রবেশই এই
মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ॥ ২৩ ॥

ললিতা । সখি ! সত্যই বলিতেছ, অন্ততঃ কৃষ্ণের গাত্রবর্ণের সাদৃশ্যে
নিশ্চয় সবর্ণত্ব ভ্রম হইতেছে ।

রাধা । (পুনর্ব্বার দেখিয়া) সহচরি ! ইনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণবেশধারী হরি,

শশধরমণিবেদী স্বেদধারাং প্রসূতে
　　　　　ন কিল কুমুদবন্ধোঃ কৌমুদীমন্তরেণ ॥

বিশাখা। হলা মহুরং মন্তেসি মাহবো চ্চেঅ এসো।

কুন্দলতা। অজ্জে জডিলে, এদং সত্থাহিগ্গং পেক্খ বম্হণ-জুগ্গং ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ। জডিলে, সূরঅপূআবণে বিঅড্ঢোহ্মি, তা উবণেহি পঢমং খণ্ডলড্ড আইং।

বিশাখেতি। সখি! মধুরং মন্ত্রয়সি, মাধব এব এষঃ।

কুন্দেতি। আর্য্যে ললিতে! এতৎ শাস্ত্রাভিজ্ঞং পশ্য ব্রাহ্মণ-যুগলম্ ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গলেতি। জটিলে! সূর্য্যপূজাবিধানে বিদগ্ধোঽস্মি, তস্মাৎ উপানয় প্রথমখণ্ডলড্ডকানি।

নতুবা ইনি আমার অন্তরাত্মা দ্রবীভূত করিতে পারিতেন না। চন্দ্রের কিরণ ব্যতীত কখনও কি চন্দ্রকান্তমণি-রচিত বেদী ঘর্ম্মধারা প্রসব করিয়া থাকে?

বিশাখা। সখি! সুন্দর বলিয়াছ, ইনি সত্যই মাধব।

কুন্দলতা। আর্য্যে জটিলে! এই শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণযুগলকে অবলোকন করুন ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গল। জটিলে! সূর্য্য-পূজাবিধানে আমি বিচক্ষণ, অতএব অগ্রে খণ্ডলড্ডুক আনয়ন কর।

জটিলা। অরে চঞ্চলবহ্মণা তুমং কহ্নস্স সহ অরোসি, তা ইদো অবেহি এসো চ্চেঅ সোস্সসামলা পইদী বড়ুও পূআবইস্সদি বহুঅং ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণঃ। হন্ত জরদাভীরি তস্য রাজপুরে শ্রূয়মাণস্য দুর্লীলস্য গোপরাজসূনোরেব কিং বটুকোঽয়ং সখা, তদ্যুক্তং অস্য নিষ্কাশনম্।

জটিলা। অজ্জ সিগ্ঘং অগ্ঘাবেহি মিহিরং।

কৃষ্ণঃ। (রাধামপাঙ্গেনালিঙ্গ্য) কল্যাণি কিন্নামাসি ?

জটিলেতি। তস্মাৎ ইতো দূরীভব, এষ সৌম্যশ্যামলা-প্রকৃতির্বটুকঃ, পূজয়িষ্যতি বধূম্ ॥ ২৫ ॥

জটিলেতি। আর্য্য ! শীঘ্রং অর্ঘ্যাপয় মিহিরং পূজয় সূর্য্যমিত্যর্থঃ। অর্ঘ্যঃ পূজাবিধৌ মূল্যে, ইতি মেদিনী।

জটিলা। আরে চঞ্চল বামুন ! তুই কৃষ্ণের সহচর, অতএব তুই এখান হইতে দূর হ', এই সৌম্য শ্যামলপ্রকৃতি ব্রাহ্মণবালক আমার বধূকে পূজা করাইবে ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণ। হায় বৃদ্ধগোপিকে ! রাজপুরে বিখ্যাত দুষ্টস্বভাব সেই রাজ-পুত্রের কি এই ব্রাহ্মণবালক সখা ? তাহা হইলে এখনই তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

জটিলা। আর্য্য ! তুমি শীঘ্রই সূর্য্যদেবের পূজা করাও।

কৃষ্ণ। (অপাঙ্গ দ্বারা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া) কল্যাণি ! তোমার নাম কি ?

জটিলা। (কৃষ্ণস্য কর্ণে) এব্বণ্ণেদং।

কৃষ্ণঃ। (সাদ্ভুতমিব) হন্ত সৈব খল্বিয়ং পুণ্যবতী, তর্হি শ্রুতমস্যাঃ পাতিব্রত্যম্।

জটিলা। এক্কাএ মম বহুড়িয়াএ জ্জেব্ব রক্‌খিদা গোউলস্‌স কিত্তী ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণঃ। পতিব্রতে, তাম্রপুটীং গৃহাণ, মন্ত্রমুদাহরামি।

রাধা। (সোৎকম্পং তথা করোতি)

কৃষ্ণঃ। নিভৃতমরতিপুঞ্জভাজি রাধে

ত্বদধর-বর্দ্ধিত চপলে চলাক্ষি।

চটুলয়-কুটিলাং দৃগন্তভঙ্গী-

ময়ি কৃপণে ক্ষণমোঁ নমঃ সবিত্রে ॥

জটিলেতি। এবং নেদম্।

জটিলেতি। একয়া মম বধূটিকয়া এব রক্ষিতা গোকুলস্য কীর্ত্তিঃ ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণ ইতি। অর্থাত্তব কটাক্ষলবায় সবিত্রে নম ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা মনুষ্য-লীলয়া উক্তমেতৎ অন্যথা সূর্য্যস্য বন্দনীয়ঃ কৃষ্ণ ইতি প্রসিদ্ধের্দোষাপত্তিঃ।

জটিলা। (কৃষ্ণের কর্ণে) ও কথা বলিও না।

কৃষ্ণ। (যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) আহা! ইনিই বুঝি সেই পুণ্যবতী, সেই জন্যই ইঁহার পাতিব্রত্যের কথা শুনিয়াছি।

জটিলা। আমার বধূই একাকিনী গোকুলের কীর্ত্তি রাখিয়াছে ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণ। হে সাধ্বি, তাম্রকুণ্ড গ্রহণ কর, আমি মন্ত্র পাঠ করাইতেছি।

রাধা। (উৎকম্পের সহিত সেইরূপ করিলেন)।

কৃষ্ণ। রাধে! নিভৃতে তোমার বিরহ-দুঃখরাশি ভোগকারী আমার সেই

জটিলা। কুন্দলদে, অস্সুদপূব্বা কেরিসী রিজ্জা বডুএণ পচি-
জ্জই।

মধুমঙ্গলঃ। (সাট্টহাসম্) বুড্ঢিএ, আহীরী মুদ্ধিআ তুমং রীরী গীদ
চ্চেঅ জাণাসি অম্মাবেঅস্স তুমং কাপি। তা সুণাহি, কোসু-
মেসবীএ সাহাএ তইবগ্গস্স ললণাসুহঙ্কারী রিজ্জা এসা ॥২৭॥

জটিলেতি। কুন্দলতে! অশ্রুতপূর্ব্বা কীদৃশী ঋক্ বটুকেন পঠ্যতে?

মধুমঙ্গলেতি। বৃদ্ধে! আভীরী মুগ্ধা, ত্বং রীরীশব্দমেব জানাসি,
অস্মদ্বেদস্য ত্বং কাসি। তস্মাচ্ছৃণু, কৌসুমেষব্যাঃ শাখায়াস্তৃতীয়বর্গস্য
ধর্ম্মাদিষু তৃতীয়স্য কামস্য ললনাশুভকরী ঋচৈষা। প্রত্যুৎপন্নমতির্নাম
সন্ধ্যাঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—তাৎকালিকী চ প্রতিভা প্রত্যুৎপন্নমতি-
র্মতেতি। অত্র মধুমঙ্গলস্য প্রতিভা ॥ ২৭ ॥

দুঃখ তোমার অধর দর্শনে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, অতএব হে
চঞ্চলাক্ষি! হে কঠিনহৃদয়ে! আমার প্রতি ক্ষণকালমাত্র কুটিল
অপাঙ্গভঙ্গী বর্ষণ কর—সূর্য্যদেবকে নমস্কার।

জটিলা। কুন্দলতে! এই ব্রাহ্মণ-বালক কি প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব ঋগ্-
মন্ত্র পাঠ করিল?

মধুমঙ্গল। (অট্টহাস্য করিয়া) বৃদ্ধে! তুমি মূর্খ গোয়ালিনী, তুমি
কেবল (ধেনু তাড়াইবার) রী রী গীত জান, আমাদের বেদমন্ত্রের
তুমি কে? অতএব শ্রবণ কর, যাহা পাঠ হইল, ইহা কৌসুমেষবী
শাখার তৃতীয় বর্গের ললনা—শুভকরী ঋক্ বা মন্ত্র। (কুসুমেষু—কন্দর্প
কৌসুমেষবী, কন্দর্প-সম্বন্ধীয়া, তৃতীয় বর্গ ধর্ম্মার্থকামের মধ্যে
"কামই" তৃতীয় বর্গ; ললনাশুভকরী—স্ত্রীগণের মঙ্গলদায়িনী, এইভাবে
শ্লিষ্টার্থ করিতে হইবে।) ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বাঃ। (স্মিতং কুর্ব্বন্তি)।

জটিলা। (সলজ্জম্) হোদু সুট্ঠু পূআবেহি পুত্তও গোকোডী-
সরো হোদু।

কৃষ্ণঃ। অর্চ্চিতার্চ্চাধুনা ধন্যে ত্বমর্ঘ্যং কুরু ভাবতঃ।
অম্বরোদ্ভাসিনে গাঢ়মুদা রাজীববন্ধবে ॥ ২৮ ॥

রাধা। (সংভ্রমং নাটয়তি।

কুন্দলতা। (সংস্কৃতেন)

জটিলেতি। ভবতু সুষ্ঠু পূজয় পুত্রো যেন গোকোটীশ্বরো ভবতু।

কৃষ্ণ ইতি। অর্চ্চা প্রতিমা অর্চ্চিতা ত্বয়েতি শেষঃ। অম্বরমাকাশং, পক্ষে
বস্ত্রং পীতবস্ত্রং পূর্ব্বস্মিন্ ভাসিতং শীলং যস্য সঃ। পরেণোদ্ভাসিত ইতি স
তস্মৈ। রাজীববন্ধবে সূর্য্যায় পক্ষে জীববন্ধবে জীবনমিত্রায় মহ্যম্।
গাঢ়মুদা অতিহর্ষেণ, পক্ষে গাঢ়ং যথা স্যাত্তথা উদারা ত্বং ভাবতোঽর্ঘ্যং
পূজাবিধিং কুরু ॥ ২৮ ॥

কুন্দেতি। কন্যারাশেঃ, পক্ষে কন্যাসমূহস্য। মিত্রায় সূর্য্যায়, পক্ষে

সকলে। (মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন)।

জটিলা। (সলজ্জভাবে) হউক, তুমি ভাল করিয়া পূজা করাও—যাহাতে
আমার পুত্র কোটি গাভী লাভ করিতে পারে।

কৃষ্ণ। ধন্যে! প্রতিমা-পূজা ত অধুনা করা হইল, এখন গগন-প্রকাশক
পদ্মবন্ধু সূর্য্যের জন্য পরমভক্তি-সহকারে হর্ষযুক্ত হইয়া অর্ঘ্য রচনা কর।
(পক্ষে—পীতবস্ত্রধারী জীবন-সখা আমার জন্য প্রগাঢ় উদারভাবে
প্রীতিযুক্ত পূজাবিধান কর) ॥ ২৮ ॥

রাধা। (সম্ভ্রম দেখাইতে লাগিলেন)

কুন্দলতা। (সংস্কৃত ভাষায়)

সংপ্রতি কন্যারাশেরুপভোগং কুর্ব্বতে পুরস্থায়।
মিত্রায় চিত্রমর্ঘ্যং কুরু সুস্মিত-পুণ্ডরীকেণ ॥

রাধা। (দৃগন্তেন হরিং পশ্যতি) ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণঃ। সবিতুঃ সমাপ্তিঃ পূজাবিধিরেষ সুষ্ঠু কল্যাণি।
ইষ্টং নন্দয় দেবং সরাগসুমনোবরাঞ্জলিনা ॥

রাধা। (বন্ধূককুসুমাঞ্জলিং ক্ষিপতি)।

কৃষ্ণায় মহ্যম্। সুস্মিতং কমলং তেন, পক্ষে সুস্মিতমেব পুণ্ডরীকং তেন ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণ ইতি। সবিতুঃ সূর্য্যস্য, ইষ্টং দেবং সূর্য্যম্। পক্ষে ইষ্টং স্বানুকূল্যবিষয়ং দেবং ক্রীড়াপরং মাম্। সরাগাঃ সুমনোবরাঃ পুষ্পশ্রেষ্ঠাস্তেষা-মঞ্জলিনা। পক্ষে সানুরাগঃ সুষ্ঠু মনসো বরাঞ্জলিনা।

সংপ্রতি—কন্যারাশি ভোগকারী পুরোবর্ত্তী সূর্য্যদেবকে প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পের দ্বারা বিচিত্র অর্ঘ্য প্রদান কর। (অপর পক্ষে—কন্যা-সমূহের ভোগকারী সম্মুখস্থ সখাকে হাস্যরূপ কমল দ্বারা মনোহর অর্ঘ্য প্রদান কর।)

রাধা। (নেত্রপ্রান্তের দ্বারা হরিকে দেখিতে লাগিলেন) ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণ। কল্যাণি! সূর্য্যদেবের পূজাবিধি সুন্দররূপেই শেষ হইল, এখন তুমি উৎকৃষ্ট সরাগ রক্ত পুষ্পের অঞ্জলি দ্বারা ইষ্টদেবের আনন্দ-বিধান কর।

(শ্লিষ্টার্থ—ইষ্টদেব—অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ; সরাগ—অনুরাগের সহিত)।

রাধা। (বাঁধুলী পুষ্পের অঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন)।

মধুমঙ্গলঃ। জটিলে, মিট্ঠং পক্কণ্ণং দক্খিণা দিজ্জউ অম্হে অচ্ছিদ্দং বাহরেম্হ ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ। পাত্রে সমিতবাচাট বটো! তিষ্ঠ গোকুলবাসিনাং মৈত্রী-লাভ এব মে দক্ষিণা।

জটিলা। (সহর্ষম্) ভো বডুরাঅ, মম ঘরং সমাঅচ্ছ তত্থ ইট্ঠ-ভোঅণং ভুঞ্জাবিঅ মণিমুদ্দিআ মএ দাদব্বা।

মধুমঙ্গলঃ। (সহর্ষম্) অজ্জে সুদবক্করা হোহি জং ইট্ঠভোঅণং বম্হাণাণং দাদুকামাসি।

মধুমঙ্গলেতি। জটিলে! মিষ্টং পক্বান্নং দক্ষিণা দীয়তাম্। বয়ং অচ্ছিদ্রং ব্যাহরামঃ ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ ইতি। পাত্রে সমিতভোজনমাত্রতৎপরঃ পেটুক ইতি নীচোক্তিঃ। স পাত্রে সমিতোৎপন্নভোজনান্মিলিতো নয়েত্যমরাৎ।

জটিলেতি। ভো বটুরাজ! মম গৃহং সমাগচ্ছ, তত্র ইষ্টভোজনং ভুঞ্জয়িত্বা মণিমুদ্রিকা ময়া দাতব্যা।

মধুমঙ্গলেতি। আর্য্যে! সুতপস্করা ভব, সপ্ত-পুত্রবতী সপ্তসুঃ সুতপস্করেতি কোষাৎ। যদ্ ইষ্টং ভোজনং ব্রাহ্মণানাং দাতুকামাসি ॥ ৩১ ॥

মধুমঙ্গল। জটিলে! সুমিষ্ট পক্বান্ন দক্ষিণা দান কর, আমরা অচ্ছিদ্র অবধারণ করিতেছি ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ। ওহে পেটুক বাচাল ব্রাহ্মণ-বালক! থাম, গোকুলবাসিগণের মিত্রতালাভই আমার দক্ষিণা।

জটিলা। (সহর্ষে) ওহে বটুরাজ! আমার গৃহে চল, সেখানে আমি অভীষ্ট ভোজ্য ভোজন করাইয়া মণিমুদ্রিকা দান করিব।

মধুমঙ্গল। (আনন্দ সহকারে) আর্য্যে! যখন ব্রাহ্মণদিগকে অভীষ্ট

কৃষ্ণঃ। বৃদ্ধে, ভোজয়ামুং বটুকম্ অহং তু পৌর্ণমাসীমাসাদ্য গুরোর্গর্গস্য সন্দিষ্টমাবেদয়িষ্যামি ॥ ৩১ ॥

কুন্দলতা। কীরিসং তং ॥

কৃষ্ণঃ। মাতঃ পূর্ণিমে, যা ভবত্যাঃ প্রেমপাত্রী বৃষভানুপুত্রী তস্যাঃ সংশয়োঽস্য মহানিতি কল্পতরুমূলে সা রক্ষোঘ্নমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্যতামিতি।

কুন্দলতা। (সব্যথমিবাপবার্য্য) অজ্জে, দিট্ঠিআ গোঅরো এসো কপ্পবুক্খো তা তুমং গদুঅ ভঅবদীং এত্থ পত্থাবেহি

কুন্দেতি। কীদৃশং তং।

কুন্দেতি। কর্ণে লগিত্বাহ। আর্য্যে ! দিষ্ট্যা গোচরঃ এষ কল্পবৃক্ষঃ, তস্মাৎ

ভোজ্য-দ্রব্য প্রদানে তোমার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন তুমি সপ্ত-পুত্রবতী হইবে।

কৃষ্ণ। বৃদ্ধে ! এই ব্রাহ্মণবালকটিকে ভোজন করাও, আমি এখন পৌর্ণমাসীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে গুরু গর্গদেবের আদেশবাণী অবগত করাইতেছি ॥ ৩১ ॥

কুন্দলতা। সে আদেশ কিরূপ ?

কৃষ্ণ। "মাতঃ পূর্ণিমে, আপনার প্রেমপাত্রী বৃষভানুকুমারীর অদ্য মহাবিপদ্ হইবার কথা, অতএব কল্পতরুমূলে লইয়া গিয়া তাহাকে রক্ষোঘ্ন মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করুন।"

কুন্দলতা। (ব্যথিতের ন্যায় হইয়া কাণের কাছে গিয়া) আর্য্যে ! সৌভাগ্যবশেই কল্পবৃক্ষ সম্মুখবর্ত্তী, অতএব আপনি যাইয়া ভগবতীকে

বড়ুং বি ভুঞ্জাবেহি অহ্মে ণং গগ্গসিক্খং ক্খণং রক্খেহ্ম ॥ ৩২ ॥

জটিলা। (বটুনা সহ নিষ্ক্রান্তা)।

কুন্দলতা। (সস্মিতম্) রাহি দেহি পারিতোসিঅং জং সুট্‌ঠু দুল্লহং দে অব্ভত্থিদং মএ ণিব্বাহিদং ॥ ৩৩ ॥

রাধা। (বক্রমবেক্ষ্য) কুন্দলদিএ! কিং মে অব্ভত্থিদং ॥

ত্বং গত্বা ভগবতীং অত্র প্রস্থাপয়। বটুমপি ভোজয়, বয়ং এনং গর্গশিষ্যং ক্ষণং রক্ষামঃ ॥ ৩২ ॥

কুন্দেতি। রাধে! দেহি পারিতোষিকং যৎ সুষ্ঠু দুর্লভং তে অভ্যর্থিতং ময়া নির্ব্বাহিতম্। পরিতোষাদ্দীয়তে যৎ তদুক্তং পারিতোষিকম্। শিরোফা ইতি লোকে ভাষা। এবমঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চ সুশ্লিষ্টৈরূপকশ্রিয়ঃ। শরীরং বস্ত্বলংকুর্য্যাৎ ষট্‌ত্রিংশদ্ভূষণৈঃ স্ফুটমিতি। নাটকলক্ষণে ষট্‌ত্রিংশৎ ভূষণান্যুক্তানি, তন্মধ্যে উদাহরণং নাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণং,—বাক্যং যদ্গূঢ়তুল্যার্থং তদুদাহরণমিতি। অত্র জং সুট্‌ঠেত্যাদিবাক্যং গূঢ়তুল্যার্থত্বাদুদাহরণম্ ॥ ৩৩ ॥

রাধেতি। কুন্দলতিকে! কিং মে অভ্যর্থিতম্?

এখানে পাঠাইয়া দিন, এবং ব্রাহ্মণবালকটিকেও ভোজন করান, আমরা এই গর্গশিষ্যকে কিয়ৎকাল রাখিব ॥ ৩২ ॥

জটিলা। (ব্রাহ্মণবালকের সহিত বহির্গমন করিল)।

কুন্দলতা। (মৃদুহাস্য করিয়া) রাধে! যেহেতু তোমার সুদুর্ল্লভ মনোরথ নির্ব্বাহ করিলাম, অতএব পারিতোষিক দাও ॥ ৩৩ ॥

রাধা। (কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া) কুন্দলতে! আমার কি মনোরথ?

কুন্দলতা। অই কীস ভুঅং ভঙ্গুরেসি জং সূরারাহণং ভণামি।

কৃষ্ণঃ। কুন্দলতে, দাপয় দক্ষিণাং সাঙ্গোঽস্য পদ্মিনীদয়িতযাগঃ ॥৩৪॥

কুন্দলতা। রাহে, রই কম্মাহিণ্ণে আআরিও তুএ দক্‌খিণাএ অণুরঞ্জীয়দু।

বিশাখা। (স্মিত্বা) কুন্দলদে! দক্‌খিণাদাণাহিণ্ণাএ তুএ চ্চেঅ

কুন্দেতি। অয়ি! কস্মাৎ ভ্রূবং ভঙ্গুরয়সি, যস্মাৎ সূর্য্যারাধনং ভণামি।

কৃষ্ণ ইতি। কুন্দলতে! পদ্মিনীদয়িতস্য সূর্য্যস্য যাগঃ পূজা। পক্ষে পদ্মিনীনাং দয়িতস্য প্রিয়স্য মম পূজা ॥ ৩৪ ॥

কুন্দেতি। রাধে! রবিকর্ম্মাভিজ্ঞ আচার্য্যস্ত্বয়া কত্র্যা দক্ষিণয়া দক্ষিণা-দানেনানুরজ্যতাম্। পক্ষে রতিকর্ম্মাভিজ্ঞ আকারিতঃ, তয়া দক্ষিণয়া সরলয়া ভূত্বা যমনুরজ্যতামনুরাগবিষয়ঃ ক্রিয়তাম্।

বিশাখেতি। কুন্দলতে! দক্ষিণাদানাভিজ্ঞয়া ত্বয়ৈব দীয়তাং দক্ষিণা। যয়া বিচিতাত্মনো দেবরঃ পুরোহিত আহূতঃ। পক্ষে দক্ষিণানাং

কুন্দলতা। সখি! ভ্রূকুটি কর কেন? আমি ত তোমার সূর্য্যারাধনার কথাই বলিতেছি।

কৃষ্ণ। কুন্দলতে! পদ্মিনীপতির পূজা ত' শেষ হইল, এখন দক্ষিণা দেওয়াও। (এ স্থলে পদ্মিনী নারীর পতি শব্দের দ্বারা শ্লিষ্টভাবে নিজেকে লক্ষ্য করিতেছেন) ॥ ৩৪ ॥

কুন্দলতা। রাধে! রবিকর্ম্মাভিজ্ঞ আচার্য্যকে তুমি দক্ষিণা প্রীতি দ্বারা সম্পাদন কর। (অপরপক্ষে প্রাকৃতভাষায় রবি ও রতির উচ্চারণ একই প্রকার—অতএব রতিকর্ম্মাভিজ্ঞ আকারিতের প্রতি দক্ষিণা বা অনুকূলা হইয়া অনুরাগের দ্বারা তুষ্ট কর)।

বিশাখা। (মৃদু হাস্য করিয়া) কুন্দলতে! তুমি দক্ষিণাদানে অভিজ্ঞা,

দিজ্জউ, দক্‌খিণা জাএ বিলিউণ অপ্‌পণো দেঅরো পুরো-
হীদো আহরিদো ॥ ৩৫ ॥

ললিতা। বিসাহে, ণূণং এসো পুআবিদাএ কুন্দলদাএ দিণ্ণাহিট্ঠ দক্‌খিণো আআরিও।

কৃষ্ণঃ। ললিতে, পূজ্যেয়ং প্রজাবতী তদস্যাং নাচার্য্যকমাচার্য্যতে ॥৩৬॥

যোষিতাং দানেঽভিজ্ঞয়া ত্বয়া হ্যত্যৈব দক্ষিণা যোষিদ্দীয়তাম্। বয়ন্তু বামা ন ত্বদধীনা ইত্যর্থঃ। যয়া ত্বয়াত্মনঃ স্বস্য পুরোহিতঃ শৃঙ্গারদানেন প্রথমং হিতকারী পুরা ব্রতিহিণ্ডকত্বে নো হিতো বা বিচিত্যান্বিষ্য বিজ্ঞায় বা আহৃতঃ ॥ ৩৫ ॥

ললিতেতি। বিশাখে! নূনমেব কারিতপূজয়া কুন্দলতয়া দত্তাভীষ্ট-দক্ষিণঃ আচার্য্যঃ। অথবা দত্তাস্যাভীষ্টা দক্ষিণা যস্মৈ সঃ। অথবা দত্তাভীষ্ট-দক্ষিণঃ সন্ আকারিতঃ।

কৃষ্ণ ইতি। ললিতে! প্রজাবতী ভ্রাতৃজায়া পুত্রাদিমতী বা। পক্ষে প্রকৃষ্টজাতৃমতী সত্যভামা ভামেতিবৎ জাতৃশব্দেন চোচ্যতে। আচার্য্য-কমাচার্য্যত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

অতএব তুমিই দক্ষিণা দাও। যেহেতু দক্ষিণাযজ্ঞে বিশেষরূপে নিপুণ আপনার দেবরকে পুরোহিত করিয়া আনিয়াছ। (এখানেও শ্লিষ্টার্থ আছে, অভিপ্রায় এই যে, আমরা বামা ও প্রতিকূলা নায়িকা, তুমি দক্ষিণা বা নায়কের অনুকূলা) ॥ ৩৫ ॥

ললিতা। বিশাখে! আকারে বোধ হইতেছে, পূজাকারয়িত্রী কুন্দলতা আচার্য্যকে অভীষ্ট দক্ষিণা দিয়াছে।

কৃষ্ণ। ললিতে! এই ভ্রাতৃজায়া আমার পূজনীয়া—সুতরাং আমি ইহার আচার্য্যত্ব করি নাই ॥ ৩৬ ॥

রাধা। হলা ললিদে, সাহুপূঅণং ণিব্বাহিদং তুম্হেহিং অজ্জবি কিং পরিক্খীঅদি।

কৃষ্ণঃ। স্মরবোধনানুবন্ধী ক্রমবিস্তারিত-কলাবিলাসভরঃ।
ক্ষণদাপতিরিব দৃষ্টেঃ ক্ষণদায়ী রাধিকাসঙ্গঃ॥ ৩৭॥

(নেপথ্যে।)—
দুর্লভঃ পুণ্ডরীকাক্ষ বৃত্তস্তে বিপ্রকর্ষতঃ।

কৃষ্ণঃ। (সব্যথমুচ্চৈঃ) ভোঃ কোঽয়ং দুর্লভঃ।

রাধেতি। সখি ললিতে! সাধুপূজনং নির্ব্বাহিতং যুষ্মাভিঃ, অদ্যাপি কিং প্রতীক্ষ্যতে।

কৃষ্ণ ইতি। ক্ষণদাপতিশ্চন্দ্রঃ ক্ষণদায়ী উৎসবপ্রদঃ॥ ৩৭॥

(নেপথ্যে)—দুর্লভ ইত্যাদি। অর্থস্য তু প্রধানস্য সূচকম্। যদাগন্তুকভাবেন পতাকাস্থানকং হি তৎ। তত্তু দ্বিপ্রকারম্—তুল্যসংবিধানং তুল্যবিশেষণঞ্চ। পূর্ব্বং ত্রিধা, অর্থসম্পত্তিরূপশিষ্টং শ্লিষ্টোত্তরং চ। তত্র শ্লিষ্টস্য লক্ষণং,—বচসাতিশয়ং শ্লিষ্টং কাব্যবন্ধরসাশ্রয়ম্। পতাকাস্থানকমিদং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্। অত্র ভবিষ্যতো রাধাসঙ্গদুর্লভত্বস্য

রাধা। সখি ললিতে! তোমরা ত' সুন্দররূপে পূজা শেষ করিয়াছ, তবে এখন আর অধিক বিলম্ব করিতেছ কেন?

কৃষ্ণ। শ্রীরাধিকার ক্রমবিস্তারিত কলাবিলাসের আধিক্য কন্দর্পবোধকে সুদৃঢ় করিতেছে, কিন্তু ইঁহার সঙ্গে ক্ষণদাপতি চন্দ্রের ন্যায় আমার দৃষ্টির আনন্দবিধান করিতেছে॥ ৩৭॥

(নেপথ্যে)—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! বিয়োগহেতু তোমার পথ দুর্ল্লভ হইল।

কৃষ্ণ। (ব্যথিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে) অহে! কে দুর্ল্লভ হইল?

(পুনর্নেপথ্যে ।)—

যত্নাদন্বিষ্যমানোঽপি বল্লবৈঃ পশুমণ্ডলঃ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণঃ । ললিতে পশুনাকলয্য, কল্পিত-নিজকল্পো যাবদহমুপসীদেয়ং, তাবত্তত্র রত্নসিংহাসনে প্রিয়াং প্রাপয় ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ॥

ললিতা । হলা পুরদো পাঅং ধারেহি ।

রাধা । ললিদে, পসীদ পসীদ সুট্ঠু সঙ্কাউলম্হি ।

সূচনাদিদং শ্লিষ্টং নাম পতাকাস্থানকম্ । বিপ্রকর্ষতো বিয়োগতোঽর্থাদ্রাধিকাসঙ্গো দুর্লভো বৃত্তো জাত ইত্যর্থস্ত বল্লবৈর্যত্নাদন্বিষ্যমাণঃ পশুমণ্ডলো দুর্লভো বৃত্ত ইত্যর্থস্যাপি বোধকত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণ ইতি । কল্পিত-নিজাকল্পঃ কৃত-নিজবেশঃ, উপসীদেয়ং সমীপমাগচ্ছেয়ম্ ।

ললিতেতি । সখি ! পুরতঃ পাদং বিধেহি ।

রাধেতি । ললিতে ! প্রসীদ প্রসীদ, সুষ্ঠু শঙ্কাকুলাস্মি ॥ ৩৯ ॥

(পুনরায় নেপথ্যে)—যত্নসহকারে গোপগণ অন্বেষণ করিলেও পশুর দল দুর্ল্লভ হইল ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণ । ললিতে ! আমি যতক্ষণ পশুদল সন্ধান পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া আগমন না করিব, ততক্ষণ তুমি প্রিয়তমাকে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাও । (ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন)

ললিতা । সখি ! অগ্রে পাদনিক্ষেপ কর ।

রাধা । ললিতে ! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, আমি অতিশয় ভীতা হইয়া পড়িতেছি । (এই বলিয়া সংস্কৃতে) সখি ! সন্ধ্যা প্রায় গত হইল, গুরুজনেরা আমার চরিত্রের প্রতি আশঙ্কা করিয়া থাকেন, জগতে

(ইতি সংস্কৃতেন।)—

গতপ্রায়ং সায়ং চরিত-পরিশঙ্কী গুরুজনঃ,
পরীবাদস্তুঙ্গো জগতি সরলাহং কুলবতী।
বয়স্যস্তে লোলঃ সকল-পশুপালী সুহৃদসৌ
তদা নম্রং যাচে সখি রহসি সঞ্চারয় ন মাম্ ॥৩৯॥

কুন্দলতা। রাহে জাণে অক্খলিদং তুজ্ঝ সদীব্বতং তা অলং সঅং বিক্খাবিদেণ।

বিশাখা। (সাভ্যসূয়ম্) কুন্দলদে, কা ক্খু অবরা তুমং বিঅ বংসীএ তিস্নি সঞ্ঝং আঅড্ঢীঅদি ॥ ৪০ ॥

কুন্দেতি। রাধে! জানামি অস্খলিতং তব সতীব্রতং তৎ অলং স্বয়ং বিখ্যাপিতেন।

বিশাখেতি। কুন্দলতে! কা খলু অপরা ত্বমিব বংশিকয়া ত্রিসন্ধ্যং আকৃষ্যতে ॥ ৪০ ॥

আমার কলঙ্কও সমধিক প্রচারিত, অথচ আমি নিতান্ত সরলা কুলবতী, তোমার অতিলোভী সখা সকল গোপকুমারীরই বল্লভ; অতএব আমি বিনয়পূর্ব্বক কহিতেছি, আমাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইও না। (অর্থাৎ তথায় কোনও অত্যাহিত ঘটিবার সম্ভাবনা) ॥ ৩৯ ॥

কুন্দলতা। রাধে! তোমার অস্খলিত সতীব্রতের কথা আমি অবগত আছি, অতএব তাহা আর স্বয়ং ঘোষণা করার প্রয়োজন নাই।

বিশাখা। (অসূয়ার সহিত) কুন্দলতে! তোমার মত এমন আর কে আছে যে, ত্রিসন্ধ্যা বংশী তাহাকে আকর্ষণ করিবে? ॥ ৪০ ॥

কুন্দলতা। (সনর্ম্মস্মিতং সংস্কৃতেন)

দদামি সদয়ং সদা বিশদবুদ্ধিরাশীঃ শতং
ভবাদৃশি-পতিব্রতা ব্রতমখণ্ডিতং তিষ্ঠতু।
শ্রুতে নিখিলমাধুরী-পরিণতেঽপি বেণুধ্বনৌ
মনঃ সখি মনাগপি ত্যজতি বো ন ধৈর্য্যং যথা॥

(ইতি সর্ব্বাঃ কল্পদ্রুমমনুসরন্তি)॥ ৪১॥

(প্রবিশ্য কৃষ্ণঃ।)—

সাচি-বিলোচন-তরঙ্গিতভঙ্গী
বাগুড়ামিহ বিতত্য মৃগাক্ষী।

কুন্দেতি। দদামীত্যাদি। ভেদনাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—বীজস্যোত্তেজনং ভেদো। যদ্বা সংখ্যাতভেদনমিতি। অত্র কুন্দলতয়া রাধাপ্রেম্ন উত্তেজনাদ্ভেদনাচ্চাত্মনস্তাভ্যো ভেদঃ॥ ৪১॥

কৃষ্ণ ইতি। সাচিবক্রমালোচনস্য তরঙ্গিতভঙ্গী কটাক্ষপরম্পরা। সৈব বাগুড়া মৃগবন্ধন-পাশবিশেষঃ। বাগুড়া মৃগবন্ধিনীতি, অধিক-স্বরেণ

কুন্দলতা। (পরিহাসপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে) আমি প্রাণ খুলিয়া উদারবুদ্ধিতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তোমার ন্যায় ব্যক্তিতে পতিব্রতা-ব্রত অখণ্ডিতরূপে অবস্থান করুক, যাহাতে নিখিল মাধুরীর সারভূত বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়াও তোমাদের মন যেন বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুত না হয়।

(অতঃপর সকলে কল্পবৃক্ষের দিকে গমন করিতে লাগিলেন)॥৪১॥

কৃষ্ণ। (প্রবেশ করিয়া) অহো! কুরঙ্গনয়না শ্রীরাধিকা কুটিল নয়নের

রাধিকেয়মধিক-স্বরভঙ্গং
দ্রাক্ ববন্ধ মম চিত্তকুরঙ্গম্ ॥ ৪২ ॥

রাধা। (অপবার্য্য) কুন্দলদে, পেক্‌খ সোহগ্‌গং গুঞ্জাবলীএ।

(ইতি সংস্কৃতেন।)—

কঠোরাঙ্গী কামং জগতি বিদিতা নীরসতয়া
নিগূঢ়ান্তশ্ছিদ্রা ত্বমতিমলিনা চাসি বদনে।
তথাপ্যুচ্চৈর্গুঞ্জাবলি বিহরসে বক্ষসি হরে-
র্জনানাং দোষং বা ন হি কমনুরাগঃ স্থগয়তি ॥৪৩॥

ভঙ্গো যস্য তম। যেন স্বরেণাকৃষ্টস্তস্মাদধিক-স্বরেণাস্য ভঙ্গঃ প্রসিদ্ধঃ। অধিকস্মর রঙ্গমিতি পাঠান্তরম্। মূলপাঠে রূপকং, পাঠান্তরে উপমা ॥ ৪২ ॥

রাধেতি। কর্ণে লগিত্বাহ, কুন্দলতে! পশ্য সৌভাগ্যং গুঞ্জাবল্যাঃ। অপ্রাণিনীর্ষয়া স্বস্য মহাভাবাখ্য রতিবিশেষো ব্যঞ্জিত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

কটাক্ষভঙ্গিরূপ জাল বিস্তার করিয়া অধিক স্বরে ভীত আমার চিত্ত-কুরঙ্গকে অতি শীঘ্র বন্ধন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪২ ॥

রাধা। (কাণে কাণে) কুন্দলতে, গুঞ্জাবলীর সৌভাগ্য দেখ!

গুঞ্জাবলি! তুমি জগতে নীরসতা হেতু কঠোরাঙ্গী, নিতান্ত গূঢ়ভাবে মধ্যদেশে ছিদ্রযুক্তা এবং মলিনমুখী বলিয়া বিখ্যাতা—তথাপি তুমি গর্ব্বভরে হরির বক্ষে বিরাজ করিতেছ, অহো! অনুরাগ প্রীতিভাজন জনগণের কোন দোষ না আবৃত করিয়া রাখে? ॥ ৪৩ ॥

কুন্দলতা। (নীচৈঃ) রাহে, তুহ কঢোর-থণমণি বিণিদ্ধদাএ,
এদাএ কুদো এথ থেরিঅং বরাগীএ ॥ ৪৪ ॥

(নেপথ্যে।)—

দনুজদমন-বক্ষঃ পুষ্করে চারুতারা
জয়তি জগদপূর্ব্বা কাপি রাধাভিধানা।

কুন্দলতেতি। রাধে ! তব কঠোর-স্তনমণি-বিনির্ধূতায়াঃ অস্যাঃ কুতোঽত্র স্থৈর্য্যং বরাক্যাঃ ॥ ৪৪ ॥

(নেপথ্যে।)—দনুজেত্যাদি। পুষ্করেঽম্বরে রাধাভিধানা কাপি চারুতারা সুন্দরতারকা অনুরাধা জয়তি। কথম্ভূতা ?—জগতি অপূর্ব্বা আশ্চর্য্যা। পক্ষে পুষ্করে পদ্মে। চারুতাং রাতীতি চারুতারা। যস্মাদিয়ং অত্রাম্বরে নক্ষত্রমালামশ্বিন্যাদি নক্ষত্রশ্রেণীম্। পক্ষে সপ্তবিংশতি-মৌক্তিকৈর্গ্রথিতাং মালাম্। সৈব নক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্তবিংশতি-মৌক্তিকৈরিতামরাৎ। অপহরন্তীতি তিরস্কুর্ব্বন্তী সতী ধাম্না কান্ত্যা পুষ্পবন্তৌ তিরয়তি তিরস্করোতি চন্দ্র-সূর্য্যৌ। একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকর-নিশাকরাবিত্যমরাৎ। পক্ষে প্রশস্তপুষ্পবন্তৌ

কুন্দলতা। (নিম্নস্বরে) রাধে ! তোমার কঠোর স্তন-মণির দ্বারা বিশেষ-রূপে আক্রান্তা হইয়া এই বরাকী কিরূপে এখানে স্থির হইয়া থাকিবে ? ॥ ৪৪ ॥

(নেপথ্যে)—যিনি সপ্তবিংশতি মুক্তাগ্রথিতা হারকেও পরাজিত করিয়া স্বীয় জ্যোতির দ্বারা তমোনাশকারী চন্দ্র ও সূর্য্যকে নিরাকৃত করিতেছেন—সেই মনোহারিণী জগতে অপূর্ব্বা শ্রীরাধা (বা অনুরাধা)

যদিয়মপহরন্তী তত্র নক্ষত্রমালা-
মপি তিরয়তি ধাম্না সদ্‌গুণৌ পুষ্পবন্তৌ ॥ ৪৫ ॥

কুন্দলতা। (নেপথ্যাভিমুখমালোক্য) বুন্দে, দোণং জ্জেব্ব স্থরচন্দাণং তিরোহাণং ভণন্তী, তুমং তারাএ মাহপ্পে অণহিণ্ণাসি জং পরাহূদ-স্থরলক্‌খস্‌স চন্দাঅলীণাধস্‌স বি উবরি ইমাএ পৌরুষং ফুড়ং লক্‌খীঅদি ॥ ৪৬ ॥

মালাবিশেষৌ। সন্তৌ গুণাত্তমোনাশকত্বাদয়ো যয়োস্তৌ। পক্ষে সন্তৌ প্রশস্তৌ গুণৌ সূত্রে যয়োস্তৌ। সূর্য্যস্তু উড়োরুদয়াৎ প্রাগেব তিরোদধাতি। চন্দ্রস্তু কৃষ্ণপক্ষে প্রসিদ্ধমেব তিরোধানমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৫ ॥

কুন্দেতি। বৃন্দে ! দ্বয়োঃ সূর্য্য-চন্দ্রয়োরেব তিরোধানং ভণন্তী, ত্বং তারায়াঃ মাহাত্ম্যে অনভিজ্ঞাসি যৎ পরাভূত-সূর্য্যলক্ষস্য চন্দ্রাবলীনাথস্যাপি উপরি অস্যা পুরুষায়িতচরিতং স্ফুটং লক্ষ্যতে। চন্দ্রাবলীনাথস্য প্রসিদ্ধস্য শ্লেষেণ কৃষ্ণস্যোপরীতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

নাম্নী তারা দনুজদমন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোরূপ গগনে জয়যুক্তা হইয়া বিরাজ করুন ॥ ৪৫ ॥

কুন্দলতা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) বৃন্দে ! তুমি সূর্য্য-চন্দ্রের উভয়ের তিরোধানের কথা বলিতেছ, অতএব তুমি তারার মাহাত্ম্য জান না, কারণ, লক্ষ সূর্য্য পরাভূতকারী চন্দ্রাবলীনাথের উপর ও ইঁহার পৌরুষ স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে ॥ ৪৬ ॥

সখ্যৌ। কুডিলে, অলিঅং হসন্তী কিত্তি পিঅসহীং লজ্জাবেসি ?

কুন্দলতা। (সংস্কৃতেন)

ত্রপাং ত্যজ কুড়ুঙ্গকং প্রবিশ সস্তু তে মঙ্গলা-

ন্যনঙ্গ-সমরাঙ্গনে পরমসাংযুগীনা ভব।

বিবস্বদুদয়ে ভবদ্বিজয়কীর্ত্তি-গাথাবলী

পুরঃ সখি মুরদ্বিষঃ সহচরীভিরুদ্গীয়তাম্॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিতং কৃত্বা)—

অস্তস্তর্ষং জগতি তৃষিতৈঃ কামমাচম্যমানঃ

শৈত্যাধারঃ সুমধুররসো বিচ্ছিনত্যেব সর্ব্বঃ।

ললিতা-বিশাখে আহতুঃ। কুটিলে! অলীকং হসন্তী কস্মাৎ প্রিয়সখীং লজ্জয়সি ?

কুন্দেতি। ত্রপামিত্যাদি। করণনাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্—প্রস্তুতার্থসমারম্ভং করণং পরিচক্ষত ইতি। অত্র প্রস্তুত-ক্রীড়ারূপস্যার্থস্য সমারম্ভকথনাৎ করণম্। কুড়ুঙ্গকং কুঞ্জং, সাংযুগীনা জেত্রী, সাংযুগীনো রণে সাধুরিত্যমরাৎ। বিবস্বদুদয়ে প্রাতঃকালে॥ ৪৭॥

কৃষ্ণ ইতি। অন্তস্তর্ষমিত্যাদি। জগতি শৈত্যাধারো যো মধুররসঃ স

সখীদ্বয়। কুটিলচরিত্রে! বৃথা হাস্য করিয়া কেন প্রিয়সখীকে লজ্জা দিতেছ ?

কুন্দলতা। (শুদ্ধ ভাষায়) রাধে! লজ্জা ত্যাগ করিয়া কুঞ্জগৃহে প্রবেশ কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অনঙ্গ-সমরে জয়ী হও এবং সূর্য্যোদয় হইলে অর্থাৎ প্রাতঃকালে সহচরীগণ তোমার বিজয়ের কীর্ত্তিগাথা মুরারির অগ্রে গান করুক॥ ৪৭॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) অহো! জগতে যত শীতলতার আধারস্বরূপ

কেয়ং রাধাবদনশশিনঃ কান্তিপীযূষধারা
যা ভূয়িষ্ঠং প্রথয়তি মুহুঃ পীয়মানাপি তৃষ্ণাম্ ॥ ৪৮ ॥

রাধা। (অপবার্য্য সংস্কৃতেন।)

চলাক্ষি গুরুলোকতঃ স্ফুরতি তাবদন্তর্ভয়ং
কুলস্থিতিরলঞ্চ মে মনসি তাবদুন্মীলতি।
চলন্মকরকুণ্ডল-স্ফুরিত-ফুল্লগণ্ডস্থলং
ন যাবদপরোক্ষতামিদমুপৈতি বক্ত্রাম্বুজম্ ॥৪৯॥

সর্ব্বস্তৃষিতৈরাচম্যমানঃ সন্ কামমন্তস্তর্ষং বিচ্ছিনত্ত্যেব। রাধিকাবদন-শশিনঃ কেয়ং কান্তিপীযূষধারা। যা পীয়মানাপি মুহুর্ভূয়িষ্ঠাং তৃষ্ণাং প্রথয়তীত্যন্বয়ঃ। বিশেষোক্তিনামালঙ্কারঃ ॥ ৪৮।

রাধেতি। চলাক্ষীত্যাদি। উদ্ভেদনাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্,—বীজস্য তু য উদ্‌ঘাটঃ স উদ্ভেদ ইতি স্মৃত ইতি। অত্র অনুরাগবীজস্য স্বমুখেনৈবোদ্‌ঘাটাদুদ্ভেদঃ। যাবদিদং বক্ত্রাম্বুজমপরোক্ষতাং নোপৈতি তাবদন্তর্ভয়ং স্ফুরতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

মধুর রস বিদ্যমান আছে, তৎসকল তৃষিত ব্যক্তি যদি পান করে, তবে তাহাদের আন্তরিক তৃষ্ণা বিনষ্ট হয়, কিন্তু শ্রীরাধার বদনচন্দ্রের কান্তিরূপা অমৃতধারা পুনঃ পুনঃ পান করিলেও তাহাতে তৃষ্ণা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে ॥ ৪৮ ॥

রাধা। (কাণে কাণে) হে চঞ্চলাক্ষি কুন্দলতে! আমি যে পর্য্যন্ত পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণের দোদুল্যমান মকরকুণ্ডল-শোভিত প্রফুল্ল গণ্ডস্থল-যুক্ত বদনকমল লোচনগোচর করিতে না পারি, সেই পর্য্যন্তই আমার মনে গুরুজনের আন্তরিক ভয় প্রকাশ পাইয়া থাকে ও কুলমর্য্যাদার উদয় হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

কুন্দলতা। সুন্দর! এত্থ রঅণসিংহাসণে রাহিঅং আরোহেহি।

কৃষ্ণঃ। (তথা করোতি)।

ললিতা। হলা তক্কিস্সদি জণো তা থম্ভেহি সংখচূড়ারবং॥ ৫০॥

প্রবিশ্য শঙ্খচূড়ঃ। (লতান্তরে স্থিত্বা) গোঅড্ঢণবণ্ণিদলক্ষণা কুমরী এসা রঅণসীহাসণে রেহই তা ওসরং জাণিও অপ্পণো কম্মং অনুচিট্ঠিস্সং।

(ইতি স্থিতঃ)।

কুন্দেতি। সুন্দর! অত্র রত্নসিংহাসনে রাধিকাম্ আরোপয়।

ললিতেতি। সখি! তর্কিষ্যতি জনো তস্মাৎ স্তম্ভয় শঙ্খচূড়ারবম্। শঙ্খস্য চূড়াশ্চ ড়ীতি প্রসিদ্ধা বলয়াস্তাসাং রবন্। পক্ষে তন্নামযক্ষস্য রবম্॥ ৫০॥

শঙ্খচূড় ইতি। গোবর্দ্ধনবর্ণিতলক্ষণা কুমারী এষা রত্নসিংহাসনে রাজতে, তৎ অবসরং জ্ঞাত্বা আত্মকর্ম্মানুষ্ঠানং করিষ্যামি।

কুন্দলতা। সুন্দর! এই রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধিকাকে আরোহণ করাও।

কৃষ্ণ। (তাহাই করিলেন)।

ললিতা। সখি! লোকে শুনিয়া কানাকানি করিবে, অতএব শঙ্খচূড়ার অর্থাৎ চূড়ীর রব থামাও॥ ৫০॥

(শঙ্খচূড়ের প্রবেশ)

শঙ্খচূড়। (লতান্তরে থাকিয়া) গোবর্দ্ধনমল্লের বর্ণিত লক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, এই সেই কুমারী রত্নসিংহাসনে বিরাজিতা। অতএব অবসর বুঝিয়া নিজের কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব।

(এই বলিয়া অবস্থান করিল)।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! ক্ষণমলঙ্ক্রিয়তাং মদূরুগারুত্মত-পীঠম্।

রাধা। গোউলজুঅরাঅ! তুম্হাদিসাণং পুরিসুত্তমাণং ণ জুত্তং কুলবালিআণং ধম্মবিদ্ধংসণং ॥ ৫১ ॥

(নেপথ্যে।) হা ণত্তিণি রাহিএ, চিরং কহিং গদাসি ?

কৃষ্ণঃ। কুন্দলতে, কথমিয়ং মুখরা বিলপতি ?

কুন্দলতা। (বিহস্য) মোহন! জহিং তুম্হাদিসো ণিউঞ্জণাঅরো লীলাবাঙ্গং তরঙ্গেদি তহিং বুড্‌ঢিআণং বিলাবস্‌স কা কৃখু দরিদ্দদা ?

কৃষ্ণ ইতি। গারুত্মত-পীঠং ইন্দ্রনীলমণি-পীঠম্।

রাধেতি। গোকুলযুবরাজ! যুষ্মদৃশানাং পুরুষোত্তমানাং ন যুক্তং কুলবালিকানাং ধর্ম্মবিধ্বংসনম্ ॥ ৫১ ॥

(নেপথ্যে।)—হা নপ্ত্রি রাধে! চিরং কুত্র গতাসি ?

কুন্দেতি। মোহন! যস্মিন্ ত্বাদৃশো নিকুঞ্জনাগরো লীলাপাঙ্গং তরঙ্গয়তি, তস্মিন্ বৃদ্ধানাং বিলাপস্য কা খলু দরিদ্রতা ?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, ক্ষণকালের জন্য আমার উরুরূপ ইন্দ্রনীলমণিপীঠ অলঙ্কৃত কর।

রাধা। গোকুলযুবরাজ! ভবাদৃশ পুরুষশ্রেষ্ঠগণের পক্ষে কুলবালাদিগের ধর্ম্মধ্বংস করা উচিত নহে ॥ ৫১ ॥

(নেপথ্যে)—হা নাতিনী রাধে! বহুক্ষণ যাবৎ তুমি কোথায় গিয়াছ ?

কৃষ্ণ। কুন্দলতে! এ মুখরা বিলাপ করিতেছে কেন ?

কুন্দলতা। (হাস্য করিয়া) হে মোহন! যে স্থানে তোমার ন্যায় নিকুঞ্জনাগর লীলাভরে অপাঙ্গতরঙ্গ বিস্তার করিতেছে, সে স্থানে বৃদ্ধাগণের আর বিলাপের অভাব কোথায় ?

প্রবিশ্য মুখরা। (পুরো রাধামাধবৌ পশ্যন্তী স্বগতম্) হা হদ দেব্ব পং হরিঅন্দণং উজ্ঝিঅ এসা কপ্পলদা কীস: তুএ তং এরণ্ডং লম্ভিদা। (প্রকাশম্) হা বচ্ছে! ইমস্স জেব্ব লম্পটচূড়ামণিণো কীলাকুরঙ্গী সংবুত্তাসি ॥ ৫২ ॥

ললিতা। (সালীকম্) অজ্জে, পেক্খ এসো কহ্নো মোট্টিমং অম্হা বিড়ম্বণং করেদি।

মুখরেতি। স্বগতং মনসি ব্রবীতীত্যর্থঃ। হা হত দৈব! এতং হরিচন্দনং ত্যক্ত্বা এষা কল্পলতা কস্মাৎ ত্বয়া এরণ্ডং লম্ভিতা প্রাপিতা। হা বৎসে! ইমস্য এব লম্পটচূড়ামণেঃ ক্রীড়াকুরঙ্গী সংবৃত্তাসি, এরণ্ডমভিমন্যুরিত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্তস্যাঃ স্নেহপাত্রং অত স্নেহেনেদমুক্তং কৌতুকং প্রকাশয়িতুমাহ বৎসে ॥ ৫২ ॥

ললিতেতি। আর্য্যে! পশ্য এষঃ কৃষ্ণঃ বলাৎ অস্মাকং বিড়ম্বনং করোতি। দাক্ষিণ্যনাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্—দাক্ষিণ্যন্তু ভবেদ্বাচা পরচিত্তানুবর্ত্তনমিতি। অত্র ললিতায়া মুখরাচিত্তানুবৃত্তির্দাক্ষিণ্যম্।

(মুখরার প্রবেশ)

মুখরা। (সম্মুখে রাধামাধবকে দেখিয়া স্বগত) হা দুর্দ্দৈব! এই হরিরূপ চন্দনতরুকে ত্যাগ করিয়া কেন তুমি এই কল্পলতাকে এরণ্ডবৃক্ষে সংযুক্তা করিলে? (প্রকাশ্যে) হা বৎসে! কেন এই লম্পটচূড়ামণির লীলাকুরঙ্গী হইলে? ॥ ৫২ ॥

ললিতা। (মিথ্যাভাণ করিয়া) আর্য্যে! এই কানাই বলপূর্ব্বক আমাদিগকে বিড়ম্বিত করিতেছে।

মুখরা। অরে রঅণারীঅ, চিট্ঠ চিট্ঠ।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) কঠোরেয়ং জরতী, তদহমন্তর্হিতো ভবেয়ম্।
(ইতি তথা স্থিতঃ)।

মুখরা। (সাক্রোশম্) ললিদে, ধরেহি ধরেহি ণং ধুত্তঅং।

ললিতা। হুঁ এহ্নিং কিত্তি পলাএসি ॥ ৫৩ ॥

মুখরা। (ধাবন্তী পুরঃ কুঞ্জমাসাদ্য সতর্জ্জনম্) দিট্ঠিআ লদ্ধোসি, রে কুরুঙ্গাঅলী-ভুঅঙ্গ, দিট্ঠিআ লদ্ধোসি।

কৃষ্ণঃ। (সাতঙ্কমাত্মগতম্) হন্ত ঘনান্ধকারে কথমন্ধকল্পয়াপি জরত্যা দৃষ্টোঽস্মি।

মুখরেতি। অরে রতনারীক! তিষ্ঠ তিষ্ঠ।

মুখরেতি। ললিতে! ধারয় ধারয় এনং ধূর্ত্তকম্।

ললিতেতি। হুঁ, ইদানীং কিমিতি পলায়সি। হুঁমুদ্দিশ্যাহ হুঁমিতি স্বীকারে। মুখরাবাক্যং স্বীকৃত্য কৃষ্ণং প্রত্যাহেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

মুখরেতি। তিমিরপুঞ্জং কৃষ্ণং মত্বা। কুরঙ্গাবলী-ভুজঙ্গ! দিষ্ট্যা লব্ধোঽসি। কুরঙ্গাবলী-ভুজঙ্গ কোটরাবলী-সর্পঃ। কুরঙ্গঃ কোটরোঽস্ত্রিয়ামিতি

মুখরা। অরে নারীচোর! থাক্, থাক্।

কৃষ্ণ। (স্বগত) এই বৃদ্ধা অত্যন্ত কঠিনস্বভাবা, অতএব এ স্থান হইতে লুকাইয়া থাকি। (সেইভাবে থাকিলেন)

মুখরা। (সক্রোধে) ললিতে! এই ধূর্ত্তকে ধরিয়া ফেল।

ললিতা। হাঁ গো, এখন যে বড় পলায়ন করিতেছ? ॥ ৫৩ ॥

মুখরা। (দৌড়াইয়া—পুরোবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) ভাগ্যক্রমে পাইয়াছি, ওহে কুঞ্জমধ্যস্থিত লম্পট, ভাগ্যক্রমেই তোমাকে পাইয়াছি।

মুখরা। (শিরঃ সঞ্চাল্য সঞ্চাল্য মুহুর্নিভালয়তে)।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) নূনমাকাশকুসুমদৃষ্টিরেবাহসৌ জরত্যাঃ।

মুখরা। অম্মো তিমিরপুঞ্জো জ্জেব্ব এসো।

কৃষ্ণঃ। (স্মিতং করোতি)॥ ৫৪ ॥

মুখরা। (অন্নতো গত্বা) হুঁ দানিং জ্জেব্ব লদ্ধোসি। (পুনর্নিভাল্য সশঙ্কম্) রে ধুত্তআ বারাহনারসিংহাদি বহুরূবোসি ত্তি সচ্চং পৌর্ণমাসীএ কহিজ্জসি, জং ইমিণা ভাণু-ভাসুরেণ ভীষণরূবেণ মং ভীসঅস্তো ণিক্কমসি ॥ ৫৫ ॥

কোষঃ। পক্ষে কুঞ্জাবলীস্থাসু কামুক। মঞ্চাঃ ক্রোশস্তীবল্লক্ষণা, কামুকে সর্পে ইতি কোষঃ॥ ৫৪ ॥

মুখরেতি। শঙ্খচূড়ং কৃষ্ণং মত্বাহ। হুঁমিদানীমেব লব্ধোহসি। রে ধূর্ত্ত! বরাহ-নারসিংহাদি বহুরূপোহসীতি, সত্যং পৌর্ণমাস্যাঃ কথ্যতে, যৎ অনেন ভানুনা ভীষণরূপেণ ভীষয়ন্তো নিক্রমসি ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণ। (সভয়ে স্বগত) হায়! কি প্রকারে এই গাঢ় অন্ধকারে এই অন্ধপ্রায় বৃদ্ধা আমাকে দেখিতে পাইল?

মুখরা। (মস্তক সঞ্চালন করিয়া বারম্বার দেখিতে লাগিল)।

কৃষ্ণ। (স্বগত) নিশ্চয় এই বৃদ্ধার দৃষ্টি আকাশ-কুসুমের ন্যায় মিথ্যা।

মুখরা। ও মা! এ যে একেবারে অন্ধকারের পুঞ্জ!

কৃষ্ণ। (মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন)॥ ৫৪ ॥

মুখরা। (অন্যদিকে যাইয়া) হুঁ, এইবার তোমাকে পাইয়াছি। (পুনর্ব্বার দেখিয়া সভয়ে) রে ধূর্ত্ত! তুই যে বরাহ-নৃসিংহাদি বহুরূপধারী, পৌর্ণমাসী এ কথা সত্যই কহিয়াছেন। কারণ, এখন তুই সূর্য্যের ন্যায় উজ্জলরূপে আমাকে ভয় দেখাইয়া পলায়ন করিতেছিস্ ॥ ৫৫ ॥

শঙ্খচূড়ঃ। দিট্‌ঠিআ মুত্তীভূদবিক্কম-চক্কবালস্‌স বালস্‌স দিট্‌ঠী বঞ্চিদা (ইত্যুপসর্পতি)।

সর্ব্বাঃ। (সমীক্ষ্য সত্রাসম্) অজ্জে, পরিত্তাহি পরিত্তাহি।

মুখরা। (সরোষম্) রে সামলা, ণ জুত্তং ক্খু এদং ॥ ৫৬ ॥

ললিতা। হা হতবুদ্ধিএ, এদিসং দারুণং বি কহ্নং আসংকেসি।

শঙ্খচূড়ঃ। সুহিত্তমস্‌স কংস-ভূবইণো কামং অবঞ্ঝং কাদুং ণং সসীহাসণং জ্জেব্ব পৌমিণিঅং সিরে ঘেত্তু ণ ণইস্‌সং।

(ইতি তথা কুর্ব্বন্নিস্ক্রান্তঃ)।

শঙ্খচূড়েতি। দিষ্ট্যা মূর্ত্তীভূত-বিক্রম-চক্রবালস্য কৃষ্ণাখ্যবালকস্য দৃষ্টির্বঞ্চিতা।

সর্ব্বেতি। আর্য্যে! পরিত্রাহি পরিত্রাহি।

মুখরেতি। রে শ্যামলা! ন যুক্তং খলু এতৎ ॥ ৫৬ ॥

ললিতেতি। হা হতবুদ্ধিকে! ঈদৃশং দারুণমপি কৃষ্ণং আশঙ্কসে।

শঙ্খচূড় ইতি। সুহৃত্তমস্য কংসভূপতেঃ কামং অবন্ধ্যং কর্ত্তুং এনাং স সিংহাসনামেব পদ্মিনীং শিরসি গৃহীত্বা নয়িষ্যে।

শঙ্খচূড়। ভাগ্যে মূর্ত্তিপূত পরাক্রমমণ্ডলস্বরূপ এই বালকের দৃষ্টিপথে পড়ি নাই।

সকলে। (বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া সভয়ে) আর্য্যে, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

মুখরা। (সক্রোধে) অরে শ্যামলা, এরূপ কার্য্য কখনও তোর উচিত নহে ॥৫৬॥

ললিতা। হা বুদ্ধিহীনে! ঈদৃশ দারুণ ব্যক্তিকেও তুমি কৃষ্ণ বলিয়া সন্দেহ করিতেছ?

শঙ্খচূড়। সুহৃত্তম কংসভূপতির মনোরথ সফল করিবার জন্য এই পদ্মিনী কুমারীকে সিংহাসনের সহিত মস্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইব।

(তদ্রূপ করিয়া বহির্গত হইল)

সর্ব্বাঃ। (সব্যামোহম্) হা কহ্নং কুদোসি ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণঃ। (কুঞ্জান্নিষ্ক্রম্য সবিষাদম্)

আনীতাসি ময়া মনোরথশতব্যগ্রেণ নির্ব্বন্ধতঃ
পূর্ণং শারদপূর্ণিমাপরিমলৈর্বৃন্দাটবী-কন্দরম্।
সদ্যঃ সুন্দরি শঙ্খচূড়কপটপ্রাপ্তোদয়েনাধুনা
দৈবেনাদ্য বিরোধিনা কথমিতস্ত্বং হন্ত দূরীকৃতা ॥

(ইতি সংরম্ভেণ পরিভ্রমন্)

আর্য্যে, মা ভৈষীঃ এষো নেদীয়ানস্মি।

সর্ব্বা ইতি। হা কৃষ্ণঃ! কুতোঽসি? ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণ ইতি। আনীতাসীত্যাদি। নির্ব্বন্ধতঃ আগ্রহাৎ, শারদপূর্ণিমায়াং যে পরিমলা মনোহরগন্ধাস্তৈঃ। বিমর্দ্দোত্থে পরিমলে গন্ধে জনমনোহরে ইত্যমরঃ। শঙ্খচূড়স্য কপটেন ছলেন প্রাপ্ত উদয়ো যেন স তেন। সংরম্ভেণ ক্রোধোদ্ভূতমটোপেন। এষো নেদীয়ান্ এষোঽহং নিকটোঽস্মি।

সকলে। (জ্ঞানশূন্য হইয়া) হা কৃষ্ণ! তুমি কোথায়? ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণ। (কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া সবিষাদে) হে সুন্দরি! আজ অসংখ্য অভিলাষে ব্যগ্র হইয়া কত আগ্রহে তোমাকে শারদীয়া পূর্ণিমার পরিমলের দ্বারা পূর্ণ বৃন্দাবনধামের কুঞ্জমধ্যে আনয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু হায়! প্রতিকূল দৈব শঙ্খচূড়রূপ কপটাকৃতি ধারণ করিয়া কি প্রকারে সহসা তোমাকে এ স্থান হইতে দূরীভূত করিল? (ইহা বলিয়া ক্রোধ সহকারে হুঙ্কার করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন)। আর্য্যে! ভয় করিও না, আমি নিকটে উপস্থিত হইয়াছি।

মুখরা। (সাশ্রম্) চন্দমুহ বিজয়লচ্ছীএ সঅংবরিদো হোহি ॥৫৮॥

কৃষ্ণঃ। (সাটোপম্) রে রে দুষ্ট!

রাধাপরাধিনি মুহুস্তুয়ি যন্ন শাস্তিং

শক্নোমি কর্ত্তুমখিলাং গুরুরেষ খেদঃ।

সর্ব্বাঙ্গিনেয়মভিধাবতি লুপ্তধর্ম্মা

ত্বাং মুক্তিকালরজনী বত কিং করিষ্যে ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৫৯ ॥

মুখরেতি। চন্দ্রমুখ। বিজয়লক্ষ্ম্যা স্বয়ম্বরিতো ভব ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণ ইতি। রাধাপরাধিনীত্যাদি। মুখাদিসন্ধিস্বঙ্গানামশৈথিল্যায় সর্ব্বতঃ। সন্ধ্যন্তরাণি যোগ্যানি তত্র তত্রৈকবিংশতিঃ। সন্ধ্যন্তরৈকবিংশত্যান্তরে দণ্ডনাম সন্ধ্যন্তরমিদম্। তল্লক্ষণম্—দণ্ডস্ত্ববিনয়াদীনাং দৃষ্ট্যা শ্রুত্যা চ তর্জ্জনমিতি। অত্র শঙ্খচূড়তর্জ্জনং দণ্ডঃ। অখিলাং সমগ্রাম্ মুক্তি-রূপা কালরজনী ॥ ৫৯ ॥

মুখরা। (অশ্রুপাত করিতে করিতে) চন্দ্রমুখ, তুমি বিজয়লক্ষ্মীর দ্বারা স্বয়ং বরিত হও ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণ। (বিক্রমপ্রকাশক শব্দ করিতে করিতে) রে রে দুষ্ট! শ্রীরাধার নিকট অপরাধী তোর ন্যায় দুরাচারের প্রতি যতক্ষণ আমি সর্ব্বপ্রকার শাস্তিবিধান করিতে না পারি, ততক্ষণ আমার গুরুতর খেদ থাকিবে। সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মবিধ্বংসিনী মৃত্যুরূপা কালরজনী তোর প্রতি ধাবিত হইতেছে, আমি তাহার কি করিব?

(ইহা বলিয়া বহির্গত হইলেন) ॥ ৫৯ ॥

কুন্দলতা। ললিদে, পেক্খ পেক্খ এসো হদাসো রাহিঅং উজ্-
ঝিঅ কহ্নেণ জোদ্ধুং বিক্কমেদি।

(নেপথ্যে।)—

স্থূলস্তাল-ভুজোন্নতির্গিরিতটীবক্ষাঃ ক্ব যক্ষাধমঃ
কায়ং বাল-তমাল-কন্দলমৃদুঃ কন্দর্পকান্তঃ শিশুঃ।
নাস্ত্যন্যঃ সহকারিতা পটুরিহ প্রাণী ন জানীমহে
হা গোষ্ঠেশ্বরি কীদৃগদ্য তপসাং পাকস্তবোন্মীলতি ॥

সর্ব্বাঃ। (সমাকর্ণ্য ব্যামোহং নাটয়ন্তি) ॥ ৬০ ॥

কুন্দেতি। ললিতে! পশ্য পশ্য, এষো হতাশো রাধিকাং ত্যক্ত্বা কৃষ্ণেন যোদ্ধুং বিক্রামতি। সংশয়নাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্—অনিশ্চয়ান্তং তদ্বাক্যং সংশয়ঃ স নিগদ্যতে ইতি। অত্র সংশয়েনৈব বাক্যসমাপ্তেঃ সংশয়নাম নাটকভূষণম্ ॥ ৬০ ॥

কুন্দলতা। ললিতে! দেখ দেখ, এ হতাশ হইয়া রাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে।

(নেপথ্যে) কোথায় এই বিশাল তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নতবাহু ও গিরিতটের ন্যায় বিস্তৃতবক্ষাঃ এই যক্ষাধম, আর কোথায় এই বাল-তমালের ন্যায় মৃদু ও কামদেবের ন্যায় সুকুমারকান্তি এই শিশু। সাহায্যে দক্ষ অন্য কোনও প্রাণী নাই; হা! গোষ্ঠেশ্বরি যশোদে! জানি না তোমার তপস্যার পরিণাম অদ্য কি আকার ধারণ করিবে।

সকলে। (এই কথা শুনিয়া অচেতন হইবার অভিনয় করিলেন) ॥ ৬০ ॥

(প্রবিশ্য পটীক্ষেপেণ পৌর্ণমাসী)

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে, মা ব্যথিষ্ঠাঃ, ক্ষিপ্রং খলস্ফুলিঙ্গমেতং লব্ধনির্ব্বাণং জানীহি।

(নেপথ্যে।)—

দোর্দ্দণ্ডাটোপভঙ্গী-বিকটরিপুবপুর্ঘট্টনাদর্দ্দুরূঢ়ঃ
ক্রীড়ন্নুদ্দণ্ড-দংষ্ট্রাঙ্কুর-কুটিল-তটোচ্চণ্ডতুণ্ডান্তরস্য।
দিব্যচ্চণ্ডাংশুবিম্বপ্রতিভটমটবীমণ্ডলে দণ্ডকোট্যা
ব্যাকর্ষন্ পিঞ্ছচূড়ো হরতি মুকুটতঃ শঙ্খচূড়স্য রত্নম্॥ ৬১॥

পৌর্ণেতি। পুত্রি ললিতে! স্ফুলিঙ্গং অগ্নিকোণম্। স্ফুলিঙ্গপক্ষে নির্ব্বাণং শান্তিঃ, খল-পক্ষে মুক্তিঃ।

(নেপথ্যে।) দোর্দ্দণ্ডেত্যাদি। পিঞ্ছচূড়ঃ শ্রীকৃষ্ণোঽটবীমণ্ডলে শঙ্খচূড়স্য মুকুটতো রত্নং দণ্ডকোট্যা ব্যাকর্ষন্ সন্ হরতীত্যন্বয়ঃ। দর্দ্দুরূঢ়ঃ প্রগল্ভঃ॥ ৬১॥

(পটক্ষেপণানন্তর প্রবেশ করিয়া)

পৌর্ণমাসী। বৎসে ললিতে! ব্যথিত হইও না, এই খলস্ফুলিঙ্গকে শীঘ্রই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত বলিয়া অবধারণ কর।

(নেপথ্যে) পিঞ্ছচূড় শ্রীকৃষ্ণ বাহুদণ্ডের আটোপভঙ্গিতে শত্রুর বিকট-শরীর মর্দ্দন-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া অটবীমণ্ডলে ক্রীড়া করিতে করিতে উদ্দণ্ড দন্তাঙ্কুরে কুটিলাকৃতি ও ভয়াবহ মুণ্ডবিশিষ্ট শঙ্খচূড়ের মুকুট হইতে স্বর্গীয় প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল রত্ন দণ্ডকোটির দ্বারা আকর্ষণ করত হরণ করিলেন॥ ৬১॥

পৌর্ণমাসী। দিষ্ট্যা রত্নাকৃষ্টিমিষাদয়মাকৃষ্টজীবো ব্যধায়ি।
তেনাদ্য বৃন্দাটবীজম্বুকানাং পারণোৎসবায় সম্পৎস্যতে।
(পুনর্নিরূপ্য সহর্ষম্)
পশ্যত পশ্যত বিচ্যুতরক্ষোঽহয়ং যক্ষো ভঙ্গমঙ্গী চকার ॥ ৬২ ॥
(পুনর্নেপথ্যে।)—
মুষ্টিনা ঝটিতি পুণ্যজনোঽহয়ং হন্ত পাপবিনিবেশিতচেতাঃ।
পুণ্ডরীকনয়নে সখেলং দণ্ডিতঃ সকল-জীবিতবিত্তম ॥ ৬৩ ॥

জম্বুকাঃ শৃগালাঃ।

পৌর্ণেতি। মিষাৎ ছলাৎ আকৃষ্টজীবঃ আকৃষ্টপ্রাণঃ কৃষ্ণেন ব্যধায়ি। সম্পৎস্যতে সম্যক্ ভবিষ্যতি। বিচ্যুতা রক্ষা রক্ষারূপমণির্যস্মাৎ সঃ ॥ ৬২ ॥

(পুনর্নেপথ্যে।) মুষ্টিনেত্যাদি বধনাম সন্ধ্যন্তরমিদম্। তল্লক্ষণম্—বধস্তু জীবিতদ্রোহক্রিয়া স্যাদাততায়িন ইতি, অত্র শঙ্খচূড়বধঃ। পুণ্ডরীকনয়নেনায়ং পুণ্যজনঃ সকল-জীবিতবিত্তং মুষ্টিনা দণ্ডিতঃ, দণ্ডের্দ্বিকর্ম্মকঃ। পুণ্যজনো গৌণকর্ম্ম, জীবিতরূপবিত্তং মুখ্যকর্ম্ম। পুণ্যজনাৎ জীবিতবিত্তমাকৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

পৌর্ণমাসী। সৌভাগ্যবশেই রত্নাকর্ষণচ্ছলে ইহার জীবন আকর্ষণ করিয়া ইহাকে বধ করিলেন। অতএব অদ্য বৃন্দাবনের শৃগালগণের পারণোৎসব সম্পাদিত হইবে।

(পুনরায় বিশেষরূপে নির্ণয় করিয়া সহর্ষে) দেখ দেখ, এই যক্ষ রক্ষামণিচ্যুত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল ॥ ৬২ ॥

(পুনরায় নেপথ্যে) পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ খেলা করিতে করিতে পাপাত্মা এই যক্ষের মুষ্টির দ্বারা সমগ্রজীবনরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন অর্থাৎ প্রাণহরণ করিয়া ইহার শাস্তিবিধান করিলেন ॥ ৬৩ ॥

পৌর্ণমাসী। (পুরো দৃষ্ট্বা সানন্দম্)

বিকটসমরধাটী ধৃষ্টতা ধ্বংসিতারি-
বিলুঠদমলচূড়শ্চণ্ডিমাড়ম্বরেণ।
কৃতকুসুমবিসর্গৈঃ স্বর্গিভিঃ শ্লাঘ্যমানো
মধুরিপুরয়মক্ষ্ণোর্মোদমাবিষ্করোতি ॥ ৬৪ ॥

বিশাখা। ভঅবদি, পেক্খ সুগহিদণামং রামং অগ্গে দু সব্বে সহঅরা সমাঅদা।

পৌর্ণমাসী। পুরুষোত্তমেন দত্তোঽয়ং রামায় রমণীয়ো মণীন্দ্রঃ।

পৌর্ণেতি। বিকটা যা সমরধাটী সমরে আক্রমণং, বলাদাক্রমণং ধাটীত্যমরঃ। তস্যা যা ধৃষ্টতা প্রাগল্ভ্যাতয়া ধ্বংসিতোঽরির্যেন সঃ। চণ্ডিমাড়ম্বরেণ ক্রোধারম্ভেণ বিলুঠন্ত্যমলা চূড়া যস্য সঃ ॥ ৬৪ ॥

বিশাখেতি। ভগবতি! পশ্য সুগৃহীতনামানং রামং অগ্রে কৃত্বা সর্ব্বে সহচরাঃ সমাগতাঃ, অসৌ সুগৃহীতনামা স্যাৎ প্রাতরুত্থায় যং স্মরেদিতি কোষঃ।

পৌর্ণমাসী। (সম্মুখে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সানন্দে) যুদ্ধে বিকট আক্রমণরূপ উত্তম প্রকাশের দ্বারা শত্রু ধ্বংস করার ক্রোধারম্ভে এই মধুসূদনের সুন্দর ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে, স্বর্গবাসী দেবতাগণকর্ত্তৃক কুসুমবর্ষণ সহকারে সমাদৃত হইয়া ইনি আমার নয়নযুগলের আনন্দবিধান করিতেছেন ॥ ৬৪ ॥

বিশাখা। ভগবতি! প্রাতঃস্মরণীয় রামকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সকল সহচর সমাগত হইয়াছেন।

পৌর্ণমাসী। শ্রীকৃষ্ণ এই রমণীয় স্যমন্তকমণি বলরামকে দান করিয়াছেন।

ললিতা। পেক্‌খ বঅস্‌স, উলং পথ্যাবিঅ একো জ্জেব্ব মাহবো রাহিঅং অণুসপ্পদি ॥ ৬৫ ॥

পৌর্ণমাসী। পশ্য পশ্য,

ভয়বাধিতরাধিকোপগূঢ়ঃ প্রচলাক-চারুচূড়ঃ।

বদনোল্লসিত-শ্রমাম্বুবৃন্দঃ সবিধং সুন্দরি বিন্দতে মুকুন্দঃ ॥৬৬॥

(প্রবিশ্য যথানির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। হা নেত্রনিন্দিত-কলিন্দসুতারবিন্দ

গোবিন্দ গোকুল পুরন্দর নন্দনাদ্য।

ললিতেতি। পশ্য বয়স্য! কুলং প্রস্থাপ্য এক এব মাধবো রাধিকাম্ অনুসর্পতি ॥ ৬৫ ॥

পৌর্ণেতি। হে সুন্দরি! মুকুন্দঃ সবিধং নিকটং বিন্দতে প্রাপ্নোতি ভয়েন বাধিতা যা রাধিকা তয়োপগূঢ়ঃ প্রচলাগ্রেণ প্রচলাকেন ময়ূর-পুচ্ছেন চারুশ্চূড়া যস্য সঃ ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণ ইতি। নেত্রাভ্যাং নিন্দিতে কলিন্দসুতায়া অরবিন্দে কমলে যেন তৎ-সম্বোধনম্ ॥ ৬৭ ॥

ললিতা। দেখুন, বয়স্যগণকে বিদায়দান করিয়া মাধব একাকী-ই শ্রীরাধার অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন ॥ ৬৫ ॥

পৌর্ণমাসী। সুন্দরি! দেখ দেখ, ভয়কাতরা শ্রীরাধিকা-কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ময়ূরপুচ্ছরচিত মনোহর চূড়া ধারণ করত শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দুতে উল্লসিতবদন মুকুন্দ আমাদের নিকটে আগমন করিতেছেন।

(যথাকথিতভাবে প্রবেশানন্তর)

শ্রীকৃষ্ণ। হা পুণ্ডরীকাক্ষ! হা গোবিন্দ! হা গোকুলপুরন্দরনন্দন

মাং রক্ষ রক্ষ তরসেতি কৃতার্ত্তনাদাং
রাধামধীরনয়নাং ন হি বিস্মরামি ॥

পৌর্ণমাসী। (পরিক্রম্য) যশোদামাতরুৎখাতচিন্তাশৈল্যাস্মি কৃতা (ইতি সরাধং মাধবমালিঙ্গতি) ॥ ৬৭ ॥

মুখরা। (পাণিভ্যাং হরিং নির্ম্মঞ্ছ্য)
বীর আরাহিআ দে রাহিআ দিঠ্ ঠিআ রক্‌খিদা।

প্রবিশ্য মধুমঙ্গলঃ। পিঅবস্‌স, এসো মণিন্দো রামেণ রাহিআএ দিণ্ণো।

মুখরেতি। বীর! আরাধিতা তে রাধিকা দিষ্ট্যা রক্ষিতা।
মধু ইতি। প্রিয়বয়স্য! এষ মণীন্দ্রো রামেণ রাধিকায়ৈ দত্তঃ।

ইত্যাদি সম্বোধন পুরঃসর যে রাধিকা আমাকে শীঘ্র রক্ষা কর বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, সেই চঞ্চলনয়না শ্রীরাধাকে আমি কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না।

পৌর্ণমাসী। (অগ্রসর হইয়া) হে যশোদানন্দন! তুমি অদ্য আমার দুশ্চিন্তা দূর করিলে। (ইহা বলিয়া শ্রীরাধিকাসহকৃত মাধবকে আলিঙ্গন করিলেন।) ॥ ৬৭ ॥

মুখরা। (হস্তদ্বয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখ আদর পূর্ব্বক মার্জ্জন করিয়া) হে বীর! তোমার আরাধিতা রাধিকা সৌভাগ্যবশেই তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়াছে।

(মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়স্য! বলরাম শ্রীরাধাকে এই মণীন্দ্র প্রদান করিয়াছেন।

কৃষ্ণঃ। কৌস্তুভস্য কুটুম্বং মণীনাং গ্রামণীরয়ং রাধাগ্রৈবেয়-
কতামর্হতি।

ললিতা। জধা দিসদি ভবং।

কৃষ্ণঃ। তদা গচ্ছ দুষ্টবিজয়েনামুনা পিতরাবানন্দয়াম।

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥ ৬৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে শঙ্খচূড়বধো
নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥

কৃষ্ণ ইতি। কৌস্তুভতুল্যমণীনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽয়ং, রাধাগ্রৈবেয়কতাং
কণ্ঠভূষণতাম্।

ললিতেতি। যথা দিশতি ভবান্॥ ৬৮ ॥

ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

কৃষ্ণ। মণি-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মণি কৌস্তুভেরই সমান, ইহা
শ্রীরাধারই কণ্ঠভূষণের যোগ্য।

ললিতা। তোমার আদেশই প্রতিপালিত হইবে ;

কৃষ্ণ। তবে এখন চল, এই দুষ্ট-বিজয়ের কথার দ্বারা পিতামাতার আনন্দ-
বর্দ্ধন করা যাউক। (তদনন্তর গমন করিলেন)।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি ললিতমাধব-নাটকে শঙ্খচূড়-বধ-নামক দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ ২

তৃতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বৃন্দয়া সহ সঙ্কথয়ন্তী পৌর্ণমাসী)

পৌর্ণমাসী। হন্ত কথমুপাক্রান্তোঽয়মন্তিমস্তমসো মুহূর্ত্তঃ।

পশ্য পশ্য,

দূরাৎ খরাংশু শরভস্য পরিস্ফুরন্তীং

বিস্ফূর্জ্জিতৈরুদয়শৈলতটীং বিলোক্য।

পৌর্ণেতি। বিন্দুপ্রকরীতযত্নাবস্থাভ্যাং যোগঃ প্রতিমুখসন্ধিঃ। স চাত্র তৃতীয়-চতুর্থয়োরঙ্কয়োর্দর্শিতঃ। তত্র বিন্দুলক্ষণম্—ফলে প্রধানে বীজস্য প্রকৃষ্টোক্তৈঃ ফলান্তরৈঃ। বিচ্ছিন্নে যদবিচ্ছেদকারণং বিন্দুরিষ্যতে। যথাত্র কৃষ্ণস্য পুরগমনাদিনা মুখ্যফলবিচ্ছিন্নে তেনৈব সমাশ্বাসনম্। এতাস্তূর্ণং ন যাত কিয়তীত্যাদি। অথ যত্নাবস্থালক্ষণম্—যত্নাবস্থাফলপ্রাপ্তাবৌৎসুক্যেন তু বর্ণনম্। যথা—তৃতীয়েঽঙ্কে রাধায়াঃ কৃষ্ণান্বেষণম্। চতুর্থেঽঙ্কে চ কৃষ্ণস্য গন্ধর্ব্বকৃত-নৃত্যাদৌ রাধাবলোকনোদ্যমঃ। প্রতিমুখসন্ধিলক্ষণং যথা—ভবেৎ প্রতিমুখং দৃশ্যাদৃশ্যং বীজপ্রকাশনম্। বিন্দুপ্রয়োগোপগম-মাদঙ্গান্যস্য ত্রয়োদশ, বীজং প্রেমা। তৎ কদাচিদ্দৃশ্যং ভবতি। অঙ্গানি যথা—বিলাসঃ পরিসর্পশ্চ বিধূতং শমনর্ম্মণী। নর্ম্মদ্যুতিঃ প্রগমনং বিরোধাঃ পর্য্যুদাসনম্। পুষ্পং বজ্রং পরিন্যাসো বর্ণসংহার

(অনন্তর বৃন্দার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে পৌর্ণমাসীর প্রবেশ

পৌর্ণমাসী। হায়! রাত্রির শেষ মুহূর্ত্ত কেন অতীত হইল? দেখ, দেখ, দূর হইতে সূর্য্যরূপ শরভের প্রকাশের দ্বারা উদয়শৈলতট

ত্রাসাদসৌ বিশতি চন্দনপিণ্ড-পাণ্ডু-
রস্তাচলং মৃগকলঙ্ক-মৃগাধিরাজঃ ॥ ১ ॥

বৃন্দা। ভগবতি, মথ্যমানস্যেব মহাম্ভোনিধের্গম্ভীরং কথমপি কোলাহলং সংরম্ভমাকর্ণ্য সম্ভ্রমেণাগতাস্মি, তৎ কথ্যতাং কিমেতদিতি।

পৌর্ণমাসী। পুত্রি বৃন্দে, নেদঞ্চ তে কর্ণয়োঃ প্রাঙ্গণমধিরূঢ়ম্।

বৃন্দা। ভগবতি, কিং তন্নাম ?

পৌর্ণমাসী। বলীবর্দ্দদানবমর্দ্দন-বর্দ্ধিত-রোষ-পর্ব্বতং পূর্ব্বেদ্যুর-

ইত্যপি। আগতোঽয়ং ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত ইত্যর্থঃ। ত্রাসহেতুমাহ দূরাদিতি। খরাংশুঃ সূর্য্যঃ স এব শরভঃ অষ্টপদী সিংহজয়ী জন্তুবিশেষঃ, তস্য বিস্ফূর্জ্জিতৈঃ প্রকাশৈঃ। মৃগকলঙ্কশ্চন্দ্রঃ স এব সিংহঃ ॥ ১ ॥

বৃন্দেতি। তৎ কথ্যতামিতি এতৎ কোলাহলকারণং কিম্ ?

পৌর্ণেতি। পূর্ব্বেদ্যুঃ পূর্ব্বদিবসে, গোষ্ঠং গোকুলম্। অনুশিষ্ট আজ্ঞপ্তঃ,

সমুজ্জ্বল দেখিয়া চন্দ্ররূপ সিংহ ভয়ে চন্দনপিণ্ডের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ অস্তাচলে প্রবেশ করিতেছে ॥ ১ ॥

(অষ্টপদশালী সিংহজয়ী জন্তুবিশেষকে "শরভ" নামে
অভিহিত করা হইয়া থাকে।)

বৃন্দা। ভগবতি ! মহাসাগর-মন্থনের ন্যায় গম্ভীর কোলাহল-শব্দ শুনিয়া আমি সভয়ে আসিলাম, অতএব ব্যাপার কি বলুন দেখি ?

পৌর্ণমাসী। পুত্রি বৃন্দে ! এ ব্যাপার তোমার কর্ণকুহরগত হয় নাই ?

পূর্ব্ববিক্রমেণ কেশিনমুৎপাট্য গোষ্ঠমধিষ্ঠিতে শিখণ্ডাবতংসে কংসেনানুশিষ্টঃ স খলু গান্ধিনেয়ো নন্দস্য মন্দিরমাসেদিবান্, স চ রাজোপজীবী রাজীববন্ধৌ পূর্ব্বপর্ব্বতমধিরূঢ়ে সপূর্ব্বজং পূর্ব্বদেবারিং পুরং নেষ্যতি।

বৃন্দা। (ক্ষণং তূষ্ণীং স্থিত্বা দীর্ঘমুষ্ণং নিশ্বস্য চ সবৈক্লব্যম্)

বনভুবি নবকুঞ্জং কস্য হেতোর্বিধাস্যে
কৃত-রুচি রচয়িষ্যাম্যত্র বা পুষ্পতল্পম্।
সুরভিমসময়ে বা বল্লিমুৎফুল্লয়িষ্যে
যদি নয়তি মুকুন্দং গান্ধিনেয়ঃ পুরায় ॥ ২ ॥

গান্ধিনেয়ঃ অক্রূরঃ। রাজোপজীবী রাজদূতঃ। রাজীববন্ধৌ সূর্য্যে। সপূর্ব্বজং সরামং পুরং মথুরাম্।

বৃন্দেতি। অত্র নবকুঞ্জে সুরভিং সুগন্ধং, অসময়ে অকালে ॥ ২ ॥

বৃন্দা। ভগবতি, কি ব্যাপার?

পৌর্ণমাসী। বৃষাসুরবধে বর্দ্ধিতরোষ পর্ব্বততুল্য কেশী নামক দানবকে শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব বিক্রমে গতকল্য বধ করিয়া গোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, কংস কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া গান্ধিনীনন্দন অক্রূর দিব্য রথারোহণে নন্দ-ভবনে আগমন করিয়াছে, সে রাজদূত—পূর্ব্বপর্ব্বতে সূর্য্যদেব উদিত হইলেই অর্থাৎ প্রাতঃকালেই সে সাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবে।

বৃন্দা। (ক্ষণকাল তূষ্ণীভাবে থাকিয়া উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পুরঃসর বিহ্বলভাবে) হায়! অক্রূর যদি শ্রীকৃষ্ণকে মধুপুরে লইয়া যায়, তবে আর কাহার জন্যে বনভূভাগে নবীন কুঞ্জ রচনা করিব আর কি জন্যেই বা তাহাতে সুশোভন পুষ্পশয্যা রচনা করিব, অসময়ে তাহাতে সুগন্ধের সঞ্চার বা লতাকে প্রফুল্লিত করিয়াই বা কি করিব? ॥ ২ ॥

পৌর্ণমাসী। (সব্যথম্)

ক্রন্দন্তীনাং প্লুতবিরুতিভির্বিভ্যতীনাং বিভাতাৎ
কুপ্যন্তীনামসকৃদসকৃদ্গান্ধিনীনন্দনায়।
হা ধিগ্দৈবং কুবলয়দৃশাং জাগ্রতীনাং সমগ্রা
ব্যগ্রাক্ষীণাং ক্ষণবদভিতস্তামসীয়ং ব্যরংসীৎ ॥ ৩ ॥

বৃন্দা। (সাস্রম্)

লব্ধভ্রমেণ হরতা হরি-সর্ব্বরীশং
বিন্যস্যতা চ বিরহক্লমকালকূটম্।
হা গান্ধিনীতনুজ মন্দর-ভূধরেণ
বিক্ষোভিতঃ পৃথুল-গোকুলসাগরোঽয়ম্ ॥ ৪ ॥

পৌর্ণেতি। প্লুত-বিরুতিভির্দীর্ঘশব্দৈঃ। বিভাতাৎ, তামসী নিশা। নিশা দুর্গা চ তামসীতি কোষঃ। তমিস্রা তামসী রাত্রিরিতামরশ্চ। ব্যরংসীৎ বিরতাভূৎ ॥ ৩ ॥

পৌর্ণমাসী। (কষ্ট সহকারে) হা দৈব, তোকে ধিক্! প্রভাত হইবার ভয়ে প্লুতস্বরে রোরুদ্যমানা এবং পুনঃ পুনঃ অক্রূরের প্রতি ক্রোধাক্ষেপ-পরায়ণা সমগ্র কমললোচনাগণ উৎসুকনেত্রে জাগরিত থাকিতে থাকিতে এই রাত্রি ক্ষণকালের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে অতিক্রান্ত হইয়া গেল! ॥ ৩ ॥

বৃন্দা। (অশ্রুপাত করিতে করিতে) হায়! হায়! অক্রূররূপ মন্দর-পর্ব্বত সুবিস্তৃত এই গোকুল-সাগরকে বিক্ষোভিত করত ভ্রম বশতঃ হরিরূপ চন্দ্রকে হরণ করিয়া বিরহক্লেশরূপ কালকূটের বিন্যাস করিয়া গেল ॥ ৪ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে, তদিতো গোপেন্দ্রগোপুরমেবানুসরাবঃ।

(ইতি পরিক্রম্য পুরঃ পশ্যন্তী সবাষ্পম্)

যাত্রামঙ্গলসম্পদং ন কুরুতে ব্যগ্রা তদা ত্বোচিতাং
বাৎসল্যোপয়িকঞ্চ নোপনয়তে পাথেয়মুদ্‌ভ্রান্তধীঃ।
ধূলীজালমসৌ বিলোচনজলৈর্জম্বালয়ন্তী পরং
গোবিন্দং পরিরভ্য নন্দগৃহিণী নীরন্ধ্রমাক্রন্দতি ॥৫॥

বৃন্দা। শৈব্যায়াঃ সখি-জল্পিতং কিমাকর্ণিতমার্য্যয়া ?

পৌর্ণমাসী। পুত্রি, কীদৃশমিদম্।

পৌর্ণেতি। যাত্রেতি। তৎকালস্ত তদা তৎ স্যাৎ। ঔপয়িকং যোগ্যং, পাথেয়ং পথিভোগ্যং জম্বালয়ন্তি পঙ্কিলং কুর্ব্বন্তি। নন্দগৃহিণী যশোদা নিরন্তরং রোদিতি ॥ ৫ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে! এস, আমরা গোপরাজের নগরদ্বারে গমন করি। (এই বলিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সম্মুখদিকে দেখিয়া বাষ্পাকুললোচনে) আহা! এই যে নন্দগৃহিণী যশোদা উৎকণ্ঠিতা হইয়া যাত্রাকালোচিত কোনই মঙ্গলাচরণ করিতেছেন না। বুদ্ধি বিকল হওয়ায় বাৎসল্যোপযোগী কোন পাথেয়ও উপহার দিতেছেন না, পরন্তু ইনি কেবল নয়নজলে ধূলিজালকে পঙ্কিল করিয়া—গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতেছেন ॥ ৫ ॥

বৃন্দা। শৈব্যার সখীর উক্তি কি আর্য্যা শুনিয়াছেন ?

পৌর্ণমাসী।—বৎসে! কি বলিল ?

বৃন্দা। ন নির্ঘোষাম্মন্যে নিশময়সি ঘোষস্য করুণান্
বিমুগ্ধে ত্বং দধ্নামিহ যদনুবধ্নাসি মথনম্।
জপন্ কর্ণোৎসঙ্গে সখি কিমপি দূতঃ ক্ষিতিপতে-
র্মুকুন্দং মন্দাত্মা নগরগমনায় ত্বরয়তি ॥ ৬ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে, শৈব্যাবিমোহতস্ত্বং বিক্লবা শ্যামলাবিলা-
পেনাভিজ্ঞাসি।

বৃন্দা। তথ্যং ব্রবীষি তদেতং বর্ণয়।

পৌর্ণমাসী। ভানোর্বিম্বে ত্বরিতমুদয়প্রস্থতঃ প্রস্থিতেঽসৌ
যাত্রানান্দীং পঠতি মুদিতস্যন্দনে গান্ধিনেয়ঃ।

বৃন্দেতি। মন্যেঽহং ঘোষস্য নির্ঘোষান্ উচ্চশব্দান্ করুণান্ করুণরস-কার্য্যান্
ন নিশময়সি ন শৃণোষি। যদযস্মাদ্দধ্নাং মথনমনুবধ্নাসীত্যন্বয়ম্ ॥ ৬ ॥

পৌর্ণেতি। উদয়প্রস্থতঃ উদগতে। হে হৃদয়! খুরপুটৈঃ ক্ষৌণীপৃষ্ঠং

বৃন্দা। "হে বিমুগ্ধে! আমার মনে হইতেছে, তুমি এখনও ঘোষপল্লীর করুণ-
রসপূর্ণ উচ্চ বিলাপধ্বনি শুনিতে পাও নাই—তাই তুমি এখনও
দধিমন্থনে চিত্তকে নিবিষ্ট রাখিয়াছ। হায় সখি! কংস ভূপতির
পাপিষ্ঠ দূত মুকুন্দের কাণে কাণে কি কথা বলিয়া তাঁহাকে মথুরা
লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে" ॥ ৬ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে! শৈব্যার বিমোহ হেতু বিহ্বল হইয়া তুমি শ্যামলার
বিলাপের কথা কিছুই জানিতে পার নাই।

বৃন্দা। যথার্থ তথ্য বলিয়া তবে এই বিষয় বর্ণনা করুন।

পৌর্ণমাসী। শ্যামলা বলিতেছেন, "হে হৃদয়, যে পর্য্যন্ত সূর্য্যবিম্ব উদয়-পর্ব্বত
হইতে উদগত না হইতেছেন, যে পর্য্যন্ত অক্রূর রথে আরোহণ করিয়া

তাবৎ তূর্ণং স্ফুটখুরপুটৈঃ ক্ষৌণীপৃষ্ঠং খনন্তো
যাবন্নামী হৃদয় ভবতো ঘোটকাঃ স্ফোটকাঃ স্যুঃ ॥ ৭ ॥

বৃন্দা। শৃণুবঃ কিং পরিদেবয়তি ভদ্রা।

(নেপথ্যে)

তুবরন্তো তুহ দইদো সঅঙ্গণীড়ং পুরো সমারুহই।
তহবি ণ পরাণসউণে হদাঙ্গণীড়ং পরিচ্চঅসি ॥ ৮ ॥

খনন্তঃ সন্তোঽমী ঘোটকা যন্তবতঃ স্ফোটকা ন স্যুস্তাবৎ স্বয়ং স্ফুটং বিদীর্ণং ভবেত্যর্থঃ। স্ফুটধাতোস্তোদাদিকত্বাচ্, অত্র বিশেষণনামালঙ্কারস্য তৃতীয়ভেদঃ। অন্যৎ প্রকুর্ব্বতঃ কার্য্যমশক্যস্যান্যবস্তুনস্তথৈব করণং চেতি বিশেষস্ত্রিবিধঃ স্মৃত ইতি স্মরণাৎ। ক্ষৌণীপৃষ্ঠং খননং কুর্ব্বতাং ঘোটকানাম্ শক্যস্য হৃদয়স্ফোটনস্য কারকতয়োক্তত্বাচ্চ ॥ ৭ ॥

বৃন্দেতি। পরিদেবয়তি বিলপতি।

(নেপথ্যে) তুবরন্তঃ ত্বরমানঃ তব দয়িতঃ রথাঙ্গস্থানং পুরঃ সমারোহতে। তথাপি ন প্রাণশকুনে হতাঙ্গনীড়ং পরিত্যজসি। শতাঙ্গস্য রথস্য নীড়মুপবেশনস্থানম্। প্রাণশকুনে পরাণপক্ষিণে, হতং সুখরাহিত্যান্মৃতকতুল্যং যদঙ্গং তদেব নীড়ং পক্ষিণো বাসস্থানম্ ॥ ৮ ॥

যাত্রামঙ্গলগাথা পাঠ না করেন এবং যে পর্য্যন্ত রথের ঐ অশ্ব-সমূহ শীঘ্রগমনে ধরণীপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া তোমার স্ফোটকরূপে পরিণত না হয়, তাবৎ তুমি বিদীর্ণ হও" ॥ ৭ ॥

বৃন্দা। ভদ্রা কিরূপে বিলাপ করিতেছে, আসুন, তাহা শুনা যাউক।

(নেপথ্যে)—"হে প্রাণপক্ষিন্! তোমার প্রাণনাথ সত্বর রথনীড়ে আরোহণ করিতেছেন, হায়! তথাপি তুমি এই মৃতকল্প শরীররূপ নীড় পরিত্যাগ করিতেছ না?" ॥ ৮ ॥

পৌর্ণমাসী। (বামতো দৃষ্ট্বা) বৎসে, মাধবস্য মাধ্যাহ্নিকং দাম-নির্ম্মিমানায়াং চন্দ্রাবল্যাং শল্যার্পিণী পদ্মা ব্যাহৃতিরাকর্ণ্যতাম্।

(নেপথ্যে)

অধ্যারূঢ়ো রহমিহ পুরা সঙ্গরঙ্গী রহাঙ্গী
হা পুপ্‌ফাণং তহবি চটুলে গণ্ঠণুক্কণ্ঠীদাসী।
আহীরীণং বহিরি গহিরুক্কোস দীহা বিলাবা
কিন্তে চন্দাঅলি ণ পরিদো কণ্ণকুঅং বিসন্তি ॥ ৯ ॥

পৌর্ণেতি। শল্যার্পিণী শল্যার্পণকারিণী। ব্যাহৃতিঃ উক্তিঃ।
(নেপথ্যে।) অধ্যারূঢ়ো রথমিহ পুরা সঙ্গরঙ্গী রথাঙ্গী, হা পুষ্পাণাং তদপি চটুলে! গ্রন্থনোৎকণ্ঠিতাসি। আভীরীণাং বধিরি! গভীরোৎ-ক্রোশ-দীর্ঘা বিলাপাঃ, কিন্তে চন্দ্রাবলি! ন পরিতঃ কর্ণকূপং বিশন্তি ॥ ৯ ॥

পৌর্ণমাসী। (বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) বৎসে! মধ্যাহ্নে মাধবকে ভূষিত করিবার জন্য পুষ্পমাল্য রচনা করিবার সময় পদ্মা কি প্রকার বাক্যের দ্বারা চন্দ্রাবলীর হৃদয়ে শল্যারোপণ করিল, তাহা শ্রবণ কর।

(নেপথ্যে)—"হে চটুলে! সম্মুখে তোমার প্রিয়সহচর চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিয়াছেন, হায়! এখনও তুমি ফুলের মালা গাঁথিতে ব্যস্ত রহিয়াছ? হায় বধিরে! গোপগণের সুগভীর বিলাপ-ধ্বনি এখনও কি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই? ॥ ৯ ॥

পৌর্ণমাসী। (সোদ্বেগম্)

আলী ব্যলীকবচনেন মুহুর্বিহস্তা

হস্তারবিন্দবিগলদ্গ্রথিতার্দ্ধমাল্যা।

হা হন্ত হন্ত কিমপি প্রতিপন্নতন্দ্রা

চন্দ্রাবলী কিল দশান্তরমারুরোহ ॥ ১০ ॥

বৃন্দা। পশ্য পশ্য, বিবশামেব চন্দ্রাবলীং স্যন্দনাগ্রতো নিধায় শোচতি পদ্মা।

(নেপথ্যে)

কৃখণমবধেহি হদাসে তিলং বি ণঅণঞ্চলং প্পআসেহি।

হন্ত তুবরেই তুরঅং ণিক্করুণো গান্ধিণীপুত্তো ॥ ১১ ॥

পৌর্ণেতে। ব্যলীকবচনেন অপ্রিয়-বচনেন। বিহস্তা অনবস্থিতা। দশান্তরং মূর্চ্ছা। বৃন্দেতি। স্যন্দনাগ্রতঃ রথাগ্রে ॥ ১০ ॥

(নেপথ্যে) ক্ষণমবধারয় হতাশে! তিলমপি নয়নাঞ্চলং প্রকাশয়। হন্ত! ত্বরয়তি তুরগং নিষ্করুণো গান্ধিনীপুত্রঃ ॥ ১১ ॥

পৌর্ণমাসী। (উদ্বেগ সহকারে) আহা! সহসা সখীর এই অপ্রিয় বচনে অনবস্থিতা চন্দ্রাবলীর পদ্মহস্ত হইতে অর্দ্ধগ্রথিত পুষ্পমাল্য স্খলিত হইয়া পড়িল। হায়! হায়! চন্দ্রাবলী তন্দ্রাকুলা হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন ॥১০॥

বৃন্দা। দেখুন দেখুন, বিগতচেতনা চন্দ্রাবলীকে রথাগ্রে স্থাপন করিয়া পদ্মা বিলাপ করিতেছে।

(নেপথ্যে)—"হে হতাশে! একবার ক্ষণকালের জন্যও নয়ন-কোণে চাহিয়া দেখ। হায়! হায়! নিষ্ঠুর গান্ধিনীপুত্র অক্রূর অশ্বগণকে শীঘ্রগমনে উত্ত্যক্ত করিতেছে" ॥ ১১ ॥

পৌর্ণমাসী। হন্ত বৎসে, রাধিকামপশ্যন্তী বাঢ়মাকুলাস্মি।

বৃন্দা। (দক্ষিণতঃ প্রেক্ষ্য) হা ধিক্, পশ্য পশ্য,

ন বক্তুং নাবক্তুং পুরগমনবার্ত্তাং মুরভিদঃ
ক্ষমন্তে রাধায়ৈ কথমপি বিশাখাপ্রভৃতয়ঃ।
সমন্তাদাক্রান্তা নিবিড়জড়িমশ্রেণীভিরিমাঃ
পরং কর্ণাকর্ণিব্যবহৃতিমধীরং বিদধতি ॥ ১২ ॥

পৌর্ণমাসী। (সখেদম্)

যস্যালোকসুখে কৃতেন নিমিষৈরাক্ষিপ্যমাণে মনাক্
প্রত্যূহেন বরাক্ষি তদ্বিরহিতাস্ত্বং নৌষী মীনীরপি।

বৃন্দেতি। ন বক্তুমিত্যাদি। কেচিত্তু নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমপঠিত্বা তৎস্থানে তাপনং পঠন্তি। তল্লক্ষণম্—উপায়াদর্শনং যত্তু তাপনং নাম তদ্ভবেদিতি। অত্র রাধাসখীনামুপায়দর্শনং তাপনম্॥ ১২॥

পৌর্ণেতি। যস্যেতি। প্রত্যূহেন বিঘ্নেন। নিমেষরহিতাঃ মীনপত্ন্যঃ॥১৩॥

পৌর্ণমাসী। হায় বৎসে! শ্রীরাধিকাকে না দেখিয়া আমি অত্যন্ত আকুল হইয়াছি।

বৃন্দা। (দক্ষিণদিকে দেখিয়া) হা ধিক্! দেখুন দেখুন—বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন-বার্ত্তা কোনওরূপে বলিতেও পারিতেছে না, আবার না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছে না, এইরূপে ইহারা অতিশয় জড়তা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত অধীরভাবে পরস্পরের কাণে কাণে কথা বলিতেছে ॥ ১২ ॥

পৌর্ণমাসী। (খেদসহকারে) হে বরনয়নে! নিমেষরূপ বিঘ্নের দ্বারা একবারমাত্র যাঁহার দর্শন-সুখের বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তুমি নিমেষরহিতা

তস্মিন্ বিন্দতি মাধবে মধুপুরীং দৈবান্ন জানীমহে
হা রাধে প্রণয়ানুবিদ্ধমনসঃ কা তে গতির্ভাবিনী ॥ ১৩ ॥

বৃন্দা। পশ্য পশ্য, সমন্তাদাকস্মিকেন কোলাহলেন কুরঙ্গীব তরঙ্গিতদৃষ্টিরেষা বহির্বীথীমাসসাদ রাধা।

পৌর্ণমাসী। হা কষ্টম্।

দিব্যোন্মাদময়ীমুদ্ঘূর্ণামাপদ্যতে রাধিকা।
যদিয়মসম্বন্ধভূয়িষ্ঠামনেকভাষাময়ীং ভারতীমুদ্গিরতি ॥

পৌর্ণেতি। দিব্যোন্মাদস্য লক্ষণমুজ্জ্বলনীলমণাবুক্তম্। এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যাপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতি স্মৃতঃ। উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহুধা মতা ইতি। উদ্ঘূর্ণালক্ষণং তত্রৈবোক্তম্, স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতমিতি। দিব্যোন্মাদময়ীং দিব্যোন্মাদকৃতাম্। তৎ প্রকৃতবচনে ময়ট্। অসম্বন্ধ-ভূয়িষ্ঠামসম্বন্ধ-বহুলাম্। অনেকভাষাময়ীং প্রাকৃতসংস্কৃতরূপাম্।

মীনপত্নীদিগের প্রশংসা করিয়া থাক, হা রাধিকে, অদ্য সেই মাধব মধুপুর গমন করিলে তাঁহার প্রণয়াহত-হৃদয়া তোমার যে কি দশা ঘটিবে, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না ॥ ১৩ ॥

বৃন্দা। দেখুন, দেখুন, চারিদিক্ হইতে আকস্মিক কোলাহল-হেতু শ্রীরাধিকা কুরঙ্গীর ন্যায় চঞ্চলনয়নে রাজপথে উপস্থিত হইয়াছেন।

পৌর্ণমাসী। হায় কি কষ্ট—দেখিতেছি, শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদময়ী উদ্ঘূর্ণা দশা উপস্থিত হইয়াছে, কারণ, ইনি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-বিরহিতা নানা-ভাষাময়ী কথা উচ্চারণ করিতেছেন।

(নেপথ্যে)

বঅণবইণন্দনং স বন্ধুং রহপ্প-

বরোবরি পেক্‌খিঅ প্‌ফুরন্তং।

স্খলতি মম বপুঃ কথং ধরিত্রী

ভ্রমতি কুতঃ কিমমী নটন্তি নীপাঃ ॥ ১৪ ॥

পৌর্ণমাসী। শৃণুবঃ কিমাহ ললিতা।

(নেপথ্যে)

সহি রাহে মা বিসীদ পব্বদপরিক্কমো এসো।

পৌর্ণমাসী। শ্রূয়তাং বৎসায়া ব্যাহৃতিঃ।

(নেপথ্যে) ব্রজনরপতিনন্দনং সবন্ধুং রথপ্রবরোপরি প্রেক্ষ্য স্ফুরন্তম্। স্খলতীত্যাদি, কাং সংস্কৃতময়ীমিতি জ্ঞেয়ম্। প্রাগয়নং নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্—উত্তরোত্তররাক্যন্তু ভবেৎ প্রাগয়নং পুনরিতি ॥ ১৪ ॥

(নেপথ্যে) সখি রাধে! মা বিষীদ, পর্ব্বতপরিক্রমোপক্রমঃ এষঃ। এষঃ পর্ব্বতঃ পরিক্রান্তুমারব্ধ ইত্যর্থঃ।

(নেপথ্যে) সখি! বন্ধুজনের সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনকে রথের উপরিভাগে বর্ত্তমান দেখিয়া আমার গাত্র স্খলিত হইতেছে কেন? পৃথিবীই বা কেন ঘুরিতেছে এবং পুরোবর্ত্তী ঐ কদম্বতরুগুলিও কি নৃত্য করিতেছে? ॥ ১৪ ॥

পৌর্ণমাসী। আচ্ছা, ললিতা কি বলে—তাহা শুনা যাউক।

(নেপথ্যে) সখি রাধে! দুঃখিতা হইও না, এইমাত্র পর্ব্বত-উল্লঙ্ঘনের আরম্ভ হইল।

পৌর্ণমাসী। শ্রীরাধার কথা শ্রবণ কর।

(নেপথ্যে)

সহচরি পরিজ্ঞাতং সত্তঃ সমস্তমিদং ময়া
পটিমপটলৈস্ত্বং নিহ্নোতুং কিয়ৎ প্রভবিষ্যসি ।
বিরম কৃপণে ভাবী নায়ং হরের্বিরহক্লমো
মম কিমভবন্ কণ্ঠে প্রাণা মুহুর্নিরপত্রপাঃ ॥১৫॥

বৃন্দা । ভগবতি, বিবক্ষুরিব বিশাখা লক্ষ্যতে ।

(নেপথ্যে)

তং বিদ্ধংসিঅ কংসং রত্তিমুহে তুহ মেলিস্সই প্পণই ।
সহি মা ঘুম্ম বিলকৃখা কৃখমাবদীণং ধুরীণাসি ॥ ১৬ ॥

(নেপথ্যে রাধাহ ।) পটিমপটলৈঃ চাতুরীসমূহৈঃ । নিহ্নোতুং গোপয়িতুম্ । কৃপণে জনে ইতি সম্বোধনং সপ্তম্যন্তং বা ॥ ১৫ ॥

(নেপথ্যে) তং বিধ্বংস্য কংসং রাত্রিমুখে মিলিষ্যতি প্রণয়ী । সখি ! মা ঘূর্ণয় বিলক্ষা ক্ষমাবতীনাং ধুরীণাসি । অত্র বিলক্ষা বিস্ময়ান্বিতা । বিলক্ষো বিস্ময়ান্বিত ইত্যমরঃ ॥ ১৬ ॥

(নেপথ্যে) সখি ! আমি এখনই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি, তুমি কি চাতুরীর দ্বারা কিছু গোপন করিতে সমর্থ হইবে ? হে নিষ্ঠুরে ! ক্ষান্ত হও, হরিবিরহক্লেশ আমার ঘটিবে না । কারণ, আমার প্রাণ কি বারম্বার কণ্ঠদেশে উপস্থিত হইয়া নির্লজ্জ হইয়া থাকিবে ? অর্থাৎ তাহা কি বহির্গত হইবে না ? ॥ ১৫ ॥

বৃন্দা । ভগবতি ! বিশাখার কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছে ।

(নেপথ্যে)—সখি ! প্রণয়ী জন কংসকে বধ করিয়া রাত্রিকালে তোমার সহিত মিলিত হইবেন, অতএব তুমি বিস্ময়ান্বিতা হইয়া ঘূর্ণা পরিত্যাগ কর, যেহেতু, তুমি ক্ষমাবতী রমণীদিগের শিরোমণিস্বরূপা ॥১৬॥

পৌর্ণমাসী। সমাকর্ণয় বরবর্ণিনীবর্ণিতম্।

(নেপথ্যে)

নাশ্বাসনং বিরচয় ত্বমিদং হতাশে
শুষ্যন্মুখী মম গুণং পরিকীর্ত্তয়ন্তী।
দূরা মার্দ্দবভৃতোঽপি মুহুঃ ক্ষমায়াঃ
কুক্ষিং বিদারয়তি পশ্য রথাঙ্গনেমিঃ॥ ১৭॥

পৌর্ণমাসী। অহহ রাজীবনেত্রযাত্রা-বিত্রাসিতচেতাঃ কামপ্যধৈর্য্য-দীক্ষামুরীচকার চকোরাক্ষী।

বৃন্দা। ক্ষণং বিক্রোশন্তী লুঠতি শতাঙ্গস্য পুরতঃ
ক্ষণং বাষ্পগ্রস্তাং কিরতি কিল দৃষ্টিং হরিমুখে।

পৌর্ণেতি। বরবর্ণিন্যা শ্রীরাধায়া বর্ণিতং ভাষিতম্।
(নেপথ্যে) মার্দ্দবভৃতোঽপি কঠিনায়া অপি ক্ষমায়াঃ ধরিত্র্যাঃ। পক্ষে ক্ষমায়া ধৈর্য্যস্য। কুক্ষিম্ উদরম্। রথাঙ্গনেমিঃ চক্রধারঃ॥ ১৭॥
বৃন্দেতি। শতাঙ্গস্য রথস্য। পুরতঃ অগ্রে। বাষ্পগ্রস্তাং অশ্রুযুক্তাম্।

পৌর্ণমাসী। বরবর্ণিনী শ্রীরাধিকা কি বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর :—
(নেপথ্যে)—হে হতাশে! আমার গুণকীর্ত্তনে বিশুষ্কবদনা হইয়া আর আশ্বাস রচনা করিও না। ঐ দেখ, রথাঙ্গচক্র অতি কঠিনা পৃথিবীর কুক্ষি বিদীর্ণ করিতেছে॥ ১৭॥

পৌর্ণমাসী। হায় হায়, রাজীবলোচন শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রায় ভীতচিত্তা হইয়া এই চকোরাক্ষী শ্রীরাধিকা কোন্ অধৈর্য্যপূর্ণা অবস্থা অঙ্গীকার করিলেন? (অর্থাৎ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন।)

ক্ষণং রামস্যাগ্রে পততি দশনোত্তম্ভিত-তৃণা

ন রাধেয়ং কং বা ক্ষিপতি করুণাম্ভোধিকুহরে ॥ ১৮ ॥

পৌর্ণমাসী। (সাস্রম্) হা হন্ত হন্ত।

ন হি ন্যস্তা দৃষ্টিঃ ক্ষণমধরপালীপরিমলে

যয়া কংসারাতেঃ প্রিয়সহচরীণামপি পুরঃ।

গুরুণামপ্যগ্রে যদকলিতলজ্জাবলিরভূ-

দিয়ং রাধা সন্তস্তদিহ মম চেতো গ্লপয়তি ॥ ১৯ ॥

দশনোত্তম্ভিত-তৃণা দশনৈরুত্তম্ভিতানি তৃণানি যয়া সা। করুণাম্ভোধি-কুহরে কারুণ্যসমুদ্রবিলে। কুহরং শুষিরম্। শুধিরং বিবরং বিলমিত্য-মরঃ ॥ ১৮ ॥

পৌর্ণেতি। পালীরশ্রুক্ষপঙ্‌ক্তিষু। অকলিতলজ্জাবলিঃ অস্বীকৃতলজ্জাশ্রেণী ॥১৯॥

বৃন্দা। অহো! শ্রীরাধিকা কখনও বা চীৎকার করিতে করিতে রথের অগ্রে লুণ্ঠিত হইতেছেন, কখনও বা বাষ্পাকুললোচনে শ্রীকৃষ্ণের মুখে দৃষ্টিক্ষেপণ করিতেছেন, কখনও বা দন্তের দ্বারা তৃণ ধারণ করিয়া রামের অগ্রে পতিত হইতেছেন,—এইরূপ অবস্থায় ইনি কাহাকে না শোকসাগরে নিমগ্ন করিতেছেন ? ॥ ১৮ ॥

পৌর্ণমাসী। (অশ্রুপূর্ণলোচনে) হায়, কি কষ্ট! যিনি লজ্জাবশে প্রিয়-সখীদিগের সমক্ষেও কংসারি শ্রীকৃষ্ণের অধরবাহী সৌরভে কখনও দৃষ্টি ন্যস্ত করিতেন না, সেই শ্রীরাধা অদ্য গুরুজনগণের অগ্রে লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাতে আমার চিত্তে সাতিশয় দুঃখের উদয় হইতেছে ॥ ১৯ ॥

(পুনর্নিরূপ্য)

রথিনঃ পথি পশ্যতঃ সখেদং

বত রাধাবদনং মুরান্তকস্য।

কিরতো নয়নে ঘনাশ্রুবিন্দু-

নরবিন্দে মকরন্দবৎ ক্রমেণ ॥ ২০ ॥

বৃন্দা। ভগবতি, নূনং কুমারীণাং প্রাণাঃ প্রাণেশ্বরেণ সার্দ্ধমেবাগু প্রযাস্যন্তি।

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! হরেঃ সন্দেশ-হরং পশ্য পশ্য,

এতাস্তূর্ণং নয়ত কীয়তীরার্ত্তি-মিশ্রাস্তমিস্রা

ভাবী ভব্যাঃ পুনরপি ময়া মঙ্গলঃ সঙ্গমো বঃ।

পৌর্ণেতি। পুনরিতি। রথিনো রথমারূঢ়স্য সখেদং যথা স্যাত্তথা রাধা-বদনং পশ্যতো মুরান্তকস্য নয়নে অরবিন্দ-মকরন্দবৎ ঘনাশ্রুবিন্দুন্ কিরত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

পৌর্ণেতি। হে ভব্যাঃ! এতাস্তমিস্রা রাত্রীস্তূর্ণং নয়ত ক্ষিপত। বাষ্প-মিশ্রত্বেন দিবসানামপি রাত্রিতয়াধ্যবসানং কৃতম্। পুনর্ময়া সহ বো

(পুনরায় নিরূপণ করিয়া) শ্রীরাধার এই দুঃখপরিপূর্ণ মলিন বদন দর্শন করিয়া রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল হইতে ক্রমশঃ অশ্রুরূপ মকরন্দপাত হইতেছে ॥ ২০ ॥

বৃন্দা। ভগবতি! নিশ্চয়ই এই কুমারীদিগের প্রাণগুলি আজ প্রাণনাথের সহিতই গমন করিবে।

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! দেখ দেখ, এই শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত দূত আসিল। "হে শান্তশীলাগণ! তোমরা কোনওরূপে এই কয়েকটি

ইত্থং দীর্ঘৈরঘবিজয়িনা হন্ত সন্দানিতোঽভূ-
দাশাপাশৈঃ সরসিজদৃশাং প্রাণসারঙ্গসঙ্ঘঃ ॥ ২১ ॥

বৃন্দা। (সব্যথম্)

ন পিবতি মকরন্দং বৃন্দমিন্দিন্দিরাণাং
বনমপি ন ময়ূরাস্তাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্তি।
বিদধতি চ রথাঙ্গাঃ স্বাঙ্গনাভির্ন সঙ্গং
সরতি সরসিজাক্ষে গোষ্ঠতঃ পত্তনায় ॥ ২২ ॥

যুষ্মাকং মঙ্গলঃ সঙ্গমো ভাবী ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। সন্দানিতো বদ্ধঃ। সারঙ্গসঙ্ঘঃ মৃগসমূহঃ ॥ ২১ ॥

বৃন্দেতি। ইন্দিন্দিরাণাং ভ্রমরাণাম্। রথাঙ্গাঃ চক্রবাকাঃ। পত্তনায় পুরায় ॥ ২২ ॥

দুঃখপূর্ণ রজনী অতিবাহিত কর, পুনরায় আমার সহিত তোমাদের মঙ্গলজনক মিলন হইবে"—এইরূপে অঘবিজেতা শ্রীকৃষ্ণ সুদীর্ঘ আশাপাশের দ্বারা কমলাক্ষীদিগের প্রাণরূপ কুরঙ্গসমূহকে বন্ধন করিলেন ॥ ২১ ॥

বৃন্দা। (অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া) হায়! কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ গোকুল হইতে মথুরায় গমন করায় ভ্রমরগণ আর মধু পান করিতেছে না, ময়ূরগণ নৃত্য করিয়া আর শ্রীবৃন্দাবনকে অলঙ্কৃত করিতেছে না, চক্রবাকগণও আর নিজ নিজ পত্নীগণের সঙ্গ করিতেছে না ॥ ২২ ॥

পৌর্ণমাসী। (নেমিবর্ত্মানুসৃত্য সখেদম্)

অহহ !

অদ্বীপে ক্ষিপতী সমস্ত-জগতীমস্তোক-শোকাম্বুধৌ
রাধা সম্ভৃত-কাকুরাকুলমসৌ চক্রে তথা ক্রন্দনম্।
যেন স্যন্দন-নেমি-নির্ম্মিত-মহাসীমন্ত-দম্ভাদিদং
হা সর্ব্বংসহয়াপি নির্ভরমভূদ্দূরাদ্বিদীর্ণং ভুবা ॥ ২৩ ॥

বৃন্দা। হা কষ্টং! হা কষ্টং!

পুরঃ ক্বচন ধাবতি স্ফুরতি চিত্রিতেব ক্বচিৎ
তনোতি হসিতং ক্বচিৎ ক্বচন তীব্রমাক্রন্দতি।

পৌর্ণেতি। অদ্বীপে দ্বীপরহিতে। স্যন্দননেমিনা নির্ম্মিতো যো মহাসীমন্তো রেখাবিশেষস্তস্য দম্ভাৎ। সর্ব্বংসহয়াপি ভুবা দূরং ব্যাপ্যেদং নির্ভরং বিদীর্ণমভূৎ　ভাবে ক্তঃ ॥ ২৩ ॥

পৌর্ণমাসী। (রথনেমি-চিহ্নিত পথের অনুসরণ করিতে করিতে সখেদে) হায়! শ্রীরাধা কাকুবাক্যের দ্বারা এমন আকুলভাবে ক্রন্দন করিতেছেন যে, তদ্দ্বারা তিনি নিখিল জগৎকে আশ্রয়হীন শোকসাগরে ক্ষেপণ করিতেছেন। হায়, যেন এই শোকভরেই পৃথিবী রথচক্রাগ্রনির্ম্মিত রেখার ছলে বহুদূর ব্যাপিয়া বিদীর্ণ হইয়া গেলেন ॥ ২৩ ॥

বৃন্দা। হায়, কি কষ্টের কথা! মুকুন্দ-বিরহজাত আধির দ্বারা মুহুর্মুহুঃ অধীর হইয়া ধীরস্বভাবা এই শ্রীরাধা কখনও বা ধাবিতা হইতেছেন, কখনও বা চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হইতেছেন, কখনও বা উন্মত্তের

ইয়ং প্রলপতি ক্বচিৎ ক্বচন মৌনমালম্বতে
মুকুন্দবিরহোদ্গতৈর্মুহুরধীরধীরাধিভিঃ ॥ ২৪ ॥

(নেপথ্যে)

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দ্র-মুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্র-নীলদ্যুতিঃ ।
ক্ব রাসরস-তাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্ ॥ ২৫ ॥

বৃন্দেতি। মুকুন্দবিরহাদুদ্গতৈরাধিভি মনঃপীড়াভিরধীরধীঃ সতী, ক্বচন ধাবতীত্যাস্বন্বয়ঃ। চিত্রিতেব স্তব্ধেব আক্রন্দতি রোদিতি ॥ ২৪ ॥

নেপথ্যে রাধাহ, অত্যুৎকণ্ঠয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্নঃ। উত্তরমনবাপ্য বিয়োগজনকং বিধিং নিন্দতি ॥ ২৫ ॥

ন্যায় হাস্য করিতেছেন, কখনও বা তীব্রভাবে ক্রন্দন করিতেছেন, কখনও বা প্রলাপ করিতেছেন এবং কখনও বা মৌন অবলম্বন করিয়া থাকিতেছেন ॥ ২৪ ॥

(নেপথ্যে)—সেই নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায় ? সেই শিখিপুচ্ছভূষণ কোথায় ? মুরলীর রবরূপ মন্ত্রে যিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করেন—সেই প্রাণেশ্বর কোথায় ? সখি ! সেই নীলমণি কোথায় গেলেন ? রাসরসের নৃত্যকারী সেই রসিকশেখর কোথায় ? আমার জীবনরক্ষার ঔষধি, আমার সুহৃৎশ্রেষ্ঠ সেই মহারত্ন কোথায় ? হা বিধাতঃ ! তোমাকে ধিক্, তুমি তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেলে ? ॥ ২৫ ॥

পৌর্ণমাসী। ধিক্ কষ্টং মূর্ত্তমেতদ্দুর্নিবারং কারুণ্যাডম্বরং পরিলম্বতে, তদিতস্তূর্ণং মে প্রস্থিতিঃ পথ্যা।

বৃন্দা। ভগবতি! মুখরামত্র সন্নিধাপয়িতুমিচ্ছামি।

ইত্যুভে নিষ্ক্রান্তে।

বিষ্কম্ভকঃ।

(ততঃ প্রবিশতি সখীভ্যামাশ্বাস্যমানা রাধা)

রাধা। (সাক্রন্দম্)

নিপীতা ন স্বৈরং শ্রুতিপুটিকয়া নর্ম্মভণিতি-
র্ন দৃষ্টা নিঃশঙ্কং সুমুখি মুখপঙ্কেরুহরুচঃ।

পৌর্ণেতি। মূর্ত্তং মূর্ত্তিমৎ। কারুণ্যাডম্বরং কারুণ্যাধিক্যম্। পথ্যা হিতকারিণী।

বিষ্কম্ভকেতি। ভবেদ্বিষ্কম্ভকো ভূতভাবিবস্ত্বংশসূচক ইতি।

রাধেতি। নিপীতেতি। প্রথমং বিধুতং নাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্—

পৌর্ণমাসী। হায়, কি কষ্ট! দুর্নিবার কারুণ্যাধিক্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এ স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থানই হিতজনক।

বৃন্দা। ভগবতি! মুখরাকে এই স্থানে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি।

[অতঃপর উভয়ের প্রস্থান।

বিষ্কম্ভক।

(তদনন্তর সখীদ্বয়-কর্ত্তৃক আশ্বাসিতা হইয়া শ্রীরাধিকার প্রবেশ)

রাধা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) হে সুমুখি! আমি প্রাণ ভরিয়া যথেচ্ছভাবে কর্ণপুটের দ্বারা প্রিয়তমের পরিহাসবাক্য পান করি নাই, আমি নিঃশঙ্কভাবে সেই কমললোচনের মুখকান্তি দর্শন করিতে পারি

হরের্বক্ষঃ-পীঠং ন কিল ঘনমালিঙ্গিতমভূ-
দিতি ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্ফুটতি লুঠদন্তর্মম মনঃ ॥২৬॥

বিশাখা। হলা কহ্নস্স পচ্চাঅমণসন্দেসং জাণন্তী বি ঈরিসে বেঅণাণল-ঝলক্কারে অপ্পাণং পক্খিবন্তী কীস সহীণং পরাণং করীসেণ রন্ধেসি।

রাধা। চেতঃ খিন্নজনে হরেঃ পরিণতং কারুণ্য-বীচীভরৈ-
রিত্যাভীর-নতভ্রুবাং সখি ভবেদালোকসম্ভাবনা।

বিধূতং কথিতং দুঃখমভীষ্টার্থানবাপ্তিত ইতি। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনা-লিঙ্গনাদ্যনবাপ্ত্যা দুঃখং 'বিধূতম্'। ঘনং নিবিড়ং যথা স্যাত্তথা মমান্ত-র্মনো লুঠৎ সৎ স্ফুটতি বিদীর্য্যতি ॥ ২৬ ॥

বিশাখেতি। সখি! কৃষ্ণস্য প্রত্যাগমনসন্দেশং জানন্ত্যপি ঈদৃশে বেদনা-নল-ঝলৎকারে আত্মানং পরিক্ষিপন্তী কস্মাৎ সখীনাং প্রাণান্ কারীষেণ রুন্ধয়সি। কারীষ উৎপলিকাগ্নিঃ।

রাধেতি। হরেশ্চেতঃ কারুণ্য-বীচীভরৈঃ খিন্নজনে পরিণতং সদয়ত্বম্ ইতি।

নাই, তাঁহার সুবিস্তৃত বক্ষঃপীঠও আমি গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিতে পারি নাই—এই সকল চিন্তা করিতে করিতে আমার মর্ম্ম বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ২৬ ॥

বিশাখা। সখি! শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমন-সংবাদ জানিয়াও কেন ঈদৃশ বেদনানলের জ্বালায় আপনাকে ক্ষেপণ করিয়া সখীদিগের প্রাণ গোময়াগ্নিতে দগ্ধ করিতেছ?

শ্রীরাধিকা। সখি, শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত দীনজনের প্রতি কারুণ্য-তরঙ্গে পরিপূর্ণ, এই হেতু গোপকুমারীদিগের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের সম্ভাবনা ঘটিতে

মর্ম্মগ্রন্থি-নিকৃন্তন-ব্যবসিনী তং তাদৃশং বৈরিণী
ক্রূ রেয়ং বিরহব্যথা ন সহতে মদ্ভাগধেয়োৎসবম্ ॥ ২৭ ॥
(ইত্যার্ত্তিং নাটয়ন্তী)
উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণো
দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশল্যাদপি ।
তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকা-নিচয়তোঽপ্যুচ্চৈর্মমায়ং বলী
মর্ম্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতের্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ ॥ ২৮ ॥

ইতীতি পাঠে ক্রিয়াপদমূহ্যম্। উন্মত্তায়াস্তস্যা অসম্বন্ধবাক্যত্বাৎ। এতীতি পাঠে ইতি পদমূহ্যম্। তাদৃশং মদ্ভাগ্যোৎসবম্ ইয়ং বিরহব্যথা ন সহতে ইত্যন্বয়ঃ। বিরোধনাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্,—যত্তু ব্যসন-মায়াতি বিরোধঃ স নিগদ্যতে ইতি। অত্র ষষ্ঠ এব বিরোধাগমনেন বিরোধঃ দর্শনসম্ভাবনা চেত্তদা কথং শোচসীত্যত্রাহ মর্ম্মেত্যাদি ॥ ২৭ ॥
উত্তাপীতি। পুটঃ তৈজসদ্রবীকরণপাত্রম্। তস্য পাকোঽর্ভকঃ পুটাদ্যুৎ-ক্ষিপ্তো যঃ কশ্চিদবয়বস্তস্মাৎ। ক্ষোভণো মোহকারী। দম্ভোলেঃ বজ্রাৎ। বিসূচিকা ব্যাধিবিশেষঃ ॥ ২৮ ॥

পারে, কিন্তু আমার পরম শত্রুরূপিণী মর্ম্মগ্রন্থিচ্ছেদনশীলা ক্রূর-বিরহব্যথা আমার তাদৃশ সৌভাগ্যোৎসব সহ্য করিতে পারিবে না। (অর্থাৎ প্রবল-বিরহে আমার জীবন ততকাল পর্য্যন্ত থাকিবে না) ॥ ২৭ ॥

(ইহা বলিয়া অতিশয় শোক-প্রকাশ করিতে লাগিলেন)

হায়! হায়! পুটপাক হইতেও উত্তাপযুক্ত, তীব্র-গরল হইতেও মোহকারী, বজ্র হইতেও দুঃসহ, হৃদয়শূল হইতেও কটু, প্রৌঢ় বিসূচিকা-ব্যাধি হইতেও তীব্র, গোকুলপতির বিরহজাত বলবান্ জ্বর পরম-দম্ভভরে আমার মর্ম্মস্থান-সমূহ ভেদ করিতেছে ॥ ২৮ ॥

(ইতি মুক্তকণ্ঠং রোদিতি)

(নেপথ্যে)

অদ্য প্রাণ-পরার্দ্ধতোঽপি দয়িতে দূরং প্রযাতে হরৌ
হা ধিগ্ দুঃসহ-শোক-শঙ্কুভিরভূদ্বিদ্ধান্তরা রাধিকা।
তেনাস্যাঃ প্রতিষেধমার্য্যচরিতে! ত্বং মা কৃথা মা কৃথাঃ
ক্ষীণেয়ং ক্ষণমত্র সুষ্ঠু বিলুঠত্বার্ত্তস্বরং রোদিতু ॥ ২৯ ॥

ললিতা। (নেপথ্যাভিমুখমালোক্য স্বগতম্) বুন্দে সাহু সাহু জং ণিবারণুম্মুহী মুহরা তুএ নিবারিদা।

(নেপথ্যে)—বৃন্দাহ, হে আর্যাচরিতে মুখরে! উপন্যাসনাম প্রতিমুখ-সন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্—যুক্তিভিঃ সন্ধিতো যোঽর্থ উপন্যাসঃ স উচ্যতে ইতি। অত্র যুক্তিমদর্থঃ প্রকট এব ॥ ২৯ ॥

ললিতেতি। বৃন্দে! সাধু সাধু, যন্নিবারণোন্মুখী মুখরা ত্বয়া নিবারিতা।

(ইহা বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন)

(নেপথ্যে)—কোটি-কোটি-প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম হরি দূরে গমন করায় শ্রীরাধিকার অন্ত দুঃসহ শোকশূলের দ্বারা মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, অতএব হে আর্যাচরিতে মুখরে! এখন তুমি আর কিছুতেই ইঁহাকে নিষেধ করিও না, এই ক্ষীণাঙ্গী ক্ষণকাল ভূমিলুণ্ঠন করিয়া আর্ত্তস্বরে প্রাণ ভরিয়া রোদন করুন্ ॥ ২৯ ॥

ললিতা। (নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত) বৃন্দে! শ্রীরাধিকাকে নিবারণোদ্যতা মুখরাকে নিবারণ করিয়া তুমি উত্তম কার্য্য করিয়াছ।

রাধা। (পুনশ্চক্রবাকীং বিলোক্য সাভ্যর্থনম্)

ইয়মুপগতা প্রাচীতস্ত্বং রথাঙ্গি ! হরি-
স্তব পদমগাদক্ষ্ণোরস্য প্রবৃত্তিমুদীরয় ।
বিলয়তি রথ-ক্লান্তিং হন্ত প্রভোঃ পথি তস্য কঃ
প্রণয়তি জনঃ কো বা পত্রাঙ্কুরাদিপরিষ্ক্রিয়াম্ ॥৩০॥

ললিতা। পিঅসহি ! বিওইণীণিউরম্ব কুড়ুম্বং কলম্বসাহি-
সিহরে, মহুরাপত্থাণুক্কণ্ঠিদং বিঅ পেক্খ বলিপুট্ঠরাঅং।

রাধেতি। ইয়মিতি। রথাঙ্গি হে চক্রবাকি ! প্রবৃত্তিং বার্ত্তাম্ উদীরয় কথয়। বিলয়তি নাশয়তি। ক্লান্তিং শ্রান্তিম্। প্রণয়তি করোতি ॥ ৩০ ॥

ললিতেতি। প্রিয়সখি ! বিয়োগিনী-নিকুরম্বকুটম্বং কদম্বশাখি-শিখরে মথুরাপ্রস্থানোৎকণ্ঠিতমিব পশ্য বলিপুষ্টরাজম্। বলিপুষ্টাঃ কাকাস্তেষাং রাজানম্।

রাধা। (পুনরায় চক্রবাকীকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিয়া) হে চক্রবাকি ! তুমি ত পূর্ব্বদিক হইতে আসিতেছ, হরি নিশ্চয়ই তোমার নেত্রপথের আস্পদীভূত হইয়াছেন, অতএব তাঁহার সংবাদ বল। পথে পরিশ্রান্ত হইলে কেই বা তাঁহার রথশ্রান্তি নিবারণ করিতেছে এবং কেই বা তাঁহার বেশভূষণাদি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিতেছে ? ॥ ৩০ ॥

ললিতা। প্রিয়সখি ! কদম্ববৃক্ষ-শিখরে অবস্থিত এই বায়সরাজের দিকে চাহিয়া দেখ ; বিরহিণীগণের কুটুম্বরূপে এ যেন মথুরাযাত্রার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।

রাধা (সশ্লাঘম্)

ভ্রাতর্ব্বায়স-মণ্ডলী-মুকুট হে ! নিষ্ক্রম্য গোষ্ঠাদিতঃ
সন্দেশং বদ বন্দনোত্তরমমুং বৃন্দাটবীন্দ্রায় মে।
দগ্ধুং প্রাণপশুং শিখী বিরহভূরিদ্ধে মদঙ্গালয়ে
সান্দ্রং নাগরচন্দ্রভিন্ধিরভসাদাশার্গলা-বন্ধনম্ ॥৩১॥

(সব্যতঃ শারিকামবেক্ষ্য)

ন বেদ্মি সখি শারিকে যদসি তস্য দূতী হরে-
রিদং প্রথমতঃ স্ফুটং কথয় মুঞ্চ বার্ত্তাং পরাম্।

রাধেতি। ভ্রাতরিতি। বন্দনাদুত্তরং, বিরহজন্মনা বহ্নিঃ দীপ্যতে। ভিন্ধি ছিন্ধি। রভসাৎ শীঘ্রম্ ॥ ৩১ ॥

রাধেতি। ন বেদ্মীতি। পিষ্টঃ চূর্ণীকৃতঃ কটুকণ্টকঃ উগ্রশত্রুঃ ক্ষুদ্রশত্রো চ

রাধা। (শ্লাঘার সহিত) হে ভ্রাতঃ ! হে বায়সকুলচূড়ামণি ! তুমি গোকুল হইতে গমন করিয়া বন্দনা-পুরঃসর বৃন্দাবনেশ্বরকে এই সংবাদ বলিবে যে, হে নাগরচন্দ্র ! তোমার বিরহাগ্নি আমার অঙ্গরূপ আলয়ে আমার প্রাণপশুকে দগ্ধ করিবার জন্য সানন্দে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, অতএব তুমি তাহার মিলনাশারূপ অর্গলবন্ধন ছেদন করিয়া দেও ॥ ৩১ ॥

(বামদিকে শারিকাকে দেখিয়া)—সখি শারিকে ! তুমি যে হরির দূতী, তাহা আমি জানিতাম না, অতএব এখন অন্য বার্ত্তা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে স্পষ্ট করিয়া বল যে, তিনি

স পিষ্ট-কটুকণ্টকঃ সখিভিরাবৃতো বর্ত্ততে
রথো রথ ইতি ব্রুবন্ কিমধুনা প্রতীচীমুখঃ ॥৩২॥
(ইতি ক্রোশন্তী সশঙ্কম্)
কিং জপ্পিস্সদি সম্পদং গুরুঅণো হা বৈণবং ক্বামৃতং
জুত্তিং সোঅহরং সুণামি ণ কহং হা ণম্মভঙ্গী ক্ব সা।
কিং ধারেমি ন ধেরিঅং কৃখণমহং হা প্রাণনাথঃ ক্ব মে
কণ্ঠং মুঞ্চধ রে পরাণ-হদআ হা ধিঙ্ ন দৃষ্টো হারঃ ॥ ৩৩ ॥

কণ্টকঃ ইতি কোষঃ। অধুনা কিং প্রতীচীমুখঃ সন্ রথো রথ ইতি ব্রুবন্ বর্ত্তত ইত্যন্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥

রাধেতি। কিং জল্পিষ্যতি সাম্প্রতং গুরুজনো হা বৈণবং ক্বামৃতং যুক্তিং শোকহরং শৃণোমি ন কথং হা নর্ম্মভঙ্গী ক্ব সা। ধৈর্য্যং কিং ন ধারয়ামি। হন্ত হৃদয়ে হা প্রাণনাথঃ! ক্ব মে কণ্ঠং মুঞ্চত রে প্রাণ-হতকা! হা ধিঙ্ ন দৃষ্টো হরিঃ। পদ্যস্যাস্যানেকময়ত্বং দীব্যোন্মাদজনিতত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

ক্ষুদ্র-শত্রু সংহার-পুরঃসর সুহৃদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া পশ্চিমমুখ হইয়া এখন কি "রথ" "রথ" এই শব্দ বলিতেছেন ? ॥ ৩২ ॥

(এই বলিয়া ভয়ের সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে) হায়! সম্প্রতি গুরুজন কি বলিবেন? এখন সেই বংশীনাদামৃত কোথায়? সেই শোকহারিণী যুক্তিই বা কোথায়? সেই পরিহাসভঙ্গীই বা কোথায়? কি প্রকারেই বা আমি ক্ষণকাল ধৈর্য্যধারণ করিব? হায়! আমার প্রাণনাথ কোথায়? হায়, আমাকে ধিক্! আমি এখনও হরিকে দেখিতে পাইলাম না। অরে হতভাগ্য প্রাণ! শীঘ্র আমার কণ্ঠদেশ পরিত্যাগ কর ॥ ৩৩ ॥

বিশাখা। (অপবার্য্য) ললিদে! তুরিঅং কুণু কংপি উবাঅং জেণ এসো পরাণবিদ্দোহী পিঅসহীএ বেঅণতরঙ্গো কৃখণং বি সিঢিলীঅদি।

ললিতা। (রাধামুপেত্য সংস্কৃতেন)

আশঙ্কেমহি পঙ্কজাক্ষি কুতকী নির্ম্মায় মায়াং ক্রমা-
দক্রূরাদিময়ীং হরিঃ পরিহসত্যস্মান্ কলাবানলম্।
মোক্তুং ন ক্ষমতে কদাপি যদয়ং বৃন্দাটবীকন্দরং
শক্যঃ প্রেক্ষিতুমঞ্জসা সখি স চেৎ কুঞ্জান্তরে মৃগ্যতে॥ ৩৪॥

বিশাখেতি। কর্ণে লগিত্বাহ, ললিতে! ত্বরিতং কুরু কমপি উপায়ং যেন এষঃ প্রাণবিদ্রোহী প্রিয়সখ্যা বেদনাতরঙ্গঃ ক্ষণমপি শিথিলায়তে।

ললিতেতি। আশঙ্কেতি। কুতকী হরিঃ ক্রমাদক্রূরাদিময়ীং মায়াং নির্ম্মায়াস্মাকমলং পরিহসতি যস্মাদয়ং কদাপি বৃন্দাটবী-কন্দরং মোক্তুং ন ক্ষমতে; যদি কুঞ্জান্তরে মৃগ্যতে তর্হ্যঞ্জসা প্রেক্ষিতুং শক্যঃ স্যাদিত্যন্বেয়ম্॥ ৩৪॥

বিশাখা। (কাণে কাণে) ললিতে! শীঘ্র এমন কোনও উপায় কর, যাহাতে প্রিয়সখীর প্রাণহারী এই বেদনা-তরঙ্গ ক্ষণকালের জন্যও কিঞ্চিৎ উপশান্ত হয়।

ললিতা। (শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হে পঙ্কজাক্ষি! আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, কলাভিজ্ঞ চতুর হরি ক্রমশঃ অক্রূরাদিময়ী মায়া নির্ম্মাণ করিয়া আমাদের সহিত অতিশয় পরিহাস করিতেছেন। কারণ, তিনি ত বৃন্দাবনকন্দর পরিত্যাগ করিতে কখনও সমর্থ নহেন, অতএব হে সখি, যদি তাঁহাকে কুঞ্জান্তরে অন্বেষণ করা যায়, তবে অবশ্যই দেখিতে পাইব॥ ৩৪॥

বিশাখা। ললিদে! সাহু সাহু সচ্চং বিঅক্খণাসি।
রাধা। হন্ত সখ্যৌ! নাসম্ভাব্যমিদং তন্মৃগয়েমহি।

(ইতি পরিক্রম্য পুরঃ কুরঙ্গীর্বিলোকয়ন্তী সবাষ্পমুচ্চৈঃ)

হরি হরি! ভবতীভিঃ স্বান্তহারী হরিণ্যো!
হরিরিহ কিমপাঙ্গাতিথ্যসঙ্গী ব্যধায়ি।
যদনুরণিত-বংশী-কাকলীভির্মুখেভ্যঃ
সুখতৃণ-কবলা বঃ সামিলীঢ়াঃ স্খলন্তি ॥ ৩৫ ॥

(ইত্যগ্রতো গত্বা সাট্টহাসম্)

বিশাখেতি। ললিতে! সাধু সাধু, সত্যং বিচক্ষণাসি।
রাধেতি। স্বান্তহারী হরিঃ কিমপাঙ্গাতিথ্যসঙ্গী চক্রে। সুখকারি-তৃণ-কবলাস্তৃণগ্রাসাঃ। সামিলীঢ়া অর্দ্ধচর্ব্বিতাঃ ॥ ৩৫ ॥

বিশাখা। ললিতে! তুমি সত্যই বিচক্ষণা, তুমি ভাল বলিয়াছ।
রাধা। ঠিক ঠিক সখি! এ কথা ত' অসম্ভব নহে, তবে এস, আমরা তাঁহাকে অন্বেষণ করি।

(অতঃপর ভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখে হরিণীকে দেখিয়া বাষ্পাকুলনেত্রে উচ্চে) হরি হরি! হে হরিণীসকল, যখন পুনঃ পুনঃ বংশীনাদ-শ্রবণে তোমাদের মুখ হইতে সুখজনক তৃণগ্রাস অর্দ্ধচর্ব্বিত হইয়াও স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, তখন কি তোমরা মনোহারী হরিকে অপাঙ্গপথের পথিক করিয়াছ? ॥ ৩৫ ॥

(ইহার পর অগ্রসর হইয়া অট্টহাসের সহিত)

আলে মোলিচ্ছিপ্পং ভণ পলিহলন্তী কুডিলদং
কুডুঙ্গে গূঢ়ঙ্গো ণিবসই কহিং পিঞ্ছমউলী।
নবাম্ভোদশ্রেণী স্তনিত গণতোঽপ্যর্ব্বুদগুণং
পিঅং ভো তুম্হাণং মুরলীজণিদং জস্স রণিদং ॥৩৬॥

বিশাখা। (সোদ্গ্রীবমবেক্ষ্য) এসা পিঅসহীএ কুণ্ডণিউঞ্জে গুঞ্জাঅলী দীসই।

রাধা। (সম্ভ্রমেণাদায় জিঘ্রন্তী সোৎকম্পম্)
মণিরাজরুচা বিরাজিতা দনুজারেঃ স্ফুরতি বক্ষসি।
ইহ কিং লুঠসি ত্বমাকুলা সখি গুঞ্জাবলি! কুঞ্জবর্ত্মনি ॥ ৩৭ ॥

অয়ে ময়ূরি! ক্ষিপ্রং ভণ, পরিহরন্তী কুটিলতাং কুঞ্জে গূঢ়াঙ্গো নিবসতি কুত্র পিঞ্ছমৌলী। নবাম্ভোদশ্রেণীস্তনিত-গণতোঽপ্যর্ব্বুদগুণম্। প্রিয়ং ভো! যুষ্মাকং মুরলীজনিতং যস্য রণিতম্ ॥ ৩৬ ॥

বিশাখেতি। এষা প্রিয়সখ্যাঃ কুণ্ড-নিকুঞ্জে গুঞ্জাবলী দৃশ্যতে ॥ ৩৭ ॥

আরে ময়ূরি! শীঘ্র কুটিলতা ত্যাগ করিয়া বল, শিখিপুচ্ছধারী হরি কোন্ কুঞ্জে অঙ্গ-গোপন করিয়া বিরাজ করিতেছেন? যেহেতু তাঁহার মুরলী-ধ্বনি নূতন মেঘ-ধ্বনি হইতেও তোমাদের নিকট অর্ব্বুদগুণে প্রিয়তর। ৩৬ ॥

বিশাখা। (উদ্গ্রীব হইয়া অবলোকন পুরঃসর) এই যে প্রিয়সখীর কুণ্ডের তীরবর্ত্তী নিকুঞ্জের গুঞ্জাবলী দেখা যাইতেছে।

রাধা। (সম্ভ্রমের সহিত লইয়া আঘ্রাণ-পুরঃসর কম্পমানকলেবরে) হে সখি গুঞ্জাবলি! তুমি মণিরাজ কৌস্তুভের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া দনুজারি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিয়া থাক, হায়! এখন সেই তুমিই ব্যাকুল হইয়া কুঞ্জপথে গড়াগড়ি দিতেছ ॥ ৩৭ ॥

ললিতা। মগ্‌গণাহি-ণিবেসেণ অবিণ্ণাদ-মগ্‌গাও অম্হে কধং সহিত্থলী পেরণ্তং পত্তম্হ।

রাধা। হা প্রিয়সখি চন্দ্রাবলি! (ইত্যৌৎসুক্যমভিনীয়) তামদৃষ্টপূর্ব্বাং বল্লভিত-বল্লবেন্দ্রনন্দনাং চন্দ্রাবলীং দ্রষ্টুমিচ্ছামি।

বিশাখা। কৃখু করালাএ মন্দিরে সন্দানিদা কৃখিণদি।

রাধা। তদমুং গিরীন্দ্রমেব গৌরবেণ গিরাং পাত্রং করবাণি।

ললিতেতি। মার্গণাভিনিবেশেন অবিজ্ঞাতা মার্গগ্রামা বয়ং কথং সখীস্থলী-প্রান্তং প্রাপ্তাঃ স্মঃ। সখীস্থল্যাঃ সখীথরা ইত্যাখ্যস্য গ্রামস্য নিকটমিত্যর্থঃ।

রাধেতি। বল্লভঃ প্রিয় ইবাচরিতো বল্লবেন্দ্রনন্দনো যয়া।

বিশাখেতি। সা খলু করালায়া মন্দিরে সন্দানিতা ক্ষিণোতি। সন্দানিতা রুদ্ধা ইতি যাবৎ। সা চন্দ্রাবলী করালা-নাম্নী চন্দ্রাবল্যাঃ পিতামহী।

রাধেতি। গিরাং পাত্রং স্তুতিবিষয়ম্॥ ৩৮॥

ললিতা। সখি! অনুসন্ধানের অভিনিবেশে আমরা গ্রামের পথ না জানিয়া কিরূপে সখীস্থলী গ্রামের প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইলাম?

রাধা। হা প্রিয়সখি চন্দ্রাবলি! (এই বলিয়া অত্যন্ত ঔৎসুক্য দেখাইয়া) যিনি গোপরাজ-কুমারের সহিত স্বামীর ন্যায় আচরণ করিয়াছেন, আমি সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব চন্দ্রাবলীকে দেখিতে চাই।

বিশাখা। তিনি করালার মন্দিরে আবদ্ধা থাকিয়া ক্ষীণ হইতেছেন।

রাধা। তবে চল এই গিরীন্দ্রকেই গৌরব সহকারে স্তব করি।

(ইতি পরিক্রম্য সের্ষম্)

বিশাখে ! কুতঃ সাম্প্রতং প্রতারয়সি, যদগ্রে দেবী চন্দ্রাবলী ।

(ইত্যুপসৃত্য সবাষ্পগদ্গদম্)

কুসুমিনি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মদান্ধ-মধুব্রতে
ত্রসদিব দৃশোর্দ্বন্দ্বং ন্যস্যন্ স্মিতস্ফুরিতাধরঃ ।
কিমিহ মুরলীপাণির্বেণীশিখোচ্চল-চন্দ্রকঃ
সখি তব সখা দৃষ্টঃ স্বৈরী ব্রজেন্দ্র-সুতস্ত্বয়া ॥৩৮॥

(কন্দরে নিজোক্তিপ্রতিধ্বনিমাকর্ণ্য সব্যথম্)

কথং সাক্রন্দমসৌ মামেবানুগচ্ছতি ।

(ইতি সবিধমাসাদ্য সব্যামোহম্)

রাধেতি । সাক্রন্দং সরোদনম্ । অসৌ চন্দ্রাবলী ।

(এই বলিয়া পরিক্রমণ-পূর্ব্বক ঈর্ষা-সহকারে) বিশাখে ! কেন এখন আমাকে প্রতারণা করিতেছ ? এই যে দেবী চন্দ্রাবলী অগ্রে বর্ত্তমান ।

(এই বলিয়া অগ্রসর হইয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে) সখি ! কুসুমিত লতাকুঞ্জে যথায় মধুপানে মত্ত হইয়া অলিকুল গুঞ্জন করিতেছে, তথায় যিনি হাস্যমুখে শঙ্কিত ব্যক্তির ন্যায় নয়নযুগল ক্ষেপণ করিয়া বিরাজমান, যাঁহার হস্তে মুরলী এবং মস্তকে ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া, সেই স্বচ্ছন্দবিহারী ব্রজরাজনন্দন তোমার সখাকে কি তুমি দেখিতে পাইয়াছ ? ॥ ৩৮ ॥

(গিরি-কন্দরে নিজের কথার প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া দুঃখ-সহকারে) ইনি কেন সরোদনে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?

(এই বলিয়া নিকটে যাইয়া মোহ-সহকারে)

সাস্ক্রৈঃ সুন্দরি ! বৃন্দশো হরিপরিষ্বঙ্গৈরিদং মঙ্গলং
দৃষ্টং তে হতরাধয়াঙ্গমনয়া দিষ্ট্যাদ্য চন্দ্রাবলি !
দ্রাগেনাং নিহিতেন কণ্ঠমভিতঃ শীর্ণেন কংসদ্বিষঃ
কর্ণোত্তংস-সুগন্ধিনা নিজভুজদ্বন্দ্বেন সন্ধুক্ষয় ॥৩৯॥

(ইত্যালিঙ্গিতুমুপক্রমতে)

ললিতা। হলা ফড়িঅসিলা পড়িবিম্বিদা এসা তুমং জ্জেব্ব ণ কৃখু চন্দাঅলী।

সান্দ্রৈরিতি। বৃন্দশঃ বহুতরৈঃ। কৃষ্ণবিরহেণ স্বং শীর্ণাভূদতঃ প্রতিবিম্বেঽপি শীর্ণত্বং দৃষ্টং তয়া। হে সুন্দরি চন্দ্রাবলি ! অনয়া হতরাধয়াদ্য তেঽঙ্গং দিষ্ট্যা ভাগ্যেন দৃষ্টম্। নিজভুজদ্বন্দ্বেনৈনাং মাং দ্রাক্ ঝটিতি সন্ধুক্ষয় তর্পয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ললিতেতি। সখি স্ফটিকশিলা প্রতিবিম্বিতা এষা ত্বমেব ন খলু চন্দ্রাবলী।

হে সুন্দরি ! তোমার যে অঙ্গ হরির বহুতর মনোজ্ঞ আলিঙ্গনের দ্বারা মঙ্গলময় হইয়াছে, আজ এই হতভাগিনী রাধা সৌভাগ্যবলেই সেই অঙ্গ দর্শন করিতে পারিল। অতএব হে চন্দ্রাবলি ! তোমার যে ভুজযুগল কংসারির কর্ণশোভি কুসুম-সৌরভে পরিলিপ্ত, সেই শীর্ণ ভুজযুগলের দ্বারা শীঘ্র আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আমার তৃপ্তিবিধান কর ॥ ৩৯ ॥

(ইহা বলিয়া আলিঙ্গন করিবার উপক্রম করিলেন)

ললিতা। হায় ! এ ত' চন্দ্রাবলী নহে, এ যে স্ফটিকশিলায় তোমারই প্রতিবিম্ব।

রাধা। (নিরূপ্য) নাতথ্যং ব্রবীষি (ইতি পুরো গত্বা সোল্লাসং বিহস্য) ললিতে! দিষ্ট্যাহমমুক্ত-বিগ্রহাস্মি সংবৃত্তা।

পশ্য পশ্য, (ইত্যঙ্গুল্যা দর্শয়ন্তী)

বিদূরে কংসারির্মুকুটিত-শিখণ্ডাবলিরসৌ
পুরো গৌরাঙ্গীভিঃ কলিত-পরিরম্ভো বিলসতি।

(ইতি সাভ্যসূয়ং পুনর্নিরূপ্য সখেদম্)

ন কান্তোঽহয়ং শঙ্কে সুরপতিধনুর্ধাম-মধুর-
স্তড়িল্লেখা-হারী গিরিমবললম্বে জলধরঃ ॥ (ইতি মূর্চ্ছতি) ॥৪০॥

রাধেতি। অমুক্ত-বিগ্রহা অত্যক্ত-দেহা অস্মি জাতা। মুকুট-বদাচরিতা শিখণ্ডাবলির্যেন সঃ। পুষ্পনাম সন্ধ্যাঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্—সবিশেষং বিধানং যৎ পুষ্পং তদিতি সংজ্ঞিতমিতি। অত্র পুনর্জলধরতয়া বিশেষ-জ্ঞানাৎ পুষ্পম্ ॥ ৪০ ॥

রাধা। (নির্দ্ধারণ করিয়া) অসত্য কথা বল নাই। (ইহা বলিয়া অগ্রে গমন-পূর্ব্বক উল্লাসভরে হাস্য করিয়া) ললিতে! ভাগ্যক্রমে আমি অত্যক্তদেহা হইলাম।

দেখ দেখ, (ইহা বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইতে লাগিলেন) ঐ দূরে ময়ূরপুচ্ছমুকুটধারী শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গীগণ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন।

(অসূয়া-সহকারে এই কথা বলিয়া পুনরায় নিরূপণ করিয়া সখেদে) সখি! ইনি ত সে কান্ত নহেন, এ যে ইন্দ্রধনুর দ্বারা শোভ-মান এবং বিদ্যুৎলেখাহারী স্নিগ্ধ নব-জলধর গিরিকে অবলম্বন করিয়াছে। (ইহা বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন) ॥ ৪০ ॥

উভে। হলা! সমস্সস্স, সমস্সস্স।

রাধা। (সমাশ্বস্য সাদরম্)

গিরীন্দ্র! ত্বং প্রেম্না প্রবর-বরিবস্যা বিরচনে
বরীয়ানিত্যঙ্কে তব বসতি শঙ্কে প্রভুরসৌ।
(ইতি কাকুমাতন্বতী)
দরীদ্বারং দূরাদ্দ্রুতমিহ দরোদ্‌ঘাট্য দয়য়া
দুরন্তং দৈন্যোর্ম্মিং মম দময় দামোদরদৃশা ॥ ৪১ ॥
(পুনর্নিভাল্য)

কথমেষ ঝাংকারি-বারি-নির্ঝরায়িত-মহাশ্রুপূরো মৌনমেবাবলম্বতে।

উভে ইতি। সখি! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

রাধেতি। গিরীন্দ্রং স্তৌতি। বরিবস্যা সেবা। অঙ্কে ক্রোড়ে। দুরন্তং দুর্গমম্। ভঙ্গস্তরঙ্গ উর্ম্মির্বাস্ত্রিয়ামিত্যমরাৎ। দৃশা দর্শনেন ॥ ৪১ ॥
কথমিতি। ঝাংকারীণি ঝাংকারশব্দ-যুক্তানি যানি বারীণি তেষাং নির্ঝর-

---

উভে (ললিতা ও বিশাখা)। সখি! ধৈর্য্য অবলম্বন কর, আশ্বস্তা হও।

রাধা। (আশ্বস্তা হইয়া সাদরে) হে গিরীন্দ্র! তুমি প্রেম-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট সেবার আচরণে গৌরবান্বিত; অতএব অনুমান হয়, আমার প্রাণনাথ তোমার ক্রোড়ে বাস করিতেছেন।

(কাতরোক্তি বিস্তার-পূর্ব্বক) দয়া করিয়া দূর হইতে শীঘ্র গুহাদ্বার উন্মুক্ত করত দামোদরকে দর্শন করাইয়া আমার এই দুরন্ত দৈন্য-তরঙ্গকে দমন কর ॥ ৪১ ॥

(পুনরায় দেখিয়া) হায়, ইনি যে ঝনৎকার শব্দে নির্ঝর-জলরূপ প্রবলাশ্রু-পূর্ণ হইয়া মৌন অবলম্বন করিলেন।

ললিতা। হলা! কুড়ুঙ্গে লুক্কিদো মাহবো তুএ কিত্তিঅ-বারং ণ লদ্ধোত্থি তাং ণিব্বিণ্ণা মা হোহি।

রাধা। (পরিক্রম্য সসম্ভ্রমম্) সাধু ললিতে! সাধু সাধু, পশ্য দূরাদক্রূরেণ সার্দ্ধং পুরঃ স্যন্দনমারূঢ়োঽয়ং নন্দ-নন্দনঃ তদেনং কণ্ঠগ্রাহমবরোহয়িষ্যে।

(ইতি তদভ্যর্ণমাসাদ্য সব্যথম্)

গিরেঃ শৃঙ্গং স্বর্ণস্তবকিতমিদং হন্ত! ন রথ-
স্তমালোঽসৌ নীলদ্যুতিরিহ ন গোপী-রতিগুরুঃ।

ললিতেতি। সখি! কুঞ্জে লুকায়িতো মাধবস্ত্বয়া কতিবারং ন লব্ধোঽস্তি তস্মান্নির্বিণ্ণা মা ভব।

রাধেতি। সব্যাগ্রং তমালতরুং গিরিশৃঙ্গং দৃষ্ট্বাহ, কণ্ঠগ্রাহং কণ্ঠে গৃহীত্বা।

ললিতা। সখি! কুঞ্জেও লুকায়িত মাধবকে কতবার তুমি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছ, অতএব নিরাশ হইও না।

রাধা। (অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে) সাধু ললিতে! সাধু, সাধু। ঐ দেখ, দূরে অক্রূরের সহিত পুরোভাগে রথারূঢ় নন্দ-নন্দন বিরাজ করিতেছেন, অতএব ইঁহাকে কণ্ঠধারণ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করাইতেছি।

(ইহা বলিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইয়া ব্যথার সহিত) হায়! হায়! সম্মুখে এ যে স্বর্ণস্তবক-ভূষিত পর্ব্বতের শৃঙ্গ। এ ত' রথ নহে, এ যে নীলবর্ণ তমালবৃক্ষ, এ ত গোপীগণের প্রেমগুরু শ্রীকৃষ্ণ নহেন, এটি যে বলবান্ ব্যাঘ্র, এ ত' কংসের দূত অক্রূর নহে,

বলী শার্দ্দূলোঽহয়ং ন হি নৃপতিদূতঃ সখি ! পুরো
বিধাতুর্বামত্বাৎ কথমিতরথা সর্ব্বমুদভূৎ ॥ ৪৬॥

(ইতি মূর্চ্ছতি)

বিশাখা। (সাবেগম্) ললিদে ! জাব ভিসিণীদ-লাইং আণেমি তবণং পড়ঞ্চলেণ বীএহি। (ইতি ধাবতি)

(নেপথ্যে)

বিরহভরমুদীর্ণং প্রেক্ষ্য রাধাতিদৈন্যং
স্ফুটমখিলমশুষ্যন্মানসী হন্ত ! গঙ্গা।

অবরোহয়িষ্যে উত্তারায়িষ্যামি। কথমিতি। কথং সর্ব্বমন্যথাহন-ভীষ্টমভূৎ ॥ ৪৬ ॥

বিশাখেতি। ললিতে ! যাবৎ বিসিনী-দলানি পদ্মদলানি আনয়ামি, তাবদেনাং পটাঞ্চলেন বীজয়।

বিরহেতি। রবিতুরঙ্গানামাজীব্যা জীবিকারূপা শৃঙ্গাগ্রবর্ত্তিনা দূর্ব্বা যস্য সঃ।

হায় সখি ! বিধাতা প্রতিকূল হওয়ায় সকলই কি অন্যরূপ হইয়া গেল ? ॥ ৪৬ ॥

(ইহা বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন)

বিশাখা। (আবেগ-সহকারে) ললিতে ! যতক্ষণ আমি পদ্মদল আনয়ন না করি, ততক্ষণ তুমি বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা ইঁহাকে বাতাস কর। (ইহা বলিয়া দৌড়াইলেন)

(নেপথ্যে)—হায় ! শ্রীরাধিকার উৎকট বিরহজাত দৈন্যের আতিশয্য দেখিয়া স্পষ্টতঃ মানসী গঙ্গা শুষ্ক হইয়া গেল, হা কি কষ্ট ! যাহার

অহহ রবিতুরঙ্গাজীব্যশৃঙ্গাগ্র-দূর্ব্বঃ
শত-ভুজমিতিরাসীদেষ গোবর্দ্ধনোঽপি ॥ ৪৭ ॥

রাধা। (প্রবুধ্য সপ্রণয়ের্ষম্) হলা রাহে! মুঞ্চ অলিঅমাণ-দুল্ললিত্তণং।

ললিতা। (নিশ্বস্য নম্রী ভবতি)

রাধা। হলা রাহে! এসো দে পঅসদ্দ দিন্ন কণ্ণো কেলি-কুড়ুঙ্গে প্পবিসদি কহ্নো।

(ইতি ললিতায়াঃ পদান্তে পতন্তী)

শত-ভুজমিতি শত-হস্তপরিমাণঃ। গোবর্দ্ধনঃ শত-হস্তপরিমিতঃ আসীৎ সঙ্কুচিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

রাধেতি। প্রবুধ্যাত্মানং ললিতাং মত্বা ললিতান্তু রাধাং মত্বাহ। সখি রাধে! মুঞ্চ অলীকমান-দুর্ল্লিতত্বম্।

(পুনঃ) রাধেতি। সখি রাধে! এষ তে পদশব্দ-দত্তকর্ণঃ কেলিনিকুঞ্জে প্রবিশতি কৃষ্ণঃ।

শৃঙ্গাগ্রের দূর্ব্বা সূর্য্যাশ্বসকল ভোজন করিত, সেই গোবর্দ্ধন গিরি সঙ্কুচিত হইয়া মাত্র শতহস্তপরিমাণে পরিণত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

রাধা। (চৈতন্য লাভ করিয়া নিজেকে ললিতা মনে করিয়া প্রণয়যুক্ত ঈর্ষার সহিত) সখি রাধে! অলীক মানের দুর্ল্লিতত্ব ত্যাগ কর।

ললিতা। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নম্রবদনে থাকিলেন)

রাধা। সখি রাধে! তোমার পদশব্দে উৎকর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কেলি-নিকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন।

(এই বলিয়া ললিতার পাদসমীপে পতিত হইলেন)

মুকুন্দোঽয়ং কুন্দোজ্জ্বলপরিসরং কুঞ্জময়তে
লতালী চ স্মেরা মধুপবিরুতৈস্ত্বাং ত্বরয়তি।
তদুত্তিষ্ঠোন্মত্তে ন তুদ পদলগ্নাং সহচরীং
দুরাপস্তে মৌগ্ধ্যাদ্বিরমতি বরীয়ানবসরঃ ॥ ৪৮॥

ললিতা। হা হতম্হি! দেব্ব হদএণ।

(ইতি ফুৎকৃত্য রোদিতি)

বিশাখা। (সম্ভ্রমাদুপেত্য) ললিদে! কিং ক্খু এদং ধীরা হোহি।

রাধা। (সবিস্ময়ম্) সহি! কিং ক্খু তুমং চ্চেঅ ললিদাসি।

মুকুন্দ ইতি। ন তুদ ন ব্যথয়। বিরমতি বৃথা গচ্ছতি॥ ৪৮ ॥
ললিতেতি। হা হতাস্মি! দৈব-হতকেন।
বিশাখেতি। ললিতে! কিং খল্বেতৎ ধীরা ভব।
রাধেতি। সখি! কিং খলু ত্বমেব ললিতাসি।

সখি! ঐ মুকুন্দ কুন্দপুষ্প-শোভিতপরিসর কুঞ্জে গমন করিতেছেন; লতাবলীও যেন হাসিতে হাসিতে মধুকর-গুঞ্জনের দ্বারা তোমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। অতএব হে উন্মত্তে! পাদ-পতিতা সহচরীকে আর ব্যথিত করিও না; এই দুর্ল্লভ ও শ্রেষ্ঠ অবসর তোমার মুগ্ধতার জন্য বিফলে গেল॥ ৪৮ ॥

ললিতা। হায়! দুর্ভাগিনী আমি—দৈব-কর্ত্তৃক হত হইলাম।

(এই বলিয়া ফুৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)

বিশাখা। (নিকটে আসিয়া সাদরে) ললিতে! এ কি করিতেছ? ধৈর্য্য ধারণ কর।

রাধা। (সবিস্ময়ে) সখি! এ কি! তুমিই বুঝি ললিতা!

ললিতা। (সগদ্গদম্) অধইং।

রাধা। অম্মহে ! সচ্চং ভণদি, জং অহং রাহম্মি।

(সমন্তাদ্বিলোক্য)

ণুণং বণমালিআ পুপ্ ফাইং বিএতুং এত্থ পত্থম্মি।

তা কহ্নস্স কণ্ণপূরকিদে মল্লিত্থবঅং গেহ্নিস্সং।

(ইতি পুষ্পবাটিকামুপেত্য সাতঙ্কম্)

কিমগ্রে মল্লীনাং স্খলতি কলিকাশ্রেণিরধুনা

সরোজানাং কিম্বা ত্রুটিতি পরিতো কোরকততিঃ।

ললিতেতি। অথ কিং।

রাধেতি। অহো ! সত্যং ভণতি, যদহং রাধিকাস্মি।

(পুনঃ রাধাহ।) নূনং বনমালিকা পুষ্পাণি বিচেতুম্ অত্র প্রাপ্তাস্মি কৃষ্ণকর্ণপূরকৃতে মল্লিকাস্তবকং গ্রহীষ্যামি।

ললিতা। (গদ্গদস্বরে) হাঁ আমিই সেই।

রাধা। অহো ! সত্য বলিতেছ, তবে আমিই কি রাধা ? (চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) তবে নিশ্চয়ই আমরা বনমালার পুষ্প চয়ন করিতে এখানে আসিয়াছি। তবে শ্রীকৃষ্ণের কর্ণভূষণের জন্য মল্লিকাস্তবক চয়ন করি।

(ইহা বলিয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া সাতঙ্কে) কি আশ্চর্য্য ! অধুনা মল্লিকা-পুষ্পের কলিকাগুলি স্খলিত হইতেছে কেন ? পদ্মসমূহের কোরক কেনই বা চতুর্দ্দিকে ত্রুটিত হইতেছে ? জাতি-ফুলের মুকুলগুলিই বা শ্যামকান্তি ধারণ করিতেছে

কথং বা জাতীনাং দধতি মুকুলাঃ শ্যামলরুচং
হরের্বৃন্দারণ্যে দ্রুতমহহ কেয়ং গতিরভূৎ ॥ ৪৯ ॥

উভে। ণূণং মহাদাবাগ্গিজ্জালাবিলীঢ়া এসা বণত্থলী।

রাধা। ললিদে ! ণ জাণে তীকৃখদাবাণলকীলা-বিলীঢ়ং ব্ব কীস অজ্জ মে চিত্তং পড়িভাদি, তা দিট্ঠিমেত্ত মহিদপঅণ্ডদাব-মণ্ডলং দে বঅস্সং অণুসরম্হ।

ললিতা। এদু এদু পিঅসহী। (ইতি তিস্রঃ পরিক্রামন্তি)

ছায়া। কেয়ং দুঃখরূপা গতিরভূৎ ॥ ৪৯ ॥

উভেতি। নূনং দাবাগ্নিজ্বালা-বিলীঢ়া এষা বনস্থলী।

রাধেতি। ললিতে ! ন জানে তীক্ষ্ণদাবানলক্রীড়া-বিলীঢ়ং আস্বাদিতমিব কস্মাদদ্য মে চিত্তং প্রতিভাতি, তস্মাৎ দৃষ্টিমাত্র-মথিত-প্রচণ্ডদাবমণ্ডলং তে বয়স্যমনুসরাবঃ।

ললিতেতি। এতু এতু প্রিয়সখী।

কেন ? হায়, শ্রীহরির বৃন্দাবনে অতিশীঘ্র এ কি দুর্গতি উপস্থিত হইল ॥ ৪৯ ॥

উভয়ে (ললিতা ও বিশাখা)। নিশ্চয়ই এই বনস্থলী মহাদাবানলের জ্বালায় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

রাধা। ললিতে ! জানি না, কেন আজ আমার চিত্ত তীক্ষ্ণদাবানল-ক্রীড়ার দ্বারা পরিব্যাপ্ত বোধ হইতেছে ! তবে বল, দৃষ্টিমাত্রে যিনি প্রচণ্ডদাবানলমণ্ডলকে মথিত করিয়াছিলেন, তোমার সেই বয়স্যের অনুসরণ করি।

ললিতা। প্রিয়সখি ! তাই চল।

(ইহা বলিয়া তিন জনেই চলিতে লাগিলেন)

রাধা। (সহর্ষম্) ণাদিদূরে গোউলেন্দণন্দণো ভবে জং এসা গোমণ্ডলী লক্খিঅদি।

(ইতি পরিক্রম্য সোদ্বেগম্)

চরতি ন পুনঃ শষ্পং বাষ্পপ্রবাহি-বিলোচনা
মুখপরিসরে লব্ধোদ্ঘূর্ণা ন লেঢ়ি চ তর্ণকান্।
কিমিতি পরিতো হম্বারাবৈরিয়ং সখি! ভিন্দতী
হরি হরি! হরের্ধেনুশ্রেণী পরং পথি শীর্য্যতে॥ ৫০॥

রাধেতি। নাতিদূরে গোকুলেন্দ্র-নন্দনো ভবেৎ। যদেষা গোমণ্ডলী দৃশ্যতে।

চরতীতি। বাষ্পপ্রবাহযুক্তে বিলোচনে যস্যাঃ সা। লব্ধা উদ্ঘূর্ণা তর্ণকান্ বৎসান্ ন লেঢ়ি জিহ্বয়া নাস্বাদতি, হে সখি! হরেরিয়ং ধেনুশ্রেণী পথি কিমিতি শীর্য্যতে॥ ৫০॥

রাধা। (হর্ষভরে) গোপেন্দ্রনন্দন অনতিদূরেই আছেন, কারণ, ঐ দেখ, গোমণ্ডলী দৃষ্ট হইতেছে।

(এই বলিয়া পরিক্রমণ করিয়া উদ্বেগের সহিত) হরি! হরি! হরির এই ধেনুশ্রেণী অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া তৃণ-ভোজন করিতেছে না, মুখের নিকটে বৎসগণ উপস্থিত হইলেও উদ্ঘূর্ণা দশা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে লেহন করিতেছে না, হাম্বারবে ইহারা চতুর্দ্দিক্ ভেদ করিতেছে, হায় সখি! পথেই ইহারা যার-পর-নাই শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে॥ ৫০॥

(নেপথ্যে)

দংশঃ কংসনৃপস্য বক্ষসি রুষা কৃষ্ণোরগেণার্প্যতাং
দূরে গোষ্ঠ-তড়াগ-জীবনমিতো যেনাপজহ্রে হরিঃ।
হা ধিক্! কঃ শরণং ভবেন্মৃদিলুঠদ্গাত্রীয়মন্তঃ-ক্লমা-
দাভীরী-শফরীততিঃ শিথিলিত-শ্বাসোর্ম্মিরামীলতি ॥ ৫১ ॥

রাধা। (সোৎকম্পং ঘূর্ণন্তী মূর্চ্ছতি)

ললিতা। হলা! সমসস্স সমসস্স।

রাধা। (চক্ষুরুন্মীল্য নভো বিলোকয়ন্তী) দেব দিবাকর! নমস্যতি রাধিকা সাধয়াভীষ্টম্।

দংশ ইতি। কৃষ্ণবর্ণেনোরগেণ, পক্ষে কৃষ্ণরূপেণোরগেণ। শরণং রক্ষিতা। অন্তিমাবস্থাং প্রাপ্নোতি ॥ ৫১ ॥

ললিতেতি। সখি! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

(নেপথ্যে)—যে ব্রজতড়াগের জীবন হরিকে এ স্থান হইতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই কংস-ভূপতির বক্ষে রোষভরে কৃষ্ণসর্প দংশন করুক, হায়! হরির অভাবে এই আভীরী-শফরীকুল ভূমিতলে লুণ্ঠিতগাত্র হইয়া, আন্তরিক কষ্ট-বশতঃ শ্বাসতরঙ্গ-শিথিল হইয়া শেষদশা প্রাপ্ত হইতেছে, হা ধিক্! কে এখন ইহাদিগকে রক্ষা করিবে? ॥৫১॥

রাধা। (কাঁপিতে কাঁপিতে ঘূর্ণিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)

ললিতা। সখি! সমাশ্বস্ত হও, সমাশ্বস্ত হও।

রাধা। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া) দেব দিবাকর! রাধিকা প্রণাম করিতেছে, আপনি অভীষ্টসাধন করুন।

বিশাখা। (সসম্ভ্রমম্) সহস্স-ভাণুণা মঙ্গলং আসংসিদং।

রাধা। (অশ্রুতিমভিনীয়) হন্ত! হন্ত!

বিষূচীনৈর্নীতা মধুরিম-পরীতৈর্মধুভিদঃ
পদৈর্বৈলক্ষণ্যং কিমপি জগতী-লোচনহরম্।
ইয়ং তীরক্ষৌণী তরণি-তনয়ায়াঃ সখি! দৃশো-
র্ব্রজন্তী পন্থানং মম করণবৃত্তীর্জ্জরয়তি ॥ ৫২ ॥

ললিতা। হলা! এত্থ পুলিনে সূরং আরাহিঅ অহিট্ঠং অব্ভ-
ত্থেম্হ।

বিশাখেতি। সহস্র-ভানুনা মঙ্গলমাশংসিতম্।

রাধেতি। বিষূচীনৈঃ সর্ব্বত্র ব্যাপকৈর্ম্মুরভিদঃ পদৈর্জগতী-লোচনহরং কিমপি বৈলক্ষণ্যং নীতা সতী, যং তরণি-তনয়ায়াস্তীরক্ষৌণী দৃশোঃ পন্থানং ব্রজন্তী মমেন্দ্রিয়বৃত্তির্জ্জরয়তি বিবশাঃ করোতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

ললিতেতি। সখি! অত্র পুলিনে সূর্য্যমারাধ্যাভীষ্টমর্থয়ামঃ।

বিশাখা। (সসম্ভ্রমে) সহস্ররশ্মি ভানু-কর্ত্তৃক মঙ্গল বিহিত হইয়াছে।

রাধা। (কিছুই শুনিতে না পাইয়া) হায়! হায়! সখি! সর্ব্বতো-ব্যাপ্ত মধুসূদনের মধুরিমাপূর্ণ পদচিহ্নের দ্বারা যমুনোপকূলের এই তীর-ভূমি জগতের দৃষ্টিহারী এমন কোন বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হইয়াছে যে, ইহা আমার নয়নযুগলের পথবর্ত্তী হইয়া আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলকে বিবশ করিয়া তুলিতেছে ॥ ৫২ ॥

ললিতা। সখি! এস, এই পুলিনে সূর্য্য-আরাধনা-পূর্ব্বক অভীষ্ট প্রার্থনা করি।

রাধা। (পুলিনে লুঠন্তী)

ত্বমস্মাকং যস্মিন্ পশুপরমণীনাং রচিতবান্
সদা ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণয়-গহনাং তুষ্টিলহরীম্।
তদেতৎ কালিন্দীপুলিনমিহ খিন্নাঃ কিমধুনা
পরীরম্ভাদম্ভোরুহমুখ! ন সম্ভাবয়সি নঃ ॥ ৫৩ ॥

ললিতা। (কালিন্দীমবলোক্য)

বহিণি! মিহিরবংসূত্তংসরূবে, তু অত্তো
মহুমহণ পউত্তিং লব্ধ্,কামাগদম্মি।

রাধেতি। হে অম্ভোরুহমুখ! অধুনা কিমিহ পুলিনে খিন্নান্নঃ পরিরম্ভান্ন সম্ভাবয়সি ন সম্পন্নয়সি ॥ ৫৩ ॥

ললিতেতি। ভগিনি! মিহিরবংশোত্তংসরূপে ত্বত্তো মধুমথনপ্রবৃত্তিং লব্ধু-কামাগতাস্মি।

রাধা। (পুলিনে গড়াগড়ি দিতে দিতে) হে কমললোচন! যে পুলিনে তুমি আমাদের এই গোপবালাদিগের গাঢ় প্রণয়-পূর্ণা সন্তোষ-লহরী রচনা করিয়াছিলে—সেই যমুনাপুলিনে ব্যথিতা আমাদিগকে এখন আলিঙ্গন দ্বারা কেন তুষ্ট করিতেছ না? ॥ ৫৩ ॥

ললিতা। (কালিন্দী দর্শন করিয়া) হে ভগিনি! তুমি সূর্য্যবংশের ভূষণ-স্বরূপা। তোমার নিকট মধুসূদনের বৃত্তান্ত জানিতে আমরা আসিয়াছি।

রাধা। যদজনি মণি-হর্ম্ম্যস্পর্দ্ধি কুঞ্জানুবিদ্ধং
তব সখি! নব রোধস্তস্থ লীলাবরোধঃ।
(ইতি মূর্চ্ছতি)

বিশাখা। ললিদে! বণমালিণো ণিম্মাল্ল-মালং ণাসাসিহরে অপ্পেহি।

(ইত্যুভে তথা কুরুতঃ)

রাধা। (চিরাৎ প্রবুধ্য) ললিতে! সমাকর্ণয়,
দৃষ্টঃ কোঽপি ভয়ঙ্করঃ সখি! ময়া স্বপ্নো বলীয়ানভূ-
দেতস্মিন্নপি মে প্রতীতি রচনা জাগ্রদ্দশেত্যুদগতা।

রাধেতি। ললিতোক্তপদ্যার্দ্ধং পূরয়তি যদিতি। রোধঃ কূলম্, অবরোধঃ গৃহম্।

বিশাখেতি। ললিতে! বনমালিনো নির্ম্মাল্য-মালাং নাসাশিখরেঽর্পয়।

রাধেতি। দৃষ্ট ইত্যাদি। এতস্মিন্ স্বপ্নে কৃষ্ণং হন্ত! রথেন সত্বরতয়া নীত্বা পুরং গচ্ছতীতি বক্তুমশক্ততয়া শান্তমহহ ক্ষেমং ব্রজে তিষ্ঠত্বিত্যনেন পদ্যাবশিষ্টং পূরিতবতী। বাক্‌কেলির্নাম বীথ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্—

রাধা। সখি যমুনে! তোমার এই নবীন কূল মণিময় হর্ম্ম্যের স্পর্দ্ধাকারী কুঞ্জে শোভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াগৃহে পরিণত হইয়াছিল।
(ইহা বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)

বিশাখা। ললিতে! বনমালীর নির্ম্মাল্য-মালা ইঁহার নাসিকাগ্রে ধারণ কর। (দুই জনে সেইরূপ করিলেন)

রাধা। (বহুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিয়া) ললিতে! শ্রবণ কর, সখি! আমি এমন কোন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, ঐ স্বপ্ন বলবান্ হইয়া

দূতঃ কোঽপি দুরাগ্রহঃ ক্ষিতিপতেরাগত্য বৃন্দাটবীং
কৃষ্ণং হন্ত! রথেন (ইত্যর্দ্ধোক্তে)
শান্তমহহ ক্ষেমং ব্রজে তিষ্ঠতু ॥ ৫৪ ॥

তদহং দুঃস্বপ্নবিপাকশান্তয়ে কলিন্দনন্দিন্যাং কৃতাভিষেকা মুকুন্দং পশ্যেয়ম্।

বিশাখা। হলা! খেলাতিত্থং গচ্ছহ্ম, জহিং সদা মুউন্দো খেলদি।

(ইতি সর্ব্বাঃ পরিক্রামন্তি)

সাকাঙ্ক্ষত্বৈব বাক্যস্য বাক্‌কেলিঃ স্যাৎ সমাপ্তিত ইতি। শান্তমিত্যাদি বাক্‌কেলিঃ ॥ ৫৪ ॥

বিশাখেতি। সখি! খেলাতীর্থং গচ্ছামঃ যত্র সদা মুকুন্দঃ খেলতি। খেলাতীর্থং কালীহ্রদম্।

উহাই জাগ্রদ্দশার প্রতীতি উৎপন্ন করিল, দেখিলাম, কোন এক দুরাত্মা দূত রাজার নিকট হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রথের দ্বারা—(এই অর্দ্ধোক্তির পর) শান্তি হউক, আহা, ব্রজে মঙ্গল বিরাজ করুক ॥ ৫৪ ॥

এখন আমি দুঃস্বপ্ন-জনিত বিপদের শান্তিকামনায় যমুনায় স্নান করিয়া কৃষ্ণ দর্শন করিব।

বিশাখা। সখি! চল, আমরা খেলাতীর্থে গমন করিতেছি, ঐ স্থানে সর্ব্বদা মুকুন্দ ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

[এই বলিয়া সকলের প্রস্থান।

(ততঃ প্রবিশতি বৃন্দা মুখরা চ)

মুখরা। বচ্ছে! কিং করেদি রাহী?

বৃন্দা। আর্য্যে! পশ্যেয়ং, বিশাখয়া সহ খেলাতীর্থমবগাহতে।

রাধা। (তুঙ্গাং তরঙ্গশোভাং বিলোক্য)

বিশাখে! সাধু সাধু যদদ্য খেলাতীর্থমুপনীতাস্মি।

পশ্য, নীলাম্বুজবনীনিলীনস্তব সখা বিস্তৃতভুজার্গলঃ খেলতি।

(ইত্যুভে নিষ্ক্রান্তে)

বিশাখা। অদো ওদরেহি।

মুখরেতি। বৎসে! কিং করোতি রাধা?

বিশাখেতি। ততোঽবতর।

(অনন্তর বৃন্দা ও মুখরা প্রবেশ করিলেন)

মুখরা। বৎসে! রাধিকা এখন কি করিতেছেন?

বৃন্দা। আর্য্যে! দেখুন, রাধা বিশাখার সহিত খেলাতীর্থে অবগাহন করিতেছেন।

রাধা। (অত্যুচ্চ তরঙ্গ-শোভা দেখিয়া) বিশাখে! সাধু সাধু! আমি অদ্য খেলাতীর্থে উপনীতা হইয়া ভালই করিয়াছি। দেখ, তোমার সখা নীল-কমল-বনে লুক্কায়িত হইয়া ভুজার্গল বিস্তার করিয়া খেলা করিতেছেন।

(ইহা বলিয়া দুই জনে চলিলেন)

বিশাখা। তবে জলে অবতরণ কর।

ললিতা। (বিলোক্য সবিক্রোশম্) হদ্ধী হদ্ধী ! হদম্হি হদম্হি ! এসা পিঅসহী বিসাহাএ সদ্ধং গহিরপবাহে ণিমগ্গা জেব্ব ণ উণ ইদো উত্থিদা, তা তুণ্ণং দোণং তইআ ভবিস্সং।

(ইত্যবতরণং নাটয়তি) ॥ ৫৫ ॥

মুখরা। (সাস্রম্) হা দেব্ব ! হা দেব্ব ! কিং ক্খু এদং।

বৃন্দা। (সাক্রন্দম্) ধিক্ ! কেয়ং গতিরুপস্থিতা।

(ইত্যার্ত্তিং নাটয়ন্তী)

আর্য্যে ! মন্যুনাবতিতীর্ষাং তরসা ধারয় ললিতাম্।

(ইত্যুভে তথা কুরুতঃ)

ললিতেতি। (তয়োর্জলপ্রবেশং দৃষ্ট্বা) হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! হতাস্মি এষা প্রিয়সখী বিশাখয়া সহ গভীরপ্রবাহে নিমগ্না এব ন পুনরিত উত্থিতা তস্মাত্তূর্ণং দ্বয়োস্তৃতীয়া ভবিষ্যে ॥ ৫৫ ॥

মুখরেতি। হা দৈব ! হা দৈব ! কিং খল্বিদম্।

(ইত্যুভে তথা কুরুতঃ)। মুখরা বৃন্দা ললিতাং ধারয়তঃ।

ললিতা। (দেখিয়া রোদন করিতে করিতে) হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! হত হইলাম, হত হইলাম, এই যে প্রিয়সখী বিশাখার সহিত গভীর স্রোতে নিমগ্না হইলেন, আর ত' পুণরায় উঠিলেন না, অতএব শীঘ্র এই দুই জনের পরে আমি তৃতীয় হই।

(ইহা বলিয়া অবতরণ করিতে লাগিলেন) ॥ ৫৫ ॥

মুখরা। (অশ্রুপাত করিতে করিতে) হা দৈব ! হা বিধাত ! এ কি হইল।

বৃন্দা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) ধিক্ ! এ কি অবস্থা হইল !

(ইহা বলিয়া ব্যথা প্রকাশ-পূর্ব্বক) আর্য্যে ! শোকাবেগে অবতরণ-কারিণী ললিতাকে সত্বর ধরিয়া ফেলুন। (দুই জনে তাহাই করিলেন)।

ললিতা। (বিলোক্য স্বগতম্) হদ্ধী হদ্ধী! গরিট্‌ঠো বিগ্‌ঘো উবত্থিদো, তা কেণাবি ববদেসেণ ইদো ণিক্কমিঅ গোঅট্‌ণে ভিউপড়ণেণ ণং পিঅজণবিওঅদংসণেণাবি অবিদিন্নং শিলাক-ঢিণং তণুঅং সিলাহিং চূন্নস্‌সং।

(ইতি শোকাবেগমপহ্নুত্য প্রকাশম্)

অজ্জে! মুঞ্চেহি মং অহং গত্তুঅ এদং অচ্চরিঅং বুত্তং ভঅবদী পহুদীণং বিণ্ণবিস্‌সং।

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)

ললিতেতি। হা ধিক্! হা ধিক্! গরিষ্ঠঃ বিঘ্ন উপস্থিতঃ, তৎ কেনাপি ব্যপদেশেন ইতো নিষ্ক্রম্য গোবর্দ্ধনে ভৃগুপতনেন প্রিয়জনবিয়োগ-দর্শনেনাপি অবিদীর্ণাং শিলা-কঠিনাং তনুং শিলাভিশ্চূর্ণয়িষ্যামি। আর্য্যে! মুঞ্চ মাং অহং গত্বা এতদাশ্চর্য্যং বৃত্তং (বৃত্তান্তং ইতি যাবৎ)

ললিতা। (অবলোকন করিয়া স্বগত) হা ধিক্! হা ধিক্! গুরুতর বাধা উপস্থিত হইল, তবে কোনও ছলে এ স্থান হইতে যাইয়া গোবর্দ্ধনে ভৃগুপতনের দ্বারা প্রিয়জনের বিয়োগ-দর্শনেও যে তনু বিদীর্ণ হইল না, সেই পাষাণের ন্যায় কঠিন শরীরকে শিলা-সমূহের দ্বারা চূর্ণ করিব।

(এই বলিয়া শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া প্রকাশ্যে)

আর্য্যে! আমাকে ত্যাগ করুন, আমি এখনই যাইয়া এই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত ভগবতী প্রভৃতিকে জানাইতেছি।

(এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন)

(আকাশে)—

প্রভুর্ভবতি কঃ কৃতী মহিমপূরমস্যাঃ পরং
নিরূপয়িতুমুজ্জ্বলং জগতি গোপবামভ্রুবঃ।
মুনীন্দ্র-কুলদুর্লভা নবতড়িদ্বিলাসাঢ্য যা
ভিদাং সহ বয়স্যয়া মিহিরমণ্ডলস্যাকরোৎ ॥৫৬॥

বৃন্দা। আর্য্যে! শ্রূয়তাং, রাধিকায়াঃ সিদ্ধিরমীভির্মেঘান্তরিতৈঃ সিদ্ধৈঃ শ্লাঘ্যতে।

মুখরা। (ভূতলে লুঠন্তী)
হা হা ণত্তিণি রাহে! কহিং গদাসি?

ভগবতী-প্রভৃতীনাং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি। ভগবতী-প্রভৃতীনাং কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥ ৫৬ ॥

মুখরেতি। হা হা নপ্ত্রি রাধে! কুত্র গতাসি?

(আকাশবাণী) জগৎমধ্যে এমন কে কৃতী আছে যে, এই গোপসুন্দরীর পরিপূর্ণ মহিমা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইবে? আহা! এই নববিদ্যুৎবরণী আজ সখীর সহিত সূর্য্য-মণ্ডলকে ভেদ করিয়া মুনীন্দ্রকুলদুর্ল্লভা গতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৬ ॥

বৃন্দা। আর্য্যে! শুনুন, মেঘান্তরালবর্ত্তী সিদ্ধগণ রাধিকার সিদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন।

মুখরা। (ভূতলে লুণ্ঠিতা হইয়া) হায়, নাতিনি রাধে! তুমি কোথায় গেলে?

বৃন্দা। (সখেদম্)

অহহ গহনমেতচ্চিন্তয়ন্তী সমন্তাৎ
কটুতর-পুটপাকজ্বালয়েবাকুলাস্মি।
বিপরিণতিমকাণ্ডে পুণ্ডরীকেক্ষণস্তে
কথমিব ভবিতাসৌ শুশ্রুবান্ পঙ্কজাক্ষি ! ॥ ৫৭ ॥

(পুনরাকাশে)।

প্রণয়মণি-করণ্ডিকা মুরারেঃ
শিব শিব ! জীবিতমেব রাধিকায়াঃ।
ইয়মপি ললিতা দ্রুতং সখেদা
শিখরদতী শিখরাদ্গিরেঃ পপাত ॥ ৫৮ ॥

বৃন্দেতি। অহহেতি। বিপরিণতিং লোকান্তরগমনম্। অকাণ্ডে অসময়ে। শুশ্রুবান্ শ্রুতবান্ ॥ ৫৭ ॥

প্রণয়েতি। করণ্ডিকা সম্পুটিকা। শিখরদতী দাড়িম্ববীজবদ্রক্তাভদশনা যস্যাঃ সা। পক্বদাড়িমবীজাভং মাণিক্যং শিখরং বিদুরিতি কোষঃ ॥ ৫৮ ॥

বৃন্দা। (সখেদে) হায়! হায়! চারিদিকের এই বিপদ্ চিন্তা করিয়া কটুতর পুটপাক-জ্বালার দ্বারা আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। হায়, পঙ্কজাক্ষি রাধিকে! তোমার এই অসময়ে লোকান্তরবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের কি দশা হইবে ? ॥ ৫৭ ॥

(পুনরায় আকাশবাণী)

শিব! শিব! যিনি মুরারির প্রণয়মণির সম্পুটিকা এবং যিনি রাধিকার জীবনস্বরূপা, সেই শিখরদশনা ললিতা শ্রীরাধার বিরহে খেদান্বিতা হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতিতা হইলেন ॥ ৫৮ ॥

মুখরা। হা ললিদে ! কধং পরিচ্চত্তাসি। (ইত্যুদ্‌ঘূর্ণন্তী)।

বৃন্দে ! সোআণল কালা জলিদং অত্তাণঅং জমুণা-পবেসেণ সীঅলাএমি। (ইত্যবতিতীর্ষতি)।

(পুনরাকাশে)।

বৃন্ধে ! সাম্প্রতমিদমসাম্প্রতং মা কৃথাঃ।

বৃন্দা। আর্য্যে ! রবিমণ্ডলান্নিঃসরন্তী বাণীয়মনতিক্রমণীয়া।

মুখরা। তা এদং বুত্তং ভঅবদীএ ণিবেদিস্‌সং।

(পুনরপ্যম্বরে গম্ভীরধ্বনিঃ)

মুখরেতি। হা ললিতে ! কথং পরিত্যক্তাসি। বৃন্দে ! শোকানলজ্বালা-জ্বলিতমাত্মানং যমুনাপ্রবেশেন শীতলয়ামি।

হে বৃন্দে ! অযোগ্যমিদং শরীরপাতনমিদানীং মা কৃথাঃ ন কুর্ব্বিত্যর্থঃ।

মুখরেতি। তদেতদ্‌বৃত্তং ভগবত্যৈ নিবেদায়ষ্যামি।

মুখরা। হা ললিতে ! কেন আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলে ? (ইহা বলিয়া উদ্‌ঘূর্ণিতা হইতে লাগিলেন) বৃন্দে ! শোকানলজ্বালায় জর্জ্জরিত আত্মাকে যমুনা-প্রবেশের দ্বারা শীতল করি। (এই বলিয়া অবতরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন) (পুনরায় আকাশবাণী) বৃন্ধে ! সম্প্রতি কোনও প্রকারে এই প্রকার অযোগ্য কার্য্য করিও না।

বৃন্দা। আর্য্যে ! এই বাণী রবিমণ্ডল হইতে উচ্চারিত হইল ; অতএব ইহা কোনও ক্রমে লঙ্ঘনযোগ্য নহে।

মুখরা। তবে এস, এই বৃত্তান্ত ভগবতীকে নিবেদন করি।

(পুনরায় আকাশে গম্ভীরধ্বনি)

মুখরা। বচ্ছে ! সুট্‌ঠু ণ সুব্বই, কেরিসী এসা দিব্বাবাণী

বৃন্দা। নির্ব্যাজং কুরু কর্ণয়োঃ কমলিনী-ক্লান্তিচ্ছিদা ধম্মিণঃ
কোকস্ত্রী-প্রিয়সঙ্গম-প্রতিভুবো দেবস্য দিব্যা গিরঃ।
কালিন্দী-জলমজ্জনেন মুখরে ! মা সাহসিকং কৃথা
ভূয়স্তে ভবিতা প্রমোদসুধয়া পূর্ণো মহানুদ্ধবঃ ॥৫৯॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)।

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে উন্মত্ত-রাধিকো নাম
তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

(পুনঃ) মুখরেতি। বৎসে ! সুষ্ঠু শ্রূয়তে, কীদৃশী এষা দিব্যবাণী ?
বৃন্দেতি। নিষ্কপটং শৃণ্বিত্যর্থঃ। প্রতিভুবঃ সাক্ষিণঃ। দেবস্য সূর্য্যস্য।
কালিন্দীতি, ভূয়ঃ পুনরপি। উদ্ধবঃ উৎসবঃ ॥ ৫৯ ॥

॥ * ॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥

মুখরা। বৎসে ! সম্পূর্ণভাবে শুনিতে পাইলাম না, এই দৈববাণী কিরূপ
হইল, তাহা বল।

বৃন্দা। কমলিনীর কান্তিনাশক ও চক্রবাকীর প্রিয়সঙ্গমের সাক্ষিস্বরূপ
সূর্য্যদেবের এই দিব্য বাণী নিষ্কপটে কর্ণগোচর কর—
"হে মুখরে ! যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া মহা সাহসের কার্য্য
করিও না, পুনরায় প্রমোদসুধা দ্বারা অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের
দ্বারা তোমাদের মহোৎসব পূর্ণ হইবে" ॥ ৫৯ ॥

(এই বলিয়া দুই জনে নিষ্ক্রান্ত হইলেন) (অনন্তর সকলের প্রস্থান)

ইতি শ্রীললিতমাধব নাটকের বঙ্গানুবাদে উন্মত্তরাধিক নামক তৃতীয় অঙ্ক ॥৩॥

চতুর্থোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশত্যুদ্ধবঃ) ।

উদ্ধবঃ । অয়ং সর্ব্বজ্ঞানাং গুরুরপি ভজত্যজ্ঞ-পদবীং
প্রভূষ্ণূনাং চূড়ামণিরপি জড়ীভাবময়তে ।
সদা সান্দ্রানন্দ-প্রকৃতিরপি ধত্তে বিধুরতাং
মুকুন্দঃ স্বীকুর্ব্বন্ প্রণয়িনি জনে প্রেমবশতাম্ ॥১॥
(পুরো বিলোক্য) ।
কথমিয়মত্র গার্গী ।
(ইত্যুপসৃত্য)
আর্য্যে ! প্রণমামি ।

উদ্ধব ইতি । ব্রজলীলামুক্তেদানীং পুরলীলামাহ মথুরায়াম্ । প্রভূষ্ণূনাং প্রভবনশীলানাম্ । বিধুরতাং ব্যাকুলতাম্ ॥ ১ ॥

(অনন্তর উদ্ধবের প্রবেশ)

উদ্ধব । এই মুকুন্দ প্রণয়িজনের প্রেমবশ্যতা স্বীকার করিয়া সর্ব্বজ্ঞদিগের গুরু হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় আচরণ করিতেছেন, প্রভু সকলের চূড়ামণি হইয়াও জড়িমা অবলম্বন করিয়াছেন, সর্ব্বদা আনন্দময়-বিগ্রহ হইয়াও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন ॥ ১ ॥

(পুরোভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া) গার্গী কেন এখানে ? (এই বলিয়া নিকটে গমন করিয়া) আর্য্যে ! প্রণাম করিতেছি ।

প্রবিশ্য গার্গী। অমচ্চ ! চিরং সিঞ্চেহি ভত্তি-সুহাপ্পবাহেণ পুহবীং।

উদ্ধবঃ। নূনং যদুরাজাভিষেক-কৌতুকে তত্রভবত্যা রোহিণ্যা সহ গোকুলাদত্রায়াতমার্য্যয়া।

গার্গী। ণহু ণহু, কিঞ্চ দোণং রামকহ্ণাণং বব্দবন্ধমহুসবে আহূদাএ গোউলেসরীএ সদ্ধং সমাঅদং।

উদ্ধবঃ। নালোকি লোকোত্তরা দেবস্য রঙ্গস্থলে কেলিরার্য্যয়া !

গার্গী। কেরিসী সা কহিজ্জউ ?

গার্গীতি। অমাত্য ! চিরং সিঞ্চ ভক্তি-সুধা-প্রবাহেণ পৃথিবীম্।

গার্গীতি। নহি নহি, কিন্তু দ্বয়ো রামকৃষ্ণয়োর্ব্রতবন্ধনমহোৎসবে যজ্ঞোপবীতকালে ইতি যাবৎ আহুতয়া গোকুলেশ্বর্য্যা সার্দ্ধং সমাগতং ময়া।

গর্গীতি। কিদৃশী সা কথ্যতাম্।

(গার্গীর প্রবেশ)

গার্গী। অমাত্য ! চিরকাল ভক্তিসুধা-প্রবাহের দ্বারা পৃথিবীকে অভিষিক্তা কর।

উদ্ধব। বোধ হয়, আপনি ভগবতী রোহিণীদেবীর সহিত যদুপতির অভিষেক-উৎসবে গোকুল হইতে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন ?

গার্গী। তাহা নহে, তবে রামকৃষ্ণ এই দুই জনের উপনয়ন-উৎসবে নিমন্ত্রিতা গোকুলেশ্বরীর সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছি।

উদ্ধব। তাহা হইলে আর্য্যা রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ক্রীড়া দেখেন নাই।

গার্গী। বল দেখি সে ক্রীড়া কিরূপ ?

উদ্ধবঃ। শ্রূয়তাম্.

কৃষ্ণার্কঃ সাধুচক্রোৎসব-রভস-কৃতী রক্তলোকঃ খলালী-
খদ্যোত-দ্যোতহারী কলিত-কুবলয়াপীড়-গম্ভীরনিদ্রঃ।
মল্লোলূকান্বিধুন্বন্ যদুকুল-কমলোল্লাসকারী স তুঙ্গে
রঙ্গদ্বারোদয়াদ্রৌ দনুজ-নৃপতমং সূদয়ন্ প্রাদুরাসীৎ ॥ ২ ॥

গার্গী। তদো তদো ?

উদ্ধব ইতি। স কৃষ্ণার্কঃ দনুজনৃপতমং সূদয়ন্ সূদয়িতুং নাশয়িতুং রঙ্গদ্বারোদয়াদ্রৌ প্রাদুরাসীত্যন্বয়ঃ। কৃষ্ণ এবার্কঃ, সাধুসমূহঃ, পক্ষে সাধব এব চক্রা চক্রবাকাস্তেষামুৎসবাতিশয়ে কৃতী। অনুরক্তো লোকো জনো যস্মিন্ সঃ। পক্ষে লোক আলোকঃ। খলালী খলশ্রেণ্যেব খদ্যোতস্তস্য দ্যোতং হর্ত্তুং শীলং যস্য সঃ। কলিতা কুবলয়াপীড়স্য গম্ভীরনিদ্রা মরণং যেন সঃ। পক্ষে কলিতা কুমুদসমূহস্য গম্ভীরনিদ্রা মুদ্রণং যেন সঃ। মল্লা এবোলূকাস্তান্। যদুকুলান্যেব কমলানি তেষামুল্লাসকারী রঙ্গদ্বারমেবোদয়াদ্রিস্তস্মিন্। দনুজনৃপঃ কংস এব তমঃ ॥ ২ ॥

গার্গীতি। ততস্ততঃ ?

উদ্ধব। শ্রবণ করুন, সাধুগণরূপ চক্রবাকগণের আনন্দবিধায়ক, খলগণরূপ খদ্যোতের দীপ্তিহারী. কুবলয়াপীড় নামক হস্তীর চিরনিদ্রাপ্রদ, যিনি যদুকুলরূপ কমলের উল্লাসদায়ক, সকল জগতের প্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্য মল্লরূপ উলূকগণকে খেদান্বিত করিয়া দৈত্যকুলাধিপ কংসরূপ অন্ধকার বিনাশ করিবার জন্য রঙ্গদ্বাররূপ অত্যুচ্চ উদয়পর্ব্বতে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ২ ॥

গার্গী। তার পর, তার পর ?

উদ্ধবঃ। ততশ্চ—

দ্বিপরুধির-মদ-শ্রমোদ-বিন্দু-
চ্ছল-ঘুসৃণাগুরুচন্দনৈঃ পরীতঃ।
জরঠ-দশন-দণ্ডমণ্ডিতাংসো
হরিরিহ রঙ্গধরান্তরে চুকূর্দ্দ ॥ ৩ ॥

ততশ্চ—

তথাবিধবেশো দশবিধৈরেষ দশধান্বভাবি।

তথাহি—

দৈত্যাচার্য্যাস্তদাস্যে বিকৃতিমরুণতাং মল্লবৃন্দাঃ সখায়ো
গণ্ডৌন্নত্যং খলেশাঃ প্রলয়মৃষিগণা ধ্যানমুস্রাশ্রমম্বা।

উদ্ধব ইতি। দ্বিপস্য হস্তিনঃ রুধিরমদৌ স্বস্য শ্রমেণোদবিন্দবস্ত এবো-
চ্ছলানি ক্রমেণাগুরুচন্দনানি তৈঃ পরীতম্। চুকূর্দ্দ চিক্রীড় ॥ ৩ ॥
দৈত্যাচার্য্য ইত্যাদি। বর্ণসংহার-নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্—
সর্ব্ববর্ণৈরুপগতং বর্ণসংহার ইষ্যত ইতি। অত্র দৈত্যাচার্য্যা ব্রাহ্মণাঃ।

উদ্ধব। তার পর—শ্রীহরি হস্তিরুধির, হস্তি-মদ এবং স্বীয় শ্রমজনিত ঘর্ম্ম-
বিন্দুরূপ কুঙ্কুম, অগুরু ও চন্দনের দ্বারা পরিলিপ্তাঙ্গ হইয়া, বৃদ্ধ গজের
দন্তরূপ দণ্ডের দ্বারা স্কন্ধদেশ বিভূষিত করিয়া রঙ্গস্থলপ্রান্তে ক্রীড়া
করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

তাহার পর ঐরূপ বেশধারী শ্রীহরিকে দশবিধলোকে দশবিধ-
রূপে অনুভব করিয়াছিল, যথা—সেই সময়ে রঙ্গস্থলে মুকুন্দকে দর্শন
করিয়া দৈত্যাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা মুখবিকৃতি, মল্লবৃন্দগণ ভয়ে রক্তবর্ণ,
সখাগণ হাস্যবদন, খলগণ ভয়ে অচৈতন্য, ঋষিগণ ধ্যান, মাতৃগণ উষ্ণ

রোমাঞ্চং সংযুগীনাঃ কমপি নবচমৎকারমন্তঃ সুরেন্দ্রা
লাস্যং দাসাঃ কটাক্ষং যযুরসিতদৃশঃ প্রেক্ষ্য রঙ্গে মুকুন্দম্ ॥৪॥

তত*চ—

বর-কেশরমালয়াঞ্চিতশ্চলচাণূর-চমূরুমর্দ্দনঃ।
কুতুকোচ্চলধীরদীদরদযদুসিংহঃ খলভোজকুঞ্জরম্ ॥ ৫ ॥

গার্গী। দিট্‌ঠিয়া দিট্‌ঠন্তং গদো সাহুজণাণং মহাবুকসূলো।
(ইত্যানন্দমভিনীয়)

ক্ষিতীশসংযুগীনাদয়ঃ ক্ষত্রিয়াঃ। মল্লা দাসাদয়শ্চ বৈশ্যশূদ্রা ইতি বর্ণ-সংহারঃ। বীভৎসঃ, রৌদ্রঃ, হাস্যঃ, ভয়ানকঃ, শান্তঃ, করুণঃ, বীরঃ, অদ্ভুতঃ, দাস্যঃ, শৃঙ্গারঃ ইতি দশ রসাঃ ॥ ৪ ॥

কেশরো নাগকেশর-পুষ্পবিশেষঃ। পক্ষে সিংহস্কন্ধস্য বালঃ। চলস্য চাণূরস্য যা চমূস্তস্যা উরু অধিকং মর্দ্দনঃ। পক্ষে চলচাণূর এব চমরুমৃর্গবিশেষস্তস্য। অদীদরৎ দীর্ণং চকার ॥ ৫ ॥

গার্গীতি। দিষ্ট্যা দিষ্টান্তঃ কালং গতঃ সাধুজনানাং মহাবক্ষঃশূলঃ। স্যাৎ

অশ্রু, ক্ষত্রিয়াদি যোদ্ধাগণ রোমাঞ্চ, দেবশ্রেষ্ঠগণ অভিনব চমৎকারিত্বের শেষ, দাসগণ নৃত্য এবং কৃষ্ণেক্ষণা সুন্দরীগণ কটাক্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তদনন্তর সেই যদুসিংহশ্রেষ্ঠ কেশরমালায় বিভূষিত হইয়া, বিচলিত চাণূরের সৈন্যদল অতিশয় মর্দ্দন করিয়া, কৌতুকবশেই যেন উৎকৃষ্ট বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া খল ভোজকুলের কুঞ্জর-সদৃশ কংসকে বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৫ ॥

গার্গী। ভাগ্যবশতঃই সাধুগণের মহা-বক্ষঃশূল সমূলে উৎপাটিত হইল!

অমাচ্চ ! ধণ্ণা পোণ্ণমাসী জা কহ্ণস্স সঙ্গং
অমুঞ্চন্তী রঙ্গকীলাদিকোদূহলং পেক্‌খই ।

উদ্ধবঃ। কিমেতদুচ্যতে, যস্যাঃ প্রসঙ্গাদেব জগদ্গুরোরপি গুরু-
র্ববভূব সান্দীপনিঃ ।

গার্গী। (সংস্কৃতেন)

কামং সর্ব্বাভীষ্টকন্দং মুকুন্দং
যা নির্বন্ধাৎ প্রাহিণোদিন্ধনায় ।

পঞ্চতা কালধর্ম্মো দিষ্টান্তঃ প্রলয়োঽত্যয়ঃ। অন্তনাশৌ দ্বয়োর্মৃত্যুরিত্য-
মরঃ ।

অমাত্য ! ধন্যা পৌর্ণমাসী যা কৃষ্ণস্য সঙ্গমমুঞ্চন্তী রঙ্গক্রীড়াদিকুতূহলং
প্রেক্ষ্যতে ।

গার্গীতি। কৃষ্ণস্য গুরুঃ সান্দীপনির্বভূব। নিদর্শন-নাম নাটকভূষণমিদম্ ।
তল্লক্ষণম্—যত্রার্থানাং প্রসিদ্ধানাং ক্রিয়তে পরিকীর্ত্তনম্ । পরাপেক্ষাব্যু-
দাসার্থং তন্নিদর্শনমুচ্যত ইতি। অত্র বিম্বানুবিম্ববস্তুবোধনান্নিদর্শনম্ ।

(ইহা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন) অমাত্য ! যিনি
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া রঙ্গক্রীড়াদি কুতূহল-সকল
অবলোকন করিতেছেন, সেই পৌর্ণমাসীই ধন্যা !

উদ্ধব। এ আর কি বলিতেছেন, এই পৌর্ণমাসীর প্রসঙ্গেই সান্দীপনি
মুনি জগদ্গুরুরও গুরু হইয়াছেন।

গার্গী। (সংস্কৃত ভাষায়) যে আচার্য্যপত্নী সর্ব্বাভীষ্টমূল মুকুন্দকে নির্ব্বন্ধ
সহকারে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, হায় ! তিনি

আচার্য্যাণী সা করোতি স্ম মূল্যং
　　　　পিণ্যাকার্থং হন্ত ! চিন্তামণীন্দ্রম্ ॥ ৬ ॥

উদ্ধবঃ। শিষ্যাচারপ্রচারচাতুরীয়ং চাণূরমর্দ্দনস্য তদত্র নাপরাধ্যতি গুরোঃ কলত্রম্।

গার্গী। সুদং মএ মহুমঙ্গলো কিদন্তণঅরাদো আঅড্ঢিঅ উণে। হরিণা গুরুণো দক্ষিণীকিদো।

উদ্ধবঃ। ন কেবলং গুরব এব দক্ষিণীকৃতঃ, কিন্তু কেলিগুরবে স্বাত্মনেঽপি। যদস্য সৌভাগ্য-কুলং ময়া গোকুলে শ্রুতম্।

ইন্ধনায় ইন্ধননিমিত্তম্। মূল্যং পণ্যম্। পিণ্যাকার্থং, নিস্তৈলস্য তিলস্য চূর্ণম্। তিলকল্কে চ পিণ্যাক ইত্যমরঃ ॥ ৬ ॥

উদ্ধব ইতি। চতুরস্য ক্রিয়া চাতুরী, শিষ্যাচারপ্রচারায় চাতুরী শিষ্যাচারপ্রচারচাতুরী। কলত্রং পত্নী।

গার্গীতি। শ্রুতং ময়া মধুমঙ্গলঃ কৃতান্তনগরাদাকৃষ্য পুনর্হরিণা গুরবে দক্ষিণীকৃতঃ।

উদ্ধব ইতি। কিন্তু কেলি-গুরবে স্বাত্মনেঽপি দক্ষিণীকৃতঃ অনুকূলীকৃতঃ।

সত্যই তিলকল্ককে চিন্তামণিশ্রেষ্ঠের উপযুক্ত মূল্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

উদ্ধব। চাণূরমর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণের উহা শিষ্যের উপযুক্ত আচারপ্রচারের চাতুরীমাত্র, অতএব গুরুপত্নী এ স্থানে কোনও অপরাধ করেন নাই।

গার্গী। আমি শুনিয়াছি, মধুমঙ্গলকে পুনরায় কৃতান্তনগর হইতে আনয়ন করিয়া শ্রীহরি গুরুকে দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন।

উদ্ধব। কেবল গুরুকেই দক্ষিণা দেন নাই, কিন্তু কেলিগুরু নিজেকেও দক্ষিণা দিয়াছেন। কারণ, আমি গোকুলে উঁহার সৌভাগ্যের কথা শুনিয়াছি।

গার্গী। অবি ণাম তত্থভবন্তেণ গোউলে গদং আসি ?

উদ্ধবঃ। অথ কিম্।

গার্গী। কিং কাদুং।

উদ্ধবঃ। দেবীং চন্দ্রাবলীমানেতুম্।

গার্গী। কিত্তি এসা ণাণীদা ?

উদ্ধবঃ। (সবাষ্পম্) রুক্মিণা গোকুলাদিয়ং পুনঃ কুণ্ডিলে নীতা।

গার্গী। কুদো সুদা ইমিণা গোউলে চন্দাঅলী ?

উদ্ধবঃ। সখ্যুঃ শিশুপালস্য মুখাৎ।

গার্গীতি। অপি নাম তত্রভবতা পূজ্যেন গোকুলগতমাসীৎ ?

গার্গীতি। কিং কর্ত্তুম্ ?

গার্গীতি। কিমিতি এষা নানীতা ?

গার্গীতি। কুতঃ শ্রুতা অনেন গোকুলে চন্দ্রাবলী ?

গার্গী। আপনি কি গোকুলেও গিয়াছিলেন ?

উদ্ধব। গিয়াছিলাম বৈ কি !

গার্গী। কি করিতে গিয়াছিলেন ?

উদ্ধব। দেবী চন্দ্রাবলীকে আনয়ন করিবার জন্য।

গার্গী। তবে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন না কেন ?

উদ্ধব। (অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে) রুক্মী পুনরায় গোকুল হইতে ইঁহাকে কুণ্ডিল নগরে লইয়া গিয়াছেন।

গার্গী। গোকুলে যে চন্দ্রাবলী আছেন, তিনি তাহা কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন ?

উদ্ধব। সখা শিশুপালের মুখে।

গার্গী। তিণাবি কুদো সুদা ?

উদ্ধবঃ। তত্রভবত্যাঃ শ্রুতশ্রবসো মুখাৎ।

গার্গী। সচ্চং সচ্চং, সা কৃখু বন্ধাদো বিমুক্কং ভাদুরং আণঅ-দুন্দুহিং দট্‌ঠুং ণাহিহরং আঅদা আসি। তদো মএ চ্চেঅ অণহিণ্ণাএ গোউলগদং সব্বং রহস্সং তিস্সা সআসে প্পআসিদং।

উদ্ধবঃ। আর্য্যে! কিমত্র তে দূষণং মদ্বিধেষু বিধিরেব প্রতি-বন্ধী।

গার্গীতি। তেনাপি কুতঃ শ্রুতা।

উদ্ধব ইতি। শ্রুতশ্রবসঃ তন্মাতুঃ অর্থাৎ শিশুপালমাতুঃ।

গার্গীতি। সত্যং সত্যং, সা শ্রুতশ্রবাঃ খলু বন্ধাদ্বিমুক্তং ভ্রাতরং আনক-দুন্দুভিং দ্রষ্টুং নাভিগৃহং পিতৃগৃহং (নাইঘর ইতি প্রসিদ্ধং) আগতাসীৎ। ততো ময়ৈবানভিজ্ঞয়া গোকুলগতং সর্ব্বং রহস্যং তস্যাঃ সকাশে প্রকাশিতম্।

উদ্ধব ইতি। প্রতিবন্ধী প্রতিকূলঃ।

গার্গী। তিনিই বা তাহা কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন ?

উদ্ধব। পূজনীয়া নিজজননী শ্রুতশ্রবার মুখে।

গার্গী। সত্য সত্য, তিনি স্বীয় ভ্রাতা আনকদুন্দুভিকে বিমুক্ত দেখিবার জন্য পিতৃগৃহে আসিয়াছিলেন। তদনন্তর আমিই অনভিজ্ঞতা হেতু গোকুলের সমস্ত রহস্য তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম।

উদ্ধব। আর্য্যে! ঐ বিষয়ে আপনার আর কি দোষ ? আমাদের ন্যায় লোকের প্রতি বিধাতাই প্রতিকূল।

গার্গী। ভিপ্‌ফণন্দণে চন্দাঅলীং ণেতুং পউত্তে কহং ণ কোবি পড়িবন্ধী সংবুত্তো ?

উদ্ধবঃ। মথুরামাস্থিতে চিরং সবান্ধবে গোকুলেন্দ্রে হতে চ তোশলাপরপর্য্যায়ে গোবর্দ্ধনে কোঽন্যঃ প্রতিবধ্নীয়াৎ।

গার্গী। ভো সোম্ম! পউমা-পহুদি-কণ্ণআ চউক্কং কীসণাণীদং ?

উদ্ধবঃ। পদ্মা নগ্নজিতঃ সুতা নরপতের্মদ্রেশিতুঃ শ্যামলা
ভদ্রা কেকয়-চক্রমস্তকমণেঃ শৈব্যস্য শৈব্যা তথা।

গার্গীতি। ভীষ্মকনন্দনেন চন্দ্রাবলীং নেতুং প্রবৃত্তে কথং ন কোঽপি প্রতিবন্ধী সম্বৃত্তঃ ?

গার্গীতি। ভোঃ সৌম্য! পদ্মা-প্রভৃতি-কন্যকাচতুষ্কং কস্মান্নানীতম্ ?

উদ্ধব ইতি। নগ্নজিন্নাম্নো রাজ্ঞঃ সুতা নাগ্নজিতী পদ্মৈব। শ্যামলা মাদ্রী।

গার্গী। ভীষ্মকতনয় রুক্মিণী চন্দ্রাবলীকে আনয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে কেহ তাহার প্রতিবন্ধক হইল না ?

উদ্ধব। বহুকাল ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ সবান্ধবে মথুরায় অবস্থান করায় এবং তোশল বা নামান্তর গোবর্দ্ধন মল্ল হত হওয়ায় কে আর প্রতিবন্ধক হইবে ?

গার্গী। হে সৌম্য! পদ্মা প্রভৃতি চারিটি কন্যাকে কেন আনয়ন করা হইল না ?

উদ্ধব। পদ্মা বা নাগ্নজিতী নগ্নজিৎ রাজার কন্যা, শ্যামলা বা মাদ্রী—মদ্র-রাজার কন্যা, ভদ্রা বা লক্ষ্মণা কেকয়রাজার কন্যা, শৈব্যা বা মিত্রবিন্দা শৈব্য রাজার কন্যা; হায়! বীণাপ্রবীণ মুনি

জ্ঞাত্বা হন্ত! চিরাচ্চতুর্ভিরভিতো বীণাপ্রবীণান্মুনে-
রেভির্গোপপতিং প্রসাদ্য বিনয়ৈঃ কন্যাস্ততো নিন্যিরে ॥৭॥

গার্গী। কচ্চাঅণীব্বদপরাণং গোউলকন্নাণং কিং ক্খু কুসলং।

উদ্ধবঃ। (সবাষ্পম্)

স্তবং কামাখ্যায়াঃ কমপি বিদধন্তে তরণিজা- *
তটান্তে সন্তপ্য জ্বরিত-হৃদয়ানি ক্লমভরৈঃ।
সহস্রাণ্যুদ্দণ্ডপ্রকৃতিরুচিরং ষোড়শ হঠাৎ
কুমারীণাং তাসামহরত শতাঢ্যানি দনুজঃ ॥ ৮ ॥

লক্ষ্মণা, শৈব্যা মিত্রবিন্দা। চতুর্ভির্নগ্নজিন্মদ্রেশ-কেকয়-শৈব্যৈঃ। ততো গোকুলাৎ ॥ ৭ ॥

গার্গীতি। কাত্যায়নীব্রতপরাণাং গোকুলকন্যানাং কিং খলু কুশলম্?

উদ্ধব ইতি। সবাষ্পমিতি। দনুজঃ নরকাসুরঃ ॥ ৮ ॥

নারদের মুখে এই কথা অবগত হইয়া ইঁহারা চারিজনেই বিনয়ের দ্বারা গোপপতিকে প্রসন্ন করিয়া তথা হইতে কন্যাগণকে লইয়া গিয়াছেন ॥ ৭ ॥

গার্গী। কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা গোপকন্যাগণের কুশল ত?

উদ্ধব। (সাশ্রুনেত্রে) সেই ষোড়শ সহস্র একশত কুমারী বিরহক্লেশ-বশতঃ সন্তপ্ত-হৃদয়ে যমুনাতটে কামাখ্যাদেবীর স্তব করিতেছিলেন, এমন সময় স্বভাবতঃ উদ্দণ্ডপ্রকৃতি নরকাসুর তাঁহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ॥ ৮ ॥

---

* বিদধতি দ্রাক্ তরণিজা, ইতি পুস্তিকাপাঠান্তরম্।

গার্গী। (সব্যথম্) অবি ণাম ইদং বুত্তং তুম্ম পহুণা সুদং ?

উদ্ধবঃ। শ্রুতমেব, কিন্তু বাঢ়মবিশিষ্টম্।

গার্গী। কেরিসং তং ?

উদ্ধবঃ। অষ্টাধিক-শতোত্তরেষু ষোড়শ-কুমারীণাং সহস্রেষু নৈকাপি গোষ্ঠমধিতিষ্ঠতীতি।

গার্গী। কো বা তস্স অবরাণুসন্ধাণস্স ওসরো জং রাহীএতাএ দারুণদসাএ ণিব্বুদিলবোবি স্তুত্থুদ্ঘডো।

গার্গীতি। অপি নাম ইদং বৃত্তান্তং যুষ্মৎপ্রভুনা শ্রুতম্?

উদ্ধব ইতি। বাঢ়মবিশিষ্টং ন সম্যক্ শ্রুতম্।

গার্গীতি। কীদৃশং তৎ ?

গার্গীতি। কো বা তস্য অপরানুসন্ধানস্য অবসরঃ, যৎ রাধায়াস্তস্যা দারুণ-দশায়ানির্বৃতিলবোঽপি দুর্ঘটঃ।

গার্গী। (ব্যথার সহিত) আপনার প্রভু কি এই বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন ?

উদ্ধব। শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু সকল শুনেন নাই।

গার্গী। সে কিরূপ ?

উদ্ধব। ষোড়শ-সহস্র একশত আটজন কুমারীর মধ্যে একজনও গোকুলে নাই।

গার্গী। তাঁহার আবার অপর অনুসন্ধানের অবসর কোথায় ? যেহেতু, শ্রীরাধার দারুণ দশা শ্রবণে তাঁহার কিছুমাত্র শান্তিপ্রাপ্তিও দুর্ঘট হইয়াছে।

উদ্ধবঃ। আর্য্যে! তথ্যমাত্থ তত এব বাঢ়ং ব্যগ্রয়া ভগবত্যা নির্ম্মিতোঽস্তি কোঽপি দেবস্য মনোবিনোদনোপায়ঃ।

গার্গী। কেরিসো সো?

উদ্ধবঃ। সঙ্গীতবিদ্যাবেধসং ভরতমভ্যর্থ্য কিঞ্চিদপূর্ব্বং রূপকং কারিতম্। তচ্চ দেবর্ষি-তীর্থেন তুম্বুরুহস্তে প্রেষিতং তুম্বুরুণা চ গন্ধর্ব্বানিদমধ্যাপিতম্।

গার্গী। দাণিং কেবি দিব্বপুরিসা তত্থ হোদীএ পৌণ্ণমাসীএ সদ্ধং আলবন্তা মএ দিট্ঠা তা এদে গন্ধব্বা হুবিস্সন্তি।

গার্গীতি। কীদৃশঃ সঃ।

উদ্ধব ইতি। রূপকং নাটকভূষণমুৎপাদিতম্।

গার্গীতি। ইদানীং কেঽপি দিব্যপুরুষাস্তত্রভবত্যা পৌর্ণমাস্যা সহ আলপন্তঃ ময়া দৃষ্টাঃ তদেতে গন্ধর্ব্বা ভবিষ্যন্তি।

উদ্ধব। আর্য্যে! ঠিকই বলিয়াছেন, তজ্জন্যই অতিশয় ব্যগ্র হইয়া ভগবতী পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের মনোবিনোদনের কোনও উপায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

গার্গী। সে কিরূপ?

উদ্ধব। সঙ্গীত-বিদ্যার বিধাতা ভরতমুনির নিকট তিনি প্রার্থনা করায় ঐ মুনি কোনও অপূর্ব্ব রূপক প্রস্তুত করাইয়াছেন, তিনি দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদের দ্বারা তুম্বুরুর হস্তে তাহা প্রেরণ করায় তুম্বুরুও উহা গন্ধর্ব্বগণকে অধ্যয়ন করাইয়াছেন।

গার্গী। আমি কতকগুলি দিব্যপুরুষকে ইদানীং পূজনীয়া পৌর্ণমাসী দেবীর সহিত আলাপ করিতে দেখিয়াছি, তাহা হইলে ইঁহারাই সেই গন্ধর্ব্ব হইবেন।

উদ্ধবঃ। অথ কিং, পশ্যায়ং মধুমঙ্গলেন সহ নৃত্য-বিলোকনার্থ-মরবিন্দলোচনঃ কুরুবিন্দ-মন্দিরস্যালিন্দমধিরোহতে।

গার্গী। অহং গত্ত্অ মুহরং পেসইস্সং।

উদ্ধবঃ। অহমপি ভগবত্যা সহ নটান্ প্রেষয়িষ্যামি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ) ॥ ৯ ॥

বিষ্কম্ভকঃ।

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। (সখেদম্)

হা লীলাবতি! হা চকোরনয়নে! হা চন্দ্রবিম্বাননে!
হা বিম্বপ্রতিমৌষ্ঠি! হা গুণবতীগোষ্ঠী-পুরোবর্ত্তিনি!

উদ্ধব ইতি। কুরুবিন্দঃ পদ্মরাগমণিঃ।

গার্গীতি। অহং গত্বা মুখরাং প্রেষয়িষ্যামি ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ ইতি। শ্রীরাধিকায়া উন্মাদদশা তৃতীয়াঙ্কে কথিতা; অধুনা শ্রীকৃষ্ণস্য তামাহ। চর্ব্বিলাসৈঃ চচ্চেষ্টিতৈঃ; ঘোরাং দুঃখময়ীম্।

উদ্ধব। তাহাই বটে, ঐ দেখুন, নৃত্যাবলোকনের জন্য অরবিন্দলোচন শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের সহিত পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত মন্দিরের অলিন্দে আরোহণ করিতেছেন।

গার্গী। আমি যাইয়া মুখরাকে প্রেরণ করিতেছি।

উদ্ধব। আমিও ভগবতীর সহিত নটগণকে প্রেরণ করিতেছি।

(ইহা বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) ॥ ৯ ॥

বিষ্কম্ভক।

(অনন্তর যথানির্দ্দিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। (খেদসহকারে) হা লীলাবতি! হা চকোরনয়নে! হা

হা গোষ্ঠাখিল-খঞ্জরীটনয়না-মূর্দ্ধাভিষিক্তে ! কথং
হা রাধে ! হতদেব-দুর্বিলসিতৈর্যাতাসি ঘোরাং দশাম্ ॥

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্স ! অদিদুল্লহদংসনা বিঅদি রাহিআ বিজ্জমাণেব্ব মে পডিভাদি।

কৃষ্ণঃ। সখে ! সত্যমাশয়ৈব কদর্থিতোঽস্মি। যতঃ—
নীরে মংক্ষু মিমংক্ষুমার্ত্তমুখরামুদ্দিশ্য চণ্ডদ্যুতে-
দূ‌রান্মণ্ডলতঃ কৃপাতুরতয়া যৎ প্রাদুরাসীদ্বদা।

মধু ইতি। প্রিয়বয়স্য ! অতিদুর্লভদর্শনা বিয়তি রাধিকা বিদ্যমানা ইব মে প্রতিভাতি।

কৃষ্ণ ইতি। মংক্ষু শীঘ্রম্। মিমংক্ষুং মজ্জিতুমিচ্ছুম্। যতঃ বাগমৃতং প্রাদুরাসীৎ। পরিসর্প-নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্—স্মৃতির্দৃষ্ট

চন্দ্রবিম্বাননে ! হা বরোষ্ঠি ! হা গুণবতীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠে ! হা সমস্ত গোকুলখঞ্জনাক্ষীগণের প্রধানে ! হা রাধে ! হতদৈবের দুরন্ত চেষ্টায় তুমি কি বিষমদশা প্রাপ্ত হইলে !

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়স্য ! অতিশয় দুর্লভদর্শনা হইলেও শ্রীরাধিকা যেন আকাশে বিদ্যমানার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।

কৃষ্ণ। সখে ! সত্য সত্য—আশার দ্বারাই আমি এইরূপ ক্লেশ পাইতেছি, যেহেতু, মুখরা যখন আর্ত্ত হইয়া জলমগ্ন হইতে যাইতেছিল, তখন দূরবর্ত্তী সূর্য্যমণ্ডল হইতে কৃপাতুরতাহেতু যে আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীরাধার সহিত আমার পুনরায় মিলনের প্রত্যাশায় যে অঙ্কুর

হা ধিগ্বাগমৃতেন ! তেন জনিতস্তস্যাঃ পুনঃ সঙ্গম-
প্রত্যাশাঙ্কুর উচ্চৈর্মম সখে ! স্বান্তং হঠাদ্বিধ্যতি ॥১০॥

(ক্ষণং তূষ্ণীং স্থিত্বা পুনরুচ্চৈঃ)

প্রযাতুং শ্বাফল্কৌ ধৃতভুরগবল্গে চটুলধী-
র্নিরুদ্ধা সাক্রন্দং কথমধিরুরুক্ষুঃ পরিজনৈঃ ।
উদস্রং সা দৃষ্টিং ময়ি বিকিরতী ক্রূরমনসা
বিলম্ব্যাম্লং হা ধিক্ ! সুতনুরনুনীতাপি ন ময়া ॥১১॥

বীজস্য পরিসর্প ইতি । অত্র রাধাতিরোধানাৎ নষ্টস্যানুরাগবীজস্য পুনঃ স্মর্যাবচনেনানুস্মরণাৎ পরিসর্পঃ ॥ ১০ ॥

ক্ষণমিতি শ্বাফল্কৌ অক্রূরে । ধৃতস্তুরগস্য বল্গো মুখরজ্জুর্যেন তস্মিন ॥ ১১ ॥

উৎপন্ন হইয়াছিল, হা ধিক্, সেই বাক্যরূপ উচ্চারিত অস্ত্র এখন আমার অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করিতেছে ॥ ১০ ॥

(ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভূত থাকিয়া পুনরায় উচ্চে) গমনোদ্যত হইয়া যখন অক্রুর অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়াছিল, তখন শ্রীরাধা চঞ্চলচিত্তা হইয়া রোদন করিতে করিতে রথে আরোহণ করিতে যাইবার সময় পরিজন-কর্তৃক নিরুদ্ধা হইয়া আমার প্রতি যে অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, হা ধিক্ ! তাহা দেখিয়াও ক্রূরমনা আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিয়া সেই সুন্দরীকে অনুনয়ের দ্বারা শান্ত করিলাম না ॥ ১১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি গন্ধর্বৈরনুগম্যমান উদ্ধবঃ পৌর্ণমাসীমুখরে চ)।

উদ্ধবঃ। দেবঃ সমানীতঃ পেশলোঽয়ং নর্ত্তকসম্প্রদায়ঃ।

কৃষ্ণঃ। সূত্রধার! তূর্ণমারভ্যতাং তৌর্য্যত্রিকম্।

সূত্রধারঃ।

নিজমধুরিম-মুদ্রাগ্লাপিতেন্দীবরশ্রী-
জ্জয়তি পরমজৈত্রঃ কোঽপি রাধাকটাক্ষঃ।
ত্রিভুবন-জয়-লক্ষ্মীবর্য্যয়া দত্তদামা
মধুরিপুরপি যেন ক্রীড়য়া নির্জ্জিতোঽভূৎ ॥১২॥

উদ্ধব ইতি। পেশলঃ নাট্যরচনা-প্রবীণঃ।

সূত্রেতি। জৈত্রঃ জয়শীলঃ। ত্রিভুবনে জয়রূপা যা লক্ষ্মীঃ সৈব বর্য্যা পতিবরা তয়া দত্তং দাম মালা যস্মৈ সঃ ॥ ১২ ॥

(অনন্তর গন্ধর্বগণ-কর্ত্তৃক অনুগম্যমান উদ্ধবের এবং পৌর্ণমাসীর ও মুখরার প্রবেশ)

উদ্ধব। দেব! এই অভিজ্ঞ নাট্যসম্প্রদায়কে আনয়ন করিয়াছি।

কৃষ্ণ। সূত্রধার! শীঘ্রই নৃত্য, গীত ও বাদ্য আরম্ভ কর।

সূত্রধার। যাহার নিজ-মাধুর্য্যে নীলকমলের সৌন্দর্য্যও গ্লানি প্রাপ্ত হয়, সেই পরম জয়শীল রাধাকটাক্ষ নামক কোনও বস্তুর জয় হউক। ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ জয়লক্ষ্মী স্বয়ংবরা হইয়া যাঁহাকে মালাদান করিয়াছিলেন, সেই মধুসূদনও সেই কটাক্ষের দ্বারা অবহেলায় পরাজিত হইয়াছিলেন ॥ ১২

কৃষ্ণঃ। (সহর্ষম্) সাধীয়ানেষ হৃদয়ানন্দী নান্দীপ্রয়োগঃ।

সূত্রধারঃ। (পার্শ্বতো বিলোক্য) আর্য্যে! কেনাপি চারুসন্ধিনা প্রবন্ধেন জগদ্বন্ধোরস্য সমারাধনায় কুলাচার্য্যেণ স্বর্গতঃ প্রেষিতোঽস্মি।

নটী। অজ্জ! কো ক্খু সো দাব প্রবন্ধো?

সূত্রধারঃ। রসিকশিরোমণি-রমণঃ স্থলভো গোকুলবাসিনামেব।
সন্দর্ভো গুণগর্ভঃ স জয়তি রাধাভিসারাখ্যঃ ॥ ১৩ ॥
তদ্গীয়তাং মঙ্গলধ্রুবা।

সূত্রেতি। প্রবন্ধেন নাটকেন। কুলাচার্য্যেণ তুম্বুরুণা।

নটীতি। আর্য্যে! কঃ খলু স তাবৎ প্রবন্ধঃ?

সূত্রেতি। শ্রীকৃষ্ণং রময়তীতি। সন্দর্ভঃ প্রবন্ধঃ ॥ ১৩ ॥
ধ্রুবা ধ্রুবপদেন।

কৃষ্ণ। (সহর্ষে) এই হৃদয়ের আনন্দদায়ক নান্দীপ্রয়োগ অতি সুন্দর হইয়াছে।

সূত্রধার। (পার্শ্বদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) আর্য্যে! কোনও সুচারু নাটকের দ্বারা জগদ্বন্ধু শ্রীহরির সম্যক্ আরাধনার জন্য স্বর্গ হইতে কুলাচার্য্য তুম্বুরু আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

নটী। আর্য্য! তবে সেই প্রবন্ধ কি?

সূত্রধার। রসিকশিরোমণি মনোহারী ও গোকুলবাসিগণের সুলভ রাধাভিসারাখ্য গুণগর্ভ সন্দর্ভ জয়যুক্ত হউক ॥ ১৩ ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

অতএব মঙ্গলজনক ধ্রুপদ অবলম্বনে গান কর।

নটী। অজ্জ ! কং উদুং উল্ললম্বিঅ গাইস্সং ?

সূত্রধারঃ। আর্য্যে ! পশ্য পশ্য,

শ্রীরেষা নবমালিকাসু মিলতি প্রোজ্‌ঝ্যাশু কুন্দাবলীং
স্মর্তুং পঞ্চম-চাতুরীং চিরপরিত্যক্তাং যতন্তে পিকাঃ।
ভাণ্ডীরাৎ পরিপাণ্ডুরাঃ স্ফুটমমী ভ্রশ্যন্তি যত্রচ্ছদাঃ
কালঃ কোঽপ্যয়মুজ্জ্বলঃ সকৌতুকী মন্দং পরিস্পন্দতে ॥ ১৪ ॥

নটী। ইহ ঝম্পিদাবি পরিদো সমীলদাএ ফুড়ং কঠোরাএ।
মহুবেণ হোই, লহুণা ণ মাহবী অণুণিদত্থবআ ॥ ১৫ ॥

নটীতি। আর্য্য ! কং ঋতুং অবলম্ব্য গাস্যামি ?

সূত্রেতি। প্রবর্ত্তমানং বসন্তং বর্ণয়তি। কালঃ হিম-বসন্তয়োঃ সন্ধিরূপঃ ॥১৪॥

নটীতি। ইহ ঝম্পিতাপি পরিতঃ শমীলতয়া স্ফুটং কঠোরয়া। মধুপেন ভবতি, লঘুনা ন মাধবী অনুনীত-স্তবকা ॥ ১৫ ॥

নটী। আর্য্য ! কোন্ ঋতু অবলম্বনে গাইব ?

সূত্রধার। আর্য্যে ! দেখ দেখ, এখন কুন্দাবলীকে পরিত্যাগ করিয়া নবমালিকাফুলে এই শোভা মিলিত হইতেছে, পিককুল দীর্ঘকালের জন্য যে পঞ্চমস্বর-চাতুরী পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, ভাণ্ডীর হইতে ঐ পাণ্ডুরবর্ণ পত্রগুলি স্পষ্টভাবে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, অতএব পরমানন্দময় কোন উজ্জ্বলকাল মন্দ মন্দ প্রবর্ত্তিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

নটী। এই মাধবী স্পষ্টতঃ কঠোর শমীলতা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আক্রান্তা হইলেও মাধবী কি ক্ষুদ্র মধুপের দ্বারা অনুনীতস্তবকা হয় না ?

কৃষ্ণঃ। (সহর্ষম্) সাধীয়ানেষ হৃদয়ানন্দী নান্দীপ্রয়োগঃ।

সূত্রধারঃ। (পার্শ্বতো বিলোক্য) আর্ষ্যে! কেনাপি চারু-সন্ধিনা প্রবন্ধেন জগদ্বন্ধোরস্য সমারাধনায় কুলাচার্য্যেণ স্বর্গতঃ প্রেষিতোঽস্মি।

নটী। অজ্জ! কো কৃখু সো দাব প্রবন্ধো?

সূত্রধারঃ। রসিকশিরোমণি-রমণঃ স্থলভো গোকুলবাসিনামেব।
সন্দর্ভো গুণগর্ভঃ স জয়তি রাধাভিসারাখ্যঃ॥ ১৩॥
তদগীয়তাং মঙ্গলধ্রুবা।

সূত্রেতি। প্রবন্ধেন নাটকেন। কুলাচার্য্যেণ তুম্বুরুণা।
নটীতি। আর্য্যে! কঃ খলু স তাবৎ প্রবন্ধঃ?
সূত্রেতি। শ্রীকৃষ্ণং রময়তীতি। সন্দর্ভঃ প্রবন্ধঃ॥ ১৩॥
ধ্রুবা ধ্রুবপদেন।

কৃষ্ণ। (সহর্ষে) এই হৃদয়ের আনন্দদায়ক নান্দীপ্রয়োগ অতি সুন্দর হইয়াছে।

সূত্রধার। (পার্শ্বদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) আর্য্যে! কোনও সুচারু নাটকের দ্বারা জগদ্বন্ধু শ্রীহরির সম্যক্ আরাধনার জন্য স্বর্গ হইতে কুলাচার্য্য তুম্বুরু আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

নটী। আর্য্য! তবে সেই প্রবন্ধ কি?

সূত্রধার। রসিকশিরোমণি মনোহারী ও গোকুলবাসিগণের সুলভ রাধাভিসারাখ্য গুণগর্ভ সন্দর্ভ জয়যুক্ত হউক॥ ১৩॥

(উভয়ের প্রস্থান)

অতএব মঙ্গলজনক ধ্রুপদ অবলম্বনে গান কর।

নটী। অজ্জ ! কং উদুং উব্বলম্বিঅ গাইস্সং ?

সূত্রধারঃ। আর্য্যে ! পশ্য পশ্য,

শ্রীরেষা নবমালিকাস্থ মিলতি প্রোজ্ঝ্যাস্থ কুন্দাবলীং
স্মর্ত্তুং পঞ্চম-চাতুরীং চিরপরিত্যক্তাং যতন্তে পিকাঃ।
ভাণ্ডীরাৎ পরিপাণ্ডুরাঃ স্ফুটমমী ভ্রশ্যন্তি যত্রচ্ছদাঃ
কালঃ কোঽপ্যয়মুজ্জ্বলঃ সকুতুকো মন্দং পরিস্পন্দতে ॥ ১৪ ॥

নটী। ইহ ঝম্পিদাবি পরিদো সমীলদাএ ফুড়ং কঠোরাএ।
মহুবেণ হোই, লহুণা ণ মাহবী অণুণিদত্থবআ ॥ ১৫ ॥

নটীতি। আর্য্য ! কং ঋতুং অবলম্ব্য গাস্যামি ?

সূত্রেতি। প্রবর্ত্তমানং বসন্তং বর্ণয়তি। কালঃ হিম-বসন্তয়োঃ সন্ধিরূপঃ ॥১৪॥

নটীতি। ইহ ঝম্পিতাপি পরিতঃ শমীলতয়া স্ফুটং কঠোরয়া। মধুপেন ভবতি, লঘুনা ন মাধবী অনুনীত-স্তবকা ॥ ১৫ ॥

নটী। আর্য্য ! কোন্ ঋতু অবলম্বনে গাইব ?

সূত্রধার। আর্য্যে ! দেখ দেখ, এখন কুন্দাবলীকে পরিত্যাগ করিয়া নবমালিকাফুলে এই শোভা মিলিত হইতেছে, পিককুল দীর্ঘকালের জন্য যে পঞ্চমস্বর-চাতুরী পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, ভাণ্ডীর হইতে ঐ পাণ্ডুরবর্ণ পত্রগুলি স্পষ্টভাবে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, অতএব পরমানন্দময় কোন উজ্জ্বলকাল মন্দ মন্দ প্রবর্ত্তিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

নটী। এই মাধবী স্পষ্টতঃ কঠোর শমীলতা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আক্রান্তা হইলেও মাধবী কি ক্ষুদ্র মধুপের দ্বারা অনুনীতস্তবকা হয় না ?

সূত্রধারঃ। (সপরিতোষম্) আর্য্যে! সাধু সাধু, প্রস্তাবোচিতমেব ভাবদুপন্যস্তম্।

তথাহি—

বৃদ্ধয়া শশ্বদারব্ধ-নিরোধামপি রাধিকাম্।
নিরাবাধং সদা সাধু রময়ত্যেষ মাধবঃ ॥ ১৬ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

(ততঃ প্রবিশতি মাধবঃ)

মাধবঃ। লক্ষ্মীবানিহ দক্ষিণানিলসখঃ সাক্ষান্মধুর্মোদতে
মাদ্যদ্ভৃঙ্গ-বিহঙ্গহারি বিহসত্যত্রাপি বৃন্দাবনম্।

তথাহীতি। বৃদ্ধয়া জটিলয়া। নিরাবাধং নির্ব্বিরোধম্। ভারতীবৃত্ত্যঙ্গমুখ্যাঙ্গমিদমতিশয়-নাম। তল্লক্ষণম্,—এষোঽয়মিত্যুপক্ষেপাৎ সূত্রধারপ্রয়োগতঃ। প্রবেশসূচনং যত্র প্রয়োগাতিশয়ো হি স ইতি। এষেতি সূত্রধারপ্রয়োগাৎ। মাধবস্য প্রবেশসূচনমতিশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

মাধব ইতি। লক্ষ্মীবানিতি। পুষ্পাঙ্কুরাদিজনকত্বেন পরমশোভাবান্। মাদ্যদ্ভৃঙ্গ-

অর্থাৎ ক্ষুদ্র ভ্রমর কি মাধবীস্তবকের মধু পান করিবার জন্য ব্যগ্র হয় না? ॥ ১৫ ॥

সূত্রধার। (সন্তোষের সহিত) আর্য্যে। সাধু সাধু, প্রস্তাবের উপযুক্ত-ভাবেই আপনি বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন; কারণ, দেখা যায় যে, বৃদ্ধা জটিলা কর্ত্তৃক সতত শ্রীরাধিকা নিরুদ্ধা হইলেও মাধব অতি সুন্দর-ভাবে তাঁহার সহিত অবাধিতরূপে সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

(অনন্তর মাধবের প্রবেশ)

মাধব। মলয়ানিল-সখা পরম শোভাযুক্ত সাক্ষাৎ বসন্তঋতু বিরাজমান, মত্ত-ভৃঙ্গাবলী ও বিহগকুলের দ্বারা মনোহর হইয়া বৃন্দাবন যেন হাস্য

রাধা যদ্যভিসারমত্র কুরুতে সোঽয়ং মহানেব মে
সান্দ্রানন্দবিলাসসিন্ধুলহরী-হিল্লোল-কোলাহলঃ ॥১৭॥

মধুমঙ্গলঃ। (বিহস্য) হী হী দাসাএ পুত্তএহিং সুরিন্দপুরী ভণ্ডেহিং ছুদিঅ মে পিঅবঅস্‌সো পচ্চক্খীকিদো।

উদ্ধবঃ। (সচমৎকারম্)

নবমুরলি-মরালীহারি-হস্তারবিন্দঃ
কবলিত-কুরুবিন্দচ্ছায়গুঞ্জাদ্ভুতশ্রীঃ।

বিহঙ্গৈর্হারি মনোহারি। অত্রাপি মধ্যে বৃন্দাবনং বিহসতি পুষ্পাদি মিষেণ হাস্যং করোতি। অত্র সময়ে, সোঽয়ং সময়ঃ। সান্দ্রানন্দস্য যো বিলাসসিন্ধুস্তস্য লহর্য্যা হিল্লোলঃ কল্লোলস্তস্য কোলাহলরূপো ভবতি, পরমসুখদায়ীত্যর্থঃ। বিশেষ-নাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্—সিদ্ধান্ বহূন্ প্রধানার্থামুক্ত্বা যত্র প্রযুজ্যতে। বিশেষযুক্তং বচনং বিজ্ঞেয়ং তদ্বিশেষণমিতি। অত্র প্রসিদ্ধান্মধুবৃন্দাবনাদীনুক্ত্বা, রাধাভিসারস্য বৈশিষ্ট্যাদ্বিশেষণম্ ॥ ১৭ ॥

মধু ইতি। হী হা আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যম্। দাস্যাঃ পুত্রৈঃ সুরেন্দ্রপুরীভণ্ডৈঃ দ্বিতীয়ো মে প্রিয়বয়স্যঃ প্রত্যক্ষীকৃতঃ।

উদ্ধব ইতি। কবলিতা কুরুবিন্দস্য পদ্মরাগমণেশ্ছায়া কান্তির্যয়া তয়া অদ্ভুতা শ্রীর্যস্য সঃ। গুঞ্জিকানাং গুঞ্জানাম্ ॥ ১৮ ॥

করিতেছে, হায়! যদি শ্রীরাধা এখন এ স্থানে অভিসার করেন, তবেই আমার পরমানন্দ-বিলাস-সিন্ধুর লহরীতে মহান্ কল্লোল-কোলাহল উপস্থিত হয়! ॥ ১৭ ॥

মধুমঙ্গল। (হাস্য করিয়া) হী হী কি আশ্চর্য্য! স্বর্গের ভণ্ডদাসীপুত্রগণের সহিত আমার দ্বিতীয় প্রিয়বয়স্য প্রত্যক্ষীকৃত হইল!

উদ্ধব। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) যাঁহার হস্তরূপপদ্ম নবমুরলীরূপ মরালীর

মৃদুল-পবন-চঞ্চৎ-পিঞ্ছচূড়াঞ্চলোঽয়ং
মদয়তি হৃদয়ং মে শ্যামিকানাং বিলাসঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণঃ। (সৌৎসুক্যং রোমাঞ্চমুন্মীল্য)
উদীর্ণাদ্ভুতমাধুরী-পরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত ! সমীক্ষ্য মন্মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যঃ সখে ! মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূ-সারূপ্যমন্বিষ্যতি ॥১৯॥

কৃষ্ণ ইতি। উদীর্ণেতি। উদিতোঽদ্ভুতমাধুরীণাং পরিমলো যত্র স তস্য। অভিপ্রায়-নামনাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্—অভিপ্রায়স্তভূতার্থো হৃদ্যঃ সাম্যেন কল্পিতঃ। অভিপ্রায়ং পরে প্রাহুর্মতাং হৃদ্যবস্তুনীতি। অংশভূতার্থরূপস্য ভগবদ্দ্বিতীয়ত্বস্য নাটকল্পনমভিপ্রায়ঃ। হৃদ্যবস্তুনি সৌন্দর্যে ভোগেচ্ছয়া মম তাবদভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥

দ্বারা পরিশোভিত, যাঁহার গুঞ্জামালার অদ্ভুত শোভা পদ্মরাগমণির কান্তিকেও গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, মৃদুল-পবনসঞ্চারে যাঁহার ময়ূর-পুচ্ছের চূড়ার প্রান্তভাগ চঞ্চল হইয়াছে, সেই শ্যামবর্ণ-সমূহের বিলাস আমার হৃদয়কে আনন্দে অধীর করিয়া তুলিতেছে ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ। (ঔৎসুক্যসহকারে রোমাঞ্চিত হইয়া) অহো ! যে লীলায় আমার অপূর্ব্ব-মাধুর্য্য-পরিমল প্রকটিত হইয়াছিল, এই নট সেই গোপ-লীলাময় আমার দ্বিতীয়রূপ প্রত্যক্ষ করাইয়া আমাকে মুহুর্ম্মুহুঃ বিস্মাপিত করিতেছে। হে সখে ! ইহার স্বরূপ দেখিয়া আমার চিত্ত কেলিকুতূহলে অতিশয় বিদ্রাবিত হইয়া ব্রজবধূ শ্রীরাধার সারূপ্য ধারণ করিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইতেছে ॥ ১৯ ॥

তদদ্য ভবন্তং পৃচ্ছামি কথমনেনাবিষ্কৃতা
মমাপি মনোহারিণী সা কাপি রূপচন্দ্রিকা।

উদ্ধবঃ। দেব! ভবদ্ভক্তিপ্রভাবসম্ভাবিতোঽয়ং দেবর্ষেরেব সেবা-
পারিপাটী-বিবর্ত্তঃ।

কৃষ্ণঃ। (সাশ্চর্য্যম্)

প্রপন্ন নটতাং নটন্ কিময়মস্মি রঙ্গস্থলে
সদস্যথ সদস্যতাং কিমুপলভ্য পশ্যামি বা।
ইতি স্ফুটবিবির্ণয়ে কিমপি সন্বিধানং পুরঃ
সমীক্ষ্য পরমাদ্ভুতং নিমিষমপ্যহং ন ক্ষমঃ ॥২০॥

কৃষ্ণ ইতি। প্রাপ্য নটরূপতাম্। সদস্যতাং সভাসদতাম্ ॥ ২০ ॥

সখে! তাই আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, এই
ব্যক্তি কেমন করিয়া আমার পর্য্যন্ত মনোহরণ করিতে পারে—এমন
অপূর্ব্ব রূপচন্দ্রিকা কি প্রকারে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইল?

উদ্ধব। দেব! আপনার ভক্তিপ্রভাবের দ্বারা সম্যক্‌রূপে এ ব্যক্তি ভাবিত
হইয়াছে এবং ইহা দেবর্ষিরও পরিপাটী-সহকারে সেবা করিবার
ফল।

কৃষ্ণ। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) আমি কি নটত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই রঙ্গস্থলে
অভিনয় করিতেছি? না, সভাস্থলে সভাসদলাভ করিয়া দর্শন
করিতেছি? পুরোবর্ত্তী এই পরমাদ্ভুত বেশ-রচনাবিধান সম্যক্‌রূপে
অবলোকন করিয়াও আমি ইহা স্পষ্টরূপে বিনির্ণয় করিতে নিমিষের
জন্যও সমর্থ হইলাম না ॥ ২০ ॥

মাধবঃ। মতিরঘূর্ণত সার্দ্ধমলিব্রজৈ-
ধৃতিরভূন্মধুভিঃ সহ বিচ্যুতা।
ব্যকসদুৎকলিকা কলিকালিভিঃ
সমমিহ প্রিয়য়া বিযুতস্য মে ॥ ২১ ॥

তদিদানীং বেণুগীতসংজ্ঞয়া ললিতামভ্যর্থয়িষ্যে।

(ইত্যধরে বেণুং বিন্যস্য)

অক্ষোর্বিক্ষুং হরিহয়-হরিন্নাগরি! রাগরিক্তাং
রাগেণাবিষ্কুরু গুরুরুচং ভানবীয়াং নবীনাম্।

মাধব ইতি। মতিরিত্যাদি। সহোক্তি-নামালঙ্কারঃ। সা সহোক্তিঃ পরার্থস্য বলাদেকং দ্বিবাচকমিতি। পদোচ্চয়-নাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্—বহুনাঞ্চ প্রযুক্তানাং পদানাং বহুভিঃ পদৈঃ। উচ্চয়ঃ সদৃশার্থো যঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পদোচ্চয় ইতি। অত্র মত্যাদীনাং ঘূর্ণাদি-ক্রিয়াসু অলিব্রজাদিভিঃ সমাবেশাদয়ং পদোচ্চয়ঃ ॥ ২১ ॥

তদিদানীমিতি। সংজ্ঞয়া সঙ্কেতেন।

অক্ষোরিত্যাদি-পদ্যং বিবৃতবান্। হরিহয় ইন্দ্রস্তস্য হরিৎ দিক্ সৈব নাগরী তস্যাঃ সম্বোধনম্। পক্ষে পূর্ব্বাদিশো নাগরি ললিতে!

মাধব। অহো! প্রিয়বিরহিত হইয়া আমার মতি মধুকরবৃন্দের সহিত ঘূর্ণিত হইতেছে, আমার ধৈর্য্য (ক্ষরিত) মধুর সহিত বিচ্যুত হইতেছে, কলিকাশ্রেণীর সহিত আমার উৎকণ্ঠা বিকসিত হইয়া উঠিতেছে ॥২১॥

অতএব এখন বেণুগীতরূপ সঙ্কেতের দ্বারা ললিতাকে আহ্বান করি। (তদনুসারে অধরে বেণুবিন্যাস করিয়া) অহে ইন্দ্রের দিক্‌রূপা নাগরি! (অর্থান্তরে হে ললিতে!) অনুরাগ-সহকারে সূর্য্যদেবের

চক্রাভিখ্যঃ কিমপি বিরহাদাকুলঃ কাকু-লক্ষং
কুর্ব্বন্ মুখ্যস্ত্বয়ি স বয়সামর্থিভাবং তনোতি ॥২২॥

কৃষ্ণঃ। (সকৌতুকম্) কিমশক্যং দেবর্ষিপ্রসাদস্য যেনায়মনন্য-বেদ্যামপি মদন্তরীণচর্য্যাং বিবৃণোতি।

মাধবঃ। (সহর্ষম্) কথং নাতিদূরে মনোহরিণহারিণী সৈবেয়ং মঞ্জুমঞ্জীরশিঞ্জিত-কাকলী তদহং মাধবীমণ্ডপং প্রবিশামি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

রাগেণ রিক্তাং ভানবীয়াং শুক্লকচমাবিষ্কুরু। পক্ষে ভানবীয়াং রাধাম্। চক্রাভিখ্যশ্চক্রবাকঃ। পক্ষে চক্রী। স চক্রাভিখ্যো বয়সাং পক্ষিণাং মুখ্যঃ। পক্ষে বয়সাং সখীনাং মুখ্যঃ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ ইতি। মদন্তরীণচর্য্যাং মদন্তঃকরণবৃত্তিম্।

রাগরিক্তা অভিনবশুক্লতর কান্তি আবিষ্কার কর (শ্লিষ্টার্থ শ্রীরাধাকে সম্ভাষণ করিয়া আনয়ন কর) দেখ এই পক্ষিশ্রেষ্ঠ চক্রবাক্ কোন বিরহের দ্বারা আকুল হইয়া তোমাতে কাকুলক্ষের দ্বারা অর্থিভাব বিস্তার করিতেছে; (এই চক্রী হরিবিরহাকুল হইয়া সখীগণের শ্রেষ্ঠ তোমাকে লক্ষ লক্ষ কাকুর দ্বারা তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছে অর্থাৎ তুমি শ্রীরাধার সহিত আমার মিলন করাইয়া দাও) ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ। (সকৌতুকে) দেবর্ষিপ্রসাদের দ্বারা কি না হয়? সেই জন্যই এই নট অন্য ব্যক্তির অজ্ঞেয় আমার এই গূঢ় মনোভাব বিবৃত করিতেছে।

মাধব। (সহর্ষে) এই যে নিকটেই আমার সেই মনোহরিণ-বিজয়িনী মৃদু-মধুর নূপুরের ধ্বনি। অতএব আমি এখন মাধবীকুঞ্জে প্রবেশ করি।

(ইহা বলিয়া প্রস্থান)

(ততঃ প্রবিশতি ললিতয়ানুগম্যমানা রাধা)

রাধা। (সৌৎসুক্যং পুরো দৃষ্ট্বা) হলা ললিদে! পেক্খ পেক্খ, ধণ্ণা এসা তরঙ্গলেহা জা কখু সেবালবল্লী ণিবদ্ধ-পাঅং ণং হংসিঅং মোআবেদি, তা ফুড়ং ভিসিণী-পত্তন্তরিদেণ কলহংসেণ সংঘড়ইস্সদি।

ললিতা। (স্মিত্বা) ভো হংসি! হংসবইণো পক্খবাদেণ চেচ্চ উদ্ধুরা-এসা তুমং কড্ঢদি উম্মিমালা, তা বিসদ্ধা কন্তং অহিসর।

রাধেতি। সখি ললিতে! পশ্য পশ্য, ধন্যা এষা তরঙ্গলেখা যা খলু শৈবাল লতা-নিবদ্ধপাদামেনাং হংসিকাং হংসপত্নীং মোচয়তি, তস্মাৎ স্ফুটং বিসিনীপত্রান্তরিতেন কলহংসেন ঘটয়িষ্যতি। প্রথমান্তৃতীয়ৌক্তা-লঙ্কারোহয়ং, তরঙ্গলেখা উৎকণ্ঠা। শৈবালবল্লী জটিলা। হংসিকাং রাধাম। বিসিনী-পত্রান্তরিতেন মাধবীমণ্ডপান্তরিতেন কলহংসেন মাধবেনেতি ব্যঙ্গোহর্থো জ্ঞেয়ঃ।

ললিতেতি। ভো হংসি! হংসপতেঃ পক্ষে কৃষ্ণস্য পক্ষপাতেন উদ্ধুরা এষা ত্বাং কর্ষতি ঊর্ম্ম্যালী তৎ বিশ্বস্তা কান্তং অভিসর।

(অনন্তর ললিতার সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। (ঔৎসুক্য-সহকারে পুরোভাগে দৃষ্টি করিয়া) সখি ললিতে! দেখ দেখ, এই তরঙ্গলেখাই ধন্য, কারণ, ইহা শৈবালবল্লীর দ্বারা নিবদ্ধ-চরণা হংসীকে মোচন করিয়া দিতেছে, এবং স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পদ্ম-পত্রান্তর্ব্বর্ত্তী হংসের সহিত ইহাকে সম্মিলিত করিয়া দিবে।

ললিতা। (মৃদুভাবে হাসিয়া) হে হংসি! হংসপতির প্রতি পক্ষপাত-হেতু এই উদ্ধতস্বভাবা উর্ম্মিমালা তোমাকে আকর্ষণ করিতেছে, অতএব বিশ্বাস-সহকারে কান্তের নিকট অভিসার কর।

কৃষ্ণঃ। (সোৎকণ্ঠম্)

উচ্চৈরভূদননুভূতচরী দশা মে
যস্যাশ্চিরেণ বিরহজ্বর-জর্জ্জরস্য।
সা হন্ত! নেয়মিয়মামিয়মাবিরাসী-
ন্মচ্চিত্ত-হংসসরসী সরসীরুহাক্ষী ॥ ২৩ ॥

(ইতি সিংহাসনাদুত্থায় ভুজাভ্যাং গ্রহীতুং পরিক্রামতি)

উদ্ধবঃ। দেব! নাট্যপ্রণীতোঽয়মর্থঃ।

কৃষ্ণঃ। (সধৈর্য্যলজ্জামভিনীয়)

কৃষ্ণ ইতি। উচ্চৈরিতি। অননুভূতচরী পূর্ব্বমননুভূতা। সা কিমিয়মাবিরাসীৎ ইয়ং কিং সাবিরাসীৎ অভিতি স্মৃতৌ। স্মৃতং স্মৃতং সা সা ইয়মিয়মাবিরাসীদিত্যর্থঃ। দৃঢ়নিশ্চয়ার্থং বীপ্সা ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণ ইতি। সাসৌ বক্ত্রশ্রীঃ। সেয়ং দৃষ্টিঃ। সৈষা ভ্রূঃ। ইয়ং গান্ধর্ব্বী

শ্রীকৃষ্ণ। (উৎকণ্ঠা-সহকারে) যাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী বিরহজ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া আমার এই গুরুতর অননুভূতপূর্ব্বা দশা উপস্থিত হইয়াছে, সেই আমার চিত্তহংসের পক্ষে সরোবররূপা এই কমলনয়নী শ্রীরাধিকা উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥

(এই বলিয়া সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া বাহুযুগলের দ্বারা তাহাকে গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন)

উদ্ধব। দেব! ইহা নাটকে বিবৃত বিষয়-মাত্র।

কৃষ্ণ। (ধৈর্য্যধারণ-পূর্ব্বক লজ্জার অভিনয় করিয়া) হায় প্রিয়ে! এ যে

সা বক্তুশ্রীর্বিরমিত-শরচ্চন্দ্র-নন্দা ভবাসৌ
সেঽয়ং দৃষ্টির্মদকল-মৃগীমৃগ্য-মাধুর্য্যকেলিঃ।
সা ভ্রূরেখা রতিপতি-ধনুর্বিভ্রমাভ্যাস-গুর্ব্বী
গান্ধর্ব্বী মে ক্ষপয়তি ধৃতিং হন্ত! গান্ধর্ব্বিকেব ॥২৪॥

মুখরা। হা ণত্তিণি রাহিএ! জীঅসি।

(ইতি ধাবতি)

পৌর্ণমাসী। (পটাঞ্চলে ধৃত্বা) সৌহৃদান্ধে! গান্ধর্ব্বমিদং গন্ধর্ব্বাণাম্।

নটী গান্ধর্ব্বিকেব মে ধৃতিং ক্ষপয়তি। সা বক্তুশ্রীরিবাসৌ বক্তুশ্রীর্মে ধৃতিং ক্ষপয়তীতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্। মদোৎকটঃ মদকল ইত্যমরঃ ॥২৪॥

মুখরেতি। হা নপ্ত্রি রাধিকে! জীবসি।

পৌর্ণেতি। গান্ধর্ব্বং নাট্যম্।

তোমারই সেই শরচ্চন্দ্র-বিনিন্দিত মুখশ্রী, এই তোমার সেই মদমত্ত মৃগীকুলের অন্বেষণীয়া মাধুর্য্যের ক্রীড়াক্ষেত্ররূপা দৃষ্টি, রতিপতি যাহা দেখিয়া ধনুর্বিভ্রম অভ্যাস করিয়াছে, এই সেই গৌরবময়ী ভ্রূ, হায়, এই গন্ধর্ব্ববালা শ্রীরাধিকার ন্যায়ই আমার ধৈর্য্য হরণ করিতেছে ॥ ২৪ ॥

মুখরা। হা নাতিনি রাধিকে! তুমি জীবিত আছ!

(ইহা বলিয়া ধাবিত হইলেন।)

পৌর্ণমাসী: (বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়া) হে স্নেহান্ধে! ইহা গন্ধর্ব্বদিগের নাটককলা।

মুখরা। (সাস্রম্) ভঅবদি! সূরমণ্ডলং ভেত্তূণ লোঅন্তরং গদা রাহী সগ্গালএহিং গন্ধব্বেহিং আণীদত্তি তক্কেমি।

রাধা। হলা ললিদে! পুপ্ফাহরণকোদূহলস্স ণিএদাদো তুএ আণিজ্জন্তী অহং অবি ণাম কিং অজ্জাএ মুহরাএ দিট্ঠম্হি।

ললিতা। ণ কেঅলং অজ্জাএ মুহরাএ, জডিলাএবি।

মুখরা। (সবাষ্পগদ্গদম্) হা বচ্ছে! সচ্চং মএ দারুণীএ জ্জালিদাসি।

মুখরেতি। ভগবতি! সূর্য্যমণ্ডলং ভিত্বা লোকান্তরং গতা রাধা স্বর্গালয়ৈর্গন্ধর্ব্বৈরানীতা ইতি তর্কয়ামি।

রাধেতি। সখি ললিতে! পুষ্পাহরণকৌতূহলায় নিকেতাং ত্বয়া আনীয়মানা অহমপি নাম সম্ভাবনায়াং আর্য্যয়া মুখরয়া দৃষ্টাস্মি।

ললিতেতি। ন কেবলং আর্য্যয়া মুখরয়া, জটিলয়াপি।

মুখরেতি। হা বৎসে! সত্যং ময়া দারুণ্যা কঠোরয়া জ্বালিতাসি।

মুখরা। (অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে) ভগবতি! শ্রীরাধিকা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া লোকান্তরগতা হইয়াছেন, সেই স্বর্গালয় হইতে গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক তিনি আনীত হইয়াছেন, আমি এই সন্দেহ করিতেছি।

রাধা। সখি ললিতে! গৃহ হইতে যখন আমাকে পুষ্পাহরণ-কৌতূহলের জন্য তুমি আনয়ন করিতেছিলে, তখন আর্য্যা মুখরা বোধ হয় আমাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ললিতা। কেবল মুখরা নহে, জটিলাও দেখিয়াছিলেন।

মুখরা। (বাষ্পগদ্গদ হইয়া) হা বৎসে! সত্যই এই নিষ্ঠুরার দ্বারা তুমি নানা জ্বালায় জ্বালিত হইয়াছ।

মধুমঙ্গলঃ। (সরোষম্) রক্খসি বুড্‌ঢিএ! দাণিং মা ক্খু অলিঅং পেম্মং পঅডেহি জা ক্খু ঘরোবন্ত-বাড়িআ-পেরন্তে চ্চেঅ মং দট্‌ঠুণ কুক্কুরীব্ব বুক্কসি।

মুখরা। অজ্জ মহুমঙ্গল! কিং করিস্সং, অপ্পআসিদ-রহস্সাএ বঞ্চিদম্হি ভঅবদীএ।

রাধা। হলা! জই দিট্‌ঠম্হি অদো অবাঅং বাহরেহি।

মধু ইতি। রাক্ষসি বৃদ্ধে! ইদানীং মা খলু অলীকং প্রেম প্রকটয় যা খলু গৃহোপান্ত-বাটিকাপ্রান্তে এব মাং দৃষ্ট্বা কুক্কুরীব বুক্কসি। বুক্ক ভাষণে ইত্যস্য রূপম্। বুক্কশব্দঃ শ্বধ্বনৌ।

মুখরেতি। আর্য্য মধুমঙ্গল! কিং করিষ্যামি, অপ্রকাশিত-রহস্যয়া বঞ্চি-তোঽস্মি ভগবত্যা।

রাধেতি। সখি! যদি দৃষ্টাস্মি, তদা উপায়ং ব্যাহর।

মধুমঙ্গল। (সক্রোধে) রাক্ষসি বুড়ী! এখন আর মিথ্যা ভালবাসা দেখাইয়া লাভ নাই, ঘরের কাছে আমাকে দেখিয়া তুমি কুক্কুরীর মত ঘেউ ঘেউ করিয়া আসিতে!

মুখরা। আর্য্য মধুমঙ্গল! কি করিব, ভগবতী তখন রহস্য প্রকাশ না করায় আমি প্রতারিত হইয়াছি।

রাধা। সখি! যদি আমাকে দেখিয়া থাকেন, তবে তাহার উপায় কি, বল।

ললিতা। হন্ত মন্থরে! পন্তরং পরিহরিঅ কলম্বসম্বাহেণ কালিন্দীতীর-মগ্‌গেণ তুরিঅং গচ্ছম্হ।

(ইত্যুক্তে পরিক্রামতঃ)

রাধা। সহি! পিসুণেহিং ণেউরেহিং কিত্তি সংগমিদম্হি।

ললিতা। বিদক্কসীলাএ জডিলাএ বুদ্ধিং মোহেদু।

(প্রবিশ্য জটিলা)

জটিলা। (পুরঃ পশ্যন্তী) কহং দিট্‌ঠিপহেণ লক্‌খিজ্জই বারিসহাণবী, তা কহিং ণং মগ্‌গিস্সং।

ললিতেতি। মন্থরে মন্দগামিনি! প্রান্তরং অনাচ্ছন্নপন্থানং পরিহৃত্য কদম্ব-সম্বাধেন কালিন্দীতীর-মার্গেণ ত্বরিতং গচ্ছামঃ।

রাধেতি। সখি! পিশুনৈর্নূপুরৈঃ কিমিতি সঙ্গতাস্মি। পিশুনৈর্গমন-সূচকৈঃ। পিশুনৌ খলসূচকাবিত্যমরঃ।

ললিতেতি। বিতর্কশীলায়া জটিলায়া বুদ্ধিং মোহয়তু নূপুরকর্ত্তৃক ইত্যর্থঃ।

প্রবিশ্য জটিলেতি। কথং দৃষ্টিপথে ন লক্ষ্যতে বার্ষভানবী, তৎ কুত্র এনাং মার্গয়িষ্যামি।

ললিতা। হায় মন্দগামিনি! বনপথ পরিত্যাগ করিয়া কদম্ববৃক্ষময় কালিন্দীতীরের পথ দিয়া সত্বর গমন করি।

(এই বলিয়া উভয়ে বেড়াইতে লাগিলেন)

রাধা। সখি! গমন-সূচক নূপুর-ধ্বনি-সহকারে কি প্রকারে যাইব বল?

ললিতা। বিতর্কশীলা জটিলার বুদ্ধি বিড়ম্বিত হউক।

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) কৈ, পথে ত শ্রীরাধিকাকে দেখিতেছি না; তবে কোথায় ইহাকে অন্বেষণ করিব?

(ভুবস্তলমবলোক্য সহর্ষম্)

ইমাইং বহূএ পদাইং দীসন্তি, জং কুণ্ডলাইদীএ সোহগ্‌গমুদ্দাএঅঙ্কিদাইং, তা ইমিণা মগ্‌গেণ মগ্‌গিস্‌সং।

রাধা। হলা! অজ্জ মএ অউরুব্বং কিম্পি সিবিণে অণুহূদং।

ললিতা। সহি! কিং তং?

রাধা। লবঙ্গকুড়ুঙ্গে পুপ্‌ফং আহরন্তী তুমং বুন্দাবণবাসিণা মত্ত-কলহিন্দেণ আঅদুঅ হত্থেণ গহীদহত্থাসি সংবুত্তা।

ইমানি বধ্বাঃ পদানি দৃশ্যন্তে, যৎ কুণ্ডলাকৃত্যা সৌভাগ্যমুদ্রয়া অঙ্কিতানি, তদনেন মার্গেণ মার্গয়িষ্যামি।

রাধেতি। সখি! অদ্য ময়া অপূর্ব্বং কিমপি স্বপ্নেঽনুভূতম্।

ললিতেতি। সখি! কিং তম্?

রাধেতি। লবঙ্গকুঞ্জে পুষ্পমাহরন্তী ত্বং বৃন্দাবনবাসিনা মত্ত-কলভেন্দ্রেণাগত্য হস্তেন গৃহীত-হস্তাসি সংবৃত্তা। ততঃ সম্ভ্রমেণ ঘূর্ণন্ত্যাস্তব হঠেন

(ভূতল দর্শন পূর্ব্বক হর্ষ সহকারে)

এই যে বধূর পায়ের চিহ্ন দেখা যাইতেছে, কারণ, ইহা কুণ্ডলের আকৃতি-বিশিষ্ট সৌভাগ্য-চিহ্নের দ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা হইলে এই পথ দিয়াই অনুসন্ধান করি।

রাধা। সখি, অদ্য আমি কোনও অপূর্ব্ব বস্তু স্বপ্নে অনুভব করিয়াছি।

ললিতা। সখি! তাহা কি?

রাধা। লবঙ্গকুঞ্জে তুমি পুষ্প-আহরণে রত ছিলে, এমন সময় বৃন্দাবনবাসী কোনও মদমত্ত হস্তী আসিয়া তোমার হস্ত ধারণ করিল।

তদো সম্ভমেণ ঘুম্মন্তীএ তুহ হঢেণ ওট্‌ঠপল্লঅং ডংসন্তেণ তিণা বামে থবঅম্মি ফুরন্ততীক্‌খকামংকুসং করপুক্‌খরং।

(ইত্যর্দ্ধোক্তে সরোমাঞ্চমানম্রমুখী ভবতি)

ললিতা। (স্মিত্বা) অই সরলে! তুজ্‌ঝ হিঅএ কত্থুরিআ-পত্তভঙ্গং লিহন্তীএ মএ পচ্চক্‌খিকিদা সিবিণসঙ্গি-ণাঅর-

---

ওষ্ঠপল্লবং দংশতা তেন বামে স্তবকে স্ফুরত্তীক্ষ্ণকামাঙ্কুশং করপুষ্করং স্তবকে স্তনে ইতি লজ্জয়া নোক্তং লতাসাম্যঞ্চ। অর্পিতমিতি বাক্‌শেষো জ্ঞেয়ঃ। অনুক্রসন্ধির্নাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্—প্রস্তাবনৈয়-শেষার্থে যত্রানুক্তোঽপি বুধ্যতে। অনুক্রসন্ধিরেব স্যাদিত্যাহ ভরতো মুনিঃ। অত্রানুক্তস্যাপি স্তনে নখার্পণস্য বোধাদনুক্রসন্ধিঃ।

ললিতেতি। অয়ি সরলে! তব হৃদয়ে কস্তূরিকাপত্রভঙ্গীং লেখন্ত্যা ময়া প্রত্যক্ষীকৃতা স্বপ্নসঙ্গি-নাগরকুঞ্জরবিভ্রমাসি, তস্মাৎ স্ফুটং তৃতীয়-জনসঙ্গা-যোগ্যে তস্মিন্নবসরে দীর্ঘসূত্রা নীবী সহচরী ঝটিতি নিষ্ক্রান্তা ন বা ইতি। নর্ম্মদ্যুতিনাম সন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্—নর্ম্মজাতা রুচিঃ প্রাজ্ঞৈর্নর্ম্মদ্যুতি-

---

অনন্তর তুমি সম্ভ্রম বশতঃ ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সে বলপূর্ব্বক তোমার ওষ্ঠপল্লব দংশন করিয়া তোমার বামস্তনে তীক্ষ্ণ কামাঙ্কুশ-স্বরূপ করপুষ্কর নিক্ষেপ করিল। (এই কথা অর্দ্ধেক বলিয়া রোমাঞ্চিতকলেবরে নম্রমুখী হইলেন।)

ললিতা। (মৃদু হাসিয়া) অয়ি সরলে! আমি যখন তোমার হৃদয়ে কস্তূরী দ্বারা পত্রভঙ্গ রচনা করিতেছিলাম, সেই সময় আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, স্বপ্নে নাগরকুঞ্জর তোমাতে বিলাস করিয়াছেন, অতএব স্পষ্ট করিয়া বল, তৃতীয় জনের সঙ্গের অযোগ্য সেই

কুঞ্জরবিব্ভমাসি, তা ফুড়ং কধেহি, তইঅ-জণসঙ্গা জোগ্গে তস্মিং ওসরে দীহসুত্তা ণীবী-সহঅরী ঝত্তি ণিকন্তা ণ ব ত্তি।

রাধা। (স্বগতম্) কধং তক্কিদং অণ্ণি ধূত্তাএ।

(প্রকাশং সভ্রূভঙ্গম্)

বামে কিত্তি অলিঅং আসংকসি।

জটিলা। ণূণং ণেউরসদ্দেণ আঅড্ঢিদা এদে হংসা হংস-ণন্দিণী-জলাদো বণে ধাঅন্তি, তা বহূড়িআ ণাদিদূরে হুবিস্দি।

রুদ্দীরিতা। অত্র অয়ি সরলে! ইত্যাদি ললিতা নর্ম্মজাতয়া রাধায়াঃ রুচ্যা নর্ম্মদ্যুতিঃ।

রাধেতি। কথং তর্কিতমস্তি ধূর্ত্তয়া ললিতয়া।

বামে, কিমিতি অলীকম্ আশঙ্কসে।

জটিলেতি। নূনং নূপুরশব্দেন আকর্ষিতা এতে হংসা হংসনন্দিনী-জলাৎ বনে ধাবন্তি তৎ বধূটিকা নাতিদূরে ভবিষ্যতি। হংসনন্দিনী সূর্য্যপুত্রী। তুল্যতর্ক-নাম নাটকস্য মতান্তরমিদম্। তল্লক্ষণম্—কশ্চিত্তু, তুল্যতর্কো যদর্থেন তর্কঃ প্রকৃতগামিনা ইত্যাহ। অত্র নূপুরশব্দেন হংসাকর্ষণাত্তুল্য-তর্কঃ।

অবসরে তোমার দীর্ঘসূত্রা নীবীরূপা সহচরী সত্বর নির্গতা হইয়াছিল কি না?

রাধা। (স্বগত) এই ধূর্ত্তা কিরূপে এরূপ সন্দেহ করিল?

(ভ্রূভঙ্গি পূর্ব্বক প্রকাশ্যে)

হে প্রতিকূলাচার-পরায়ণে! কেন মিথ্যা আশঙ্কা করিতেছ?

জটিলা। নিশ্চয়ই নূপুরশব্দের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই হংস সকল সূর্য্য-পুত্রী যমুনার জল হইতে বনে ধাবিত হইতেছে, অতএব আমার ক্ষুদ্র বধূটি বোধ হয় আর অধিক দূরে নাই।

উদ্ধবঃ। অহো! জরতীনামপি বুদ্ধিকৌশলম্।

ললিতা। (স্বগতং) পুরদো মাহবীমণ্ডবে মাহবেণ হোদব্বং।

(ততঃ প্রবিশতি বৃন্দয়ানুগম্যমানো মাধবঃ)

মাধবঃ। (সমন্তাদবলোক্য)

হেতুর্মে হৃদয়োৎসবস্থ বিবিধঃ কামং ক্রমাদ্বর্দ্ধিতাং
প্রাপ্নোত্যস্থ গুণাধিরোহ-পদবীং রাধাভিসারস্থ কঃ।
যস্মিন্নল্পতরং মনোরথ-তটী-সীমামপি প্রাপিতে
সান্দ্রানন্দময়ী ভবত্যনুপমা সদ্যো জগদ্বিস্মৃতিঃ ॥ ২৫ ॥

ললিতেতি। পুরতো মাধবীমণ্ডপে মাধবেন ভবিতব্যম্।

মাধব ইতি। হেতুর্মে ইতি। তুলায়ামধিরোহ আরোহণং তস্থ পদবীং পদ্ধতিম্। হেতুরুপায়ঃ। যস্মিন্ রাধাভিসারে, সান্দ্রানন্দময়ী সান্দ্রানন্দ-জনিতা ॥ ২৫ ॥

উদ্ধব। অহো! বৃদ্ধাদিগেরও কিরূপ বুদ্ধিকৌশল, দেখ?

ললিতা। (স্বগত) পুরোবর্ত্তী মাধবীমণ্ডপে মাধবেরই থাকিবার কথা।

(অনন্তর বৃন্দার অগ্রবর্ত্তী হইয়া মাধবের প্রবেশ)

মাধব। (চারিদিকে দেখিয়া) আমার হৃদয়োৎসবের বিবিধ হেতু স্বেচ্ছা-ক্রমে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলেও গুণে রাধাভিসারের তুলনায় কোনটিই আরোহণ করিতে সমর্থ নহে। কারণ, যাহার মনোরথ-তটের অল্পমাত্র সীমা প্রাপ্ত হইলেও অনুপম মহা আনন্দে তখনই জগদ্বিস্মৃতি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণঃ। (পৌর্ণমাসীমবেক্ষ্য)

হন্ত বৎসলে ! গুরোরপি গুর্ব্বী ত্বমেব
সর্ব্বদা মাং বিনোদয়িতুং কোবিদাসি।
যদস্য নাট্যকলা-ছলেন দুর্লভে
তত্র গোকুলবিলাসে পুনঃ প্রবেশিতোঽস্মি ॥

রাধা। (মাধবমনালোক্য সানন্দমাত্মগতম্) ভো ভঅবং আণন্দপজ্জণ্ণ ! ণ কৃখু রুন্ধীঅদু-জলাসারেণ উকণ্ঠিদা তবস্সিণী মে দিট্‌ঠি-চওরী কৃখণং পিবেদু এসা দুল্লহং ইমস্স মুহচন্দস্স জোহ্নং।

রাধেতি। ভো ভগবন্ আনন্দপর্জন্য ! ন খলু রুধ্যতাং জলাসারেণ উৎকণ্ঠিতা তপস্বিনী মে দৃষ্টি-চকোরী ক্ষণং পিবতু এষা দুর্ল্লভামস্য মুখচন্দ্রস্য জ্যোৎস্নাম্। শোভননাম-নাটক-ভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্,—শোভা স্বভাব-প্রাকট্যং যুনোরন্যোন্যমুচ্যতে। অত্র ভঅবং আনন্দপজ্জন্ন ! ইত্যাদি-বাক্যেন ধাবত্যাক্রমিতুং মুহুরিতি মাধববাক্যেন দ্বয়োর্ভাবপ্রাকট্যাচ্ছোভা।

কৃষ্ণ। (পৌর্ণমাসীর দিকে চাহিয়া) হায় ! স্নেহময়ি ! সর্ব্বদা আমাকে আনন্দদানে বিচক্ষণা বলিয়া আপনি আমার গুরুর অপেক্ষাও গুরুতরা, যেহেতু, নাট্যকৌশলের ছলের দ্বারা আপনি আমাকে সেই সুদুর্ল্লভ বৃন্দাবনলীলায় প্রবিষ্ট করাইলেন।

রাধা। (মাধবকে দেখিয়া আনন্দভরে স্বগত) হে ভগবন্ আনন্দপর্জ্জন্য ! জলধারার দ্বারা আমার এই উৎকণ্ঠিতা তপস্বিনীরূপা দৃষ্টিচাকোরীকে অবরুদ্ধ করিবেন না, এ ক্ষণকাল ইঁহার মুখচন্দ্রের দুর্লভ জ্যোৎস্না পান করুক।

(প্রকাশং ভ্রুবৌ বিভুজ্য)

ললিদে ! জুত্তং জুত্তং এদং, জং সরলাহং বঞ্চিদম্হি ।

(ইতি নাসয়া ফুৎকুর্ব্বন্তী সলীলং রোদিতি)

ললিতা । হলা ! মং উবালহেসি দেব্ব-সংঘড়িদং ক্খু এদং কিং করিস্সং ।

মাধবঃ । (রাধামবেক্ষ্য সহর্ষম্)

ধাবত্যাক্রমিতুং মুহুঃ শ্রবণয়োঃ সীমানমক্ষ্ণোর্দ্বয়ী

পৌষ্কল্যং হরতঃ কুচৌ বলিগুণৈরাবধ্যমধ্যং ততঃ ।

(প্রকামামিতি) ললিতে ! যুক্তং যুক্তমেতৎ যৎ সরলাহং বঞ্চিতাস্মি ।

(নাসয়া ফুংফুংকরণং রোদন-ব্যঞ্জনম্)

ললিতেতি । কিমিতি মামুপলভসে দৈব-সংঘটিতং খল্বেতৎ কিং করিষ্যামি ।

মাধব ইতি । আক্রমিতুং বলাদ্ধর্ত্তুম্ । গুণৈঃ ত্রিবলিরূপৈর্গুণৈ রজ্জুভিঃ ততঃ মধ্যাৎ রাধায়াস্তনুরূপবাসস্থলে বাল্যাবস্থারূপে রাজনি জীর্ণতাপ্রাপ্তে সতি কৈশোরসূচকানি এতানি লক্ষণানি দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ । চক্ষুর্দ্বয়ং বারং বারং

(ভ্রূভঙ্গি পূর্ব্বক প্রকাশ্যে)

ললিতে ! ইহা ঠিক্ই হইয়াছে। যেহেতু, তুমি প্রতারণা পূর্ব্বক সরলা আমাকে এখানে আনিলে ।

(এই বলিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক নাকে কাঁদিতে লাগিলেন)

ললিতা । প্রিয়সখি ! আমাকে তিরস্কার করিতেছ কেন ? ইহা দৈব-সংঘটিত, আমি কি করিব ?

মাধব । (রাধাকে দেখিয়া সহর্ষে) আহা ! ইঁহার চক্ষু দুইটি শ্রবণ-যুগলের সীমাকে আক্রমণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ধাবিত হইতেছে, স্তনযুগল ত্রিবলিরূপ রজ্জুর দ্বারা মধ্যদেশকে আবদ্ধ

মুঞ্চীতশ্চলতাং ভ্রুবৌ চরণয়োরুত্থদ্ধনুর্বিভ্রমে
রাধায়াস্তনুপত্তনে নরপতৌ বাল্যাভিধে শীর্য্যতি ॥ ২৬ ॥

ললিতা। (সংস্কৃতেন)
জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গি-দক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি! তিরঃ-সঞ্চারি-নেত্রাঞ্চলম্।
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলী-সঙ্গতাং
রিঙ্গদ্ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি! পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥ ২৭ ॥

কর্ণয়োঃ সীমানমাক্রমিতুং ধাবতি। ত্রিবলিরূপরজ্জুভির্মধ্যস্থলং আবধ্য, তস্মাৎ পৌষ্কল্যং স্থূলত্বং কুচদ্বয়ৌ অগ্রহীতাম্ উত্থন্ ধনুষ ইব বিলাসো যয়োস্তে। পত্তনে পুরে। পুঃ স্ত্রী পুরীনগর্য্যৌ বা পত্তনং পুটভেদনমিত্যমরাৎ ॥ ২৬ ॥

ললিতেতি। হে বরাঙ্গি! পুরো মূর্ত্তিমন্তং পরমানন্দং স্বীকুরু। মূর্ত্তিমত্ত্বে জঙ্ঘাধ ইত্যাদি বিশেষণম্ ॥ ২৭ ॥

করিয়া তাহার স্থূলত্ব হরণ করিতেছে, এবং ভ্রূযুগল উত্থিত ধনুর বিলাস বিস্তারিত করিয়া পদযুগলের চঞ্চলতা হরণ করিতেছে; অতএব শ্রীরাধার তনুরাজ্যে বাল্যনরপতি ক্রমশঃ শীর্ণ হইতেছেন। (অর্থাৎ শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিকাল উপস্থিত হইয়াছে) ॥ ২৬ ॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) সখি! যাঁহার দক্ষিণপদ বাম জঙ্ঘার অধোভাগে সংলগ্ন, যিনি ত্রিভঙ্গিম, যাঁহার স্কন্ধদেশ ঈষৎ বঙ্কিমভাবে স্তম্ভিত, যাঁহার নেত্রপ্রান্ত তির্য্যক্‌ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে, যাঁহার কুঞ্চিত অধরে চঞ্চল অঙ্গুলীর দ্বারা বিক্রীড়িত বংশী বিন্যস্ত রহিয়াছে, যাঁহার ভ্রূযুগল চঞ্চল ভ্রমরের ন্যায় নৃত্য করিতেছে, হে বরাঙ্গি! সেই পুরোবর্ত্তী মূর্ত্তিমান্ পরমানন্দকে আপনার বলিয়া গ্রহণ কর ॥ ২৭ ॥

জটিলা। (সানন্দম্) এসা ডাহিণে বারিসহাণবী।

(ইত্যুপসৃত্য)

অই অহিসার নগ্গোবজ্ঝাইণি ললিদে! এহ্নিং পুত্তও মে অহিম্ন্য বিদূরে গদোম্বি, তা সুণ্ণং ঘরং মুক্কিঅ কীস তুএ আণিদা এত্থ বহূড়ী।

ললিতা। (সশঙ্কমাত্মগতম্) হদ্ধী হদ্ধী! ডাইণীএ অডাহিণপইদীএ দদ্ধহ্মি বুড্ঢিআএ।

(প্রকাশম্) অজ্জে! গগ্গীএ বণ্ণিদং অজ্জ মাহবীপুপ্ফেহিং পূইদো

জটিলেতি। এষা দক্ষিণে বার্ষভানবী।

অয়ি অভিসারমার্গোপাধ্যায়িনি ললিতে! ইদানীং পুত্রো মে অভিমন্যুঃ বিদূরে গতোঽস্তি, তৎ শূন্যং গৃহং মুক্ত্বা কথং ত্বয়াত্র আনীতা বধূটী।

ললিতেতি। হা ধিক্ হা ধিক্! ডাকিন্যা অদক্ষিণ-প্রকৃত্যা দগ্ধাস্মি বৃদ্ধয়া।

হে আর্য্যে! গার্গ্যা বর্ণিতং অদ্য মাধবীপুষ্পৈঃ পূজিতঃ সূর্য্যঃ সুরভী কোটীপ্রদো ভবতি, ইতি মাধবীমণ্ডপং লম্ভিতা ময়া রাধা। তৎ

জটিলা। (সানন্দে) এই যে দক্ষিণে বৃষভানু-নন্দিনী বিরাজমানা। (ইহা বলিয়া নিকটে গমন করিয়া) অয়ি। অভিসারমার্গের উপদেশদায়িনি ললিতে! ইদানীং আমার পুত্র অভিমন্যু বিদেশে গমন করিয়াছে, তাই তুমি শূন্য গৃহ উন্মুক্ত করিয়া কেন এখানে বধূটীকে লইয়া আসিলে?

ললিতা। (সভয়ে স্বগত) হায় কি দুর্ভাগ্য! এই প্রতিকূলপ্রকৃতি বৃদ্ধা জ্বালাইয়া মারিল!

(প্রকাশ্যে) আর্য্যে! গার্গীর নিকট শুনিলাম যে, অদ্য সূর্য্যদেবকে মাধবী-

সূরো সুরহী কোড়িপ্পদো হোদিত্তি, মাহবীমণ্ডবং লম্ভিদা মএ রাহী, তা পসীদ পসীদ।

জটিলা। (অপবার্য্য সালীকস্নেহম্) অই বচ্ছে! সদা মং পলোহিঅ ললিদা অহিসারেদিত্তি মহ পুত্তস্স পুরদো বহূড়িআ অলিঅং জ্জেবব তুমং দূসেদি, তা কিত্তি লাহবং সহেসি।

ললিতা। (স্বগতম্) অম্মহে কোডিল্লং জডিলাএ।

প্রসীদ প্রসীদ। পর্য্যুপাসন-নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্, রুষ্টাস্যানুনয়ৈর্ধীরৈঃ পর্য্যুপাসনমীরিতম্। অত্র রুষ্টায়া অনুনয়াৎ পর্য্যুপাসনম্।

জটিলেতি। অয়ি বৎসে! সদা মাং প্রলোভ্য ললিতা অভিসারয়তি, ইতি মম পুত্রস্য পুরতো বধুটিকা অলীকমেব ত্বাং দূষয়তি। তৎ কিমিতি লাঘবং সহসে। ভেদ-নাম সন্ধ্যন্তরমিদম্। তল্লক্ষণম্,—ভেদস্তু কপটালাপৈঃ সুহৃদাং ভেদকল্পনা। অত্র জটিলায়াঃ কপটেন রাধা-ললিতয়োর্ভেদঃ।

ললিতেতি। আশ্চর্য্যং কৌটিল্যং জটিলায়াঃ.

পুষ্পের দ্বারা পূজা করিলে তিনি কোটি গাভী প্রদান করিবেন, এই জন্য আমি শ্রীরাধাকে মাধবীকুঞ্জে লইয়া আসিয়াছি; অতএব ক্রুদ্ধ হইবেন না।

জটিলা। (মিথ্যা স্নেহ দেখাইয়া কানে কানে) বৎসে! আমার বধূ পুত্রের নিকট বলিয়া থাকে যে, ললিতাই আমাকে প্রলোভন দেখাইয়া অভিসার করায়। এইরূপে তোমাকে মিছামিছি দোষী করে, অতএব তুমি কেন এই অপমান সহ্য কর?

ললিতা। (স্বগত) আশ্চর্য্য! জটিলারও আবার কুটিলতা।

মাধবঃ। (স্বগতম্)

যত্রাসঙ্গো মনসঃ স্ফুরতি গরীয়ান্ গরীয়সোঽপ্যুচ্চৈঃ।
নিয়তো বস্তুনি বিঘ্নস্তস্মিন্নিতি নানৃতো বাদঃ॥

(ইতি দৃগন্তেন রাধাং পশ্যন্নুপসর্পতি) ॥ ২৮ ॥

জটিলা। (নাসিকাগ্রে তর্জ্জনীং বিন্যস্য শিরো ধুন্বতী সাশ্চর্য্যম)

অরে বালিআ-ভুঅঙ্গ ! কং দংসিদুং এত্থ ভম্মসি ?

মাধবঃ। লম্বোষ্ঠি ! ভবতীমেব গোষ্ঠপিশাচীম্।

উদ্ধবঃ। (স্মিতং করোতি)

জটিলেতি। অরে বালিকা-ভুজঙ্গ ! কং দংষ্টুমত্র ভ্রমসি ?

মাধব ইতি। নর্ম্ম-নাম প্রতিমুখসন্ধ্যাঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্,—পরিহাস-প্রধানং বচনং নর্ম্ম তদ্বিদুঃ। অত্র প্রকটমেব নর্ম্ম।

মাধব। (স্বগত) যে বিষয়ে মনের গুরুতর আসক্তি জন্মে, তাহাতেই তদপেক্ষা গুরুতর বিঘ্ন নিয়ত ঘটিয়া থাকে, এই কথা মিথ্যা নহে। (ইহা বলিয়া নেত্রপ্রান্তের দ্বারা রাধাকে দর্শন করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

জটিলা। (বিস্মিতভাবে নাসিকাতে তর্জ্জনা বিন্যাসপূর্ব্বক মাথা কাঁপাইতে কাঁপাইতে) অরে বালিকা-ভুজঙ্গ ! কাহাকে দংশন করিবার জন্য এখানে বেড়াইতেছিস্ ?

মাধব। হে লম্বোষ্ঠি ! গোষ্ঠপিশাচী তোমাকেই দংশন করিবার জন্য।

উদ্ধব। (মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন)

কৃষ্ণঃ। গোকুলকুল-জরতীনাং পরুষা বাগপি যথা প্রমোদয়তি।
স্তুতিরপি মহামুনীনাং মধুরপদা মাং সখে! ন তথা ॥ ২৯॥

বৃন্দা। বৃদ্ধে! ধর্ম্ম-চকোর-জীবাতু-চরিতামৃত-চন্দ্রিকে কৃষ্ণ-চন্দ্রেঽপি কথং প্রতীপং ভুজঙ্গভাবমর্পয়সি?

জটিলা। (সোল্লুণ্ঠং বিহস্য সংস্কৃতেন)

ব্রজেশ্বর-সুতস্য কঃ পরবধূ-বিনোদক্রিয়া
প্রশস্তিভরভূষিতং গুণমবৈতি নাস্য ক্ষিতৌ।

কৃষ্ণ ইতি। পরুষা কঠোরা, মধুরাণি পদানি যস্যাং সা মধুরপদা ॥ ২৯ ॥

জটিলেতি। পরেষাং বধ্বঃ, পক্ষে পরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নিত্যা যা বধ্বস্তাসাং বিনোদক্রিয়ায়াঃ প্রশস্তিভরেণ ভূষিতং করজমাশু ধৃষ্টোঽর্পয়দিতি বক্তব্যে নির্বিঘ্নেব ওঁ নমো বিষ্ণবে ইত্যবোচদিত্যর্থঃ। গুণাতিপাত-নাম নাটক-

---

কৃষ্ণ। সখে! গোকুলকুলের বৃদ্ধাগণের কঠোরবাক্যও আমাকে যেরূপ আনন্দ দান করে—মহামুনিগণের মিষ্টবাক্যের স্তবেও আমার সেরূপ আনন্দ হয় না ॥ ২৯ ॥

বৃন্দা। বৃদ্ধে! যে কৃষ্ণচন্দ্রের চরিতামৃতরূপ জ্যোৎস্না ধর্ম্মচকোরের জীবনোপায়, সেই চন্দ্রেও কেন প্রতিকূল লম্পটভাব অর্পণ করিতেছ?

জটিলা। (ব্যঙ্গভরে উচ্চহাস্য করিয়া সংস্কৃতে) পৃথিবীতে এই ব্রজেশ্বর-নন্দনের পরবধূবিনোদক্রিয়ার জয়ভরে ভূষিত গুণ কে না জানে? যেহেতু, এই লম্পট পথিমধ্যে সাধ্বী রমণীদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া

যদেষ রতিতস্করঃ পথি নিরুধ্য সাধ্বীর্বলা-

স্তদীয়-কুচকুট্মলে করজমেঁ। নমো বিষ্ণবে ॥৩০॥

রাধা। (স্বগতম্) হা হদদেব্ব! কিস্তে অবরাদ্ধা রাহী?

জটিলা। অই মুদ্ধে বহূড়ি! ইমস্স কালকুণ্ডলিনো তিক্খাএ বক্কদিট্ঠিএ প্পফংসিদা বজ্জপড়িমাবি জজ্জরী হোই, কিং উণতুমং ণোমালিআ সুওমালা-তবস্সিণী, তা তুরিঅং ঘরগর্ব্ভং গচ্ছম্ক।　　　　(ইতি ললিতারাধাভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা)

ভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্—গুণাতিপাতো ব্যত্যস্তগুণাখ্যানমুদাহৃতঃ। অত্র জটিলয়া মাধবস্য ব্যত্যস্তগুণবর্ণনাৎ গুণাতিপাতঃ॥ ৩০ ॥

রাধেতি। হা হতদৈব! কিন্তেঽপরাদ্ধা রাধা?

জটিলেতি। অয়ি মুগ্ধে বধূটি! অস্য কালকুণ্ডলিনঃ (কৃষ্ণসর্পস্য) তীক্ষ্ণয়া বক্রদৃষ্ট্যা প্রভ্রংশিতা বজ্রপ্রতিমাপি জর্জ্জরীভবতি, কিং পুনস্ত্বং নব-মালিকা সুকোমলা তপস্বিনী, তৎ ত্বরিতং গৃহগর্ভং গৃহমধ্যং গচ্ছামঃ।

তাহাদের কুচকমলে নখ—রাম! রাম! (এই বলিয়া) কি আর বলিব? ৩০।

রাধা। (স্বগত) হা হতদৈব! রাধিকা তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে?

জটিলা। হায়! সরলে বধূ! এই কৃষ্ণসর্পের সুতীক্ষ্ণ কুটিল দৃষ্টির দ্বারা উৎপথবর্ত্তিনী হইয়া বজ্রপ্রতিমাও জর্জ্জরিতা হয়, তোমার কথা আর কি বলিব, তুমি ত সুকোমলা তপস্বিনী, অতএব এস, আমরা শীঘ্র গৃহমধ্যে গমন করি।

(ইহা বলিয়া ললিতা ও রাধার সহিত প্রস্থান করিল)

বৃন্দা। নাগরেন্দ্র! মুঞ্চ বৈমনস্যং, সাম্প্রতং ভবদভীষ্টসিদ্ধয়ে শারিকামুখেন ললিতাং সন্দিশ্য বিশাখয়া ভবন্তং নিবেদয়িষ্যামি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)

মাধবঃ। (সখেদম্)

দ্রবতি মনাগভ্যুদিতাদ্বিধুকান্তে শিশিরভানুজালোকাৎ।
পর্ব্বণি পিধানমকরোদহহ স্বর্ভানু-ভীষণা জরতী ॥ ৩১ ॥

(নিশ্বস্য) বিশাখামুদ্দেষ্টুং জটিলা-গৃহোপান্তপাটলী-বাটিকাং গচ্ছেয়ম্। (ইতি পরিক্রম্য)

মাধব ইতি। বিধুকান্তে চন্দ্রকান্তমণৌ। পক্ষে বিধুবৎ কান্তঃ কান্তির্যস্য তস্মিন্। শিশিরভানুশ্চন্দ্রঃ পক্ষে বিধুবৎ কান্তং কান্তির্যস্য তস্মিন্। শিশিরভানুশ্চন্দ্রঃ পক্ষে অশিশিরভানুঃ সূর্য্যঃ। স্বর্ভানুঃ রাহুস্তদ্বদ্ভীষণা ॥ ৩১ ॥

বৃন্দা। হে নাগরশ্রেষ্ঠ! দুঃখ পরিত্যাগ কর, সম্প্রতি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য শারিকামুখে ললিতাকে সংবাদ দিয়া বিশাখার দ্বারা তোমাকে জানাইব।

(ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন)

মাধব। (সখেদে) বারেকের জন্য উদিত চন্দ্রালোকে চন্দ্রকান্তমণি গলিত হইতেছিল, কিন্তু হায় হায়! পর্ব্বকালে রাহুরূপা ভীষণা জরতী তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥ ৩১ ॥

(নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বিশাখাকে অন্বেষণ করিবার জন্য জটিলার গৃহসমীপবর্ত্তী পাটলীকুঞ্জে গমন করি।

(ইহা বলিয়া চলিতে চলিতে)

কথমগ্রে স্বগৃহাঙ্গনমভিমন্যুরধিতিষ্ঠতি তদহমত্রৈব ক্ষণমন্তরিতো ভবেয়ম্। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(প্রবিশ্যাভিমন্যুঃ)

অভিমন্যুঃ। তিণ্ণি উবসরিআ সআইং মুল্লেণ গেহ্ণিদুং কঞ্চণং ণইস্সং, তা কহিং গদা অম্বা ?

(প্রবিশ্য জটিলা)

জটিলা। হন্ত হন্ত ! দাণিং সারীএ সুঅস্স কহিজ্জন্তং ণিহুদং

অভিমন্যু ইতি। ত্রীণি উপসর্য্যা ঋতুমতী গৌঃ শতানি মূল্যেন গ্রহীতুং কাঞ্চনং নেষ্যামি, তৎ কুত্র গতা অম্বা।

জটিলেতি। ইদানীং শার্য্যা শুকায় কথ্যমানং নিভৃতং ময়া শ্রুতং যদভিমন্যুবেশেন মাধব ইদানীং মম গৃহমুপসর্পতি, তৎ গত্বা দ্রক্ষ্যামি আশ্চর্য্যং সত্যমেব ধূর্ত্তঃ আগতস্তৎ গত্বা প্রামাণিকজনং আনেষ্যামি।

এ কি ? এ যে নিজের গৃহের প্রাঙ্গণে অভিমন্যু রহিয়াছে, তাহা হইলে আমি এখানে একটু আড়ালে আড়ালে থাকি।

(ইহা বলিয়া চলিয়া গেলেন)

(অভিমন্যু প্রবেশ করিলেন)

অভিমন্যু। তিনশত ঋতুমতী গাভী মূল্য দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য স্বর্ণমুদ্রা লইতে হইবে, তবে জননী কোথায় ?

(জটিলা প্রবেশ করিলেন)

জটিলা। হায় ! হায় ! সম্প্রতি শারিকা শুককে গোপনে যাহা বলিতেছিল,

মএ সুদং জং অহিমন্নুবেসেণ মাহবো এহ্নিং মহঘরং উবসপ্পিস্সদি, তা গদুঅ পেক্‌খিস্সং।

(ইতি পরিক্রামন্তী দ্বারি-দূরাদভিমন্যুমালোক্য)

অব্বো! সচ্চং চ্চেঅ এসো ধুত্তো আঅদো। তা গদুঅ পামাণিঅং জণং আণিস্সং।

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)

অভিমন্যুঃ। বিসাহে! কুত্থ বট্টসি?

(প্রবিশ্য ললিতা)

ললিতা। (স্বগতম্) এত্থ কহ্নং পেসিদুং সারীবঅণেণ বিসাহা গদা।

অভিমন্যু ইতি। বিশাখে! কুত্র বর্ত্তসে?

ললিতেতি। অত্র কৃষ্ণং প্রেষিতুং শারীবচনেন বিশাখা গতা।

তাহা আমি শুনিয়াছি। এক্ষণে মাধব অভিমন্যুবেশে আমার গৃহে আগমন করিবে, অতএব সেখানে যাইয়া দেখিতে হইবে।

(এই বলিয়া গমন করিতে করিতে দ্বারদেশে অভিমন্যুকে দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য! সত্যই এই ধূর্ত্ত আসিয়াছে। অতএব যাইয়া প্রামাণিক জনকে লইয়া আসি।

(এই বলিয়া গমন করিলেন)

অভিমন্যু। বিশাখে! তুমি কোথায়?

(ললিতা প্রবেশ করিলেন)

ললিতা। (স্বগত) এই স্থলে কৃষ্ণকে পাঠাইবার জন্য শারিকার বাক্যানুসারে বিশাখা গিয়াছে।

(প্রকাশং লজ্জামভিনীয় নীচৈঃ)

সুহঅ ! এত্থ বিসাহা ণত্থি ।

(ততঃ প্রবিশতি গার্গী-ভারুণ্ডা-কুন্দলতাভিরাবৃতা জটিলা)

জটিলা । কুন্দলদে ! পেক্‌খ অপ্পণো সহীএ সোসীল্লং ।

কুন্দলতা । (দৃষ্ট্বা মুখমানময়ন্তী) হা দেব্ব ! রক্‌খ রক্‌খ ।

ভারুণ্ডা । অজ্জে গগগি ! পেক্‌খ পেক্‌খ, পচ্চক্‌খো অহিমন্নু-জ্জেব্ব সংবুত্তো এসো রইণাঅরো তুহ কহ্নো, তা অলিঅং ণ জলই জড়িলা মে সহী ।

(প্রকাশমিতি)

সুভগ ! অত্র বিশাখা নাস্তি ।

জটিলেতি । কুন্দলতে ! পশ্য আত্মনঃ সখ্যাঃ সৌশীল্যম্ ।

কুন্দেতি । হা দেব ! রক্ষ রক্ষ ।

ভারুণ্ডেতি । আর্যে গার্গি ! পশ্য পশ্য, প্রত্যক্ষমভিমন্যুরেব সংবৃত্ত এষ রতিনাগরস্তব কৃষ্ণঃ, তদলীকং ন জ্বলতি জটিলা মে সখী ।

(প্রকাশ্যে লজ্জা দেখাইয়া নিম্নস্বরে) সুভগ ! এখানে বিশাখা নাই ।

(অনন্তর গার্গী, ভারুণ্ডা, কুন্দলতা প্রভৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া জটিলার প্রবেশ)

জটিলা । কুন্দলতে ! নিজের সখীর সুশীলতা দেখিয়া যাও ।

কুন্দলতা । (দেখিয়া, মুখ অবনত করিয়া) হা দেব ! রক্ষা কর, রক্ষা কর ।

ভারুণ্ডা । আর্যে গার্গি ! আমার সখী জটিলা যে মিথ্যা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে না, তাহা দেখিয়া যাউন । আপনার এই লম্পট কৃষ্ণ প্রত্যক্ষে অভিমন্যুর ন্যায় হইয়াছে ।

জটিলা। অজ্জে গগ্গি! দিট্ঠিআ দাণিং পত্তিআইদং তুএ তা অগ্গদো সণ্ণিহিজ্জউ।

(ইতি পৃষ্ঠতঃ পরিক্রম্য পুত্রস্য হস্তমাকর্ষন্তী সাক্ষেপম্)

রে গোউলকিশোরীলম্পডআ! অরে পরঘরলুণ্ঠণআ কহ্ন-তুমং পি অপ্পণো পুত্তং মণ্ণিস্সদি জড়িলা।

অভিমন্যুঃ। (সলজ্জং মুখমাবৃত্য ব্যাবর্ত্তয়তি)

জটিলেতি। আর্য্যে গার্গি! দিষ্ট্যা ইদানীং প্রত্যায়িতং ত্বয়া তদগ্রতঃ সন্নিধীয়তাম্।

রে গোকুলকিশোরীলম্পটক! অরে পরগৃহলুণ্ঠক কৃষ্ণ! ত্বামপি আত্মনঃ পুত্রং মংস্যতি জটিলা। সারূপ্য-নাম নাটকভূষণমিদম্। তথাচ—দৃষ্টশ্রুতান্য-ভাবার্থকথনাদিসমুদ্ভবম্। সাদৃশ্যং যত্র সংক্ষোভাৎ তৎ সারূপ্যং নিরূপ্যতে। অত্র শারিকা-মুখতঃ কৃষ্ণপ্রবেশসংক্ষোভাৎ জটিলায়াঃ স্বপুত্রে কৃষ্ণবুদ্ধিরিতি সারূপ্যম্।

জটিলা। আর্য্যে গার্গি! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, অধুনা আপনার বিশ্বাস হইল, তবে একবার সম্মুখে আসুন।

(ইহা বলিয়া পশ্চাদ্দিক্ হইতে ঘুরিয়া পুত্রের হস্ত ধরিয়া আক্ষেপের সহিত)

অরে গোকুলকিশোরী লম্পট! অরে পরগৃহলুণ্ঠনকারী কৃষ্ণ! জটিলা কি তোকে নিজের পুত্র বলিয়া মনে করিবে?

অভিমন্যু। (লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া ফিরাইলেন)

জটিলা। অরে রঅহিণ্ডুআ! কীস মুহং ঢক্কসি জং দে বিজ্জা ণ বিক্কাইদা। (ইতি প্রসহ্য সংমুখয়তি)

অভিমন্যুঃ। (স্বগতম্) হদ্ধী হদ্ধী! বাউলীআএ অম্বাএ লজ্জপজ্জাউলো কিদোহ্মি, তা ইদো অবক্কমিস্সং।

(ইতি পরিক্রামতি)

জটিলা। (ধাবন্তী পটাঞ্চলমাকৃষ্য) রে চোর! এসো দিঢ়ং গহিদোসি, কহং পলাএসি।

জটিলেতি। অরে রতিহিণ্ডুক রতিচৌর! ইতি যাবৎ কস্মাদাত্মনো মুখম্ আচ্ছাদয়সি। যত্তে বিদ্যা ন বিক্রীতা। বজ্রং নাম প্রতিমুখ-সন্ধ্যঙ্গমিদম্। বজ্রং তদিতি বিজ্ঞেয়ং সাক্ষান্নিষ্ঠুরভাষণম্। অত্র জটিলায়াঃ কৃষ্ণধিয়া স্বপুত্রে নিষ্ঠুরভাষণম্।

অভিমন্যু ইতি। হা ধিক্ ধিক্! বাউলিকয়া ক্ষিপ্তয়া ইত্যর্থঃ। অম্বয়া লজ্জাপর্য্যাকুলীকৃতোঽস্মি, তদিতোঽবক্রমিষ্যামি।

জটিলেতি। রে চৌর! এষ দৃঢ়ং গৃহীতোঽসি, কথং পলায়সে?

জটিলা। অরে লম্পট! কেন মুখ ঢাকিতেছিস? তোর বিদ্যা আর বিক্রয় হইবে না।

(ইহা বলিয়া টানিয়া সম্মুখে আনিলেন)

অভিমন্যু। (স্বগত) হা ধিক্! হা ধিক্! বাতুলা জননী কর্ত্তৃক আমি লজ্জাপর্য্যাকুল হইলাম, তবে এখান হইতে চলিয়া যাই।

(এই বলিয়া চলিতে লাগিল)

জটিলা। (দৌড়াইয়া বস্ত্রাঞ্চল ধরিলেন) রে চৌর! এই যে দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছি, এখন কোথায় পলাইবি?

অভিমন্যুঃ। (সাপত্রপং ব্যাঘুট্য) অজ্জ ভারুণ্ডে! ণূণং জণণী মে ভূদাহিভূদা সংবুত্তা।

(সর্ব্বাঃ প্রত্যভিজ্ঞায় সশব্দং হসন্তি)

জটিলা। (মুখং নিভাল্য স্বগতম্) হদ্ধী হদ্ধী! পমাদো পমাদো! কহং পবাসাদো পুত্তও চ্চেঅ মে সমাঅদো।

(ইতি সাপত্রপমুরস্তাড়য়ন্তী নিষ্ক্রান্তা)

ভারুণ্ডা। বচ্ছ! সচ্চং উম্মত্তা দে অম্বা, জং তুমং মাহবং মণ্ণেদি।

অভিমন্যু ইতি। (ব্যাঘট্য অধঃশিরো ভূত্বা) অজ্জ (হে অৰ্য্য) ভারুণ্ডে! নূনং জননী মে ভূতাভিভূতা সংবৃত্তা।

জটিলেতি। হা ধিক্ হা ধিক্! প্রমাদঃ প্রমাদঃ! কথং প্রবাসাৎ পুত্র এষ মে সমাগতঃ?

ভারুণ্ডেতি। বৎস! সত্যং উন্মত্তা তে অম্বা, যৎ ত্বামেব মাধবং মন্যতে।

অভিমন্যু। (লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া) আর্য্যে ভারুণ্ডে! নিশ্চয়ই আমার জননী ভূতাভিভূতা হইয়াছেন।

(সকলে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন)

জটিলা। (মুখের দিকে তাকাইয়া স্বগত) হা ধিক্, হা ধিক্! কি ভুল, কি ভুল! কিরূপে বিদেশ হইতে পুত্র আসিয়া উপস্থিত হইল?

(ইহা বলিয়া লজ্জা-সহকারে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে চলিয়া গেল)

ভারুণ্ডা। বৎস! সত্যই তোমার মাতা উন্মত্তা হইয়াছেন, কারণ, তোমাকেই ইনি মাধব মনে করিতেছেন।

অভিমন্যুঃ। (স্মিতং করোতি)

কুন্দলতা। বীর অভিমণ্ণো! পুণ্ণবদী মে সহী রাহা, জাএ দক্খিণা সচ্চবাদিণী সিণিদ্ধা, তুম্হ মাদা সস্সূ লদ্ধা, তা অম্হে গদুঅ এদং অউরুব্বং সে ণচ্চণং ভঅবদীএ ণিবেদম্হ।

(ইতি তিস্রো নিষ্ক্রান্তা)

অভিমন্যুঃ। ললিদে! আণেহি মাদরং, জং তুরিঅং গন্তুকামোম্হি।

ললিতা। (নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য চ) বীর! তুম্হ পুরদো আঅন্তুং লজ্জেদি অজ্জা।

কুন্দেতি। বীর অভিমন্যো! পুণ্যবতী মে সখী রাধা, যয়া দক্ষিণা সত্যবাদিনী স্নিগ্ধা, তব মাতা শ্বশ্রূর্লব্ধা, তৎ বয়ং গত্বা এতদপূর্ব্বং অস্যা জটিলায়া ইত্যর্থঃ নর্ত্তনং ভগবত্যৈ নিবেদয়ামঃ।

অভিমন্যু ইতি। ললিতে! আনয় মাতরং, যৎ ত্বরিতং গন্তুকামোঽস্মি!

ললিতেতি। বীর! তব পুরত আগন্তুং লজ্জতি আর্য্যা।

অভিমন্যু। (মৃদু হাস্য করিতে লাগিল)

কুন্দলতা। বীর অভিমন্যো! তোমার জননীর ন্যায় অনুকূলা, সত্যবাদিনী ও স্নেহময়ীকে যখন শ্বশ্রূরূপে পাইয়াছেন, তখন আমার সখী রাধিকা নিশ্চয়ই পুণ্যবতী। অতএব আমরা তাঁহার এই অপরূপ নৃত্যের কথা ভগবতীকে নিবেদন করিতেছি।

(ইহা বলিয়া তিন জনেই প্রস্থান করিলেন)

অভিমন্যু। ললিতে! মা-কে লইয়া আইস, কারণ, আমি শীঘ্র যাইতে চাই।

ললিতা। (গমনপূর্ব্বক পুনরায় প্রবেশ করিয়া) বীর! আর্য্যা তোমার সম্মুখে আসিতে লজ্জিতা হইতেছেন।

অভিমন্যুঃ। হোত্তু সঅং চ্চেঅ পেড়িআদো কঞ্চণং ঘেত্তূণ গমিস্সং। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

কৃষ্ণঃ। সখে মন্ত্রিরাজ! পরমানন্দমিদমনুভূতমেবানুভাব্যমানোঽস্মি চারণৈঃ।

(প্রবিশ্য বৃন্দা)

বৃন্দা। ললিতে! লঘু পলায়স্ব, লঘু পলায়স্ব, পশ্য পরাবর্ত্ততে মন্যুমানেষোঽভিমন্যুঃ।

ললিতা। (সশঙ্কমালোক্য) দারুণ-সন্দিট্ঠিঅং মহুরোদক্কং ইমস্স পেক্খণং পড়িভাদি, তা কলিদাহিমণ্ণু-রূবেণ মাহবেণ হোদব্বং।

অভিমন্যু ইতি। ভবতু স্বয়মেব পেটিকাতঃ কাঞ্চনং গৃহীত্বা গমিষ্যামি।

ললিতেতি। দারুণং সংদিষ্টিকং মধুরোদর্কং অস্য প্রেক্ষণং প্রতিভাতি তৎ কলিতাভিমন্যু-রূপেণ মাধবেন ভবিতব্যম্।

অভিমন্যু। তবে আমি নিজেই পেটিকা হইতে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া যাইতেছি। (ইহা বলিয়া চলিয়া গেল)

কৃষ্ণ। সখে মন্ত্রিরাজ! পূর্ব্বানুভূত পরমানন্দই এখন আবার নটগণ-কর্ত্তৃক অনুভব করিলাম।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। ললিতে! শীঘ্র পলায়ন কর, শীঘ্র পলায়ন কর, কারণ, দেখ, এই অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

ললিতা। (সভয়ে দেখিয়া) দারুণ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহার দৃষ্টি পরিণামে মাধুর্য্যময় বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব বোধ হয়, অভিমন্যুর বেশ ধরিয়া মাধবই আসিলেন।

বৃন্দা। (সানন্দম্) কিন্নাম রাধা-সখীনাং ধিয়াম্ অক্ষুণ্ণং, পশ্য পশ্য।

মন্দা সান্ধ্য-পয়োদ-সোদররুচিঃ সৈবাভিমন্যোস্তনু-
র্বক্তুং হন্ত! তদেব খর্ব্বট-ঘটী-ঘোণং বিগাঢ়েক্ষণম্।
ব্যস্তা সৈব গতিঃ করবীর-কুসুমচ্ছায়ং তদেবাম্বরং
মুদ্রা কাপি তথাপ্যসৌ পিশুনয়ত্যস্য স্বরূপচ্ছটাম্ ॥৩২॥

(ততঃ প্রবিশত্যভিমন্যুবেশো মাধবঃ)

মাধবঃ। পরিতঃ পরিবর্ত্তিতং হ্রিয়া
কলিতভ্রূকুটিকুঞ্চিতেক্ষণম্।

বৃন্দেতি। অক্ষুণ্ণং মহত্ত্বং।

সন্ধ্যাভব-মেঘতুল্যারুচির্যস্যাঃ সা, স্বরূপচ্ছটাম্ অসাধারণরূপচ্ছটাম্। ৩২।

মাধব ইতি। পরিবর্ত্তিতম্ চালিতং। কলিতা রচিতা যা ভ্রূকুটিস্তয়া কুঞ্চিতে ঈক্ষণে যত্র তৎ পাস্যামি পশ্যামি। ৩৩।

বৃন্দা। রাধার সখীদিগের বুদ্ধির কি কৌশল! দেখ, দেখ—সন্ধ্যাকালের মেঘের সহোদরের নিবিড় কান্তির ন্যায় অভিমন্যুর সেই অঙ্গকান্তি, সেই পর্ব্বতময় দেশের দণ্ডতুল্য নাসিকা-সমন্বিত ও কোটরগত চক্ষু-সমন্বিত মুখ, সেইরূপ ব্যস্তগতি, সেইরূপ করবীপুষ্পের ছায়ার ন্যায় বস্ত্র, সেইরূপ লক্ষণ, ইনি উহার অসাধারণ রূপের স্পষ্ট অনুকরণ করিয়াছেন। ৩২।

(অনন্তর অভিমন্যু-বেশে মাধবের প্রবেশ)

মাধব। লজ্জাহেতু যাহা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে এবং ভ্রূকুটির দ্বারা

মধুরদ্যুতি-রাধিকামুখং

পরিপাস্যামি কদা বলাদহম্ ॥৩৩॥

(পুরো দৃষ্ট্বা)

ললিতে ! ক সা তে সখীছায়া জীবিতৌষধিঃ ?

ললিতা। হলা রাহে ! ইদো দাব।

(প্রবিশ্য রাধা)

রাধা। (সলজ্জ-স্মিতমাত্মগতম্)

অণহিট্‌ঠোবি পঅথো পিএণ অঙ্গীকিও সুহাবেদি।

গরলে হি গিরিসগহিএ গুরুঅং গোরী ণ কিং রমই ॥৩৪॥

ললিতেতি। সখি রাধে ! ইতস্তাবৎ।

রাধেতি। অনভীষ্টোঽপি পদার্থঃ প্রিয়েণাঙ্গীকৃতঃ সুখাপয়তি। গরলেঽপি গিরীশগৃহীতে গুরুকং অতিশয়ং গৌরী ন কিং রমতে। ৩৪।

যাহার চক্ষুযুগল কুঞ্চিত ও ঈষৎ মুদ্রিত হইয়াছে, সেই মধুরদ্যুতিসম্পন্ন রাধিকার মুখ কবে আমি বলপূর্ব্বক পান করিব ?। ৩৩।

(সম্মুখে দেখিয়া) ললিতে ! আমার জীবন-রক্ষার ঔষধিরূপা তোমার সেই ভীরু সখী কোথায় ?

ললিতা। সখি রাধে ! এই দিকে এস।

(রাধার প্রবেশ)

রাধা। (সলজ্জভাবে মৃদুহাস্য করিয়া স্বগত) প্রিয় ব্যক্তি যদি অপ্রিয় পদার্থও অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে সেই অপ্রিয় পদার্থও সুখদান করিয়া থাকে। গিরীশ গরল গ্রহণ করিলেও গৌরী কি তাহাতে অতিশয় গুরুতররূপে আসক্তা নহেন ?। ৩৪।

মাধবঃ। ললিতে! হস্তগতা মে মহানিধিসম্পৎ প্রতীয়তাম্।

ললিতা। জই সা জক্খিণী বিগ্ঘং ণ করেদি।

(প্রবিশ্য জটিলা)

জটিলা। (সহর্ষম্) বহূড়িএ! দিট্ঠিআ অজ্জ তুমং সুবুদ্ধিআ সংবুত্তা, জং পুত্তস্স মে দিট্ঠিমগ্গে গদাসি।

(সর্ব্বে সম্ভ্রমং নাটয়ন্তি)

জটিলা। পুত্ত অহিমন্নো! সজ্ঝারম্ভে দিট্ঠি মে সুট্ঠু ণ উম্মীলই।

মাধব ইতি। মহানিধিসম্পত্তিরূপা রাধা।

ললিতেতি। যদি সা যক্ষিণী বিঘ্নং ন করোতি।

জটিলেতি। বধুটিকে! দিষ্ট্যা অদ্য ত্বং সুবুদ্ধিকাসি সংবৃত্তা, যৎ পুত্রস্য মে দৃষ্টিমার্গে গতাসি।

জটিলেতি। পুত্র অভিমন্যো! সন্ধ্যারম্ভে দৃষ্টির্মে সুষ্ঠু নোন্মীলতি।

মাধব। ললিতে! আমার মহাসম্পত্তি হস্তগত হইয়াছে বলিয়া মনে করিও।

ললিতা। যদি সেই যক্ষিণী বাধা না দেয়।

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। (আহ্লাদ-সহকারে) বৌমা! ভাগ্যবশেই আজ তুমি সুবুদ্ধিমতী হইয়াছ, যেহেতু, তুমি আমার পুত্রের দৃষ্টিপথে আসিয়াছ।

(সকলে সম্ভ্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন)

জটিলা। পুত্র অভিমন্যো! সন্ধ্যা হইলে আমার দৃষ্টি সুন্দররূপে প্রকাশ পায় না।

মাধবঃ। (সহর্ষস্মিতম্) অব্ব! তহ অঞ্জণং দাইস্সং জহ সমগ্গদমা দে দিট্ঠি হোই।

কৃষ্ণঃ। (মন্দং মন্দং বিহস্য) সখে মন্ত্রিরাজ! দিষ্ট্যাদ্য ভবতা গোকুলকেলি-সুধাসিন্ধুপুলিনেঽবতীর্ণম্।

জটিলা (সানন্দম্) বচ্ছ! কীস তুএ আআরিদম্হি ?

বৃন্দা। সাম্প্রতম্ প্রদোষনিষেব্যাং গোমঙ্গলাং দেবীম্রিরাধয়িষুরসৌ ত্বামনুজ্ঞাপয়তি।

মাধবঃ। অব্ব! বহূ দে মএ সদ্ধং চেচ্চতরুণো মূলে গন্তুং ণ ইচ্ছদি।

মাধব ইতি। হে অম্ব! তথা অঞ্জনং দাস্যামি, যথা সমগ্রতমা (পূর্ণাপক্ষে সমগ্রতমোঽন্ধকারং যত্র তে) দৃষ্টির্ভবতি।

জটিলেতি। বৎস! কস্মাৎ ত্বয়া আকারিতাস্মি ?

বৃন্দেতি। গবাং মঙ্গলং যস্যাঃ সকাশাৎ গোমঙ্গলা-নাম দেবী।

মাধব ইতি। হে অম্ব! বধূস্তে ময়া সার্দ্ধং চৈত্যতরোর্মূলে গন্তুং ন ইচ্ছতি।

মাধব। (সানন্দে মৃদুহাস্য করিয়া) মাতঃ! যাহাতে তোমার দৃষ্টি সমগ্রতমা হয়, আমি তোমাকে সেইরূপ অঞ্জন দিব।

কৃষ্ণ। (মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া) সখে মন্ত্রিরাজ! সৌভাগ্যবশেই তুমি আজ ব্রজলীলারূপ অমৃত-সমুদ্রের পুলিনে অবতীর্ণ হইলে।

জটিলা। (সানন্দে) বৎস! কি জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছ ?

বৃন্দা। সম্প্রতি সন্ধ্যাকালে পূজনীয়া গোমঙ্গলা দেবীর আরাধনা করিবার ইচ্ছা করিয়া আপনার অনুমতি-ভিক্ষা করিতেছেন।

মাধব। মা! তোমার বধূ আমার সহিত চৈত্যতরুমূলে যাইতে চাহিতেছে না।

জটিলা। জাদে রাহি! এক্কং গুরুঅণস্স মে বঅণং পড়িবালেহি, তুণ্ণং জাহি ইমিণা কন্তেণ সদ্ধং।

রাধা। (স্বগতম্) অম্মহে! অচ্চরিও বিহী।

(প্রকাশম্)

ললিদে! অসুত্থ-দেহম্হি, তা বিণ্ণবেহি ণং।

জটিলা। কলপুত্তি! সিরেণ মে সাবিদাসি।

রাধা। (মাধবমপাঙ্গেন পশ্যতি)

মাধবঃ। ললিদে! কুড়ঙ্গে মঙ্গলরঙ্গ-জাঅরং অজ্জ অম্হে

জটিলেতি। যাতে বৎসে! ইতি যাবৎ, রাধে! একং গুরুজনস্য মে বচনং প্রতিপালয়, তূর্ণং যাহি অনেন কান্তেন সার্দ্ধম্।

রাধেতি। আশ্চর্য্যম্! আশ্চর্য্যো বিধিঃ।

ললিতে! অসুস্থ-দেহাস্মি, তৎ বিজ্ঞাপয় এনাং জটিলামিত্যর্থঃ।

জটিলেতি। হে কুলপুত্রি! শিরসা ময়া শপ্তাসি।

মাধব ইতি। ললিতে! কুঞ্জে মঙ্গলরঙ্গ-জাগরণম অদ্য বয়ং করিষ্যামঃ,

---

জটিলা। বৎসে রাধিকে! আমি তোমার গুরুজন, আমার একটি অনুরোধ প্রতিপালন কর—শীঘ্র এই কান্তের সঙ্গে যাও।

রাধা। (স্বগত) ও মা, ও মা! এ কি আশ্চর্য্য! (প্রকাশ্যে) ইঁহাকে জানাও যে, আমার শরীর অসুস্থ।

জটিলা। কুলপুত্রি! তোমায় মাথার দিব্য দিতেছি।

রাধা। (অপাঙ্গে মাধবকে দর্শন করিতে লাগিলেন)

মাধব। ললিতে! অদ্য আমরা কুঞ্জমধ্যে মঙ্গল জাগরণ করিব, অতএব

করিস্সঙ্গ, তা চন্দণগন্ধোবহারং সম্পাদিঅ লন্তেহি। তত্থ পসাহিঅং রাহিঅং অহং কিল পঢমং সাহেমি।

(ইতি সর্ব্বাভিঃ সহ নিষ্ক্রান্তঃ)

কৃষ্ণঃ। (পৌর্ণমাসীং প্রণম্য) ভগবতি! সন্দীপিতার্ত্তিরহং ন সমর্থোঽস্মি ধৃতিমালম্বিতুং কিং করবৈ।

পৌর্ণমাসী। (স্বগতম্)

প্রথমকল্পে ব্যতীতে চন্দ্রাবলিরেবাত্র সাম্প্রতমনুকল্পঃ।

তদদ্য সান্দীপনিমন্দির-প্রয়াণ-কৈতবেন কুণ্ডিনমুপযাস্যামি ॥

তৎ চন্দনগন্ধ উপহারং সম্পাদ্য লম্ভয় আনয়েত্যর্থঃ। তত্র প্রসাধিতাং রাধিকাং অহং কিল প্রথমং সাধয়ামি।

কৃষ্ণ ইতি। প্রথমকল্পে রাধাপ্রস্তাবে মুখ্যে ব্যতীতে সতি, চন্দ্রাবলিরেবানুকল্পো গৌণো বক্তব্যো ভবতীত্যর্থঃ।

চন্দন গন্ধ প্রভৃতি উপহার রচনা করিয়া লইয়া আইস। তথায় সুসজ্জিতা রাধিকাকে আমি সর্ব্বপ্রথমে আরাধনায় নিযুক্ত করিব।

কৃষ্ণ। (পৌর্ণমাসীকে প্রণাম করিয়া) ভগবতি! বিরহপীড়া সম্যক্‌রূপে প্রজ্বলিত হওয়ায় আমি ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না, কি করিব বলুন?

পৌর্ণমাসী। (স্বগত) প্রথম কল্প, শ্রীরাধাবিষয়ক প্রস্তাব অতীত হওয়ায় সম্প্রতি চন্দ্রাবলীই অনুকল্প। অতএব অদ্য সান্দীপনিমন্দিরে গমনের ছলে কুণ্ডিননগরে যাইব।

কৃষ্ণঃ। ভগবতি! বড়ভীমধিরোঢ়ুমনুজ্ঞাপয়ামি।

(ইতি সর্ব্বৈঃ সহ নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে রাধাভিসারাখ্য-গর্ভাঙ্ক-
গর্ভশ্চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

কৃষ্ণ ইতি। বড়ভী চন্দ্রশালিকা। ৩৫।

ইতি ললিতমাধবনাটকে চতুর্থোঽঙ্কঃ

কৃষ্ণ। ভগবতি! প্রাসাদের উপরিস্থ গৃহে আরোহণ করিবার জন্য আদেশ প্রার্থনা করিতেছি।

(ইহা বলিয়া সকলের সহিত প্রস্থান করিলেন) ॥ ৩৫ ॥

(অনন্তর সকলের প্রস্থান)

ইতি শ্রীললিতমাধব-নাটকে রাধাভিসারাখ্য নামক
গর্ভাঙ্ক-সমন্বিত চতুর্থ অঙ্ক ॥ ● ॥ ৪ ॥ ● ॥

পঞ্চমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি পৌর্ণমাসী)

পৌর্ণমাসী। শার্ঙ্গিণ্যলীকপরিবাদ-শতার্পণেন

জাতোরু-পাতকমলীমসমানসানাম্।

সেয়ং গিরিশগিরি-গৌরবিতৈর্নৃপাণাম্

দূষ্যৈর্বিদর্ভনগরী পরিদূষিতাস্তি ॥ ১ ॥

(নেপথ্যে) ঋদ্ধাসিদ্ধি-ব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-

র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।

অত্র তৃতীয়-চতুর্থয়ো রাধাচরিত্রমুক্ত্বাধুনা চন্দ্রাবলী-চরিত্রমাহ।

(ততঃ প্রবিশতীত্যাদিভিঃ)

পৌর্ণেতি। শার্ঙ্গিণি কৃষ্ণে রুক্মিণীবিবাহে মিথ্যা দোষশতার্পণেন। গিরিশ-গিরিঃ কৈলাসস্ততোঽপি গুরুতরৈর্দূষ্যৈর্বস্ত্রময়গৃহৈঃ পরিতো দষিতা দূষ্যং স্যাদ্বস্ত্রমন্দিরম্ ॥ ১ ॥

(নেপথ্যে) ঋদ্ধা সমৃদ্ধা সম্পূর্ণেত্যর্থঃ। সিদ্ধি-ব্রজেন বিজয়িতা,

(পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী। শ্রীকৃষ্ণে শত শত মিথ্যা পরিবাদ প্রদানের দ্বারা গুরুতর পাতক হেতু যাহাদের চিত্ত অতিশয় মলিন হইয়াছে, সেই সকল ভূপতিগণের কৈলাস পর্ব্বত অপেক্ষাও বৃহত্তর বস্ত্রাবাস-সমূহের দ্বারা বিদর্ভনগরী দূষিতা হইয়াছে ॥ ১ ॥

(নেপথ্যে) যে পর্য্যন্ত মাধবকে বশীভূত করিবার সিদ্ধ ঔষধিস্বরূপ প্রেমসমূহের গন্ধ পর্য্যন্তও অন্তঃকরণ-পথের পথিক না হয়, সেই

যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাম্
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণী-পান্থতাং ন প্রযাতি ॥ ২ ॥

পৌর্ণমাসী। (বিলোক্য সহর্ষম্)

ভুজতট-বিলুঠজ্জটাঞ্চলোঽয়ং
মধুরিপুকীর্ত্ত্যুপবীণন-প্রবীণঃ।
উদয়তি শরদিন্দুরুচিরচ্ছঃ
কথমিহ কচ্ছপিকাকরঃ সুরর্ষিঃ ॥ ৩ ॥

সত্যো ধর্ম্মঃ সাধনং যস্যাং সা। সমাধিব্র্হ্মানন্দসাধনং, তৎফলং ব্রহ্মানন্দোঽপি তাবচ্চমৎকাররতি যাবৎ প্রেম্নাং গন্ধলেশোঽপি নোৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তস্মিন্নৈশ্বরসুখে হৃদি গতে সতি বিষয়সুখং ব্রহ্মসুখং চ তুচ্ছং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

পৌর্ণেতি। মধুরিপুকীর্ত্তের্বীণয়া গানং তস্মিন্ প্রবীণঃ অচ্ছঃ নির্ম্মলঃ, কচ্ছপিকাকরঃ বীণাহস্তঃ ॥ ৩ ॥

পর্য্যন্তই সর্ব্বসম্পদে পরিপূর্ণা অষ্টসিদ্ধি-সমূহের দ্বারা বিজয়লাভ, এবং সত্য ও ধর্ম্মের দ্বারা তাহার সাধন, সমাধি ও তাহার ফল ব্রহ্মানন্দ গৌরবময় হইলেও চমৎকৃতি সম্পাদন করিতে পারে। (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের নিকট ইহা সকলই তুচ্ছ) ॥ ২ ॥

পৌর্ণমাসী। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) আচ্ছা, যাঁহার স্কন্ধদেশে জটাপ্রান্ত বিলুণ্ঠিত হইতেছে, যিনি মাধবের কীর্ত্তিকথা বীণায় গান করিতে অতিশয় সুদক্ষ, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মলকান্তি, হস্তে বীণাধারী, সেই দেবর্ষি নারদ যে এখানে আসিয়া উপস্থিত! ॥ ৩ ॥

(প্রবিশ্য নারদঃ)

নারদঃ। (ঋদ্ধেত্যাদি পঠতি)

পৌর্ণমাসী। ভগবন্নভিবাদয়ে।

নারদঃ। মুকুন্দস্য প্রিয়স্তাবুকী ভব।

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! শ্রুতং মুকুন্দো মথুরাতঃ প্রতস্থে।

নারদঃ। অথ কিং।

হত্বা ম্লেচ্ছাধিরাজং পুরমথনবরাম্মাথুরাণামবধ্যং
স্বচ্ছন্দং কন্দরান্তর্নয়নজদহনে মৌচুকুন্দে মুকুন্দঃ।

পৌর্ণেতি। অভিবাদয়ে নমস্করোমি।

নারদ ইতি। ম্লেচ্ছাধিরাজং কালযবনম্। পুরমথনঃ শিবঃ, ভূয়ো ভূয়ঃ

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। "যে পর্য্যন্ত মাধবকে বশীভূত করিবার সিদ্ধ ঔষধি" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন।

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! আপনাকে নমস্কার করিতেছি।

নারদ। মুকুন্দের প্রিয়চিন্তায় রত থাক।

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! শুনিলাম, মুকুন্দ মথুরা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

নারদ। তাহাই বটে।

মুকুন্দ মহাদেবের বরে মথুরাবাসিগণের অবধ্য ম্লেচ্ছরাজ কাল-যবনকে কন্দরান্তরালবর্ত্তী মুচুকুন্দের নয়নাগ্নিতে স্বচ্ছন্দে বধ করিয়া

ভূয়ো ভূয়ঃ কদর্থীকৃত-কুটিল-জরাসন্ধ-দুষ্টাভিসন্ধিঃ
সিন্ধোস্তীরে সবন্ধুর্নগবতি নগরে দ্বারকায়ামবাসীৎ ॥ ৪॥

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! বলীয়সা স্নেহানলেনাস্যাস্তনোরন্তিমেষ্টৌ সংপ্রবৃত্তায়াং দিষ্ট্যাদ্য দৃষ্টোঽসি।

নারদঃ। বৎসে! স্ফুটমেকেনাপি চন্দ্রমসা পৌর্ণমাসী সমৃদ্ধ্যতি, কিমুত পূর্ণকলয়া চন্দ্রাবল্যা।

পৌর্ণমাসী। (সাস্রম্) ভগবন্নসাধারণ-দারুণদর্শং চন্দ্রাবলেঃ

কদর্থীকৃতঃ কুটিল-জরাসন্ধ-দুষ্টানামভিসন্ধিরুদ্যমো যেন সঃ। নগবতি পর্ব্বতযুক্তে ॥ ৪ ॥

পৌর্ণেতি। অন্তিমেষ্টৌ মরণদশায়াম্।

পৌর্ণেতি। প্রতিপক্ষাঃ প্রতিকূলা যে পক্ষাস্তেষাং পরার্দ্ধম্। পক্ষে প্রতি-

কুটিল জরাসন্ধের দুষ্ট অভিসন্ধিকে পুনঃ পুনঃ কদর্থন করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বতমালাশালিনী দ্বারকানগরে গমন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! বলবৎ স্নেহানলে আমার এই শরীরের অন্তিমদশা উপস্থিত হওয়ার কালে আজ ভাগ্যফলেই আপনার দর্শনলাভ করিলাম।

নারদ। বৎসে! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, একটিমাত্র চন্দ্রের দ্বারাই পৌর্ণমাসী সমৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, অতএব পূর্ণকলা চন্দ্রাবলীর দ্বারা সমৃদ্ধিলাভের কথা আর কি বলিব?

(পৌর্ণমাসী। (অশ্রুপূর্ণ গদ্‌গদভাবে) ভগবন্! চন্দ্রাবলীর প্রতিপক্ষ পক্ষের অসাধারণ দারুণাকৃতি পরার্দ্ধ (বহুব্যক্তি) অতি নিকটেই

প্রতিপক্ষ-পক্ষ পরার্দ্ধমুপান্তসীমনি বর্ত্ততে, ততঃ কথং পৌর্ণমাস্যাঃ সমৃদ্ধিবার্ত্তাপি।

নারদঃ। পুত্রি! ন বরাকাত্মপক্ষাসি কুতস্তে বহুলবিপক্ষতো ভয়ম্?

পৌর্ণমাসী। নিতান্তমিয়ং হরিণোজ্‌ঝিতা সংবৃত্তা মহাকান্তিশ্চাস্যাঃ স্বসা রাধিকা ব্যতীতা কুতো ন ভীতিঃ?

নারদঃ। কিমদ্যাপ্যেতাং রাধিকাশোকো বাধতে?

কুলপক্ষাণাং কৃষ্ণপ্রতিপদাদীনাং পরার্দ্ধমষ্টম্যাদি চন্দ্রাবলেরুপান্তসীমনি বর্ত্ততে। কীদৃশং তৎ, অসাধারণানাং দর্শো দর্শনং যত্র তৎ। পক্ষে অসাধারণো দারুণস্তমোময়ত্বাদ্দর্শোঽমাবস্যা যত্র তৎ।

নারদ ইতি। বরাক্ আত্মপক্ষো যস্যাঃ সা নাসি পক্ষে শুক্লপ্রতিপদাদৌ যস্যাঃ সাসি। বহুলা যে বিপক্ষাস্তেভ্যো ভয়ং কুতস্তেঽস্তি। পক্ষে বহুলবিপক্ষঃ কৃষ্ণপক্ষস্তস্মাত্ত্বয়ং তে কুতঃ, ভয়ং নাস্তীত্যর্থঃ।

পৌর্ণেতি। ইয়ং চন্দ্রাবলী, হরিণা পক্ষে হরিণেনোজ্‌ঝিতা। অস্যাশ্চন্দ্রা-

---

বর্ত্তমান, অতএব কি প্রকারে পৌর্ণমাসীর সমৃদ্ধির কথা সম্ভবপর হইতে পারে?

নারদ। বৎসে! তোমার পক্ষও ত ক্ষুদ্র নহে। অতএব বিপক্ষ পক্ষের বহুলতায় তোমার ভয় কি?

পৌর্ণমাসী। এই চন্দ্রাবলী নিতান্তই হরিত্যক্তা হইয়াছেন, তাহাতে আবার ইঁহার ভগিনী উজ্জ্বলকান্তি রাধিকা বিরহিতা হইয়াছেন, অতএব ভয় হইবে না কেন?

নারদ। কি! আজও চন্দ্রাবলী কি রাধিকাশোকে ব্যাকুলা?

পৌর্ণমাসী। অথ কিম্, যদিয়ং বন্ধুবৎসলা রুক্মিণী।

নারদঃ। কেনেয়ং রুক্মিণীতি, বিশ্রাবিতা ?

পৌর্ণমাসী। রুক্মিণস্তাতেন।

নারদঃ। (ক্ষণং প্রণিধায় স্বগতম্) নন্বেতাঃ পুরব্রজরমণ্যঃ সমানতত্ত্বা অপি বিগ্রহাদিভিন্না এব, মধ্যে তু মায়য়া পরমভিন্নাঃ কৃতাঃ, সম্প্রতি ব্রজ এব, তা ব্রজরমণ্যঃ প্রেমমূর্চ্ছিতা বর্ত্তন্তে, কিন্তু যোগমায়য়ৈব বিপ্রয়োগেঽপি প্রিয়সঙ্গসুখ-সঙ্গমনায় তত্রৈবাচ্ছাদ্য পুররমণীষু স্বাভেদাভিমানেনাবেশিতা দীর্ঘস্বপ্ন ইব। যাস্তূদ্ধবযান-কুরুক্ষেত্রযাত্রয়োর্নিবৃত্তবৎ সমানচরিত্রাস্তাঃ

বলেঃ স্বসা ভগিনী, মহতী কান্তির্যস্যাঃ সা। পক্ষে মহাকান্তিরিতি বিশেষ্যপদম্। স্বসারেণাধিকেতি বিশেষণপদম্।

পৌর্ণমাসী। তাহাই বটে, কারণ, ইনিই বন্ধুবৎসলা রুক্মিণী।

নারদ। ইনি যে রুক্মিণী, তাহা কাহার নিকট শুনিলে ?

পৌর্ণমাসী। রুক্মীর পিতা ভীষ্মকের নিকট।

নারদ। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্বগত) নিশ্চয়ই এই সকল পুররমণী ও ব্রজরমণী তত্ত্বাংশে সমান হইলেও দেহাদির দ্বারা ভিন্না। মধ্যে মায়া-কর্ত্তৃক ইঁহারা অভিন্ন হন, সম্প্রতি ব্রজধামে সেই সকল ব্রজরমণী প্রেম-মূর্চ্ছিতা হইয়া আছেন, কিন্তু যোগমায়া-কর্ত্তৃক বিরহকালেও যাহাতে প্রিয়সঙ্গসুখ লাভ হইতে পারে, সেই জন্য সে স্থানকে অর্থাৎ ব্রজকে আচ্ছাদন করিয়া পুররমণীগণে স্বীয় স্বীয় অভেদ অভিমানের আবেশের দ্বারা দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় হইয়াছে। যাহারা উদ্ধবাগমনে ও কুরুক্ষেত্র-

খল্বষ্টোত্তরৈকশত-ষোড়শ-সহস্রতস্তস্মাদন্যা এব, তদলং তদ্রহস্যোদঘাটনেন।

(প্রকাশম্)

কিমধ্যবসিতং ভীষ্মকস্য ?

পৌর্ণমাসী। যাদবেন্দ্রে চন্দ্রাবলী-সমর্পণম্।

নারদঃ। ততঃ কিমিত্যাকুলাসি ?

পৌর্ণমাসী। প্রতিকূলে রুক্মিণি কোঽয়ং ভীষ্মকস্তপস্বী ?

নারদঃ। বিদর্ভকুমারস্য কিমারিপ্সিতম্ ?

পৌর্ণমাসী। চেদিপতেরভ্যর্থিতপূরণম্।

নারদ ইতি। অধ্যবসিতং নিশ্চিতম্।

পৌর্ণেতি। চেদিপতেঃ শিশুপালস্য।

যাত্রায় নিবৃত্তের ন্যায় হইয়াছিল, তাহারা সমান-চরিত্রা হইলেও এই অষ্টোত্তর একশত ষোড়শ সহস্র হইতে তাহারা পৃথক্। যাহা হউক, এখন সে রহস্যের উদঘাটনে প্রয়োজন নাই।

(প্রকাশ্যে) ভীষ্মকের কি সঙ্কল্প ?

পৌর্ণমাসী। যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের হস্তে চন্দ্রাবলী-সমর্পণ।

নারদ। তবে তুমি ব্যাকুল হইতেছ কেন ?

পৌর্ণমাসী। রুক্মী প্রতিকূল হওয়ায় বৃদ্ধ শান্তস্বভাব ভীষ্মকের কি কর্তৃত্ব আছে ?

নারদ। বিদর্ভকুমার রুক্মীর অভিপ্রায় কি ?

পৌর্ণমাসী। চেদিরাজ শিশুপালের ইচ্ছা-পূরণ।

নারদঃ। কথমেতদ্ভবত্যাবধারিতম্ ?

পৌর্ণমাসী। রুক্মিণ্যাঃ পদ্যস্য প্রেষণেন।

নারদঃ। পঠ্যতামিদম্।

পৌর্ণমাসী। প্রণয়ো দমঘোষনন্দনে
শিশুপালে তব যৌবনাঞ্চিতে।
নরদেববরে শ্রুতশ্রবো-
হৃদয়ানন্দিগুণে বিজৃম্ভতাম্ ॥ ৫ ॥

নারদঃ। ততঃ কিমধ্যবসিতং তয়া ?

পৌর্ণমাসী। তদেব পরিবর্ত্তিত-পঞ্চাক্ষরং সঞ্চারিতম্।

নারদ ইতি। অবধারিতং জ্ঞাতম্।

পৌর্ণেতি। শ্রুতশ্রবসো হৃদয়ানন্দি গুণো যস্য ॥ ৫ ॥

পৌর্ণেতি। পরিবর্ত্তিতানি পঞ্চাক্ষরাণি যত্র তৎ।

নারদ। তুমি ইহা কিরূপে জানিলে ?

পৌর্ণমাসী। রুক্মীকর্ত্তৃক (রুক্মিণীর নিকট) যে শ্লোক প্রেরিত হইয়াছে—তাহার দ্বারা।

নারদ। শ্লোকটি পাঠ কর দেখি।

পৌর্ণমাসী। দমঘোষনন্দন যৌবনান্বিত স্বীয় জননী শ্রুতশ্রবার হৃদয়ের আনন্দবিধানকারী গুণসম্পন্ন নৃপতিশ্রেষ্ঠ শিশুপালে তোমার প্রণয় বর্দ্ধিত হউক্ ॥ ৫ ॥

নারদ। তাহাতে তিনি কি করিলেন ?

পৌর্ণমাসী। ঐ শ্লোকের পঞ্চাক্ষর পরিবর্ত্তন করিয়া উহা প্রেরণ করিলেন। তাহাতে ঐ শ্লোকের অর্থ এইরূপ হইল—

যথা—

* প্রণয়ো মম ঘোষনন্দনে পশুপালে নবযৌবনাঙ্কিতে।
পরদেব-বরে দ্রুতশ্রবো-হৃদয়ানন্দিগুণে বিজৃম্ভতাম্ ॥ ৬ ॥

নারদঃ। (বিহস্য) ততস্ততঃ ?

পৌর্ণমাসী। ততস্তদালোক্য শঙ্কিতকৃষ্ণোপসত্তিনা যুবরাজেন দুষ্ট-রাজন্যমণ্ডলে নিমন্ত্র্য কুণ্ডিনমানেষ্যমাণে পর্য্যাকুলয়া বৎসয়া মামনুমন্ত্র্য সুনন্দনাম্না ভূসুরেণ মুকুন্দায় পত্রিকা হারিতা।

দ্রুতং শীঘ্রং শ্রবণো হৃদয়ানন্দিগুণো যস্য ॥ ৬ ॥

নারদ ইতি। তৎ পদ্যম্।

পৌর্ণেতি। মামনুমন্ত্র্য ময়া সহ মন্ত্রয়িত্বা।

গোপালন-তৎপর নবযৌবনাঙ্কিত যাঁহার গুণ শ্রবণমাত্রেই হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ গুণশালী দেবশ্রেষ্ঠ নন্দনন্দনে আমার প্রণয় বর্দ্ধিত হউক ॥ ৬ ॥

নারদ। (হাস্যপূর্ব্বক) তার পর, তার পর ?

পৌর্ণমাসী। অনন্তর তাহা দেখিয়া যুবরাজ রুক্মী দুষ্ট রাজন্যমণ্ডলকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদর্ভ-রাজধানী কুণ্ডিননগরে আনয়ন করিবে স্থির করিলে, ব্যাকুলা হইয়া বৎসা রুক্মিণী আমার সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক সুনন্দনামক ব্রাহ্মণের দ্বারা মুকুন্দের নিকট একখানি পত্রিকা প্রেরণ করিলেন।

* উক্ত পদ্যে পদাক্ষর-পরিবর্ত্তন যথা—দম এই পদের দ স্থানে ম, শিশুপালের শি স্থানে প, ধব পদের ধ স্থানে ন, নরদেবের ন স্থানে প এবং শ্রুতশ্রবার শ্রু স্থানে দ্রু।

নারদঃ। সা কিংবিধা ?

পৌর্ণমাসী। অচিরং নিরস্য রসিতৈঃ

প্রতিপক্ষনিরস্য রাজহংসনিকুরম্বম্।

কৃষ্ণঘন ! স্বামমৃতৈ-

স্তৃষিতাং চন্দ্রকবতীং সিঞ্চ ॥ ৭ ॥

নারদঃ। নূনমস্য ভূসুরস্য পুনরাবৃত্তির্ন নিবৃত্তাস্তি।

পৌর্ণমাসী। অথ কিং, যদত্র রুক্মিণি দৈবমনুকূলম্।

নারদঃ। (সস্মিতম্) জগদাশ্চর্য্য-চাতুর্য্যয়াপি কিমিত্যনুলোমিত-স্ত্বয়া ন রুক্মী ?

পৌর্ণোত। রসিতৈর্গর্জ্জিতৈঃ, চন্দ্রকবতীং ময়ূরীং, পক্ষে চন্দ্রাবলীম্ ॥ ৭ ॥

নারদ ইতি। অনুলোমিতঃ অনুকূলীকৃতঃ।

নারদ। সে পত্রিকা কিরূপ ?

পৌর্ণমাসী। হে কৃষ্ণমেঘ ! গর্জ্জনের দ্বারা প্রতিপক্ষ রাজহংসকুলকে দূরীভূত করিয়া অমৃতবর্ষণের দ্বারা তোমার অধীনা এই চন্দ্রকবতীকে (ময়ূরী পক্ষে চন্দ্রাবলী) পরিতৃপ্ত কর ॥ ৭ ॥

নারদ। নিশ্চয়ই ঐ ব্রাহ্মণ এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।

পৌর্ণমাসী। তাহা সত্য, কারণ, এখানে রুক্মিণীর প্রতিই দৈব অনুকূল।

নারদ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) জগতের মধ্যে আশ্চর্য্য চাতুর্য্যবতী তুমি রুক্মীকে অনুকূল করিলে না কেন ?

পৌর্ণমাসী। মম চাতুর্য্যমাধ্বীকেনৈব দ্বিগুণীকৃত-দুর্ম্মদেন রুক্মিণা চেদিপতেরাবুত্তভাবায় কুলদেবী চন্দ্রভাগা যাগাদ্যুপচারৈ-স্তথারাধিতা, যথা তদভীষ্টমেব প্রত্যাদিদেশ।

নারদঃ। কীদৃশমিদম্।

পৌর্ণমাসী। বিরচয়ন্ জননীমতিবিস্মিতাং

ভুজচতুষ্টয়বানজনিষ্ট যঃ।

স্বভগিনীং তব সূরসুতাত্মজো

গুণবতীং পরিণেষ্যতি রুক্মিণীম্॥ ৮॥

পৌর্ণেতি. ভগিনীপতিভাবায়. তদভীষ্টং প্রতি আদিদেশ। পক্ষে প্রত্যাদিষ্টো নিরাকৃত ইতি নিরাকৃতবতীত্যর্থঃ।

পৌর্ণেতি। সূরসুতা বসুদেবভগিনী শ্রুতশ্রবাঃ তস্যা আত্মজঃ, পক্ষে বসু-দেবাত্মজঃ॥ ৮॥

পৌর্ণমাসী। আমার চাতুর্য্য-মধু প্রয়োগের দ্বারা দ্বিগুণতর দুর্ম্মদে আক্রান্ত হইয়া রুক্মী, চেদিপতি যাহাতে ভগিনীপতি হইতে পারে, তজ্জন্য কুলদেবী চন্দ্রভাগা দেবীকে যাগাদি উপচারে আরাধনা করায় তিনি তাহার অভীষ্টানুরূপ প্রত্যাদেশ করিয়াছেন।

নারদ। সে কিরূপ?

পৌর্ণমাসী। যিনি জননীকে অতিবিস্মিতা করিয়া চতুর্ভুজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সূরসুতার পুত্র (বসুদেবের পুত্র সূর, তাঁহার কন্যা শ্রুতশ্রবা শিশুপালের মাতা, পক্ষান্তরে "সূরসুতের পুত্র" অর্থাৎ বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ) তোমার ভগিনী গুণবতী রুক্মিণীকে বিবাহ করিবেন॥ ৮॥

নারদঃ। (সস্মিতম্) প্রতারিতমেব তারকারিজনন্যা দুর্জনং জানীহি।

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! কুতঃ প্রতারণম্? যতঃ—

দূরে দ্বারবতীন্দ্রো মলিনী-কুরুতেঽদ্য কুণ্ডিনং খলিনী।
পারে-বারিধি গরুড়ো দিদংক্ষবো পার্শ্বতো ভুজগাঃ ॥ ৯ ॥

(প্রবিশ্য সুনন্দঃ)

সুনন্দঃ। ভগবতি! নির্ভরমদূরত এব বিদর্ভপুরে দ্বারাবতীন্দ্রঃ।

নারদ ইতি। তারকারি-জনন্যা কার্ত্তিকমাত্রা।

পৌর্ণেতি। খলিনী খলসমূহঃ, অধুনৈব মলিনং কুরুতে, কৃষ্ণস্তু দূরে পারে-বারিধি বারিধেঃ পারে ॥ ৯ ॥

নারদ। (সহাস্যে) কার্ত্তিকেয়-জননী কর্ত্তৃক এই দুর্জ্জন প্রতারিত হইয়াছে জানিও।

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! কেমন করিয়া প্রতারণা হইল? যেহেতু—দ্বারকাধিপ দূরে রহিয়াছেন, এ দিকে খলসমূহ কুণ্ডিন নগরকে সত্ত্বই মলিন করিতেছে, গরুড় সমুদ্রপারে রহিয়াছে, এ দিকে দংশনশীল ভুজঙ্গসমূহ পার্শ্বেই বিরাজ করিতেছে ॥ ৯ ॥

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ। ভগবতি! নিশ্চয়ই দ্বারকাধিপ অনতিদূরে বিদর্ভপুরে উপস্থিত হইয়াছেন।

পৌর্ণমাসী। (সানন্দম্) সুনন্দ! বাঢ়মভিনন্দনীয়োঽসি সন্দেশহরঃ।

সুনন্দঃ। কৃতমভিনন্দনেন দিষ্টান্ধস্য মে বভূব বন্ধ্যা সন্দেশহরতা।

পৌর্ণমাসী। (সশঙ্কম্) কথমিব?

সুনন্দঃ। পঠ্যতামিয়ং পত্রিকা পত্রিরাজপত্রস্য।

নারদঃ। (বাচয়তি)

নিখিলাঃ শিখিনীর্নয়ন্নপি সুখানি জাত্যাসিতাপাঙ্গীঃ।
রময়তি কৃষ্ণঃ সুঘনো বৃন্দাবনগন্ধিনীরেব ॥ ১০ ॥

পৌর্ণমাসী। হন্ত! চন্দ্রাবলীতি নাধিগতং মাধবেন।

সুনন্দ ইতি দিষ্টান্ধস্য ভাগ্যহীনস্য।

সুনন্দ ইতি পত্রিরাজপত্রস্য গরুড়বাহনস্য।

নারদ ইতি। নিখিলাঃ শিখিনীর্ময়ূরীঃ সুখানি নয়ন্নপি কৃষ্ণমেঘঃ বৃন্দাবনগন্ধিনীরেব ময়ূরী রময়তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

পৌর্ণমাসী। (সানন্দে) সন্দেশবাহক সুনন্দ! তুমি যে সুসংবাদ আনিয়াছ, তাহাতে তুমি আমাদের অতিশয় অভিনন্দনীয়।

সুনন্দ। আর অভিনন্দনে প্রয়োজন নাই, কারণ, দুর্ভাগ্যান্ধ আমার সন্দেশহারিত্ব একেবারে বিফল হইল।

নারদ। (পাঠ করিতে লাগিলেন) স্বভাবতঃই অসিতাপাঙ্গী নিখিল ময়ূরীবৃন্দের সুখবিধান পুরঃসর কৃষ্ণরূপ শোভন মেঘ বিশেষভাবে বৃন্দাবনের ময়ূরীগণকে আনন্দদান করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

পৌর্ণমাসী। হায়! ইনি যে চন্দ্রাবলী, মাধব তাহা জানেন না।

নারদঃ। সুনন্দ! কুতস্ত্বয়া নাভিব্যক্তমাবেদিতম্?

সুনন্দঃ। কা খলু চন্দ্রাবলী?

পৌর্ণমাসী। দুষ্ট-নৃপেভ্যস্ত্রপমাণেন রুক্মিণা স্বস্রুর্গোকুলনিবাসমত্র নিহ্নুত্য চন্দ্রাবলীত্যভিধা সংবৃতা।

সুনন্দঃ। নূনং সুহৃদামপ্যগোচরোঽয়মর্থস্তত্র মদ্বিধস্য কা কথা?

পৌর্ণমাসী। তর্হি কথমসৌ দর্বীকরারিকেতুর্বিদর্ভানলঙ্কার?

সুনন্দঃ। সুষ্ঠু ভক্তয়োঃ ক্রথকৌশিকয়োঃ সন্দেশসৌন্দর্যেণ।

পৌর্ণমাসী। নৃপাভ্যাং কিমত্র প্রবৃত্তম্?

পৌর্ণেতি। নিহ্নুত্য পিধায়।

পৌর্ণেতি। দর্বীকরাঃ সর্পাস্তেষামরির্গরুড়ঃ স এব বাহনং যস্য।

পৌর্ণেতি। অত্র তদানয়নে।

নারদ। সুনন্দ! কেন তুমি এই বিষয় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত কর নাই?

সুনন্দ। চন্দ্রাবলী কে?

পৌর্ণমাসী। দুষ্ট নৃপতিগণ হইতে লজ্জা পাইবে বলিয়া, স্বীয় ভগিনীর গোকুলবাস এ স্থানে গোপন করিয়া চন্দ্রাবলী নামও গোপন রাখিয়াছে।

সুনন্দ। এ ব্যাপার যখন সুহৃদ্গণেরও অগোচর, তখন আমার মত জনের জানিবার সম্ভাবনা কি?

পৌর্ণমাসী। তবে সেই গরুড়বাহন শ্রীকৃষ্ণ কেন বিদর্ভদেশ অলঙ্কৃত করিতে আসিলেন?

সুনন্দ। প্রিয়ভক্ত ক্রথকৌশিকের মনোহর সংবাদে।

পৌর্ণমাসী। নৃপতিদ্বয় এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন কেন?

সুনন্দঃ। ভগবতো হিরণ্যগর্ভস্য শাসনেন।

তথাহি—

স্বস্তি শ্রীক্রথকৌশিকৌ ! স্বভবনাদম্ভোজগর্ভোহস্তু বঃ
সর্ব্বক্ষ্মাপতি-দুর্ব্যতিক্রম-গিরাবিত্যাদিশতোষ বাম্।
শুদ্ধৈরধ্যবসীয়তাং নৃপতিভিঃ সার্দ্ধং যুবাভ্যাং মুদা
শ্রীরাজেন্দ্রতয়া ক্ষিতৌ যদুপতেঃ পুণ্যাভিষেকক্রিয়া ॥ ১১ ॥

পৌর্ণমাসী। দিষ্ট্যা দ্রষ্টব্যোঽয়ং ময়া মহোৎসবঃ।

সুনন্দঃ। ভগবতি ! নির্ব্যূঢ়োঽয়ম্।

পৌর্ণমাসী। কীদৃগেষঃ ?

সুনন্দ ইতি। সর্ব্বক্ষ্মাপতিভির্দুর্ব্যতিক্রমা গীর্ব্বাণী যয়োস্তৌ। এষোঽম্ভজ-যোনির্বাং প্রতি আদিশতি। শুদ্ধৈর্নৃপতিভিঃ সার্দ্ধং যুবাভ্যাং যদুপতেঃ পুণ্যাঽভিষেকক্রিয়াঽধ্যবসীয়তাম্ ॥ ১১ ॥

সুনন্দ। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভের আজ্ঞায়। সেই আজ্ঞা এই—

ওহে ক্রথকৌশিক ! তোমাদের মঙ্গল হউক, স্বভবন হইতে পদ্ম-যোনি তোমাদিগকে এই আজ্ঞা করিতেছেন যে, সকল পৃথিবীপতি তোমাদের আদেশবাক্য অতিক্রম করেন না, সেই শুদ্ধচরিত্র নৃপতি-গণের সহিত তোমরা আনন্দসহকারে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে রাজাধিরাজপদের পুণ্যাভিষেকক্রিয়া সম্পাদন কর ॥ ১১ ॥

পৌর্ণমাসী। মহাভাগা ! এই মহোৎসব আমার অবশ্য দ্রষ্টব্য

সুনন্দ। ভগবতি ! এই কার্য্য শেষ হইয়াছে।

পৌর্ণমাসী। উহা কিরূপ হইল ?

সুনন্দঃ।

বৃংহিষ্ঠে রত্নসিংহাসন-শিরসি বরে সন্নিবিষ্টস্য তুষ্টৈ-
গীর্বাণৈঃ পার্ব্বতীশ-প্রভৃতিভিরভিতঃ স্তূয়মানস্য ভূয়ঃ।
সদ্যঃ সম্পাদ্যমানো নৃপতিভিরখিলৈর্দিব্যকুম্ভাবলীভি-
স্তত্রাঽপূর্ব্বস্তদাসীদ্দনুজবিজয়িনো রাজরাজাভিষেকঃ ॥১২॥

নারদঃ। সিদ্ধং বিন্ধ্যায় বেধসো বরদানম্।

পৌর্ণমাসী। ভগবন্নমুশাধি সাধয়ামি মাধবং সাধিষ্ঠার্থবোধনায়।

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী। ভগবতি! বিদর্ভেন্দ্রো নিবেদয়তি।

সুনন্দ ইতি। বৃংহিষ্ঠে বৃহত্তমে ॥ ১২ ॥
(অপটীসূচনং বিনা ঝটিতি, কঞ্চুকী বর্ষবরঃ ক্লীবঃ, খোজেতি বিখ্যাতঃ)

সুনন্দ। অতি বৃহৎ শ্রেষ্ঠ রত্নসিংহাসনশীর্ষে শ্রীকৃষ্ণকে উপবেশন করাইয়া আনন্দিত-চিত্তে পার্ব্বতীনাথ-প্রমুখ দেববৃন্দ পুনঃ পুনঃ চতুর্দ্দিকে তাঁহার স্তব করিতে থাকিলে নিখিল নরপতিগণ দিব্য কুম্ভাবলী দ্বারা দনুজ-বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণের অভূতপূর্ব্ব রাজাধিরাজোচিত অভিষেক সদ্যই সম্পন্ন করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

নারদ। বিন্ধ্যকে ব্রহ্মার বরদান সার্থক হইয়াছে।

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! আদেশ করুন, সর্ব্বোত্তম সদর্থ জ্ঞাপন করাইবার জন্য আমি মাধবের নিকট গমন করিতেছি।

(অকস্মাৎ কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। ভগবতি! বিদর্ভরাজ ভীষ্মক নিবেদন করিতেছেন—

মদভ্যর্থিতাভ্যাং পার্থিবাভ্যাং রুক্মিণীহরণায় রাজেন্দ্রমাবেদয়িতুং প্রস্থিতং, তদদ্য ভবত্যা তীর্থেন তীর্থপাদং দ্রষ্টুমিচ্ছামীতি।

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! মম সাধ্যং সিদ্ধমিবাভূৎ তদনুজানীহি মাম্।

(ইতি দ্বাভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা)

(নেপথ্যে) বিশ্রান্তে বিষয়াকৃতিং পরিণতিং হিত্বা মুনীনামপি
স্বান্তে নাক্রমতে যদঙ্ঘ্রিনখরোপান্তপ্রভাপ্যল্পিকা।
চিত্রং মদ্বিধপাণি-কুট্মলতটী-সংবাহ্য-পাদাম্বুজো
দেবঃ সোঽয়মলঙ্করোতি করুণঃ কল্যাণপল্যঙ্কিকাম্ ॥ ১৩ ॥

(নেপথ্যে)। নাক্রমতে নোদগাচ্ছতি ॥ ১৩-১৪ ॥

আমা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ক্রথ ও কৌশিক এই পার্থিবদ্বয় রুক্মিণীহরণের জন্য রাজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট আবেদন করিতে গিয়াছেন, অতএব পুণ্যময়ী আপনার সহিত তীর্থপাদ শ্রীহরিকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! আমার অভীষ্টসিদ্ধির ন্যায়ই বোধ হইতেছে, অতএব আমাকে আদেশ করুন।

(ইহা বলিয়া দুই জনের সহিত প্রস্থান করিলেন)

(নেপথ্যে) মুনিগণেরও অন্তঃকরণ বিষয়াকারপরিণতি পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রান্ত হইলেও যাঁহার পদনখরের প্রান্তের অল্পমাত্র প্রভাও প্রাপ্ত হইতে পারে না, কি আশ্চর্য্য, আমার ন্যায় ব্যক্তির হস্ত-কলিকা-তটের দ্বারা সেই পরম কারুণিক দেবতার পাদপদ্ম সংবাহিত হইতেছে এবং তিনি আজ কল্যাণময় পর্য্যঙ্কের শোভাবর্দ্ধন করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

নারদঃ। ক্রথ-কৌশিকয়োঃ সূক্তিরিয়ম্।

(পুনর্নেপথ্যে শঙ্খধ্বনিঃ)

নারদঃ। (বিলোক্য সহর্ষম্)

অহহ !

করযুগলেন গৃহীতং নিধায় বদনাম্বুজে ধমন্ কম্বুম্।
ব্রজরাজ্ঞী-স্তনপান-স্মরণ-স্তিমিতো হরির্জয়তি ॥ ১৪ ॥

(পুনর্নিরূপ্য)

কথং ক্রথ-কৌশিকাভ্যামনুগম্যমানোঽয়ং পুরস্তাৎ পরিক্রামতি।

চঞ্চৎ-কৌস্তুভকৌমুদী-সমুদয়ঃ কৌমোদকী-চক্রয়োঃ
সখ্যেনোজ্জ্বলিতৈস্তথা জলজয়োরাঢ্যশ্চতুর্ভির্ভুজৈঃ।

নারদ ইতি। চঞ্চদ্দীপ্ত। কৌমুদী জ্যোৎস্না। সখ্যেনোজ্জ্বলিতৈঃ সহ ভাবেনান্বিতৈঃ। বিহঙ্গেশিতুর্গরুড়স্য সঙ্গী।

নারদ। এই শোভন উক্তি ক্রথ-কৌশিকেরই।

(নেপথ্যে পুনরায় শঙ্খধ্বনি)

নারদ। (সানন্দে অবলোকন করিয়া) অহহ ! করযুগলে ধৃত শঙ্খ বদনকমলে স্থাপন করিয়া বাদ্য করিতে করিতে ব্রজরাজ্ঞী যশোদার স্তনপানকারী যে হরি, তাহা স্মরণ করিয়া স্তিমিত হইতেছেন, তিনি জয়যুক্ত হউন ॥১৪॥

(পুনরায় নিরূপণ করিয়া) এই যে তিনি ক্রথ-কৌশিকের দ্বারা অনুগম্যমান হইয়া অগ্রে ভ্রমণ করিতেছেন।

যিনি চঞ্চল কৌস্তুভ-কৌমুদীর দ্বারা পরিপূর্ণরূপে উদিত, যাঁহার ভুজ-চতুষ্টয় পাঞ্চজন্য শঙ্খ, কৌমোদকী গদা, সুদর্শন চক্র ও পদ্মে

দিব্যালঙ্করণেন সঙ্কটতনুঃ সঙ্গী বিহঙ্গেশিতু-
র্মামস্মারয়দেষ কংসবিজয়ী বৈকুণ্ঠগোষ্ঠীশ্রিয়ম্ ॥
তদম্বরমারূঢ়ঃ কৌতুকমবলোকয়ামি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশতি যথা-নির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। হন্ত নৃপেন্দ্রৌ !

হিতৈরমৃতশালিভির্মদভিষেকবারাং ঝরৈঃ
সমৃদ্ধিমুপলভ্য বাং বিমলকীর্ত্তিবল্লী ভুবি।
ব্যতীতসুরকাননা পরমমূর্দ্ধমারুন্ধতী
রমা-শ্রবণ-ভূষণস্তবকরাশিরাসীদসৌ ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণ ইতি। নৃপেন্দ্রৌ !
পরমং বৈকুণ্ঠম ॥ ১৫ ॥

শোভমান, যাঁহার তনু দিব্যালঙ্কারের দ্বারা সুশোভিত, বিহঙ্গপতি গরুড় যাঁহার সঙ্গী, সেই কংসবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বৈকুণ্ঠ-গোষ্ঠীর সম্পদ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। অতএব এখন আকাশে আরোহণ করিয়া কৌতুক দেখি।

(ইহা বলিয়া প্রস্থান)

(যথানির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। হে নৃপতিযুগল ! আমার অভিষেকের জন্য হিতজনক অমৃতময় যে বারিনিষেক করিয়াছ, তদ্দ্বারা তোমরা পৃথিবীমধ্যে বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করিবে এবং তোমাদের কীর্ত্তিলতা নন্দনকাননকেও অতিক্রম করিয়া অত্যন্ত ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠধাম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া লক্ষ্মীদেবীর কর্ণ-ভূষণের স্তবকরাশি হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥

নৃপৌ। (সপ্রশ্রয়ম্)

একস্মিন্নিহ রোমকূপকুহরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডাবলী
যস্য প্রেক্ষয়তে গবাক্ষপদবী ঘূর্ণৎ-পরাণূপমাম্।
কেয়ং তস্য সমৃদ্ধয়ে তব বিভো! রাজেন্দ্রতা-গ্রামটী-
শৌটীর্য্যেণ চমৎকৃতিং তদপি নঃ কামপ্যসৌ পুষ্যতি ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণঃ। নৃপেন্দ্রৌ! প্রসন্নোঽস্মি নিজাভীষ্টমভ্যর্থয়েথাম্।

নৃপৌ। দেব! রুক্মিণী সা তপস্বিনী তপস্তথা ন চকার, যেন তে দাস্য-সৌভাগ্য-ভাগধেয়-ভাজনং ভবেদিতি সুপর্ণাদাকর্ণিতং, কিন্তু তথা দেবেনানুগৃহ্যতাং, যথা কথাবশেষা ভীরুরেষা ন স্যাৎ।

নৃপৌ ইতি। গ্রামটী গ্রামাধিপতিঃ। শৌটীর্য্যেণ ক্ষুদ্রপদগর্ব্বেণ ॥ ১৬ ॥
নৃপৌ ইতি। কথৈবাবশেষো যস্যাঃ সা।

নৃপদ্বয়। (অনুগৃহীত হইয়া) হে বিভো! যাঁহার একটিমাত্র রোমকূপ-বিবরে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডসমূহ গবাক্ষে ঘূর্ণিত পরমাণুর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, তাঁহার সমৃদ্ধির আর সীমা কি? তথাপি তোমার রাজেন্দ্রতারূপ গ্রামাধিপতিত্বরূপ ক্ষুদ্র পদগৌরব আমাদের কিরূপ অপূর্ব্ব চমৎকৃতি সম্পাদন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ। নৃপযুগল! আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমরা স্বাভীষ্ট প্রার্থনা কর।

নৃপদ্বয়। দেব! তপস্বিনী রুক্মিণী এমন কোনও তপস্যা করেন নাই, যাহাতে তিনি আপনার দাসী হইবার সৌভাগ্যের কণা লাভ করিবার পাত্র হইতে পারেন, ইহা আমরা গরুড়ের মুখে শুনিয়াছি, তথাপি আপনি তাঁহাকে এরূপভাবে অনুগ্রহ করুন, যাহাতে এই ভীরু কাহারও নিন্দনীয়া না হন।

কৃষ্ণঃ। কীদৃগনুগ্রহঃ ?

নৃপৌ। দুর্ম্মদ-মাগধাদীনাং পরাভবেনাস্যাঃ কুণ্ডিনাদাকৃষ্টিঃ।
যদদ্য চন্দ্রভাগারাধনায় বহিঃ সাধয়ত্যেষা।

কৃষ্ণঃ। ক্ষিতীন্দ্রৌ ! বাঢ়মাহরিষ্যামি, তদভীষ্টমনুষ্ঠীয়তাম্।

নৃপৌ। (কৃষ্ণং প্রণম্য নিষ্ক্রান্তৌ)

(নেপথ্যে) ভীতা রুদ্রং ত্যজতি গিরিজা শ্যামমপ্রেক্ষ্য কণ্ঠং
শুভ্রং দৃষ্ট্বা ক্ষিপতি বসনং বিস্মিতো নীলবাসাঃ।
ক্ষীরং মত্বা শ্রপয়তি যমীনীরমাভীরিকোৎকা
গীতে দামোদর ! যশসি তে বীণয়া নারদেন ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ ইতি। তদভীষ্টং অর্থাৎ চন্দ্রভাগারাধনম্।
(নেপথ্যে) ; শ্রপয়তি পচতি, যমীনীরং যমুনাজলম্ ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ। কিরূপ অনুগ্রহ ?

নৃপদ্বয়। যেহেতু অদ্য চন্দ্রভাগাদেবীর আরাধনার জন্য ইনি অন্তঃপুরের বাহিরে আগমন করিবেন, অতএব দুর্ম্মদ জরাসন্ধাদি রাজাদিগের পরাভবের দ্বারা তাঁহাকে কুণ্ডিন নগর হইতে আকর্ষণ—ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

কৃষ্ণ। নৃপদ্বয় ! ভাল, আমি সেইরূপেই তাঁহাকে হরণ করিব, আপনারা আপনাদের অভীষ্টের অনুষ্ঠান করুন।

নৃপদ্বয়। (কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন)

(নেপথ্যে) হে দামোদর ! মহর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে তোমার শুভ্র যশোগান করিতে আরম্ভ করিলে, রুদ্রের কণ্ঠ শ্যামবর্ণ না দেখিয়া

সুপর্ণঃ। সোঽয়মম্বরে তুম্বুরুঃ স্তবীতি।

কৃষ্ণঃ। সখে খগেন্দ্র! পশ্য পশ্য,

শুভ্রাতপত্র-পটলী খল-ভূপতীনা-
মভ্রাণি তক্ষক-ফণাকৃতিরাবৃণোতি।
যা মাকলয্য পৃথু বেপথু দোলিতানি
দূরে জগন্তি ভয়-জর্জ্জরতাং ভজন্তি ॥ ১৮ ॥

সুপর্ণঃ। দেব! বাঢ়মাতপত্র-ফণাপটলী-লঘীয়সঃ কিঙ্করস্যাস্য

সুপর্ণ ইতি। তুম্বুরুঃ গন্ধর্ব্বাণাং মুখ্যঃ।

কৃষ্ণ ইতি। আতপত্র-পটলী রাজ্ঞাং ছত্র-সমূহঃ ॥ ১৮ ॥

সুপর্ণ ইতি। লঘীয়সঃ ক্ষুদ্রতরস্য, পর্য্যাপ্তিং যোগ্যতাম্।

গিরিজা ভীতা হইয়া রুদ্রকে ত্যাগ করেন, নীলাম্বর বলদেব নিজ বসনকে শুভ্রবর্ণ দর্শন করিয়া, বিস্মিত হইয়া তাহা ত্যাগ করেন, এবং নীল যমুনাজলকে শুভ্রবর্ণ দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা আভীরীগণ তাহাকে দুগ্ধ মনে করিয়া আবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন ॥ ১৭ ॥

গরুড়। তুম্বুরু আকাশে থাকিয়া স্তব করিতেছেন।

কৃষ্ণ। সখে খগেন্দ্র! দেখ দেখ, খলভূপতিগণের তক্ষকের ফণার স্থায় শুভ্র ছত্রসমূহ মেঘসমূহকে আচ্ছাদন করিতেছে, দূর হইতে ত্রিজগৎ তাহা অবলোকন করিয়া, অত্যন্ত কম্পান্বিত হইয়া, আন্দোলিত হইয়া ভয়ে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিতেছে ॥ ১৮ ॥

গরুড়। দেব! এই আতপত্ররূপ ফণাসমূহ আপনার এই নিতান্ত ক্ষুদ্র কিঙ্কর গরুড়ের একবারও বিক্ষেপক্রীড়ার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে না,

গরুত্মতঃ সকৃৎ বিক্ষেপ-কেলয়েঽপি ন পর্য্যাপ্তিমেষ্যতি দূরে বিশ্রাম্যতু সখা মে সুদর্শনঃ কল্পান্তকৃশানুঃ।

(নেপথ্যে)

কুণ্ডিণ-ণরবই-পুত্তী অণুরূবা পুণ্ডরীঅণঅণস্‌স।
তহ এসো সহি! তিস্‌সা হা! হদদেব্বং বিলোমেই ॥ ১৯ ॥

সুপর্ণঃ। পুরস্ত্রীণাং বিষাদোক্তিরিয়ম্।

(পুনর্নেপথ্যে)

কহ রুপ্পিণী সুরূবা, কহ দমঘোসস্‌স ণন্দণো মন্দো।
ণ ঘড়ই গদ্দহকণ্ঠে বিমলা ণোঅমালিআ-মালা ॥ ২০ ॥

(নেপথ্যে)। কুণ্ডিন-নরপতি-পুত্রী অনুরূপা পুণ্ডরীকনয়নস্য। অতএব সখি! তস্যা হা! হতদৈবং বিলোময়তি। বিলোময়তি অনানুকূলাং করোতি ॥ ১৯ ॥

(পুনর্নেপথ্যে)। ক রুক্মিণী সুস্বরূপা, ক দমঘোষনন্দনো মন্দঃ। ন ঘটতে গর্দ্দভ-কণ্ঠে বিমলা নবমালিকা-মালা ॥ ২০ ॥

অতএব কল্পান্তকালীন প্রলয়াগ্নিসদৃশ আমার এই সখা সুদর্শন দূরে বিশ্রাম করুন।

(নেপথ্যে) কুণ্ডিন-নরপতি-পুত্রী পুণ্ডরীকনয়নেরই অনুরূপা— তথাপি হে সখি! হতদৈব তাহার প্রতি অনুকূল হইতেছে না ॥ ১৯ ॥

গরুড়। ইহা পুরস্ত্রীগণের বিষাদোক্তি।

(পুনরায় নেপথ্যে)

সুরূপা রুক্মিণীই বা কোথায়, আর এই দমঘোষনন্দন ক্রূরমতি শিশুপালই বা কোথায়, গর্দ্দভের কণ্ঠে কি বিমল নবমল্লিকার মালা শোভা পায়? ॥ ২০ ॥

সুপর্ণঃ। বন্যয়া মালয়া খলু সুলভোঽয়ং কৌস্তুভীকণ্ঠো নান্যয়া।

(নেপথ্যে)

জীয়াদুচ্চৈরখিল-তরুণীমণ্ডলাকৃষ্টি-বিদ্যা-
বৈদগ্ধীনাং নিধিরনবধির্যাদবাম্ভোধি-চন্দ্রঃ।
সংগ্রামান্তঃপুরভুবি পুরো হন্ত! যং প্রেক্ষ্য দূরা-
দস্ত্রীলোকোঽপ্যতনুচকিতঃ স্ত্রীস্বরূপং বিভর্ত্তি ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণঃ। (সব্যতো বিলোক্য) কথময়ং মৌক্তিকচূড়ো নাম মাথুরো বন্দী ভোগাবলীং পঠতি?

সুপর্ণ ইতি। বন্যয়া বৃন্দাবনসম্বন্ধিন্যা। কৌস্তুভীকৌস্তুভযুক্তঃ।

(নেপথ্যে)। অস্ত্রীলোকোঽস্ত্রধারী জনঃ, পক্ষে স্ত্রীভিন্নলোকঃ। অতনুচকিতোঽধিকভয়যুক্তঃ, পক্ষে অতনুনা কামেন ভীতঃ ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ ইতি। বিরুদাবলী-প্রভৃতীনামন্যতমা নায়কোৎকর্ষিণী কলিকোৎকলিকাপদ্যযুক্তা ভোগাবলী।

গরুড়। এই কৌস্তুভ-ভূষিত কণ্ঠ বন্যমালিকার পক্ষেই সুলভ, অন্যের পক্ষে নহে।

(নেপথ্যে) যিনি অখিল-তরুণীমণ্ডলীর আকর্ষণ-বিদ্যা-বৈদগ্ধীর নিধিস্বরূপ, সেই অসীম যাদবসমুদ্রের পূর্ণচন্দ্র সর্ব্বোৎকর্ষসহকারে জয়যুক্ত হউন, যাঁহাকে সংগ্রামের অন্তঃপুর-ভূমিতে দূর হইতে দর্শন করিয়া পুরুষও অধিক ভয়যুক্ত হইয়া স্ত্রীরূপ ধারণ করিতেছে ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ। (বামদিকে অবলোকন করিয়া) এই যে মৌক্তিকচূড় নাম মাথুরদেশীয় ভাট, নায়কের শ্রেষ্ঠতা-সূচক স্তবাবলী পাঠ করিতেছে।

(পুনস্তত্ৰৈব)

স্ফুরন্মণিসরাধিকং নবতমালনীলং হরে-

রুদূঢ়-ঘনকুঙ্কুমং জয়তি হারিবক্ষঃস্থলম্।

উড়ুস্তবকিতং সদা তড়িদুদীর্ণ-লক্ষ্মা-ভরং

যদভ্রমিব লীলয়া স্ফুটমদভ্রমুদ্ভাসতে ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ। (সব্যামোহম্) হা প্রেয়সি রাধিকে! হা বৃন্দাবন-কল্পবল্লি! হা বিশাখা-সখি! কুত্রাসি?

(ইতি সোৎকম্পং খগেন্দ্রমালম্বতে)

স্ফুরদিতি। স্ফুরতা মণিসরেণাধিকং, পক্ষে স্ফুরন্মণীত্যেকপদম্। তড়িত-উদীর্ণা যা লক্ষ্মাস্তাসাং ভরো ভারো যত্র তৎ, তড়িদিব উদীর্ণা যা লক্ষ্মী-র্লক্ষ্মীরেখা তাং বিভর্ত্তীতি তৎ। ভিন্নপদ-পক্ষে তড়িতং তদুদীর্ণা লক্ষ্মীশ্চ বিভর্ত্তীতি তৎ। অদভ্রং নিরন্তরম্ ॥ ২২ ॥

(পুনরায় সেই দিকে) স্ফুরিত মণিসরোবরের অপেক্ষাও অধিক শোভাশীল, নবতমালের ন্যায় নীলবর্ণ, গাঢ় কুঙ্কুমাবৃত শ্রীহরির মনোহর বক্ষঃস্থল, যাহা নক্ষত্রমালা-বিভূষিত, চকিত বিদ্যুদ্দাম-সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত মেঘের ন্যায় নিরন্তর লীলাভরে উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহা সর্ব্বদা জয়যুক্ত হউক ॥ ২২ ॥

কৃ। (মোহগ্রস্তের ন্যায়) হা প্রেয়সি রাধিকে! হা বৃন্দাবনকল্পলতিকে! হা বিশাখা-সখি! তোমরা এখন কোথায়? (ইহা বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গরুড়কে অবলম্বন করিলেন)

সুপর্ণঃ। (স্বগতম্) দুরূহায়াং গম্ভীর-লীলাম্বুধেরস্য কেলি-
বেলায়াং মাদৃশোঽপি নিমজ্জতি কস্তত্রান্যো বরাকঃ।
(প্রকাশম্) দেব! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

কৃষ্ণঃ। (সমাশ্বস্য নিশ্বসিতি)

(নেপথ্যে) ধাত্রেয়ী-করপুট-সংভৃতাগ্র-হস্তা
পর্য্যস্তাকুল-জরতী দ্বিজাঙ্গনাভিঃ।
দূরেণ প্রচুরভটৈঃ পরীয়মানা
বৈদর্ভী প্রসরতি পার্ব্বতী-গৃহায় ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে সুপর্ণ! হতাশেন রুক্মিণা দুর্গমং কৃতমেতদ্দুর্গা-
মন্দিরং, তদেহি নটবেশেনাবামন্তঃ প্রবিশাবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

সুপর্ণ ইতি। বেলা স্যাত্তীরনীরয়োরিতি ॥ ২৩ ॥

গরুড়। (স্বগত) এই গম্ভীর লীলা-সমুদ্রের দুরূহ ক্রীড়ারূপ তীরভূমিতে
যখন আমার ন্যায় ব্যক্তিও নিমজ্জিত হইতেছে, তখন অন্য ক্ষুদ্রব্যক্তির
কথা আর কি বলিব? (প্রকাশ্যে) দেব! আশ্বস্ত হউন, আশ্বস্ত হউন।

কৃষ্ণ। (সমাশ্বস্ত হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন)

(নেপথ্যে) ধাত্রেয়ীর করপুটে করতলাগ্র স্থাপন করিয়া, ব্যাকুলা
বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীগণের দ্বারা পরিব্যাপ্তা হইয়া এবং দূরবর্ত্তী বহুসংখ্যক
অস্ত্রধারী সৈন্যের দ্বারা সুরক্ষিতা হইয়া বিদর্ভ-রাজনন্দিনী (রুক্মিণী)
দুর্গাদেবীর মন্দিরের উদ্দেশ্যে গমন করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণ। সখে গরুড়! রুক্মী হতাশ হইয়া এই দুর্গামন্দিরকে দুর্গম করিয়া
তুলিয়াছে, অতএব আইস, আমরা নটবেশে অভ্যন্তরে প্রবেশ করি।
(এই বলিয়া দুই জন নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

(ততঃ প্রবিশতি যথা-নির্দ্দিষ্টা চন্দ্রাবলী)

চন্দ্রাবলী। হলা মাহবি ! সুদং মএ ভাদুএণ ভদ্দআলী সমারাহণস্স্ কোডিহোমং আরদ্ধম্।

মাধবী। ভট্টিদারিএ ! বক্ষণীও ক্খু এব্বং কধেন্তি।

চন্দ্রাবলী। (স্বগতম্) গহিরং ণং হোমকুণ্ডং সুণিঅ চেঅ পথিদম্হি।

মাধবী। ভট্টিদারিএ ! তথা সিণিদ্ধেণবি পুরীসুত্তমেণ কিন্তি তুমং ণ উদ্দিসীঅসি ?॥ ২৪ ॥

চন্দ্রাবলীতি। সে সখি মাধবি ! শ্রুতং ময়া ভ্রাতৃকেন ভদ্রকালী সমারাধনায় কোটিহোমং আরব্ধম্।

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে রাজকন্যে ! ব্রাহ্মণাঃ খলু এবং কথয়ন্তি।

চন্দ্রাবলীতি। গভীরং এনং হোমকুণ্ডং শ্রুত্বা এব প্রস্থিতাস্মি।

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে ! তথা স্নিগ্ধেনাপি পুরুষোত্তমেন কিমিতি নোদ্দিশ্যসে ॥ ২৪ ॥

(তাহার পর যথানির্দ্দিষ্টা চন্দ্রাবলী প্রবেশ করিলেন)

চন্দ্রাবলী। সখি মাধবি ! শুনিয়াছি, ভ্রাতা রুক্মী ভদ্র-কালীকে সম্যক্ আরাধনা করিবার জন্য কোটি হোম আরম্ভ করিয়াছে।

মাধবী। রাজকন্যে ! ব্রাহ্মণীরাই এইরূপ বলিতেছেন।

চন্দ্রাবলী। (স্বগত) এই হোমকুণ্ড খুব গভীর হইয়াছে শুনিয়াই ত' আমি আসিয়াছি।

মাধবী। ভর্ত্তৃদারিকে ! সেইরূপ প্রিয় পুরুষোত্তম কি তোমার অনুসন্ধান করিতেছেন না ? ॥ ২৪ ॥

চন্দ্রাবলী। (সংস্কৃতেন)

শরণমিহ যো ভ্রাতুস্তস্য প্রতীপবিধায়িতা
হিতকৃদপি যা দেব্যাস্তস্যাঃ সমগ্রমুপেক্ষণম্।
গতিরবিকলা যো মে তস্য প্রিয়স্য চ বিস্মৃতি-
র্বত হতবিধৌ বামে সর্ব্বং প্রযাতি বিপর্য্যয়ম্ ॥

মাধবী। এদং পাসাদং পবিসিঅ চন্দভাঅং নিবেদহ্ম।

চন্দ্রাবলী। অজ্জে ভগ্গবি! মন্দাবেহি চন্দভাঅং চণ্ডিঅম্।

ভার্গবী। দেবি চন্দ্রভাগে! নন্দয় বিদর্ভনন্দিনীং পরমাভীষ্ট-বরেণ (ইতি বন্দনং কারয়তি)

মাধবীতি। এতং প্রাসাদং প্রবিশ্য চন্দ্রভাগাং নিবেদয়ামঃ।

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যে ভার্গবি! ভৃগুবংশীয়ব্রাহ্মণপুত্রি! বন্দয়স্ব চন্দ্রভাগাং চণ্ডিকাম্।

ভার্গবীতি। বরেণ পত্যা, পক্ষে অভীষ্টদানেন।

চন্দ্রাবলী। (সংস্কৃত ভাষায়) যে ভ্রাতা আমার আশ্রয় ছিলেন, তাঁহার আচরণ এখন প্রতিকূল, যে দেবী হিতকারিণী ছিলেন, তাঁহার এখন সম্পূর্ণ উপেক্ষা, যিনি একমাত্র গতি ছিলেন, সেই প্রিয়ের এখন বিস্মৃতি ঘটিয়াছে, হতবিধি প্রতিকূল হইলে সকলই বিপরীত হইয়া থাকে।

মাধবী। এই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রভাগাদেবীকে নিবেদন করি।

চন্দ্রাবলী। আর্য্যে ভার্গবি! চন্দ্রভাগা চণ্ডীদেবীকে বন্দনা করাও।

ভার্গবী। দেবি চন্দ্রভাগে! পরমাভীষ্ট বরদানের দ্বারা বিদর্ভনন্দিনীর আনন্দবিধান কর। (ইহা বলিয়া বন্দনা করাইলেন)

চন্দ্রাবলী। (সোপলম্ভং সংস্কৃতেন)

আকৌমারং ভগবতি ! ময়া হন্ত ! কৃষ্ণস্য হেতো-

বিশ্রম্ভেণ প্রবণমনসা যত্নমারাধিতাসি।

প্রত্যাসন্নঃ সরভসমসৌ তস্য পাকঃ প্রথায়ান্

মাং দাক্ষিণ্যাদ্‌যাদিহ ভবতী কৃষ্ণবর্ত্মন্যনৈষীৎ ॥ ২৫ ॥

মাধবী। পেক্‌খ পেক্‌খ, পসাদাহিমুহীব্ব সংবুত্তা রুদ্দাণী।

চন্দ্রাবলী। অজ্জে ভগ্‌গবি ! তুম্হে এত্থ সব্বাণীং অব্ভত্থেধ, অহং গদুঅ কুণ্ডত্থিদং ভঅবন্তং পাবঅং পরিক্কমিস্‌সম্।

চন্দ্রাবলীতি। আকৌমারং কৌমারমারভ্য। হে দেবি চন্দ্রভাগে ! তস্যারাধনস্য অসৌ পাকঃ ফলম্। কৃষ্ণবর্ত্মন্যগ্নৌ, পক্ষে কৃষ্ণস্য মার্গে ॥ ২৫ ॥

মাধবীতি। পশ্য পশ্য, প্রসাদাভিমুখী ইব সংবৃত্তা রুদ্রাণী।

চন্দ্রাবলীতি। আর্যে ভার্গবি ! যূয়মত্র সর্ব্বাণীমভ্যর্থয়ধ্বং, অহং গত্বা কুণ্ডস্থিতং ভগবন্তং পাবকং পরিক্রমিষ্যামি।

চন্দ্রাবলী। (আক্ষেপপূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) ভগবতি ! হায়, আমি বাল্যকালাবধি একান্ত বিশ্বাস সহকারে শ্রীকৃষ্ণের জন্য ঐকান্তিকভাবে আপনার আরাধনা করিয়াছি, আর আজ কি তাহার এই বিখ্যাত ফল আনন্দসহকারে উপস্থিত হইল যে, আপনি অনুকূল হইয়া আমাকে কৃষ্ণবর্ত্মে (অর্থাৎ অগ্নিমধ্যে, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের পথে) নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৫ ॥

মাধবী। দেখ দেখ, রুদ্রাণী যেন প্রসন্ন হইয়াছেন, এইরূপ দেখা যাইতেছে।

চন্দ্রাবলী। আর্য্যে ভার্গবি ! আপনারা এখন ভগবতী সর্ব্বাণীর আরাধনা করুন, আমি যাইয়া কুণ্ডস্থিত ভগবান্ পাবককে পরিক্রমণ করিব।

(ততঃ প্রবিশতো নর্ত্তকবেশৌ কৃষ্ণ-সুপর্ণৌ)

কৃষ্ণঃ। পর্য্যশীলিপশুপালঘটায়াং
কেলিরঙ্গঘটনায় ময়া যঃ।
সুষ্ঠু সোহয়মকরোৎ পরদুর্গে
বেশয়ন্ সচিবতাং নটবেশঃ ॥ ২৬ ॥

সুপর্ণঃ। দেব! গাঢ়ং গঞ্জিতানি নটবেশেনারীণাং নেত্রাণি নারীণাস্তু রঞ্জিতানি।

কৃষ্ণঃ। সখে বিহঙ্গপুঙ্গব! পশ্য, প্রাদুর্ভবন্তি ভব্যানি শকুনানি।

কৃষ্ণ ইতি। পর্য্যশীলি সমভ্যস্তঃ। যো নটবেশঃ পরদুর্গে মাং প্রবেশয়ন্নিত্যন্বেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

সুপর্ণ ইতি। গঞ্জিতানি তিরস্কৃতানি। রঞ্জিতানি সুখভূতানি।

কৃষ্ণ ইতি। ভব্যানি শুভসূচকানি।

(অনন্তর নর্ত্তকবেশে কৃষ্ণ ও গরুড়ের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কেলি-কৌতুক ঘটাইবার জন্য পশুপাল-গোষ্ঠীতে যাহার অনুশীলন করিয়াছিলেন, পরদুর্গ-প্রবেশে সেই নটবেশই আমার সচিবরূপে সাহায্য করিল ॥ ২৬ ॥

গরুড়। দেব! এই নটবেশের দ্বারা শত্রুগণের নয়ন রঞ্জিত এবং নারীদিগের নেত্র রঞ্জিত হইতেছে।

কৃষ্ণ। সখে বিহঙ্গশ্রেষ্ঠ! দেখ, শুভসূচক লক্ষণসমূহ প্রাদুর্ভূত হইতেছে।

সুপর্ণঃ। নভসি রভসবদ্ভিঃ শ্লাঘ্যমানা মুনীন্দ্রৈ-
র্মহিত-কুবলয়াক্ষী কীর্ত্তি-শুভ্রাংশু-বক্ত্রা।
নৃপকুলমিহ হিত্বা চেদিরাজপ্রধানং
মুরদমন! গমিষ্যত্যুৎসুকা ত্বাং জয়শ্রীঃ ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে! পশ্য পশ্য,

ক্ষ্বেড়ামখণ্ডসমরাঃ কলয়ন্তি শূরাঃ
সঙ্গীতিনঃ স্বরঘটামনুঘট্টয়ন্তি।
উচ্চৈঃ পঠন্তি শুভসূক্তকুলং দ্বিজেন্দ্রা
রাষ্ট্রাণি কুণ্ডিনপুরী বধিরীকরোতি ॥ ২৮ ॥

সুপর্ণ ইতি। রভসবদ্ভিঃ কৌতুকবদ্ভিঃ। রুক্মিণীপক্ষে মহিতে কুবলয়ে ইবাক্ষিণী যস্যাঃ সা। জয়শ্রীঃপক্ষে কুবলয়স্য ভূমণ্ডলস্য অক্ষিণী যয়া সা, পক্ষে মহিতা চাসৌ কুবলয়াক্ষী চেতি রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। সমাসোক্তিনামালঙ্কারঃ ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ ইতি। ক্ষ্বেড়াং সিংহনাদম্। কলয়ন্তি কুর্ব্বন্তি। অনুঘট্টয়ন্তি উচ্চারয়ন্তি। শুভসূক্তকুলং বেদভাগং রাষ্ট্রাণি রাজ্যানি ॥ ২৮ ॥

গরুড়। হে মুরারে! আকাশে কৌতুকবান্ মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক পূজিতা নীলকমললোচনা গৌরবময়ী কীর্ত্তিচন্দ্রাননা জয়লক্ষ্মী শিশুপালপ্রমুখ নৃপকুলকে এখনই পরিত্যাগ করিয়া উৎকণ্ঠিতা হইয়া আপনার নিকট গমন করিবেন ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ। সখে! দেখ দেখ, সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ সিংহনাদ করিতেছে, সঙ্গীতজ্ঞগণ সুস্বরাবলী উচ্চারণ করিতেছে এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ মঙ্গলময় বেদমন্ত্র সকল উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছে—এইরূপে কুণ্ডিনপুরী সমুদয় রাজ্যকে বধির করিয়া তুলিতেছে ॥ ২৮ ॥

সুপর্ণঃ। (পুরো দৃষ্ট্বা) মৃড়াণী-মন্দিরাদেষা কুণ্ডিনেন্দ্রপুত্রী বহির্নিষ্ক্রামতি।

কৃষ্ণঃ। কামমিতঃ পরাঙ্গনা-বিলোকন-দুর্বিলাসান্নিবৃত্তিরেব শ্রেয়সী।

(ইতি মুখং ব্যাবৃত্য)

সখে! ভবতৈব পক্ষাঞ্চলেনাকৃষ্য নৃপাভ্যামিয়ং সমর্প্যতাম্।

সুপর্ণঃ। (নির্বর্ণ্য সবিস্ময়ম্)

সৌন্দর্য্যাম্বুনিধের্বিধায় মথনং দম্ভেন দুগ্ধাম্বুধে-
র্গীর্বাণৈরুদহারি চারুচরিতা যা সারসম্পন্ময়ী।
সা লক্ষ্মীরপি চক্ষুষাং চিরচমৎকারক্রিয়াং চাতুরীং
ধত্তে হন্ত! তথা ন কান্তিভিরিয়ং রাজ্ঞঃ কুমারী যথা ॥ ২৯ ॥

সুপর্ণ ইতি। দুগ্ধাম্বুধের্দম্ভেন ছলেন। উদহারি উত্থাপিতা ॥ ২৯ ॥

গরুড়। (সম্মুখে দেখিয়া) এই যে কুণ্ডিনরাজপুত্রী দুর্গার মন্দির হইতে বাহিরে আগমন করিতেছেন।

কৃষ্ণ। ইচ্ছাপূর্ব্বক এই পরস্ত্রাবিলোকনরূপ দুর্ব্বাসনা হইতে নিবৃত্তিই মঙ্গলজনক।

(ইহা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া) সখে! তুমিই পক্ষাঞ্চলের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া ক্রথ ও কৌশিক নৃপতিদ্বয়কে এই রাজকুমারী সমর্পণ কর।

গরুড়। (সবিস্ময়ে নিরূপণ করিয়া) আহা! দেবগণ ক্ষীরসমুদ্রমন্থনচ্ছলে সৌন্দর্য্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া সুন্দরচরিত্রা সর্ব্বসম্পত্তির সারভূতা যে লক্ষ্মীদেবীকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই লক্ষ্মীদেবীও এই রাজকুমারী যেরূপ কান্তির দ্বারা চক্ষুর চিরচমৎকারিত্ব-চাতুর্য্য বিধান করিতেছেন, তেমন করিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে! ভবতু কিমেতেন, যদেষ রূপমাত্রেণ ন হার্য্যো হরিঃ।

চন্দ্রাবলী। হলা মাহবি! সো বুন্দাবণবীঅসংভূদো মে বউল-
পোদো তুএ পালণিজ্জো।

মাধবী। (সাস্রম্) ভট্টিদারিএ! পসীদ পসীদ, পড়িবালেহি
সুণন্দং জং এত্থ মজ্ঝবট্টিণী ভঅবদী বিহাবরী।

চন্দ্রাবলী। মুদ্ধে! অন্তেউরে ণ ক্খু সুলহং এদং মঙ্গলং
মে অমিঅকুণ্ডম্।

চন্দ্রাবলীতি। সখি মাধবি! বৃন্দাবনবীজসম্ভূতো মে বকুলপোতঃ। পাঠা-
ন্তরে পাদপস্ত্বয়া পালনীয়ঃ।

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে রাজকন্যে! প্রসীদ প্রসীদ, প্রতিপালয় সুনন্দং
যদত্র মধ্যবর্ত্তিনী ভগবতী বিভাবরী। ভগবত্যা সা ত্বদভীষ্টং পূরয়িষ্য-
তীতি ব্যঞ্জিতম্। তস্মাদধুনৈবানলকুণ্ডে মা পতেতি প্রতিধ্বনিতম্।

চন্দ্রাবলীতি। মুগ্ধে! অন্তঃপুরে ন খলু সুলভমেতৎ স্নেহমৃতকুণ্ডং, বহ্নে-
রমৃতত্বেনাধ্যবসানং শরীরনাশকারিত্বেন বিরহদুঃখনাশকত্বাৎ।

কৃষ্ণ। সখে! হউক, কিন্তু তাহাতে কি? কারণ, রূপমাত্রে কখনও
হরির মন হরণ করা যায় না।

চন্দ্রাবলী। সখী মাধবি! সেই বৃন্দাবনের বীজ-সম্ভূত বকুলবৃক্ষের চারাটি
তুমি পালন করিও।

মাধবী। (অশ্রুপূর্ণনেত্রে) রাজকুমারি! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও,
সুনন্দের প্রতীক্ষা কর, যে হেতু ভগবতী বিভাবরী মাত্র মধ্যবর্ত্তিনী
অর্থাৎ রাত্রির পরেই তিনি আসিবেন।

চন্দ্রাবলী। মুগ্ধে! অন্তঃপুরে আমার এই অমৃতকুণ্ডরূপ মঙ্গল সুলভ হইবে না।

(ইতি সাস্রং সংস্কৃতেন)

স্বদ্দিগ্‌বোধেঽপ্যকুশলমতিঃ সঙ্গমষ্য স্বগোষ্ঠে

দূরাদ্বাঢ়ং কিমিতি কৃপয়া পূর্ব্বমঙ্গীকৃতাহম্।

নীত্বা দেশান্তরমিদমুপক্ষিপ্য সঙ্গাদিদানীম্

কিম্বা দামোদর! গুণনিধে হা! ত্বয়া বিস্মৃতাস্মি ॥৩০॥

(নেপথ্যে কল-কলঃ)

কৃষ্ণঃ। পৌর-স্ত্রীণামৌৎসুক্যমিদম্।

সুপর্ণঃ। দেব! পশ্য পশ্য,

বক্ত্রাণি ভান্তি পরিতো হরিণেক্ষণানা-

মারূঢ়-হর্ম্ম্য-শিরসাং ভবদীক্ষণায়।

সঙ্গমষ্য প্রাপয্য ॥ ৩০ ॥

সুপর্ণ ইতি। বক্ত্রাণি। চন্দ্রাবলীরূপেণ পরিচিতানি ব্যাপ্তানি ॥ ৩১ ॥

(ইহা বলিয়া অশ্রুপাতসহকারে সংস্কৃত ভাষায়) হে দামোদর! তোমার রীতিজ্ঞানে অপটুবুদ্ধি হইলেও দূর হইতে নিজ গোষ্ঠী আনয়ন করিয়া আমাকে কৃপাপূর্ব্বক পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছিলে, এখন নিজ সঙ্গ হইতে দেশান্তরে ক্ষেপণ করিয়া, হে গুণনিধে! এখন কি আমাকে বিস্মৃত হইলে? ॥ ৩০ ॥

(নেপথ্যে কল-কল শব্দ)

কৃষ্ণ। ইহা পৌর-স্ত্রীদিগের ঔৎসুক্য-সূচক শব্দ।

গরুড়। দেব! দেখুন, দেখুন—হরিণাক্ষী সুন্দরীগণ আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত হর্ম্ম্যশিরে আরোহণ করিয়াছে, তাহাতেই তাহাদের

যৈর্নির্ম্মিতানি তরসা সরসীরুহাক্ষ-

চন্দ্রাবলীপরিচিতানি নভস্তলানি ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণঃ। (সোৎকণ্ঠম্) হা প্রিয়ে চন্দ্রাবলি! হা পদ্মাসখি! কথং কঠোরেণ ময়া বিস্মৃতাসি? তদদ্যৈব দ্বারবতীমাসাদ্য তবোদ্দেশায় চরানাচরিষ্যামি।

চন্দ্রাবলী। ণং সমিদ্ধং পুরোদো কুণ্ডং পেক্খন্তী ণিব্বুদম্হি।

কৃষ্ণঃ। (সাশঙ্কম্) সখে! কথমনুভূত-পূর্ব্বৈব কাপি শিঞ্জিত-সারণী প্রসর্প্য মামার্দ্রীকরোতি।

সুপর্ণঃ। নিবেদিতমেব দেবস্য, যদত্র জগত্রয়েঽপ্যস্য বাঢ়-মনর্ঘ্যস্য কুমারীরত্নস্য পশ্যামি নান্যমর্ঘ্যহরম্।

কৃষ্ণ ইতি। আচরিষ্যামি প্রস্থাপয়িষ্যামি।

চন্দ্রাবলীতি। এনং সমৃদ্ধং উজ্জ্বলিতং পুরতঃ কুণ্ডং পশ্যন্তী নির্বৃতাস্মি।

কৃষ্ণ ইতি। সারণী তু নদীভেদে, ইতি কোষঃ।

সুপর্ণ ইতি। অর্ঘ্যহরং মূল্যপ্রদম্। মূল্যে পূজাবিধাবর্ঘ্য ইত্যমরঃ ॥ ৩২ ॥

কমল-নেত্র-সমন্বিত বদন, চন্দ্রাবলীরূপে গগনতলে ব্যাপ্ত হইয়া প্রতি-ভাত হইতেছে ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ। (উৎকণ্ঠা সহকারে) হা প্রিয়ে চন্দ্রাবলি! হা পদ্মাসখি! এই নিষ্ঠুর তোমাকে কিরূপে বিস্মৃত হইয়া আছে? অতএব অদ্যই দ্বারকানগরীতে গমন করিয়া তোমার উদ্দেশে দূতগণকে প্রেরণ করিব।

চন্দ্রাবলী। অগ্রে এই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

কৃষ্ণ। (আশঙ্কা-সহকারে) সখে! পূর্ব্বে অনুভূত অলঙ্কারাদির শিঞ্জিত-ধ্বনিরূপা নদী প্রসারিত হইয়া আমাকে আর্দ্র করিতেছে।

গরুড়। দেব! ইহা ত পূর্ব্বেই আপনাকে নিবেদন করিয়াছি যে, এই

কৃষ্ণঃ। তর্হি দৃশা পরীক্ষণীয়ম্। (ইত্যপাঙ্গং সঞ্চারয়ন্)

অয়ে! কথং গোকুলবিলাসিনী সাধারণমাধুর্য্যমুদ্রা-মণ্ডিতা কুমারী হৃদয়ং মমোন্মাদয়তি। (পুনঃ সানুরাগং নিরূপ্য) হন্ত! কথং সৈবেয়ং মে প্রাণবল্লভা! (ইতি সম্ভ্রমমভিনীয়)

চেতশ্চন্দ্রমণের্দ্রবং বিরচয়ত্যুচ্চৈঃ স্মরাম্ভোনিধেঃ
সংরম্ভং বিতনোতি নেত্রকুমুদস্যামোদমধ্যস্যতি।
উল্লাসং পরিতঃ প্রপঞ্চয়তি মে রোমৌষধীণাঞ্চ যা
সেয়ং চন্দনপঙ্ক-শীতল-করা লব্ধাদ্য চন্দ্রাবলী ॥ ৩২ ॥

অমূল্য কুমারীরত্নের অর্ঘাহারী অর্থাৎ পাণিগ্রাহক এখানে আমি অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।

কৃষ্ণ। অতএব একবার চক্ষু দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইল।

(এই বলিয়া নেত্রপ্রান্ত সঞ্চালন করিয়া) হায়! গোকুল-বিলাসিনী-রমণী-সুলভ মাধুর্য্য-লক্ষণে সুশোভিতা এই কুমারী আমার হৃদয়কে উন্মাদিত করিতেছে।

(পুনরায় অনুরাগের সহিত নিরূপণ করিয়া) কি আশ্চর্য্য, ইনিই যে আমার সেই প্রাণবল্লভা!

(এই বলিয়া সমাদর প্রকাশ পুরঃসর) যিনি আমার চিত্তরূপ চন্দ্রকান্তমণিকে দ্রব করিতেছেন, যিনি আমার স্মরসমুদ্রে উচ্চ ক্ষোভ বিস্তার করিতেছেন, যিনি আমার নয়নকুমুদের আমোদ-বিধান করিতেছেন, যিনি আমার রোমাবলিরূপ ওষধি-সমূহের সর্ব্বতোভাবে উল্লাস বিস্তার করিতেছেন, সেই চন্দনপঙ্কের ন্যায় শীতলকরবিশিষ্ট চন্দ্রাবলীকে আমি অদ্য লাভ করিলাম ॥ ৩২ ॥

তদভ্যাসমভ্যুপেত্য মাধুর্য্যমস্যাঃ পর্য্যালোচয়ামি ।

(ইতি পরিক্রামতি)

মাধবী । (কৃষ্ণং বিলোক্য স্বগতম্) কুদো আঅদো এসো তিল্লোঅসুন্দরো ণচ্চঅরাও ?

চন্দ্রাবলী । ভঅবং হব্ববাহ ! তস্স কন্দপ্প-কোড়ি-সুন্দরস্স পআরবিন্দজুঅলস্স পাসে ইমং বহেহি, তদেক্কসরণং জণম্ । (ইতি পাবকং প্রণম্য)

হা ভঅবদি পোণ্ণমাসি ! এত্থ ওসরে কহিং গদাসি ?

অভ্যাসং সমীপম্ ।

মাধবীতি । কুত আগত এষ ত্রিলোকসুন্দরো নর্ত্তকরাজঃ ?

চন্দ্রাবলীতি । ভগবন্ হব্যবাহন ! তস্য কন্দর্প-কোটি-সুন্দরস্য পাদারবিন্দ-যুগলপার্শ্বে ইমং বহ প্রাপয় ইত্যর্থঃ, তদেকশরণং জনম্ ।

হা ভগবতি পৌর্ণমাসি ! অত্রাবসরে কুত্র গতাসি ?

অতএব ইঁহার সমীপে গমন করিয়া, ইঁহার মাধুর্য্য পর্য্যালোচনা করি । (এই বলিয়া গমন করিতে লাগিলেন)

মাধবী । (কৃষ্ণকে দেখিয়া স্বগত) এই ত্রিলোকসুন্দর নর্ত্তকরাজ কোথা হইতে আসিলেন ?

চন্দ্রাবলী । হে ভগবন্ হব্যবাহন ! সেই কোটিকন্দর্পের ন্যায় সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের পার্শ্বে এই ব্যক্তিকে লইয়া যাও, কারণ, এই ব্যক্তি তাঁহারই একান্ত শরণাগত । (ইহা বলিয়া অগ্নিকে প্রণামান্তে) হা ভগবতি পৌর্ণমাসি ! এই অবসরে আপনি কোথায় গেলেন ?

কৃষ্ণঃ। (সখেদমাত্মগতম্) হন্ত! সত্যমেব মহাসাহসে কৃতাধ্যবসায়া সেয়মাশুশুক্ষণিং প্রদক্ষিণীকরোতি, তদহমুপেত্য ভুজাভ্যামাবৃণোমি ।

চন্দ্রাবলী। (বাষ্পধারামভিনয়ন্তী সবৈক্লব্যম্) হা বহিণি রাহে! ণ জাদু মিলিদাসি, হা পিঅসহি পউমে! কহিং বট্টসি, হা অম্ম গোউলেসবি! ণ দিট্ঠাসি, হা পরাণণাধ সিহণ্ড!

(ইত্যর্দ্ধোক্তে বাক্স্তম্ভং নাটয়ন্তী সব্যামোহম্)

চন্দ্রাবলীতি। হা ভগিনি রাধে! ন জাতু মিলিতাসি, হাঃ প্রিয়সখি পদ্মে! কুত্র বর্ত্তসে, হা অম্বে গোকুলেশ্বরি! ন দৃষ্টাসি, হা প্রাণনাথ শিখণ্ড!

কৃষ্ণ। (খেদ সহকারে স্বগত) হায়! ইনি সত্যই যে মহাসাহসে অর্থাৎ প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয়া হইয়া এখনই অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছেন! অতএব আমি ইঁহার নিকটে গিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা ইঁহাকে আচ্ছাদন করি।

চন্দ্রাবলী। (অত্যন্ত বিকলতার সহিত অশ্রুপাত করিতে করিতে) হা ভগিনি রাধে! তুমি এখনও আসিলে না? হা প্রিয়সখি পদ্মে! তুমি কোথায় থাকিলে? হা মাতঃ গোকুলেশ্বরি! আপনাকে দেখিতে পাইলাম না। হা প্রাণনাথ শিখণ্ড—

(এই অসমাপ্ত কথা বলিয়া বাক্স্তম্ভ প্রকাশ পুরঃসর মোহ প্রাপ্ত হইয়া)

মন্দস্মিদ-মঅরন্ধে পঅর-মঅর-কণ্ণিআ-সিরী সবণে
তস্মিং চ্চেঅ মুহপউমে ভমরউ মহ পডিভবং ণঅণম্ ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণঃ। (সসম্ভ্রমং কণ্ঠে পরিষ্বজ্য) কুরঙ্গাক্ষি ! মা জ্বালয় জগন্তি ।

মাধবী। (সরোষম্) রে মহাসাহসিঅ ধিট্ঠ-ণচ্চঅজুআণ মুঞ্চ ণং মহারাঅ-পুত্তিঅম্ ।

কৃষ্ণঃ। (সাস্রম্)

অয়ং কণ্ঠে লগ্নঃ শশিমুখি ! জনস্তে প্রণয়বান্
যদপ্রাপ্ত্যা ধন্যাং তনুমতনুরূপাং তৃণয়সি ।

মন্দস্মিত-মকরন্দে প্রবর-মকর-কর্ণিকাশ্রীঃ শ্রবণে তস্মিন্নিব মুখ-পদ্মে ভ্রমরস্তু মম প্রতিভবং নয়নম্ ॥ ৩১ ॥

মাধবীতি। রে মহাসাহসিক ধৃষ্ট নর্ত্তকযুবন্ ! মুঞ্চ এনাং মহারাজ-পুত্রিকাম্ ।

যাঁহার মন্দহাস্য মকরন্দস্বরূপ, যাঁহার কর্ণে শ্রেষ্ঠ মকর-কুণ্ডলের শোভা বিরাজিত, প্রতিজন্ম আমার নয়ন যেন সেই মুখপদ্মে ভ্রমণ করে ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ। (সম্ভ্রমের সহিত কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া) হে কুরঙ্গাক্ষি ! ত্রিজগৎকে তাপিত করিও না।

মাধবী। (সরোষে) ওহে মহাসাহসিক, ধৃষ্ট, নটযুবক ! এই মহারাজ-পুত্রীকে পরিত্যাগ কর্ ।

কৃষ্ণ। (অশ্রুপূর্ণ চক্ষে) অয়ি শশিমুখি ! তুমি যাহাকে না পাইয়া এই মদনের আশ্রয়ভূতরূপ-সম্পন্ন এই বরতনুকে তৃণতুল্য তুচ্ছ মনে

প্রসীদাত্ত প্রাণেশ্বরি! বিরমমাস্মিন্ননুগতে
কৃথাঃ পত্যাবত্যাহিতমিদমুরো মে বিদলতি ॥ ৩৪ ॥

চন্দ্রাবলী। (অশ্রুতিমভিনীয়) মাহবি! মুঞ্চ মুঞ্চ, মা কখু দুঃখাবেহি, জং সম্ভাবিদ-বহুপচ্চূহো এসো মুহুত্তো।

(ইতি নিজাঙ্গুলেরাভরণমাকৃষ্য)

হলা! এসা রঅণমুদ্দিআ জধা পুরিস্সুত্তমস্স দিট্‌ঠিমগ্‌গং গহেদি, তধা তুএ কাদব্বম্।

কৃষ্ণ ইতি। অত্যাহিতং মহাভীতিরিত্যমরঃ ॥ ৩৪ ॥

চন্দ্রাবলীতি। মুঞ্চ মুঞ্চ, মা খলু দুঃখাপয়, যৎ সম্ভাবিত-বহু-প্রত্যূহ এষ মুহূর্ত্তঃ।

সখি! এষা রত্নমুদ্রিকা যথা পুরুষোত্তমস্য দৃষ্টিমার্গং গৃহ্লাতি তথা ত্বয়া কর্ত্তব্যম্।

করিতেছ, সেই প্রণয়শালী ব্যক্তি তোমার কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। হে প্রাণেশ্বরি। প্রসন্ন হও, এই অনুগত বল্লভের প্রতি মহাভীতির বিধান করিও না, বিরত হও, ইহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে ॥ ৩৪ ॥

চন্দ্রাবলী। (ঐ কথা শুনিতে পান নাই, এইভাবে) মাধবি! আমাকে ছাড়িয়া দাও, আর দুঃখ দিও না, কারণ, এই মুহূর্ত্তেই নানারূপ বিঘ্নের সম্ভাবনা। (নিজ অঙ্গুলী হইতে অলঙ্কার মোচন করিয়া) সখি! এই রত্নমুদ্রিকা যাহাতে পুরুষোত্তমের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিও।

(ইতি হরিহস্তাঙ্গুলৌ মুদ্রাং নিবেশয়ন্তী সশঙ্কমাত্মগতম্)

কধং কঢিণো হত্থস্স প্ফংসো।

(ইত্যশ্রুধারামুন্মৃজ্য পশ্যন্তী সোৎক্রোশম্)

কধং সো জ্জেব্ব মে জীবিদেস্সরো, মং পরিরম্ভিঅ বাহাএদি। (ইত্যানন্দমূর্চ্ছাং নাটয়ন্তী ভূতলে পততি)

মাধবী। (সানন্দম্) অম্মহে! অচ্চরিআ বিহিণো চরিআ।

(ততঃ প্রবিশতি ভীষ্মকেণানুরজ্যমানা পৌর্ণমাসী)

পৌর্ণমাসী। উদঞ্চন্মাধুর্য্যং বিকসিত-নবাম্ভোরুহপদং
সুদন্তং সন্তাপানবিহত-রথাঙ্গ-প্রণয়িনম্।

কথং কঠিনো হস্তস্য স্পর্শঃ।

কথং স এব মে জীবিতেশ্বরো মাং পরিরভ্য বাচয়তি!

মাধবীতি। মাতঃ! আশ্চর্য্যম্ বিধেশ্চর্য্যা।

(কৃষ্ণের হস্তাঙ্গুলিতে অঙ্গুরী-সন্নিবেশ করিয়া সন্দেহে স্বগত) এই হস্তের স্পর্শ এরূপ কঠিন হইল কেন? (ইহা বলিয়া অশ্রুধারা মুছিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বিলাপ-পূর্ব্বক) এ কি! এ যে আমার জীবিতেশ্বর! আমাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কথা বলিতেছেন!

(ইহা বলিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন)

মাধবী। (সানন্দে) কি আনন্দ! বিধির কি আশ্চর্য্য বিধান!

(ভীষ্মকরাজ কর্ত্তৃক অনুগম্যমানা হইয়া পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী। যিনি প্রস্ফুটিত নব কমলের ন্যায় মাধুর্য্যবিশিষ্ট চরণযুগলধারী, যিনি অপরাজেয় চক্র ধারণ করিয়া সর্ব্বসন্তাপ দূর করেন, সম্মুখে বারি-রাশির আধার নিরীক্ষণ করিয়া ভূলুণ্ঠিতা শফরী যেমন আশায় জীবন

অজীবন্মোহান্ধা হরিমনুসরন্তী বরতনু-
র্যথা বারাং পূরং স্থল-বিলুঠদঙ্গী শফরিকা ॥ ৩৫ ॥
(ইত্যুপসৃত্য)
বৎসে চন্দ্রাবলি ! মাধবাদবাপ্ত-প্রসাদয়া ত্বয়া সন্দীপি-
তেয়ং সান্দীপনি-জননী ক্ষণদা, তদুত্থীয়তাম্ ।
(ইতি ভুজাভ্যামুত্থাপয়তি)

চন্দ্রাবলী । (পুরো দৃষ্ট্বা স্বগতম্) কধং এত্থ তাদো মে বিদব্ভণাধো ?
(ইতি লজ্জামভিনীয় পৌর্ণমাসীং অন্তরা করোতি)

পৌর্ণেতি । শফরিকা প্রোষ্ঠী নাম মৎস্যবিশেষঃ ॥ ৩৫ ॥
মাধবাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ, পক্ষে বসন্তাৎ । প্রসাদঃ প্রসন্নতা প্রকাশশ্চ, ক্ষণদা রাত্রিঃ, পক্ষে উৎসবদা ।
চন্দ্রাবলীতি । কথমত্র তাতো মে বিদর্ভনাথঃ ?

ধারণ করে, সেইরূপ এই মোহান্ধা সুন্দরী চন্দ্রাবলী শ্রীহরির অনুসরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ৩৫ ॥
(ইহা বলিয়া নিকটে গিয়া) বৎসে চন্দ্রাবলি ! তুমি মাধব হইতে প্রসন্নতা লাভ করিয়া এই সান্দীপনি-জননীকে হর্ষান্বিতা করিয়া আনন্দ-দায়িনী করিয়াছ, অতএব এইক্ষণে উত্থিতা হও (এই বলিয়া দুই হস্তে ধরিয়া উঠাইলেন)

চন্দ্রাবলী । (অগ্রে অবলোকন করিয়া স্বগত) এ যে আমার পিতা বিদর্ভ-রাজ ! ইনি এখানে কেমন করিয়া আসিলেন ? (ইহা বলিয়া লজ্জিতভাবে পৌর্ণমাসীর পশ্চাতে গমন করিলেন) ।

কৃষ্ণঃ। (সবিস্ময়ম্) ভগবতি! কথং ত্বমত্রাগতাসি?

পৌর্ণমাসী। হন্ত গোকুলচন্দ্র! চন্দ্রাবলীস্নেহেন।

ভীষ্মকঃ। (সাদরম্)

অবিদিতস্তনয়ামনয়ান্বয়-

ম্ন্ পকৃতিং কৃতবান্ মম জাম্ববান্!

মুনিমনঃপ্রণিধেয়-পদাম্বুজ-

স্ত্বমসি যেন বরো দুহিতুর্বরঃ ॥ ৩৬॥

পৌর্ণমাসী। কুণ্ডিনেন্দ্র! সত্যং পুণ্যবতাং শিখামণিরসি, তদিয়ং সমর্প্যতাং নিজকুলকৈরবচন্দ্রিকা চন্দ্রাবলী রাজেন্দ্রায়।

ভীষ্মক ইতি। অনয়াৎ অন্যায়াৎ, যেন উপকারেণ ॥ ৩৬

কৃষ্ণ। (সবিস্ময়ে) ভগবতি! আপনি এখানে কেমন করিয়া আসিলেন?

পৌর্ণমাসী। হায় গোকুলচন্দ্র! চন্দ্রাবলীর প্রতি স্নেহবশতঃই এখানে আসিয়াছি।

ভীষ্মক। (সাদরে) জাম্ববান্ না জানিয়া অন্যায়ভাবে আমার কন্যাকে লইয়া যাইয়া আমার উপকারই করিয়াছেন, যেহেতু মুনিজন মানসে যাঁহার পদাম্বুজ প্রকৃষ্টরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপনি আমার কন্যার বর হইলেন ॥ ৩৬ ॥

পৌর্ণমাসী। কুণ্ডিনরাজ! সত্যই তুমি আজ পুণ্যবান্‌দিগের শিরোমণি-স্থানীয় হইলে, অতএব নিজ-কুলকুমুদের জ্যোৎস্নাস্বরূপা চন্দ্রাবলীকে রাজাধিরাজ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ কর।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) তাং জীবিতবল্লভামন্তরেণ চন্দ্রাবলীমঙ্গীকর্ত্তুং প্রবর্ত্তমানমপি মানসং মে নাপরাধ্যতি, যদিয়ং তস্যাঃ সোদরা।

ভীষ্মকঃ। (সবিনয়ম্)

অয়মিহ কিল কন্যাবান্ধবানাং নিবন্ধঃ
সমুচিত ইতি লক্ষ্মীকান্ত ! বিজ্ঞাপয়ামি।
মম দুহিতুরনুজ্ঞোল্লঙ্ঘনাদঙ্গনায়াঃ
কথমপি ন পরস্যাঃ পাণিসঙ্গো বিধেয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণঃ। (পৌর্ণমাসী-মুখমীক্ষতে)

কৃষ্ণ ইতি। নাপরাধ্যতি নাপরাধং মন্যতে।

ভীষ্মক ইতি। নিবন্ধঃ পণঃ। মম দুহিতুশ্চন্দ্রাবলা অনুজ্ঞামুল্লঙ্ঘ্য পরস্যা অঙ্গনায়াঃ পাণিগ্রহণং মা কৃথাঃ। ইতি কন্যাবান্ধবানাং নিবন্ধঃ সময়ঃ, তৎ নিবেদয়ামি ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণ। (স্বগত) আমার সেই প্রাণবল্লভা শ্রীরাধা ব্যতীত এই চন্দ্রাবলীকে অঙ্গীকার করিতে উদ্যত আমার এই মানস কখনও অপরাধী হইবে না, যেহেতু ইনি তাঁহারই সহোদরা।

ভীষ্মক। (সবিনয়ে) হে লক্ষ্মীকান্ত ! কন্যার বান্ধবদিগের এই পণ যথোপযুক্ত, অতএব আমি ইহা নিবেদন করিতেছি যে, আপনি আমার দুহিতার আদেশ অবহেলা করিয়া কোনক্রমে অন্য কোনও অঙ্গনার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণ। (পৌর্ণমাসীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন)।

পৌর্ণমাসী। মুকুন্দ! গোকুলকুমারীকুলানি চন্দ্রাবলীমাত্র-শেষাণি দুর্বিদগ্ধেন বিধিনা কৃতানি, তত্র কা ক্ষতিঃ ?

সুপর্ণঃ। রাজন্নবধীয়তাম্,

শ্রীনাথে বিনয়ভরেণ নাথিতেঽস্মিন্
বৈদর্ভ্যা নিজ-সুহৃদঙ্গসঙ্গমায়।
তত্রায়ং ভজতি ভয়ঙ্করঃ প্রকামং
বিশ্রামং ক্ষিতিপতিচন্দ্র! তে নিবন্ধঃ ॥ ৩৮ ॥

ভীষ্মকঃ। তথাস্তু। (ইতি সাদরমভ্যুপেত্য)

দেব! কৃপয়া পরিগৃহ্যতামিয়ং পরিচর্যোচিতা কিঙ্করী।
(ইতি চন্দ্রাবলীং সমর্পয়তি)

সুপর্ণ ইতি। বৈদর্ভ্যা নিজ-সুহৃদঙ্গসঙ্গায় অস্মিন্ শ্রীনাথে নাথিতে সতি, অয়ং তে নির্বন্ধো বিশ্রামং ভজতি ভবিষ্যতি ॥ ৩৮ ॥

পৌর্ণমাসী। মুকুন্দ! দৈববিধি গোকুলকুমারীদিগের অবশেষ এই চন্দ্রাবলীকেই রাখিয়াছেন, অতএব ইহাতে আর ক্ষতি কি ?

গরুড়। মহারাজ! শ্রবণ করুন।—বিদর্ভরাজনন্দিনী যখন বিনয়ভরে নিজ সুহৃদের অঙ্গসঙ্গের জন্য শ্রীনাথের নিকট প্রার্থনা করিবেন, হে মহীপতে! তখনই তোমার এই ভয়ঙ্কর পণ বিরামলাভ করিবে ॥৩৮ ॥

ভীষ্মক। তাহাই হইবে।

(ইহা বলিয়া সাদরে নিকটে গমন পূর্ব্বক)।

দেব! কৃপা পুর সর পরিচর্য্যাযোগ্যা এই কিঙ্করীকে পরিগ্রহ করুন। (এই বলিয়া চন্দ্রাবলীকে যথাবিধি দান করিলেন)

কৃষ্ণঃ। (সাদরমঙ্গীকৃত্য) রাজন্নন্নুজানীহি দ্বারকাং প্রযামি।

(ইতি সপরিবারো নিষ্ক্রান্তঃ)

(নেপথ্যে)

সপ্তিঃ সপ্তী রথ ইহ রথঃ কুঞ্জরঃ কুঞ্জরো মে

তূণস্তূণো ধনুরুত ধনুর্ভোঃ কৃপাণী কৃপাণী।

কা ভীঃ কা ভীরয়ময়মহং হা! ত্বরধ্বং ত্বরধ্বম্

রাজ্ঞঃ পুত্রী বত হৃতা হৃতা কামিনা বল্লবেন ॥ ৩৯ ॥

নেপথ্যে)। সপ্তিঃ সপ্তিরিত্যাদি ত্বরয়া বীপ্সা। হয়সৈন্ধবসপ্তয় ইত্যমরঃ ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ। (সাদরে গ্রহণ করিয়া) হে রাজন্! আদেশ করুন, দ্বারকায় প্রত্যাগমন করি।

(ইহা বলিয়া সপরিবারে প্রস্থান করিলেন)

(নেপথ্যে) এই যে এখানে আমার অশ্ব, এই আমার অশ্ব, এই যে রথ, এই এখানে আমার রথ, এই আমার হস্তী, এই যে আমার হস্তী, এই আমার তূণীর, এই আমার তূণীর, এই ধনু, এই যে ধনু, ওহে এই—এই যে আমার তরবারি, কিসের ভয়? কি ভয়, এই যে আমি, এই আমি! হায়! কামুক গোপ এই রাজপুত্রীকে হরণ করিল, হরণ করিল, অতএব ত্বরান্বিত হও, ত্বরান্বিত হও ॥ ৩৯ ॥

ভীষ্মকঃ। কথমুপাত্ত-সম্ভ্রমাণাং রাজ্ঞাং কোলাহলঃ প্রথীয়ানভূৎ।

(নেপথ্যাভিমুখমালোক্য)

কথং যদুসৈন্যমাকর্ষন্ সঙ্কর্ষণঃ সমগংস্ত।

(পুনরবধায় সস্মিতম্)

বিলে ক নু বিলিল্যিরে নৃপপিপীড়িকাঃ পীড়িতাঃ
পিনষ্মি জগদণ্ডকং ন ন হরিঃ ক্রুধং ধাস্যতি।
শচীগৃহ-কুরঙ্গ রে! হসসি কিং ত্বমিত্যুন্মদ-
ম্রুদেতি মদডম্বর-স্খলিতচূড়মগ্রে হলী ॥ ৪০ ॥

ভীষ্মক ইতি। উপাত্তঃ সম্ভ্রমো যৈস্তেষাম্।

(নেপথ্যে)। বিলে ইতি। বিলিল্যিরে বিলয়ং প্রাপুঃ। মদাতিশয়েন স্খলিতা চূড়া যত্র তদ্যথা তথা। হলী বলদেবঃ ॥ ৪০ ॥

ভীষ্মক। ভয়াকুলিত নৃপতিগণের কোলাহল এত প্রবল হইয়া উঠিল কেন? (নেপথ্য অভিমুখে অবলোকন করিয়া) যদুসৈন্যকে লইয়া সঙ্কর্ষণ আসিলেন। (পুনরায় দেখিয়া হাসিতে হাসিতে) মদবিহ্বলতা হেতু স্খলিতচূড় হলধর অগ্রবর্ত্তী হইয়া—"আমি ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিব, তাহাতে হরি ক্রুদ্ধ হইবেন না—নিশ্চয়ই হইবেন না, রে শচীগৃহের ক্রীড়ামৃগ ইন্দ্র! তুই হাস্য করিতেছিস্, কর্," এই কথা বলিতে বলিতে উপস্থিত হওয়ায় নৃপপীপিলিকা পীড়িত হইয়া কোন গর্ত্তে পলায়ন করিল ॥ ৪০ ॥

(পুনর্নেপথ্যে)

বিক্রোশন্দন্তবক্রঃ কলিত-ভয়ভরো হন্ত ! বক্রঃ কিলাসীৎ
পিণ্ডীশূরঃ শৃগালী স্খলিতরণগতির্মাগধো বাগধোঽভূৎ ।
দূরাদৌজ্‌ঝন্নৃপাণাং কুলমধিসমরং নিষ্কৃপাণাং কৃপাণান্
ধুন্বানে শার্ঙ্গধন্বন্যরি-নিধনধরং হাস্তরঙ্গেণ সার্দ্ধম্ ॥ ৪১ ॥

ভীষ্মকঃ । (সানন্দম্) নিবৃত্তচিন্তোঽস্মি সংবৃত্তঃ ।

(নেপথ্যে) খণ্ডিতেন বিনিবদ্ধবাসসা পণ্ডিতেন রণরঙ্গকর্ম্মণি ।
কেশবেন রচিতার্দ্ধমুণ্ডনঃ কুণ্ডিনেশ্বরসুতো বিড়ম্বিতঃ ॥ ৪২ ॥

(পুনর্নেপথ্যে) । বিক্রোশন্নিতি । পিণ্ডীশূরঃ ভোজনমাত্রপটুঃ । শৃগালী রণাৎ পলায়নপরঃ শৃগালীতি নিগদ্যতে । বাগধো বাক্‌রহিতঃ । নৃপাণাং কুলং সমরমধিকৃত্য কৃপাণানৌজ্‌ঝৎ । কৃপাণী কর্ত্তরী সমে ॥ ৪১ ॥

(নেপথ্যে) । খণ্ডিতেনেতি । বিড়ম্বিতঃ বিড়ম্বং প্রাপিতঃ ॥ ৪২ ॥

(পুনরায় নেপথ্যে) শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণ শত্রুকুলধ্বংসকর ধনু হাস্তরঙ্গের সহিত বিঘূর্ণিত করায় দন্তবক্র ভয়ভরে ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতে করিতে বক্র হইয়া গেল, ভোজনপটু পলায়নপর মগধরাজ জরাসন্ধ বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া পড়িল, নিষ্ঠুর নৃপকুল সমরে অবতীর্ণ হইয়া তরবারি পরিত্যাগ করিল ॥ ৪১ ॥

ভীষ্মক । (সানন্দে) নিশ্চিন্ত হওয়া গেল ।

(নেপথ্যে) রণরঙ্গে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মস্তকের অর্দ্ধেকে মুণ্ডিত হইয়া ও ছিন্ন বস্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া কুণ্ডিনেশ্বর-পুত্র বিড়ম্বিত হইল ॥ ৪২ ॥

ভীষ্মকঃ। (সশঙ্কম্)

সান্ত্বয়িতুমুচিতোঽয়ং কুলকালিমা কুমারঃ।
কদাচিদ্‌ব্রীড়য়াঽসৌ মনস্বী প্রাণানপি জহ্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে চন্দ্রাবলীলাভো,
নাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

ভীষ্মক ইতি। ব্রীড়য়া লজ্জয়া। মনস্বী অহঙ্কারী ॥ ৪৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

ভীষ্মক। (সভয়ে) কি জানি, এই অহঙ্কারী পাছে লজ্জাবশে প্রাণত্যাগ করে, এই জন্য এই কুলাঙ্গার পুত্রটিকে সান্ত্বনা করা উচিত ॥ ৪৩ ॥

(ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন)।

(অনন্তর সকলের প্রস্থান)।

ইতি শ্রীললিতমাধব-নাটকে চন্দ্রাবলীলাভ নামক পঞ্চম অঙ্ক ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশত্যুদ্ধবঃ)

উদ্ধবঃ। যাচন্তে দনুজব্রজাদভয়তাং যং বজ্রহস্তাদয়ঃ
সোঽয়ং হন্ত! বরাক-মাগধ-ভয়াদ্দুর্গং ভজত্যম্বুধৌ।
বুদ্ধিং যস্য কিলোপজীবতি জগন্মন্ত্রে স গৃহ্ণাতি মাং
কঃ প্রত্যেতু জনঃ সুদুর্গমমতেঃ কৃষ্ণস্য লীলায়িতম্॥ ১॥

(বিমৃশ্য)

অয়ে! সম্প্রতি সচিন্তেন চেতসা দেবর্ষিং দ্রষ্টুমিচ্ছামি।

উদ্ধব ইতি। দনুজব্রজাৎ অসুরসমূহাৎ। বজ্রহস্তাঃ ইন্দ্রাদিদেবাঃ।
লীলায়িতং লীলাচরিতম্॥ ১॥

(অতঃপর উদ্ধবের প্রবেশ)

উদ্ধব। বজ্রধারী ইন্দ্রাদিদেবতা অসুরগণের ভয়ে যাঁহার নিকট অভয়-যাচ্ঞা করিয়া থাকেন, সেই তিনি আজ ক্ষুদ্র মগধরাজ জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রমধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া জগৎ জীবন ধারণ করে, তিনি আমাকে মন্ত্রণায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, এইরূপ বুদ্ধির দুরধিগম্য শ্রীকৃষ্ণের লীলা কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারে?॥ ১॥

(ভাবিয়া) আহা! আজ যে চিন্তাকুলিত-চিত্তে দেবর্ষিকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।

আকাশে। কিং ব্রবীষি? সুধর্ম্মা-সীমনি স ভগবান্ বর্ত্ততে ইতি, ভবতু, তত্রৈবাহং প্রতিষ্ঠমানোঽস্মি। (ইতি পরিক্রম্য)

অয়ে! সত্যমেব পুরস্তাদেষ দেবর্ষিঃ।

(প্রবিশ্য নারদঃ)

নারদঃ। উরীকর্ত্তুং দামোদরহৃদি নবামোদলহরীং
বরীয়স্য প্রেম্নাং জগতি বিবিধাঃ সন্তু গতয়ঃ।
স্তুমস্তং যস্তাসাং স্ফুরতি হৃদি ভাবস্য গরিমা
হৃষীকাণাং হন্ত! প্রভুরপি ন যত্র প্রভবতি ॥২॥

আকাশে। তত্র সুধর্ম্মা-সীমনি, প্রতিষ্ঠমানোঽস্মি প্রস্থানং কুর্ব্বন্নস্মি।
নারদ ইতি। উরীতি। তাসাং ব্রজদেবীনাং প্রভুরপি প্রেরকোঽপি।
যত্র ভাবগরিম্ণি। ন প্রভবতি ন প্রভুর্ভবতি ॥ ২ ॥

(আকাশে) কি বলিতেছ? ভগবান্ নারদ সুধর্ম্মদেবের সভায় অবস্থান করিতেছেন? আচ্ছা, আমি তথায়ই যাইতেছি। (এই বলিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে) আহা! সত্যসত্যই যে দেবর্ষি নারদ সম্মুখে উপস্থিত!

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। দামোদরের হৃদয়ে যে নিত্য নব আনন্দলহরী উত্থিত হয়, তাহাকে আত্মসাৎ করিবার জন্য জগতে প্রেমের নানাবিধ উৎকৃষ্টা গতি বিদ্যমান থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রজদেবীগণের হৃদয়ে যে ভাবগরিমা স্ফুরিত হইয়া থাকে, তাহা এমন গভীর যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হইয়াও শ্রীহরি তাহার উপর প্রভুত্ব-বিস্তার করিতে পারেন না; অতএব আমি সেই ভাবগরিমারই স্তব করিতেছি ॥ ২ ॥

(পুরো বিলোক্য সানন্দম্)

অয়ং চক্রাদ্যঙ্ক-স্ফুরিত-ভুজমূলস্তিলকবান্
দধৎ কণ্ঠে মালামতুল-তুলসী-কাষ্ঠমণিজাম্।
হরেঃ শেষামঙ্গে শিরসি চ বহন্নুদ্ধবতয়া
গতঃ খ্যাতিং ভক্তিপ্রসর ইহ মূর্ত্তো বিহরতি ॥৩॥

উদ্ধবঃ। ভগবন্নভিবাদয়ে।

নারদঃ। (শুভাশিষা সভাজয়ন্) মন্ত্রিরাজ! কথং বিষণ্ণ ইব বীক্ষ্যমাণোঽসি ?

মূর্ত্তো ভক্তিপ্রসর উদ্ধবতয়া খ্যাতিং গতঃ সন্ বিহরতি। শেষঃ প্রসাদে মাল্যে চ স্ত্রিয়াং শেষো হলায়ুধ ইতি ধরণিঃ ॥ ৩ ॥

উদ্ধব ইতি। দেবর্ষে! নমস্করোমি।

নারদ ইতি। (সভাজয়ন্ প্রশংসয়ন্)।

(অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দভরে)

এই যে যাঁহার ভুজমূলে চক্রাদি-চিহ্ন, যাঁহার ললাটে তিলক, অনুপম তুলসীকাষ্ঠরূপ মণি দ্বারা নিৰ্ম্মিতা মালা যিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন এবং অঙ্গে ও মস্তকে যিনি শ্রীহরির নির্ম্মাল্য বহন করিতেছেন, সেই উদ্ধব নামে খ্যাত ভক্তিবিস্তার যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিহার করিতেছেন ॥ ৩ ॥

উদ্ধব। ভগবন্! প্রণাম করিতেছি।

নারদ। (শুভাশীর্ব্বাদের দ্বারা প্রত্যভিবাদন করিয়া) মন্ত্রিরাজ! তোমাকে বিষণ্ণের মত দেখাইতেছে কেন ?

উদ্ধবঃ। ভগবন্! দেবপাদেষু কৃতেনাপরাধেন।

নারদঃ। উষরভূমিরসি ত্বং সন্ততমপরাধবীজস্য দৈবাদ্বিরূঢ়মপি তদ্বিন্দতি সত্তাং ন গোবিন্দে।

উদ্ধবঃ। ভগবন্! মদীয়া রভসকারিতৈব দেবস্য ভীমারণ্য-সীমায়ামবগাহনে হেতুরভূৎ।

নারদঃ। কীদৃশী সা?

উদ্ধবঃ। ক্ষুদ্রে সত্রাজিতি দেবার্থমভ্যর্থনা।

নারদঃ। কিং তদভ্যর্থিতম্?

উদ্ধবঃ। লোকোত্তরং কন্যারত্নং চিন্তারত্নঞ্চ।

নারদ ইতি। তদপরাধবীজং গোবিন্দবিষয়ে সত্তাং ন বিন্দতি। উদ্ধব ইতি। রভসকারিতা কৌতুককারিতা। অবগাহনে প্রবেশে।

উদ্ধব। ভগবন্! দেবদেব শ্রীহরির নিকট অপরাধ করিবার জন্যে।

নারদ। অপরাধবীজের সম্বন্ধে তুমি সতত উষর-ভূমির স্বরূপ, দৈববশে উহা অঙ্কুরিত হইলেও ভগবান্ গোবিন্দে তাহা সত্তালাভ করিতে পারে না।

উদ্ধব। ভগবন! আমার কৌতুকশীলতা বশতঃই দেবদেবের মহারণ্য-সীমায় প্রবেশের হেতু জন্মিয়াছে।

নারদ। সে কিরূপ?

উদ্ধব। দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্য ক্ষুদ্র সত্রাজিতের নিকট প্রার্থনা।

নারদ। কি চাহিয়াছিলে?

উদ্ধব। অলৌকিক কন্যারত্ন ও চিন্তামণি।

নারদঃ। (স্বগতম্) চিত্রং চিত্রম্! অসমীক্ষ্যকারিতাপি শিষ্টানামিষ্টারম্ভপর্য্যবসায়িতামেব ধত্তে।

(প্রকাশম্)

স্ফুটমভ্যর্থিতং সার্থকং নাভূৎ।

উদ্ধবঃ। অথ কিং, প্রত্যুত কষ্টমেব বৃত্তম্।

নারদঃ। নায়মগৃহীত-শাসনোঽপি বাচ্যতামর্হতি সত্রাজিতঃ।

যতঃ—

বিমলহৃদয়ঃ খ্যাতো লোকে সতামুপদেশতো
গুণয়তি গুণশ্রেণীং নাল্পো মলীমসমানসঃ।

নারদ ইতি। অসমীক্ষ্যকারিতা অবিমৃষ্যকারিতা।

নারদ ইতি। অয়ং কৃষ্ণঃ, ন গৃহীতং শাসনং যস্য। বাচ্যতাং নিন্দ্যতাম্।

নারদ। (স্বগত) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! অবিমৃশ্যকারিতাই শিষ্টব্যক্তিদিগের অভীষ্ট বিষয়ের আরম্ভে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। (প্রকাশ্যে) স্পষ্টভাবে চাহিলে সে প্রার্থনা সফল হয় নাই।

উদ্ধব। তাহাই বটে, পরন্তু তাহা কষ্টজনকই হইয়াছে।

নারদ। তাঁহার কথা না রাখিলেও সেই শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের নিন্দনীয় হইতে পারেন না। যেহেতু—যিনি নির্ম্মল-হৃদয় বলিয়া বিখ্যাত, সেই ব্যক্তিই পৃথিবীতে সজ্জনগণের উপদেশের অনুসরণ করিয়া গুণরাশি বিস্তার করিয়া থাকেন, ক্ষুদ্র ও মলিনচিত্ত ব্যক্তি তাহা করিতে

মুকুলপটলীং সারঙ্গাক্ষী-মুখার্পিত-সীধুভি-

র্বকুল ইব কিং ধত্তে মূর্দ্ধ্না হঠাদটরূষকঃ ॥ ৪ ॥

উদ্ধবঃ। অনর্পিতেন রত্নেন কন্যারত্নেন চাচ্যুতে।

ভ্রাতরং সাধুবাদঞ্চ স স্বকীয়মঘাতয়ৎ ॥ ৫ ॥

নারদঃ। শ্রুতমাখেটকে স দিষ্টান্তমবাপ।

উদ্ধবঃ। অথ কিম্।

বিমলেতি। শুণগতি বিস্তারয়তি। সারঙ্গাক্ষ্যা অর্থাৎ পদ্মিনীমুখার্পিত-মধুভিঃ বকুলঃ কেশরঃ। অটরূষকঃ বাসকবৃক্ষবিশেষঃ ॥ ৪ ॥

উদ্ধব ইতি। কন্যারত্নস্য কৃষ্ণেঽদানতঃ সত্রাজিৎভ্রাতরং প্রসেনং লোক-সাধুবাদঞ্চ অনাশয়ৎ। তেনৈব প্রসেনস্য নাশঃ নিন্দা চ অভূদি-ত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

নারদ ইতি। আখেটকে মৃগয়ায়াং স প্রসেনঃ দিষ্টান্তং মৃত্যুম্ অবাপ প্রাপ্ত-বান্ ইতি শ্রুতম্।

পারে না, মৃগনয়নীদিগের মুখার্পিত মধুরাশির দ্বারা বকুলতরুই মুকুল ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু বাসকতরু কি কখন তাহাতে হঠাৎ মুঞ্জরিত হইয়া থাকে? ॥ ৪ ॥

উদ্ধব। যাহা হউক, সেই সত্রাজিৎ অচ্যুতকে কন্যারত্ন ও সেই রত্ন দান না করায় সে তাহার নিজ ভ্রাতাকে এবং লোকের নিকট স্বকীয় সুখ্যাতিকেও বিনষ্ট করিয়াছে ॥ ৫ ॥

নারদ। শুনিয়াছি, মৃগয়ায় তাহার ভ্রাতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

উদ্ধব। তাহাই বটে।

নারদঃ। স্ফুটং প্রসেনমন্বেষ্টুং প্রস্থিতো রথাঙ্গী।

উদ্ধবঃ। অথ কিং, যদেষ জগত্তমঃ-প্রমাথি-চরিত্রবিরোচনে চাণূরদ্বিষি কাঞ্চিত্তমঃকলামুদীরয়তি, তেনাস্মি খিন্নো ভবত্তঃ ক্ষেমমাশংসে।

নারদঃ। হন্ত! পুণ্ডরীকাক্ষ-ভক্তিমঞ্জরী-চঞ্চরীকঃ রভসারব্ধোঽপি ভক্তিমদ্ভিরর্থঃ, কংসহরস্য হর্ষহেতুতামেব প্রতিপদ্যতে কিমুত প্রেষ্ঠেন ভবাদৃশা, তদদ্য মহোৎসবঃ ক্রিয়তাম্। তেষাং লোকোত্তরচমৎকৃতীনাং বৃন্দাটবীবিলাসানাং বিলোকনায় রমণীয়স্তে সময়োঽয়মুপস্থিতবান্।

নারদ ইতি। রথাঙ্গী কৃষ্ণঃ।

উদ্ধব ইতি। এবঃ সত্রাজিৎ, আশংসে পৃচ্ছামি। বিরোচনে সূর্য্যে।

নারদ ইতি। চঞ্চরীকঃ ভ্রমরঃ। রভসা কৌতুকেন।

নারদ। প্রকাশ্যে প্রসেনকে অন্বেষণ করিতেই শ্রীকৃষ্ণ গমন করিয়াছেন।

উদ্ধব। তাহাই সত্য, কিন্তু যেহেতু জগতের অন্ধকার-হারী-চরিত্র সূর্য্য-স্বরূপ চাণূরমর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করিতেছে, সেই জন্য খেদপ্রাপ্ত হইয়া আপনার নিকট হইতে মঙ্গলের আশা করিতেছি।

নারদ। সে কি! তুমি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিমঞ্জরীর ভ্রমর-স্বরূপ। ভক্তিমান্ ব্যক্তিরা যখন কৌতুক হেতু কোনও বিষয় আরম্ভ করিলে তাহাও কংসারির আনন্দের কারণ হইয়া থাকে, তখন তোমার ন্যায় প্রিয়তমের কথা আর কি বলিব? যাহা হউক, অদ্য মহোৎসবের অনুষ্ঠান কর, যেহেতু, অলৌকিক চমৎকারিতার আকর সেই সকল বৃন্দাবন-লীলা দর্শনের উপযুক্ত রমণীয় অবসর তোমার উপস্থিত হইয়াছে।

উদ্ধবঃ। ভগবন্! জানন্নপি কিং মাং মুধা প্রলোভয়সি? যদদ্য কেনাপি শোকশঙ্কুলাশঙ্কুলস্য দেবস্য কুতো নববৃন্দাবনাবগাহনেঽপি সম্ভাবনা।

নারদঃ। কঃ শোকশঙ্কোরুপাধিঃ?

উদ্ধবঃ। (কনিষ্ঠেত্যর্দ্ধোক্তে বাক্স্তম্ভং নাটয়তি)

নারদঃ। (বিহস্য)

অপি লব্ধাঙ্গুলীসঙ্গাং যদি নষ্টেতি দৃষ্টিমান্।
মুদ্রাং শোচতি রোচিষ্ণুং তত্র কিং করবামহে ॥ ৬ ॥

নারদ ইতি। উপাধিঃ কারণম্।

উদ্ধব ইতি। রাধেতি বক্তব্যে কনিষ্ঠা ইত্যর্দ্ধোক্তে সতি।

নারদ ইতি। দৃষ্টিমান্ চক্ষুষ্মান্ ॥ ৬ ॥

উদ্ধব। ভগবন্! জানিয়াও আমাকে কেন বৃথা প্রলুব্ধ করিতেছেন? যেহেতু, আজ কোন শোকশেলের দ্বারা সেই দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার নববৃন্দাবন-লীলায় প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?

নারদ। শোকশেলের কারণ কি?

উদ্ধব। কনিষ্ঠা—(শ্রীরাধিকার উদ্দেশ্যে ঐ কথা বলিয়া তাঁহার বাক্যস্তম্ভ ঘটিল)

নারদ। (হাস্য পূর্ব্বক) চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও যদি নিজ অঙ্গুলীতে শোভিতা সমুজ্জ্বলা অঙ্গুরী না দেখিয়া তাহার জন্য শোকে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমরা তাহার আর কি করিতে পারি? ॥ ৬ ॥

উদ্ধবঃ। (সবিস্ময়ানন্দম্) ভগবন্! কিঞ্চিদুচ্ছ্বসিতা তে বাগ্বল্লরী ব্যাকুলয়তি মে মনোমধুপম্। তদভিব্যক্তীক্রিয়তাং, সত্যমেব কিমায়ুষ্মতী কনিষ্ঠাদেবী ?

নারদঃ। আয়ুষ্মতীতি কিমুচ্যতে ? সা দ্বারবতীমেবালঙ্কুর্ব্বতী বর্ত্ততে।

উদ্ধবঃ। (সরোমাঞ্চম্) কথমিয়মত্রাগতা ?

নারদঃ। অক্ষীণং বিভবং প্রজাঞ্চ পরমামভ্যর্থ্য সর্ব্বাত্মনা
কুর্ব্বাণায় নিষেবণং বিরহিতাপত্যায় সত্যার্চ্চনঃ।
সার্দ্ধং দুর্দ্ধরশঙ্খচূড়মণিনা তাং সত্যভামাখ্যায়া
বিখ্যাতাং প্রণয়ন্দদৌ দিনমণির্মিত্রায় সত্রাজিতে ॥ ৭ ॥

উদ্ধব ইতি। উচ্ছ্বসিতা বিকশিতা।

নারদ ইতি। বিভবং স্যমন্তকম্। দুর্দ্ধরঃ দুর্দ্দান্তঃ। তাং রাধাম্, প্রণয়ন্ কুর্ব্বন্ ॥৭॥

উদ্ধব। (বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া) ভগবন! আপনার বাক্যলতা কিয়ৎপরিমাণে পুষ্পিতা হইয়া আমার মনোমধুকরকে ব্যাকুল করিতেছে। অতএব স্পষ্ট করিয়া বলুন, সত্যই কি কনিষ্ঠাদেবী শ্রীরাধিকা জীবিতা আছেন ?

নারদ। জীবিতা আছেন কি বলিতেছ ?—তিনি এখন দ্বারকাপুরী অলঙ্কৃত করিয়া বিদ্যমান।

উদ্ধব। (রোমাঞ্চ সহকারে) কিরূপে তিনি এখানে আসিলেন ?

নারদ। সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠা সহকারে অর্চ্চনা পুরঃসর অক্ষয় বিভব ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট অপত্য কামনা করায় নিঃসন্তান পরমমিত্র সত্রাজিৎকে দিনমণি দুরন্ত শঙ্খচূড়ের মণির সহিত সত্যভামা নামে বিখ্যাতা শ্রীরাধাকে প্রীতিভরে দান করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

সস্নেহমব্রবীচ্চৈনম্—

প্রণেষ্যতি যশঃ পরং জগতি নারদানুজ্ঞয়া
বরায় বরকীর্ত্তয়ে সুতনুরর্পিতেয়ং তব।
স্যমন্তকমণিশ্চ তে মহিত-মূর্ত্তিরষ্টৌ মহান্
প্রসোষ্যতি দিনং দিনং নন্ু হিরণ্য-ভারানয়ম্ ।৮॥

উদ্ধবঃ। কথমম্বরমণিমণীন্দ্রেঽস্মিন্নধিকারী সংবৃত্তঃ ?

নারদঃ। রবিলোকগতয়া রাধিকয়ৈব তস্মৈ পুষ্পাঞ্জলিনা কল্পিতঃ।

উদ্ধবঃ। কথমস্যাস্তরণিলোকস্যাধিরোহণমাসীৎ ?

প্রণেষ্যতি করিষ্যতি॥ ৮ ॥

উদ্ধব ইতি। অম্বরমণিঃ সূর্য্যঃ। কল্পিতঃ দত্তঃ।

তৎকালে সূর্য্যদেব উঁহাকে সস্নেহে এই কথা বলিয়াছিলেন—এই সুন্দরী কন্যা নারদের আদেশানুসারে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিশালী বরে সমর্পিতা হইলে জগতে তোমার অনুপম যশ বিস্তারিত হইবে, আর এই মহান্ সুন্দর স্যমন্তক মণি তোমার দ্বারা উপাসিত হইলে প্রতিদিন নিশ্চিত অষ্টভার স্বর্ণ প্রসব করিবে॥ ৮ ॥

উদ্ধব। দিনমণি কি প্রকারে এই মণিশ্রেষ্ঠের অধিকারী হইলেন ?

নারদ। শ্রীরাধিকা সূর্য্যলোকে যাইয়া এই মণি পুষ্পাঞ্জলিরূপে তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

উদ্ধব। শ্রীরাধার কি প্রকারে সূর্য্যলোকে আরোহণ ঘটিয়াছিল ?

নারদঃ। মোক্ষত্যাদ্যতনূমনীক্ষিত-হরিঃ সন্ধ্যামুখে তে সখী
তূর্ণং পুত্রি ! ততঃ সমানয় মমাভ্যর্ণে বিশীর্ণামিমাম্।
ইত্যাজ্ঞাং পিতুরাকলয্য চতুরা সা চণ্ডধাম্নঃ সুতা
সৌরং বিম্বমলম্ভয়দ্বিলপিতোদ্গারাধিকাং রাধিকাম্ ॥ ৯ ॥

উদ্ধবঃ। বিশাখায়াঃ কা বার্ত্তা ?

নারদঃ। গোবিন্দেন সমং সম্বন্ধাদাত্মানং পূর্ণকামং কর্ত্তুকামস্তু তামরসবন্ধোরিচ্ছয়া ধর্ম্মরাজানুজৈব গোকুলে বিশাখাখ্যামবাপ।

নারদ ইতি। অনীক্ষিতঃ ন ঈক্ষিতো হরির্যয়া সা। বিশীর্ণাং অতিক্ষীণাং চণ্ডধাম্নঃ সূর্য্যস্য। বিলাপিতোদ্গারাধিকাং বিলপিতস্যোদ্গারেণাধিকাম্ ॥ ৯ ॥

নারদ ইতি। তামরসবন্ধোঃ সূর্য্যস্য।

নারদ। "শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিতে পাইয়া অদ্য সায়ংকালে তোমার সখী শ্রীরাধিকা দেহত্যাগ করিবেন, অতএব হে পুত্রি! তুমি বিরহশীর্ণা ইঁহাকে শীঘ্র আমার নিকটে লইয়া আইস" পিতা সূর্য্যদেবের এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া চতুরা কন্যা কালিন্দী অতিশয় বিলাপকারিণী শ্রীরাধাকে সূর্য্যমণ্ডলে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

উদ্ধব। বিশাখার সম্বাদ কি ?

নারদ। গোবিন্দের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আপনার বাসনা পূর্ণ করিবার অভিলাষে সূর্য্যদেবের ইচ্ছায় ধর্ম্মরাজের কনিষ্ঠা ভগ্নীকে গোকুলে বিশাখা নামে স্থাপন করিয়াছিলেন।

উদ্ধবঃ। নূনং বিশাখা-সখ্যেন রাধিকায়ামনুরজ্যতে যমরাজমাতা।

নারদঃ। অথ কিম্, সংজ্ঞায়া বিজ্ঞাপনাদেব তৎপিত্রা শিল্পাচার্য্যেণ নববৃন্দাবনং দ্বারবত্যামাবিষ্কৃতম্।

তথাহি—

কালিন্দীকলিতোপকণ্ঠমভিতঃ শৈলশ্রিয়ালঙ্কৃতং
ভাণ্ডীরোজ্জ্বলমাবৃতং ব্রততীভিস্তাভির্দ্রুমৈস্তৈরপি।
সাঙ্গং দ্বারবতী-পুরে জগদলঙ্কর্ম্মীণ নির্ম্মায় তাং
রাধামাধবমাধুরী সরিদুপস্যন্দায় বৃন্দাবনম্॥ ১০॥

নারদ ইতি। সংজ্ঞায়াঃ সূর্য্যস্ত্রিয়ঃ। শিল্পাচার্য্যেণ বিশ্বকর্ম্মণা।

কালিন্দীতি। কালিন্দ্যা কলিতমুপকণ্ঠং সামীপ্যং যস্য তৎ! হে পিতঃ বিশ্বকর্ম্মন্! কর্ম্মক্ষমেঽলঙ্কর্ম্মীণঃ। রাধামাধবমাধুরী সরিতো রূপস্য স্রবায়॥ ১০॥

উদ্ধব। শুনিয়াছি, বিশাখার সখী বলিয়া যমরাজ-মাতা শ্রীরাধিকাকে অতিশয় ভালবাসিতেন।

নারদ। তাহাই বটে, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার আবেদন অনুসারে তাঁহার পিতা শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা দ্বারকাধামে নববৃন্দাবন রচনা করিয়াছেন। সেই প্রার্থনা যথা—হে জগন্নির্ম্মাণে পটু পিতঃ! আপনি শ্রীরাধামাধবের মাধুর্য্য-নদী প্রবাহিত করিবার জন্য দ্বারকাধামে এমন একটি বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করুন, যাহা কালিন্দীর কলনাদশালী তীরভূমির দ্বারা শোভিত হয়, যাহা তদ্রূপ গোবর্দ্ধনাদি শৈলরাজের সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত হয়, যাহা সমুজ্জ্বল ভাণ্ডীরবনে আবৃত হয় এবং যাহা অবিকল বৃন্দাবনের লতা ও বৃক্ষাবলীতে পরিপূর্ণাঙ্গ হয়॥ ১০॥

উদ্ধবঃ। শিল্পীন্দ্রনন্দিনী কথমত্র প্রবৃত্তা ?

নারদঃ। রাধিকা-নিবেদনেন।

উদ্ধবঃ। কীদৃশমিদম্ ?

নারদঃ। পশ্যন্তী পশুপালমণ্ডলশিরোমালস্য লীলাস্থলী-
র্যত্রাহং নিরবাহয়িষ্যমভিতঃ স্বান্তস্য সন্তর্পণম্।
সদ্যঃ পামরকর্ম্মণো হতবিধেরুদ্দামবিস্ফূর্জ্জিতৈ-
র্নিধূ্র্তাস্মি ততোঽপি দূরমধুনা হা হন্ত! বৃন্দাবনাৎ ॥১১॥

উদ্ধবঃ। দেবি! দিষ্ট্যা রক্ষিতাঃ স্মো বয়ং ত্রিলোকী-চক্ষুষা মিত্রেণ।

উদ্ধব ইতি। শিল্পীন্দ্রনন্দিনী সংজ্ঞা, অত্র বৃন্দাবননির্ম্মাণে।

নারদ ইতি। নিরবাহয়িষাং নির্ব্বাহং করিষ্যামি, নির্ধূতাস্মি ক্ষিপ্তাস্মি ॥ ১১ ॥

উদ্ধব। বিশ্বকর্ম্মনন্দিনী এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন কেন ?

নারদ। শ্রীরাধিকার প্রার্থনায়।

উদ্ধব। সে কিরূপ ?

নারদ। সেই প্রার্থনা এইরূপ—হা কষ্ট! পাপাচারী হতবিধাতার উদ্দাম দুর্ব্বিপাকে আমি যখন এখন বৃন্দাবন হইতে অতিদূরে নিক্ষিপ্তা হইয়াছি, তখন আমি যাহাতে গোপালক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী ইতস্ততঃ দর্শন করিয়া অবিলম্বে আমার অন্তঃকরণের তৃপ্তিবিধান করিতে পারি—আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন ॥ ১১ ॥

উদ্ধব। (শ্রীরাধিকার উদ্দেশ্যে) দেবি! ত্রিলোকলোচন সূর্য্যদেব কর্তৃক আমরা সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়াছি। যেহেতু—সেই নিত্যবৃদ্ধিশীল হরিলীলাপূর্ণ গাম্ভীর্য্যশালী বৃন্দাবন-ভূমিতে কোনও রূপে কষ্টে

যতঃ—

কথমপি নিবসন্ত্যাস্তত্র বৃন্দাবনাঙ্কে
বিস্ময়-হরিলীলা-পূরগাম্ভীর্যভাজি।
অপি তব নিবিড়াশা-সেতুবন্ধানুবন্ধৈ-
রলঘুভিরভবিষ্যজ্জীবনং দুর্নিবন্ধম্ ॥ ১২ ॥

ততস্ততঃ?

নারদঃ। ততশ্চ শনৈশ্চর-জননী শনৈরবাদীৎ—

ন ব্যাকুলীভব জগত্ত্রয়-সৌখ্যসারে
নব্যারবিন্দ-বদনে! সদনে সদাঽত্র।
ধ্যেয়ঃ সতাং সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী
দেবঃ স এব যদয়ং দয়িতস্তবাস্তি ॥ ১৩ ॥

উদ্ধব ইতি। ভাবনয়া শ্রীরাধাং প্রত্যক্ষীকৃত্যাহ ॥ ১২ ॥
নারদ ইতি। শনৈশ্চর-জননী ছায়া ॥ ১৩ ॥

বাস করিতে থাকিলেও সুদীর্ঘ নিবিড় আশারূপ সেতুবন্ধের বন্ধনের দ্বারা আপনার ভবিষ্যজ্জীবন দুনিবন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল—অর্থাৎ জীবনধারণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১২ ॥

তার পর তার পর?

নারদ। তদনন্তর শনৈশ্চর-জননী ছায়া ধীরে ধীরে বলিলেন—হে নব-কমলমুখি রাধিকে! তুমি ত্রিলোকস্থ সুখের সারভূতা, তোমার দয়িত—যাঁহাকে সাধুগণ সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী দেবতা বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন, তিনি এই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন, অতএব তুমি ব্যাকুল হইও না ॥ ১৩ ॥

উদ্ধবঃ। কিমত্র বিশাখয়া নোত্তরিতম্?

নারদঃ। কথং নোত্তরয়িতব্যম্? যদেতয়া বিহস্যোক্তম্—মাতঃ! সবর্ণে বর্ণয়ামি, সমাকর্ণয়।

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত! চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥১৪॥

উদ্ধবঃ। কিন্নাম ভগবতা সত্রাজিদনুশিষ্টোঽস্তি?

নারদ ইতি। গোপীনামিতি। কৃতী নিপুণঃ, তস্মিন্ পশুপেন্দ্রনন্দনে ॥ ১৪ ॥

উদ্ধব। বিশাখা উহার কোনও উত্তর দিলেন না?

নারদ। উত্তর দিবেন না কেন? যেহেতু, তিনিই হাস্যপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, মাতঃ সবর্ণে! আমি এ সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন—গোপীগণের নন্দনন্দননিষ্ঠ অন্যের দুরধিগম্য পথে প্রবহমান ভাবের প্রক্রিয়া কোন্ কৃতী ব্যক্তিই বা অবগত হইতে সমর্থ? যেহেতু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বীয় রূপ গোপন করিবার উদ্দেশ্যে কৌতুক বশতঃ সেই নন্দনন্দনই যদি জয়শীল চতুর্ভুজ-সমন্বিত শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি প্রকাশ করেন, তবে তাহাতেও সেই শ্রীকৃষ্ণেও গোপিকাগণের রাগোল্লাস সঙ্কুচিত হয় ॥ ১৪ ॥

উদ্ধব। ভগবন্! আপনি কি সত্রাজিৎকে কোনও উপদেশ দেন নাই?

নারদঃ। অথ কিম্।

তথাহি—

মণীন্দ্রং পারীন্দ্রঃ প্রবরমহরন্নিঘ্নতনয়ং

বিনিঘ্নন্নেতঞ্চ প্রবলমথ ভল্লুক-নৃপতিঃ।

পরাভূয় স্বৈরী তমপি মুরবৈরী তব ধনং

তদা হর্ত্তা পাপ ত্বমসি পতিতস্তাপ-জলধৌ ॥১৫॥

উদ্ধবঃ। ততস্ততঃ ?

নারদঃ। ততস্তেনোক্তম্—

জ্বলিতো জনঃ কৃশানৌ শাম্যতি তপ্তঃ কৃশানুনৈবায়ম্।

ভগবতি কৃতাগসো মে ভগবানেবাধুনা শরণম্ ॥ ১৬ ॥

নারদ ইতি। মণীন্দ্রমিতি। পারীন্দ্রঃ সিংহঃ নিঘ্নতনয়ং প্রসেনম্। নিঘ্ননামা সত্রাজিতঃ পিতা, এতং পারীন্দ্রম্ ॥ ১৫ ॥

নারদ ইতি। তপ্তঃ তাপং নীতঃ সন্ ॥ ১৬ ॥

নারদ। দিয়াছি বৈ কি! তাহাকে বলিয়াছি—সিংহ নিঘ্নতনয় (প্রসেনকে) নিহত করিয়া এই মণীন্দ্রশ্রেষ্ঠকে হরণ করিবে। পরে সেই প্রবল সিংহকে হত্যা করিয়া ভল্লুক-নৃপতি জাম্ববান্ উহা গ্রহণ করিবে, অনন্তর তাহাকে পরাভূত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তোমার ঐ সম্পত্তি হরণ করিলে তখন পাপস্বরূপ তুমি দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে ॥ ১৫ ॥

উদ্ধব। তাহার পর কি হইল ?

নারদ। অতঃপর সে বলিল, অগ্নিতে দগ্ধ ব্যক্তি যেমন তপ্ত অগ্নির দ্বারাই শান্তিলাভ করে, সেইরূপ সেই ভগবানে অপরাধী আমার সেই ভগবানই এখন আশ্রয়স্থল ॥ ১৬ ॥

উদ্ধবঃ। ততঃ কিমুক্তং ভগবতা ?

নারদঃ। ন যাবদুপসর্পতি প্রতিভটেভ-কণ্ঠীরবঃ
পিনাকিমুখনাকিভির্মুকুটিতাজ্ঞশিষ্টির্বিভুঃ।
মুদা তদবরোধনে কুটিলভাব তাবদ্দ্রুতং
ত্বয়াস্থ কুলনন্দিনী চিরধৃতাধিরাধীয়তাম্ ॥১৭॥

ততশ্চাবরোধনে রাধায়াঃ প্রবেশায় তেন জননী নিযুক্তা।

উদ্ধবঃ। (সানন্দম্) ত্বয়া কারুণ্যসিন্ধুনা সন্ধুক্ষিতোঽয়ং পবন-ব্যাধিরনেন মহারসায়নেন।

নারদ ইতি। প্রতিভটা এবেভাস্তেষু সিংহঃ। পিনাকী শিবঃ। মুকুটবন্মস্তকে ধৃতা আজ্ঞা যস্য সঃ। অবরোধনে অন্তঃপুরে. চিরং ধৃতা আধির্যয়া সা আধীয়তাং স্থাপ্যতাম্ ॥ ১৭ ॥

উদ্ধব ইতি। সন্ধুক্ষিতস্তর্পিতঃ। পবনব্যাধিঃ বাতুলঃ।

উদ্ধব। তার পর আপনি কি বলিলেন ?

নারদ। হে কুটিলচিত্ত! যে পর্যান্ত প্রতিযোদ্ধাস্বরূপ হস্তিশাবকের পক্ষে যিনি সিংহসদৃশ, যাঁহার আদেশ শিবপ্রমুখ দেবতাগণ মস্তকে করিয়া বহন করেন, সেই বিভু উপস্থিত না হন, ততক্ষণ তুমি শীঘ্র আহ্লাদ সহকারে চিরমনঃপীড়িতা সেই কুলনন্দিনীকে তাঁহার অন্তঃপুরে স্থাপন কর ॥ ১৭ ॥

তদনন্তর সত্রাজিৎ অন্তঃপুরে শ্রীরাধাকে প্রবেশ করাইবার জন্য নিজ জননীকে নিযুক্ত করিল।

উদ্ধব। (সানন্দে) প্রভো! আপনি করুণাসিন্ধু—তাই এই মহারসায়নরূপ সংবাদের দ্বারা বায়ুরোগগ্রস্ত আমার তৃপ্তিবিধান করিলেন।

নারদঃ। হন্ত! সম্ভৃত-গম্ভীর-শোকশূলয়া গোকুলং ব্রজন্ত্যা নেদমাস্বাদিতং পৌর্ণমাস্যা।

উদ্ধবঃ। তামন্তরেণ কা খল্বত্র লালয়িষ্যতি দেবীং যবীয়সীম্?

নারদঃ। ত্বষ্টুরন্তেবাসিনীমত্রাভিরূপাং নিরূপয়ামি।

উদ্ধবঃ। কেয়ং পুণ্যবতী?

নারদঃ। কুসুমবচন চঞ্চুর্নিষ্কুটানামকালে
পরিণতমতিরায়ুর্বেদতন্ত্রে তরুণাম্।
কলয়িতুমপি ভাবং স্থাবরাণাং সমর্থা
নিবসতি নববৃন্দা দ্বারবত্যাং প্রসিদ্ধা ॥ ১৮ ॥

উদ্ধব ইতি। যবীয়সীং কনিষ্ঠাম্।

নারদ ইতি। ত্বষ্টুর্বিশ্বকর্ম্মণঃ।

নারদ ইতি। নিষ্কুটা গৃহারামাঃ। গৃহারামাস্তু নিষ্কুটা ইত্যমরঃ। পরিণতমতিঃ নৈপুণ্যং প্রাপ্তা মতির্যস্যাঃ সা ॥ ১৮ ॥

নারদ। হায় কি কষ্ট! গুরুতর শোকশূলে আক্রান্ত হইয়া গোকুলে গমন করায় পৌর্ণমাসী ইহা আস্বাদন করিতে পারিলেন না।

উদ্ধব। তিনি বিনা এই কনিষ্ঠা দেবী শ্রীরাধাকে কে এ স্থানে লালন করিবে?

নারদ। এ স্থানে বিশ্বকর্ম্মার শিষ্যাকেই উপযুক্তা বলিয়া মনে করি।

উদ্ধব। এই পুণ্যবতী কে?

নারদ। যিনি গৃহোদ্যানে অকালে পুষ্পরচনায় সুদক্ষা, তরুগণের আয়ুর্ব্বেদ-তন্ত্রে যিনি নিপুণমতি, স্থাবরগণের ভাববিজ্ঞানে যিনি সমর্থা, সেই সুপ্রসিদ্ধা নববৃন্দা সম্প্রতি দ্বারকায় বাস করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

উদ্ধবঃ।　কিন্নাম তত্ত্বমস্যাঃ কাননদেবীয়ং জানাতি ?

নারদঃ।　অথ কিম্, যদিয়ং নববৃন্দেতি যথার্থ-সংজ্ঞা, তত্রাপি সংজ্ঞয়া নিদেশেনানুগৃহীতা।

উদ্ধবঃ।　কীদৃগেব নিদেশঃ ?

নারদঃ।　প্রেয়স্যঃ পশুপালিকা বিহরতো যাস্তত্র বৃন্দাবনে
লক্ষ্মী-দুর্লভচিত্র-কেলিকলিকাকাণ্ডস্য কংসদ্বিষঃ।
রাধা তত্র বরীয়সীতি নগরীং তামাশ্রিতা যা ক্ষিতৌ
সেবাং দেবি! সমস্ত-মঙ্গল-করীমস্যাস্ত্বমঙ্গী-কুরু ॥ ১৯ ॥

নারদ ইতি। লক্ষ্ম্যা দুর্লভায়াশ্চিত্র-কেলয় এব কলিকাস্তাসাং কাণ্ডস্যা-শ্রয়স্য। কাণ্ডস্তু প্রথমাঙ্কুর ইত্যমরঃ। অত্র প্রেয়সীষু রাধা বরীয়সীতি হেতোরস্যাঃ সেবামঙ্গীকুর্ব্বিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

উদ্ধব।　এই বনদেবী কি শ্রীরাধার তত্ত্ব জানেন ?

নারদ।　জানেন বৈ কি, যেহেতু ইঁহার যথার্থ নাম নববৃন্দা এবং তাহাতে আবার ইনি সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার আদেশের দ্বারা অনুগৃহীতা হইয়াছেন।

উদ্ধব।　সে আদেশ কি প্রকার ?

নারদ।　লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ নানাবিধ বিচিত্র কেলিকলিকার অঙ্কুর-স্বরূপ বৃন্দাবন-বিহরণশীল কংসারি শ্রীকৃষ্ণের যে সকল প্রেয়সী গোপবালা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা বর্ত্তমানে পৃথিবীতে দ্বারকা-নগরী আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, অতএব হে দেবি! তুমি এক্ষণে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলময়ী সেবা অঙ্গীকার কর ॥ ১৯ ॥

উদ্ধবঃ। (সাস্রম্) ভগবন্! তাঃ পশুপালকিশোরিকাঃ স্মৃতি-মারূঢ়াঃ স্বান্তমস্মাকং সন্তাপয়ন্তি।

নারদঃ। মা ভজ সন্তাপম্।

যতঃ—

দৃষ্ট্বা কামপি কংসবৈরি-বিরহাদাসাদয়ন্তীর্দশাম্
কামাখ্যা নরকাসুরেণ ললনারাজীঃ কিলাজীহরৎ।
এতাভির্মধুরৈর্গিরাং পরিমলৈরাশ্বাসিতাভিস্তয়া
তুঙ্গারাধন-তুষ্টয়া মণিগিরি-দ্রোণীষু তত্রোষ্যতে॥

উদ্ধবঃ। (সানন্দম্) ভগবন্! পশ্য পশ্য, মুদ্রিতাং পল্যঙ্কিকা-মনুসরন্তী সত্রাজিতঃ সবিত্রী পুরান্তর-কক্ষামবগাহতে।

নারদ ইতি। যত ইতি। অজীহরৎ হারয়ামাস।

উদ্ধব ইতি মুদ্রিতামিতি। পল্যঙ্কিকাং দোলাং সত্রাজিতঃ সবিত্রী সত্রাজিন্মাতা।

উদ্ধব। (সাশ্রুনেত্রে) ভগবন্! সেই গোপকিশোরিকাগণের কথা স্মরণ হওয়ায় আমার অন্তঃকরণ সন্তপ্ত হইতেছে।

নারদ। দুঃখ করিও না। যেহেতু—শ্রীকৃষ্ণবিরহে ইঁহারা কোনও অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া কামাখ্যাদেবী নরকাসুরের দ্বারা এই ললনারাজিকে হরণ করাইয়া লইলেন। এই গোপবালাগণ কর্ত্তৃক ধূপাদির দ্বারা বিপুলভাবে আরাধনায় তুষ্টা কামাখ্যাদেবী কর্ত্তৃক মধুর-বাক্যে আশ্বাসিতা হইয়া ইঁহারা মণিপর্ব্বতের দ্রোণিসমূহে অবস্থিতি করিতেছেন।

উদ্ধব। (আনন্দভরে) ভগবন্! দেখুন, দেখুন, সত্রাজিতের জননী বস্ত্রাবৃতা দোলার অনুসরণ করিয়া অন্তঃপুরবর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিতেছে।

নারদঃ। তদেহি, সুধর্ম্মামধ্যমধ্যাস্য মাধবেন্দ্রং প্রতিপালয়াবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)।

বিষ্কম্ভকঃ।

(ততঃ প্রবিশতি সত্রাজিন্মাতরমনুসরন্তী রাধা)

রাধা। (সব্যথমাকাশে সংস্কৃতেন)

বিচিত্রায়াং ভূমাবজনিষত* কন্যাঃ কতি ন বা
কঠোরাঙ্গী নান্যা নিবসতি ময়া কাপি সদৃশী।
মুকুন্দং যন্মুক্ত্বা সময়মহমদ্যাপি গময়ে
ধিগস্তু প্রত্যাশামহহ! ধিগসূন্ ধিগ্ধিয়ম্ ‖২০‖

রাধেতি। বিচিত্রায়ামিতি। তদ্বিপর্য্যয়-নাম নাটকভূষণমিদম্। যথা—বিচারস্যান্যথাভাবো বিজ্ঞেয়স্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। অত্র উদ্বেগাতিশয়েন প্রত্যাশা, ধিক্করণাদ্বিপর্য্যয়ঃ। ২০।

নারদ। তবে এস, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকানগরীস্থ সুধর্ম্মা নামক সভার মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়া মাধবেন্দ্রের অপেক্ষা করি।

[ইহা বলিয়া উভয়ের প্রস্থান।

বিষ্কম্ভক।

(অনন্তর সত্রাজিত-জননীর অনুসরণ পুরঃসর শ্রীরাধিকার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। (ব্যথিত-হৃদয়ে শূন্যে দৃষ্টিপাত করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) এই বিচিত্র ধরাতলে কত কন্যাই না জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; কিন্তু আমার ন্যায় কঠোরাঙ্গী আর কেহই পৃথিবীতে জন্মে নাই। যেহেতু, মুকুন্দকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কালযাপন করিতে সমর্থ হইতেছি। হায়! হায়! আমার প্রত্যাশাকে ধিক্, আমার প্রাণকে এবং বুদ্ধিকেও ধিক্ ‖২০‖

* পাঠান্তরম্ "ক্ষৌণ্যাবজনিষত"।

(পরিবৃত্য)

অজ্জে ! কীস এসো জণো এত্থ অন্তেউরে ণীঅদি ?

বৃন্ধা । ণত্তিণি ! তস্স মহাতবোধণস্স দেএসিণো ণিদ্দেসেণ ।

রাধা । (স্বগতম্) সো ভঅবদীএ আচারিও অম্হ সিণিদ্ধোত্তি সুণীঅদি, তদো জ্জেব্ব ভঅবন্তেণ ভাণুণা তাদো সত্তাজিদো তস্স বঅণে থাবিদো ।

বৃন্ধা । ণত্তিণি ! এহি দেঈএ রুকণীএ হত্থে তুমং সমপ্পইস্সম্ ॥

আর্য্যে ! কস্মাদেষ জনোঽন্তঃপুরে নীয়তে ?

বৃদ্ধেতি । হে নপ্তৃ ! তস্য মহাতপোধনস্য দেবর্ষেনির্দেশেন ।

রাধেতি । ভগবত্যাঃ পৌর্ণমাস্যা ইত্যর্থঃ । আচার্য্যঃ গুরুরিতি যাবৎ, অস্মাৎ স্নিগ্ধ ইতি শ্রূয়তে । অতএব ভগবতা ভানুনা তাতঃ সত্রাজিৎ তস্য নারদস্য ইত্যর্থঃ । বচনে স্থাপিতঃ ।

বৃদ্ধেতি । হে নপ্তৃ ! এহি, দেব্যাঃ রুক্মিণ্যাঃ হস্তে তাং সমর্পয়িষ্যামি ।

(যাইতে যাইতে) আর্য্যে ! আমাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেছেন কেন ?

বৃদ্ধা । নাতিনি ! মহাতপোধন দেবর্ষি নারদের আদেশেই লইয়া যাইতেছি ।

রাধা । (স্বগত) তিনিই ত ভগবতী পৌর্ণমাসীর আচার্য্য, আমাদের প্রতি তিনি অতিশয় স্নেহশীল, এই কথা শুনিয়াছি, এই জন্যই ভগবান্ সূর্য্য পিতা সত্রাজিৎকে সেই দেবর্ষির আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বলিয়াছেন ।

বৃদ্ধা । নাতিনি ! এস, এই দেবী রুক্মিণীর হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিতেছি ।

(ততঃ প্রবিশতি সপরিবারা চন্দ্রাবলী)

চন্দ্রাবলী। সহি মাহবি! সমন্তঅমণিং মগ্গিদুং পখিদো অজ্জউত্তো কীস বিলম্বেদি ?

মাধবী। ভট্টিদারিএ! পরম্পি তত্থ কিম্পি কজ্জন্তরং হুবিস্সদি।

রাধা। (স্বগতম্) ভণিদম্হি ভাণুণা, বচ্ছে! জাব সমন্তঅ মাহবেণ তুহ মণিবন্ধে ণ বন্ধিঅদি তাব সরহস্সং দে পঢমং ণাম সম্বরণিজ্জং ত্তি।

চন্দ্রাবলীতি। সখি মাধবি! স্যমন্তকমণিং মার্গয়িতুং প্রস্থিত আর্য্যপুত্রঃ কস্মাদ্বিলম্বতে ?

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে! পরমপি তত্র কিমপি কার্য্যান্তরং ভবিষ্যতি।

রাধেতি। ভণিতাস্মি ভানুনা, বৎসে! যাবৎ স্যমন্তকো মাধবেন তব মণিবন্ধে ন বধ্যতে, তাবৎ সরহস্যং তে প্রথমং নাম রাধেতি নামেত্যর্থঃ। সম্বরণীয়মিতি।

(অনন্তর সখীগণের সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী। সখি মাধবি! আর্য্যপুত্র স্যমন্তক-মণির অনুসন্ধানে যাইয়া এত বিলম্ব করিতেছেন কেন ?

মাধবী। রাজনন্দিনি! সেখানে হয় ত অন্য কোনও কার্য্য উপস্থিত হইয়া থাকিবে।

রাধা। (স্বগত) সূর্য্যদেব আমাকে বলিয়াছেন, বৎসে! যে পর্য্যন্ত মাধব তোমার মণিবন্ধে স্যমন্তক-মণি বাঁধিয়া না দেন, সে পর্য্যন্ত তুমি তোমার প্রথম নাম অর্থাৎ শ্রীরাধিকা নাম গোপন রাখিও।

চন্দ্রাবলী। (বিলোক্য) হলা! কা এসা জরদী-মুত্তিমদীএ অউরুব্বরূব-লচ্ছীএ সমং এত্থ আঅচ্ছদি ?

রাধা। (চন্দ্রাবলীমালোক্য স্বগতম্) সাহু, মাহুরীপুরভরিদা এসা রাইন্দমহিসী, গোউলকিসোরী-সোরব্ভং বিঅ ধারেদি।

বৃন্দা। (উপসৃত্য) দেই রুপ্পিণি। সমন্তুঅপ্পসঙ্গে কিদাবরাহেণ মহ পুত্তেণ সত্তাজিতেণ অপ্পণো পুত্তী এসা সচ্চভামা

- - - - - - -

চন্দ্রাবলীতি। সখি! কা এষা জরতী-মূর্ত্তিমত্যা অপূর্ব্বরূপ-লক্ষ্যা সমম্ অত্রাগচ্ছতি ?

রাধেতি। সাধু, মাধুরীপূরভৃতা এষা রাজেন্দ্র-মহিষী, গোকুলকিশোরী-সৌরভামিব ধারয়তি।

বৃন্দেতি। দেবি রুক্মিণি! স্যমন্তকপ্রসঙ্গে কৃতাপরাধেন মম পুত্রেণ সত্রাজিতা আত্মনঃ পুত্রী এষা সত্যভামা রাজেন্দ্রায় উপহারী-

চন্দ্রাবলী। (লক্ষ্য করিয়া) সখি! অপূর্ব্বরূপবতী লক্ষ্মীর সহিত কে এ বৃদ্ধা আসিতেছে ?

রাধা। (চন্দ্রাবলীকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত) কি চমৎকার! এই রাজেন্দ্র-মহিষী মনোহর মাধুর্য্যরাশি-পূর্ণা হইয়া ঠিক যেন ব্রজকিশোরীর সৌরভ ধারণ করিয়াছেন।

বৃন্দা। (সমীপে যাইয়া) দেবি রুক্মিণি! স্যমন্তকের ব্যাপারে আমার পুত্র সত্রাজিৎ রাজেন্দ্রের নিকট অপরাধ করিয়া নিজের কন্যা এই সত্যভামাকে রাজেন্দ্রকে উপহার দিয়াছে, অতএব ইহাকে নিজ

রাইন্দস্‌স উবহারীকিদা, তা পিঅসহী সোহারাণসিণেহমাহুরী সোহগ্‌গাহিআরিণী তুএ করণিজ্জা।

রাধা। (স্বগতম্) কামং বুড্‌ঢা পলবেদু, কেঅলং দিণেসস্‌স নিদেস বিস্‌সম্ভেণ এথ পইট্ঠহ্মি।

চন্দ্রাবলী। অজ্জে! ধণ্ণহ্মি, জাএ ঈদিসো সহীজণো উবত্থিদো, তা তুমং অপ্পণো ঘরং জাহি, অহং কৃখু সচ্চভামং পড়িবালইসস্‌ম্।

বৃন্দা। জহ ভণই দেঈ।　　　　(ইতি নিষ্ক্রান্তা)।

কৃতা, তৎ প্রিয়সখী-সাধারণস্নেহমাধুরী-সৌভাগ্যাধিকারিণী ত্বয়া কর্ত্তব্যা।

রাধেতি। কামং বৃদ্ধা প্রলপতু, কেবলং দিনেশস্য নিদেশ-বিশ্রম্ভেণাত্র প্রবিষ্টাস্মি।

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যে! ধন্যাস্মি, যস্যা মম ঈদৃশঃ সখীজন উপস্থিতঃ, তৎ ত্বমাত্মনো গৃহং যাহি, অহং খলু সত্যভামাং প্রতিপালয়িষ্যামি।

বৃন্দেতি। যথা ভণতি দেবী।

প্রিয়সখী জ্ঞান করিয়া তদুপযুক্ত স্নেহ-মাধুরী ও সৌভাগ্যের অধিকারিণী করিতে হইবে।

রাধা। (স্বগত) বুড়ী যাহা ইচ্ছা প্রলাপ বকিতে থাকুক, আমি কেবল সূর্য্যদেবের আদেশ-বশেই এ স্থানে প্রবেশ করিয়াছি।

চন্দ্রাবলী। আর্য্যে! আমার এতাদৃশ সখী আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আমি ধন্য হইলাম, তবে আপনি নিজগৃহে গমন করুন, আমি নিশ্চয়ই সত্যভামাকে প্রতিপালন করিব।

বৃন্দা। আপনার যাহা আজ্ঞা।　　　　(এই বলিয়া প্রস্থান)

চন্দ্রাবলী। (জনান্তিকম্) সহি মাহবি! পেক্খ এসো অজ্জ-উত্তস্স সচ্চ-সংকপ্‌দা সেদু বিমদ্দণো সচ্চভামাএ সোন্দের পুরো ধীরং বি মং আন্দোলেদি।

মাধবী। ভট্টিদারিএ! সচ্চং ভণাসি, এসা তুক্ষ বিব্ভমং উপপ্পাদেদি।

চন্দ্রাবলী। হলা! মুঞ্চ মে সলাহণং ণং ক্খু অসারূপ্‌পং রূবং এদম্।

(পুনর্নিভাল্য সংস্কৃতেন)

দৃষ্টির্বহত্যুপরতিং শ্বসিতানুপূর্ব্বী

নম্রীকরোত্যধরপল্লবতাম্রতাঞ্চ।

চন্দ্রাবলীতি। (জনান্তিকম্) অর্থাৎ চন্দ্রাবলী মাধব্যাঃ কর্ণে লগিত্বাহ। সখি মাধবি! পশ্য, এষ আর্য্যপুত্রস্য সত্য-সংকল্পতাসেতুবিমর্দ্দনঃ সত্যভামায়াঃ সৌন্দর্য্যপুরো ধীরামপি মামান্দোলয়তি।

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে! সত্যং ভণাসি, এষা তব বিভ্রমমুৎপাদয়তি।

চন্দ্রাবলীতি। সখি মুঞ্চ মে শ্লাঘনম, নূনং খলু অসারূপ্যং রূপমেতৎ।

দৃষ্টিরিতি। উপরতিং শান্তিং বিষয়গ্রহণাভাবেন চাঞ্চল্যকটাক্ষাদা-

---

চন্দ্রাবলী। (জনান্তিকে) সখি মাধবি! দেখ, আর্য্যপুত্রের সত্যসংকল্পতারূপ সেতুভঙ্গকারী সত্যভামার এই সৌন্দর্য্যরাশি, আমি ধীরা হইলেও আমাকে আশঙ্কায় বিচলিতা করিতেছে।

মাধবী। রাজনন্দিনি! সত্যকথাই বলিতেছ, ইহাকে দেখিলে তুমি বলিয়াই ভুল হইবে।

চন্দ্রাবলী। সখি! আমার রূপের গৌরব আর বাড়াইও না—আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ রূপের তুলনা নাই। (পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া সংস্কৃতে) ইঁহার দৃষ্টি শান্তিপূর্ণা, নিশ্বাস-পরম্পরায় অধর-পল্লব কম্পিত হইয়া

গণ্ডদ্বয়ী চ পরিচুম্বতি কম্বুকান্তিং
মদ্বিস্ময়ং স্থিতিরিয়ং সুতনোস্তনোতি ॥

মাধবী। ণূণং কাসিরাঅ-কণ্ণআ অম্বা বিঅ এসা কস্সিং বি পুরিসে বদ্ধরাআ হুবিস্সদি।

চন্দ্রাবলী। (সংস্কৃতেন)

মাধুর্য্যং মধুরিপু-বিপ্রয়োগভাজাং
তন্বঙ্গী মুহুরিয়মঙ্গকৈস্তনোতি।
প্রাকৃত্যঃ প্রিয়সখি ! মাধুরীং কিমেতাং
দৈন্যেঽপি প্রথয়িতুমার্ত্তয়ঃ ক্ষমন্তে ॥

ভাবতো শ্বসিতানুপূর্ব্বী শ্বাস-পরম্পরা। পরিচুম্বতি চুম্বনবৎ সংবৃনক্তি সুতনোঃ সত্যভামায়াঃ।

মাধবীতি। নূনং কাশিরাজ-কন্যকা অম্বা ইব এষা কস্মিন্নপি পুরুষে বদ্ধরাগা ভবিষ্যতি।

চন্দ্রাবলীতি। অঙ্গকৈঃ আঙ্গিকভাবৈঃ। তদেহি, পরীক্ষাবহে অস্যাশ্চিত্ত-বৃত্তিম।

তাহার তাম্রকান্তি হ্রাস করিতেছে, গণ্ডদ্বয় কম্বুকান্তির শোভার অনুকরণ করিয়াছে, এই সুন্দরীর এইরূপ অবস্থা আমার বিস্ময়-বর্দ্ধন করিতেছে।

মাধবী। নিশ্চয়ই কাশিরাজকন্যা অম্বার ন্যায় ইনি কোনও পুরুষের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন।

চন্দ্রাবলী। (সংস্কৃত ভাষায়) শ্রীকৃষ্ণবিরহিণীগণে যে মাধুর্য্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এই তন্বঙ্গীর অঙ্গসমূহে তাহারই বিস্তার পরিদৃষ্ট হইতেছে, হে প্রিয়সখি ! যদি এই পীড়া প্রাকৃত হইত, তবে দৈন্যাবস্থায়ও কি

তা এহি পরিক্খম্হ সে চিত্তবুত্তিম্ ।

(ইত্যুপসৃত্য)

সহি সচ্চভামে ! এসা অপ্পণো সবামি, এদং তুজ্ঝং সিণিজ্ঝদি মে হিঅঅম্ ।

রাধা । (স্বগতম্) ণাসচ্চং ভণাদি, জং মহবি চিত্তং তধা ।

(প্রকাশম্)

দেই ! তদো ধণ্ণহ্মি ।

চন্দ্রাবলী । বহিণি ! কীস তুমং দুম্মণা লক্খীঅসি ?

সখি সত্যভামে ! এষা আত্মনঃ শপামি, এতৎ তুভ্যং স্নিহ্যতি মে হৃদয়ম্ ।

রাধেতি । নাসত্যং ভণতি, যং মমাপি চিত্তং তথা ।

হে দেবি ! ততো ধন্যাস্মি ।

চন্দ্রাবলীতি । ভগিনি ! কস্মাত্ত্বং দুর্ম্মনা লক্ষ্যসে ?

এইরূপ মাধুরী প্রকাশ পাইতে পারে ? অতএব এস, ইহার চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করা যাউক্ ।

(নিকটে গমন পূর্ব্বক) সখি, সত্যভামে ! তোমার প্রতি আমার স্নেহের সঞ্চার হইতেছে, ইহা আমি নিজের শপথ করিয়া বলিতেছি ।

রাধা । (স্বগত) মিথ্যা নহে, কারণ, আমারও চিত্ত ঐরূপ হইয়াছে ।

(প্রকাশ্যে) দেবি ! আমি ধন্য হইলাম ।

চন্দ্রাবলী । ভগিনি ! তোমাকে দুঃখিতা দেখাইতেছে কেন ?

রাধা। দেই! এত্থ অহং তাদেণ পসহং পেসিদম্হিত্তি, মে দোম্মণস্সম্।

চন্দ্রাবলী। হলা! মা উত্তম্ম, অজ্জউত্তস্স হত্থে তুমং সমপ্পইস্সম্।

রাধা। (সদৈন্যম্) দেই! সচ্চং জ্জেব্ব জই সিণিজ্ঝাসি, তদো এব্বং সব্বধা পুণো ণ ক্খু বাহরিস্সসি।

(ইতি কাকুভির্নমস্যতি)।

চন্দ্রাবলী। সহি! তদো ভণাহি, কধং এত্থ ণিবসিদুং ইচ্ছসি?

রাধেতি। দেবি! অত্রাহং তাতেন প্রসভং প্রেষিতাস্মীতি, মে দৌর্মনস্যম্।

চন্দ্রাবলীতি। সখি! মা উত্তম্য আর্য্যপুত্রস্য হস্তে ত্বাং সমর্পয়িষ্যামি।

রাধেতি। দেবি! সত্যমেব যদি স্নিহ্যসি, তদা এবং সর্ব্বথা পুনর্ন খলু ব্যাহরিষ্যসি।

চন্দ্রাবলীতি। সখি! তদা ভণ, কথমত্র নিবস্তুমিচ্ছসি?

রাধা। দেবি! পিতা এখানে সহসা আমাকে পাঠাইয়াছেন, এই জন্য মন ভাল নাই।

চন্দ্রাবলী। সখি! অস্থির হইও না, আর্য্যপুত্রের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব।

রাধা। (দৈন্য-সহকারে) দেবি! সত্যই যদি আপনি আমাকে স্নেহ করেন, তবে পুনরায় কখনও এরূপ কথা বলিবেন না।

(এই বলিয়া মিনতি সহকারে নমস্কার করিলেন।)

চন্দ্রাবলী। সখি! তবে কেন এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? বল।

রাধা। দেই! জত্থ পুরিস ণামবি ণ সুণীঅদি, তত্থ জ্জেব্ব এসো জণো রক্খীঅদু, জধা তহিং অপ্পণো ব্বদসেসং সমাবেদি।

চন্দ্রাবলী। (সানন্দমপবার্য্য) মাহবি! অহ্ম কাদব্বং ইমাএ চ্চেঅ দিট্‌ঠিআ অব্ভুত্থিদং, তা গদুঅ দিণ্ণপসাদং ণঅবন্দং এত্থ আণেহি।

মাধবী। (স্বগতম্) সাহু মন্তিদং, জং তত্থ ণঅবুন্দাবণে রাই-ন্দসস পবেসসম্ভাবিণাবিণত্থি, তা জধা রহস্সভেদো ণ হোদি,

---

রাধেতি। যত্র পুরুষ-নাম অপি ন শ্রূয়তে, তত্রৈব এষ জনো রক্ষ্যতাম্, যথা তহি আত্মনো ব্রতশেষং সমাপয়তি।

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি! অস্মাং কর্ত্তব্যম্, অনয়া এব দিষ্ট্যা অভ্যর্থিতম্, তং গত্বা দত্তপ্রসাদাং নববৃন্দামত্রানয়।

মাধবীতি। সা মন্ত্রিতম্, যত্র নববৃন্দাবনে রাজেন্দ্রস্য প্রবেশসম্ভাবনাপি

রাধা। দেবি! যেখানে পুরুষের নামও না শুনা যায়, তথায় আমাকে রাখুন, যাহাতে আমি এইরূপে নিজের ব্রত শেষ করিতে পারি।

চন্দ্রাবলী। (আনন্দে কাণে কাণে) মাধবি! আমাদের যাহা কর্ত্তব্য ছিল, ভাগ্যক্রমে ইনি তাহাই প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব প্রমাণ প্রদানানন্তর নববৃন্দাকে এখানে আনয়ন কর।

মাধবী। (স্বগত) ভাল পরামর্শ করিয়াছেন, কারণ, নববৃন্দাবনে রাজেন্দ্রের প্রবেশের সম্ভাবনা নাই; অতএব যাহাতে রহস্য প্রকাশ না হয়,

তধা ভট্টিদারিআ ণিদেসমিসেণ দিব্বং করাবিঅ ণঅবুন্দং আণিস্সম্।

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)

রাধা। (স্বগতম্) বহিণী চন্দাঅলীব্ব ইঅং দেঈ মে পড়িভাদি।

(প্রবিশ্য নববৃন্দয়া সহ মাধবী)

মাধবী। দেই! আঅদা এসা ণঅবুন্দা।

চন্দ্রাবলী। ণঅবুন্দে! পেক্খীঅদু, এসা মে সহী সচ্চভামা।

নাস্তি, তং যথা রহস্যভেদো ন ভবতি, তথা ভর্ত্তৃদারিকা নিদেশ-মিষেণ ছলেনেত্যর্থঃ। দিব্যং শপথমিত্যর্থঃ, কারয়িত্বা নববৃন্দামান-য়িষ্যামি।

রাধেতি। ভগিনী চন্দ্রাবলী ইব ইয়ং দেবী মে প্রতিভাতি।

মাধবীতি। আগতা এষা নববৃন্দা।

চন্দ্রাবলীতি। নববৃন্দে! প্রেক্ষ্যতাম্, এষা মে সখী সত্যভামা।

কর্ত্রীঠাকুরাণীর আদেশচ্ছলে সেইরূপ শপথ করাইয়া নববৃন্দাকে আনয়ন করিতেছি। (ইহা বলিয়া প্রস্থান)

রাধা। (স্বগত) আমার নিকট এই দেবী ভগিনী চন্দ্রাবলীর ন্যায় প্রতীত হইতেছেন।

(নববৃন্দার সহিত মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। দেবি! এই যে নববৃন্দা আসিয়াছেন।

চন্দ্রাবলী। নববৃন্দে! দেখ, ইনি আমার সখী সত্যভামা।

নববৃন্দা। (বিলোক্য সখেদমাত্মগতম্)

প্রসাদীকৃত্য দেবস্য ময়ি নির্ম্মাল্যমম্বরম্

দেব্যা কারিত-দিব্যায়াং রাধৈব কথমপ্যতে ?

রাধা। (স্বগতম্) কধং সা এসা ণঅবুন্দা ?

(ইত্যুপসর্পতি)

নববৃন্দা। (স্বগতম্) হা ধিক্! কষ্টম্! রভসেনাস্মি কৃত-শপথা হতাস্মি।

রাধা। (সাস্রমাত্মগতম্) অহ্মহে! ইদং তং চ্চেঅ কিম্পি পীদম্বরম্।

নববৃন্দেতি। কারিতদিব্যায়াং কারিত-শপথায়াম।

রাধেতি। কথমেষা নববৃন্দা ?

নববৃন্দেতি। রভসেন অবিচারেণ।

রাধেতি। অহো! ইদং তদেব কিমপি পীতাম্বরম্।

নববৃন্দা। (দেখিয়া দুঃখিতভাবে মনে মনে) দেবোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্য-বসন আমাকে পুরস্কার দিয়া আমাকে দেবী চন্দ্রাবলী শপথ করাইয়াছিলেন, এখন আবার রাধিকাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন কেন ?

রাধা। (স্বগত) কি, ইনিই কি নববৃন্দা ?

(ইহা বলিয়া নিকটে গেলেন)

নববৃন্দা। (স্বগত) হা ধিক্! কি কষ্ট! আজ আমি বিনা বিচারে শপথ করিয়া বিনষ্ট হইলাম!

রাধা। (অশ্রুপূর্ণ-নয়নে স্বগত) অহো! ইহা কি সেই পীতাম্বর!

(ইতি সবৈক্লব্যং বিলোকয়তি)

নবৃন্দা। (স্বগতম্)

জনিত-কনক-লক্ষ্মী-বিভ্রমে দৃষ্টিমস্মিন্
গতবতি চিরকালাদংশুকে কংসহন্তুঃ।
অলঘুভিরপি যত্নৈস্তূর্ণং সম্বরীতুং
বিকৃতিমতুলবাধাং হন্ত! রাধা দধাতি॥

চন্দ্রাবলী। (সশঙ্কম্) ণঅবুন্দে! পুচ্ছীঅদু, কীস সচ্চা দুউলং পেক্খন্তী ভেম্ভালদি?

নববৃন্দেতি। ক্রম-নাম গর্ভসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তথাচ—ভাবজ্ঞানং ক্রমো যথা চিন্তামানার্থসঙ্গতিঃ। অত্র নববৃন্দায়া রাধায়া ভাবনাৎ। চিন্তামান-হরিচিহ্নস্য তস্যাং দর্শনাচ্চ ক্রমঃ। কনকস্য লক্ষ্মীবদ্বিভ্রমঃ সাদৃশ্যং যস্য তস্মিন্ কংসহন্তুরংশুকে দৃষ্টিং গতবতি সতি রাধাঽতুলবাধাং বিকৃতিং দধাতি।

চন্দ্রাবলীতি। নববৃন্দে! পৃচ্ছ্যতাম্, কস্মাৎ সত্যা দুকূলং পশ্যন্তী বিহ্বলেতি বিহ্বলা ভবতি।

(এই বলিয়া ব্যাকুলতার সহিত দেখিতে লাগিলেন।)

নববৃন্দা। (স্বগত) বহুকাল পরে উজ্জ্বল সুবর্ণ-সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের এই পীত-বসনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্রীরাধার যে গুরুতর বিকার উপস্থিত হইয়াছে, হায়! শ্রীরাধা তাহা বিশেষ যত্ন করিয়াও সম্বরণ করিতে যাইয়া অতুলনীয় বাধা প্রাপ্ত হইলেন।

চন্দ্রাবলী। (শঙ্কিতভাবে) নববৃন্দে! সত্যা বস্ত্র দেখিয়া বিহ্বল হইলেন কেন, তাহা জিজ্ঞাসা কর।

নববৃন্দা। দুকূলেঽস্মিন্ কার্ত্তস্বর-মহসি বিস্তারিত-দৃশো
বপুঃ কিং তে ফুল্লৈর্বহতি তুলনাং নীপকুসুমৈঃ।
ত্রুটন্তীভিঃ কিম্বা স্ফটিকমণিমালাভিরুপমাং
ভজন্তেঽমী ক্ষামোদরি! নয়নয়োস্তোয়পৃষতাঃ॥

রাধা। (সাবহিত্থম্) ণঅবুন্দে! মহ বহিণী বিঅ তুমং দীসসি, তদো পজ্জুস্সুঅহ্মি।

নববৃন্দা। (স্বগতম্) বন্ধ্যোঽয়ং রাধিকাসঙ্গোপনে দেব্যাঃ প্রয়াসভরঃ। ন হি কৌস্তুভমণীন্দ্র-মরীচি-মণ্ডলী পুণ্ডরী-কাক্ষ-বক্ষস্তটীমন্তরেণান্যতস্তিষ্ঠতি।

নববৃন্দেতি। কার্ত্তস্বরং সুবর্ণম্ তোয়পৃষতা জলবিন্দবঃ।

রাধেতি। (সাবহিত্থং আকারং গোপয়িত্বাহ) নববৃন্দে! মম ভগিনীব ত্বং দৃশ্যসে, ততঃ পর্য্যুৎসুকাঽস্মি।

নববৃন্দেতি। দেব্যাশ্চন্দ্রাবল্যাঃ প্রয়াসভরঃ। কৃষ্ণাস্যান্যা-নায়িকা-বিবাহঃ।

নববৃন্দা। হে সুন্দরি! সুবর্ণবর্ণ এই বসনের প্রতি দৃষ্টি বিস্তার করিয়া কেনই বা তোমার শরীর প্রস্ফুটিত কদম্ব-কুসুমের ন্যায় পুলকাবলী ধারণ করিতেছে? আর কেনই বা তোমার নয়নযুগল হইতে ছিন্ন স্ফটিকমালার ন্যায় অশ্রুবিন্দু নির্গত হইতেছে?

রাধা। (ভাব গোপন করিয়া) নববৃন্দে! তোমাকে আমার ভগিনীর ন্যায় দেখাইতেছে, সেই জন্যই আমি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি।

নববৃন্দা। (স্বগত) দেবীর শ্রীরাধাকে গোপন করিবার এই গুরুতর চেষ্টা একেবারেই নিষ্ফল। মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভের কিরণমালা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল ব্যতীত অন্য কোথাও অবস্থান করে না।

চন্দ্রাবলী। (রাধা-হস্তমাদায়) ণঅবুন্দে! এসো অপ্পণো বহিণী, তুহ হত্থে সমপ্পিদা।

নববৃন্দা। দেবি! বাঢ়মনুকম্পিতাস্মি।

চন্দ্রাবলী। বহিণি সচ্চে! জাহি ণঅবুন্দাএ সমং অপ্পণো অহিরুইদং বাসন্তীচউস্সালং তত্থ পুপ্ফোবহারিণী মে বউলা তুমং পরিচরিস্সদি।

রাধা। দেই! মন্দভাইণী এসা রাহিআ সমএ সুমরিদব্বা।

চন্দ্রাবলী। (সশঙ্কম্) হলা! কিলং ভণিদং তুএ?

চন্দ্রাবলীতি। নববৃন্দে! এষা আত্মনো ভগিনী, তব হস্তে সমর্পিতা।

চন্দ্রাবলীতি। ভগিনি সত্যে! যা হি নববৃন্দয়া সমং আত্মনোঽভিরুচিতং বাসন্তীচতুঃশালং, তত্র পুষ্পোপহারিণী মে বকুলা ত্বাং পরিচরিষ্যতি।

রাধেতি। দেবি! মন্দভাগিনী এষা রাধিকা সময়ে স্মর্ত্তব্যা।

চন্দ্রাবলীতি। সখি! কিং ভণিতং ত্বয়া?

চন্দ্রাবলী। (শ্রীরাধিকার হস্ত গ্রহণ করিয়া) নববৃন্দে! ইনি আমার নিজের ভগিনী, ইঁহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম।

নববৃন্দা। দেবি! অত্যন্ত অনুগৃহীতা হইলাম।

চন্দ্রাবলী। ভগিনী সত্যে! তুমি নিজের প্রার্থিত বাসন্তী চতুঃশালে নববৃন্দার সহিত গমন কর। সেখানে আমার পুষ্পোপহারিণী বকুলা তোমার পরিচর্য্যা করিবে।

রাধা। দেবি! মন্দভাগিনী এই রাধিকাকে কখনও কখনও স্মরণ করিবেন।

চন্দ্রাবলী। (শঙ্কিতভাবে) সখি! তুমি কি বলিলে?

রাধা। (সাশঙ্কমাত্মগতম্) হদ্ধী হদ্ধী ! গুরুও পমাদো !

(প্রকাশম্)

দেই ! আরাহিআ এসা ত্তি।

নববৃন্দা। (রাধয়া সহ পরিক্রামন্তী স্বগতম্)

বসন্তী শুদ্ধান্তে মধুরিমপরীতা মধুরিপো-

রিয়ং তন্বী সদ্যঃ স্বয়মিহ ভবিত্রী করগতা।

বৃতাঙ্গীমুত্তুঙ্গৈরবিকলমধূলী-পরিমলৈঃ

প্রফুল্লাং রোলম্বে নবকমলিনীং কঃ কথয়তি ?

(ইতি রাধয়া সহ নিষ্ক্রান্তা)

রাধেতি। হা ধিক্ হা ধিক্ ! গুরুঃ প্রমাদঃ।

দেবি ! আরাধয়তীতি আরাধিকা ব্রতপরা ইত্যর্থঃ। এষা ইতি।

নববৃন্দেতি। শুদ্ধান্তে অন্তঃপুরে। প্রসিদ্ধ-নাম নাটকভূষণমিদম্। তথাচ—

প্রসিদ্ধিলোকবিখ্যাতৈরর্থৈঃ স্বার্থ-প্রধানম্। অত্র লোকবিখ্যাতস্য ফুল্লকমলিনী রোলম্ব-প্রসঙ্গস্য কথনে স্বার্থস্য রাধামাধবসঙ্গমস্য প্রধানং প্রসিদ্ধেঃ।

রাধা। (ভীতভাবে স্বগত) হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! বড়ই ভুল করিয়াছি।

(প্রকাশ্যে) দেবি ! আমি আপনার আরাধিকা, তাহাই বলিলাম।

নববৃন্দা। (শ্রীরাধিকার সহিত যাইতে যাইতে স্বগত) এই মাধুর্য্যপরিপূর্ণা সুন্দরী শুদ্ধ অন্তঃপুরে অবস্থান করিলেও ইনি অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণের হস্তগতা হইবেন ; অভিনব মধুগন্ধে পূর্ণা নবকমলিনী বিকশিতা হইলে ভ্রমরকে কে তাহা সংবাদ দিয়া থাকে ? অর্থাৎ ভ্রমর স্বয়ংই তথায় গমন করিয়া থাকে। (ইহা বলিয়া শ্রীরাধার সহিত প্রস্থান)

মাধবী। ভট্টিদারিএ! কা কৃখু অম্হাণং সঙ্কা? জং সো কিলণি-
বন্ধো উদ্দীপ্পদি।

চন্দ্রাবলী। সহি! কা কৃখু কুলবদী ভত্তুণো অরদিং পি জাণন্তী
কাঠিণ্ণং রক্খিদুং পহবেদি?

(নেপথ্যে)

রম্ভাস্তম্ভাবলীনাং রচয়ত পদবী সীম্নি বিন্যাসবন্ধং
গন্ধাম্ভঃশীকরাণাং বিকিরত নিকরং সত্বরং চত্বরেষু।
দেবীভির্দিব্য-পুষ্পাবলিভিরকলিত-স্থৈর্য্যমাকীর্য্যমাণো
বিশ্বেষাং নেত্রবীথীমুদময় মুদগাদুদ্গিরন্ বৃষ্ণিচন্দ্রঃ ॥

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে! কা খলু অস্মাকং, শঙ্কা, যৎ স কিল নিবন্ধ
উদ্দীপ্যতে।

চন্দ্রাবলীতি। সখি! কা খলু কুলবতী ভর্ত্তুররতিমপি জানতী কাঠিন্যং
রক্ষিতুং প্রভবতি?

মাধবী। রাজকন্যে! আমাদের আর ভয় কি? যেহেতু, সেই প্রতিজ্ঞার
কথা স্মরণ করাইয়া দিলেই হইবে।

চন্দ্রাবলী। সখি! কোন্ কুলবতী রমণী স্বামীর আসক্তিশূন্য ভাব
জানিয়াও কঠিনা হইয়া থাকিতে পারে?

(নেপথ্যে)

তোমরা রাজপথের সীমাদ্বয়ে কদলীবৃক্ষ সকল সজ্জিত করিয়া
রোপণ কর, শীঘ্র চত্বর-সমূহে সুগন্ধিজল সেচন কর, দেবীগণ
কর্ত্তৃক দিব্য পুষ্পাবলীবৃষ্টির দ্বারা শোভিত হইয়া জনগণের ধৈর্য্য
হরণ-পুরঃসর বিশ্বজনের নেত্রপথের আনন্দদানকারী বৃষ্ণিচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ
উদিত হইলেন।

মাধবী। ভট্টিদারিএ! দিট্‌ঠিআ বিজঅদি দুআরবদীণাধো তা নেবচ্ছঘরং পরিসেহি ॥ ২১ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

(ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গলেনানুগম্যমানঃ কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। (সখেদম্)

বিদ্যোতিষ্ণুকলঙ্ক-কুঙ্কুমময়ী চর্চ্চা মমাঙ্গস্য যা
মালা কণ্ঠতটস্য চম্পককৃতা যা সৌরভোদ্গারিণী।
যা সিদ্ধাঞ্জনচূর্ণ-শীতলতরা হৈমীশলাকা-দৃশো-
স্তাং রাধাং কথমন্তরাপি ধিগসূংস্ত্রুট্যন্তি মে রাত্রয়ঃ ॥

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে! দিষ্ট্যা বিজয়তে দ্বারবতীনাথঃ, তৎ নেপথ্যগৃহং প্রবিশ ॥ ২১ ॥

মাধবী। রাজকন্যে! ভাগ্যে দ্বারকানাথ আগমন করিতেছেন, অতএব বেশগৃহে প্রবেশ কর ॥ ২১ ॥

(এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)।

(কৃষ্ণের ও পশ্চাতে মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (খেদের সহিত) যে বিদ্যুৎবরণী সুন্দরী আমার অঙ্গের কুঙ্কুম-লেপের ন্যায়, যিনি আমার কণ্ঠতটের সুগন্ধ-বিস্তারিণী চম্পকমালা-সদৃশা এবং যিনি আমার নয়নদ্বয়ের নিকট সিদ্ধ অঞ্জনচূর্ণে বিলিপ্তা সুশীতল স্বর্ণ-শলাকাস্বরূপা—হা ধিক্! সেই শ্রীরাধিকা বিনা এই সকল রাত্রি আমার প্রাণ নাশ করিতেছে।

মধুমঙ্গলঃ। (কৃষ্ণস্য করে মণিং পশ্যন্) পিঅবঅস্স!
রাহিআ-কণ্ঠালঙ্কারো মণিন্দো কহং দিআকরেণ লদ্ধো ?

কৃষ্ণঃ। (সখেদম্)

অনুদিনমতিনম্রা কুর্ব্বতী পূর্ব্বমাসীৎ
পিতৃপতিপিতুরর্ঘ্যং গর্গবাক্যেন রাধা।
ইতি বহুলরুচীনাং বীচিভিঃ সা পরীতং
মণিবরমুপহারং নূনমস্মৈ চকার ॥ ২২ ॥

মধুমঙ্গলঃ। পেক্খ এস কিরণ-কন্দলীহিং কিম্পি বেলক্খণং
ধারেই মণিন্দো।

মধুমঙ্গল ইতি। প্রিয়বয়স্য! রাধিকা-কণ্ঠালঙ্কারো মণীন্দ্রঃ কথং দিবাকরেণ লব্ধঃ ?

কৃষ্ণ ইতি। পিতৃপতিঃ যমঃ। ধর্ম্মরাজঃ পিতৃপতিঃ সমবর্ত্তী পরেতরাট্ ইত্যমরঃ ॥ ২২ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। পশ্য, এষ কিরণ-কন্দলীভিঃ কিমপি বৈলক্ষণ্যং ধারয়তি মণীন্দ্রঃ।

মধুমঙ্গল। (কৃষ্ণের হস্তে স্যমন্তক মণি দেখিয়া) প্রিয়সখে! রাধিকার কণ্ঠভূষণ এই শ্রেষ্ঠ মণি কি প্রকারে দিবাকর প্রাপ্ত হইলেন ?

কৃষ্ণ। (সখেদে) শ্রীরাধিকা পূর্ব্বে গর্গমুনির বাক্যানুসারে প্রতিদিন অতি নম্রভাবে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যদান করিতেন—বোধ হয়, এই ভাবেই তিনি নিশ্চিতই সূর্য্যদেবকে এই বহুকিরণমালা-পরিবৃত এই মণিবর উপহার দিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

মধুমঙ্গল। দেখ, কিরণাবলীর দ্বারা এই মণিবর কিরূপ বিপরীত লক্ষণ ধারণ করিয়াছে।

কৃষ্ণঃ। সখে! ঘনচৈতন্যবিবর্ত্তোঽয়ং, ন প্রাকৃত-রত্ন-সাধারণীং ধুরমারোঢ়ুমর্হতি।

(ইতি স্যমন্তকং বক্ষস্তটে নিধায় সবাষ্পম্)

ধন্যঃ সোঽয়ং মণিরবিরলধ্বান্তপুঞ্জে নিকুঞ্জে
স্মিত্বা স্মিত্বা ময়ি কুচপটীং কৃষ্টবত্যুন্মদেন।
গাঢ়ং গূঢ়াকৃতিরপি তয়া সম্মুখাকূতবেদী
নিষ্ঠীবন্ যঃ কিরণলহরীং হ্রেপয়ামাস রাধাম্ ॥২৩॥

কৃষ্ণ ইতি। ঘনানন্দঃ স্বরূপঃ। ধুরং ভারম্। ধুস্ত ·স্যাস্ত্রারচিন্তয়োরিতি কোষঃ।

ধন্য ইতি। অবিরলঃ নিবিড়ঃ। তয়া রাধয়া কুচপট্যা বা গূঢ়াকৃতির্যস্য সঃ। ষ্ঠীবন্ নিক্ষিপন্ ষ্ঠীবু নিরসনে ইতি পাঠাৎ প্রকাশয়ন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণ। সখে! এই মণি ঘনানন্দস্বরূপ, কখনও প্রাকৃত রত্নের সহিত সাধারণভাবে ইহার তুলনা হইতে পারে না।—(ইহা বলিয়া স্যমন্তক-মণি বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে) ধন্য এই মণি! আমি নিবিড় অন্ধকারপুঞ্জ-পূর্ণ নিকুঞ্জ-মধ্যে হাসিতে হাসিতে মত্তভাবে শ্রীরাধিকার কঞ্চুলিকা আকর্ষণ করিবার সময় আমার মুখভাবে আমার মনের ঐকান্তিক অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া শ্রীরাধিকার স্তনবস্ত্রে গাঢ়রূপ আচ্ছাদিত এই মণি কিরণলহরী প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে লজ্জিত করিয়াছিল ॥ ২৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্স! সুদং মএ, জাম্ববন্তস্স সআসাদো এসো মণীন্দো তুএ লদ্ধো।

কৃষ্ণঃ। অথ কিম্।

মধুমঙ্গলঃ। কধং লদ্ধো?

কৃষ্ণঃ। সখে! স ভল্লূকমল্লঃ স্ববিলান্তরে মাং বিলোমচেষ্টং বিলোক্য শঙ্কিত-রত্নাপহারঃ সম্প্রহারমারেভে।

মধুমঙ্গলঃ। তদো তদো?

মধুমঙ্গল ইতি। প্রিয়বয়স্য! শ্রুতং জাম্ববতঃ সকাশাৎ এষ মণীন্দ্রস্ত্বয়া লব্ধঃ।

মধুমঙ্গল ইতি। কথং লব্ধঃ?

কৃষ্ণ ইতি। বিলোমচেষ্টং প্রতিকূলচেষ্টম্। সংপ্রহারং যুদ্ধম্।

মধুমঙ্গল ইতি। ততস্ততঃ?

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়স্য! আমি শুনিলাম, তুমি জাম্ববানের নিকট হইতে এই মণীন্দ্র প্রাপ্ত হইয়াছ।

কৃষ্ণ। তাহাই বটে।

মধুমঙ্গল। কিরূপে পাইলে?

কৃষ্ণ। সেই ভল্লূকশ্রেষ্ঠ আমাকে স্বীয় গর্তমধ্যে প্রতিকূলচেষ্টা-পরায়ণ দেখিয়া রত্ন অপহরণের আশঙ্কায় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

মধুমঙ্গল। তার পর, তার পর?

কৃষ্ণঃ। ততশ্চিরায় মদ্বিজ্ঞানতঃ সমাপ্তে তু তস্মিন্ মহাসংগ্রাম-
তন্ত্রে যন্ত্রিতঃ স মন্ত্রী মাং সামোদমবাদীৎ—

কচ্চিদ্‌ভূমে স্মরসি জলধৌ সেতুবন্ধানুবন্ধম্
কচ্চিত্ত্বং বা দশমুখশিরঃ-কন্দুকোৎক্ষেপকেলিম্।
তদ্বিস্মর্তুং চরিতমথবা নাসি শক্তো যদেষ
প্রাঞ্চং রত্নাহরণ-মিষতঃ কিঙ্করং সংস্করোষি * ॥২৪॥

মধুমঙ্গলঃ। তদো তদো ?

কৃষ্ণ ইতি। যন্ত্রিতঃ সঙ্কুচিতঃ।

কচ্চিদিতি। প্রাঞ্চং প্রাচীনং কিঙ্করং মাং শং সুখরূপং করোষি সংস্করোষীতি
পাঠান্তরম্ ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। ততস্ততঃ।

কৃষ্ণ। তাহার পর বহুকাল পরে সেই মন্ত্রী জাম্ববান্ আমার স্বরূপ
সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া সেই সংগ্রাম হইতে বিরত হইল এবং
আমাকে আনন্দসহকারে বলিল—হে প্রভো! সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্রে
সেতুবন্ধের কথা কি আপনার কখনও স্মরণ হয় ? দশাননের মস্তক
ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া কন্দুকক্রীড়ার কথা কি আপনি কখনও স্মরণ
করিয়া থাকেন ? অথবা সেই লীলা আপনি বিস্মৃত হইতে সমর্থ নহেন
বলিয়াই রত্ন-হরণচ্ছলে এই প্রাচীন কিঙ্করের সুখবিধান করিতেছেন
বা সংস্কার-সাধন করিতেছেন ? ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গল। তার পর, তার পর ?

---

* "শংকরোষি" ইতি পাঠান্তরম্।

কৃষ্ণঃ। ততো হেমকুট্টিমার্পিতায়াং মাং নিবেশ্য মণীন্দ্রমানেতুং প্রকোষ্ঠান্তরং প্রবিষ্টে ভল্লূক-চক্রবর্ত্তিনি, মুহূর্ত্ততঃ কাপি জরতী মদভ্যর্ণমাসাদ্য নির্বেদিতবতী, তাত! তস্মিন্ হঠাদাকৃষ্টমানে মণীন্দ্রে জাম্ববতঃ কুমারী বিপদ্যতে অনাকৃষ্টমানে খল্বিষ্ট-দৈবতস্য তে বিপ্রলম্ভঃ সম্ভবতীতি মহাসঙ্কট-জম্বাল-মগ্নস্য জাম্ববতঃ করাবলম্বং ভবন্তমন্তরেণ নান্যং পশ্যামি।

ততস্তামবোচম্, বৃদ্ধে! তস্মিন্নবষ্টম্ভ-কদম্বোদগারিণি মণৌ ধনতৃষ্ণোপাধিঃ কিমস্যাঃ গৌরবোন্নাহঃ?

কৃষ্ণ ইতি। বিপদ্যতে প্রাণং ত্যজতি। বিপ্রলম্ভঃ বিরোধঃ। জম্বালঃ কর্দ্দমঃ। করাবলম্বং সহায়ম্।

বৃদ্ধে ইতি। সুবর্ণস্য সমূহমুদ্গারিতুং শীলং যস্য তস্মিন্। ধনতৃষ্ণা উপাধিঃ কারণং যত্র সঃ। অস্যা জাম্ববত্যা আগ্রহাধিক্যম্।

কৃষ্ণ। অতঃপর আমাকে স্বর্ণমন্দিরে রত্নখট্টায় উপবেশন করাইয়া সেই ভল্লূক-চক্রবর্ত্তী এই মণিশ্রেষ্ঠকে আনয়ন করিতে প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ করিলে, মুহূর্ত্তকালমধ্যে এক জন বৃদ্ধা অন্তঃপুর হইতে আসিয়া আমাকে নিবেদন করিল, প্রভো! যদি বলপূর্ব্বক জাম্ববান্ সেই মণি আকর্ষণ করে, তাহা হইলে জাম্ববানের কন্যা কুমারী জাম্ববতীর প্রাণ থাকে না; আর যদি মণি গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ইষ্টদেব আপনার সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, অতএব এই মহৎ সঙ্কট-কর্দ্দমে পতিত জাম্ববান্‌কে আপনি ভিন্ন আর কাহারও উদ্ধারের সামর্থ্য নাই।

অনন্তর আমি সেই বৃদ্ধাকে বলিলাম, বৃদ্ধে! সেই সুবর্ণভার-প্রসবকারী মণির প্রতি আসক্তির কারণ ধনতৃষ্ণা, তাহা কি জাম্ববতীর পক্ষে অধিক গৌরবের বিষয়?

ধাত্রী। তাত! নহি নহি।

রত্নং যদা দিনকর-প্রতিমন্দরোচি-
র্ভল্লূক-মণ্ডলপতিঃ স্বয়মাজহার।
এতত্তদা ক্ষণমবেক্ষ্য সরোরুহাক্ষী
সা ক্ষীণধৈর্য্য-নিকরা বিকলা বভূব ॥২৫॥

সাম্প্রতমপি বৎসা—

খিদ্যন্তী ঘটিকাং ক্রমেণ ঘটয়ত্যক্ষামবক্ষোজয়ো-
র্জিঘ্রন্তী চ মুহুর্মুহূর্ত্তমুপরি ঘ্রাণস্য বিন্যস্যতি।
ধত্তে নিশ্বসতী চ নীর-কণিকা কীর্ণান্তয়োর্নেত্রয়ো-
রিত্থং বন্ধুমিব স্যমন্তকমসৌ ধৃতাঙ্গমালিঙ্গতী ॥ ২৬ ॥

ধাত্রীতি। দিনকরস্য প্রতিমন্দতুল্যং রোচির্যস্য তৎ। আজহার আনীত-
বান্। এতৎ রত্নম্। সরোরুহাক্ষী জাম্ববতী ॥ ২৫ ॥

সাম্প্রতমিতি। ঘটিকাং ব্যাপ্য ধৃতাঙ্গম্ ॥ ২৬ ॥

ধাত্রী। প্রভো! তাহা নহে। ভল্লূক-চক্রবর্ত্তী যখন এই দ্বিতীয় দিনকর-সদৃশ উজ্জ্বল রত্ন স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, তখন সেই কমলনয়না জাম্ববতী এই রত্নকে ক্ষণকাল দেখিতে না পাইয়া ধৈর্য্যহীনা ও বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২৫ ॥

এখনও বৎসা খেদ করিতে করিতে ক্রমাগত ঘটিকাকাল ধরিয়া এই মণিকে স্থূলস্তনযুগলের উপর ধারণ করিতেছে, কখনও বা মুহূর্ত্ত-কাল ধরিয়া নাসিকার উপর স্থাপন করিয়া মুহুর্মুহু আঘ্রাণ করিতেছে, কখনও বা অশ্রুপূর্ণ নেত্রদ্বয়োপরি ধারণ করিয়া নিশ্বাসত্যাগ করিতেছে, এইরূপে কম্পিতাঙ্গী এই জাম্ববতী বন্ধুর ন্যায় স্যমন্তককে আলিঙ্গন করিতেছে ॥ ২৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। তদো তদো ?

কৃষ্ণঃ। ততশ্চ কৌতুকেনাহমাক্রান্তমনাস্তামবাদিষম্, ধাত্রিকে !
কিমত্র কারণম্? যদেষা তত্র রত্নে প্রাজ্যং রজ্যতি।

ধাত্রী। তাত ! কস্তদ্বিজ্ঞাতুমীষ্টে ?

যতঃ—

রত্নে রতিস্তে মহতী কিমত্র
সা ভঙ্গুরভ্রূরিতি পৃচ্ছমানা।
নিশ্বস্য নিশ্বস্য তনোতি বাষ্পং
মুখেন্দুমাবৃত্য পটাঞ্চলেন ॥ ২৭ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। ততস্ততঃ ?

কৃষ্ণ ইতি। প্রাজ্যং প্রচুরম্।

ধাত্রীতি। ইতি পৃচ্ছমানা সা ভঙ্গুরভ্রূঃ সতী বাষ্পং তনোতীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৭ ॥

মধুমঙ্গল। তার পর, তার পর ?

কৃষ্ণ। এই কথা শুনিয়া আমার মন কৌতূহলে আক্রান্ত হওয়ায় আমি তাহাকে বলিলাম—ধাত্রিকে ! এই রত্নে ইঁহার এইরূপ অসামান্য অনুরক্তির কারণ কি ?

ধাত্রী। প্রভো ! কে তাহা জানিতে চেষ্টা করিবে ? যেহেতু—এই রত্নে তোমার এত আসক্তি কেন ? এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেই সে ভ্রূভঙ্গি পুরঃসর বস্ত্রাঞ্চলে মুখচন্দ্র আবৃত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অশ্রুত্যাগ করিতে থাকে ॥ ২৭ ॥

ততস্তামভ্যধাম্, ধাত্রি ! কিমেষা ব্যাহরন্তী তিষ্ঠতি ?

ধাত্রী। কল্যাণীভির্দ্যুতিভিরধিকং রাধিকামাধবাখ্যং
যৎ পঞ্চালী মিথুনমতুলং নির্ম্মমে নির্ম্মলাঙ্গী।
তস্যান্যোন্য-প্রণয়-মধুরৈঃ সঙ্গমালাপরঙ্গৈঃ
খেলন্তী সা ক্ষপয়তি গলদ্বাষ্পধারং দিনানি ॥২৮॥

ততস্তদাকর্ণ্য গম্ভীর-বিস্ময়ারম্ভ-সম্বীত-চিত্তস্তামেবাহং সশাস্ত্ব্যমবাদিষম্, ধাত্রিকে ! কীদৃশপঞ্চালিকাদ্বন্দ্বং তদবলোকে কৌতূহলবানস্মি।

তত ইতি। অভ্যধাম্ অপৃচ্ছম্।

ধাত্রীতি। পঞ্চালিকা পুত্রিকা স্যাদ্বস্ত্রদন্তাদিভির্কৃতা। মিথুনযুগলং প্রতিম-যুগ্মম্। সঙ্গমো মিলনমালাপং কথনঞ্চ তত্র যে রঙ্গাঃ কৌতুকানি তৈঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ ধাত্রীবচনম্, সশাস্ত্বং সমধুরম্।

তদনন্তর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ধাত্রি ! ইনি কিরূপ আচরণে কালযাপন করেন ?

ধাত্রী। এই নির্ম্মলাঙ্গী কুমারী অতিসুন্দর দ্যুতিসমন্বিত রাধিকা-মাধব-নামক যুগলমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের পরস্পরের প্রতি প্রণয়গর্ভ মধুর আলাপনের, মিলনের ও কৌতুকের দ্বারা ক্রীড়া করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণলোচনে দিনযাপন করিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

অনন্তর ধাত্রীর কথা শুনিয়া আমার চিত্ত অতীব গম্ভীর-বিস্ময়ে আক্রান্ত হওয়ায় আমি তাহাকে মধুরবচনে বলিলাম—ধাত্রিকে ! সেই প্রতিমাদ্বয় কিরূপ, তাহা দেখিবার জন্য আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

ধাত্রী। তাত! তদদ্ভুতং জগন্মণ্ডলোত্তংসয়োঃ স্ত্রী-পুংসয়োর্যুগ্মম্।

তয়োর্হি।

ত্বদালোকে সদ্যঃ স খলু তব তুল্যাকৃতিধরঃ
　পুমান্ মে স্মেরাস্যঃ স্মরণ-পদবীমভ্যুপগতঃ।
ন জানে সা ধন্যা ক নু বসতি পুণ্যে জনপদে
　যদীক্ষারম্ভে সা স্মৃতিমুপজিহীতে বরতনুঃ ॥২৯॥

মধুমঙ্গলঃ। তদো তদো?

কৃষ্ণঃ। সা কক্ষান্তরমাসাদ্য জাম্ববতী-চিত্তমুত্তম্ভয়ামাস বৎসে! তবায়ং পঞ্চালিকয়োর্যঃ শ্যামঃ পুমান্ স কৌতুকী বিগ্রহা-

ত্বদালোকে ইতি। যস্যা রাধায়াঃ প্রতিমূর্ত্তের্দর্শনারম্ভে। উপজিহীতে উপগচ্ছতি। ওহাঙ্ গতৌ ॥ ২৯ ॥

মধুমঙ্গল ইতি; ততস্ততঃ?

কৃষ্ণ ইতি। কক্ষান্তরং প্রকোষ্ঠান্তরম্। উত্তম্ভয়ামাস উৎসুকয়ামাস।

ধাত্রী। প্রভো! সেই প্রতিমাদ্বয় জগন্মণ্ডলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী-পুরুষের যুগল। তাহাদের মধ্যে তোমাকে দর্শন করিয়া তোমার তুল্য আকৃতিধারী—হাস্যবদন সেই পুরুষ-প্রতিমা আমার স্মরণপথে উপস্থিত হইল, আর সেই স্ত্রী-প্রতিমাকে দেখিলে যাঁহাকে মনে পড়ে, না জানি, সেই ধন্যা সুন্দরী কোন্ পুণ্যময় জনপদে অবস্থান করিতেছেন! ॥ ২৯ ॥

মধুমঙ্গল। তার পর, তার পর?

কৃষ্ণ। তাহার পর সেই ধাত্রী কক্ষান্তরে গমন করিয়া জাম্ববতীর চিত্তকে ঔৎসুক্যে পূর্ণ করিয়া কহিল—বৎসে! তোমার এই বিগ্রহ-যুগলের

স্তরেণ জঙ্গমী-ভাবমঙ্গীকৃত্য পর্য্যঙ্কিকামধ্যমধ্যাস্তে তদদ্ভুতং দৃষ্টৈরপরোপক্ষী ক্রিয়তাম্। (ইত্যাকর্ণ্য চ)

রাধায়াঃ প্রতিমাং মণিপ্রণয়িনীং বিন্যস্য ধাত্রী-করে
সা সদ্যস্তরুণা তিরোহিত-তনুর্মাং বীক্ষ্য পর্য্যুৎসুকা।
ক্রোশন্তী শিথিলীকৃত-ত্রপমপধ্বস্তাঙ্গ-বর্ণোন্নতিঃ
সাতঙ্কং নিপপাত মচ্চরণয়োরঙ্কে কুরঙ্গেক্ষণা ॥ ৩০ ॥

(ইতি বৈবশ্যং নাটয়তি)

মধুমঙ্গলঃ। (স-সম্ভ্রমং পাণিং প্রসার্য্য) পিঅবঅস্স! মহ হত্থং ওলম্বেহি।

রাধায়া ইতি। মণিপ্রণয়িনীং মণিরচিতামিত্যর্থঃ। তরুণা বৃক্ষেণ তিরোহিতা তনুর্যস্যাঃ সা। অঙ্কে নিকটে ॥ ৩০ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। প্রিয়বয়স্য! মম হস্তং অবলম্বস্ব।

মধ্যে যিনি শ্যামবর্ণ পুরুষ, তিনি কুতূহলাক্রান্ত হইয়া অন্য দেহে জঙ্গম-ভাব ধারণ করত পর্য্যঙ্কমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, অতএব তুমি সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিকে সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ কর।

(ইহা শুনিয়া) ধাত্রীর করে শ্রীরাধিকার মণিবিনির্ম্মিতা প্রতিমা স্থাপন করিয়া সেই কুমারী তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের অন্তরালে নিজ তনু গোপন করিয়া আমাকে অবলম্বন করত ঔৎসুক্যভরে কাঁদিতে লাগিলেন এবং লজ্জাবিরহিতা হইয়া বিবর্ণ-কলেবরে বিগলিতাঙ্গে সেই হরিণনয়না আতঙ্কভরে আমার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

(ইহা বলিয়া বিহ্বল হইলেন)

মধুমঙ্গল। (সসম্ভ্রমে হাত বাড়াইয়া) প্রিয়বয়স্য! আমার হস্ত ধারণ কর।

কৃষ্ণঃ। (তথা কৃত্বা সগদ্গদম্)

উপতরু ললিতাং তাং প্রত্যভিজ্ঞায় সদ্যঃ
প্রকৃতি-মধুররূপাং বীক্ষ্য রাধাকৃতিঞ্চ।
মণিমপি পরিচিম্বন্ শঙ্খচূড়াবতংসং
মুহুরহমুদঘূর্ণং ভূরিণা সম্ভ্রমেণ ॥ ৩১ ॥

মধুমঙ্গলঃ। হী হী পিঅবঅস্‌স! এসো কঞ্জিঅং পত্থঅন্তস্‌স সিহরিণীলাহো।

(ইত্যুৎকূজন্)

কৃষ্ণ ইতি। উপতরু তরোঃ সমীপে, সেয়ং ললিতা ইতি জ্ঞাত্বা। সিদ্ধি-নাম নাটকভূষণমিদম্।—অতর্কিতোপপন্নঃ স্যাৎ সিদ্ধিরিষ্টার্থসঙ্গমঃ। অত্র ইষ্টস্য ললিতাদি-সঙ্গমস্যাতর্কিতত্বাৎ সিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। আশ্চর্য্যম! প্রিয়বয়স্য! কাঞ্জিকাং প্রার্থয়মানস্য শিখরিণী-

কৃষ্ণ। (তাহাই করিয়া গদ্গদস্বরে) হঠাৎ সেই তরুর অন্তরালে অবস্থিতা জাম্ববতীকে ললিতা বলিয়া জানিতে পারিয়া এবং স্বভাব-মধুরা সেই শ্রীরাধিকার আকৃতি দর্শনে সেই মণিকে শঙ্খচূড়ের শিরোভূষণরূপে চিনিতে পারিয়া অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত আমি মুহুর্মুহুঃ ঘূর্ণিত হইয়াছিলাম ॥ ৩১ ॥

মধুমঙ্গল। কি আশ্চর্য্য! প্রিয়বয়স্য! ইহা ত কাঞ্জিকাপ্রার্থীর পক্ষে শিখরিণীলাভ! (ইহা বলিয়া উচ্চস্বরে)—

ভো ! এদং মহাসোক্খ-বিক্খোহেন প্পফুট্টই মে হিঅঅং, তা ধারেহি মম্।

কৃষ্ণঃ। সখে ! ক্ষণমব্যগ্রঃ সমাকর্ণয়।

মধুমঙ্গলঃ। (সধৈর্য্যম্) তদো তদো ?

কৃষ্ণঃ। শান্তিহেতুভিঃ কোমলালাপমাধুরীভিঃ সান্ত্বিতাপি সুকণ্ঠী মুক্তকণ্ঠং ক্রন্দন্তী মামবাদীৎ—

অলিন্দে কালিন্দী-কমল-সুরভৌ কুঞ্জবসতে-
বসন্তীং বাসন্তী নবপরিমলোদ্গারি-চিকুরাম্।
ত্বদুৎসঙ্গে নিদ্রাসুখমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিশলয়-কলাপ-ব্যজনিনী ॥৩২॥

ভো ! এতৎ মহাসৌখ্য-বিক্ষোভেণ প্রস্ফুটতি মে হৃদয়ম্, তৎ ধারয় মাম্।

মধুমঙ্গল ইতি। ততস্ততঃ ?

কৃষ্ণ ইতি। অলিন্দে অঙ্গনে। নবীন-পত্রাণাং সমূহো ব্যজনমস্তি যস্যাঃ সা। কলাপো ভূষণে বর্হে তূণীরে সংহতে চেতি কোষঃ ॥ ৩২ ॥

সখে ! এই মহাসুখের উদয় হওয়ায় আমার হৃদয়-পদ্ম অত্যন্ত আনন্দে ফুটিয়া উঠিতেছে, অতএব আমাকে ধর।

কৃষ্ণ। সখে ! আর ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শ্রবণ কর।

মধুমঙ্গল। (ধৈর্য্য সহকারে) তার পর, তার পর ?

কৃষ্ণ। শান্তির হেতুভূত কোমলালাপ-মাধুরীর দ্বারা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াও সেই সুকণ্ঠী মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে আমাকে বলিলেন—আমি কবে আবার কালিন্দীজাত কমলগন্ধে সুরভিত কুঞ্জের অঙ্গনে বসন্তকালীন নবপরিমল-বিস্তারিতচিকুরা তোমার ক্রোড়ে নিদ্রাসুখে

ততঃ প্রগাঢ়তরোৎকণ্ঠাপরীতেন হৃদ্বাষ্পমুদ্রা ময়াপি চিরাত্তস্যামুদ্‌ঘাটিতা।

হন্ত ললিতে! সবিধমনৃত-নিদ্রা মুদ্রিতাক্ষস্য যান্তী
মুহুরিয়মধুনা মে বক্ত্রবিম্বং চুচুম্ব।
ইতি সখি! পুরতস্তে হ্রেপিতায়া ময়োচ্চৈ-
র্ভ্রূকুটি-মধুরমাস্যং রাধিকায়াঃ স্মরামি ॥ ৩৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ। তদো তদো?

তত ইতি। স্বীয়-বাষ্পমুদ্রা।

মুদ্রিতাক্ষস্য মিথ্যাভূতয়া নিদ্রয়া মুদ্রিতে অক্ষিণী যেন তস্য ॥ ৩৩ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। ততস্ততঃ?

নিমীলিত-নয়না শ্রীরাধিকাকে নবীন পত্রাবলীর দ্বারা ব্যজন করিয়া সেবা করিব? ॥ ৩২ ॥

অনন্তর প্রগাঢ় উৎকণ্ঠাকুলিত হইয়া আমিও বহুক্ষণ ধরিয়া আমার হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ-পুরঃসর কহিলাম—হায়! ললিতে! আমি নিকটে মিথ্যানিদ্রায় নিমীলিতনেত্র হইলে ইনি এখনই মুহূর্ত্তকাল আমার বদনবিম্বে চুম্বন করিয়াছেন, হে সখি! এই কথা উচ্চ করিয়া তোমার অগ্রে বলিয়া লজ্জা দিলে পর, শ্রীরাধিকার যে মধুর ভ্রূকুটিযুক্ত বদন প্রকাশ পাইয়াছিল, আমি তাহাই স্মরণ করিতেছি ॥ ৩৩ ॥

মধুমঙ্গল। তার পর, তার পর?

কৃষ্ণঃ। ততশ্চ বিজ্ঞাতাখিলবৃত্তান্তঃ স জাম্ববান্ সানন্দং তত্রাগত্য মামব্রবীৎ—

স্থগ্রীব-প্রণয়িতয়া মুহুঃ সমগ্রং
কারুণ্যং ময়ি কুরুতে সরোজবন্ধুঃ।
তস্যাহং ত্বরিতমধারয়ং নিদেশা-
ন্নিঃশঙ্কং গিরিশিখরাদিমাং পতন্তীম্ ॥ ৩৪ ॥

ততশ্চ জাম্বূনদালঙ্কৃতা জাম্ববতী তেন ভল্লূকশিরো-মালোন শিরোমণিনা সহ মম পাণৌ বিন্যস্তা। ময়াপি বিদর্ভেন্দ্রমর্য্যাদা-ভঙ্গভীরুণা রৈবত-কন্দরায়াং সা সুন্দরী

কৃষ্ণ ইতি। সুগ্রীবেতি। সুগ্রীবস্য সূর্য্যপুত্রত্বস্য খ্যাতিঃ পুরাণ-প্রসিদ্ধা। সরোজবন্ধুঃ সূর্য্যঃ। তস্য সূর্য্যস্য ॥ ৩৪ ॥

ময়াপীতি। বিদর্ভেন্দ্রেণ ভীষ্মকেন কৃতা যা মর্য্যাদা তৎপুত্র্যাজ্ঞামৃতেঽন্যস্যঃ অস্বীকাররূপা তস্যা ভঙ্গে ভীরুণা।

কৃষ্ণ। অনন্তর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জাম্ববান আনন্দভরে তথায় আসিয়া আমাকে বলিলেন—সুগ্রীবের সহিত আমার প্রণয়, এই জন্য সরোজবন্ধু সূর্য্যদেব আমাকে বারংবার পূর্ণভাবে কৃপা করিয়া থাকেন, সেই জন্যই তাঁহার আদেশেই গিরিশিখর হইতে পতিত হইবার সময়ে এই কন্যাকে নির্ভয়ে অতি শীঘ্র ধারণ করিয়াছিলাম ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা জাম্ববতীকে সেই ভল্লূক-শিরোমণি এই রত্নোত্তম স্যমন্তকের সহিত আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমিও বিদর্ভেন্দ্রের নিকট যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম, তদনুসারে তাঁহার মর্য্যাদা-ভঙ্গভয়ে এই সুন্দরীকে রৈবতক পর্ব্বতের কন্দরে

রক্ষিতা। তদিদং রহস্য-কথা-রত্নং যত্নতশ্চিত্ত-কোষান্তরে ধারণীয়ম্—যথা কস্যাপি বিতর্কপদবীমপি নাবরোহতি।

মধুমঙ্গলঃ। এব্বম, ণ্ণেদম্।

কৃষ্ণঃ। (সবৈক্লব্যম্)

নিখিল-সুহৃদামর্থারম্ভে বিলম্বিত-চেতসো
মসৃণত-শিখো যঃ প্রাপ্তোঽভূন্মনাগিব মার্দ্দবম্।
স খলু ললিতা-সান্দ্র-স্নেহপ্রসঙ্গ-ঘনীভবন্
পুনরপি বলাদিন্ধে রাধাবিয়োগময়ঃ শিখী ॥ ৩৫ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। যথা কথয়সি, তথা করোমি।

কৃষ্ণ ইতি। মসৃণিতঃ কোমলঃ শীতলো বিরহাগ্নিঃ মনাক্ অল্পতরং মার্দ্দবং মৃদুত্বং প্রাপ্তঃ। আক্ষেপ-নাম সন্ধ্যঙ্গমিদম্। তথাচ—গর্ভবীজ-সমুৎক্ষেপমাক্ষেপং পরিচক্ষতে। অত্র সকৃদর্থসম্পাদনেন গর্ভিতস্য রাধানুরাগস্য পুনর্ললিতাদর্শনাদুৎক্ষেপাদাক্ষেপঃ ॥ ৩৫ ॥

রক্ষা করিয়াছি। অতএব এই গোপনীয় কথারত্নকে তোমার চিত্তকোষে অতি যত্নে রক্ষা করিও, যেন এ বিষয়ে কোনও বাদানুবাদের কারণ উপস্থিত না হয়।

মধুমঙ্গল। তাহাই হইবে, ইহা কেহ জানিতে পারিবে না।

কৃষ্ণ। (ব্যাকুলতা সহকারে) রাধাবিরহরূপ যে অগ্নি যাবতীয় সুহৃদ্গণের অভিলষণীয় কার্য্যে বিলম্বিতচিত্ত হওয়ায় উহার শিখা শীতল হইয়া একবারে মৃদু হইয়াছিল, সেই অগ্নি এখন ললিতার গাঢ় স্নেহ-প্রসঙ্গে ঘনীভূত হইয়া বলপূর্ব্বক পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ৩৫ ॥

(ইতি বিরহার্ত্তিং নাটয়ন্)

ললাটে কাশ্মীরৈঃ কুরু মম দৃশং পাবকময়ীং
দধীথা ভোগীন্দ্র-দ্যুতিমুরসি মুক্তামণিসরম্।
তনোঃ কণ্ঠং মুক্ত্বা জনয় ঘনসারৈর্ধবলতাং
হরভ্রান্ত্যা ভীতস্তুদতি ন যথা মাং মনসিজঃ ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। সচ্চং গরুঅ ক্খু এসো সন্তাবো, তা কো এত্থ পড়িআরোত্তি ণ ক্খু ওধারেমি।

ললাটে ইতি। কাশ্মীরৈঃ কুঙ্কুমৈঃ। মণিসরং মণিহারং কণ্ঠং ত্যক্ত্বা তনোঃ শরীরস্থ কর্পূরৈর্ধবলতাং জনয়। তুদতি পীড়য়তি। মনসিজঃ কন্দর্পঃ ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। সত্যং গুরুঃ এষ সন্তাপঃ, তৎ কোঽত্র প্রতীকার ইতি ন খলু অবধারয়ামি।

(ইহা বলিয়া বিরহব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন)

সখে! যাহাতে হরভ্রমে মদন ভীত হইয়া আমাকে যন্ত্রণা প্রদান না করে, সেই জন্ম ললাটে কুঙ্কুম দ্বারা আমার অগ্নিময় চক্ষু রচনা কর, সর্পরাজ-কান্তি মুক্তামালার দ্বারা আমার বক্ষোদেশ অলঙ্কৃত কর এবং কণ্ঠ ব্যতীত আর সমস্ত অঙ্গ কর্পূরের দ্বারা ধবলিত কর ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গল। সত্যই এই সন্তাপ গুরুতর, ইহার যে কি প্রতীকার, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না।

কৃষ্ণঃ। সখে! প্রিয়াবিহার-সমভিহার-সাক্ষিণঃ কুঞ্জবৃন্দস্য বৃন্দাবনস্য বিলোকনমন্তরেণ নাত্র পরঃ প্রতীকারঃ, তদেষ মণীন্দ্রস্ত্বয়া সত্রাজিতায় সমর্প্যতাম্, ময়াপ্যবরোধায় গম্যতাম্।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥ ৩৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে ললিতোপলব্ধির্নাম ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

কৃষ্ণ ইতি। সমভিহারসাক্ষিণঃ কথনসাক্ষিণঃ। অবরোধায় অন্তর্গৃহায় ॥ ৩৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

কৃষ্ণ। সখে! প্রিয়তমার বিহার-কথার সাক্ষিস্বরূপ বৃন্দাবনের কুঞ্জাবলী-দর্শন ভিন্ন ইহার আর কোনও শ্রেষ্ঠ প্রতীকার নাই; অতএব তুমি এই মণীন্দ্র সত্রাজিৎকে প্রদান কর এবং আমিও অন্তঃপুরের উদ্দেশ্যে গমন করি। [উভয়ের প্রস্থান।

[সকলের প্রস্থান ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীললিতমাধব-নাটকে ললিতোপলব্ধি নামক ষষ্ঠ অঙ্ক।

সপ্তমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বকুলয়ারাধ্যমানা রাধা)

রাধা। (সংস্কৃতেন)

মমাসীদ্দূরে দিগপি যা হরিগন্ধপ্রণয়িনী
প্রপেদে খেদেন ত্রুটিরপি মহাকল্পপদবীম্।
দহত্যাশা-সর্পির্বিরচিত-পদঃ প্রাণ-দহনো
বলান্মাং দুর্লীলঃ কিমিহ করবৈ হন্ত! শরণম্॥ ১॥

রাধেতি। মমেতি। গতা স্থিতেত্যর্থঃ। মমাসীদ্দূরে যা দিগপীতি পাঠান্তরম্। ত্রুটিঃ ত্রসরেণুত্রয়ঃ। আশৈব সর্পিস্তেন বিরচিতং পদং স্থিতির্যেন সঃ। পদং ব্যবসিতিত্রাণস্থানলক্ষ্মাঙ্ঘ্রিবস্তুষিতি কোষাৎ। প্রাণা এব দাহকত্বাৎ দহনঃ॥ ১॥

(বকুলা কর্ত্তৃক পরিষেবিতা রাধিকার প্রবেশ)

রাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) শ্রীকৃষ্ণের গাত্রগন্ধের দ্বারা যে দিক্ সুবাসিত, সে দিক্ আমার নিকট দূরবর্ত্তী, তাঁহার বিরহ-খেদে অতি অল্প-পরিমিত কালও আমার নিকট মহাকল্পের সমান হইয়া উঠিয়াছে, আশারূপ ঘৃতপাত্রে স্থিত দুষ্ট প্রাণরূপ অগ্নি আমাকে বলপূর্ব্বক দহন করিতেছে, হায়! আমি কি করিব, কাহার শরণ গ্রহণ করিব? ॥ ১॥

বকুলা। তলা সচ্চে! সিণিহেণ ণঅবুন্দাএ বণ্ণিদং তুম্হ রহস্সম্, তধাবি কিম্পি বিণ্ণবিস্সম্।

রাধা। কামং বিণ্ণবেহি।

বকুলা। অম্হ রাইন্দো সুন্দরসেহরো তিল্লোঅং সাসেদি, তা জই আণ্ণবেসি, তদো দেঈএ রূপ্পিণীএ বি পড়িউলা ভবিঅ, তস্স তুমং বিণ্ণবেমি।

বকুলেতি সখি সত্যে! স্নেহেন নববৃন্দয়া বর্ণিতং তব রহস্যম্, তথাপি কিমপি বিজ্ঞাপয়িষ্যামি।

রাধেতি। বিণ্ণবেহি বিজ্ঞাপয়।

বকুলেতি। অস্মদ্রাজেন্দ্রঃ সুন্দরশেখরস্ত্রিলোকং শাস্তি, তং যদি আজ্ঞাপয়সি, তদা দেবী রুক্মিণ্যা অপি প্রতিকূলা ভূত্বা, তস্মৈ ত্বাং বিজ্ঞাপয়ামি।

বকুলা। সখি সত্যে! যদিও স্নেহ বশতঃ নববৃন্দা তোমার রহস্য আমার নিকট বলিয়াছেন, তথাপি আমি কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।

রাধা। ইচ্ছামত নিবেদন কর।

বকুলা। আমাদের রাজেন্দ্র সুন্দরের শিরোমণি এবং তিনি স্বীয় প্রভাবে ত্রিলোক শাসন করিতেছেন, যদি আজ্ঞা কর, তবে দেবী রুক্মিণীর প্রতিকূলা হইয়া তাঁহার নিকট তোমার বৃত্তান্ত নিবেদন করি।

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতেন)

শাস্তু দ্বারবতী-পতিস্ত্রিজগতীং সৌন্দর্য্যপর্য্যাচিতঃ
কিমনেন বিরম্যতাং কথমসৌ শাপাগ্নিরুজ্জ্বাল্যতে।
যুষ্মাভিঃ স্ফুটযুক্তি-কোটি-গরিমব্যাহারিণীভির্বলা-
দাক্রষ্টুং ব্রজরাজনন্দনপদাম্ভোজান্ন শক্যা বয়ম্ ॥ ২ ॥

বকুলা। সহি! পুচ্ছ হিদং ণঅবুন্দম্।

রাধা। কহিং গদা ণঅবুন্দা ?

বকুলা। দেঈএ আহূদা অন্তেউরে।

রাধেতি। শাপনিমিত্তোঽগ্নিঃ ক্রোধরূপ উজ্জ্বাল্যতে। সংকেটং নাম বিমর্শসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তথাচ—সংফেটো রোষভাষণম্। অত্র বকুলাং প্রতি গূঢ়রোষোক্ত্যা সংফেটঃ ॥ ২ ॥

বকুলেতি। সখি! পৃচ্ছ হিতং নববৃন্দাম্।

রাধেতি। কুত্র গতা নববৃন্দা ?

বকুলেতি। দেব্যা আহূতা অন্তঃপুরে।

শ্রীরাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া দ্বারকাধিপতি ত্রিলোক শাসন করুন, তাঁহাকে আমার কোনও প্রয়োজন নাই, কেন আমার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বালিত করিতেছ, শান্ত হও; তোমরা প্রকাশ্যভাবে কোটি কোটি যুক্তি-গৌরব-সমন্বিত বাক্যের দ্বারাও বলপূর্ব্বক আমাকে ব্রজরাজনন্দনের পাদপদ্ম হইতে আকর্ষণ করিতে পারিবে না ॥ ২ ॥

বকুলা। সখি! হিত কি, নববৃন্দাকে তাহা জিজ্ঞাসা কর।

রাধা। নববৃন্দা কোথায় গেল ?

বকুলা। দেবী রুক্মিণীর আহ্বানে অন্তঃপুরে গিয়াছে।

রাধা। হস্ত ! পরতন্তম্হি কিদা হদদেব্বেণ।

(প্রবিশ্য নববৃন্দা)

নববৃন্দা। সখি সত্যে ! মা বিষাদং কৃথাঃ, পশ্য পশ্য।

পাদে নিপত্য বদরীমবলম্বমানা
কান্তং রসালমনুবিন্দতি মাধবীয়ম্।
প্রাণেশ-সঙ্গমবিধৌ বিনিবিষ্টচিত্তা
ন পারবশ্য-কদনং মনুতে হি সাধ্বী ॥ ৩ ॥

রাধা। কা কৃখু তুহ হত্থে ণেবচ্ছ-সামগ্গী ?

রাধেতি। হন্ত ! পরতন্ত্রাস্মি কৃতা হতদৈবেন।

নববৃন্দেতি পাদে ইতি। রসালঃ আম্রম্, পক্ষে রসিকম্। মাধবী অতি-মুক্তা, পক্ষে স্বাধীন-পতিকা। কশ্চিত্তু ছলনা নাম বিমর্শসন্ধ্যঙ্গমপঠিত্বা তৎস্থানে ছাদনং পঠতি। তথাচ—কার্যার্থমপমানাদেঃ সহনং ছলনং মতম্। অত্র স্পষ্টম্ ॥ ৩ ॥

রাধেতি। কা খলু তব হস্তে নেপথ্য-সামগ্রী ?

রাধা। হায় ! হতদৈব কর্তৃক আমি পরাধীনা হইলাম।

(নববৃন্দার প্রবেশ)

নববৃন্দা। সখি সত্যে ! বিষাদ করিও না, দেখ দেখ—এই মাধবী পদে নিপতিত হইয়া বদরীকে অবলম্বন করিয়া কান্ত রসাল তরুকে পশ্চাৎ লাভ করিল। এই সাধ্বী প্রাণেশ্বরের সঙ্গম-বিষয়ে একাগ্রচিত্তা হওয়ায় পরাধীনতারূপ দুঃখ অনুভব করিতে পারিতেছে না ॥ ৩ ॥

রাধা। তোমার হস্তে কি এ বেশযোগ্য সামগ্রী ?

নববৃন্দা। শচ্যোপহারী-কৃতানি দেব্যৈ
দিব্যানি মাল্য-দুকূলাদীনি।
তান্যেষা সখীভ্যো বিভজন্তী
ত্বামপি বণ্টকেন পুরশ্চকার॥

রাধা। কিং মে দুক্খাণলস্স ইন্ধণেণ ইমিণা পসাহণেণ?

নববৃন্দা। সখি! ভানুদেবস্য সেবায়ামুপযোক্ষ্যতে।

রাধা। হলা! ভণিদম্হি ভানুনা, বচ্ছে! সাঅরকচ্ছে নিবিট্‌ঠাএ দুআরবদী পুরীএ গব্ভে ণিম্মিদং ণঅবুন্দাঅণং পবিসিঅ তিণা অপ্পণো পরাণণাধেণ সদ্ধং বিহরেহি।

নববৃন্দেতি। শচ্যা পৌলোম্যা। দেব্যৈ রুক্মিণ্যৈ। এষা রুক্মিণী।

রাধেতি। কিং মে দুঃখানলস্য ইন্ধনেন অনেন প্রসাধনেন?

নববৃন্দেতি। উপযোক্ষ্যতে উপযুক্তং ভবিষ্যতি।

রাধেতি। সখি ভণিতাস্মি ভানুনা, বৎসে! সাগরকচ্ছে নিবিষ্টায়া দ্বারাবতী-পুর্য্যা গর্ভে নির্ম্মিতং নববৃন্দাবনং প্রবিশ্য তেন আত্মনঃ প্রাণনাথেন সার্দ্ধং বিহর।

নববৃন্দা। শচীদেবী দেবী রুক্মিণীকে স্বর্গীয় যে মালা ও বস্ত্রাদি উপহার দিয়াছেন, ইনি তাহা সখীদিগকে ভাগ করিয়া দিতে যাইয়া আপনাকেও অংশমত পুরস্কার দিয়াছেন।

রাধা। আমার দুঃখানলের ইন্ধন-স্বরূপ এই প্রসাধনে প্রয়োজন কি?

নববৃন্দা। সখি! ইহা সূর্য্যের পূজার পক্ষে উপযুক্ত হইবে।

রাধা। সখি! সূর্য্যদেব আমাকে বলিয়াছিলেন, বৎসে! সাগরপ্রান্তে অবস্থিতা দ্বারকাপুরীর গর্ভে নির্ম্মিত নববৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া তুমি নিজের প্রাণনাথের সহিত বিহার কর।

নববৃন্দা। চারুলোচনে! ব্যভিচার-পরাচীনানি ন খলু ভবন্তি দৈবতবরাণাং বচাংসি।

রাধা। (সংস্কৃতেন) মথুরামধিরাজতে হরিঃ
সখি! রাজেন্দ্রপুরেঽত্র সংবৃতা।
নিবসাম্যহমিত্যসম্ভবঃ
প্রিয়সঙ্গঃ প্রতিভাসতে মম ॥ ৪ ॥

নববৃন্দা। অলং বিলাপৈঃ সময়ক্রমস্য
দুরূহরূপা গতয়ো ভবন্তি।
শরন্মুখে পশ্য সরস্তটীষু
খেলন্ত্যকস্মাৎ খলু খঞ্জরীটাঃ ॥ ৫ ॥

নববৃন্দেতি। ব্যভিচারাৎ পরাঙ্মুখানি সত্যানীত্যর্থঃ।

রাধেতে। রাজেন্দ্রপুরে দ্বারকাপুরে ॥ ৪ ॥

নববৃন্দেতি। দুরূহরূপাঃ দুর্বিতর্ক্যাঃ। দুরূহত্বং দর্শয়তি শরন্মুখ ইত্যাদি। প্ররোচননাম সন্ধ্যঙ্গমিদম্। তথাচ—সিদ্ধি-তন্ত্রাবিনোঽর্থস্য সূচনা স্যাৎ প্ররোচনা। অত্র খঞ্জরীটস্য দৃষ্টান্তেন ভাবিকৃষ্ণসঙ্গমসূচনা ॥ ৫ ॥

নববৃন্দা। চারুলোচনে! দেবতাশ্রেষ্ঠগণের বাক্য কখনও সত্য ভিন্ন মিথ্যা হয় না।

রাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) সখি! শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরে বিরাজ করিতেছেন, আর আমি দ্বারকাপুরে অবরুদ্ধা হইয়া বাস করিতে থাকিলাম, এই জন্য প্রিয়তমের সঙ্গ আমার নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৪ ॥

নববৃন্দা। সখি! বিলাপ ত্যাগ কর, সময়ক্রমের গতি অতিশয় দুরূহ, দেখ, শরৎ ঋতুর আরম্ভেই অকস্মাৎ খঞ্জন পক্ষিসকল সরোবরতটে ক্রীড়া করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

রাধা। অপ্পণিহাণে খঞ্জরীডোবিঅ অসাহীণে কৃখু পদেসে মহা-
পুরিসো ণ রমেদি।

নববৃন্দা। (বিহস্য) বিভ্রমাকুলে! ব্রজেন্দ্রস্যাত্র কথমস্বা-
ধীনতাঽবধারিতা ?

রাধা। (সেস্যম্) অই রাইন্দস্স কীলাবণ-মক্কড়ি! চিট্ঠ চিট্ঠ।

নববৃন্দা। সরলে! ব্রজেন্দ্রমেব রাজেন্দ্রং বিদ্ধি।

রাধা। (সৌৎসুক্যম্) অবি সচ্চং এদম্ ?

রাধেতি। অপ্রণিধানে খঞ্জরীট ইব অস্বাধীনে খলু প্রদেশে মহাপুরুষো
ন রমতে।

নববৃন্দেতি। বিভ্রমাকুলে ভ্রান্তে!

রাধেতি। অয়ি রাজেন্দ্রস্য ক্রীড়াবন-মর্কটি! তিষ্ঠ তিষ্ঠ।

রাধেতি। অপি সত্যমেতৎ ?

রাধা। অপ্রণিধানে খঞ্জরীট যেমন ক্রীড়া করে না, মহাপুরুষেরাও
সেইরূপ অস্বাধীন প্রদেশে রমণ করেন না।

নববৃন্দা। (হাসিয়া) অয়ি ভ্রান্তে! এ স্থানে ব্রজেন্দ্রের অস্বাধীনতা কিরূপে
স্থির করিলে ?

রাধা। অয়ি রাজেন্দ্রের ক্রীড়াবনের বানরি! চুপ করিয়া থাক।

নববৃন্দা। সরলে! ব্রজেন্দ্রকেই রাজেন্দ্র বলিয়া জানিও।

রাধা। (ঔৎসুক্য সহকারে) ইহা কি সত্য ?

নববৃন্দা। (স্বগতম্) হন্ত! কথং যদৃচ্ছয়া বিস্মৃত-শপথাস্মি সংবৃত্তা?

(প্রকাশম্)

ন কেবলং রাজেন্দ্রমেব রামচন্দ্রমুপেন্দ্রঞ্চ ব্রজেন্দ্রং বদন্তি।

বকুলা। হলা! আদা ভণাদি, ণিব্বন্ধং মুঞ্চিঅ ণন্দেহি রাইন্দম্।

রাধা। (সংস্কৃতেন)

যস্যোত্তংসঃ স্ফুরতি চিকুরে কেকিপুচ্ছপ্রণীতো
হারঃ কণ্ঠে বিলুঠতি কৃতঃ স্থূল-গুঞ্জাবলীভিঃ।

নববৃন্দেতি। যদৃচ্ছয়া হেতুশূন্যেচ্ছয়া।

বকুলেতি। সখি! অতো ভণামি নির্ব্বন্ধং মুক্ত্বা নন্দয় রাজেন্দ্রম্।

রাধেতি। উত্তংসঃ মুকুটঃ। তঁতস্তস্মাৎ হরে রূপাদন্যরূপং মে চেতো নাঙ্গীকরোতি ইত্যন্বয়ঃ। ব্যবসায়-নাম সন্ধ্যাঙ্গস্য দ্বিতীয়-প্রকারমিদম।

নববৃন্দা। (স্বগত) হায়! কি প্রকারে যথেচ্ছাক্রমে হঠাৎ প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলাম? (প্রকাশ্যে) কেবল যে ইনি রাজেন্দ্র, তাহা নহেন, সেই ব্রজেন্দ্রকে রামচন্দ্র ও উপেন্দ্রও বলিয়া থাকে।

বকুলা। সখি! এই জন্যই বলি, অন্য নির্ব্বন্ধ ত্যাগ করিয়া রাজেন্দ্রকেই আনন্দিত কর।

রাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) সখি! যাঁহার কেশকলাপে শিখিপুচ্ছ-নির্ম্মিত মুকুট শোভা পাইতেছে, স্থূল গুঞ্জাবলী-বিরচিত হার যাঁহার কণ্ঠে দুলিতেছে, যাঁহার বদনে বেণু বিরাজ করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রকার

বেণুর্বক্ত্রে রচয়তি রুচিং হন্ত ! চেতস্ততো মে
রূপং বিশ্বোত্তরমপি হরের্নান্যদঙ্গীকরোতি ॥ ৬ ॥

বকুলা। সহি ! উজ্জুঅ বুদ্ধি আসি, জং কঢোরে বি তস্সিং সুট্‌ঠ রজ্জসি।

রাধা। (স-সম্ভ্রমং সংস্কৃতেন) মুগ্ধে ! মৈবং ব্রবীঃ।

ঔদাসীন্য-ধুরাপরীত-হৃদয়ঃ-কাঠিন্যমালম্বতাং
কামং শ্যামলসুন্দরো ময়ি সখি ! স্বৈরী সহস্রং সমাঃ।

কশ্চিত্তু, ব্যবসায়স্ত বিজ্ঞেয়ঃ প্রতিজ্ঞাহেতু-সম্ভবঃ। অত্র স্ফুটমেব প্রতিজ্ঞা ॥ ৬ ॥

বকুলেতি। সখি ! ঋজুকবুদ্ধিকাসি, যৎ কঠোরেঽপি তস্মিন্ সুষ্ঠু রজ্যসি

রাধেতি। সমাঃ বৎসরান্ ব্যাপ্নোতি কালে দ্বিতীয়া। প্রিয়েভ্যঃ দেহ-প্রাণজীবেভ্যঃ। প্রণয়িতা প্রণয়িতয়া ॥ ৭ ॥

রূপ ভিন্ন অন্য কোনও রূপ অলৌকিক হইলেও আমার চিত্ত অঙ্গীকার করে না ॥ ৬ ॥

বকুলা। সখি ! তুমি অতি সরলবুদ্ধি, তাই তুমি আবার সেই কঠোরেই অনুরক্ত হইতেছ।

রাধা। (সম্ভ্রম-পুরঃসর সংস্কৃত ভাষায়) মুগ্ধে, এরূপ কথা বলিও না—স্বেচ্ছাতন্ত্র সেই শ্যামলসুন্দর চূড়ান্ত ঔদাসীন্যের দ্বারা পরিপূর্ণ-হৃদয় হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি সহস্র বৎসর ধরিয়া আমার প্রতি কাঠিন্য অবলম্বন করেন, তথাপি হে সখি ! আমার অতিপ্রিয় দেহ, প্রাণ ও

কিন্তু ভ্রান্তিভরাদপি ক্ষণমিদং তত্র প্রিয়েভ্যঃ প্রিয়ে
চেতো জন্মনি জন্মনি প্রণয়িতা-দাস্যং ন মে হাস্যতি ॥ ৭ ॥

নববৃন্দা। বকুলে! সুব্রতেয়ং তদ্বিরম্যতাম্।

রাধা। (সংস্কৃতেন)

লতাশ্রেণী সেয়ং সহচরি! চিরং সেবিতচরী
পুরস্তেঽমী ভূয়ো ধৃতপরিচয়াঃ কুঞ্জনিচয়াঃ।
অমূস্তা যামুন্যো মুহুরটিত-পূর্ব্বাস্তটভুবো
ব্যথামেব ক্রূরাং বিদধতি বিনা গোকুলপতিম্ ॥ ৮ ॥

নববৃন্দেতি। সুব্রতেয়ং সুষ্ঠু পাতিব্রত্যধর্ম্মা।
রাধেতি। সেবিতচরী পূর্ব্বসেবিতা। অটিতপূর্ব্বাঃ গমনপূর্ব্বাঃ। গোকুল-
পতিং বিনা এতে ক্রূরা মে ব্যথাং বিধত্তীত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

জীবন হইতেও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণে আমার চিত্ত জন্মে জন্মে ক্ষণকালের
জন্যও ভুলিয়াও প্রণয়-দাস্য পরিত্যাগ করিবে না ॥ ৭ ॥

নববৃন্দা। বকুলে! ইনি বড়ই পতিব্রতা, অতএব ক্ষান্ত হও।

রাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) সহচরি! দীর্ঘকাল ধরিয়া পূর্ব্বে যাহাদিগের
সেবা করিয়াছিলাম—এই সেই লতাশ্রেণী, এই সম্মুখভাগে পূর্ব্ব-
পরিচিত সেই কুঞ্জসমূহ পুনরায় বর্ত্তমান, ঐ সেই যমুনার তটবর্ত্তী
ভূমি, যে স্থানে পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়াছিলাম, কিন্তু হায়!
গোকুলপতি ব্যতীত এই সকল আমাকে অতিশয় ব্যথা প্রদান
করিতেছে ॥ ৮ ॥

নববৃন্দা। বকুলে! বিলোক্যতামস্যা বলীয়ঃ সন্তাপমণ্ডলং, তদদ্য, কালিন্দীকূলাবলম্বিনি কদম্বমূলে নলিনী-সম্বর্ত্তিকাভিঃ কল্পয় তল্পম্।

বকুলা। জধা ভণাদি পিঅসহী। [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

রাধা। (সংস্কৃতেন)

সোঢ়া গোষ্ঠভুবাং বিয়োগজনিতাঃ প্রাণচ্ছিদো বেদনাঃ
প্রেষ্ঠানাং নিজ-জীবিতাদপি ময়া তাসাং সখীনামপি।
সেয়ং হন্ত! ন পদ্মবান্ধব-বচো বিশ্রম্ভ-গম্ভীরিতাং
কষ্টা সম্প্রতি মামসীবহদিহ ক্লেশং দুরাশাবলী ॥ ৯ ॥

নববৃন্দেতি বলীয়ঃ বলবত্তরম্। সম্বর্ত্তিকাভিঃ নবদলৈঃ।
বকুলেতি। যথা ভণতি প্রিয়সখী।
রাধেতি। গোষ্ঠভুবাং ব্রজবাসিনাম। সূর্যাস্য বচসি যো বিশ্রম্ভো বিশ্বাসস্তেন গম্ভীরিতাম্। অসীবহং সহয়ানাস ॥ ৯ ॥

নববৃন্দা। বকুলে! ইঁহার কিরূপ তীব্র বিরহতাপ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখ, অতএব অদ্য কালিন্দীকূলস্থিত কদম্ববৃক্ষমূলে নবনলিনীদলে ইঁহার জন্য শয্যা রচনা কর।

বকুলা। প্রিয়সখী যাহা বলিলেন, তাহাই করিব।

(ইহা বলিয়া প্রস্থান)

রাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) ব্রজবাসিগণের এবং নিজের প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা সেই সকল সখীদিগের প্রাণোচ্ছেদকরী বিয়োগজনিত ব্যথা সহ্য করিলাম, হায়! সূর্য্যবাক্যের প্রতি বিশ্বাসে আগ্রহপূর্ণা আমাকে সম্প্রতি এই দুরাশাবলী কতই না ক্লেশ সহ্য করাইতেছে ॥ ৯ ॥

নববৃন্দা। ক তে প্রিয়সখী বিশাখা ?

রাধা। সা ক্খু কুশলিনী পিদরং আপুচ্ছিঅ পুহবীতলে আঅদত্থি, কেঅলং ললিদা জ্জেব্ব মং দুক্খাবেদি।

(ইতি রোদিতি)

নববৃন্দা। ললিতায়াঃ সা দশা কুতস্ত্বয়া শ্রুতা ?

রাধা। সগ্গারোহণসমএ খেঅরে হিন্তো।

নববৃন্দা। ত্বযাদ্য নিশীথে ললিতামাভাষ্য কিমপি স্বপ্নায়িতম্ ?

রাধা। কীদিসং তম্ ?

রাধেতি। সা খলু কুশলিনী পিতরম্ আপৃচ্ছ্য পৃথিবীতলে আগতাস্তি, সূর্য্যালোকাদিতি শেষঃ। কেবলং ললিতৈব মাং দুঃখাপয়তি।

নববৃন্দেতি। সা দশা ভৃগুপাত-দশা।

রাধেতি। স্বর্গারোহণসময়ে খেচরেভ্যঃ।

রাধেতি। কীদৃশং তম্ ?

নববৃন্দা। তোমার প্রিয়সখী বিশাখা কোথায় ?

রাধা। সম্প্রতি সেই মঙ্গলময়ী বিশাখা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়াছে, কেবল ললিতাই আমাকে দুঃখিতা করিতেছে।

(এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)

নববৃন্দা। ললিতার সে দশার কথা তুমি কোথায় শুনিলে ?

রাধা। স্বর্গারোহণসময়ে খেচরগণের নিকট হইতে।

নববৃন্দা। তুমি কি অদ্য নিশীথসময়ে স্বপ্নে ললিতাকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিয়াছিলে ?

রাধা। সে কিরূপ ?

নববৃন্দা। শাফল্কেঃ সফলী-বভূব ললিতে ! হৃল্লালসাবল্লরী
হা ধিক্ ! পশ্য মুরান্তকোঽয়মুররী চক্রে রথারোহণম্।
ইত্থং তে করুণস্বরস্তবকিতং স্বপ্নায়িতং শৃণ্বতী
মন্যে তন্বি ! পতত্তুষার-কপটাচ্চক্রন্দ-যামিন্যপি ॥ ১০ ॥

রাধা। (সব্যথং সংস্কৃতেন)
চিরাদদ্য স্বপ্নে মম বিবিধযত্নাদুপগতে
প্রপেদে গোবিন্দঃ সখি ! নয়নয়োরঙ্গনভুবম্।
গৃহীত্বা হা হন্ত ! ত্বরিতমথ তস্মিন্নপি রথং
কথং প্রত্যাসন্নঃ স খলু পরুষো রাজপুরুষঃ ॥ ১১ ॥

নববৃন্দেতি। স্বপ্ন-নাম সন্ধ্যাঙ্গমিদম্।—স্বপ্নো নিদ্রান্তরে কিঞ্চিজ্জল্পিতং পরিচক্ষতে। অত্র রাধায়াঃ স্বপ্নায়িতম্॥ ১০ ॥
রাধেতি। চিরাদিতি। তস্মিন সময়ে স অক্রূরঃ ॥ ১১ ॥

নববৃন্দা। "শফল্ক-তনয় অক্রূরের হৃদয়স্থিত আশালতা ফলবতী হইল, হা ধিক্ ! দেখ, ঐ মুরান্তক মুরারি রথারোহণ অঙ্গীকার করিলেন।" হে সুন্দরি ! স্বপ্নাবস্থায় উচ্চারিত তোমার এই করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া বোধ হয়, যামিনীও তুষারপতনচ্ছলে ক্রন্দন করিয়াছিলেন ॥১০॥
রাধা। (ব্যথার সহিত সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! বহুকালের পর বিবিধ যত্নে অদ্য স্বপ্নকালে গোবিন্দ আমার নয়নদ্বয়ের অঙ্গনভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু হায়, সেই স্বপ্নকালেও কেন সেই নিষ্ঠুর রাজপুরুষ শীঘ্র রথ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল ? ॥ ১১ ॥

(প্রবিশ্য বকুলা)

বকুলা। হলা! ণিম্মিদ-সেজ্জহ্মি, তা উথেহি।

(ইতি তিস্রঃ পরিক্রামন্তি)

নববৃন্দা। (সসম্ভ্রমম্)

ইতস্ত্বং মা যাসীঃ কথমপি নিবর্ত্তস্ব রভসা-

দশোকাখ্যঃ শাখী প্রিয়সখি! পুরস্তে নিবসতি।

পদালম্ভাদম্ভোরুহমুখি! তবাস্মিন্ কুসুমিতে

হতাশানাং ভাবী কুলিশবদলীনাং কলকলঃ ॥ ১২ ॥

রাধা। (নিবৃত্য সলজ্জং সংস্কৃতেন)

কংসারেরবলোকমঙ্গলবিনাভাবাদধন্যেহধুনা

বিভ্রাণা হতজীবিতে প্রণয়িতাং নাহং সখি! প্রাণিমি।

বকুলেতি। সখি! নির্ম্মিত-শয্যাস্মি, তৎ উত্তিষ্ঠ।

নববৃন্দেতি। রভসাৎ হঠাৎ। তস্মিন্ অশোকশাখিনি ॥ ১২ ॥

রাধেতি। কংসারেরিতি। জীবিতে প্রণয়িতাং প্রীতিং দধানা নাধুনাহং

(বকুলার প্রবেশ)

বকুলা। সখি! শয্যা রচনা করিয়াছি, অতএব উত্থিত হও।

(এই বলিয়া তিন জনের ভ্রমণ)

নববৃন্দা। (সসম্ভ্রমে) প্রিয়সখি! কোনক্রমে এ দিকে যাইও না, নিবৃত্ত হও, তোমার সম্মুখে অশোকতরু বর্ত্তমান। হে পদ্মমুখি! যদি তোমার পাদস্পর্শে এই তরু হঠাৎ কুসুমিত হয়, তবে হতাশ ভ্রমরগণের কলকলধ্বনি তোমার নিকট বজ্রসদৃশ হইয়া উঠিবে ॥ ১২ ॥

রাধা। (নিবৃত্ত হইয়া লজ্জা সহকারে সংস্কৃত ভাষায়) সখি! যদি আশাময়ী অথচ কষ্টদায়িকা এই শৃঙ্খলা বিরোধিনী না হইত, তবে

ক্রূরেয়ং ন বিরোধিনী যদি ভবেদাশাময়ী শৃঙ্খলা

প্রাণানাং ধ্রুবমর্বুদান্যপি ততস্ত্যক্তুং সুখেনোৎসহে ॥ ১৩ ॥

বকুলা। ইয়ং পুরদো সেজ্জা।

রাধা। (শয্যামধিশয্য স্বগতম্) এত্থ বুন্দাঅণে দুল্লহং মে পরাণধারণং, তা কম্পি উবাঅং করিস্সং।

(প্রকাশম্) ণঅবুন্দে! ণিচ্চকম্মং বিণা খিন্নম্হি।

নববৃন্দা। সখি! কিন্তে নিত্যকর্ম্ম ?

প্রাণিমি, যদি আশাময়ী শৃঙ্খলা বিরোধিনী ন ভবেদিত্যন্বয়ম্। সুখে নোৎসহে সমর্থাস্মি ॥ ১৩ ॥

বকুলেতি। ইয়ং পুরতঃ শয্যা।

রাধেতি। শয্যামধিশয্য শয্যায়াঃ শয়নং কৃত্বেত্যর্থঃ। অত্র বৃন্দাবনে দুর্লভং মে প্রাণধারণং, তৎ কমপি উপায়ং করিষ্যামি। নবরন্দে! নিত্যকর্ম্ম বিনা খিন্নাস্মি।

কংসারি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-মঙ্গল হইতে বঞ্চিত এই অধন্য হতভাগ্যগণ জীবনে প্রীতি ধারণ পূর্ব্বক জীবিত থাকিতাম না, নিশ্চয়ই সুখে প্রাণত্যাগ করিতে সমর্থ হইতাম ॥ ১৩ ॥

বকুলা। এই যে সম্মুখে শয্যা।

রাধা। (শয্যায় শয়ন করিয়া স্বগত) এই বৃন্দাবনে আমার জীবন-ধারণই যে দুঃসাধ্য, অতএব কি উপায় করিব? (প্রকাশ্যে) নবরন্দে! নিত্যকর্ম্ম ব্যতীত দুঃখ পাইতেছি।

নববৃন্দা। তোমার সে নিত্যকর্ম্ম কি ?

রাধা। (সংস্কৃতেন)

খেলন্মঞ্জুল-বেণুমণ্ডিতমুখী সাচি ভ্রমল্লোচনা
মুগ্ধে! মূর্দ্ধ্নি শিখণ্ডিনী ধৃতবপুর্ভঙ্গীত্রয়াঙ্গীকৃতিঃ।
কৈশোরে কৃতসঙ্গতিঃ সুরমুনেরারাধ্যতে শাসনা-
দস্মাভিঃ পিতুরালয়ে জলধর-শ্যামদ্যুতির্দেবতা ॥ ১৪ ॥

নববৃন্দা। (স্বগতম্) বিজ্ঞাতমস্যাঃ কৃষ্ণাকৃতি-বীক্ষণায় পাটবং, তদদ্য বৃন্দাবনালঙ্কারায় মহেন্দ্রশিল্পিনা কল্পিতাং মহেন্দ্র-নীলময়ীং মুকুন্দমূর্ত্তিমস্যাঃ সমক্ষয়ামি।

(প্রকাশম্) সখি! ত্বদিষ্টদেবমাবির্ভাবয়িতুমসৌ প্রযামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

রাধেতি। সুরমুনেঃ নারদস্য ॥ ১৪ ॥

নববৃন্দেতি। মহেন্দ্রশিল্পিনা বিশ্বকর্ম্মণা। সমক্ষয়ামি সাক্ষাৎকরোমি।

রাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) মুগ্ধে! বেণুক্রীড়ায় যাঁহার বদন সুশোভিত, যাঁহার চটুল নয়ন অপাঙ্গভঙ্গীতে বক্র, যাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, যাঁহার শরীর ত্রিভঙ্গ এবং যিনি কৈশোর-বয়সে অবস্থিত, সেই জলধর-শ্যামকান্তি দেবতাকে আমরা দেবর্ষি নারদের উপদেশে পিত্রালয়ে আরাধনা করিতাম ॥ ১৪ ॥

নববৃন্দা। (স্বগত) ইঁহার কৃষ্ণাকৃতি দর্শনের জন্য ব্যগ্রতা বুঝিতে পারিলাম, অতএব অদ্য বৃন্দাবন শোভিত করিবার জন্য মহেন্দ্রশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা যে ইন্দ্রনীলমণিময়ী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাই ইঁহাকে প্রত্যক্ষ করাই। (প্রকাশ্যে) সখি! এই তোমার ইষ্টদেবকে আবির্ভাব করাইবার জন্য আমি যাইতেছি। (ইহা বলিয়া প্রস্থান)

রাধা। (পুরো দৃষ্ট্বা সংস্কৃতেন)

রাসাত্তিরোহিত-তনুর্নিশি যস্য পুষ্পৈ-
শ্চূড়াং চকার চিকুরে মম পিঞ্ছচূড়ঃ।
কূলে কলিন্দদুহিতুর্ধৃতকন্দলোহয়ং
মাং দন্দহীতি স মুহুর্নবকর্ণিকারঃ॥ ১৫॥

(প্রবিশ্য নববৃন্দা)

নববৃন্দা। সখি! তূর্ণমাগত্য পশ্য দৈবতম্।

রাধা। ণঅবুন্দে! আহরেহি কিম্পি সেবোবহারং।

নববৃন্দা। বকুলে! বাসন্তীগৃহাদানয় দেব্যা দত্তং দিব্যমাল্যাম্বরম্।

রাধেতি। রাসাদিতি। ধৃতকন্দলোহয়ং ধৃতাঙ্কুরোহয়ম্। নবকর্ণিকারঃ পুষ্পবৃক্ষবিশেষঃ॥ ১৫॥

রাধেতি। নববৃন্দে! আহর কমপি সেবোপহারম্।

রাধা। (অগ্রে দৃষ্টি করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) পিঞ্ছচূড় শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিকালে রাস হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাহার পুষ্পের দ্বারা আমার কেশে চূড়া রচনা করিয়াছিলেন, সেই নবকর্ণিকার-পুষ্প যমুনাকূলে অঙ্কুরিত হইয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল॥ ১৫॥

(নববৃন্দার প্রবেশ)

নববৃন্দা। সখি! শীঘ্র আসিয়া দেবতা দর্শন কর।

রাধা। নববৃন্দে! কিঞ্চিৎ সেবার উপযুক্ত উপহার সংগ্রহ কর।

নববৃন্দা। বকুলে! দেবীর প্রদত্ত দিব্য মাল্য ও বস্ত্র বাসন্তীগৃহ হইতে আনয়ন কর।

বকুলা। (নিষ্ক্রান্তা)

নববৃন্দা। (সস্মিতম্) সখি রাধে !

যৈঃ পুষ্পাবলি-গন্ধধূপবলিভির্দামোদরঃ সেব্যতে
　　কুর্ব্বদ্ভিঃ স্তুতিপূর্ব্বমুত্তমনতীস্তেতাবদন্যে জনাঃ।
সেবা কোকিলকণ্ঠি ! গোকুলভুবাং যুষ্মাদৃশীনাং হরৌ
　　বক্রালোক-কলা-কলম্বিত-পরীরম্ভাদিলীলাময়ী ॥

(ইতি পরিক্রম্য)

পশ্য সোঽয়মুপকণ্ঠে সমুৎকণ্ঠিতস্তিষ্ঠতে তুভ্যমভীষ্ট-দেবঃ ॥ ১৬ ॥

নববৃন্দেতি। যৈঃ পুষ্পাদিভির্দামোদরঃ সেব্যতে তেঽন্যে যুষ্মদ্ভিন্না ভবন্তি। যুষ্মাদৃশীনাং গোকুলভুবাং হরৌ সেবা বক্রালোকাদিজনিতা ভবতীত্যন্বয়ঃ।

তুভ্যমিতি ত্বাং প্রসাদয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বকুলা। (প্রস্থান করিলেন)

নববৃন্দা। (মৃদু হাস্য সহকারে) সখি রাধে ! যাঁহারা পুষ্পাবলি, গন্ধ, ধূপ, উপহার প্রভৃতির জন্য দামোদরের সেবা করেন এবং স্তবপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট-ভাবে প্রণাম করেন, তাঁহারা অন্য জন ; কিন্তু হে কোকিলকণ্ঠি ! তোমাদের ন্যায় গোকুলসুন্দরীদিগের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণে বক্রদৃষ্টি-কলা-কৌশলময়ী ও আলিঙ্গনাদি-লীলাময়ী সেবাই প্রশস্তা। (ইহা বলিয়া ভ্রমণ পূর্ব্বক) ঐ দেখ, তোমার অভীষ্টদেব তোমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য সমুৎকণ্ঠিত হইয়া তোমার নিকটে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

রাধা। (বিদূরাদেব বিলোক্য সোৎকণ্ঠং সংস্কৃতেন)

অজনি সফলঃ সোঽয়ং ভূয়ান্ কলেবরধারণে
সহচরি ! পরিক্লেশো যোঽভূন্ময়া কিল সেবিতঃ।
অহহ ! যদিমাঃ শ্যাম-শ্যামাঃ পুরো মম বল্লবী-
কুল-কুমুদিনীবন্ধোস্তাস্তাঃ স্ফুরন্তি মরীচয়ঃ ॥ ১৭ ॥

(ইতি পরিক্রম্য পিণ্ডিকামাসাদ্য..স্তী সগদ্গদম্)

দগ্ধং হন্ত ! দধানয়া বপুরিদং যস্যাবলোকাশয়া
সোঢ়া মর্ম্মবিপাটনে পটুরিয়ং পীড়াতিবৃষ্টির্ময়া।
কালিন্দীয়তটী-কুটীরকুহর-ক্রীড়াভিসারব্রতী
সোঽয়ং জীবিতবন্ধুরিন্দুবদনে! ভূয়ঃ সমাসাদিতঃ ॥১৮॥

রাধেতি। অজনীতি। শ্যাম-শ্যামা শ্যামতোঽপি শ্যামাঃ ॥ ১৭ ॥

(পিণ্ডিকাং বেদিকাম্)

দগ্ধমিতি। মর্ম্মণো দ্বিধাকরণে ॥ ১৮ ॥

রাধা। (দূর হইতে অবলোকন করিয়া উৎকণ্ঠা সহকারে সংস্কৃত ভাষায়) হায়! যদি এই বল্লবীকুলরূপ কুমুদিনীগণের বন্ধু সেই কৃষ্ণচন্দ্রের অতিশয় শ্যামবর্ণ কান্তিনিচয় আমার সম্মুখে স্ফুরিত হয়, হে সহচরি! তবেই বুঝিব যে, শরীরধারণের জন্য পূর্ব্বে যে গুরুতর ক্লেশ অনুভব করিয়াছি, এখন সেই ক্লেশ সফল হইল ॥ ১৭ ॥

(এই বলিয়া ভ্রমণ পূর্ব্বক বেদীর নিকট গমন করিয়া গদ্গদস্বরে) হায়! যাঁহার দর্শনাশায় এই দগ্ধ দেহ ধারণ করিয়া মর্ম্মবিদারণপটু পীড়ারূপা অতিবৃষ্টি সহ্য করিয়াছি, হে চন্দ্রমুখি! সেই যমুনাতটবর্ত্তী কুঞ্জকুটীরগর্ভে ক্রীড়াভিসারশীল সেই প্রাণবন্ধুকে সত্য সত্যই পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১৮ ॥

(ইতি প্রেমাবেশেন সাক্ষাদিব কৃষ্ণং সম্ভাষয়ন্তী)

প্রেম্না ব্যক্তীকৃতমিহ তথা কোমলত্বং ত্বয়াগ্রে
যেন জ্ঞাতো নিখিল-বিধিভির্মামকীনস্ত্বমাসীঃ।
কাঠিন্যন্তে বিদিতমধুনা তাদৃশং হন্ত! যস্মাৎ
সম্ভাব্যোঽভূদয়মপি ন মে তাবকত্বাভিমানঃ ॥ ১৯ ॥

নববৃন্দা। (স্বগতম্) হন্ত! কাপ্যনুরাগসাগরস্য সেয়মুত্তরঙ্গতা।

রাধা। (জনান্তিকং সংস্কৃতেন)

ন ব্রূতে পরিহাস-পেশলকলাসন্দর্ভগর্ভাং গিরং
দোস্তম্ভদ্বয়-সম্ভ্রমান্ন চ পরীরম্ভায় সংবধ্যতে।

প্রেম্নেতি। যেন কোমলত্বেন ময়া জ্ঞাতঃ। নিখিল-বিধিভিঃ সমগ্রচেষ্টিতৈঃ, যস্মাৎ কাঠিন্যাৎ ॥ ১৯ ॥

নববৃন্দেতি। হন্তেতি। পুনঃ পুনরাবৃত্তিঃ।

রাধেতি। ন ব্রূতে ইতি। দোস্তম্ভয় সম্ভ্রমানিতি দ্বিতীয়া সম্বধ্যত ইত্যস্য

(এই বলিয়া প্রেমাবেশে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন) তুমি অগ্রে প্রেমবশতঃ এমন কোমলতা প্রকাশ করিয়াছিলে, যাহাতে তোমার সমগ্র চেষ্টার দ্বারা তুমি যে আমার ছিলে, ইহাই আমি বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু হায়! সম্প্রতি তোমার যে প্রকার কাঠিন্য জানা গেল, তাহাতে আর আমি যে তোমার, এই অভিমানও আর সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইতেছে না ॥ ১৯ ॥

নববৃন্দা। (স্বগত) হায়! অনুরাগ-সাগরের কিরূপ উচ্চ এই তরঙ্গ!

রাধা। (জনান্তিকে সংস্কৃত ভাষায়) সখি! এই ধূর্ত্তশিরোমণি স্নিগ্ধ পরিহাসকলাগর্ভ মধুর বাক্যও আর বলিতেছে না এবং আলিঙ্গনের

লীলাভঙ্গুর-চিল্লিরেষ ললিতোল্লাসি-স্মিতক্ষোদিমা
ধূর্ত্তানাং সখি ! শেখরঃ কুটিলয়া দৃষ্ট্যা পরং লেঢ়ি মাম্ ॥২০॥

নববৃন্দা। হলা ! নাগর-ধূর্ত্ত-ধুরীণানাং নিগূঢ়েয়ং নর্ম্মচাতুরী, তদেবং ত্বঞ্চ দৃগন্তেন সন্তর্জ্জয়ন্তী বক্রোক্তিভিরুপালভেথাঃ।

রাধা। (সাচি সমীক্ষ্য)
চিরাসঙ্গাম্মন্যে কুলিশ-সুহৃদঃ কৌস্তুভমণে-
রিতঃ সংক্রান্তস্তে ম্রদিম-পরিপন্থী হৃদি গুণঃ।

কর্ম্ম। ললিতোল্লাসি স্মিতক্ষোদিমা স্মিতলেশো যস্য সঃ। পরং লেঢ়ি সাদরমবলোকতে ॥ ২০ ॥

রাধেতি। অহং মন্যে কৌস্তুভমণেশ্চিরাসঙ্গাত্তে হৃদি ম্রদিম-পরিপন্থী মার্দব-

জন্য ব্যগ্রভাবে বাহুদ্বয়ও অগ্র বিস্তার করিতেছে না, মাত্র লীলাভঙ্গিমা-যুক্ত মনোহর ও উল্লাসজনক মৃদুহাস্যলেশ সহকারে কুটিল দৃষ্টি দ্বারা আমাকে সাদরে অবলোকন করিতেছে ॥ ২০ ॥

নববৃন্দা। সখি ! ধূর্ত্ত নাগরশিরোমণিগণের ইহাই নিগূঢ় পরিহাসচাতুরী, অতএব তুমি ইঁহাকে কুটিলকটাক্ষের দ্বারা সম্যক্রূপে তর্জ্জন করিয়া বক্রোক্তির দ্বারা তিরস্কার কর।

রাধা। (বক্রভাবে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) মনে হইতেছে, বজ্রসুহৃদ কৌস্তুভ-মণির চিরকাল সংসর্গে কোমলতার প্রতিকূল গুণ তোমার হৃদয়ে সংক্রান্ত হইয়াছে। নতুবা তুমি এইরূপ কষ্টরাশির মধ্যে নিপতিত এই

ত্বমেতাভিঃ কষ্টাবলিভিরবলীঢ়েঽপি কুরুষে
জনেঽস্মিন্নীশানঃ কথমিতরথা বঞ্চনমিদম্ ॥

(ইত্যপবার্য্য)

হলা! পেক্‌খ অজুত্তং অজুত্তং, জং ণীলুপ্পল-কোমলোবি বণমালী কক্কসং বংসিঅং চ্চেঅ চুম্বদি, তা ইদো ণং আঅড্‌ঢিঅ গেহ্নিস্‌সং ॥ ২১ ॥

নববৃন্দা। (স্বগতম্) শ্রেয়সী ন খলু বংশিকাকৃষ্টিঃ, তদেনামপদেশাদুপদিশামি।

(প্রকাশং সনর্ম্ম-স্মিত্বা)

বিরোধী গুণঃ সংক্রান্তঃ সঞ্চারিতঃ। ইতরথা ত্বমিদং বঞ্চনং কথমস্মিন্ জনে কুরুষ ইত্যন্বয়ঃ।

সখি! পশ্য অযুক্তং অযুক্তং, যৎ নীলোৎপলকোমলোঽপি বনমালা কর্কশাং বংশিকামেব চুম্বতি, তদিতঃ কৃষ্ণাৎ এনাম্ আকৃষ্য গ্রহীষ্যামি ॥ ২১ ॥

ব্যক্তির উপর সমর্থ হইয়াও এ প্রকার বঞ্চনা করিতে না। (ইহা বলিয়া কাণে কাণে) সখি, অন্যায় দেখ, অন্যায় দেখ, যেহেতু বনমালা নীলোৎপলের ন্যায় কোমল হইয়াও এই কঠিন বংশিকাকে চুম্বন করিতেছেন, অতএব এই বংশিকাকে কৃষ্ণের নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়া লই ॥ ২১ ॥

নববৃন্দা। (স্বগত) বংশিকা-আকর্ষণ কিছুতেই মঙ্গলজনক হইবে না, অতএব ইঁহাকে ছলপূর্ব্বক অন্য উপদেশ প্রদান করি। (প্রকাশো পরিহাস পূর্ব্বক মৃদু হাসিয়া) মুগ্ধে! যাঁহাকে নীলপ্রস্তরময় বলা উচিত,

ত্বমেতস্মিন্নীলোৎপলময়তয়া বক্তুমুচিতে

মুধা মুগ্ধে! নীলোৎপলমৃদুলতামর্পয়সি কিম্।

মদুক্তৌ বিস্রম্ভং যদি ভজসি নাম্ভোজবদনে!

ততো বক্ষঃপীঠে ঘটয় সখি! বিস্তারিণি কুচম্ ॥২২॥

রাধা। (বক্ষসি পাণিমর্পয়ন্তী সব্যথম্) কধং এসা সচ্চং জ্জেব ণীলমণি-পড়িমা।

(বিমৃশ্য)

হদ্ধী হদ্ধী! গাঢ়মুক্কণ্ঠাএ সব্বং বিস্সুমরিঅ পড়িমং জ্জেব্ব পচ্চক্খং মাহবং মন্নেমি।

নববৃন্দেতি। ত্বমিতি। তস্মিন্ বনমালিনি ॥ ২২ ॥

রাধেতি। কথমেষা সত্যমেব নীলমণি-প্রতিমা।

হা ধিক্ হা ধিক্! গাঢ়োৎকণ্ঠয়া সর্ব্বং বিস্মৃত্য প্রতিমামেব প্রত্যক্ষং মাধবং মন্যে।

তুমি তাঁহাতে নীলোৎপলের কোমলতা অর্পণ করিতেছ কেন? হে সখি পদ্মাননে! যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে ইঁহার সুবিস্তৃত বক্ষোদেশে স্বীয় স্তন ঘর্ষণ কর ॥ ২২ ॥

রাধা। (প্রতিমার বক্ষোদেশে হস্তার্পণ করিয়া ব্যথা অনুভব করিয়া) এ কি! এ যে সত্যই নীলমণির প্রতিমা। (বিচার পূর্ব্বক) ধিক্ আমাকে, গাঢ় উৎকণ্ঠা বশতঃ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া প্রতিমাকেই সাক্ষাৎ মাধব বলিয়া মনে করিতেছি।

(প্রবিশ্য বকুলা)

বকুলা। গেহ্ন গেহ্ন ইমাইং মালম্বর-বিলেবণাইং।

রাধা। (গৃহীত্বা প্রতিমামলঙ্কিকীর্ষতি)

নববৃন্দা।

প্রণয়িনং সময়া সময়ে গতা
বহসি কান্তিধুরাং মধুরাং মুদা।
ন কিল কোকিলসঙ্গতিমন্তরা
স্ফুরতি সম্পদলং সখি ! মাধবী ॥ ২৩ ॥

বকুলেতি। গৃহাণ ইমানি মালাম্বর-বিলেপনানি।

রাধেতি। (অলঙ্কর্ত্তুমিচ্ছতি)

নববৃন্দেতি। সময়ে নিকটে, প্রণয়িনং সময়া প্রণয়িনো নিকটে। কোকিল-সঙ্গতিং বিনা যথা বাসন্তী-সম্পৎ ন স্ফুরতি, তথা প্রণয়িনং বিনা ত্বং কান্তিধুরাং ন বহসীত্যর্থো ব্যঙ্গঃ ॥ ২৩ ॥

(বকুলার প্রবেশ)

বকুলা। লও, এই মাল্য, বস্ত্র ও চন্দনাদি বিলেপন গ্রহণ কর।

রাধা। (গ্রহণ করিয়া প্রতিমাকে অলঙ্কৃত করিতে ইচ্ছা করিলেন)

নববৃন্দা। সখি ! যথাসময়ে প্রণয়ী জনের নিকট গমন করিয়া তুমি হর্ষভরে মধুর শোভার আতিশয্য ধারণ করিয়াছ, কোকিলের সঙ্গ বিনা বসন্তের শ্রী সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না ॥ ২৩ ॥

(প্রবিশ্য মাধবী)

মাধবী। সচ্চাএ পউত্তিং বিণ্ণাতুং ভট্টদারিআএ পেসিদম্হি, তা অগ্গদো পপ্ফুরন্তং ণঅবুন্দাবণং পবেসিস্সং।

(ইতি পরিক্রম্য)

হন্ত! ণুণং বুন্দাবণং পইট্‌ঠো ভট্টা, জং ইমাইং সঙ্খ-চক্কাদি লক্‌খিদাইং পআইং লক্‌খীঅন্তি, তা পত্থুদং ণিব্বাহিঅ ভট্টিদারিঅং আণিস্সং।

রাধা। (সাস্রকম্পং কৃষ্ণাকৃতিং মণ্ডয়তি)

মাধবীতি। সত্যায়া প্রবৃত্তিং বিজ্ঞাতুং ভর্ত্তৃদারিকয়া প্রেরিতাস্মি, তদগ্রতঃ প্রস্ফুরন্তং নববৃন্দাবনং প্রবেক্ষ্যামি।

হন্ত! নূনং বৃন্দাবনং প্রবিষ্টো ভর্ত্তা, যৎ ইমানি শঙ্খ-চক্রাদিলক্ষিতানি পদানি লক্ষ্যন্তে, তৎ প্রস্তুতং নির্ব্বাহ্য ভর্ত্তৃদারিকা-মানয়িষ্যামি।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। রাজকন্যা আমাকে সত্যভামার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব অগ্রে প্রস্ফুরিত এই নববৃন্দাবনে প্রবেশ করি। (ইহা বলিয়া ভ্রমণ করিয়া) হায়! নিশ্চয়ই ভর্ত্তা বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছেন, যেহেতু এই যে শঙ্খ-চক্রাদি অঙ্কিত পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে, অতএব উপস্থিত বিষয় সম্পন্ন করিয়া ভর্ত্তৃদারিকাকে আনয়ন করিব।

রাধা। (অশ্রু ও কম্পের সহিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে অলঙ্কৃত করিতেছেন)

মাধবী। এসা পড়িদা তস্‌সণীলুপ্পল-মালা দীসদি।

(ইতি করেণ স্রজমাদায় উচ্চৈঃ)

সহি বউলে! কুদোসি?

নববৃন্দা। (সসম্ভ্রমম্) সত্যে! সন্নিহিতাসৌ মাধবী, তদিতস্তূর্ণং প্রয়াণমুচিতম্।

রাধা। ণ মে দংসণে তিহ্না-পুরিদা, তা পুণো ঝত্তি বাহুড়িস্‌সহ্ম।

(ইতি তিস্রঃ পরিক্রামন্তি)

মাধবী। (বিলোক্য) কধং ইধ ভেজ্জবব সচ্চা।

(ইত্যুপসৃত্য)

সহি! মাহবীপুপ্‌ফাইং আহরিদুং আঅদহ্মি।

মাধবীতি। এষা পতিতা তস্য নীলোৎপল-মালা দৃশ্যতে।

সখি বকুলে! কুতো গতাসি?

রাধেতি। ন মে দর্শনে তৃষ্ণা পূরিতা, পুনঃ ঝটিতি ব্যাবর্ত্তিষ্যামঃ।

মাধবীতি। কথং ইহৈব সত্যা।

সখি! মাধবীপুষ্পাণি আহর্ত্তুমাগতাস্মি।

মাধবী। এই যে তাঁহার নীলোৎপলমালা পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতেছি। (হস্ত দ্বারা মালা লইয়া উচ্চৈঃস্বরে) সখি বকুলে! তুমি কোথায়?

নববৃন্দা। (ব্যস্ত হইয়া) সত্যে, ঐ যে মাধবী নিকটে আসিল, অতএব এই স্থল হইতে শীঘ্র গমন করা উচিত।

রাধা। আমার দর্শনের তৃষ্ণা পূর্ণ হয় নাই, অতএব শীঘ্রই এ স্থানে ফিরিয়া আসিতে হইবে। (এই বলিয়া তিন জনে যাইতে লাগিলেন)

মাধবী। (দেখিতে পাইয়া) এ কি! এখানেই যে সত্যা। (নিকটে গমন পূর্ব্বক) সখি! মাধবীপুষ্প আহরণ করিতে আসিয়াছি।

রাধা। (সৌরভ্যমাঘ্রায় স্বগতম্) কুদো এদং আঅম্মিঅং সোরহং চিত্তং মে বিলোলেদি ?

(ইতি মাধবী-করে মাল্যং দৃষ্ট্বা অপবার্য্য সংস্কৃতেন)

ইতো মাল্যাদিন্দীবর-বিরচিতাদেষ বিজয়ী
বিসর্পত্যাভীরীকুল-কুমুদবন্ধোঃ পরিমলঃ।
মম ক্ষোভানুগ্রান্ সপদি বহিরন্তঃপ্রণয়িনো
বলাদন্যো গন্ধঃ কথমিব বিধাতুং প্রভবতি ॥২৪॥

রাধেতি। (সৌরভ্যং মাধবী-হস্তগত-শ্রীকৃষ্ণনির্ম্মাল্যস্য সৌগন্ধ্যম্) কুত এতদাকস্মিকং সৌরভ্যং চিত্তং মে বিলোভয়তি ?

ইত ইতি। অন্যো গন্ধঃ মম ক্ষোভান্ বিধাতুং কথমিব প্রভবতি ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥

রাধা। (সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া স্বগত) অকস্মাৎ কোথা হইতে এই সৌরভ আসিয়া আমার চিত্তকে বিমুগ্ধ করিতে লাগিল ? (ইহা বলিয়া মাধবীর করে মাল্য দর্শন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় নববৃন্দার কাণে কাণে) এই নীলোৎপল-বিরচিত মালা হইতে গোপাঙ্গনাকুলরূপ কুমুদিনী-সমূহের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিজয়ী গন্ধ বিস্তৃত হইতেছে, নতুবা আমার বাহ্য ও অন্তরের উগ্র ক্ষোভ অন্য গন্ধে বলপূর্ব্বক বিধান করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে ? ॥ ২৪ ॥

মাধবী। (সবিস্ময়ং সংস্কৃতেন)

সুরভিমনুভবন্ত্যাঃ শ্যামলাম্ভোজ-মালাং
ভজতি তব কিমেতৎ কম্প-সম্পত্তিমঙ্গম্।
বপুরপি পরিখিন্নাকারমহায় কিম্বা
কলয়তি পরিফুল্লামালি রোমাঞ্চপালিম্ ॥২৫॥

রাধা। (স্বগতম্) সম্বরণিজ্জো এসো অথো। (প্রকাশম্) মাহবি! ইন্দীবর-মালং পেক্খিঅ কালিঅদহে দিট্ঠং দাণিং ভুঅঙ্গাঅলিং সুমরন্তী ভীদম্হি।

নববৃন্দা। (স্বগতম্) সাধু সমাধানমিদম্।

মাধবীতি। সুরভিং গন্ধবতীং শ্যামলাম্ভোজমালামনুভবন্ত্যাস্তবাঙ্গং কিং কম্পসম্পত্তিং ভজতি। তব বপুরপি কিং বা রোমাঞ্চপালিং কলয়তীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥

রাধেতি। সংবরণীয় এষোঽর্থঃ।

মাধবি! ইন্দীবর-মালাং প্রেক্ষ্য কালিয়হ্রদে পূর্ব্বং দৃষ্টাং ইদানীং ভুজঙ্গাবলিং স্মরন্তী ভীতাস্মি।

মাধবী। (বিস্মিত হইয়া সংস্কৃত ভাষায়) সখি! নীলোৎপলের মালার সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া তোমার অঙ্গ কেন কম্পসম্পত্তি ভজনা করিতেছে, আর কেনই বা তোমার শরীর ক্ষীণ আকার পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্ল হইয়া রোমাঞ্চ-রাশিতে পরিপূর্ণ হইতেছে? ॥ ২৫ ॥

রাধা। (স্বগত) এ বিষয় ত সম্বরণ করা উচিত। (প্রকাশ্যে) মাধবি! ইন্দীবর-মাল্য এখন দেখিয়া কালীদহে দৃষ্ট ভুজঙ্গাবলীর কথা স্মরণ করিয়া ভীত হইয়াছি।

নববৃন্দা। (স্বগত) উপযুক্ত মীমাংসাই হইয়াছে বটে!

রাধা। (স্বগতম্) ফুড়ং তাএ চ্চেঅ মুত্তীএ নিম্মল-মালা এসা।

মাধবী। সহি সচ্চে! মাহবীমণ্ডবং গদুঅ পুপ্ফাইং অবচিণিস্সম।

সর্ব্বাঃ। ইদো ইদো পিঅসহি!

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ)

(ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গলেনানুগম্যমানঃ কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। (সোদ্বেগম্)

ক্ষণাদেব ক্ষুণ্ণা ভবতি বনমালা মলয়জ-

দ্রবালেপঃ শুষ্যন্নিপততি রজঃ সঙ্করনিভঃ।

রাধেতি। স্ফুটং তস্যা এব মূর্ত্ত্যা নির্ম্মাল্য-মালা এষা।

মাধবীতি। সখি সত্যে! মাধবীমণ্ডপং গত্বা পুষ্পাণ্যবচেষ্যামি।

সর্ব্বা ইতি। ইত ইতঃ প্রিয়সখি!

কৃষ্ণ ইতি। ক্ষুণ্ণা চূর্ণিতা। কলয়তি করোতি॥ ২৬॥

রাধা। (স্বগত) নিশ্চয়ই ইহা সেই প্রতিমার নির্ম্মাল্য-মালা।

মাধবী। সখি সত্যে! মাধবীমণ্ডপে গমন করিয়া পুষ্প-চয়ন করিতে হইবে।

সকলে। প্রিয়সখি! এই দিকে, এই দিকে।

(ইহা বলিয়া সকলের প্রস্থান)

(অনন্তর মধুমঙ্গলের সহিত কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (উদ্বেগের সহিত) ক্ষণকালমধ্যে বনমালা চূর্ণ হইয়া পড়িতেছে, চন্দন-লেপ শুষ্ক হইয়া ধূলিরাশির ন্যায় পড়িয়া যাইতেছে, পরন্তু

বিসর্পদ্ভির্জালৈরুরসি রবিকান্তাকৃতিরসৌ
মনাস্তঃসন্তাপং কলয়তি পরং কৌস্তুভমণিঃ ॥ ২৬ ॥

(ইতি সব্যতঃ প্রেক্ষ্য)

প্রিয়বয়স্য ! কিয়দ্দূরে সা বৃন্দাটবী ?

মধুমঙ্গলঃ। (সংস্কৃতেন)

স্ফুটচ্চটুল-চম্পকপ্রকর-রোচিরুল্লাসিনী,
মদোত্তরল-কোকিলাবলি-কলস্বরালাপিনী।

মধুমঙ্গল ইতি। "পুরঃ স্ফুরতি বল্লভা তব মুকুন্দ ! বৃন্দাটবীতি" পদ্ম-শেষে বক্তব্যে স্ফুটদিত্যাদি-পাদত্রয়ং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণ আহ কাসাবিতি। স্ফুটন্তো যে চটুলাশ্চম্পকাস্তেষাং প্রকরস্য সমূহস্য যদ্রোচিঃ রোচিঃ শোচিরুভে ক্লীবে ইতি কোষাৎ, তেন উল্লাসো বিদ্যতে যস্যাঃ সা। পক্ষে স্ফুটচ্চটুলচম্পকপ্রকরবদ্যদ্রোচিস্তেনোল্লাসিনী। মদেনোত্তরলা যে কোকিলাস্তেষামাবলিস্তস্যাঃ কলস্বরালাপো বিদ্যতে যস্যাঃ সা।

সূর্য্যকান্ত-সদৃশ এই কৌস্তুভমণি প্রসরণশীল কিরণাবলীর দ্বারা আমার বক্ষোদেশে অবস্থিত থাকিয়া আমার যার-পর-নাই অঙ্গ-সন্তাপ বর্দ্ধন করিতেছে ॥ ২৬ ॥

(ইহা বলিয়া বামদিকে দেখিয়া)

প্রিয়বয়স্য ! সে বৃন্দাবন কত দূরে ?

মধুমঙ্গল। (সংস্কৃত ভাষায়) (বৃন্দাবনপক্ষে) প্রস্ফুটিত চম্পক-পুষ্পসমূহের কান্তির দ্বারা শোভিতা, মদমত্ত কোকিল-শ্রেণীর কলস্বরের আলাপের দ্বারা পরিপূর্ণা, মরালগণের গতির দ্বারা শোভমানা, কৃষ্ণসার মৃগসমূহে পরিপূর্ণা—(শ্রীরাধিকাপক্ষে) যাঁহার কান্তি প্রস্ফুটিত চম্পকাবলীর ন্যায় আনন্দদায়িনী, যিনি মদমত্ত কোকিলশ্রেণীর ন্যায়

মরালগতিশালিনী কলয় কৃষ্ণ! সা রাধিকা,

(ইত্যর্দ্ধোক্তে)

কৃষ্ণঃ। (স-সম্ভ্রমোৎসুক্যম্) সখে! ক্বাসৌ ক্বাসৌ?

মধুমঙ্গলঃ। (অঙ্গুল্যা দর্শয়ন্) পুরঃ স্ফুরতি বল্লভা তব,—

কৃষ্ণঃ। (সবৈয়গ্র্যম্) বয়স্য! নাহং পশ্যামি, তদাশু মে দর্শয়, ক্ব সা মে রাধিকা?

মধুমঙ্গলঃ। মুকুন্দ! বৃন্দাটবী।

পক্ষে মদোত্তরল-কোকিলাবলিবৎ কলস্বরমালপিতুং শীলং যস্যাঃ সা। মরালানাং গতিভিঃ শালিনী শোভমানা। পক্ষে মরালানাং গতিরিব বা গতিস্তয়া শালিনী। কৃষ্ণসাম্না মৃগাস্তৈরধিকা, পক্ষে হে কৃষ্ণ! কলয় সা রাধিকা।

মধুমঙ্গল ইতি। কৃষ্ণ! সা রাধিকেত্যন্তেন প্রিয়া বৃন্দাটবী বর্ণিতা ময়া, ন রাধিকা বর্ণিতা অন্যথা মত্বা ক্লিষ্টঃ।

সুস্বরে আলাপকারিণী, যিনি রাজহংসের ন্যায় গতিশালিনী, সেই রাধিকা—হে কৃষ্ণ! অবলোকন কর—

(এই পর্য্যন্ত বলিলে রাধিকাপক্ষের অর্থ ই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকা-বিরহ-তপ্তহৃদয়ে স্ফুরিত হওয়ায়)

কৃষ্ণ। (ব্যস্ত হইয়া ঔৎসুক্যের সহিত) সখে! কোথায় তিনি, কোথায় তিনি?

মধুমঙ্গল। (অঙ্গুলীর দ্বারা দেখাইয়া) সম্মুখে তোমার সেই প্রিয়া—

কৃষ্ণ। (ব্যগ্রভাবে) বয়স্য! কই, আমি ত' দেখিতে পাইতেছি না, আমার সে রাধিকা কোথায়—তাহা শীঘ্র আমাকে দেখাও।

মধুমঙ্গল। হে মুকুন্দ! আমি শ্রীবৃন্দাবনের কথা বলিতেছি।

কৃষ্ণঃ। (পরামৃশ্য নিশ্বসন্) কথং নামধেয়-বর্ণানামাকর্ণনাদেব সর্ব্বানুসন্ধানবিধুরোঽস্মি। (ইতি পরিক্রম্য)

সর্ব্বাঙ্গীনামকুরুত মুহুঃ সা মমাকল্পলক্ষ্মীং
পুষ্পৈর্যস্যাঃ পরিমল-ভরোদ্গারিভির্গৌরগাত্রী।
অগ্রে সেয়ং কুসুমধনুষঃ পশ্য ভল্লায়মানা
মামুৎফুল্লা প্রহরতি রুবদ্ভৃঙ্গ-মল্লাদ্য মল্লী ॥ ২৭ ॥

(পরিক্রম্য)

মিহিরদুহিতুস্তীরোপান্তে স্ফুরন্তি নিরন্তরা
ব্রততি-নিকরৈরেতাস্তাস্তা মহীরুহ-রাজয়ঃ।

কৃষ্ণ ইতি। সর্ব্বাঙ্গীনামিতি। সর্ব্বাঙ্গীনাং সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনীম্। সা রাধিকা আকল্প-লক্ষ্মীং বেশশ্রিয়ম। আকল্পবেশৌ ইত্যমরঃ, যস্যা মল্লিকায়াঃ। কন্দর্পস্য ভল্লং ভালা ইতি প্রসিদ্ধং যদস্ত্রং তদ্বদাচরন্তী, রুবন্তো ভৃঙ্গা মল্লা ইব যস্যাঃ সা। ঋক্ষাচ্ছ ভল্ল ভালূকা ইত্যমরঃ ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ। (বিচার পূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন) নামের বর্ণগুলি শ্রবণ করিয়াই আমি সকল ব্যাপারের অনুসন্ধানে ভ্রান্ত হইয়াছিলাম। (ইহা বলিয়া অগ্রসর হইয়া) গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা যে মল্লিকার সৌরভ-বিস্তারী পুষ্পাবলীর দ্বারা পুনঃ পুনঃ আমার সর্ব্বাঙ্গীন বেশ রচনা করিতেন, অগ্রে সেই সুশোভান্বিতা মল্লিকা কামদেবের ভল্ল-নামক অস্ত্রে পরিণত হইয়া এবং গুঞ্জনরত ভ্রমরাবলী মল্লে পরিণত হইয়া আমাকে প্রহার করিতেছে ॥ ২৭ ॥

(গমন করিয়া) যমুনাতীরের সমীপে লতাবলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া নিরন্তর এই যে বৃক্ষরাজি বিরাজ করিতেছে, ইহাদের নবনব

কিশলয়কুলৈর্যাসাং নব্যেরলভ্যত রাধিকা

শ্রুতিপরিসরে তাড়ঙ্কশ্রী-বিড়ম্বন-চাতুরী ॥ ২৮ ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সবিস্ময়ম্) বঅস্স! এথ জোব্বণে বি বসন্তস্স কীস তল্লক্খণং ণত্থি ?

কৃষ্ণঃ। সখে! সত্যমাত্থ।

তথাহি—

আতন্বন্তি পিকাস্তথা মধুলিহো বাচংযমানাং ব্রতং

মাকন্দেষু দরোদ্গতা অপি জড়ীভাবং ভজন্ত্যঙ্কুরাঃ।

নিচিরেতি। নিরন্তরা নিবিড়া। রাজয়ঃ পঙ্ক্তয়ঃ। কিশলয়কর্তৃভিঃ ॥২৮॥

মধুমঙ্গল ইতি। বয়স্য! অত্র যৌবনে বসন্তস্য কস্মাৎ তল্লক্ষণং নাস্তি ?

কৃষ্ণ ইতি। আতন্বন্তীতি। মধুলিহঃ ভ্রমরাঃ। বাচং যমানাং মুনীনাং ব্রতং মৌনম্। মাকন্দেষু আম্রেষু অঙ্কুরা ঈষদুদ্গতা অপি জড়ীভাবং ক্ষুদ্রত্বং

কোমল কিশলয়-কুলের দ্বারা শ্রীরাধিকা কর্ণমূলে তাড়ঙ্ক-শোভার অনুকরণ-চাতুর্য্য লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

মধুমঙ্গল। (সবিস্ময়ে) বয়স্য! বসন্তের এই যৌবনকালে কেন ইহার তাদৃশ লক্ষণ নাই ?

কৃষ্ণ। সখে! সত্য কথাই বলিয়াছ। দেখা যাইতেছে—কোকিলকুল ও ভৃঙ্গ সকল মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছে, আম্র-সমূহে অঙ্কুর-সমূহ ঈষৎ উদ্গত হইয়া জড়ভাব প্রাপ্ত হইয়া আছে, অশোক-বৃক্ষনিচয়ে মঞ্জরী

অর্দ্ধোদ্গীর্ণমুখাপ্যশোকনিকরে বিক্ষস্ততে মঞ্জরী
কালিন্দীতটসীম্নি হন্ত ! কিমিয়ং সুপ্তা মধুশ্রীরভূৎ ॥

মধুমঙ্গলঃ। পেক্‌খ, এসা কাএ বি বিরহিণীএ বরারবিন্দ-বিরইদা সেজ্জা।

কৃষ্ণঃ। নূনমস্যাঃ প্রাণরক্ষণায় সখ্যা বিষ্টম্ভিতেয়ং বসন্তলক্ষ্মীঃ।

(ইত্যালোক্য সাতঙ্কম্)

শূন্যক্রোড়া নিবিড়-কমলৈঃ কল্পিতাতল্পবেদী
নেদীয়স্যাস্তনুলহরিভিঃ শীলিতা হেলিপুত্র্যাঃ।

ভক্তস্তীতার্থঃ। অর্দ্ধোদ্গীর্ণমুদিতং মুখং যস্যাঃ সা অর্দ্ধোদ্গীর্ণমুখা, বিক্ষস্ততে স্তব্ধা ভবতি। এতেন চিহ্নেন মধুশ্রীঃ সুপ্তা ইবেতি ভাবঃ।
মধুমঙ্গল ইতি। পশ্য, এষা কস্যা অপি বিরহিণ্যা বরারবিন্দ-বিরচিতা শয্যা।
কৃষ্ণ ইতি। বিষ্টম্ভিতা অপ্রকাশিতা।
শূন্যেতি। নেদীয়স্যা অতিনিকটবর্ত্তিন্যা যমুনায়াঃ সূক্ষ্মতরঙ্গৈঃ। অঙ্কজালা

অর্দ্ধোদ্গতা হইয়া শুদ্ধভাবে রহিয়াছে, হায় ! মনে হইতেছে, যমুনাতট-সীমায় বসন্তলক্ষ্মী যেন নিদ্রিতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

মধুমঙ্গল। বয়স্য ! দেখ, সুন্দর নলিনীদলে বিরচিত এ কোনও বিরহিণীর শয্যা।

কৃষ্ণ। বোধ হয়, সেই বিরহিণীরই জীবন-রক্ষার জন্য বসন্তলক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া আছেন। (আতঙ্কভরে অবলোকন করিয়া) এই শয্যার বেদী নিবিড় কমল-সমূহের দ্বারা কল্পিতা হইলেও ইহার মধ্যভাগ শূন্য এবং উহা নিকটস্থ সূর্য্যনন্দিনী যমুনার তনুলহরীর দ্বারা আর্দ্রীকৃতা, এই

অঙ্গজ্বালা-পরিচয়-মিলন্মর্ম্মুরা মর্ম্মদুঃখ-
ব্যাখ্যাপঞ্জী মম ধিয়মিয়ং ধূম্রয়ন্তী ধুনোতি ॥ ২৯ ॥

মধুমঙ্গলঃ। এদং অগ্‌গদো নিউঞ্জসালিঅং সলাহেহি।

কৃষ্ণঃ। (পরিক্রম্য সোদ্‌গ্রীবং পশ্যন্ সাশ্চর্য্যম্) কথমারণ্য-
বেশধারিণীহারিণীয়ং মদঙ্গ-প্রতিমা।

(ইতি সন্নিধায়)

নূনমেতয়া শিল্পাচার্য্য-কলাকৌশলবিবর্ত্তেন ভবিতব্যম্।

পরিচয়েন মিলন্মর্ম্মুরো ধর্ম্মো যস্যাঃ সা। মর্ম্মদুঃখস্য ব্যাখ্যা ব্যক্তীভাবস্তস্য পঞ্জী সূচিকা। ধূম্রাং কুর্ব্বন্তী ধুনোতি কম্পয়তি ॥২৯॥

মধুমঙ্গল ইতি। এতাং অগ্রতো নিকুঞ্জশালিকাং শ্লাঘয়।

কৃষ্ণ ইতি। প্রতিময়া বিশ্বকর্ম্মণঃ কলাকৌশলস্য বিবর্ত্তেন বিবর্ত্তরূপয়া ভবিতব্যম।

শয্যা অঙ্গজ্বালার পরিচয়ে মিলন-প্রয়াস ব্যক্ত করত মর্ম্মব্যথা প্রকাশের সূচিকারূপে পরিণত হইয়া আমার বুদ্ধির মালিন্যবিধান পুরঃসর উহাকে কম্পিত করিতেছে ॥ ২৯ ॥

মধুমঙ্গল। অগ্রবর্ত্তী এই নিকুঞ্জশালিকাকে প্রশংসা কর।

কৃষ্ণ। (অগ্রসর হইয়া গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক দেখিয়া আশ্চর্য্য সহকারে) এ কি! এ যে বন্যবেশ-ধারিণী মনোহারিণী আমার অঙ্গপ্রতিমা। (ইহা বলিয়া নিকটে গমন করিয়া) নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই প্রতিমা শিল্পাচার্য্যের কলাকৌশলের উৎকর্ষের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে।

মধুমঙ্গলঃ। (সকৌতুকম্) হী হী! এসো জ্জেব্ব অপ্পণো পিঅবঅস্সো মএ চিরাদো লদ্ধো, তুমং ক্খু রাইন্দো, ণ মে বম্হণবড়ুঅস্স অহিরূবো।

(ইতি নিরীক্ষ্য)

পিঅবঅস্স! পেক্খ, কএবি অণুরাইণীএ সেবা-কিদম্হি।

কৃষ্ণঃ। সখে! সাধু লক্ষিতম্,

অসৌ ব্যস্তন্যা সা বিশদয়তি মালা বিবশতাং
বিভক্তেয়ং চর্চ্চা নয়ন-জল-বৃষ্টিং কথয়তি।

মধুমঙ্গল ইতি। আশ্চর্য্যম্! এষ এবাত্মনঃ প্রিয়বয়স্যঃ ময়া চিরাল্লব্ধঃ। ত্বং খলু রাজেন্দ্রো, ন মে ব্রাহ্মণবটুকস্যাভিরূপো যোগ্য ইত্যর্থঃ। প্রিয়বয়স্য! পশ্য, কয়াপি অনুরাগিণ্যা সেবাকৃতাস্মি।

কৃষ্ণ ইতি। অস্তব্যস্তো ন্যাসো যস্যা সা। •ইয়ং বিভক্তা অঙ্গুল্যাঙ্কিতা

মধুমঙ্গল। (কৌতুক-সহকারে) কি আশ্চর্য্য! এ যেন আমার প্রিয়-বয়স্যকে বহুকালের পর প্রাপ্ত হইলাম, তুমি ত' রাজচক্রবর্ত্তী, তুমি আমার ন্যায় ব্রাহ্মণ-বালকের যোগ্য নহ। (এই বলিয়া বিশেষরূপে দেখিয়া) প্রিয়বয়স্য! দেখ, কোনও অনুরাগিণী কর্ত্তৃক এই প্রতিমা সেবিতা হইয়াছে।

কৃষ্ণ। সখে! ঠিক দেখিয়াছ। দেখ, এই মালিকাটি প্রতিমার ব্যস্তভাবে অর্পণ করায় তাহার বিবশতার পরিচয় দিতেছে, এই যে চন্দনলেপ, ইহা স্থানে স্থানে মুছিয়া যাওয়ায় তাহার অশ্রুপাতের কথা ব্যক্ত

করোৎকম্পং তস্যা বদতি তিলকং কুঞ্চিতমিদং
কৃশাঙ্গ্যা প্রেমাণং বরিবসিতমেব প্রথয়তি ॥ ৩০ ॥

(নেপথ্যে ইদো ইদো পিঅসহি !)

কৃষ্ণঃ। সখে! নূনং প্রত্যাসীদন্তি মূর্ত্তেরুপাসিকাস্তরুণ্যঃ, তদেষা মদর্চ্চা কুঞ্জান্তরে নিবেশ্যতাং, ময়াহস্যাঃ সুষ্ঠু বেশমাধুরীমুরীকৃত্য বিম্বোষ্ঠীনাং ভাবনিষ্ঠাং নিস্টঙ্কয়িষ্যতা বেদীয়মধিষ্ঠেয়া।

(ইত্যুভৌ তথা কুরুতঃ)

চর্চ্চা, বরিবসিতঃ সেবনং ব'রবস্যা তু শুশ্রূষা পরিচর্য্যাপ্যুপাসন-নিত্যমরঃ ॥ ৩০ ॥

(নেপথ্যে বকুলাহ, ইত ইতঃ প্রিয়সখি !)

কৃষ্ণ ইতি। প্রত্যাসীদন্তি পর্য্যাবর্ত্তন্তে।

(ইত্যুভাবিতি। মধুমঙ্গলস্তাং গৃহীত্বা কুঞ্জান্তরে স্থিতবান্। শ্রীকৃষ্ণস্তদ্বেশমাধুরীঃ স্বীকৃত্য বেদ্যাং স্থিতবানিত্যর্থঃ)।

করিতেছে, এই তিলক কুঞ্চিত হওয়ায় তাহার হস্তকম্প প্রকাশ করিতেছে, যাহা হউক, এইরূপ সেবাই সেই কৃশাঙ্গীর প্রেমোদয় বিস্তার করিতেছে ॥ ৩০

(নেপথ্যে প্রিয়সখি, এই দিকে, এই দিকে)

কৃষ্ণ। নিশ্চয়ই এই মূর্ত্তির উপাসিকা তরুণীরা আসিয়াছে; অতএব আমার এই প্রতিমাকে অন্য কুঞ্জে স্থাপন কর, আমি এই প্রতিমার বেশ-মাধুর্য্য ধারণ করিয়া বেদীতে অধিষ্ঠান পুরঃসর বিম্বোষ্ঠীদিগের ভাবনিষ্ঠা নিশ্চিন্তভাবে দর্শন করি। (উভয়ে সেইরূপ করিলেন)

(ততঃ প্রবিশতি সখিভ্যামনুগম্যমানা রাধা)

রাধা। (পুরোঽবলোক্য সরোমাঞ্চম্) অম্মহে ! পড়িমাএ মাহুরী-ভরসাহুদা, জং সচ্চং চেঅ মাহব-দংসণ-চমক্কারং উপ্পাদেদি।

বকুলা। (জনান্তিকম্) ণঅবুন্দে ! পেক্খ পড়িমাএ সুন্দেরম্।

নববৃন্দা। (সস্মিতম্) মুগ্ধে ! নূনং সত্যভামা-প্রেমোন্মাদ-স্ত্বয্যপি সঙ্ক্রাম, যা হরিমেব প্রতিমাং প্রত্যেষি।

কৃষ্ণঃ। (সবিস্ময়ানন্দম্) হন্ত ! কেয়ং চিত্তাকর্ষিণী কল্প-লতিকা ? (ইতি সৌৎসুক্যম্)

রাধেতি। আশ্চর্য্যম্! প্রতিমায়া মাধুরীভরসাধুতা, যৎ সত্যমেব মাধব-দর্শন-চমৎকারমুৎপাদয়তি।

বকুলেতি। নববৃন্দে ! পশ্য প্রতিমায়াঃ সৌন্দর্য্যম্।

নববৃন্দেতি। সঙ্ক্রাম সংক্রান্তবানাবিষ্ট ইত্যর্থঃ, যা ত্বং বকুলা !

(অনন্তর সখীদ্বয়ের সহিত রাধিকার প্রবেশ)

রাধা। (সম্মুখে অবলোকন করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া) আহা ! প্রতিমার মাধুর্য্যের কি উৎকর্ষ ! ইহা সত্য সত্যই মাধব-দর্শনের চমৎকারিতা উৎপাদন করিতেছে।

বকুলা। (জনান্তিকে) নববৃন্দে ! প্রতিমার সৌন্দর্য্য দেখ।

নববৃন্দা। (মৃদুহাস্য পুরঃসর) মুগ্ধে ! নিশ্চয়ই সত্যভামার প্রেমোন্মাদ তোমাতে সংক্রমিত হইয়াছে ; যেহেতু তুমি হরিকে প্রতিমা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ।

কৃষ্ণ। (বিস্ময়ের ও আনন্দের সহিত) কি আশ্চর্য্য ! এই চিত্তা-কর্ষিণী কল্পলতিকা কে ? (ইহা বলিয়া ঔৎসুক্যের সহিত)

হৃদয়ান্তর-স্ফুরদমন্দ-বেদনা-

ভর-বাবদূক-বদনাম্বুজত্বাতিঃ।

নয়নান্ত-তাণ্ডবিত-নীল-কুন্তলা

সুদতী মদক্ষ-পদবীং প্রপদ্যতে ॥৩১॥

(পুনর্নিভাল্য সচমৎকারম্)

হন্ত হন্ত! কথং সৈবেয়ং মে প্রাণাবল্লভা রাধা।

(ইত্যশ্রুধারামাবারয়ন্ সবিমর্শম্)

অকল্পি সুরশিল্পিনা পরিকলয্য মায়াময়ী

সুখায় মম রাধিকা ধ্রুবমমন্দ বৃন্দাবনে।

কৃষ্ণ ইতি। হৃদয়ান্তরে স্ফুরন্ অমন্দো যো বেদনাভরস্তং ব্যক্তি বদনাম্বুজ-ত্যুতির্যস্যাঃ সা। সুদতী শোভনা দন্তা যস্যাঃ সা ॥ ৩১ ॥

অকল্পি ইতি। সুরশিল্পিনা বিশ্বকর্ম্মণা। পরিকলয্য বিচার্য্য। মায়াময়ী

যাঁহার বদন-কমলের কান্তি হৃদয়ান্তরের গুরুতর বেদনাভর প্রকাশ করিতেছে, যাঁহার নীলকুন্তল নয়নদ্বয়ের প্রান্তভাগে নৃত্য করিতেছে, সেই শোভনদশনা আজ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১ ॥

(পুনর্ব্বার লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইয়া) হায় হায়! ইনি যে আমার প্রাণবল্লভা রাধা।

(এই বলিয়া অশ্রুধারা নিবারণ করত বিচার পূর্ব্বক) নিশ্চয়ই মনোহর বৃন্দাবনে সুরশিল্পী বিচার পূর্ব্বক আমার সুখের জন্য এই মায়াময়ী রাধিকামূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছেন, নচেৎ এই সমরনীতি

ভবেদিহ কুশস্থলী-নগর-নীতিভির্দুর্গমে
মমান্তরবরোধনে ক নু তদীয়-সম্ভাবনা ॥ ৩২ ॥

রাধা। (কৃষ্ণমুখেন্দুমবলোক্য) হন্ত হন্ত! ণিব্ভরুক্কণ্ঠিদাএ মম মুদ্ধত্তণং, জং গোইন্দস্‌স পড়িমং জ্জেব্ব গোইন্দং মণ্ণেমি।

(ইতি সাশ্রুধারমঞ্জলিং বদ্ধা)

অই পড়িবিম্ব! অবি কিং তুম্ম বিম্বস্‌স অম্বুরুহ লোঅণস্‌স কল্লাণম্।

মায়াকৃতা, তৎ প্রকৃতবচনে ময়ট্। মায়া তু দুর্ঘটনাকারিণী শক্তিঃ। সম্ভাবনা স্থিতিঃ ॥ ৩২ ॥

রাধেতি। হন্ত হন্ত! নির্ভরোৎকণ্ঠিতায়া মম মুগ্ধত্বং, যৎ গোবিন্দস্য প্রতিমামেব গোবিন্দং মন্যে।

অয়ি প্রতিবিম্ব! অপি কিং তব বিম্বস্য কৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ কল্যাণম্?

অনুসারে দুর্গম কুশস্থলী দ্বারাবতী কারাস্থিত আমার অন্তঃ-পুরমধ্যে কিরূপে তাঁহার অর্থাৎ শ্রীরাধিকার স্থিতি হইতে পারে? ॥ ৩২ ॥

রাধা। (কৃষ্ণমুখচন্দ্র দর্শন করিয়া) হায় হায়! অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বশতঃ আমারই এই মূর্খতা। যেহেতু, গোবিন্দের প্রতিমাকেই গোবিন্দ বলিয়া মনে করিতেছি।

(এই বলিয়া সাশ্রুনেত্রে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক)

অয়ি প্রতিবিম্ব! তোমার স্বীয় বিম্ব সেই পদ্মলোচনের মঙ্গল ত?

কৃষ্ণঃ। (সোল্লাসম্) অয়ি মায়াযন্ত্রময়ি রাধিকে! সত্য-মিদানীমেব কৃষ্ণঃ ক্ষেমী, যদিয়ং সর্ব্বমুদ্রয়া তাং লোকো-ত্তরামনুকুর্ব্বতী ত্বমস্য ক্ষেমং পৃচ্ছসি।

রাধা। (সচমৎকারম্) সাহু ণঅবুন্দে! সাহু সাহু, জাএ সিপ্পকলা-কুশলাএ ণিম্মিদা পড়িমাবি এদং কিম্পি মহুরং বাহরেদি।

কৃষ্ণঃ। অহো! গন্ধর্ব্বপুরানুকারিণোঽপি মায়া গন্ধর্ব্বনাট্যস্য কাপি চির-চমৎকারিতা, যদত্র মমাপ্যবাধিতেব রাধা প্রতিভাসতে।

কৃষ্ণ ইতি। সর্ব্বমুদ্রয়া সর্ব্বভঙ্গ্যা বা কাপি লাবণ্যাদিরূপয়েত্যর্থঃ, তাং ঊর্দ্ধলোকগতাং রাধাম্।

রাধেতি। সাধু নববৃন্দে! সাধু সাধু, যয়া শিল্পকলা-কুশলয়া নির্ম্মিতা প্রতিমাপি এতৎ কিমপি মধুরং ব্যাহরতি কথয়তি।

কৃষ্ণ ইতি। গন্ধর্ব্বা অত্র শৈলূষাস্তেষাং পুরমনুকর্ত্তুং শীলমস্য বিশ্বকর্ম্মণোঽপি মায়য়া প্রতারণশক্ত্যা যদ্গন্ধর্ব্বনাট্যং লোকভ্রামকচরিতং তস্য কাপি

। (উল্লাস-ভরে) অয়ি মায়াযন্ত্রময়ি রাধিকে! সত্যই এখন মঙ্গল, যেহেতু তুমি সর্ব্বপ্রকারে সেই পরলোকবাসিনী শ্রীরাধিকার অনুকরণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছ।

রাধা। (চমৎকৃতা হইয়া) সাধু নববৃন্দে, সাধু সাধু, যেহেতু তোমার ন্যায় শিল্পকলা-বিচক্ষণা কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা প্রতিমাও এইরূপ মধুর বাক্য কহিতেছে।

কৃষ্ণ। অহো! গন্ধর্ব্বপুরানুকারী বিশ্বকর্ম্মার মায়া দ্বারা বিরচিতা

রাধা। (সানন্দাদ্ভুতং সংস্কৃতেন)

বরো খিন্বন্ ঘ্রাণং পরিমিলতি সোঽয়ং পরিমলো

ঘনশ্যামা সেয়ং দ্যুতিবিততিরাকর্ষতি দৃশৌ।

স্বরঃ সোঽয়ং ধীরস্তরলয়তি কর্ণৌ মম বলা-

দহো ! গোবিন্দস্য প্রকৃতিমুপলব্ধা প্রতিকৃতিঃ ॥৩৩॥

(ইতি কাকুং কুর্ব্বতী)

অই কহ্ণপড়িমে ! এসা চাডু-কোডিহিং ভিক্খেদি

গন্ধর্ব্বচমৎকারকারিতা, যস্মাদগন্ধর্ব্বনাট্যাৎ যয়াপ্যবাধিতেব রাধা প্রতিভাসতে স্ফুরতি, অবাধিতেব অর্থাৎ সা ইব। প্রকৃতিং স্বভাবম্ ॥ ৩৩ ॥

রাধেতি। অয়ি কৃষ্ণপ্রতিমে ! এষা চাটু-কোটিভির্ভিক্ষ্যতে রাধা, এবমেব জঙ্গমী-ভূয় চিরং সুধাপয় সন্তাপজর্জ্জরং দীনায়া লোচনম্।

নাট্যের কি চিরস্থায়ী চমৎকারিতা ! যেহেতু, ইহার দ্বারা প্রকৃত শ্রীরাধিকার ন্যায় এই রাধা প্রকাশ পাইতেছেন।

রাধা। (আনন্দ ও বিস্ময়ের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) নাসিকাতে প্রবেশ করিয়া যাহা উন্মত্ত করিয়া তুলিত, এই সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিমল, তাঁহার যে ঘনশ্যাম কান্তি নয়নযুগলকে আকর্ষণ করিত, ইহাও সেই ঘনশ্যাম কান্তি, তাঁহার যে ধীর স্বর আমার শ্রুতিযুগলকে বলপূর্ব্বক বিগলিত করিত, এই সেই স্বর, আহা ! কি আশ্চর্য্য ! এই প্রতিকৃতি গোবিন্দের স্বভাবকেই লাভ করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

(ইহা বলিয়া খেদোক্তি করিয়া) অয়ি কৃষ্ণপ্রতিমে ! এই রাধিকা কোটি কোটি চাটুবাক্যের দ্বারা তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছে যে,

রাহী, এব্বং চেচঅ জঙ্গমী-ভবিঅ চিরং সুহাবেহি সন্তাব-জজ্জরং দীণাএ লোঅণম্।

কৃষ্ণঃ। হন্ত! বৃন্দারকবর্দ্ধকে! দিষ্ট্যা সম্বর্দ্ধিতোঽস্মি।

(ইতি বাষ্পধারাং বিতনোতি)

নববৃন্দা। সখি! চেলাঞ্চলেনাপসার্য্যতাং প্রিয়মুখাম্ভোজা-দ্বাষ্পাম্বুধারা।

রাধা। (সাপত্রপং তথা করোতি)

নববৃন্দা। (স্বগতম্) কথমসৌ মাধবো রাধিকাঙ্গস্পর্শ-সৌখ্যেন স্তিমিতাক্ষো ভবন্ পৃষ্ঠাশ্রিত-কদম্বস্তম্ভমালম্বতে ?

কৃষ্ণ ইতি। বিশ্বকর্ম্মাণং মনসি প্রত্যক্ষীকৃত্যাহ, বৃন্দারকবর্দ্ধকে! হে বিশ্বকর্ম্মন্! তক্ষা তু বর্দ্ধকিস্ত্বষ্টা রথকারশ্চ কাষ্ঠ-তট্ ইত্যমরঃ।

রাধেতি। (তথা করোতি, প্রিয়-বাষ্পাম্বুধারামপসারয়তি)

নববৃন্দেতি। স্তিমিতাক্ষঃ। স্তম্ভং জড়ীভাবম্।

তুমি চিরকালের জন্য জঙ্গমভাব অবলম্বন করিয়া এই দুঃখিনীর সন্তপ্ত-লোচনের সুখসম্পাদন কর।

কৃষ্ণ। হায়! দেবশিল্পিন্। সত্যই তুমি আমাকে সম্বর্দ্ধিত করিলে।

(ইহা বলিয়া বাষ্পধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন)

নববৃন্দা। সখি! বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা প্রিয়মুখপদ্ম হইতে অশ্রুধারা মুছিয়া দেও।

রাধা। (লজ্জাসহকারে তাহাই করিলেন)

নববৃন্দা। (স্বগত) মাধব শ্রীরাধিকার অঙ্গস্পর্শসুখে স্তিমিতলোচন হইয়া পৃষ্ঠাশ্রিত কদম্ববৃক্ষ আশ্রয় করিতেছেন কেন ?

রাধা। হদ্ধী হদ্ধী! সাহাবিঅং ধম্মং গদা পড়িমা।

(ইতি মূর্চ্ছতি)

(নেপথ্যে সঙ্কুলধ্বনিঃ)

বকুলা। (সাবেগম্) ণঅবুন্দে! কধং এসো সসঙ্কং বিক্কোসন্তাণং কলাবিণং কলাবো বিদ্দবদি ?

নববৃন্দা। নূনং বিদর্ভনন্দিনী বৃন্দাবনং প্রপেদে, তদীয়-পারিবারাণাং মঞ্জীরশিঞ্জিতেন শঙ্কিত-মরালকুলোৎকর্ষাঃ কলাপিনঃ পলায়ন্তে, তদিতস্তূর্ণং ত্বয়া সত্যাপসার্য্যতাম্।

রাধেতি। হা ধিক্, হা ধিক্! স্বাভাবিকং ধর্ম্মং গতা প্রতিমা।

(নেপথ্যে ময়ূরাণাং মিশ্রিতো ধ্বনিঃ)

বকুলেতি। নববৃন্দে! কথমেব সশঙ্কং বিক্রোশতাং কলাপিনাং ময়ূরাণাং কলাপঃ সমূহঃ বিদ্রবতি ?

নববৃন্দেতি। সশঙ্কিতো মরালকুলস্যোৎকর্ষো যৈঃ, অপসার্য্যতাং স্থানান্তরং নীয়তাম্।

রাধা। হা ধিক্! হা ধিক্! প্রতিমা যে স্বভাবিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিল।

(ইহা বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)

(বেশগৃহে ময়ূরাদির ধ্বনি)

বকুলা। (আবেগ-সহকারে) নববৃন্দে! ময়ূরের দল ভীত হইয়া ডাকিতে ডাকিতে পলাইতেছে কেন ?

নববৃন্দা। নিশ্চয়ই বিদর্ভরাজকন্যা বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতেছেন, এ কারণ তাঁহার অনুচরীদিগের নূপুরের ধ্বনিতে হংসকুলের জয় হইল, এই আশঙ্কা করিয়া ময়ূরেরা পলায়ন করিতেছে, অতএব শীঘ্র তুমি এ স্থান হইতে সত্যভামাকে স্থানান্তরিত কর।

বকুলা। সাহু মন্তেসি।

(ইতি মূর্চ্ছিতামেব রাধামঙ্কীকৃত্য নিষ্ক্রান্তা)

মধুমঙ্গলঃ। (নিকুঞ্জান্নিঃসৃত্য) অচ্চরীয়ম্ অচ্চরীয়ম্! ভো পিঅবঅস্‌স! সচ্চং চ্চেঅ পড়িমারূবোসি।

কৃষ্ণঃ। (পুরো দৃষ্টিং ক্ষিপন্) হন্ত হন্ত! কথং লীনা বভূব সদ্যস্ত্বাষ্ট্রী শিল্পমায়া? (ইতি চমৎকারমভিনীয়) নববৃন্দে! ভূয়োঽপি কিমিয়ং প্রস্তোতুং শক্যতে জগদ্বিস্মাপিনী কাপি মায়া।

নববৃন্দা। অথ কিম্।

বকুলেতি। সাধু মন্ত্রয়সি।

মধুমঙ্গল ইতি। আশ্চর্য্যম্, আশ্চর্য্যম্! ভো প্রিয়বয়স্য! সত্যমেব প্রতিমা-রূপোঽসি।

কৃষ্ণ ইতি। ত্বাষ্ট্রী ত্বষ্টুর্বিশ্বকর্ম্মণ ইয়ং শিল্পমায়া শিল্পেন চাতুর্য্যেণ মায়া-ময়ত্বাস্মায়া রাধেত্যর্থঃ। নববৃন্দে! প্রস্তোতুং সাক্ষাৎকর্ত্তুম্।

বকুলা। ভাল পরামর্শ দিয়াছ।

(ইহা বলিয়া মূর্চ্ছিতা রাধাকে কোলে করিয়া প্রস্থান)

মধুমঙ্গল। (নিকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সত্যই তুমি যে প্রতিমা হইয়া পড়িলে।

কৃষ্ণ। (সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) হায়! হায়! বিশ্বকর্ম্মার শিল্পমায়া অন্তর্হিতা হইল কেন? (ইহা বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) নববৃন্দে! জগতের বিস্ময়কারিণী এই আশ্চর্য্য মায়ার কি পুনরায় তুমি সাক্ষাৎ করাইতে পার?

নববৃন্দা। হাঁ, পারি বৈ কি।

কৃষ্ণঃ। (সোৎকণ্ঠম্) সখি! তূর্ণমুপনীয়তাম্।

নববৃন্দা। দেব! যতোঽহং বিদ্রবন্তী চক্রবাকীব বিভেমি, সেয়ং সন্নিকৃষ্টা দেবী চন্দ্রিকা।

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)

(ততঃ প্রবিশতি সহ-পরিজনা চন্দ্রাবলী)

চন্দ্রাবলী। হলা মাহবি! বহিণীএ সোআণলো অজ্জবি মে ণ ণিব্বাদি।

নববৃন্দেতি। যতোঽহং বিদ্রবন্তী সেয়ং দেবী চন্দ্রিকেত্যন্বয়ঃ।

চন্দ্রাবলীতি। সখি মাধবি! ভগিন্যা রাধায়াঃ শোকানলোঽদ্যাপি মে ন নির্ব্বাতি।

কৃষ্ণ। (উৎকণ্ঠা-সহকারে) সখি! শীঘ্র আনয়ন কর।

নববৃন্দা। দেব! যাঁহা হইতে আমি পলায়মানা চক্রবাকীর ন্যায় ভয় পাইয়া থাকি, সেই দেবী চন্দ্রাবলী নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন।

(ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন)

(অতঃপর পরিজন সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী। সখি মাধবি! আজিও আমার ভগিনী রাধিকার শোকানল নির্ব্বাপিত হয় নাই।

মাধবী। ভট্টিদারিএ! পইদি-সিণিদ্ধাসি, কধং ণিব্বাহু ?

চন্দ্রাবলী। সহি! অজ্জ অজ্জউত্তেণ হা রাহি হা রাহিত্তি সব্বং চ্চেঅ রত্তিং সিবিণাইদম্।

মাধবী। ণূণং সিবিণদংসণবিক্খোহিদং অত্তাণঅং বিণোদেদুং এসো বুন্দাঅণং পইট্‌ঠো।

চন্দ্রাবলী। সচ্চং ভণাসি।

মাধবী। পেক্‌খ, ভট্টিদারিএ! অগ্‌গদো ণিউঞ্জভট্টা।

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে! প্রকৃতিস্নিগ্ধাসি, কথং নির্ব্বাতু ?

চন্দ্রাবলীতি। সখি! অদ্য আর্য্যপুত্রেণ হা রাধা হা রাধা ইতি সর্ব্বামেব রাত্রিং স্বপ্নায়িতম্।

মাধবীতি। নূনং স্বপ্নদর্শনবিক্ষোভিতমাত্মানং বিনোদয়িতুং এষ বৃন্দাবনং প্রবিষ্টঃ।

চন্দ্রাবলীতি। সত্যং ভণসি।

মাধবীতি। পশ্য, ভর্ত্তৃদারিকে! অগ্রতো নিকুঞ্জভর্ত্তা।

মাধবী। রাজকন্যে! তুমি স্বভাবতঃই কোমলা, কিরূপে তোমার উহার শান্তি হইবে ?

চন্দ্রাবলী। সখি! অদ্য আর্য্যপুত্র হা রাধা, হা রাধা বলিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

মাধবী। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, স্বপ্ন-দর্শনে বিক্ষুব্ধ আত্মাকে শান্ত করিবার জন্যই ইনি বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছেন।

চন্দ্রাবলী। সত্য বলিতেছ।

মাধবী। রাজকন্যে! দেখ, ঐ নিকুঞ্জ-ভর্ত্তা সম্মুখে বিদ্যমান।

চন্দ্রাবলী। (সাচি সমীক্ষ্য) হলা! জং বুন্দাবণেবি এসো উপ্‌ফুল্লাআরো বিলোঈঅদি, তা তক্কেমি, অউরুব্বং কিম্পি রসন্তরং লদ্ধো।

মাধবী। (নিভাল্য) ভট্টিদারিএ! ফুড়ং সঙ্গদা সা হারিণী সচ্চভামা।

চন্দ্রাবলী। সহি! সচ্চং সচ্চং, জং ইমস্‌স অঙ্গে সো জ্জেব্ব মএ পেসিদো দিব্ব পরিচ্ছও, তা গহুঅ তত্তং জাণিস্‌সম্।

চন্দ্রাবলীতি। সখি! বৃন্দাবনেঽপি এষ উৎফুল্লাকারো বিলোক্যতে, তৎ তর্কয়ামি অপূর্ব্বং কিমপি রসান্তরং লব্ধম্।

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে! স্ফুটং সঙ্গতা সেতি পদদ্বয়ম্। সঙ্গতা সা লব্ধা সেতি পদৈক্যং বা। রাজেন্দ্রেণ সঙ্গতেত্যর্থঃ। হারিণী হারযুক্তা মনোহারিণী বা। অসাধারণীতি বাস্তবার্থঃ।

চন্দ্রাবলীতি। সখি! সত্যম্ সত্যম্, যদস্য অঙ্গে স এব ময়া প্রেষিতো দিব্যঃ পরিচ্ছদঃ, তদগত্বা তত্ত্বং জ্ঞাস্যামি।

চন্দ্রাবলী। (বক্রভাবে নিরীক্ষণ করিয়া) সখি! যেহেতু বৃন্দাবনেও ইঁহাকে আনন্দিত দেখাইতেছে, তখন বোধ হয়, ইনি কোন অপূর্ব্ব রসান্তর লাভ করিয়াছেন।

মাধবী। (চিন্তাপুরঃসর) রাজকন্যে! সেই মনোহারিণী সত্যভামা প্রকাশ্য-ভাবেই ইঁহার সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন।

চন্দ্রাবলী। সখি, তাহাই সত্য, যেহেতু আমি যে দিব্য পরিচ্ছদ প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাই ইঁহার অঙ্গে দেখিতেছি, অতএব নিকটে গিয়া তত্ত্ব জ্ঞাত হই।

(ইত্যুপসৃত্য)

জঅদু জঅদু অজ্জউত্তো !

কৃষ্ণঃ। (সাবহিত্থম্) প্রিয়ে ! দিষ্ট্যাত্র সময়ে বৃন্দাবনমুপলব্ধাসি।

চন্দ্রাবলী। (কৃষ্ণং পশ্যন্তী সাশ্চর্য্যমপবার্য্য সংস্কৃতেন)

স্ফুরতি মধুরিমোর্ম্মিঃ স্ফারমারণ্যবেশং
কমপি জগদপূর্ব্বং বিভ্রতো মাধবস্য।
কলয়তি সখি ! তৃপ্তিং নেদমীর্ষ্যা-ভুজঙ্গী-
কবলিতমপি যত্র প্রেক্ষ্যমাণে মনো মে ॥ ৩৪ ॥

জয়তু জয়তু আর্য্যপুত্রঃ !

চন্দ্রাবলীতি। স্ফুরতীতি। যত্র মধুরিমোর্ম্মৌ প্রেক্ষ্যমাণে সতি মে মনঃ ঈর্ষা-ভুজঙ্গী-কবলিতমপি তৃপ্তিং ন কলয়তি ন প্রাপ্নোতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

(এই বলিয়া গমন পূর্ব্বক) আর্য্যপুত্র ! জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন।

কৃষ্ণ। (ভাব গোপন করিয়া) প্রিয়ে ! ভাগ্যক্রমে যথাসময়ে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছ।

চন্দ্রাবলী। (কৃষ্ণকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া সখীর কর্ণে সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! জগতের মধ্যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যপূর্ণ মনোহারী এই আরণ্যবেশ মাধবের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যতরঙ্গ বিস্তার করিতেছে, কিন্তু ইহা দর্শন করিয়া আমার মন ঈর্ষ্যাভুজঙ্গী-কবলীকৃত হইয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না ॥ ৩৪ ॥

(ইতি স্মিতং কৃত্বা)

দেঅ ! ণবীণপণইণী-সঙ্গমমহুসবেণ দিট্‌ঠিআ পপ্‌ফুরসি ।

কৃষ্ণঃ। (বিহস্য) প্রিয়ে ! প্রাচীনপ্রণয়িনীতি ভণ্যতাম্।

চন্দ্রাবলী। (সশঙ্কম্) কা ক্খু পাইণপণইণী ?

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে ! মা কুরু শঙ্কাং, বৃন্দাটবী-লতালিরেব নাপরা।

মাধবী। সচ্চং ভণাদি ভট্টা ! জং বুন্দাবণকপ্পলদাএ উবণীদা এসা মালা।

দেব ! নবীনপ্রণয়িনীসঙ্গমমহোৎসবেন দিষ্ট্যা প্রস্ফুরয়সি।

কৃষ্ণ ইতি। চন্দ্রাবল্যাং শ্রীসত্যভামাং বিভাব্য নবীনপ্রণয়িনীত্যুক্তং শ্রীকৃষ্ণেন তু বৃন্দাটবী-লতালিং বিভাব্য প্রাচীনপ্রণয়িনীতি ভণ্যতাম্।

চন্দ্রাবলীতি। কা খলু প্রাচীনপ্রণয়িনী ?

মাধবীতি। সত্যং ভণতি ভর্ত্তা। যৎ বৃন্দাবন-কল্পলতয়া উপনীতা এষা মালা।

(ইহা বলিয়া মৃদু হাস্যপুরঃসর) দেব ! সৌভাগ্যবান্ নবীন প্রণয়িনীসঙ্গম-মহোৎসবে আপনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন।

কৃষ্ণ। (হাস্য করিয়া) প্রিয়ে ! প্রাচীনপ্রণয়িনী, তাই বল।

চন্দ্রাবলী। (শঙ্কিতভাবে) প্রাচীনপ্রণয়িনী কে ?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে ! ভয় নাই, বৃন্দারণ্যের লতাশ্রেণী—তদ্ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

মাধবী। সত্যই বলিয়াছেন, বৃন্দাবনলতাশ্রেণী হইতেই ইহা উপনীত।

কৃষ্ণঃ। মাধবি! মা মুধা শঙ্কা-কলঙ্কেন
কিলাঙ্কয় বিশুদ্ধাং চন্দ্রাবলীম্।
যদিয়ং মালা মধুমঙ্গল-
কলাকৌশল-সাক্ষাৎ-কৃতিঃ ॥

চন্দ্রাবলী। (সাকূত-স্মিতম্) অজ্জ মহুমঙ্গল! এদং কোত্থুহ-মম্বরং বি তুজ্ঝ কলাকোসলম্।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) নূনং দেব্যা দৃষ্টপূর্ব্বোঽয়ং পরিচ্ছদঃ। (প্রকাশম্) দেবি! বনদেব্যা মমেদং উপহারীকৃতম্।

মাধবী। দেঅ! অণুজ্জাণীহি এসা ঘরদেই ঘরং গচ্ছদু।

কৃষ্ণ ইতি। মধুমঙ্গলস্য যৎ কৌশলং, তেন সাক্ষাৎ-ক্রিয়তে যা সা কর্ম্মণি ক্তিঃ।

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্য মধুমঙ্গল! এতৎ কৌস্তুভং অম্বরমপি তব কলা-কৌশলং আয়ুর্মূর্তমিতিবৎ কার্য্যকারণয়োরভেদঃ।

কৃষ্ণ ইতি। বনদেব্যা বনবৃন্দয়া, পক্ষে বনস্য দেব্যা।

মাধবীতি। দেব! অনুজানীহি এষা গৃহদেবী গৃহং গচ্ছতু।

কৃষ্ণ। মাধবি! অনর্থক মিথ্যাশঙ্কায় এই বিশুদ্ধা চন্দ্রাবলীকে কলঙ্কে অঙ্কিত করিও না: এই মালা মধুমঙ্গলের কলাকৌশলের সাক্ষাৎ ফল।

চন্দ্রাবলী। (কৌতুকভরে মৃদুহাস্য করিয়া) আর্য্য মধুমঙ্গল! এই কৌস্তুভবস্ত্রও কি তোমার কলা-কৌশলে লব্ধ?

কৃষ্ণ। (স্বগত) নিশ্চয়ই এই পরিচ্ছদ দেবী পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। (প্রকাশ্যে) দেবি! বনদেবী আমাকে ইহা উপহার দিয়াছেন।

মাধবী। অনুমতি করুন, এই গৃহদেবী এখন গৃহে গমন করুন।

কৃষ্ণঃ। দেবি! নেমাং শ্রদ্ধেহি মাধবীয়ামলীকবাচম্।

চন্দ্রাবলী। মাহবি! সহীএ সরস্সঈএ গহিদপক্খহ্মি সম্বুত্তা।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) কথম্ স্বগিরৈব নিগৃহীতোঽস্মি দেব্যা।

চন্দ্রাবলী। কহ্ন! (ইত্যর্দ্ধোক্তে সলজ্জম্) অজ্জউত্ত অজ্জউত্ত!

কৃষ্ণঃ। (সানন্দ-স্মিতম্) প্রিয়ে! দিষ্ট্যা সুধাধারাং পায়িতোঽস্মি, তদলং আর্য্যপুত্রেতি কূপাম্বুনা।

কৃষ্ণ ইতি। মাধবীয়ামিতি মাধব্যা ইয়মিতি নিরুক্তির্মাধবস্যেয়মিতি বোধয়তি।

চন্দ্রাবলীতি। সখ্যাঃ সরস্বত্যা গৃহীতপক্ষাস্মি সংবৃত্তা।

কৃষ্ণ ইতি। স্বগিরা মাধবীয়ামিত্যাকারয়া।

চন্দ্রাবলীতি। কৃষ্ণ! (ইত্যর্দ্ধোক্তে) আর্য্যপুত্র আর্য্যপুত্র!

কৃষ্ণ। দেবি! মাধবীর মিথ্যা বাক্যে শ্রদ্ধা করিও না।

চন্দ্রাবলী। মাধবি! সখী সরস্বতী আমার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। (মূলে "মাধবীয়াং" এই শব্দের মাধবী সখীর উক্তা এবং মাধব কর্ত্তৃক উক্তা এই দুই অর্থ হইতে পারে, চন্দ্রাবলী শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া ঐরূপে উপহাস করিলেন।)

কৃষ্ণ। (স্বগত) আমি নিজের কথার দ্বারাই দেবী-কর্ত্তৃক পরাজিত হইলাম।

চন্দ্রাবলী। কৃষ্ণ (এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন) আর্য্যপুত্র, আর্য্যপুত্র!

কৃষ্ণ। (সানন্দে মৃদুহাস্য করিয়া) প্রিয়ে! ভাগ্যবশেই আমাকে সুধাধারা পান করাইতেছিলে, অতএব 'আর্য্যপুত্র' এইরূপ কূপোদকে প্রয়োজন কি?

চন্দ্রাবলী। অজ্জউত্ত! ণ ক্‌খু অহং অণহিণ্ণা, জং তুজ্‌ঝ সোক্‌খহেদুএণ কেলিপবন্ধেণ খিজ্জিস্সম্?

কৃষ্ণঃ। ত্বদঙ্গসঙ্গতৈরেভিস্তপ্তোঽস্মি মিহিরাতপৈঃ।
বিন্দন্তী চন্দনচ্ছায়াং মাং দেবি! শিশিরী-কুরু ॥

মাধবী। দেঅ! কঠোরঅপ্পা এসা ভট্টিদারিআ সুট্‌ঠু তাবং সোঢ়ুং পারেদি, জং তুজ্ঝ পচ্চক্‌খং চেঅ চন্দভাআমন্দিরে জলণ্‌তং জলণকুণ্ডং জলকেলিকুণ্ডং বিণ্ণাদবদী।

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যপুত্র! ন খলু অহং অনভিজ্ঞা, যৎ তব সৌখ্যহেতুনা কেলিপ্রবন্ধেন খেদিষ্যে।

কৃষ্ণ ইতি। রৌদ্রস্থিতাং চন্দ্রাবলীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্।

মাধবীতি! দেব। কঠোরাত্মা এষা ভর্ত্তৃদারিকা সুষ্ঠু তাপং সোঢ়ুং পারয়তি, যৎ তব প্রত্যক্ষমেব চন্দ্রভাগা-মন্দিরে জ্বলন্তং জ্বলনকুণ্ডং জলকেলিকুণ্ডং বিজ্ঞাতবতী।

চন্দ্রাবলী। আর্য্যপুত্র! আমি এরূপ অনভিজ্ঞা নহি যে, আপনার সুখ-জনক কেলিপ্রসঙ্গে দুঃখিত হইব।

কৃষ্ণ। (রৌদ্রস্থিতা চন্দ্রাবলীর প্রতি) দেবি! তোমার অঙ্গ সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত হওয়ায় আমি অভিতপ্ত হইতেছি, অতএব চন্দনতরুর ছায়ায় গমন করিয়া আমাকে শীতল কর।

মাধবী। দেব! আমাদের এই কঠোরাত্মা রাজকন্যা যে যথেষ্ট তাপ সহ্য করিতে পারেন, যখন চন্দ্রভাগা-মন্দিরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে জলকেলি-কুণ্ড বলিয়া ইনি মনে করিয়াছিলেন, তখন আপনি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) মাধবি! সাধু সাধু, যদত্র স্নেহাতিরেকং সূচয়ন্তী সময়ে সখ্যসেবাং বিতনোষি।

চন্দ্রাবলী। অজ্জউত্ত! অত্তণো হিঅঅঙ্গমেণ পণইণা জণেণ সমং সচ্ছন্দং বিহরেহি, এসা হং অন্তে-উরে পবিসামি।

(ইতি সপরিবারা নিষ্ক্রান্তা)

কৃষ্ণঃ। সখে! সুষ্ঠু কষ্টমাপতিতং, যদদ্য দেবী রুষ্টা।

মধুমঙ্গলঃ। মা এব্বং ভণ, জং দেঈএ রোসস্‌স পদং কিম্পি ণ লক্‌খিদম্।

কৃষ্ণ ইতি। অত্র দেব্যাম্।

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যপুত্র! আত্মনো হৃদয়ঙ্গমেন প্রণয়িনা জনেন সমম্ স্বচ্ছন্দং বিহর, এষা অহং অন্তঃপুরে প্রবিশামি।

মধুমঙ্গল ইতি। মা এবং ভণ, যৎ দেব্যাম্ রোষস্য পদং কিমপি ন লক্ষিতম্।

কৃষ্ণ। (স্বগত) মাধবি! সাধু সাধু, এইরূপে স্নেহের আতিশয্য সূচনা করিয়া তুমি যথাসময়ে দেবীর প্রতি সখীবৎ সেবার বিস্তার করিলে।

চন্দ্রাবলী। আর্য্যপুত্র! আপনার হৃদয়ের অভিমত, প্রণয়িজনের সহিত সুখে বিহার করুন, এই আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছি।

(ইহা বলিয়া পরিজনগণের সহিত প্রস্থান করিলেন)

কৃষ্ণ। সখে! বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইল, যেহেতু, অদ্য দেবী ক্রুদ্ধা হইয়াছেন।

মধুমঙ্গল। এরূপ বলিও না, যেহেতু, দেবীর রোষের কোনও উপলক্ষই দেখা যাইতেছে না।

কৃষ্ণঃ। সখে! গূঢ়রোষা হি মনস্বিন্যঃ।

তথাহি—

উদ্ধৃতা স্মিতকৌমুদী ন মধুরা বক্ত্রেন্দুবিম্বাত্তয়া
মৃদ্বীনাং ন নিরাকৃতা নিজগিরাং মাধুর্য্য-লক্ষ্মীরপি।
কোষ্ণৈরস্য দুরাবরৈরিহ মনো গূঢ়-ব্যথাশংসিভিঃ
শ্বাসৈরেব দরোদ্ধৃত-স্তনপটৈস্তস্যা রুষঃ কীর্ত্তিতা॥

তদস্য দেবী-প্রসাদনমেব নিজাভীষ্ট-সাধনম্॥ ৩৫॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ) (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে নববৃন্দাবনসঙ্গমো নাম সপ্তমোঽঙ্কঃ॥ * ৭ ॥ * ॥

কৃষ্ণ ইতি। মনস্বিন্যঃ প্রশস্তমনসঃ। তথাহি। উদ্ধৃতা ন দূরীকৃতা। তয়া দেব্যা গূঢ়ং বক্তুমিচ্ছুভিঃ॥ ৩৫॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

কৃষ্ণ। সখে! মনস্বিনীদিগের রোষ বাহ্যে প্রকাশিত হয় না। যেহেতু, অস্য দেবীর বদনচন্দ্রবিম্ব হইতে তিনি মৃদু হাস্যরূপ কৌমুদী দূরীভূত করেন নাই, স্বাভাবিক মৃদু বাক্যের মাধুর্য্যলক্ষ্মীও পরিত্যাগ করেন নাই; নিজের মনের দুরাবরণীয় গোপনীয় ব্যথার প্রকাশক শ্বাসের দ্বারা তাঁহার স্তনবসন ঈষৎ কম্পিত হইয়া তাঁহার ক্রোধ প্রকাশিত হইয়াছে। (ইহা বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)

(অনন্তর সকলের প্রস্থান)

ইতি ললিতমাধবনাটকে নববৃন্দাবনসঙ্গম নামক সপ্তম অঙ্ক।

অষ্টমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি নববৃন্দয়ানুগম্যমানো বিশ্বকর্ম্মা)।

বিশ্বকর্ম্মা। দ্বারাধিপায় কলিতাঞ্জলিভিঃ সুরেন্দ্রৈ-
রন্তর্বিবিক্ষুভিরবাপ্তবহিঃপ্রকোষ্ঠা।
চিত্তং হরত্যবসরে প্রতিহার্য্যমান-
রাজীব-সম্ভব-হরাঽদ্য হরেঃ পুরীয়ম্ ॥ ১ ॥

(পার্শ্বতো বিলোক্য)

বৎসে! অপি নাম গতঃ পুরুষোত্তমে সত্যায়াঃ প্রতিমেতি বিচিত্রো ভ্রমঃ তস্যাপি তস্যাং মদীয়মায়েতি।

বিশ্বকর্ম্মা ইতি। দ্বারাধিপায় দ্বারপালায়। অন্তর্বিবিক্ষুভিঃ অন্তঃপুরং প্রবেষ্টুমিচ্ছদ্ভিঃ। অবসরে প্রতিহার্য্যমানৌ প্রতিহারেণ দ্বারিণা প্রবেশ্যমানৌ ব্রহ্মা হরশ্চ যত্র সা। প্রতিহারো দ্বারপাল ইত্যমরঃ ॥ ১ ॥
বৎসে! পুরুষোত্তমে কৃষ্ণে সত্যভামায়াঃ প্রতিমা ইতি ভ্রমো গতঃ কিম্?

(বিশ্বকর্ম্মার পশ্চাৎ নববৃন্দার প্রবেশ)

বিশ্বকর্ম্মা। অন্তঃপুরে প্রবেশেচ্ছু হইয়া সুরেন্দ্র-প্রমুখ অমরবৃন্দ যোড়হস্তে দ্বারপালের নিকট প্রার্থনা করিয়া যাঁহার বহিঃপ্রকোষ্ঠ প্রাপ্ত হন, এবং যাহাতে দ্বারপাল ব্রহ্মাহরাদিকেও অবসর-সময়ে প্রবেশ করাইয়া থাকে, সেই শ্রীহরির দ্বারকাপুরী অদ্য আমার মনোহরণ করিতেছে ॥ ১ ॥

(পার্শ্বে নিরীক্ষণ করিয়া) বৎসে! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে ইহা প্রতিমামাত্র বলিয়া সত্যভামার যে বিচিত্র ভ্রম হইয়াছিল এবং সত্যভামা সম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণের যে ঐ প্রকার ভ্রম হইয়াছিল, তাহা আমারই মায়া।

(স্মিতং কৃত্বা)

অথবা ভ্রম এব স ন ভবেৎ, যদ্বৈশ্লেষিকানুরাগামৃত বিভ্রমোঽয়ম্ ।

নববৃন্দা। আর্য্য! মন্ত্রিরাজেন কৌশলতঃ শ্রাবিতরহস্যয়োরেতয়োর্বিভ্রম এব সম্ভ্রম-ভূমানমবাপ, তেন রাধিকা-সঙ্গম-কামস্তামরসাক্ষঃ শুদ্ধান্তর্মণ্ডলে কুণ্ডিনেন্দ্রনন্দিনীং প্রসাদ্যানন্দয়ন্নব্রবীৎ, দেবি! ত্রিলোকী-কক্ষাসু কিং তবাভীষ্টম্। তদভিব্যজ্য নিজ-নিদেশভাজনং মন্যুতয়ৈব পর্য্যাপ্ত-সমস্তনিঃশ্রেয়সে প্রেয়সি বিধেহি প্রসাদ-মাধুরীম্।

অথবেতি। স ভ্রমঃ। বিশ্লেষো বিচ্ছেদঃ। বৈশ্লেষিকোঽনুরাগ এবামৃতং তস্য বিভ্রমো বিলাসঃ।

নববৃন্দা। মন্ত্রিরাজেন উদ্ধবেন। শ্রাবিতং রহস্যং যয়োস্তয়োঃ সত্যভামা-কৃষ্ণয়োঃ। সম্ভ্রম-ভূমানমোৎসুক্যাতিশয়ং, তেন সম্ভ্রম-ভূম্না। শুদ্ধান্তর্মণ্ডলে অন্তঃপুরে। পর্য্যাপ্ত-সমস্তনিঃশ্রেয়সে পর্য্যাপ্তং সমস্তং নিঃশ্রেয়সং যেন তস্মিন্।

(মৃদু হাসিয়া) অথবা উহা ভ্রম নহে, উহা বিরহরূপ অনুরাগামৃতের বিলাস-স্বরূপ।

নববৃন্দা। আর্য্য মন্ত্রিরাজ উদ্ধবের কৌশলে ঐ দুই জন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা পরস্পরের রহস্য শ্রবণ করায় তাঁহাদের এই বিলাস ঔৎসুক্যাতিশয় প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য শ্রীরাধিকার সহিত মিলনে সমুৎসুক পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ নিভৃত রাজান্তঃপুরে কুণ্ডিনেন্দ্র-নন্দিনীকে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত করিয়া বলিলেন, হে দেবি! ত্রিলোকমধ্যে

বিশ্বকর্ম্মা। ততস্ততঃ ?

নববৃন্দা। ততশ্চ দেবী-হৃদয়জ্ঞা মাধবী প্রাহ, দেব! তৎ কিং নাম ভুবনে যদদ্ভুতং বস্তু মহাবরোধনে কিলাত্র নাস্তি, কিন্তু গগনে গচ্ছতো মরালস্য চঞ্চুপুটাদিদমদৃষ্টচরমরবিন্দং বিভ্রষ্টং, তদ্দাম-গুম্ফন-কামেয়মভূদ্ভর্ত্তৃদারিকেতি।

বিশ্বকর্ম্মা। বৎসে! আং জানে, সুরসৌগন্ধিকং নাম তৎ পঙ্কজমাহর্ত্তুং মন্মুখাদেব গৃহীতোদ্দেশঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ খাণ্ডব-প্রস্থং প্রতস্থে।

নববৃন্দেতি। প্রাকৃত্যোক্তং মাধবী-বচনং সংস্কৃত্যাহ, দেব! গুম্ফনকামা তেষাং সমূহমানয়েতি ভাবঃ।

কি দ্রব্য তোমার বাঞ্ছিত? তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়া এবং হে প্রিয়তমে! আমাকে একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী মনে করিয়া যথেষ্টরূপে মঙ্গলাচরণকারী এই ব্যক্তিকে অনুগ্রহ-মাধুরী বিতরণ কর।

বিশ্বকর্ম্মা। তাহার পর, তাহার পর ?

নববৃন্দা। অনন্তর দেবীর হৃদয়ভাব জানিয়া মাধবী বলিলেন, দেব! পৃথিবীতে যাহা অপূর্ব্ব বস্তু বলিয়া খ্যাত, এই মহান্তঃপুরে তাহার কি নাই ? কিন্তু গগনপথে গমনশীল একটি শ্বেতহংসের চঞ্চুপুট হইতে এই অপূর্ব্বদৃষ্ট পদ্ম পতিত হইয়াছে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী তাহারই মালা গাঁথিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

বিশ্বকর্ম্মা। বৎসে, এখন মনে পড়িল, সুরসৌগন্ধিক নামক সেই পদ্ম সংগ্রহ করিবার জন্য আমার নিকট হইতে সন্ধান পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডব-প্রস্থে গমন করিয়াছিলেন।

নববৃন্দা। তৎ পঙ্কজবৃন্দমাহৃত্য মধুমঙ্গল-হস্তেন মাধব্যামাধায় চ মাধবঃ ছদ্মনা দেবীমনুজ্ঞাপয়িতুং সংপ্রত্যবরোধং সাধয়তি।

বিশ্বকর্ম্মা। ত্বং কুত্র সাধয়সি ?

নববৃন্দা। ভবতাং সকাশে।

বিশ্বকর্ম্মা। কিমিতি ?

নববৃন্দা। ভবদদ্ভুতবিদ্যা-বিদগ্ধতা-প্রসিদ্ধিমবধার্য্য সৌভাগ্য-সুখ-সদ্‌গুণাধায়কং সুর-নায়ক-পুরেঽপ্যনির্ম্মিত-পূর্ব্বমপূর্ব্ব-নেপথ্য-সাধনং প্রসাধনং দেব্যা যদভ্যর্থিতং তন্নিরবাহি কিমার্য্যেণ ?

নববৃন্দেতি। আধায় সমর্প্য।

নববৃন্দেতি। অবধার্য্য শ্রুত্বা।

নববৃন্দেতি। প্রসাধনং ভূষণম্

নববৃন্দা। মাধব ঐ পদ্ম সংগ্রহ করিয়া মধুমঙ্গলের হস্ত দ্বারা মাধবীর নিকট রাখিয়া দেবীকে জ্ঞাপন করিবার জন্য সম্প্রতি অবরোধে গমন করিতেছেন।

বিশ্বকর্ম্মা। তুমি কোথায় যাইতেছ ?

নববৃন্দা। আপনার নিকটে।

বিশ্বকর্ম্মা। কি জন্য ?

নববৃন্দা। আপনার অপরূপ বিদ্যা ও রসিকতার খ্যাতি অবধারণ করিয়া সৌভাগ্য, সুখ ও সদ্‌গুণের আধারস্বরূপ ইন্দ্রপুরেও যাহা নির্ম্মিত হয় নাই, এরূপ অপূর্ব্ব বেশযোগ্য যে ভূষণ দেবী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আপনি কি তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ?

বিশ্বকর্ম্মা। ন কেবলং দেব্যা এব নির্ব্বাহিতং, কিন্তু সত্যায়াশ্চ।

নববৃন্দা। আর্য্য! দুর্মনায়িষ্যতে দেবী।

বিশ্বকর্ম্মা। পুত্রি! শঙ্কাং মা কুরু, তন্ময়া দেব্যামাবেদিতমস্তি।

তথাহি—

দেবি! নপ্ত্রী ভবেত্তামা ভানুসম্বন্ধতো মম।
তদর্থমপি তেনাহং রচয়িষ্যামি মণ্ডনম্॥
তদেহি তৎ করণ্ডিকাযুগং ভবত্যামর্পয়ামি ॥ ২ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

বিষ্কম্ভকঃ।

তৎ করণ্ডিকাযুগং পেটিকাদ্বয়ম্

বিশ্বকর্ম্মা। কেবল দেবীর জন্যই উহা নির্ম্মাণ করি নাই, সত্যভামার জন্যও করিয়াছি।

নববৃন্দা। আর্য্য, এ কথায় দেবীর মনে দুঃখ হইবে।

বিশ্বকর্ম্মা। বৎসে! ভয় করিও না, আমি দেবীকে এ কথা নিবেদন করিয়াছি যে, দেবি! সূর্য্যদেবের সম্বন্ধহেতু সত্যভামা আমার নাতিনী, অতএব তাহার জন্যও আমি অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিব। অতএব এস, এই পেটিকাযুগল তোমাকেই অর্পণ করি ॥ ২ ॥

(ইহা বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক। (অতীত ও ভবিষ্যৎ কার্য্যের সূচনা)।

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। (সহর্ষম্)

চর্চ্চাং সিঞ্চতি শোষয়ত্যপি মিথো বিস্পর্দ্ধয়ে বাসক্ত-
নেত্রদ্বন্দ্বমুরশ্চ যদ্বিরহতো বাষ্পায়মানং মম।
হন্ত! স্বপ্নশতেঽপি দুর্লভতরপ্রেক্ষোৎসবা প্রেয়সী-
প্রাপ্ত্যোৎসঙ্গমতর্কিতং মম কথং সা রাধিকা বর্ত্ততে॥

(পুরো বিলোক্য)

কুণ্ডিনেন্দ্রনন্দিনী-মণিমন্দিরালিন্দমিয়মলং-কুর্ব্বতী বিরাজতে॥ ৩॥

কৃষ্ণ ইতি। যস্যা বিরহান্মম নেত্রদ্বন্দ্বমুরশ্চ বাষ্পায়মানং সৎ মিথঃ স্পর্দ্ধয়েব চর্চ্চাং চন্দনাদিচর্চ্চাং সিঞ্চতি শোষয়তি। অপি চার্থে, সা রাধিকা-হতর্কিতং মমোৎসঙ্গং প্রাপ্য কথং বর্ত্তত ইত্যন্বয়ঃ। বাষ্পমুদ্বমতি বাষ্পায়মানম্। অশ্রু উষ্মা চ বাষ্পং স্যাদিতি কোষঃ॥ ৩॥

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (আনন্দভরে) যাঁহার বিরহে বক্ষঃস্থলের লেপিত চন্দন চক্ষুদ্বয় অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া সেচন করিতে আরম্ভ করিলে স্পর্দ্ধাশীল বক্ষঃস্থল উত্তপ্ত হইয়া তাহা শুষ্ক করিতে আরম্ভ করিয়াছে—হায়! হায়! অগণিত স্বপ্নের মধ্যে একবারও যাঁহার দর্শনের আনন্দ আমার পক্ষে দুর্ল্লভ হইয়াছে, সেই রাধিকা সহসা আমার ক্রোড়দেশ প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে অবস্থিত হইবেন? (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে কুণ্ডিনরাজনন্দিনী মণিমন্দিরের অলিন্দ অলঙ্কৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন॥ ৩॥

(ততঃ প্রবিশতি মাধব্যোপাস্যমানা চন্দ্রাবলী)

চন্দ্রাবলী। হলা মাহবি! এসো উবসপ্পদি অজ্জউত্তো, তা উবণেহি তং সুরসোঅন্ধিঅ মালিঅং।

কৃষ্ণঃ। (উপসৃত্য)

ত্বং পক্ষপাত-বৈচিত্র্যাদেকাপ্যাক্রম্য সর্ব্বতঃ।
দেবি! মচ্চিত্ত-কাসারে রাজহংসীব রাজসি ॥ ৪ ॥

চন্দ্রাবলী। (সাকূতম্) মাহবি! জুত্তং বি ভণিদং সুণিঅ কিত্তি কিদ-স্মিদাসি ?

চন্দ্রাবলীতি। সখি মাধবি! এস উপসর্পতি আর্য্যপুত্রঃ, তৎ উপনয়তাং সুরসৌগন্ধিকমালিকাম্।

কৃষ্ণ ইতি। পক্ষপাতস্য সাহায্যস্য বৈচিত্র্যাৎ। পক্ষে পক্ষাণাং গরুতাং পাত-বৈচিত্র্যাৎ। আক্রম্য ব্যাপ্য। কাসারে সরসি। কাসারঃ সরসী সর ইত্যমরঃ ॥ ৪ ॥

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি! যুক্তমপি ভণিতং শ্রুত্বা কিমিতি কৃত-স্মিতাসি ?

(অনন্তর পরিচর্য্যারতা মাধবীর সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী। সখি মাধবি! এই যে আর্যাপুত্র আসিতেছেন, অতএব সেই সুরসৌগন্ধিক পুষ্পের মালা আনয়ন কর।

কৃষ্ণ। (নিকটে গিয়া) তুমি একাকিনী হইলেও পক্ষপাতের বৈচিত্র্য হেতু সর্ব্বতোভাবে আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার চিত্তসরোবরে রাজহংসীর ন্যায় বিরাজ করিতেছ ॥ ৪ ॥

চন্দ্রাবলী। (সাভিলাষপুরঃসর) মাধবি! যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া হাস্য করিতেছ কেন ?

মাধবী। ভট্টিদারিএ ! কাসারে পসারিদ-ণিঅব্বদং বগীং সুমরিঅ হসামি।

কৃষ্ণঃ। হন্ত ! কলিকুণ্ডল-তুণ্ডমাত্র-সর্ব্বস্বে, তমোময়ি মাধবিকে ! বিরম্যতাং, ত্বয়োপরঞ্জিতুমশক্যেয়ং চন্দ্রাবলী।

(ইতি দেবীং পশ্যন্)

অপি নোচ্ছ্বসিতুং ক্ষমতে ক্ষণমপ্যন্যত্র মন্মনঃ কাপি।
ত্বয়ি রতিধুরাং যদুচ্চৈর্বহতি গৌরববতীং গৌরি ! ॥ ৫ ॥

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে ! কাসারে প্রসারিত-নিজব্রতাং বকীং স্মৃত্বা হসামি। কৃষ্ণ ইতি। হন্ত ! কলিনা কলহেন কুণ্ডলং কণ্ডুতিযুক্তং তুণ্ডমাত্রং সর্ব্বস্বং যস্যাস্তস্যাঃ সম্বোধনম্, তমোময়ি ক্রোধরূপে ! পক্ষে রাহুরূপে ! তমস্তু রাহুঃ স্বর্ভানুঃ সৈংহিকেয়ো বিধুন্তুদ ইতি কোষঃ। উপরঞ্জিতুং বিকৃতিং কর্ত্তুম্। উপরাগো গ্রহো রাহুগ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ।
উচ্ছ্বসিতুং শ্বাসমপি গ্রহীতুম্ ॥ ৫ ॥

মাধবী। রাজনন্দিনি ! চিত্ত-সরোবরে নিজব্রতবিস্তারকারিণী বকীর কথা স্মরণ করিয়া হাসিতেছি।

কৃষ্ণ। অহো, কলহকণ্ডুতিযুক্তমুখসর্ব্বস্বে তমোময়ি মাধবিকে ! তুমি চন্দ্রাবলীকে বিকৃত করিতে পারিবে না, অতএব ক্ষান্ত হও। (ইহা বলিয়া দেবীকে দেখিতে লাগিলেন) হে সুন্দরি ! আমার মন তোমাতেই গৌরবময়ী আসক্তি উচ্চভাবে বহন করিতেছে ; অতএব তোমাকে ছাড়িয়া আমার মন অন্যত্র ক্ষণকালের জন্যও স্বস্তিলাভ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

মাধবী। ভট্টিদারিএ! সহত্থেণ তুএ গন্থিদা এসা সুরসৌঅ-
ন্ধিঅমালা।

চন্দ্রাবলী। (মালামাদায়) অজ্জউত্ত! এসো কোত্থুহস্স
সহবাসিণী হোদু।

(ইতি বক্ষসি বিন্যস্যতি)

কৃষ্ণঃ। সুন্দরাঙ্গি! ভবদীয়-মন্দিরে
মেদুরে মদুরসি স্রজং বিনা।
তথ্যমেব ভবিতুং ন কল্পতে
কৌস্তুভেন সহবাসিনী পরা ॥ ৬ ॥

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে! স্বহস্তেন· ত্বয়া গ্রথিতা এষা সুরসৌগন্ধিক-
মালা।

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যপুত্র! এষা কৌস্তুভস্য সহবাসিনী ভবতু।

কৃষ্ণ ইতি। ভবদীয়-মন্দিরে ভবত্যা নিবাসস্থানে মদুরসি স্রজং বিনা পরা
কৌস্তুভেন সহবাসিনী ভবিতুং ন কল্পতে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

মাধবী। রাজনন্দিনি! তুমি স্বহস্তে এই সুরসৌগন্ধিক মালা রচনা
করিয়াছ।

চন্দ্রাবলী। (মালা গ্রহণ করিয়া) আর্য্যপুত্র! এই মালা
কৌস্তুভের সহবাসিনী হউক। (ইহা বলিয়া বক্ষঃস্থলে পরাইয়া
দিলেন)

কৃষ্ণ। হে সুন্দরাঙ্গি! তোমার নিবাসস্থল এই স্নিগ্ধ বক্ষঃস্থলে ত্বদীয় গ্রথিত
এই মালা ব্যতীত আর কেহই কৌস্তুভের উৎকৃষ্ট সহবাসিনী হইতে
পারে না ॥ ৬ ॥

চন্দ্রাবলী। (সলজ্জং নম্রীভবতি)

কৃষ্ণঃ। (পাণিমভিমৃশ্য সাদরম্)

তপস্বিনীং ধ্যানপরাং সমীক্ষিতুং
কৃতব্রতঃ সাম্প্রতমস্মিকামপি।
অহ্নায় তত্রানুমতিপ্রদানতঃ
সত্যান্বিতং কুঙ্কুম-গৌরি! মাং কুরু।

চন্দ্রাবলী। জধাহি রোঅদি অজ্জউত্তস্স!

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) নিরাতঙ্কোঽস্মি তন্ন বৃন্দাবনং প্রযামি।
(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

কৃষ্ণ ইতি। (অভিমৃশ্য স্পৃষ্ট্বা)

হে কুঙ্কুম-গৌরি! কামপি তপস্বিনীং যোগিনীম্। পক্ষে, সন্তাপবতীম্। ধ্যানপরাং সমাধিনিষ্ঠাম্। পক্ষে, ধ্যানমেব পরমাভীষ্টসাধনং যস্যাস্তাম্। সত্যান্বিতং তথ্যান্বিতম্। পক্ষে, সত্যায়ান্বিতম্।

চন্দ্রাবলীতি। যথাভিরোচতে আর্য্যপুত্রায়।

চন্দ্রাবলী। (লজ্জায় মুখ নত করিলেন)

কৃষ্ণ। (হস্তধারণ করিয়া সাদরে) হে কুঙ্কুম-গৌরি! আমি আমাদিগের আত্মীয়া কোনও ধ্যানপরা তপস্বিনীকে দেখিবার জন্ম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, অতএব অদ্য সেই বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়া আমাকে প্রতিজ্ঞা সত্য করিতে দাও।

চন্দ্রাবলী। আর্য্যপুত্রের যেরূপ অভিলাষ, তাহাই করুন।

কৃষ্ণ। (স্বগত) এখন আমি নির্ভয় হইলাম, অতএব বৃন্দাবনে গমন করি।
(ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন)

(প্রবিশ্য নববৃন্দা)

নববৃন্দা। দেবি! তদিদং মণ্ডনকরণ্ডিকয়োর্যুগ্মং, এতয়োঃ প্রথমং প্রথিতেন দেব্যাশ্চিহ্নেনানুগতং, দ্বিতীয়ন্তু সত্যভামায়াঃ।

মাধবী। (স্বগতম্) অত্তণো ণত্তিণীকিদে ণিচ্চিদং সব্বুত্তমং কিদং হুবিস্সদি, তা পরিবট্টিং কদুঅ ভট্টিদারিঅং দুদিএণ অলংকবিস্সং।

(প্রকাশম্)

ণঅবুন্দে! দুবে চ্চেঅ মম সমপ্পেহি, অহং কির সচ্চাএ পেসইস্সং।

নববৃন্দা। (তথা করোতি)

মাধবীতি। আত্মনো নপ্ত্রীকৃতে নিশ্চিতং সর্ব্বোত্তমং কৃতং ভবিষ্যতি, পরিবর্ত্তিতং কৃত্বা ভর্ত্তৃদারিকাং দ্বিতীয়েনালঙ্করিষ্যামি।

নববৃন্দে! দ্বয়মেব মহ্যং সমর্পয়, অহং কিল সত্যায়ৈ প্রেষয়িষ্যামি।

নববৃন্দেতি। (দ্বে মাধবী-হস্তে সমর্পয়তীত্যর্থঃ)।

(নববৃন্দার প্রবেশ)

নববৃন্দা। দেবি! এই সেই দুইটি অলঙ্কার-পেটিকা, ইহার প্রথমটি দেবীর নামচিহ্নে অঙ্কিত, দ্বিতীয়টি সত্যভামার নামাঙ্কিত।

মাধবী। (স্বগত) নিজের নাতিনীর জন্য নিশ্চয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অতএব পরিবর্ত্তন করিয়া এই দ্বিতীয়টির দ্বারাই রাজনন্দিনীকে অলঙ্কৃত করিব। (প্রকাশ্যে) নববৃন্দে! দুইটিই আমাকে দাও, আমিই সত্যাকে পাঠাইয়া দিব।

নববৃন্দা। (তাহাই করিলেন)

চন্দ্রাবলী। ণ্হাদুং ঘরদীহিঅং গমিস্সং।

(ইতি সপরিজনা নিষ্ক্রান্তা)

নববৃন্দা। বৃন্দাটবীমভিষেকয়িতুং সাম্প্রতমৃতুরাজো ময়া দত্ত-শুভ-মুহূর্ত্তোঽস্তি, ততস্তত্র গচ্ছামি।

(ইতি পরিক্রান্তা)

(নেপথ্যে)

ক্রীড়োৎসবায় নিবিড়ে নবপুষ্প-বপ্রে
সপ্রেয়সীং পদবিহারমিহার্পয়ন্তম্।
দেবং বিলোক্য যুগপন্নিজয়া সমৃদ্ধ্যা
সম্বর্দ্ধিনোঽত্র কুতুকাদৃতবোঽবতেরুঃ ॥

চন্দ্রাবলীতি। স্নাতুং গৃহদীর্ঘিকাং গমিষ্যামি।
নববৃন্দেতি। ঋতুরাজো বসন্তঃ। দত্তঃ শুভো মুহূর্ত্তো যস্মৈ সঃ।
(নেপথ্যে) পুষ্পাণাং বপ্রে কেদারে। বপ্রঃ পিতরি কেদারে ইতি কোষঃ।

চন্দ্রাবলী। স্নানের জন্য গৃহদীর্ঘিকায় গমন করি।

(পরিজনবর্গের সহিত প্রস্থান)

নববৃন্দা। আমি বৃন্দাবনকে অভিষেক করাইবার জন্য সম্প্রতি ঋতুরাজকে শুভ অবসর প্রদান করিয়াছি, অতএব সেইখানেই যাইতেছি। (ইহা বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন) (নেপথ্যে) ক্রীড়োৎসবের জন্য এই নিবিড় নবপুষ্পাবলী-শোভিত ক্ষেত্রে প্রেয়সীর সহিত এই স্থানে পাদ-বিহার অর্পণকারী দেবকে যুগপৎ নিজ সমৃদ্ধির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য কৌতূহল বশতঃ সকল ঋতুই অবতরণ করিয়াছে।

নববৃন্দা। কথমসৌ জগন্মোহন-বন্যবেশঃ সুষ্ঠু নববৃন্দাটবীং
কৃতার্থয়ন্ প্রসাধিতাং রাধিকামনুসর্পতি।

(পুনরবেক্ষ্য সবিস্ময়ম্)

আতন্বন্ কলকণ্ঠনাদমতুল-স্তম্ভশ্রিয়োজ্জৃম্ভিতো
ভূয়িষ্ঠোচ্ছলিতাঙ্কুরঃ ফলিতবান্ স্বেদাম্বু-মুক্তাফলৈঃ।
উদ্যদ্বাষ্পমরন্দভাগবিচলোঽপ্যংকম্পবান্ বিভ্রমৈঃ
রাধামাধবয়োর্বিরাজতি চিরাদুল্লাসকল্পদ্রুমঃ ॥ ৭ ॥

নববৃন্দেতি। আতন্বনিতি। কলো গদ্‌গদলক্ষণো যঃ কণ্ঠনাদস্তম্। পক্ষে কোকিলনাদম্। অতুলা যা স্তম্ভশ্রীস্তয়া। স্তম্ভৌ স্থূণা জড়ীভাবাবিতি কোষঃ। অঙ্কুরো নবীনোদ্ভিৎ। অঙ্কুরোঽপি নবোদ্ভিদিত্যমরঃ। পক্ষে, রোমাঞ্চঃ। স্বেদাম্বুনি মুক্তাফলানীব। পক্ষে, স্বেদাম্বুনীব মুক্তাফলানি তৈঃ। বাষ্পমরন্দেতি পূর্ব্ববৎ। বিভ্রমৈর্বিলাসৈঃ। পক্ষে, বীনাং পক্ষিণাং ভ্রমৈঃ ॥ ৭ ॥

নববৃন্দা। এই নববৃন্দাবনকে সুন্দররূপে কৃতার্থ করিয়া, সুন্দর বন্যবেশ ধারণ করিয়া জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণ অলঙ্কৃতা শ্রীরাধিকার অনুসরণ করিতেছেন। (পুনরায় অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) বহুকালের পর শ্রীরাধামাধবের ভাবোল্লাসরূপে কল্পবৃক্ষ আবার বিরাজ করিতেছে—এই কল্পবৃক্ষে গদগদকণ্ঠধ্বনিই কোকিলধ্বনি, অনুপম ভাবস্তম্ভরূপ শোভার দ্বারা ইহা সুশোভিত, ইহা রোমাঞ্চরূপ অঙ্কুরগণে পূর্ণ, স্বেদাম্বু-মুক্তাফলের দ্বারা ইহা ফলবান, বিভ্রমরূপ পক্ষীদিগের দ্বারা ইহা কম্পান্বিত এবং উদ্গত বাষ্পই ইহার মকরন্দ ॥ ৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথা-নির্দ্দিষ্টৌ রাধামাধবৌ)

মাধবঃ।

তবাত্র পরিমৃগ্যতা কিমপি লক্ষ্ম সাক্ষাদিয়ং
ময়া ত্বমুপসাদিতা নিখিললোকলক্ষ্মীরসি।
যথা জগতি চঞ্চতা চনকমুষ্টিসম্পত্তয়ে
জনেন পতিতা পুরঃ কনকবৃষ্টিরাসাদ্যতে ॥ ৮ ॥

নববৃন্দা। (রাধামবেক্ষ্য) হন্ত হন্ত !

আলোকে কমলেক্ষণস্য সজলাসারে দৃশৌ ন ক্ষমে
নাশ্লেষে কিল শক্তিভাগিতি পৃথু-স্তম্ভাভুজাবল্লরী।
বাণী-গদ্গদ-কুণ্ঠিতোত্তরবিধৌ নালং চিরোপস্থিতে
বৃত্তিঃ কাপি বভূব সঙ্গমনয়ে বিঘ্নঃ কুরঙ্গীদৃশঃ ॥ ৯ ॥

মাধব ইতি। উপসাদিতা প্রাপ্তা। চঞ্চতা ভ্রমতা ॥ ৮ ॥

নবৃন্দেতি। আলোকে ইতি। ন ক্ষমে ন ভবতঃ। নালং ন সমর্থাঃ সঙ্গমনয়ে সঙ্গমনীতৌ ॥ ৯ ॥

(বর্ণিত-ভাবান্বিত রাধামাধবের প্রবেশ)

মাধব। প্রিয়ে ! পৃথিবীতে যেমন কোনও ব্যক্তি চনকমুষ্টিসম্পত্তির লোভে ভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখভাগে পতিত স্বর্ণবৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তোমার কোনও চিহ্ন অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি নিখিল জগতের লক্ষ্মী সাক্ষাৎ তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৮ ॥

নবৃন্দা। (রাধাকে দেখিয়া) হায় ! হায় ! শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরাধার সজল নেত্রদ্বয় কোনও ক্রমেই দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছে না, শক্তি থাকিতেও ভুজবল্লী ভাবভরে স্তম্ভিত হওয়ায় আলিঙ্গনে সমর্থ

কৃষ্ণঃ। (রাধামভিসৃত্য)

স্বান্তং হন্ত ! মমান্তরীণ-বিরহজ্বালা-জটালং ক্ষণা-
দুৎকণ্ঠা নিকুরম্বচুম্বিতমিদং কুম্ভস্তনি ! ক্ষুভ্যতি।
তেনান্তর্নববিভ্রম-স্তবকিনীং দৃষ্টিং সুধা-স্যন্দিনীং
ভ্রাম্যদ্ভঙ্গুর-চিল্লি-লাস্যলহরী সম্বাধমুত্তম্ভয় ॥ ১০ ॥

রাধা। (সত্রপম্) ণঅবুন্দে ! ণিচ্চিদং এসো সিবিণো জ্জেব্ব,
জং বারং বারং এব্বং সোক্খসাঅরে কৃথণং ণিমজ্জিঅ পুণো

কৃষ্ণ ইতি। স্বান্তমিতি। ইদং মম স্বান্তম্ অন্তরীণ-বিরহজ্বালা-জটাযুক্তং সৎ ক্ষুভ্যতি। ভ্রাম্যন্তী ভঙ্গুরা যা চিল্লির্ভ্রূলতা তস্যা লাস্যলহরী নর্ত্তন-পরম্পরা তয়া সম্বাধং সংযুক্তং যথা স্যাত্তথা দৃষ্টিমুত্তম্ভয়োত্থাপয় ॥ ১০ ॥

রাধেতি। নববৃন্দে ! নিশ্চিতং এষ স্বপ্ন এব, যং বারম্বারং সৌখ্যসাগরে

হইতেছে না, বাক্য গদ্গদ হওয়াতে উত্তর দিতে সমর্থ হইতেছে না, চিরকালের আকাঙ্ক্ষিত এই মিলনকাল উপাস্থিত হওয়ায় কুরঙ্গনেত্রা শ্রীরাধিকার এ কি রাধারূপ বৃত্তি উপস্থিত হইল ! ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ। (রাধার নিকট যাইয়া) হে কুম্ভস্তনি ! আমার অন্তঃকরণ হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী বিরহজ্বালারূপ জটাজালে যুক্ত হইয়া ও উৎকণ্ঠাবলীতে সমন্বিত হইয়া অত্যন্ত ক্ষুভিত হইতেছে, অতএব তুমি যাহার অন্তর নবনব বিলাসে স্তবকিত এবং যে দৃষ্টিতে অনবরত সুধা ক্ষরিত হইতেছে, সেই চঞ্চল ভ্রূভঙ্গিরূপ নৃত্যযুক্তা দৃষ্টি একবার আমার প্রতি নিক্ষেপ কর ॥ ১০ ॥

রাধা। (সলজ্জভাবে) নববৃন্দে ! নিশ্চয়ই ইহা স্বপ্ন, কারণ, বারংবার

পুণো পবুদ্ধাএ কেত্তিঅং মএ মুক্ককণ্ঠং ণ ক্খু কন্দিদং অত্থি।

নববৃন্দা। সখি! খেদনিদ্রাভরাৎ প্রবুদ্ধাসি, তদত্রাবধেহি।

অচণ্ড-কিরণদ্যুতি-দ্রুতমৃগাঙ্ক-কান্তাচল-
স্খলত্তরল-সারণী শত-বিতীর্ণবৃক্ষোৎসবা।
বিকস্বর-সরোজিনী-পরিমলান্ধ-ভৃঙ্গাবলী-
সলীল-বিরুতৈরিবাহ্বয়তি নব্যবৃন্দাটবী ॥ ১১ ॥

ক্ষণং নিমজ্য পুনঃ পুনঃ প্রবুদ্ধয়া কিয়ৎ ময়া মুক্তকণ্ঠং, ন খলু ক্রন্দিতমস্তি।

নববৃন্দেতি। খেদ এব নিদ্রাভরস্তস্মাৎ, অচণ্ডকিরণশ্চন্দ্রস্তস্য দ্যুত্যা দ্রুতো দ্রবীভূতো যো মৃগাঙ্ক-কান্তাচলঃ চন্দ্রকান্তমণি-পর্ব্বতস্তস্মাৎ স্খলন্ত্যঃ তরলো যাঃ সারণ্যঃ ক্ষুদ্র-কৃত্রিম-জলপ্রবাহাস্তাসাং শতেন বিতীর্ণো বৃক্ষেভ্য উৎসবো যস্যাং সা। বিকস্বরা যা সরোজিনী কমলিনী তস্যাঃ পরিমলেন সৌরভেণান্ধা যা ভৃঙ্গাবলী তস্যাঃ সলীলানি যানি বিরুতানি তৈঃ। অর্থাদযুষ্মানাহ্বয়তি ॥ ১১ ॥

এইরূপ সুখসাগরে ক্ষণকাল মগ্ন হইয়া পুনরায় চেতনা পাইয়া কিয়ৎকাল আমি মুক্তকণ্ঠ হইয়াছি বটে, কিন্তু ক্রন্দন করি নাই।

নববৃন্দা। সখি! খেদনিদ্রা হইতে তুমি জাগরিতা হইয়াছ; অতএব মনঃসংযোগ করিয়া দেখ—এই নববৃন্দাবনচন্দ্রের কিরণস্পর্শে দ্রবীভূত চন্দ্রকান্তমণির পর্ব্বত হইতে শত শত কৃত্রিম জলপ্রবাহে ভূষিত হইয়া বৃক্ষগণের উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়াছে, বিকশিতা কমলিনীরাজির পরিমলে অন্ধ হইয়া ভৃঙ্গাবলী লীলাযুক্ত গুঞ্জনধ্বনির দ্বারা যেন তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণঃ। নববৃন্দে! সাধু সাধু, স্ফুটমভূতপূর্ব্বস্তোষিত-প্রাতি-
স্বিক-পরিবারাণামৃতূণাং সন্নিপাতঃ কল্পিতঃ।

নববৃন্দা। সখি রাধে! পশ্য পশ্য,

ধৃত-নীলকণ্ঠতুষ্টিঃ সুমনোদ্যোতেন তারকোল্লঙ্ঘী।

স্ফুরিতঃ শৈলভুবোঽঙ্কে পশ্য বিশাখায়তে শাখী ॥ ১২ ॥

রাধা। (সৌৎসুক্যমাত্মগতম্) হা! কহিং বিসাহা মে পিঅসহী?

কৃষ্ণ ইতি। তোষিতাঃ প্রাতিস্বিকাঃ স্বীয়াঃ স্বীয়াঃ পরিবারা যৈস্তেষাম্। সন্নিপাতো মিশ্রীভাবঃ। সন্নিপাতস্তু সঙ্কুল ইত্যমরঃ।

নববৃন্দেতি। নীলকণ্ঠঃ হরো ময়ূরশ্চ। সুমনঃ পুষ্পং সুষ্ঠু মনশ্চ। তারকা নক্ষত্রং তারকোঽসুরশ্চ। শৈলভুবো পর্ব্বতভূমিঃ পার্ব্বতী চ। বিশাখঃ কার্ত্তিক ইবাচরতি বিশাখায়তে শাখী মহীরুহঃ বিশাখঃ শিখিবাহন ইত্যমরঃ ॥ ১২ ॥

রাধেতি। হা! কুত্র বিশাখা মে প্রিয়সখী?

কৃষ্ণ। নববৃন্দে! সাধু সাধু, তুমি অতি স্পষ্টরূপে যে সকল ঋতু স্বীয় স্বীয় পরিচারকগণকে অপূর্ব্বভাবে তুষ্ট করিয়াছে, তাহাদের মিশ্রণ কল্পনা করিয়াছ।

নববৃন্দা। সখি রাধিকে! দেখ দেখ, এই বৃক্ষটী নীলকণ্ঠ ময়ূরের (পক্ষান্তরে মহাদেবের) সন্তুষ্টিবিধান করিয়া পুষ্পাবলীর দ্বারা তারকা-রাজির (পক্ষান্তরে তারক নামক অসুরের) গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়া পর্ব্বতভূমির (পক্ষান্তরে পার্ব্বতীর) ক্রোড়ে বিশাখের (কার্ত্তিকের একটি নাম "বিশাখ") ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ১২ ॥

রাধিকা। ('বিশাখ' শব্দে বিশাখার কথা স্মরণ হওয়ায় ঔৎসুক্যভরে স্বগত) হায়! আমার প্রিয়সখী বিশাখা কোথায়?

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) নূনং নববৃন্দাগিরা স্মারিত-বিশাখা সখ্যেয়ং দুর্ম্মনায়তে, ততস্তাং বর্ণয়ামি।

(প্রকাশম্)

প্রিয়ে! ক্ষণমদ্ভুতমাকর্ণ্যতাং, সাম্প্রতমহং স্বরসৌগন্ধিকমাহরিষ্যন্ পাণ্ডবেন সহ খাণ্ডবাটবীং প্রাবিশং, তত্র মৃগানাহিণ্ডতো গাণ্ডীবিনঃ শ্যেনাভ্যাং নিগৃহীতয়োঃ পক্ষিণোরেকঃ প্রাহ, হা সখে কীর! রাধিকায়াঃ কন্দ-সত্রে ন ময়া পুনরাস্বাদনীয়ানি নবীন-কলানিধি-সপিণ্ডানি বিসকাণ্ডানি।

কৃষ্ণ ইতি। তস্যা বৃত্তং কথয়ামীত্যর্থঃ।

তত্রেতি। আহিণ্ডতঃ অন্বিষ্যতঃ। গাণ্ডীবিনঃ অর্জ্জুনস্য। কন্দস্য সত্রং সদা দানস্থানং তস্মিন্। সত্রমাচ্ছাদনে যজ্ঞে সদা দানে ধনেঽপি চেত্যমরঃ। নবীনা যে কলানিধয়শ্চন্দ্রমসস্তেষাং সপিণ্ডানি সদৃশানি। সপিণ্ডস্তু সনাভয় ইতি কোষঃ। সপিণ্ডানি সদৃশানি। বিসকাণ্ডানি মৃণালকাণ্ডানি।

।। (স্বগত) নিশ্চয়ই নববৃন্দার কথায় বিশাখা সখীর স্মরণ হওয়ায় ইনি দুঃখিতা হইয়াছেন, অতএব ইঁহাকে তাহার বৃত্তান্ত বলিতেছি। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! ক্ষণকালের জন্য একটি অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর। সম্প্রতি আমি স্বরসৌগন্ধিক পুষ্প সংগ্রহ করিতে অর্জ্জুনের সহিত খাণ্ডবারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তথায় গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন যখন মৃগের সন্ধানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন শ্যেনপক্ষিদ্বয়ের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একটি পক্ষী বলিয়াছিল, "সখে শুক। শ্রীরাধিকার কন্দযজ্ঞে আর আমি নব নব চন্দ্রের ন্যায় মৃণালখণ্ড আস্বাদন করিতে পারিলাম না।"

শুকঃ প্রাহ, হন্ত ! সখে মরাল ! রাধিকায়াঃ ফলসত্রে রঙ্গায় মে বক্রাঙ্গারকবিড়ম্বীনি নাগরঙ্গাণি ন ভাবীনি।

রাধা। (সাদ্ভুতম্) তদো তদো ?

কৃষ্ণঃ। ততস্তদাকর্ণনাদুৎসুকেন ময়া পক্ষিণৌ বিমোক্ষ্য পর্য্যটতা কাচিৎ প্রশান্তাকৃতির্জরতী দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ, হন্ত! কা ত্বমসীতি ?

তয়োক্তং পতত্রিভ্যঃ সত্রীকৃতেয়ং, যা তপঃপ্রভাবাদাবির্ভূতেন সুগন্ধিনা সুরসৌগন্ধিকবৃন্দেন পূর্ণা দীর্ঘিকা,

শুক ইতি। হে সখে মরাল! (রাজহংস!) বক্রাংগারকো বক্রীভূত-মঙ্গল-গ্রহস্তস্ত বিড়ম্বীনি। বক্রাবস্থায়াং মঙ্গলস্ত স্থূলত্ব-রক্তত্বয়োঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ। নাগরঙ্গাণি নারঙ্গ ইতি নীচোক্তিঃ।

কৃষ্ণ ইতি। বিমোক্ষ্য শ্যেনাভ্যাং মোচয়িত্বা।

অসত্রং সত্রং ক্রিয়তে যা সা সত্রীকৃতা।

শুক তদুত্তরে বলিয়াছিল, "সখে রাজহংস, শ্রীরাধিকার ফলযজ্ঞে চক্রী মঙ্গলগ্রহের অপেক্ষা স্থূল ও রক্তবর্ণ নাগরঙ্গ ফল আর দেখিতে পাইব না।"

রাধা। (বিস্মিতা হইয়া) তাহার পর ? তাহার পর ?

কৃষ্ণ। তাহার পর ঐ কথা শুনিয়া আমি পক্ষী দুইটিকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার পর এক জন প্রশান্ত আকৃতিসম্পন্ন বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে ? বৃদ্ধা বলিল, পক্ষীদিগের যজ্ঞস্থলে পরিণত এই যে দীর্ঘিকা—যাহা তপস্যার প্রভাবে আবির্ভূতা হইয়া এবং

সুধামৃষ্টেন সুষ্ঠু ফলমণ্ডলেন বাটিকা চ, তয়োঃ পালিকাস্মি পুলিন্দী।

ততশ্চাহমপৃচ্ছং, কেন সত্রং কৃতমিদম্?

সা প্রাহ, কয়াচিত্তপোধনয়া, যা খলু সমাপিতো-দাবাসব্রত রাধাভীষ্টসাধনং নাম বন্যব্রতমারব্ধবতী।

রাধা। তদো তদো?

কৃষ্ণঃ। ততশ্চ তয়োদ্দিষ্টং গিরিগহ্বরং জিহানস্য,—

শবল-রুচিনা সম্বীতাঙ্গী মহীরুহচর্ম্মণা
মলিনিত-তনুর্ধূলীজালৈর্জটাল-শিরোরুহা।

রাধেতি। ততস্ততঃ?

কৃষ্ণ ইতি। তয়া বৃদ্ধয়োদ্দিষ্টং দর্শিতং জিহানস্য গচ্ছতো মম,—

শবলং মলদূষিতমিত্যমরাৎ। শবলা রুচির্যস্য তেন। মহীরুহচর্ম্মণা

যাহা সুগন্ধি সুরসৌগন্ধিক পুষ্পবৃন্দে পরিপূর্ণা এবং যে অমৃতনিন্দিত ফলবর্গে পরিপূর্ণা এই যে উদ্যানবাটিকা, আমি এই উভয়েরই রক্ষয়িত্রী পুলিন্দী।

অনন্তর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে ইহাকে যজ্ঞস্থলে পরিণত করিয়াছে?

সে বলিল, কোন তপোধনা—যিনি জলমধ্যে বাসরূপ ব্রত সমাপন করিয়া সম্প্রতি রাধাভীষ্টসাধনরূপ অন্যব্রত আরম্ভ করিয়াছেন।

রাধা। তার পর, তার পর?

কৃষ্ণ। অনন্তর তাহার নির্দ্দেশমত গিরিগুহায় উপস্থিত হইলে মলিনবল্কল-পরিহিতা, ধূলিজালে ধূসরিততনু, জটাযুক্ত কেশধারিণী, পদ্মরাগ-মণির

কমল-মণিভিঃ ক্লৃপ্তাং মালামুদীর্য্য করাম্বুজে

মম নয়নয়োঃ কাচিদ্বীথীমবাপ তপস্বিনী ॥ ১৩ ॥

সা চ সমুদ্বীক্ষ্য সদ্যঃ পরিক্রোশমারব্ধরোদনা লুপ্তবর্ণ-পদমবাদীৎ,—

হা গোকুলেন্দ্রনগরী-যুবরাজলীল !

হা বল্লবী-হৃদয়পঙ্কজ-চঞ্চরীক !

হা রাধিকা-কুচকুরঙ্গ-মদাঙ্গরাগ !

ভূয়োঽপি হা ! মম দৃশোঃ পদবীং গতোঽসি ॥১৪॥

বল্কেন। জটালা জটাযুক্তাঃ কেশাঃ যস্যাঃ। কমলমণিভিঃ পদ্মরাগ-মণিভিঃ। উদীর্য্য ধৃত্বা। বীথীং পদ্ধতিম্ ॥ ১৩ ॥

সাচেতি। লুপ্তবর্ণপদং সগদ্গদং যথা স্যাত্তথা।

কুরঙ্গমদঃ কস্তূরী ॥ ১৪ ॥

মালা হস্তে ধারণকারিণী এক তপস্বিনী আমার নয়নপথের পথবর্ত্তিনী হইলেন ॥ ১৩ ॥

তিনি আমাকে দর্শন করিয়া রোদন করিতে করিতে গদ্গদস্বরে কহিলেন, হা গোকুলেন্দ্রনগরীর যুবরাজ লীলাকারী, হা গোপীকুলহৃদয়কমলের ভ্রমর, হা রাধিকার কুচরূপ কুরঙ্গে কস্তুরিকাময় অঙ্গরাগ ! তুমি কি সত্য সত্যই পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইলে ? ॥ ১৪ ॥

অতশ্চ সুষ্ঠু বিস্মিতেন ময়া কাসীতি সগদ্গদং পৃষ্টয়া তয়োক্তং, হা নাথ! কিঙ্করী তে হতাশা বিশাখাস্মীতি।

রাধা। হদ্ধী হদ্ধী! হা পিঅসহি বিসাহে! হদম্হি মন্দভাইণী।

কৃষ্ণঃ। উষ্ণৈস্তুষারৈশ্চ দৃগম্বুপূরৈঃ সিঞ্চন্নহং কিঞ্চন পীতচেলম্।
ক্ষণং বিশাখার্পিত-পূর্ব্বকায়ঃ শূন্যান্তরঃ স্থাণুরিবাবতস্থে ॥১৫॥

ততশ্চ—

তামাশ্বস্য ক্ষমার্থী তে ক্ষামাঙ্গীং ক্ষেমবার্ত্তয়া।
প্রাবেশয়ং সুবেশাঢ্যাং কুশলেন কুশস্থলীম্ ॥ ১৬ ॥

রাধেতি। হা ধিক্ ধিক্! হা প্রিয়সখি বিশাখে! হতাস্মি মন্দভাগিনী।

কৃষ্ণ ইতি। উষ্ণৈঃ শীতলৈশ্চ বিষাদ-হর্ষোদগতৈঃ ॥ ১৫ ॥

ততশ্চেতি। ক্ষমার্থী তস্যাঃ ক্ষান্তিপ্রার্থকোঽহং তে ক্ষেমবার্ত্তয়া তং বিশাখামাশ্বাস্য কুশস্থলীং দ্বারকাং ক্ষামাঙ্গীং কৃশাঙ্গীং প্রাবেশয়ম্ ॥ ১৬ ॥

অনন্তর বিস্মিত হইয়া আমি তাঁহাকে কহিলাম, তুমি কে? তিনি তখন গদ্গদস্বরে কহিলেন, হা নাথ! আমি তোমার সেই হতভাগিনী দাসী বিশাখা।

রাধা। হা ধিক্! হা ধিক্! হায় প্রিয়সখি বিশাখে, আমি মন্দভাগিনী তোমার জন্য মৃত হইলাম।

কৃষ্ণ। যুগপৎ বিষাদ ও হর্ষে অভিভূত হইয়া উষ্ণ ও শীতল নেত্রজলের দ্বারা পীতবসন সিক্ত করত আমি বিশাখাকে পূর্ব্বশরীর সমর্পণ পূর্ব্বক শূন্যহৃদয়ে স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিলাম। তাহার পর তাহার মঙ্গলার্থী হইয়া সেই ক্ষীণাঙ্গীকে তোমার কল্যাণবার্ত্তার দ্বারা আশ্বাস প্রদানানন্তর তাঁহাকে সুসজ্জিতা করিয়া দ্বারকানগরীতে প্রবেশ করাইয়াছি ॥ ১৫-১৬ ॥

রাধা। (সোৎকণ্ঠম্) সুন্দর! বন্দিজ্জসি, দংসেহি বিশাহং।

কৃষ্ণঃ। (নববৃন্দা-মুখমীক্ষতে)

নববৃন্দা। সহি! বর্ণিতং মে বিশাখয়া, হন্ত! তাতস্য নিদেশেন হতাস্মি, যেন যাবৎ স্যমন্তক-বিপ্রয়োগং প্রিয়সখ্যাঃ প্রেক্ষণায় নিষিদ্ধাস্মি, তন্নিজ-নির্ঝরমেব বিশামীতি।

রাধা। সচ্চং সচ্চং, অম্মাএ সণ্ণাএবি মে কধিদং, বচ্ছে রাহি! সমন্তঅম্মি তুহ হত্থং গদে সব্বাহীট্‌ঠসিদ্ধী হুবিস্‌সদিত্তি।

রাধেতি। সুন্দর! বন্দ্যসে, দর্শয় বিশাখাম্।

নববৃন্দেতি। হন্ত! তাতস্য সূর্য্যস্য। যেন তাতেন। বিপ্রয়োগং বিয়োগোঽস্তীত্যর্থঃ। নিজ-নির্ঝরং নববৃন্দাবনস্থ-কালিন্দী-নির্ঝরম্।

রাধেতি। সত্যং সত্যং, অম্বয়া সংজ্ঞয়াপি মে কথিতং, বৎসে রাধে! স্যমন্তকে তব হস্তং গতে সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভাবিষ্যতীতি।

রাধা। (উৎকণ্ঠা পুরঃসর) সুন্দর! তোমাকে বন্দনা করি, বিশাখাকে দর্শন করাও।

কৃষ্ণ। (নববৃন্দার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন)।

নববৃন্দা। সখি! বিশাখা আমাকে বলিয়াছেন যে, হায়, আমি পিতার আদেশে হত হইলাম, যত দিন পর্যান্ত প্রিয়সখীর স্যমন্তকমণির সাক্ষাৎলাভ না হইবে, তত দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন, সেই জন্যই আমি নিজের নববৃন্দাবন কালিন্দীনির্ঝরে বাস করিতেছি।

রাধা। সত্য সত্য, মাতা সংজ্ঞাও আমাকে কহিয়াছিলেন, বৎসে রাধিকে! স্যমন্তকমণি তোমার হস্তগত হইলে তোমার সর্ব্ব-অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

নববৃন্দা। দেব! পশ্য পশ্য,

স্মিতং বাসন্তীভির্গিরিধর! শিরীষৈঃ কুসুমিতং,
কদম্বৈরুৎফুল্লং, হসিতমভিতো জাতিভিরলম্।
উদীর্ণং পর্ণাসৈঃ, কলয় ফলিনীভির্মুকুলিতং,
মুহুর্মধ্বাদীনাং স্ফুরতি যুগপদ্বৈভবমিদম্ ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! পশ্য পশ্য,

ক্বচিদ্ধ্বনতি কোকিলঃ স্বনতি হস্ত! ঝিল্লী ক্বচিৎ
ক্বচিন্নটতি চন্দ্রকী রটতি রাজহংসঃ ক্বচিৎ।

নববৃন্দেতি। বাসন্তীভিরিতি বসন্তস্য। শিরীষৈরিতি গ্রীষ্মস্য। কদম্বৈরিতি বর্ষাণাম্। জাতিভিরিতি শরদঃ। পর্ণাসৈরিতি হেমন্তস্য। ফলিনী-ভিরিতি শীতস্য প্রবেশো দর্শিতঃ। বাসন্তী মাধবীলতা। জাতী সপ্তলা।. পর্ণাসো জম্বীরবিশেষঃ। ফলিনী শ্যামলতা। জম্বীরোপাথ পর্ণাসে কঠিঞ্জরকুঠেরকাবিত্যমরঃ॥ ১৭॥

কৃষ্ণ ইতি। কৃষ্ণোঽপি বসন্তাদীনাং প্রবেশং বর্ণয়তি. ক্বচিদিত্যাদিনা। ঝিল্লী

নববৃন্দা। দেব! দেখুন, দেখুন! হে গিরিধর! দেখুন, বসন্তাদি ষড়ঋতুর বৈভব কেমন যুগপৎ প্রকাশ পাইতেছে—বসন্তকালীন মাধবীলতার মৃদুহাস্তে গ্রীষ্মকালীন শিরীষের দ্বারা পুষ্পিত, বর্ষাকালীন কদম্বের ছায়ায় উৎফুল্ল, শরৎকালীন জাতিপুষ্পের দ্বারা প্রহসিত, হেমন্তকালীন জম্বীর দ্বারা সুশোভিত, শীতকালীন শ্যামলতার দ্বারা মুকুলিত হইয়া বৃন্দাবনে বারম্বার বসন্তাদির সম্পদ প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! দেখ, দেখ, স্থানে স্থানে কোকিল কুহুধ্বনি করিতেছে, কোথাও ঝিল্লীরব শুনা যাইতেছে, কোথাও বা রাজহংস শব্দ করিতেছে,

কিখী বিরণতি ক্বচিৎ ক্বচন রৌতি হারীতকা
　　তনোতি সমিতির্মুদং মম পরাম্মৃতূণামসৌ ॥ ১৮ ॥

নববৃন্দা। দেব! পশ্য পশ্য,

কথঞ্চিদপি দস্তুরাৎ ফণিকুলস্য স্কন্ধাঞ্চলাৎ
　　পলায্য কৃত-মজ্জনং কমলভাজি-পম্পা-জলে।
প্রভুং ভুজগভোজিনো ননু পটীর-পৃথ্বীধরা-
　　স্তবন্তমিব সেবিতুং মরুদুপৈতি বৃন্দাবনম্ ॥ ১৯ ॥

কীটবিশেষঃ। রটতি শব্দং করোতি। কিখী পক্ষিবিশেষঃ। সমিতিঃ সন্নিপাতঃ ॥ ১৮ ॥

নববৃন্দেতি। বাসন্তিকমনিলমালক্ষ্যোৎপ্রেক্ষতে কথঞ্চিদিত্যাদি। পম্পা নদীবিশেষঃ। ভুজগভোজিনো গরুড়স্য। পটীর-পৃথ্বীধরাৎ চন্দন-গিরেঃ ॥ ১৯ ॥

কোথাও বা কিখীপক্ষী গান করিতেছে, কোথাও বা হারীতকার স্বর শ্রুত হইতেছে, এই প্রকারে ষড়ঋতুর মিলনে আমার পরমানন্দের বিস্তার হইতেছে ॥ ১৮ ॥

নববৃন্দা। দেব! দেখুন, দেখুন, কোথাও দন্তুর ফণিকুলের স্কন্দেশ হইতে পলায়ন করিয়া, কমলশোভিত পম্পানদীর জলে স্নান করিয়া, পবনদেব মলয়পর্ব্বত হইতে শ্রীবৃন্দাবন-ভুজগকুলের ধ্বংসকারী গরুড়ের প্রভু আপনার সেবা করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণঃ। (তরু-গুল্মাবলীমবলোক্য)

কদম্বাঃ! ক্ষেমং বঃ শিবকুলমিতো হন্ত! বকুলাঃ!
ফলিন্যঃ! কল্যাণং, ভবিকমভিতঃ পীলু-তরবঃ!
অমান্দ্যং মাকন্দাঃ! কিমবিকলতা পুণ্ড্রকলতা-
শ্চিরেণাসৌ যুষ্মাননুসরতি রাধা-সহচরঃ ॥ ২০ ॥

নববৃন্দা। দেব! নবাভিসার-মন্দিরীকৃত-কন্দরোঽয়ং নন্দীশ্বর-গিরির্মুদমুদ্গিরতি।

কৃষ্ণ। (রাধাং পশ্যন্)

কিমুত্তুঙ্গে ক্ষামোদরি! পরিচিনোষি ক্ষিতিভৃত-
স্তটান্তে তিষ্ঠন্তীং তরলদৃশমেতাং মৃগবধূম্!

কৃষ্ণ ইতি। ফলিন্য ইতি প্রিয়ঙ্গবঃ! মন্দস্য ভাবং মান্দ্যং ন মান্দ্যম্ অমান্দ্যং কুশলমিত্যর্থঃ। রাধাসহচরঃ রাধাসঙ্গী সন্ ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণ ইতি। ক্ষিতিভৃতঃ নন্দীশ্বরনামপর্ব্বতস্য। নিরাতঙ্কং নির্ভয়ম্। অদাক্ষীৎ অদশৎ। অনুপদং প্রতিক্ষণম্ ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ। (তরু ও লতাবলীকে অবলোকন করিয়া) হে কদম্বগণ! তোমাদের ত কুশল? হে বকুলগণ! তোমরা ত ভাল আছ? হে প্রিয়ঙ্গুরাজি, তোমাদের কল্যাণ ত? হে পীলুতরুগণ! তোমরা ত' কুশলে আছ? হে আম্রতরুগণ! তোমাদের ত' মঙ্গল? হে মাধবিলতাশ্রেণী! তোমাদের ত' কুশল? রাধাসহচর শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘকালের পর তোমাদের অনুসরণ করিতেছেন ॥ ২০ ॥

নববৃন্দা। দেব! সম্মুখাগত এই নন্দীশ্বর গিরি স্বীয় কন্দরকে নবাভিসারের মন্দিররূপে পরিণত করিয়া আনন্দ উদ্গিরণ করিতেছে।

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হে ক্ষীণোদরি! নন্দীশ্বর

নিরাতঙ্কং যা তে মরকতময়ীং হারলতিকাং
　　যবস্তম্ব-ভ্রান্ত্যাবৃতমতিরদাঙ্ক্ষীদনুপদম্ ॥ ২১ ॥

রাধা। কীস ণ পরিচিণিস্সং, এসা মহ পিঅসহী রঙ্গিণী ণাম কুরঙ্গী।

কৃষ্ণঃ। অধ্যাস্য যাং মুহুরলোকি ময়া বিশালা
　　কল্যাণি! বল্লব-কদম্বক-মল্ললীলা।
সেয়ং বরোপলময়ী শরদভ্রশুভ্রা
　　বিভ্রাজতে মদুপবেশ-বিলাসপীঠী ॥ ২২ ॥

রাধা। নববৃন্দে! কো এসো পুপ্ফেহিং ণাঅকেসর-থবঅং বিড়ম্বেদি ?

রাধেতি। কস্মান্ন পরিচেষ্যামি, এষা মম প্রিয়সখী রঙ্গিণী নাম কুরঙ্গী।
কৃষ্ণ ইতি। অধ্যাস্য স্থিত্বা ॥ ২২ ॥
রাধেতি। নববৃন্দে! ক এষ পুষ্পৈর্নাগকেশর-স্তম্ভং বিড়ম্বয়তি ?

পর্ব্বতের উপর তটপ্রান্তে বিরাজমানা এই চঞ্চলাক্ষী মৃগবধূকে কি চিনিতে পারিয়াছ ? এই হরিণীই তোমার মরকতমণিময়ী হারলতিকাকে যবগুচ্ছ ভ্রমে নির্ভয়ে পুনঃ পুনঃ দংশন করিত ॥ ২১ ॥

রা ধা। কেন চিনিব না ? এ ত' আমার প্রিয়সখী রঙ্গিণী-নাম্নী হরিণী।

শ্রীকৃষ্ণ। হে কল্যাণি! আমি যাহার উপর উপবেশন করিয়া গোপগণের মল্লক্রীড়া বারম্বার দর্শন করিতাম, এই সেই শরৎকালের মেঘের ন্যায় শুভ্র মর্ম্মরপ্রস্তরময় আমার উপবেশন-বিলাসের পীঠ বিরাজিত ॥ ২২ ॥

রাধা। নববৃন্দে! এ কে কুসুমাবলীর দ্বারা নাগকেশর-স্তবককেও পরাজিত করিতেছে ?

নববৃন্দা। সরলে ! কুব্জকোহয়ম্।

রাধা। (পুষ্পস্তবকমুদ্ধৃত্য পশ্যন্তী) হদ্ধী হদ্ধী ! এত্থ লীণো দুট্ঠ-ভ্রমরো চিট্ঠদি।

(ইতি সাধ্বসং নাটয়তি)

কৃষ্ণঃ। চকিত-কুরঙ্গনয়নে ! বিমুঞ্চ ভৃঙ্গেণ সঙ্গতং বিটপম্।

কুব্জাঃ সুভ্রু ! ভয়স্য প্রভবভুবঃ কিল ভুবি খ্যাতাঃ ॥ ২৩ ॥

নববৃন্দা। (স্বগতম্) দেবস্য গিরমাকর্ণ্য সস্মিতমপাঙ্গং কূণয়ন্তী রাধিকেয়ং মামবলোকতে।

(প্রকাশম্) সখি ! স্বয়মেব পৃচ্ছ পুণ্ডরীকাক্ষম্।

রাধেতি। হা ধিক্ ধিক্ ! অত্র লীনো দুষ্ট-ভ্রমরস্তিষ্ঠতি।

কৃষ্ণ ইতি। বিটপং সপুষ্প-পল্লবম্। কুব্জা বৃক্ষাঃ, ভয়সা তদীয়-পুষ্পসা, প্রভবভুবঃ উৎপত্তিস্থানানি। ভয়ং কুব্জকপুষ্পে স্যাদিতি কোষঃ। ভয়ং প্রতিভয়ে ত্রাসে প্রসূনে কুব্জকস্য চেতি নানার্থঃ ॥ ২৩ ॥

নববৃন্দেতি। কূণয়ন্তী বক্রয়ন্তী।

নববৃন্দা। হে সরলে ! ইহার নাম কুব্জক বৃক্ষ।

রাধা। (পুষ্পস্তবক উত্তোলন করিয়া দেখিতে দেখিতে) হা ধিক্, হা ধিক্ ! এই স্তবকে দুষ্ট ভ্রমর লুকাইয়া আছে।

(এই বলিয়া ভয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন)

কৃষ্ণ। হে চকিতহরিণাক্ষি ! ভৃঙ্গযুক্ত এই বিটপ পরিত্যাগ কর, ইহা ভয়ের (কুব্জপুষ্পের) মূল উৎপত্তিস্থান বলিয়া জগতে বিখ্যাত ॥ ২৩ ॥

নববৃন্দা। (স্বগত) শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া এই রাধিকা মৃদু হাস্য পূর্ব্বক শেষে অপাঙ্গে আমার দিকে লক্ষ্য করিতেছেন। (প্রকাশ্যে) সখি ! নিজেই তুমি কমললোচনকে জিজ্ঞাসা কর।

কৃষ্ণঃ। নববৃন্দে! নিরাতঙ্কমুচ্যতাং, কিন্তু সখী-বিবক্ষিতম্।

নববৃন্দা। দেব! কুব্জাসঙ্গঃ খলু মধুসূদনস্য পরমানন্দমেব তুন্দিলয়তি, কথং নু ভয়মিতি।

কৃষ্ণঃ। (সস্মিতম্) নববৃন্দে! মৃষা শঙ্কিনী তব সখী, পশ্য কুব্জাসঙ্গমনঙ্গীকুর্ব্বন্নয়মাননামোদবাসিত-কাননামেনামেব ধাবতি।

রাধা। (সভয়ম্) হন্ত হন্ত! চঞ্চল-চঞ্চরীঅ! চিট্ঠ চিট্ঠ, এসা লীলাকমলেণ তাড়েমি তুমং ধিট্ঠং।

নববৃন্দেতি। কুব্জানামাসঙ্গঃ। পক্ষে, কুব্জায়াঃ সঙ্গঃ। মধুসূদনস্য ভ্রমরস্য কৃষ্ণস্য চ।

কৃষ্ণ ইতি। ·য়ং মধুসূদনঃ।

রাধেতি। হন্ত হন্ত! চঞ্চল-চঞ্চরীক! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, এষা লীলাকমলেন তাড়য়ামি ত্বাং ধৃষ্টম।

কৃষ্ণ। নববৃন্দে, তোমার সখী কি বলিতে চাহিতেছেন, তাহা নির্ভয়ে বল।

নববৃন্দা। দেব! কুব্জাসঙ্গই এই মধুসূদনের (ভ্রমরের) পরমানন্দ বর্দ্ধন করে, ইহাতে আর ভয় হইবে কেন?

কৃষ্ণ। (মৃদুহাস্য পূর্ব্বক) নববৃন্দে! তোমার সখী মিথ্যা ভীতা হইতেছেন, দেখ, এই মধুসূদন কুব্জাসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুখসুরভিতে কাননামোদকারিণী ইহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে।

রাধা। (সভয়ে) হায় হায়! কি কষ্ট! চঞ্চল ভ্রমর, তুই থাক্ থাক্, এই লীলাকমলের দ্বারা তোকে প্রহার করিতেছি।

কৃষ্ণঃ। পশ্য পশ্য,

পলাশে নোল্লাসং বহতি বিফলাং বেত্তি ফলিনীং
ন বাসং বাসন্ত্যাং শ্রয়তি কুমুদে যাতি ন মুদম্।
মধূকে মাধ্বীকং ন ধয়তি নবং নৈতি লবলীং
মদেনাভূদন্ধস্তব বদনগন্ধান্মধুকরঃ ॥ ২৪ ॥

নববৃন্দা।

ভৃঙ্গারাস্তম্বনির্ঝরৈর্বিটপিভিস্ত্রাতপত্রাবলী-
পল্যঙ্কা স্ফটিকৈরলঙ্কৃতিকুলং ধৌতোজ্জ্বলৈর্ধাতুভিঃ।
রত্নানাং নিকুরম্বকেন হরয়ে যেনার্পিতা দর্পণাঃ
সোঽয়ং রাজতি শেখরঃ শিখরিণাং গোবর্দ্ধনাখ্যো গিরিঃ ॥২৫॥

কৃষ্ণ ইতি। পলাশে কিংশুকে। ফলিনীং প্রিয়ঙ্গুম্। লবলীং হলকলীতি নীচোক্তিঃ ॥ ২৪ ॥

নববৃন্দেতি। ভৃঙ্গাদি-দর্পণান্তা হরয়েঽর্পিতাঃ সোঽয়ং গিরিরিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণ। দেখ দেখ, তোমার বদনগন্ধে মদে মত্ত হইয়া এই মধুকর পলাশে আর উল্লাস প্রকাশ করিতেছে না, প্রিয়ঙ্গুকে বিফল বিবেচনা করিতেছে, মালতীর গন্ধকে আর আশ্রয় করিতেছে না, কুমুদে আর ইহার আনন্দ নাই, মধূকেও মাধ্বীকের জন্য আর ধাবিত হইতেছে না এবং লবলীর নিকটও আর যাইতেছে না ॥ ২৪ ॥

নববৃন্দা। যিনি নিজ শরীরস্থ নির্ঝর-সমূহের দ্বারা ভৃঙ্গার, বৃক্ষাবলীর দ্বারা ছায়াছত্র, স্ফটিকের দ্বারা পর্য্যঙ্কাবলী, ধৌত উজ্জ্বল ধাতু-সমূহের দ্বারা অলঙ্কাররাজি, এবং রত্নসমূহের দ্বারা যিনি হরিকে দর্পণ দান করিয়াছেন, এই সেই পর্ব্বতকুলশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনগিরি সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন ॥২৫॥

কৃষ্ণঃ।　বিলসতি কিল সোঽয়ং পশ্য মত্তো ময়ূরঃ

শিখরভুবি নিবিষ্টস্তম্বি! গোবর্দ্ধনস্য।

মুহুরমলশিখণ্ডং তাণ্ডবব্যাজতস্তে

ব্যকিরদুপহরন্ যঃ কর্ণপূরোৎসবায় ॥ ২৬ ॥

রাধা।　তাণ্ডবিঅ-শিঅণ্ডিরাঅ! চিরং বড্ঢেহি।

কৃষ্ণঃ।　প্রিয়ে! স্মর্য্যতে কিমু গোবর্দ্ধনতঃ কলিন্দজাপদবী?

রাধা।　কীস ণ সুমীরঅদি।

(ইতি সংস্কৃতেন)

কৃষ্ণ ইতি।　যো ময়ূরস্তে তুভ্যমমলশিখণ্ডমপহর্ত্তুং তাণ্ডবব্যাজতঃ ব্যকিরৎ-ক্ষেপঃ সঃ ॥ ২৬ ॥

রাধেতি।　তাণ্ডবিক-শিখণ্ডিরাজ! চিরং বর্দ্ধস্ব।

রাধেতি।　কস্মান্ন স্মর্য্যতে?

কৃষ্ণ।　হে সুন্দরি! যে ময়ূর বারম্বার নৃত্যচ্ছলে তোমার কর্ণভূষণের উৎসববিধানের জন্য সুন্দর পুচ্ছ সকল অর্পণ করিয়াছিল, দেখ, ঐ সেই মত্ত ময়ূর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিখরে বিনিবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতেছে ॥ ২৬ ॥

রাধা।　হে নৃত্যপরায়ণ শিখণ্ডিরাজ! চিরকাল বর্দ্ধিত হও।

কৃষ্ণ।　প্রিয়ে! গোবর্দ্ধন হইতে যমুনায় যাইবার পথ কি তোমার স্মরণ আছে?

রাধা।　কেন স্মরণ থাকিবে না?

(এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়)

অগ্রে চম্পক-চক্রমস্য পুরতো পুন্নাগবীথী ততো
জম্বূনাং নিকুরম্বকং তদভিতস্তুঙ্গা কদম্বাটবী।
ইত্যুচ্চৈর্বরশাখিভিঃ পরিচিতৈরেভিঃ ক্রমাদাচিতং
কালিন্দীমুপতিষ্ঠতে গিরিতটাৎ পন্থাঃ প্রথীয়ানসৌ ॥২৭॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) তদেহি পতঙ্গতনয়ামনয়া পদব্যা প্রযামঃ।

(ইতি সর্ব্বে তথা কুর্ব্বন্তি)

নববৃন্দা। ভ্রমলালিত-সলিলেয়ং কললাবলিভিঃ পুরঃ পরীত-ঝরা।
অমলা যমস্য যামী মম লাস্যং নেত্রয়োস্তনুতে ॥ ২৮ ॥

অগ্রে চেতি। অস্য চম্পক-চক্রস্য। পুন্নাগো নাগকেশরঃ। নিকুরম্বকং সমূহঃ। পরিচিতৈর্জ্ঞাতৈঃ। কালিন্দীতি দেশাধ্বেতি দ্বিতীয়া। উপতিষ্ঠতে উপস্থিতো ভবতি ॥ ২৭ ॥

নববৃন্দেতি। ভ্রমেণ লালিতং সলিলং যস্যাঃ সা। ভ্রমঃ ভ্রমণং ঘূর্ণা ইত্যর্থঃ। যামী স্বসৃকুলস্ত্রিয়োরিত্যমরঃ ॥ ২৮ ॥

অগ্রে চম্পক বৃক্ষসকল, তাহার অগ্রে পুন্নাগ-শ্রেণী, তদগ্রে জম্বুবৃক্ষ-সমূহ, তাহার চতুর্দ্দিকে সমুন্নত কদম্ববন, এইরূপে শ্রেষ্ঠ-বৃক্ষ-সমূহে ক্রমে পরিচিত এই বিখ্যাত পথ গিরিতট হইতে কালিন্দী পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ। (মৃদু হাস্য করিয়া) তবে আইস, আমরা এই পথে যমুনায় যাই।

(ইহা বলিয়া সকলে সেইরূপ করিতে লাগিলেন)

নববৃন্দা। আহা! এই নির্ম্মলা যমভগিনী যমুনা ঘূর্ণাযুক্ত সলিলে পূর্ণা হইয়া নির্ঝর সকলে কললশ্রেণীতে পরিব্যাপ্তা হইয়া আমার নেত্রদ্বয়ের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ ।

প্রীত্যা কুণ্ডলিতঃ কুলেন মরুতাং রুদ্ধঃ শিখণ্ডোৎকরৈ-
　　রেষ স্পর্দ্ধিত-নেত্রষণ্ডরুচিভির্ভাণ্ডীরশাখীপুরঃ ।
বিভ্রাণঃ শতকোটি-মণ্ডিত-মহাশাখা-ভুজোদ্দণ্ডতাং
　　কালিন্দীতটমণ্ডলে বিটপিনামাখণ্ডলত্বং যযৌ ॥ ২৯ ॥

রাধা ।　বদ্ধতরলরোলম্বা
　　　বিসারিণা হারিগন্ধবিসরেণ ।
　কোমল-মল্লীপুঞ্জা
　　　মঞ্জুলকুসুমা হরন্তি মে চিত্তম্ ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ ইতি । প্রীত্যা প্রেম্না, নেত্রষণ্ডরুচিভিঃ স্পর্দ্ধিতা নেত্রসমূহস্য রুচি-বৈস্তৈঃ । শতং কোটয়োঽগ্রভাগাস্তৈর্মণ্ডিতা মহাশাখা এব ভুজাস্তৈরুদ্দণ্ডতাং প্রচণ্ডত্বং বিভ্রাণঃ । পক্ষে, শতকোটির্বজ্রঃ । আখণ্ডলত্বমিন্দ্রত্বম্ ॥ ২৯ ॥

রাধেতি । বিসারিণা ব্যাপিনা মনোহরগন্ধনিকরেণ বদ্ধাস্তরলা রোলম্বা ভ্রমরা যৈস্তে । "সমূহ-নিবহব্যূহ-সন্দোহ-বিসরব্রজাঃ" ইত্যমরঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ । প্রিয়ে ! দেখ দেখ, সম্মুখস্থ এই ভাণ্ডীর তরুবর প্রণয়বশতঃ বায়ুকুলের দ্বারা কুণ্ডলিত হইয়া, নয়নের কান্তি দ্বারা স্পর্দ্ধাকারী ময়ূরপুচ্ছ-সমূহে অবরুদ্ধ হইয়া, শতকোটি শাখাগ্রভাগের রূপ ভুজের দ্বারা উদ্দণ্ড হইয়া কালিন্দীতটবর্ত্তী বৃক্ষসকলের মধ্যে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

রাধা । এই সুন্দর পুষ্পধারিণী কোমল মল্লীসমূহ সুদূরবিস্তারী মনোহর গন্ধাবলীর দ্বারা চঞ্চল ভ্রমরপুঞ্জকে আবদ্ধ করিয়া আমার চিত্ত হরণ করিতেছে ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ। (তদেব বন্ধুরতরলেত্যাদি পঠতি)

নববৃন্দা। হলা! তব হারসংঘর্ষণেন মুকুন্দবক্ষসঃ স্খলিতাং সুরসৌগন্ধিস্রজং মরালী চঞ্চুপুটেনাদায় পশ্যোড্ডীনা।

কৃষ্ণঃ। কথমবরোধ-দীর্ঘিকাদিশং প্রযাতা?

নববৃন্দা। অতিমুক্তোঽপি বিমুক্তং
বৃন্দাবনবাস-বাসনানন্দম্।
ক্ষণমপি ন খলু ক্ষমতে ক্ষুদ্রাণাং
কা কথাঽন্যেষাম্॥ ৩১॥

কৃষ্ণ ইতি। (কৃষ্ণস্য পঠনেনার্থান্তরং বোধ্যতে) তদ্যথা—মঞ্জুনং কুসুমং রজো যাসাং তা মে চিত্তং হরন্তি। বন্ধুরতরলা হারনায়িকা এব রোলম্বা যাসু তাঃ। কোমলানাং মল্লীনাং মল্লীকুসুমানাং ভূষাদিরূপতয়া পুঞ্জো যাসু তাঃ।

নববৃন্দেতি। অতিমুক্তঃ পুণ্ড্রকঃ। পক্ষে, প্রাপ্তসালোক্যাদিজনঃ॥ ৩১॥

(শ্রীরাধার কথিত পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন)

নববৃন্দা। সখি! তোমার হারের সংঘর্ষে মুকুন্দের বক্ষঃস্থল হইতে সুর-সৌগন্ধিকের মালা স্খলিত হইয়া পড়ায়—ঐ দেখ, রাজহংসী তাহা চঞ্চুপুটের দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক উড়িয়া চলিল।

কৃষ্ণ। অন্তঃপুরদীর্ঘিকার দিকে যাইতেছে কেন?

নববৃন্দা। সালোক্যাদি মুক্তিকে তুচ্ছকারী ব্যক্তিগণও যখন বৃন্দাবন-বাসের বাসনার আনন্দ করিতে পারেন না, তখন অপর ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণের আর কথা কি?॥ ৩১॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! প্রভূতাম্বভূতপূর্ব্বসঙ্গমাস্ততিমুক্তমালত্যোঃ প্রসূনান্যবচিত্য কিমপ্যপূর্ব্বমাপীড়ং যোজয়িষ্যে, যন্ময়া গুরুকুলে কলাভ্যাসে শিক্ষিতম্।

(ইতি দূরতঃ পরিক্রম্য সবিস্ময়ম্)

কোঽয়ং মাধুর্য্যেণ মমাপি মনো হরন্ মণিকুড্যমবষ্টভ্য পুরো বিরাজতে?

(পুনর্নিভাল্য)

হন্ত! কথমত্রাহমেব প্রতিবিম্বিতোঽস্মি।

(ইতি সৌৎসুক্যম্)

কৃষ্ণ ইতি। প্রভূতানি প্রচুরাণি। ন ভূতঃ পূর্ব্বসঙ্গমো যেষাং তানি। আপীড়ং কেশবন্ধনমালাম্।

কোঽয়মিতি। মণিকুড্যমবষ্টভ্য মণিমণ্ডপিকামাশ্রিতা।

হন্তেতি। অত্র মণিকুড্যে।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! মাধবী ও মালতীর পূর্ব্বে কখনও এরূপ মিলন হয় নাই, এই মাধবীর ও মালতীর কুসুম চয়ন করিয়া আমি কোনও অপূর্ব্ব শিরোভূষণ যোজনা করিয়া দিব, আমি গুরুকুলে কলাভ্যাসকালে উহা শিখিয়াছিলাম। (ইহা বলিয়া দূরে গমনপূর্ব্বক বিস্ময়-সহকারে) কে এই—মাধুর্য্যের দ্বারা আমারও মনোহরণ করিয়া মণিভিত্তি অবলম্বন করিয়া সম্মুখে বিরাজ করিতেছে? (পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া) এ কি! আমিই যে মণিভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছি!

(এই বলিয়া ঔৎসুক্য-সহকারে)

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত! প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৩২ ॥

(পুরো নিঃসৃত্য)

নির্নিমেষেক্ষণাকার-সভৃঙ্গ-স্তবকদ্যুতিঃ।
মালত্যম্লানপুষ্পেয়ং ভুবি দেবীব দীব্যতি ॥ ৩৩ ॥

অপরীতি। পূর্ব্বমপরিকলিত ইতি দ্বিতীয়াতৎপুরুষঃ। যং মাধুর্য্যপূরম্। সরভসং সকৌতুকম্ ॥ ৩২ ॥

নির্নিমেষেতি। নির্নিমেষেক্ষণাকারবৎ সভৃঙ্গা যে স্তবকাস্তৈর্দ্যুতি-র্যস্যাঃ সা। পক্ষে নির্নিমেষেক্ষণেত্যেকং পদং, ভৃঙ্গস্য ভৃঙ্গরাজস্য স্তবকাস্তেষাং দ্যুতয়স্তাভিঃ বর্ত্তমানা সভৃঙ্গস্তবকদ্যুতিঃ। আকারেণা-কৃত্যা সভৃঙ্গ-স্তবকদ্যুতিঃ, অম্লানানি পুষ্পাণি। পক্ষে, রজাংসি যস্যাঃ সা ॥ ৩৩ ॥

এই চমৎকারকারী অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন্ মাধুর্য্যসার গরীয়ান হইয়া আমার অগ্রে প্রকাশ পাইতেছে? আহা, আমিও যাহাকে দেখিয়া লুব্ধচিত্ত হইয়া সানন্দে শ্রীরাধিকার ন্যায় ইহাকে উপভোগ করিবার জন্য কামনা করিতেছি ॥ ৩২ ॥

(অগ্রে গমন পূর্ব্বক) নিমেষহীন নয়ন তুল্য ভৃঙ্গাবলীযুক্ত স্তবকের দ্বারা দ্যুতি ধারণ করিয়া এই অম্লানপুষ্পা মালতীমালা পৃথিবীতে দেবীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

(প্রবিশ্য দেবী)

দেবী। মাহবি! ণিচ্চিদং ইদো বুন্দাবণাদো এসা হংসীএ ণীদা সুরসৌগন্ধিঅমালা।

মাধবী। অধ ইং, ণাঅরীসঙ্গ-সোরব্ভভরুগ্গারিণীং, ণং তক্কিঅ তুমং এত্থ আণীদাসি?

চন্দ্রাবলী। (স্বাঙ্গমালোক্য) হলা! সচ্চভামা-পসাহণেণ কীস মণ্ডিদম্হি?

মাধবী। (সালীকম্) ভট্টিদারিএ! ভমিদম্হি।

দেবীতি। মাধবি! নিশ্চিতং ইতো বৃন্দাবনাদেষা হংস্যা নীতা সুরসৌগন্ধিকমালা।

মাধবীতি। অথ কিম্, নাগরীসঙ্গম-সৌরভ্য-ভরোদ্গারিণীং, এনাং মালাং তর্কয়িত্বা ত্বমত্র নীতাসি।

চন্দ্রাবলীতি। সখি! সত্যভামা-প্রসাধনেন কস্মান্মণ্ডিতাস্মি?

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে! ভ্রান্তাস্মি।

(দেবী চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

দেবী। মাধবি! নিশ্চয় এই হংসী কর্তৃক নববৃন্দাবন হইতে এই সুর-সৌগন্ধিকের মালা আনীত হইয়াছে।

মাধবী। তাহা সত্য, পরন্তু এই মালা নাগরীসঙ্গ-সৌরভের উদ্গার করিতেছে—এই সন্দেহ করিয়া তোমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছি।

চন্দ্রাবলী। (নিজ অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি! কেন আমি সত্যভামার ভূষণ দ্বারা ভূষিতা হইলাম?

মাধবী। (মিথ্যাবাক্যে) রাজকন্যে, আমার ভুল হইয়াছে।

চন্দ্রাবলী। (পুরো বিলোক্য) সহি ! পেক্খ, এসো অজ্জ-
উত্তো ণাদিদূরে পপ্ফুরদি।

মাধবী। ণ কখু পুরদো ভট্টা, এসো ইন্দণীলমঅস্স সো তস্স
পড়িবিম্বো।

চন্দ্রাবলী। অম্মহে ! চমক্কিদিকারিদা পড়িবিম্বসস।

(ইতি পুরোঽনুস্হত্য)

হলা ! মালদীঅং ওচিণন্তো পেক্খীঅদু অজ্জউত্তো,
তা এক্কিআ চ্চেঅ গমিস্সম্।

(ইতি তথা করোতি)

চন্দ্রাবলীতি। সখি ! পশ্য, এব আর্য্যপুত্রো নাতিদূরে প্রস্ফুরতি।

মাধবীতি। ন খলু পুরতো ভর্ত্তা, এষ ইন্দ্রনীলময়স্তম্ভ প্রতিবিম্বঃ।

চন্দ্রাবলীতি। আশ্চর্য্যম্! চমৎকৃতিকারিতা প্রতিবিম্বস্য। সখি !
মালতিকাং অবচিন্বন্ এব প্রেক্ষ্যতে আর্য্যপুত্রঃ, তৎ একিকা
এব গমিষ্যামি।

চন্দ্রাবলী। (সম্মুখে দেখিয়া) সখি, দেখ, ঐ যে আর্য্যপুত্র অনতিদূরে
বিরাজমান।

মাধবী। নিশ্চয় অগ্রে ভর্ত্তা নহে, ইহা তাঁহার ইন্দ্রনীলময় প্রতিবিম্ব।

চন্দ্রাবলী। কি আশ্চর্য্য ! প্রতিবিম্বের কি চমৎকারিতা ! (ইহা বলিয়া
অগ্রে গমন পূর্ব্বক) সখি, ঐ যে আর্য্যপুত্র মালতীপুষ্প চয়ন করিতে-
ছেন দেখা যাইতেছে, অতএব আমি একাকিনী তথায় যাইতেছি।
(সেইরূপ করিলেন)

কৃষ্ণঃ। (চন্দ্রাবলীং বিলোক্য সানন্দনাত্মগতম্) কথমত্র জীবিতেশ্বরী মে রাধাপ্যুপাগতা ?

(প্রকাশম্) প্রিয়ে! কথং বিদূরমাগতাসি ?

(ইতি সরোমাঞ্চমবলোক্য)

মা খঞ্জরীটনয়নে! হৃদি সংশয়িষ্ঠাঃ
কুর্ব্বন্ ব্রবীম্যবিতথং শপথং গুরুভ্যঃ।
একা প্রিয়ঙ্করণবৃত্তিরসি ত্বমেব
প্রাণাবলম্বনবিধৌ পরমৌষধির্মে ॥ ৩৪ ॥

চন্দ্রাবলী। (সহর্ষমাত্মগতম্) তধাবি তুহ্নিং ভবিঅ আউদং লক্খেমি।

মা খঞ্জেতি। অবিতথং সত্যম্। প্রিয়ঙ্করণী বৃত্তিশ্রেষ্ঠা যস্যাঃ সা ॥ ৩৪
চন্দ্রাবলীতি। তথাপি তূষ্ণীং ভূয় আকূতং লক্ষয়ামি।

কৃষ্ণ। (চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া আনন্দভরে স্বগত) এ কি! আমার জীবিতেশ্বরী শ্রীরাধা এখানে আসিলেন! (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে, কিরূপে এত দূরে আসিলে? (ইহা বলিয়া রোমাঞ্চ-সহকারে অবলোকন করিয়া) হে খঞ্জননয়নে! আমি গুরুজনের শপথ করিয়া সত্য সত্যই বলিতেছি যে, একমাত্র তুমিই আমার প্রীতিসম্পাদয়িত্রী, তুমি হৃদয়ে এ বিষয়ে কোনও সংশয় করিও না, তুমিই আমার প্রাণধারণের শ্রেষ্ঠ ঔষধি ॥ ৩৪ ॥

চন্দ্রাবলী। (সানন্দে স্বগত) তথাপি মৌন অবলম্বন করিয়া ইহার অনুনয় লক্ষ্য করি।

নববৃন্দা। (লতান্তরে স্থিত্বা) হন্ত! কথমঙ্গীকৃত-রাধা-প্রসাধনা দেবীয়মুপলব্ধা? তদেষ মাধবো যাবদেনাং রাধিকাং প্রতীত্য ন প্রমাদমাদধাতি, তাবদেবাহং পদ্যমেকং হারীতেন হারয়ামি।

(ইতি কেতকীপত্রে বিলিখ্য নেপথ্যে ক্ষিপতি)

(পুনর্বিলোক্য সানন্দম্)

দিষ্ট্যা হরিরেষ হারীতেন করে ক্ষিপ্তং পদ্যমালোকয়তি, তদহং প্রচ্ছন্না ভবেয়ম্।

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)

নববৃন্দেতি। হারীতেন পক্ষিবিশেষেণ।

নববৃন্দা। (লতান্তরে অবস্থান করিয়া) হায়! কি প্রকারে রাধার বেশভূষা ধারণ করিয়া দেবী চন্দ্রাবলী এ স্থানে উপস্থিত হইলেন? তথাপি যতক্ষণ মাধব ইঁহাকে রাধিকা ভাবিয়া কোনও গুরুতর ভুল করিয়া না বসেন, ততক্ষণ আমি হারীত পক্ষীর দ্বারা এই শ্লোকটি প্রেরণ করি। (ইহা বলিয়া কেতকীপত্রে শ্লোক লিখিয়া বেশগৃহে নিক্ষেপ করিলেন) (পুনরায় অবলোকন করিয়া আনন্দভরে) সৌভাগ্যবশেই শ্রীকৃষ্ণ হারীতের দ্বারা হস্তে নিক্ষিপ্ত ঐ পত্র অবলোকন করিতেছেন, অতএব আমি লুকাইয়া থাকি।

(ইহা বলিয়া প্রস্থান)

কৃষ্ণঃ। (পত্রং পশ্যন্ নিগূঢ়ং বাচয়তি)

করোষি যস্যাং নবকর্ণিকার-

মালাভ্রমং হন্ত ! মধুব্রতেন্দ্র !

প্রতীহি তাং কুঙ্কুমকর্দ্দমেন

লিপ্তচ্ছদাং কৈরব-কোরকাবলীম্ ॥ ৩৫ ॥

(ইতি চন্দ্রাবলীং নিভাল্য স্বগতম্)

সাধু, নববৃন্দে ! সাধু, বাঢ়মবসরে কৃতাপূর্ব্বসেবা-প্রপঞ্চাসি।

(প্রকাশম্) দেবি ! কথমুদাসীনেব তিষ্ঠন্তী নান্তঃ-প্রসাদসুধাবীচিং সূচয়সি ?

(ইতি সাদরমবেক্ষ্য)

কৃষ্ণ ইতি। প্রতীহি জানীহি। কুঙ্কুমকর্দ্দমেন লিপ্তাঃ ছদা পত্রাণি। পক্ষে, বস্ত্রাণি যস্যাঃ সা ॥ ৩৫ ॥

সাধ্বিতি। কৃতোঽপূর্ব্বসেবাপ্রপঞ্চো যয়া সা।

কৃষ্ণ। (পত্র গোপনে পাড়তে লাগিলেন) হে মধুব্রতেন্দ্র ! যাহাকে নবকর্ণিকারের মালা বলিয়া ভুল করিতেছ, হায় ! তাহা কুঙ্কুমকর্দ্দমে লিপ্ত-পত্র কৈরবমালিকা বলিয়া অবগত হও ॥ ৩৫ ॥

(এই বলিয়া চন্দ্রাবলীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া মনে মনে) সাধু নববৃন্দে, সাধু, ঠিক সময়েই উপযুক্ত সেবার বিস্তার করিয়াছ। (প্রকাশ্যে) দেবি ! কেন উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিয়া অন্তরে প্রসন্নতারূপ সুধাতরঙ্গের সূচনা করিতেছেন না ?

(ইহা বলিয়া সাদরে অবলোকন পুরঃসর)

শৈত্যশ্রিয়: সৌরভসম্পদা চ নির্ধূত-চন্দ্রদ্বয়-গৌরবেণ।
স্ববৈভবেনাদ্য মদঙ্গকানি বিধেহি চন্দ্রাবলি! নির্বৃতানি ॥ ৩৬ ॥

মাধবী। (লতান্তরে স্থিত্বা সহর্ষমাত্মগতম্) ণুণং বিস্‌সকম্প-পসাহণপহাবো এসো সোহগ্‌গমাহুরী-লাহো।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! তদঙ্গসঙ্গমায় তরঙ্গিতরঙ্গং স্বয়মঙ্গীকুরু সুহৃজ্জনম্।
(ইতি সানুরাগমিবোপসর্পন্ সালোক-শঙ্কম্)
ধিক্ কষ্টম্! অজ্ঞানবিভ্রমেণ কৃত-মহাপরাধোঽস্মি, যদিয়ং দেবী ন ভবেৎ, কিন্তু কদাচিদন্যা কুমারী।
(ইতি বিমর্ষমভিনীয়)

শৈত্যেতি। চন্দ্রদ্বয়ং বিধুঃ কর্পূরশ্চ। নির্বৃতানি সুখিতানি ॥ ৩৬ ॥
মাধবীতি। নূনং বিশ্বকর্ম্মপ্রসাধনপ্রভাব এষ সৌভাগ্যমাধুরী-লাভঃ।
কৃষ্ণ ইতি। তরঙ্গবদুদ্গরাগত-কৌতুকম্।

হে চন্দ্রাবলি! তুমি শৈত্যশ্রী ও সৌরভ-সম্পত্তি দ্বারা চন্দ্র ও কর্পূরের গৌরব নষ্ট করিয়াছ, তুমি আজ স্বীয় বৈভব দ্বারা আমার অঙ্গসকলের সুখবিধান কর ॥ ৩৬ ॥

মাধবী। (লতান্তরে অবস্থান-পূর্ব্বক আনন্দভরে স্বগত) নিশ্চয়ই বিশ্বকর্ম্মার প্রসাধনপ্রভাবে এই সৌভাগ্যমাধুরীলাভ হইয়াছে।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তোমার অঙ্গসঙ্গমের জন্য পুলক-তরঙ্গযুক্ত এই সুজন্ ব্যক্তিকে নিজেই অঙ্গীকার কর। (এই বলিয়া অনুরাগের সহিত নিকটে গমনপূর্ব্বক মিথ্যা ভয়-সংকারে) ধিক্ ধিক্! কি কষ্ট! অজ্ঞান বশতঃ আমি মহা অপরাধ করিলাম, যেহেতু, ইনি ত দেবী নহেন, কিন্তু দৈবাৎ অন্য কোন কুমারী! (ইহা বলিয়া বিমর্ষের অভিনয়)

আং জ্ঞাতম্ সেয়ং বিশ্বকর্ম্মণো নপ্ত্রী ভবিষ্যতি, যা মম দূরতস্তেনাদ্য প্রদেশিন্যা প্রদর্শিতা।

চন্দ্রাবলী। (ব্যাজেন মাল্যং দর্শয়তি)

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) হন্ত ! হংসী-কৃতোঽয়মনর্থঃ।

(প্রকাশম্) চিত্রং চিত্রমিদম্ ! যমুনা ঝরঝাৎকারেণ হৃতা মে সৌগন্ধিকমালা, কথমেতয়া লব্ধা ? তদহং শুদ্ধান্ত-

আং জ্ঞাতমিতি। সা নপ্ত্রী, তেন বিশ্বকর্ম্মণা কর্ত্রা। প্রদেশিন্যা তর্জ্জন্যা করণেন।

চন্দ্রাবলীতি। (মালাদর্শনেনেদং সূচিতবতী)

কৃষ্ণ ইতি। বিশ্বকর্ম্মণো নপ্ত্রী যদ্হস্তাং মালাং বিভর্ত্তীতি।

চিত্রমিতি। যমুনা ঝরস্ত ঝরৎকারিপ্রবাহেণ, এতয়া বিশ্বকর্ম্ম-নপত্র্যা। শুদ্ধান্তম্ অন্তঃপুরম্।

হাঁ, স্মরণ হইল. বোধ হয়, ইনি বিশ্বকর্ম্মার সেই নাতিনী হইবেন, যাঁহাকে আজ বিশ্বকর্ম্মা তর্জ্জনীনির্দ্দেশের দ্বারা আমাকে দেখাইয়াছিলেন।

চন্দ্রাবলী : (ছলপূর্ব্বক মালা দেখাইলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) হায় ! হংসাই এই অনর্থ ঘটাইয়াছে। (প্রকাশ্যে) আশ্চর্য্যের ব্যাপার ! যমুনা তাঁর প্রবাহের দ্বারা আমার এই সৌগন্ধিক মালা অপহরণ করিয়াছিলেন, ইহা কি প্রকারে এই বিশ্বকর্ম্মার নাতিনীর হস্তগত হইল? যাহা হউক, আমি অন্তঃপুরে গমন করিয়া এই অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল নিজেই দেবীর নিকট নিবেদন করিতেছি, তাহা

মাসাদ্য সর্ব্বমিদমপূর্ব্ববৃত্তং স্বয়মেব দেব্যামাবেদয়ামি। যথা নাপরাধ-কলঙ্কশঙ্কা-লবাঙ্কুরোঽপি মাং কটাক্ষয়তি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)।

মাধবী। (উপসৃত্য) ভট্টিদারিএ! কা কৃখু পউত্তী?

চন্দ্রাবলী। সাভাবিঅস্‌স মহাণুরাঅপূরস্‌স, জা কৃখু অহিরূবা ভবে।

মাধবী। ভট্টিদারিএ! লোঅত্তরচাতুরীমুদ্দা-দুব্বোহববহারো এসো ণাঅরো, তা এহি, সচ্চভামং পেক্‌খহ্ম ॥ ৩৭ ॥

চন্দ্রাবলী। (পরিক্রম্য রাধাং পশ্যন্তী সব্যথং সংস্কৃতেন)

যথেতি। অপরাধ এব মালিন্য-কত্ত্বাৎ কলঙ্কস্তস্য শঙ্কা-লবস্তদঙ্কুরোঽপি মাং প্রতি দেবীং যথা কটাক্ষবিতাং ন করোতি।

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে! কা খলু প্রবৃত্তিঃ?

চন্দ্রাবলীতি স্বাভাবিকস্য মহানুরাগপূরস্য যা খলু অভিরূপা (সদৃশী) ভবেৎ;

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে! লোকোত্তরচাতুরীমুদ্রা-দুর্ব্বোধব্যবহার এব নাগরঃ, তদেহি, সত্যভামাং পশ্যামঃ ॥ ৩৭ ॥

হইলে অপরাধ বা কলঙ্কের আশঙ্কায় বিন্দুমাত্রও আমার প্রতি কটাক্ষের অবসর থাকিবে না। (এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন)

মাধবী। (নিকটে যাইয়া) রাজকন্যে! ব্যাপার কি?

চন্দ্রাবলী। স্বাভাবিক অনুরাগের যাহা অনুরূপ, তাহাই;

মাধবী। রাজকন্যে! এই নাগরের ব্যবহার লোকোত্তর চাতুর্য্য-লক্ষণের দ্বারা দুর্ব্বোধ্য, অতএব আসুন, সত্যভামাকে দেখিয়া আসি ॥ ৩৭ ॥

চন্দ্রাবলী। (ভ্রমণ-পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়)

পূর্ব্বেক্ষিত-ব্যসন-লক্ষ্ম-বিমুক্ত-মূর্ত্তি-
রন্তর্নিগূঢ়-সুখ-সাক্ষি-মুখ-প্রসাদা ।
অদ্য স্ফুরত্তরল-দৃষ্টিরিহোপলব্ধিং
কংসারি-সঙ্গমনিধেঃ সুতনুর্ব্ব্যনক্তি ॥

রাধা। (সমীক্ষ্য সখেদমাত্মগতম্) হন্ত ! কধং ইন্দীবরে রহঙ্গীএ সঙ্গমিদুং অহিণন্দিদে মচ্ছরা কলহংসী মিলিদা ?

চন্দ্রাবলী। (স্মিতং কৃত্বা) সখি সচ্চে ! সচ্চং কহেবি, তস্সিং সুদিঢ়ে বলামোড়িঅ ভুঅদণ্ডপীড়ণে সো কখু সুবুত্তোকোত্থূহো তুম্হাণং মজ্ঝথো আসি ণ বা ত্তি ।

রাধেতি। কথমিন্দীবরে রথাঙ্গ্যা সঙ্গন্তুং অভিনন্দিতে মৎসরা কলহংসী মিলিতা ?

চন্দ্রাবলীতি। সখি সত্যে ! সত্যং কথয়, তস্মিন্ সুদৃঢ়ে বলাৎকারেণ ভুজ-দণ্ডপীড়নে স খলু সুবৃত্তঃ কৌস্তুভঃ যুবয়োর্মধ্যস্থ আসীন্ন বা ইতি।

শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি পূর্ব্বদৃষ্ট বিপদচিহ্ন হইতে মুক্তির লক্ষণে পরিপূর্ণ-মুখের প্রসন্নতা অন্তরের নিগূঢ় সুখের সাক্ষ্যদান করিতেছে, ইঁহার স্ফুরিত তরল দৃষ্টি দ্বারা এই সুন্দরী অদ্য কংসারির সঙ্গমরত্নের উপলব্ধি ব্যক্ত করিতেছেন।

রাধা। (দেখিয়া সখেদে স্বগত) চক্রবাকী-সঙ্গমের জন্য ইন্দীবরকে অভি-নন্দিত করায় মাৎসর্য্য-পরায়ণা কলহংসী আসিয়া মিলিত হইল কেন ?

চন্দ্রাবলী। (মৃদু হাস্য করিয়া) সখি সত্যে ! সত্য বল, তাঁহার সেই বল-পূর্ব্বক ভুজদণ্ডপীড়ন-কালে সেই সুবৃত্ত কৌস্তুভ তোমাদের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী আছে কি না ?

রাধা। দেই! খিজ্জস্মি পরিঅণে অলং উবালম্ভেণ।

মাধবী। (সখেদমাত্মগতম্) ইমাএ সুরদরঙ্গিণীএ লাবণ্ণামিঅ-বিব্ভমলহরা-দরঙ্গে ওবগাঢো সো পুরিস-কুঞ্জরো অত্তাণঅং চ্চেঅ ণ সুমরেদি কিং উণ-ভট্টিদারিআ দিহিঅং।

চন্দ্রাবলী।

(সোল্লুণ্ঠ-স্মিতম্) অই লোলুহে! আলি! কীস মং অণামন্তিঅ তং ণিঅ-মহাব্বদং তুএ সুট্‌ঠ-পড়িট্‌ঠিদম্?

রাধেতি। দেবি! খিন্নে পরিজনে অলম্ উপালম্ভেন।

মাধবীতি। অস্যাঃ সুরতরঙ্গিণ্যাঃ সুরনদ্যা ইতি যাবৎ। পক্ষে, শোভন-রমণ-বিদগ্ধায়াঃ, লাবণ্যামৃতবিভ্রমলহরী-তরঙ্গেঽবগাঢ়ঃ স পুরুষ-কুঞ্জর আত্মানমেব ন স্মরতি কিং পুনর্ভর্তৃদারিকা দীর্ঘিকাম্।

চন্দ্রাবলীতি। অয়ি লোলুপে! হে আলি! কস্মান্মামনামন্ত্র্য অর্থাদামন্ত্রণা-পূজ্যা তন্নিজ-মহাব্রতং সুপ্রতিষ্ঠিতং অর্থাৎ পূরিতম।

রাধা! দেবি! দুঃখিত পরিজনের প্রতি তিরস্কার বৃথা।

মাধবী। (খেদের সহিত স্বগত) এই সুরতরঙ্গিণীর লাবণ্যামৃতবিভ্রম-লহরীর তরঙ্গে নিমগ্ন পুরুষকুঞ্জর নিজেকেই স্মরণ করিতে পারে না, তখন কি প্রকারেই বা রাজকন্যারূপা দীর্ঘিকার স্মরণ হইবে?

চন্দ্রাবলী। (কপটহাস্যের সহিত) অয়ি লোলুপে সখি! আমাকে আমন্ত্রণ না করিয়া তোমার নিজের এই মহাব্রতের সুপ্রতিষ্ঠা করিলে কেন?

রাধা। দেই! সরণসৃস জণসৃস সংরকখণে অক্খমাসি, তধাবি পরিহসেসি ণং ঈসসরীণং কৃখু যুত্তং এদং। (ইতি সংস্কৃতেন)

কন্যা বন্ধুজনৈর্ভবেৎ পরবতী দত্তাস্মি যুষ্মদ্গৃহে
তৈরস্মিন্নতিচঞ্চলো গৃহপতিঃ সাধ্বীব্রতধ্বংসনঃ।
তব্যাস্মিন্নভিভাবিকা ন বসতি প্রামাণিকা চাশ্রমে
নিস্তারায় তবাস্তু দেবি! করুণা-নৌরেব ধৌরেয়িকা ॥ ৩৮ ॥

চন্দ্রাবলী। (স্বগতম্) জহত্থং বাহরেদি। (প্রকাশম্) সহি! কিং স্তুদাণিং অহিমদং?

রাধেতি। দেবি! শরণাগত জনস্য সংরক্ষণেঽক্ষমাসি, তথাপি পরিহসসি? নূনং ঈশ্বরীণাং খলু যুক্তমেতৎ।

কন্যেতি। পরবতী পরতন্ত্রা, তৈর্বন্ধুজনৈঃ, তস্মিন্ গৃহে। ধৌরেয়িকা পারকারিণী ॥ ৩৮ ॥

চন্দ্রাবলীতি। যথার্থং ব্যাহরতি। সখি! কিন্তে ইদানীমভিমতম্?

রাধা। দেবি! আপনি নিজে শরণাগত ব্যক্তির রক্ষায় অসমর্থা হইয়াছেন, তথাপি আমাকে পরিহাস করিতেছেন, ইহা কি ঈশ্বরীদিগের উপযুক্ত? (সংস্কৃত ভাষায়) কন্যা বন্ধুজনের অধীনা, তাঁহারা আমাকে আপনাদিগের গৃহে দান করিয়াছেন, এই গৃহের গৃহপতি অতি চঞ্চল ও সাধ্বীদিগের ব্রতধ্বংসকারী, এই আশ্রমে কোনও সদাচারিণী প্রামাণিকা অভিভাবিকাও নাই, অতএব অস্য নিস্তারের জন্য আপনার করুণারূপা নৌকাই একমাত্র সম্বল ॥ ৩৮ ॥

চন্দ্রাবলী। (স্বগত) যথার্থ কথাই বলিতেছেন। (প্রকাশ্যে) সখি! এখন তোমার অভিপ্রায় কি?

রাধা। দেই! জাব সমন্তএণ বরদুজ্জাবণং করেমি, তাব রক্‌খেহি মং।

চন্দ্রাবলী। সহি! বিসদ্ধা হোহি, পুণো ছলেণ মং বঞ্চেদুং, এসো ণ পহবিস্‌সদি, জং সব্বদা মে পাসবট্টিণী বিঅক্‌খণা মাহবী।

মাধবী। সুন্দরি! বিস্‌সকম্মেণ দিণ্ণং তুহ মণ্ডণকরণ্ডিঅং দাণিং পণ্থাবইস্‌সং।

রাধেতি। দেবি! যাবৎ স্যমন্তকেন ব্রতোদ্যাপনং সমাপয়িতার্থঃ করোমি, তাবৎ রক্ষ মাং।

চন্দ্রাবলীতি। সখি! বিশ্বস্তা ভব, পুনশ্ছলেন মাং বঞ্চয়িতুং এষ ন প্রভবিষ্যতি, যৎ সর্ব্বদা মে পার্শ্ববর্ত্তিনী বিচক্ষণা মাধবী।

মাধবীতি। সুন্দরি! বিশ্বকর্ম্মণা দত্তাং তব মণ্ডনকরণ্ডিকামিদানীং প্রস্থাপয়িষ্যামি।

রাধা। দেবি! যে পর্য্যন্ত আমি স্যমন্তক-মণির দ্বারা ব্রত সমাপন না করি, সে পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা করুন।

চন্দ্রাবলী। সখি! বিশ্বাস কর, এই শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার আর ছলপূর্ব্বক আমাকে বঞ্চনা করিতে পারিবেন না, কারণ, বিচক্ষণা মাধবী সর্ব্বদা আমার পার্শ্বে রহিয়াছে।

মাধবী। সুন্দরি! বিশ্বকর্ম্মা-দত্ত ভূষণ-পেটিকা এখনই তোমার নিকট পাঠাইয়া দিতেছি।

চন্দ্রাবলী। সহি! জাহি মাহবীমণ্ডবং, অহংপি মাহবীজুত্তা অন্তেউরং জামি ॥ ৩৯ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে নববৃন্দাবনবিহারো নামাষ্টমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি! যাহি মাধবীমণ্ডপং, অহমপি মাধবীযুক্তা অন্তঃপুরং যামি ॥ ৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে অষ্টমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

চন্দ্রাবলী। সখি, তুমি মাধবীমণ্ডপে যাও, আমিও মাধবীর সহিত অন্তঃপুরে গমন করি ॥ ৩৯ ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান)

(সকলের প্রস্থান)

ললিতমাধব-নাটকে নববৃন্দাবন-বিহার নামক

অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি নববৃন্দা)

নববৃন্দা। (পুরোঽবলোক্য সহর্ষম্)

নির্ম্মিত-ভুবন-বিশুদ্ধিবিধুমধুরালোকসাধনে নিপুণা
উল্লসিত-পরমহংসা ভক্তিরিবেয়ং শরন্মিলতি ॥ ১ ॥

(প্রবিশ্য শরৎ)

শরৎ। সহি ণঅবুন্দে! কহিং গদাসি ?

নববৃন্দা। শরল্লক্ষ্মি! গুরোরভ্যর্ণে।

নববৃন্দেতি। ভুবনং জলম। পক্ষে, জগতী। হংসঃ শ্বেতগরুৎ। পক্ষে, পরম-ভাগবতঃ। বিধুশ্চন্দ্রঃ। পক্ষে, কৃষ্ণঃ ॥ ১ ॥

শরদিতি। (মূর্ত্তিমতী শরৎ আহ) সখি নববৃন্দে! কুত্র গতাসি ?

নববৃন্দেতি। গুরোর্বিশ্বকর্ম্মণঃ সমীপে।

(অনন্তর নববৃন্দার প্রবেশ)

নববৃন্দা। (আনন্দভরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) চন্দ্রের সুন্দর আলোক-সাধনে নিপুণা, ভুবনের বিশুদ্ধি-সাধনে দক্ষা, পরমহংসগণের উল্লাস-বিধানে সমর্থা, ভক্তির ন্যায় শরৎ ঋতু আসিয়া মিলিত হইল॥ ১ ॥

(শরৎ ঋতুর প্রবেশ)

শরৎ। সখি নববৃন্দে! কোথায় গিয়াছিলে ?

নববৃন্দা। গুরু বিশ্বকর্ম্মার নিকটে গিয়াছিলাম।

শরৎ। কিত্তি ?

নববৃন্দা। দেবস্য নিদেশেন।

শরৎ। কস্মিং অত্থে সো ণিদেসো ?

নববৃন্দা। রৈবতে সদ্মনাং ষোড়শসহস্রীনির্ম্মাণে।

শরৎ। তত্থ কিং ণিদাণং ?

নববৃন্দা। জগদ্বিঘ্নং নিঘ্ননপগতনয়ং ক্ষৌণি-তনয়ং
হৃতান্যস্তুর্গোষ্ঠাৎ কপট-কলিনা তেন বলিনা।

শরদিতি। কিমিতি ?

নববৃন্দেতি। নিদেশেন আজ্ঞয়া।

শরদিতি। কস্মিন্নর্থে স নিদেশঃ ?

নববৃন্দেতি। রৈবতে রৈবতগিরৌ।

শরদিতি। তত্র কিং নিদানম্ ?

শরং। কি জন্যে ?

নববৃন্দা। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায়।

শরৎ। কোন্ বিষয়ে আজ্ঞা ?

নববৃন্দা। রৈবত পর্ব্বতে ষোড়শ সহস্র গৃহনির্ম্মাণ-ব্যাপারে।

শরৎ। তাহার কারণ কি ?

নববৃন্দা। জগতের বিঘ্নকারী নীতিজ্ঞান-হীন ধরণীতনয় নরকাসুর কপট
কলহের ব্যপদেশে ব্রজপুরী হইতে যে ষোড়শ সহস্র একশত

সহস্রাণ্যস্রালী বলয়িতদৃশাং পঙ্কজদৃশাং
শতাঢ্যানি ক্রীড়া-গুরুরুদহরৎ ষোড়শ হরিঃ ॥ ২ ॥

শরৎ। (সাদ্ভুতম্) কিং তাও চ্চেঅ গোউলকণ্ণাও ?

নববৃন্দা। অথ কিম্।

কেশিরিপোরবকেশী ভজনাভাস-ক্ষুপোঽপি নেহাস্তি।
কিং পুনরপূর্ব্বপর্ব্বা প্রেমামরপাদপস্তাসাম্ ॥ ৩ ॥

নববৃন্দেতি। কলিনা কলহেন তেন নরকাসুরেণ। পঙ্কজদৃশাং শতাঢ্যানি ষোড়শসহস্রাণি উদহরৎ উদ্ধার ॥ ২ ॥

শরদিতি। কিং তা এব গোকুলকন্যাঃ ?

নববৃন্দেতি। ভজনাভাস এব ক্ষুপো হ্রস্বশাখাশিফস্তরুঃ। হ্রস্বশাখাশিফঃ ক্ষুপ ইত্যমরাৎ। ইহ জগতি, অবকেশী ফলহীনো নাস্তি। বন্ধ্যা-ফলোঽবকেশী স্যাদিত্যমরঃ। পর্ব্বা গ্রন্থিদ্বয়মধ্যভাগঃ। পক্ষে উৎসবাঃ। তাসাং প্রেমৈবামরপাদপো দেবতরুঃ কিং পুনর্নিষ্ফলঃ স্যাৎ ॥ ৩ ॥

অশ্রুপূর্ণেক্ষণা কমললোচনা কুমারীকে হরণ করিয়াছিল, ক্রীড়াগুরু হরি সেই নরকাসুরকে বধ করিয়া তাহাদের উদ্ধার করিয়াছেন ॥ ২ ॥

শরৎ। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) তাহারা কি গোকুলকুমারী ?

নববৃন্দা। তাহা বই কি। বৃন্দাবনে যখন কেশিমথন শ্রীকৃষ্ণের ফলহীন ভজনাভাস একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষও নাই, তখন সেখানে গোপীদিগের অপূর্ব্ব-পর্ব্ব প্রেম-কল্পতরুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা কোথায় ? ॥ ৩ ॥

শরৎ। কহং রাঅকণ্ণাও ত্তি প্রসিদ্ধি সুব্বই ?

নববৃন্দা। কয়াপি কুমারীণাং মাধুর্য্য-মধুরধারয়া মোহিতেন মহীসূনুনা কামাখ্যাপ্রতারণায় তাসাং দানব-কুমারেভ্যঃ প্রতি-পাদনং মৃষৈব বিশ্রাব্য রাজসুতাত্বেন বিখ্যাতিরুদ্ভাবিতা।

শরৎ। সচ্চং সচ্চং, জং দুআরবদীপুরে তা ণং প্রত্থাবণং কামক্খাএ অহিমদং।

নববৃন্দা। তয়ৈব-রুষ্টয়া দেব্যা প্রেষিতঃ পাকশাসনো দ্বার-বতীমাসাদ্য ভৌমবধমর্থিতবান্।

শরদিতি। কথং রাজকন্যা ইতি প্রসিদ্ধিঃ শ্রূয়তে ?

শরদিতি। সত্যং সত্যং, যদ্দ্বারবতীপুরে তাসাং প্রস্থাপনং কামাখ্যায়া অভিমতম্।

নববৃন্দেতি। পাকশাসনঃ ইন্দ্রঃ।

শরৎ। তবে তাহারা রাজকন্যা, এ কথা শুনা যায় কেন ?

নববৃন্দা। কুমারীদিগের কোনও মাধুর্য্য-মধু-ধারায় মোহিত হইয়া ভূমি-পুত্র নরকাসুর কামাখ্যাদেবীকে প্রতারণার জন্য দানবকুমারদিগের বিবাহ হইবে, এই মিথ্যা রটনা-পুরঃসর তাহাদিগের রাজপুত্রী বলিয়া খ্যাতি উদ্ভাবন করিয়াছে।

শরৎ। সত্য সত্য, কামাখ্যাদেবীর তাহাদিগকে দ্বারকা-প্রেরণই অভিমত।

নববৃন্দা। সেই কামাখ্যাদেবীই রুষ্টা হইয়া ইন্দ্রকে দ্বারকায় প্রেরণ করিয়া ভূমিপুত্র-নরকাসুরের বধের প্রার্থনা করাইয়াছিলেন।

শরৎ। হলা ! সব্বাণং গোউলকুমারীণং এত্থ সঙ্গমো সংবুত্তো কেঅলং পউমাপমুহং চেত্ত কঞ্চআ চউক্কং পরিসিট্‌ঠং ?

নববৃন্দা। তাসাং পূর্ব্বমেব সমাহৃতির্বভূব।

শরৎ। কথং সা সমাহৃতিঃ ?

নববৃন্দা।

লীলয়ৈব পশুপালপুঙ্গবঃ স্তম্ভয়ন্ সপদি সপ্তপুঙ্গবান্;
মগ্নদৃষ্টিমনুরাগসাগরে নগ্নজিদ্দুহিতরং সমাহরৎ ॥ ৪ ॥

শরদিতি। সখি ! সর্ব্বাসাং গোকুলকুমারীণাং অত্র সঙ্গমঃ সংবৃত্তঃ, কেবলং পদ্মাপ্রমুখং কন্যা-চতুষ্কং অর্থাৎ পদ্মা-শৈব্যা-ভদ্রা-শ্যামলারূপং এব পরিশিষ্টম্ ?

শরদিতি। কথং সা সমাহৃতিঃ ?

নববৃন্দেতি। পুঙ্গবান্ বলীবর্দ্দান্ নগ্নজিদ্দুহিতরং নাগ্নজিতীং পদ্মাম্ ॥ ৪ ॥

শরৎ। সখি ! সকল গোকুলকুমারীর এখানে মিলন সম্পন্ন হইল, কেবল পদ্মাপ্রমুখ চারিজনের—অর্থাৎ পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা ও শ্যামলা এই কন্যা-চতুষ্টয়মাত্র অবশিষ্ট থাকিল ?

নববৃন্দা। তাহাদের সহিত পূর্ব্বেই মিলন হইয়াছে।

শরৎ। কিরূপে সমাগম হইল ?

নববৃন্দা। সেই পশুপালশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এককালে সপ্ত বৃষকে স্তম্ভিত করিয়া অনুরাগ-সাগরে মগ্নদৃষ্টি নগ্নজিদ্দুহিতা পদ্মাকে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ—

শৈব্যাং ঘনপ্রণয়-ঘূর্ণন-ঘোরতৃষ্ণাং
কন্দর্প-সর্পগরলগ্লপিতাঞ্চ ভদ্রাম্।
স্মেরাবলোক-সুধয়া কিল সঙ্গময্য
রঙ্গস্থলান্মুরহরস্তরসা জহার ॥ ৫ ॥

অপিচ—

মীনস্য প্রতিবিম্বমম্ভসি বর-স্তম্ভস্য মূলার্পিতে
পশ্যন্ বিম্বমলক্ষয়ন্ ভ্রমরিকা-চক্রে ভ্রমন্তং মুহুঃ।
উৎক্ষিপ্তেন শিলীমুখেন শকলীকৃত্য প্রমোদাদমুং
মদ্রাধীশ্বর-নন্দিনীং পুনরসৌ লেভে সুভদ্রাগ্রজঃ ॥ ৬ ॥

কিঞ্চেতি। শৈব্যাং মিত্রবৃন্দাম্ ॥ ৫ ॥
মীনস্যেতি। শিলীমুখেন বাণেন। শকলীকৃত্য দ্বিধাকৃত্বা। মদ্রাধীশ্বর-নন্দিনীং শ্যামলাং লক্ষ্মণাং নাম্নীম ॥ ৬ ॥

আবার—ঘনপ্রণয়-ঘূর্ণায় ঘোর তৃষিতা মিত্রবিন্দারূপিণী শৈব্যাকে, কন্দর্প-সর্পের গরল-জ্বালায় সন্তপ্তা ভদ্রাকে মুরহর শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাস্য-রূপে সুধাধারায় অভিষিঞ্চিত করিয়া বলপূর্ব্বক রঙ্গস্থল হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছেন ॥ ৫ ॥

পুনরায়—উচ্চ স্তম্ভের মূলসন্নিবিষ্ট জলমধ্যে মৎস্যের প্রতিবিম্ব দর্শন-পুরঃসর ঊর্দ্ধদেশে ভ্রমরিকাচক্রমধ্যে বারম্বার ভ্রমণশীল মৎস্যকে লক্ষ্য করিয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত বাণ দ্বারা তাহাকে লীলাভরে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সুভাদ্রগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় মদ্ররাজনন্দিনী লক্ষ্মণা নামে পরিচিতা শ্যামলাকে লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

শরৎ। (সানন্দম্) দিট্‌ঠিয়া পুণোবি গোউলসোক্‌খং পেক্‌খি-
স্‌সং।

নববৃন্দা। সখি! মধুশ্রিয়া সার্দ্ধমধুনা মণ্ডয় বৃন্দাটবীম্। পশ্যায়ং
মাধবো রাধয়া সহ সাধয়তি।

শরৎ। কহং দেঈএ অণুমদী লদ্ধা?

নববৃন্দা।

মাধবীবিরহিতাং মধুবীরঃ কুণ্ডিলেশ্বর-সুতাং নিশময্য।
নন্দয়ন্ স্ফুরদমন্দবিলাসৈর্হাস-কন্দল-লসন্মুখমাহ॥ ৭॥

শরদিতি। (সানন্দম্) দিষ্ট্যা পুনরপি গোকুলসৌখ্যং দ্রক্ষ্যামি
নববৃন্দেতি। সাধয়তি আগচ্ছতি।
শরদিতি। কথং দেব্যা অনুমতির্লব্ধা? ॥ ৭॥

শরৎ। (আনন্দভরে) সৌভাগ্য-বশেই পুনরায় গোকুলের সুখ দেখিতে
পাইতেছি।

নববৃন্দা। সখি! বসন্তশোভার সহিত এখন বৃন্দাবনকে বিভূষিত কর।
ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত আসিতেছেন।

শরৎ। কিরূপে দেবীর অনুমতি পাইলেন?

নববৃন্দা। কুণ্ডিলেশ্বরনন্দিনী মাধবী-বিরহিতা হইয়া আছেন, ইহা জানিতে
পারিয়া মধুবীর শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর বিলাস-প্রকাশের দ্বারা তাঁহাকে আনন্দিত
করিয়া হাস্যশোভিত মুখে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন॥ ৭॥

সত্যাখ্যস্য বিলোকায় লোকস্যাত্মভুবার্থিতঃ ।
প্রতিষ্ঠাসুরহং দেবি ! অত্রানুজ্ঞা বিধীয়তাম্ ॥ ৮ ॥

শরৎ । সহি ! পমাদো । পমাদো ।

নববৃন্দা । কঃ প্রমাদঃ ?

শরৎ । মণ্ডণকরণ্ডিঅং সমপ্পিঅ মাহবীএ দেসিণো সিক্‌খা সুঅণ্ঠী ণাম কিন্নরী তত্থ পেসিদম্হি ।

নববৃন্দেতি । সত্যেতি । লোকস্য ভুবনস্য । পক্ষে, জনস্য । আত্মভুবা ব্রহ্মণা । পক্ষে, কামেন । প্রতিষ্ঠাসুঃ প্রস্থাতুমিচ্ছুঃ । অনুজ্ঞা অনুমতিঃ ॥ ৮ ॥

শরদিতি । সখি । প্রমাদঃ প্রমাদঃ ।

শরদিতি । মণ্ডনকরণ্ডিকাং সমর্প্য মাধব্যা দেবর্ষিণঃ শিষ্যা সুকণ্ঠী নাম কিন্নরী তত্র রাধাসমীপে প্রেষিতাস্মি ।

হে দেবি ! ব্রহ্মা সত্যাখ্য লোকের দর্শনের জন্য প্রার্থনা করায়, আমি তথায় যাইতে অভিলাষ করিয়াছি, অতএব আমাকে ভক্তিভরে অনুমতি দান কর। (পক্ষান্তরে—এই ব্যক্তি কামপীড়িত হইয়া সত্যভামার দর্শনপ্রার্থী হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছে ; অতএব তদ্বিষয়ে অনুমতি দান কর) ॥ ৮ ॥

শরৎ । সখি ! প্রমাদ প্রমাদ ।

নববৃন্দা । কি প্রমাদ ?

শরৎ । মাধবী ভূষণপেটিকা সমর্পণ-পুরঃসর দেবর্ষির শিষ্যা সুকণ্ঠী নাম্নী কিন্নরীকে শ্রীরাধার নিকট পাঠাইয়াছে ।

নববৃন্দা। নাত্র কাপি শঙ্কা, যদিয়ং সত্যায়ামনুরাগিণী।

শরৎ। তদো বীসদ্ধা এসা পথিদম্হি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)

(ততঃ প্রবিশতি রাধামানন্দয়ন্ কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। নির্ধূতামৃতমাধুরী-পরিমলঃ কল্যাণি! বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহুরিত-শ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গশ্চন্দন-শীতলস্তনুরিয়ং সৌন্দর্য্য-সর্ব্বস্ব ভাক্-
ত্বামাসাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে! মুহুর্মোদতে ॥ ৯ ॥

শরদিতি। ততো বিস্রব্ধা এষা প্রস্থিতাস্মি।

কৃষ্ণ ইতি। রসনা-নাসিকা-কর্ণ-ত্বক্-নেত্ররূপং ত্বামাসাদ্য মুহুর্মোদতে ইত্যন্বয়ঃ। কুহুরিতং কোকিলধ্বনিঃ তস্য শ্লাঘাং ভিনত্তীতি তাঃ। বিম্বাধর ইত্যাদি ক্রমেণ রসনাদীনাং বিষয়ো জ্ঞেয়ঃ॥ ৯ ॥

•বৃন্দা। তাহাতে ভয় নাই, কারণ, এই সুকণ্ঠী সত্যভামার অনুরাগিণী।

শরৎ। তবে আমি নিশ্চিন্তা হইয়া গমন করি।

(এই বলিয়া প্রস্থান)

(অতঃপর শ্রীরাধার আনন্দবিধান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। হে কল্যাণি! তোমার বিম্বাধর অমৃতমাধুর্য্যের সুরভিকে দূরীভূত করিয়াছে, তোমার মুখখানি পদ্মগন্ধযুক্ত, তোমার কণ্ঠস্বর কোকিলের স্বরের গর্ব্ব ধ্বংস করিতেছে, তোমার অঙ্গ চন্দনের ন্যায় শীতল, সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যসম্পন্না তোমাকে পাইয়া আমার ইন্দ্রিয়কুল পুনঃ পুনঃ আনন্দিত হইতেছে ॥ ৯ ॥

(সমন্তাদালোক্য)

লক্ষ্মীঃ কৈরবকাননেষু পরিতঃ শুদ্ধেষু বিদ্যোততে
সম্মার্গদ্রুহি সর্ব্বশার্ব্বরকুলে প্রোম্মীলতি ক্ষীণতা।
নক্ষত্রেষু কিলোদ্ভবত্যপচিতিঃ ক্ষুদ্রাত্মসু প্রায়িকী
শঙ্কে শঙ্করমৌলিরভ্যুদয়তে রাজা পুরস্তাদ্দিশি ॥ ১০ ॥

নববৃন্দা। (উপসৃত্য) হৃত-ভুবনতমাঃ ক্রমাদ্বিরাগঃ
কলয় কলানিধি-বৈষ্ণবো বিশুদ্ধঃ।

(শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোদয়ং বর্ণয়তি)

লক্ষ্মীরিত্যাদি। কৈরবকাননেষু কুমুদবনেষু। পক্ষে, কৈরবমেব কৈরবকম, তদ্বৎ প্রফুল্লমাননং যেষাং তেষু শুদ্ধেষু। সতাং মার্গঃ। পক্ষে, প্রশস্তো মার্গঃ পন্থাঃ। শার্ব্বরো রজনীচরঃ চৌরঃ। পক্ষে, শার্ব্বরং তমঃ। নক্ষত্রেষু ঋক্ষেষু। পক্ষে, ক্ষত্রেষু ক্ষত্রিয়েষু। অপচিতিরপচয়ঃ। শঙ্করমৌলিশ্চন্দ্রঃ। পক্ষে, শঙ্করাণাং মঙ্গলকরাণাং মৌলিঃ। পুরস্তাদ্দিশি রাজা অভিত উদয়তে ॥ ১০ ॥

নববৃন্দেতি। হৃতভুবনেত্যাদি তমোঽন্ধকারঃ। পক্ষে, অজ্ঞানম। ক্রমাদুদয়-ক্রমাদ্বিগত-রাগঃ। পক্ষে দীক্ষাতঃ পশ্চাৎ ক্রমাৎ বিগতসংসারাসক্তিঃ।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) শুদ্ধ কুসুমবনের সর্ব্বস্থলের শোভা উজ্জল হইয়া উঠিতেছে, প্রশস্ত-পথদ্রোহী অন্ধকারপুঞ্জ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, ক্ষুদ্রাত্মা নক্ষত্রসকলের ক্রমশঃ অপচয় ঘটিতেছে—অতএব বোধ হইতেছে, শঙ্করের শিরোভূষণ দ্বিজরাজ চন্দ্র পূর্ব্বদিকে উদিত হইতেছেন ॥ ১০ ॥

নববৃন্দা। (নিকটে যাইয়া) ভুবনের অন্ধকারহারী ক্রমশঃ রক্তবর্ণ পরি-ত্যাগী বিশুদ্ধ বৈষ্ণবরূপ চন্দ্রমা সুধাময়ী কান্তি দূরে বিস্তারকারী

রুচিমমৃতময়ীং ক্ষিপন্ বিদূরে
প্রবিশতি বিষ্ণুপদপ্রপত্তি-বীথীম্ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে কৌস্তুভ! সোঽয়ং বিলাসিনীবিশ্লেষ-লব্ধ-শোকঃ কোকবীতি কোকগ্রামণীস্তদ্বিস্তারয় ময়ূখলেখাম্।

রাধা। (সকৌতুকং পশ্যতি)।

কলানিধিরেব বৈষ্ণবঃ। অমৃতময়ীং মোক্ষাত্মিকাং রুচিমিচ্ছাম্। পক্ষে, সুধাময়ীং কান্তিম্। বিষ্ণুপদস্য প্রপত্তয়ঃ শরণাগতয়ঃ তাসাং বীথীং শ্রেণীম্। পক্ষে, বিষ্ণুপদস্যাকাশস্য প্রপত্তেঃ প্রাপ্তেবীথীং মার্গম্ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ ইতি। কোকগ্রামণীঃ কোকশ্রেষ্ঠঃ। ময়ূখলেখাং কিরণশ্রেণীম্। "গ্রামণীর্নাপিতে পুংসি ত্রিষু শ্রেষ্ঠেঽধিপে ত্রিষু" ইত্যমরঃ।

আকাশপথে প্রবেশ করিতেছে। (পক্ষান্তরে—জগতের তামসিক ভাব-হরণকারী ক্রমশঃ সংসারাসক্তি পরিত্যাগকারী বিশুদ্ধ বৈষ্ণবস্বরূপ এই চন্দ্রমা মোক্ষলাভের ইচ্ছা দূরে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপদপ্রাপ্তিস্বরূপা ভক্তিপথে প্রবেশ করিতেছেন) ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ। হে সখে কৌস্তুভ! বিলাসিনী চক্রবাকীর বিরহে শোকাকুল হইয়া এই চক্রবাকশ্রেষ্ঠ বারম্বার শব্দ করিতেছে, অতএব কিরণ-শ্রেণীর বিস্তার করিয়া এ স্থানকে দিবসের ন্যায় আলোকিত কর।

রাধা। (কৌতুক-সহকারে দেখিতে লাগিলেন)

কৃষ্ণঃ। পশ্য পশ্য,

মধ্যেব্যোমাধিরূঢ়-দ্যুমণি-সম-মণিগ্রামণী-ধামপালী-
ব্যালীঢ়ধ্বান্তপূরান্ বরতনু! পরিতঃ প্রেক্ষমাণস্তটান্তান্।
পারেকালিন্দি রাত্রাবপি দিবসধিয়াক্রান্তচেতা গভীরে-
রুৎকণ্ঠা চক্রবালে রথচরণযুবা কান্তয়া জাঘটীতি ॥ ১২ ॥

(প্রবিশ্য করণ্ডিকাপাণিঃ সুকণ্ঠী)

সুকণ্ঠী। দিট্ঠিআ! এথ ভট্টা সচ্চাএ সঙ্কং রমেদি, তা লদান্তরিদা ভবিঅ পেক্খামি। (ইতি তথা স্থিতা)

কৃষ্ণ ইতি। মধ্যে ইতি। ব্যোম্নো মধ্যেঽধিরূঢ়ো মাধ্যাহ্নিকো যো দ্যুমণিঃ সূর্যাস্তসা সমো যো মণিগ্রামণীঃ কৌস্তুভস্তস্য ধামপালী কিরণশ্রেণী তয়া ব্যালীঢ়ো নাশিতো ধ্বান্তপূরস্তিমিরসমূহো যেষাং তান্। পারেকালিন্দি কালিন্দ্যাঃ পারে। রথচরণযুবা চক্রবাকযুবা। কান্তয়া চক্রবাক্যা সহ। ভ্রান্তিমানলঙ্কারঃ। ভ্রান্তিমানন্যসংবিত্তত্তুল্যাদর্শনে ইতি কাব্যপ্রকাশঃ ॥ ১২ ॥

সুকণ্ঠীতি। দিষ্ট্যা! অত্র ভর্ত্তা সত্যয়া সার্দ্ধং রমতে, তৎ লতান্তরিতা ভূত্বা পশ্যামি।

কৃষ্ণ। হে সুন্দরি! দেখ দেখ—মধ্যাকাশে আরূঢ় সূর্য্যের সমান মণিরাজ কৌস্তভের কিরণমালায় কালিন্দীপারে তটান্ত-ভূমির অন্ধকারসমূহ দূরীভূত হওয়ায় রাত্রিকালেও দিবসজ্ঞানে আক্রান্তচিত্ত হইয়া চক্রবাক-যুবা গভীর উৎকণ্ঠা বশতঃ বারম্বার কান্তার সহিত মিলিত হইতেছে ॥ ১২ ॥

(পেটিকা-হস্তে সুকণ্ঠীর প্রবেশ)

সুকণ্ঠী। কি সৌভাগ্য! এই স্থলে প্রভু সত্যার সহিত মিলিত হইয়াছেন, অতএব লতান্তরে অবস্থান করিয়া দর্শন করি।

(এই বলিয়া সেই ভাবে অবস্থিতি)

নববৃন্দা।

কুন্দদন্তি! দৃশোদ্বন্দ্বং চন্দ্রকান্তময়ং তব।
উদিতে হরিবক্ত্রেন্দৌ স্যন্দতে কথমন্যথা ॥ ১৩ ॥

রাধা। (সাশ্চর্য্যম্) কধং এত্থ পউমাঅরে চন্দালোএবি পউমাইং পপ্ফুল্লাইং?

কৃষ্ণঃ।

শুদ্ধকাচস্থলী পশ্য পুরঃ পদ্মাকরায়তে।
পদ্মানি পদ্মরাগাণি যত্র ফুল্লান্যহর্নিশম্ ॥ ১৪ ॥

নববৃন্দেতি। চন্দ্রময়ং চন্দ্রকান্তিরূপম্। অন্যথা কথং স্যন্দতে স্রবতি ॥ ১৩ ॥
রাধেতি। কথমত্র পদ্মাকরে চন্দ্রালোকেঽপি পদ্মানি প্রফুল্লানি?
কৃষ্ণ ইতি। পদ্মাকরায়তে পদ্মাকর ইবাচরতি। শুদ্ধকাচস্থল্যাং পদ্মরাগাণ্যেব পদ্মানি অহর্নিশং ফুল্লানি বর্ত্তন্তে ॥ ১৪ ॥

নববৃন্দা। হে কুন্দদন্তি! তোমার চক্ষুর্দ্বয় চন্দ্রকান্তমণির সদৃশ, অতএব হরির মুখচন্দ্র উদিত হইলে তাহা কেন অন্য প্রকারে দ্রবীভূত হইবে? ॥ ১৩ ॥

রাধা। (আশ্চর্য্যের সহিত) পদ্মাকরে চন্দ্রালোকেও পদ্মপুষ্পসমূহ প্রফুল্ল হইল কেন?

কৃষ্ণ। বিশুদ্ধ কাচস্থলীই তোমার পুরোভাগে পদ্মাকরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, উহাতে পদ্মরাগ মণিসমূহই পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৪ ॥

(নেপথ্যে)

বৃন্দাবনে স্ফুরত্যেষা মাধবী সুমনস্বিনী।

(ইত্যর্দ্ধোক্তে)

কৃষ্ণঃ। (সসম্ভ্রমম্) হন্ত! দেবী প্রত্যাসীদতি, তদস্মাক-
মস্মাদপক্রমঃ শ্রেয়ান্।

(ইতি সর্ব্বে সর্ব্বতো নিষ্ক্রান্তাঃ)

(পুনর্নেপথ্যে)

ভবতি স্তবকো যস্যা জগদ্ভূষণ-ভূষণম্ ॥ ১৫ ॥

সুকণ্ঠী। হদ্ধী হদ্ধী! মহুমঙ্গল-হত্থগতেণ তিণা কামরূবুপ্পণ্ণেণ

(নেপথ্যে) বৃন্দাবন ইত্যাদি। মাধবী বাসন্তী। পক্ষে, স্বাধীনপতিকা।
সুমনস্বিনী পুষ্পবতী। পক্ষে, প্রশস্তমনাঃ।

কৃষ্ণ ইতি। অপক্রমঃ পলায়নম্ ॥ ১৫ ॥

সুকণ্ঠীতি। হা ধিক্, হা ধিক্! মধুমঙ্গল-হস্তগতেন তেন কামরূপোৎপন্নেন

(নেপথ্যে) এই সুমনস্বিনী মাধবী বৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছে—

(এই অৰ্দ্ধোক্তির পর)

কৃষ্ণ। (সম্ভ্রমের সহিত) হায়! দেবী এখানে আসিতেছেন, অতএব
এ স্থান হইতে পলায়নই শ্রেয়স্কর।

(ইহা বলিয়া সকলের প্রস্থান)

(পুনরায় নেপথ্যে)

যাহার স্তবক জগদ্ভূষণের ভূষণ ॥ ১৫ ॥

সুকণ্ঠী। হা ধিক্, হা ধিক্! মধুমঙ্গলের হস্তগত সেই কামরূপদেশোৎপন্ন

সুঅবইণা বিগ্‌ঘো কিদো, তা এথ কন্দরে পইট্‌ঠং সচ্চভামং অণুসরিস্‌সং।

(ইতি তথা করোতি)

(প্রবিশ্য রাধা)

রাধা। হন্ত হন্ত! কধং দিট্‌ঠহ্মি, জং কাবি পবিসদি।

সুকণ্ঠী। সামিণি! ণীসঙ্কা হোহি, এষা কিঙ্করী দে সুঅণ্ঠী।

রাধা। (সহর্ষম্) সুঅণ্ঠি! জাণামি জাণামি।

সুকণ্ঠী। সামিণি! কীস ওল্লংসুআসি ?

শুকপতিনা বিঘ্নঃ কৃতঃ। তদত্র কন্দরে প্রবিষ্টাং সত্যভামামনুসরিষ্যামি।

রাধেতি। হন্ত হন্ত! কথং দৃষ্টাস্মি, যং কাপি প্রবিশতি।

সুকণ্ঠীতি। স্বামিনি! বিস্রব্ধা ভব, এষা কিঙ্করী তে সুকণ্ঠী।

রাধেতি। সুকণ্ঠি! জানামি জানামি।

সুকণ্ঠীতি। স্বামিনি! কস্মাৎ উর্দ্রাংশুকাসি আর্দ্রাংশুকাসীত্যর্থঃ।

শুকপক্ষীই এই বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছে, অতএব এই কন্দরে প্রবিষ্ট সত্যভামার অনুসরণ করি।

(এই বলিয়া সেইরূপ করিলেন)

(রাধার প্রবেশ)

রাধা। হায় হায়! এই যে কোন এক জন প্রবেশ করিতেছে, কি প্রকারে আমাকে দেখিতে পাইল?

সুকণ্ঠী। স্বামিনি! চিন্তা করিবেন না, আমি আপনার কিঙ্করী সুকণ্ঠী।

রাধা। (হর্ষের সহিত) সুকণ্ঠি! জানিলাম জানিলাম।

সুকণ্ঠী। স্বামিনি! আপনার বস্ত্র আর্দ্র দেখিতেছি কেন?

রাধা। থলব্ভমেণ জলে খলিদম্হি।

সুকণ্ঠী। মাহবী-পেসিদং এদং পসাহণং গেহ্ণ।

রাধা। পেক্‌খ, এত্থ পত্থরে কিম্পি আলেখং লক্‌খীঅদি, তা ইমস্‌স দংশণে জুত্তিং কুণ।

সুকণ্ঠী। বাহিরে গদুঅ আলোঅস্‌স উবাঅং করিস্‌সং।

রাধা। অহম্পি ওল্লং সুঅং পরিহরেমি।

(ইতি করণ্ডিকামাদায় নিষ্ক্রান্তা)।

সুকণ্ঠী। (নিষ্ক্রম্য) কধং মহুমঙ্গলেণ সদ্ধং ভট্টা পুরদো বট্টদি ?

রাধেতি। স্থলভ্রমেণ জলে স্খলিতাস্মি।

সুকণ্ঠীতি। মাধব্যা প্রেষিতং এতং প্রসাধনং গৃহাণ।

রাধেতি। পশ্য, অত্র প্রস্তরে কিমপি আলেখ্যং লক্ষ্যতে, তদস্য দর্শনে যুক্তিং কুরু।

সুকণ্ঠীতি। বহির্গত্বা আলোকায় উপায়ং করিষ্যামি।

রাধেতি। অহমপি উদ্রাংশুকং পরিহরামি।

সুকণ্ঠীতি। কথং মধুমঙ্গলেন সার্দ্ধং ভর্ত্তা পুরতো বর্ত্ততে ?

রাধা। স্থলভ্রমে জলে পড়িয়াছিলাম।

সুকণ্ঠী। মাধবীর প্রেরিত এই অলঙ্কার গ্রহণ করুন।

রাধা। দেখ, এই প্রস্তরে কোন চিত্র দেখা যাইতেছে, অতএব ইহার দর্শন-বিষয়ে যুক্তি কর।

সুকণ্ঠী। বাহিরে গমন করিয়া আলোক আনয়ন করি।

রাধা। আমিও আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করি। (ইহা বলিয়া পেটিকা লইয়া প্রস্থান)

সুকণ্ঠী। (বাহিরে আসিয়া) এই যে মধুমঙ্গলের সহিত ভর্ত্তা সম্মুখে উপস্থিত হইলেন !

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। সখে! ক্বানর্থকারকস্তব হস্তবর্ত্তী স কীরঃ ?

মধুমঙ্গলঃ। উড্ডীয় পুরো দাড়িমে পড়িদো।

কৃষ্ণঃ। তদেহি, প্রাণবল্লভামেব মৃগয়ামহে।

(ইতি মারুতমুপলভ্য)

ভজসি ন হি রজস্ত্বং ধীর! দাক্ষিণ্যচর্য্যা-

মনুসরসি বিধিৎসে মাধবস্যানুবৃত্তিম্।

ইতি মলয়সমীর! ত্বাং সখে! প্রার্থয়েঽহং

কথয় কুবলয়াক্ষী কুত্র মে রাধিকাস্তি ॥ ১৬ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। উড্ডীয় পুরো দাড়িমে পতিতঃ।

কৃষ্ণ ইতি। ভজসীতি। রজো ধূলিম্। পক্ষে, রাগং রজোগুণং বা। দাক্ষিণ্যচর্য্যাং দাক্ষিণ্যদেশাচ্চর্য্যাং গতিম্। পক্ষে, আনুকূল্যকরণম্। মাধবস্য বসন্তস্য। পক্ষে কৃষ্ণস্য, মমানুবৃত্তিমনুগতিম্ ॥ ১৬ ॥

(অনন্তর কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। সখে! তোমার হস্তবর্ত্তী শুকপক্ষী কোথায় ?

মধুমঙ্গল। উড়িয়া গিয়া পুরোবর্ত্তী দাড়িম্ববৃক্ষে পড়িয়াছে।

কৃষ্ণ। তবে এস, প্রাণবল্লভাকে অন্বেষণ করি।

(এই বলিয়া বায়ু উপভোগ করিয়া)

হে ধীর! তোমাতে ধূলির সংস্পর্শ নাই, তুমি দক্ষিণদিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া বসন্তের অনুবৃত্তি বিধান করিতেছ, অতএব হে সখে মলয়ানিল! তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, নীলপদ্মাক্ষী আমার শ্রীরাধিকা কোথায় আছেন, তাহা বল ॥ ১৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো! ণিহু দং ভণ।

কৃষ্ণঃ। (পরিক্রম্য) লব্ধা কুরঙ্গি! নব-জঙ্গম-হেমবল্লী
রম্যা স্ফুটং বিপিন-সীমনি রাধিকাত্র।
অস্যাস্ত্বয়া সখি! গুরোর্যদিয়ং গৃহীতা
মাধুর্য্যবল্লিত-বিলোচন-কেলি-দীক্ষা ॥ ১৭ ॥

(পুরো দাড়িমীমুপলভ্য)

কান্তিং পীতাং শুক! স্ফীতাং বিভ্রতী বীক্ষিতা বনে।
ময়াদ্য মৃগ্যমানা সা ত্বয়া মৃগবিলোচনা ॥ ১৮ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। ভো! নিভৃতং ভণ।

কৃষ্ণ ইতি। হে কুরঙ্গি! অত্র বিপিন-সীমনি রাধা ত্বয়া লব্ধা, হে সখি! যদস্যাদস্যাঃ গুরোঃ সকাশাদিয়ং মাধুর্য্যবল্লিত-বিলোচন-কেলি-দীক্ষা গৃহীতা। মাধুর্য্যেণ বল্লিতং যদ্বিলোচনং তস্য কেলয়ো বিলাসাস্তদ্বিষয়ে যা দীক্ষা সা ॥ ১৭ ॥

কান্তির্মিতি। হে শুক! স্ফাতাং পীতাং কান্তিং বিভ্রতী ময়া মৃগ্যমানা সা মৃগলোচনা ত্বয়া বনে বীক্ষিতেতি প্রশ্নঃ ॥ ১৮ ॥

মধুমঙ্গল। সখে! গোপনে বল।

কৃষ্ণ। হে কুরঙ্গি! নিশ্চিত বোধ হইতেছে, তুমি এই বনের সীমায় রমণীয়া নবীনা জঙ্গমহেমলতা সদৃশী শ্রীরাধিকার দেখা পাইয়াছ। কারণ, হে সখি! যেহেতু এই শ্রীরাধারূপ গুরুর নিকট হইতে তুমি মাধুর্য্যগর্ভ চঞ্চল নেত্রলীলা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ ॥ ১৭ ॥

(সম্মুখে দাড়িম্ববৃক্ষ দেখিয়া)

হে শুক! তুমি কি অনুপম পীতকান্তিসম্পন্না সেই মৃগনয়নাকে এই বনে দেখিয়াছ? আমি অদ্য তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিতেছি ॥ ১৮ ॥

মধুমঙ্গলঃ। বঅস্‌স ! তুহ্ম পণ্ণং অণুরদন্তেণ চ্চেঅ উত্তরং দিণ্ণং কীরেণ।

সুকণ্ঠী। (উপসৃত্য) জয়দু জয়দু ভট্টা !

মধুমঙ্গলঃ। (সভয়ম্) ভোদি ! কিন্তি আঅদাসি ?

সুকণ্ঠী। ইমস্‌স পণ্ণোত্তরস্‌স সরিক্‌খং অণ্ণং বি মহুরং সুণিদুং।

মধুমঙ্গলঃ। পণ্ণোত্তরং বি তুএ সুণিদং।

সুকণ্ঠী। ণ কেঅলং ইদং জ্জেব্ব।

মধুমঙ্গল ইতি। বয়স্য ! তব প্রশ্নং অনুবদতা এবং উত্তরং দত্তং কীরেণ। যথা—"হে পীতাং শুক ! স্ফীতাং কান্তিং বিভ্রতী ত্বয়া মৃগামানা সা মৃগলোচনা ময়াস্ত বনে বীক্ষিতেত্যুত্তরম্।"

সুকণ্ঠীতি। জয়তু জয়তু ভর্ত্তা।

মধুমঙ্গল ইতি। ভবতি ! কিমিতি আগতাসি ?

সুকণ্ঠীতি। অস্য প্রশ্নোত্তরস্য সদৃক্ষং অন্যদপি মধুরং শ্রোতুম্।

মধুমঙ্গল ইতি। প্রশ্নোত্তরমপি ত্বয়া শ্রুতম্।

সুকণ্ঠীতি। ন কেবলমিদমেব।

মধুমঙ্গল। বয়স্য ! তোমার প্রশ্নের অনুরূপ বাক্যে এই শুক তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে।

সুকণ্ঠী। (নিকটে আসিয়া) ভর্ত্তার জয় হউক, জয় হউক।

মধুমঙ্গল। (সভয়ে) আপনি কি নিমিত্তে আসিয়াছেন ?

সুকণ্ঠী। এই প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ কোনও মধুর কথা শ্রবণের নিমিত্ত।

মধুমঙ্গল। প্রশ্নোত্তরও আপনি শ্রবণ করিয়াছেন।

সুকণ্ঠী। কেবল ইহাই নহে।

মধুমঙ্গলঃ। অবরং কিং ?

সুকণ্ঠী। জং কিম্পি দিট্‌ঠং, তং গদুঅ দেইএ ণিবেদিস্‌সং।

(ইতি পরিক্রামতি)

কৃষ্ণঃ। (সসম্ভ্রমম্) ভদ্রে সুকণ্ঠি ! মা খলু দেবী-মনঃকালুষ্যায় সমুত্তথাঃ, বৃণীষ মত্তঃ সঙ্গীতবিদ্যাসাম্রাজ্যম্।

সুকণ্ঠী। দেইএ পসাদেণ রুদ্দাণী গায়ণীহিং বি বন্দিদচরণম্হি, তা কিং ইমিণা ?

কৃষ্ণঃ। তর্হি প্রার্থয়স্ব, কিং তবাভীষ্টম্।

মধুমঙ্গল ইতি। অপরং কিম্ ?

সুকণ্ঠীতি। যৎ কিমপি দৃষ্টং, তৎ গত্বা দেব্যৈ নিবেদয়িষ্যামি।

কৃষ্ণ ইতি। ভদ্রে সুকণ্ঠি ! সমুত্তথাঃ সম্যগুদ্যমং কুর্ব্বীথাঃ।

সুকণ্ঠীতি। দেব্যাঃ প্রসাদেন রুদ্রাণী-গায়নীভিরপি বন্দিতচরণাস্মি, তৎ কিমনেন বরেণ ?

মধুমঙ্গল। আর কি ?

সুকণ্ঠী। যাহা কিছু দেখিলাম, তাহা যাইয়া দেবীকে নিবেদন করিব। (ইহা বলিয়া যাইতে লাগিলেন)

কৃষ্ণ। (সসম্ভ্রমে) ভদ্রে সুকণ্ঠি ! দেবীর মন কলুষিত করিবার জন্য চেষ্টা করিও না, আমা হইতে সঙ্গীত-বিদ্যার সর্ব্বময় আধিপত্যের বর গ্রহণ কর।

সুকণ্ঠী। দেবীর প্রসাদে রুদ্রাণীর গায়িকাসকলও আমার চরণ-বন্দনা করিয়া থাকে, তবে আর উহাতে প্রয়োজন কি ?

কৃষ্ণ। তবে তোমার কি ইচ্ছা প্রার্থনা কর।

দেঅ ! একং পত্থইস্সং।

কৃষ্ণঃ। কামমাবেদ্যতাম্।

সুকণ্ঠী। এত্থ কন্দরে কিম্পি আলেক্খং বিলোইদুং মহ আরাহ-ণিজ্জা একা বিজ্জাহরী উক্কণ্ঠদি, তা কত্থুহালোএণ ণং পআসিঅ পসাদী করেদু ভট্টা !

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা পরিক্রামন্) সখে কৌস্তুভ ! রত্নমণ্ডলীমূর্দ্ধা-ভিষিক্ত ! সাধু সাধু, যদনুক্তোঽপি মে মনোরথং করোষি।

সুকণ্ঠীতি। দেব ! একং প্রার্থয়িষ্যামি।

সুকণ্ঠীতি। অত্র কন্দরে কিমপি আলেখ্যং বিলোকয়িতুং মম আরাধনীয়া একা বিদ্যাধরী উৎকণ্ঠতে, তৎ কৌস্তভালোকেন এতৎ আলেখ্যং প্রকাশ্য প্রসাদীকরোতু ভর্ত্তা।

কৃষ্ণ ইতি। মূর্দ্ধাভিষিক্ত চক্রবর্ত্তিন্।

সুকণ্ঠী। দেব ! এক বিষয়ে প্রার্থনা করি।

কৃষ্ণ। যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর।

সুকণ্ঠী। এই কন্দরের মধ্যে যে কোন একটি চিত্র-পট আছে, তাহা দেখিবার জন্য আমার এক পূজনীয়া বিদ্যাধরী উৎকণ্ঠিত, অতএব কৌস্তভালোকের দ্বারা এই চিত্র প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করুন।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য-সহকারে বেড়াইতে বেড়াইতে) সখে কৌস্তভ ! তুমি সমস্ত রত্নমণ্ডলীর চূড়ামণি, ভাল ভাল, যেহেতু না বলিতেই আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলে।

মধুমঙ্গলঃ। হন্ত হন্ত! দরীমজ্ঝে মজ্ঝংদিণাদোবি জাদো বলিট্‌ঠো উজ্জোদো।

(ততঃ প্রবিশতি রাধা)

রাধা। (স্বাঙ্গমবেক্ষ্য) কথং মাহবীএ দেঈপসাহণং পেসিদং?

(পরিক্রম্য কৃষ্ণং পশ্যন্তী)

অঞ্জলিমেত্তং সলিলং সতরীএ অহিলসন্তীএ।
উবরি সঅং ণঅজলদো ধারাবরিসী সমুল্লসই॥

মধুমঙ্গল ইতি। হন্ত হন্ত! দরীমধ্যে মধ্যন্দিনতোঽপি জাতো বলিষ্ঠ-উদ্যোতঃ।

রাধেতি। কথং মাধব্যা দেবীপ্রসাধনং প্রেষিতম্?

অঞ্জলিমিতি। অঞ্জলিমাত্রং সলিলং শফর্য্যা অভিলষন্ত্যা উপরি স্বয়ং নব-জলদো ধারাবর্ষী সমুল্লসতি।

মধুমঙ্গল। কি আশ্চর্য্য! পর্ব্বতগুহা-মধ্যে মধ্যাহ্নকালের অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল আলোক উৎপন্ন হইয়াছে।

(অনন্তর রাধার প্রবেশ)

রাধা। (নিজ অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) মাধবী কেন দেবীর সজ্জাদি পাঠাইয়া দিল? (ভ্রমণ করিতে করিতে কৃষ্ণকে দেখিয়া) যে শফরী অঞ্জলিমাত্র জল চাহিতেছিল, তাহার উপর স্বয়ং নবজলধর-ধারা বর্ষণ করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন।

মধুমঙ্গলঃ। (অপবার্য্য) ভো বঅস্‌স! দুট্‌ঠ-দাসীএ ধীদাএ বণেঅরীএ মহাসঙ্কড়ে পাড়িদম্হি।

কৃষ্ণঃ। সখে! কিং নাম সঙ্কটম্?

মধুমঙ্গলঃ। (সরোষম্) মং জ্জেব্ব পুচ্ছসি, বামে পেক্খ।

কৃষ্ণঃ। (সমীক্ষ্য সাবেগম্) কথমত্র দেবী?

রাধা। (স্বগতম্) হদ্ধী হদ্ধী! কন্দরে দেঈ পইট্‌ঠা।

(ইত্যন্তরিতা ভবতি)

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) নূনং মন্যুসংরম্ভস্য গম্ভীরতয়া প্রচ্ছন্নেয়ং বভূব।

মধুমঙ্গল ইতি। ভো বয়স্য! দুষ্ট-দাস্যাঃ পুত্র্যাঃ বনচর্য্যাঃ মহাসঙ্কটে পাতিতোঽস্মি।

মধুমঙ্গল ইতি। মামেব পৃচ্ছসি, বামে পশ্য।

রাধেতি। হা ধিক্! হা ধিক্! কন্দরে দেবী প্রবিষ্টা।

কৃষ্ণঃ। মন্যুসংরম্ভস্য ক্রোধাতিশয়স্য। মন্যুর্দৈন্যে ক্রতৌ ক্রুধীত্যমরঃ।

মধুমঙ্গল। (কর্ণোপান্তে) হে বয়স্য! দুষ্টা দাসীপুত্রী বনচারিণী আমাকে বড়ই বিপদে ফেলিল!

কৃষ্ণ। সখে! কিসের বিপদ?

মধুমঙ্গল। (সরোষে) কেবল আমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছ, বামদিকে দৃষ্টিপাত কর।

কৃষ্ণ। (অবলোকন করিয়া আবেগভরে) এই যে, এখানে দেবী কিরূপে আসিলেন?

রাধা। (স্বগত) হা ধিক্, হা ধিক্, দেবী কন্দরে প্রবেশ করিয়াছেন।

(ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন)

কৃষ্ণ। (স্বগত) নিশ্চয়ই ক্রোধারম্ভের গভীরতাবশতঃ দেবী প্রচ্ছন্ন হইলেন।

মধুমঙ্গলঃ। (নীচৈঃ) হদাসে কিন্নরি! পিঅবঅস্সেবি তুজ্ঝ জুত্তা এরিসী ণিইদী ?

সুকণ্ঠী। (স্বগতম্) গহিদ-দেঈ-ণেবচ্ছং সচ্চভামং চ্চেঅ দেঈং তক্কিঅ ভএদি এসো, তা গদুঅ বিণ্ণবেমি।

(ইত্যুপসৃত্য জনান্তিকম্)

সামিণি! এব্বং ণেদং।

রাধা। (সস্মিতম্) পরিহসেহি ণং।

মধুমঙ্গল ইতি। হতাশে কিন্নরি! প্রিয়বয়স্যেঽপি তব যুক্তা ঈদৃশী নিকৃতিঃ? শাঠ্যতা ইত্যর্থঃ। কুসৃতির্নিকৃতিঃ শাঠ্যমিত্যমরঃ।

সুকণ্ঠীতি। গৃহীত-দেবী-নেপথ্যাং সত্যভামামেব দেবীং তর্কিত্বা বিভেতি এষঃ, তৎ গত্বা বিজ্ঞাপয়িষ্যামি।

হে স্বামিনি! এবমেতৎ, অর্থাৎ ত্বয্যস্য দেবী-ভ্রমঃ সংজাত ইতি।

রাধেতি। পরিহস এনম্, মধুমঙ্গলমিত্যর্থঃ।

মধুমঙ্গল। (মৃদুস্বরে) হতাশে কিন্নরি! প্রিয়বয়স্যের প্রতি তোমার এইরূপ শঠতা কি সঙ্গত ?

সুকণ্ঠী। (স্বগত) দেবীর বেশসজ্জায় সত্যভামা ধারণ করায় তাঁহাকে দেবী মনে করিয়া ইনি ভীতা হইয়াছেন, অতএব ইঁহার নিকট যাইয়া সমস্ত নিবেদন করি।

(নিকটে যাইয়া জনান্তিকে)

স্বামিনি! আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দেবীভ্রম হইয়াছে।

রাধা। (মৃদুহাস্য সহকারে) এই মধুমঙ্গলকে পরিহাস কর।

সুকণ্ঠী। (পরিক্রম্য) অজ্জ মহুমঙ্গল ! রুট্‌ঠা কৃখু দেঈ ভণাদি।

মধুমঙ্গলঃ। কিং তং ?

সুকণ্ঠী। অস্তেউরে গদং ণং বহ্মবন্ধুং বন্ধিঅ রক্‌খিস্‌সং।

মধুমঙ্গলঃ। (সভয়ম্) ভো সখে ! দাণিম্মি থম্ভোবিঅ গম্ভীরোসি ?

কৃষ্ণঃ। সখে ! বিস্ময়েন স্তম্ভিতোঽস্মি, যদিয়ং দক্ষিণা নৈসর্গিকীমপি ধীরতামবধীরিতবতী। (বিমৃশ্য)

অথবা

ধীরঃ প্রকৃত্যাপি জনঃ কদাচি-

দ্ধত্তে বিকারং সময়ানুরোধাৎ।

ক্ষান্তিং হি মুক্ত্বা বলবচ্চলন্তী

সর্ব্বংসহা ভূরপি ভূরি দৃষ্টা ॥ ১৯ ॥

সুকণ্ঠীতি। আর্য্য মধুমঙ্গল ! রুষ্টা খলু দেবী ভণতি।

মধুমঙ্গল ইতি। কিং তৎ ?

সুকণ্ঠীতি। অন্তঃপুরে গতং এনং ব্রহ্মবন্ধুং বদ্ধা রক্ষিষ্যামি।

মধুমঙ্গল ইতি। ভো সখে ! ইদানীমপি স্তম্ভ ইব গম্ভীরোঽসি ?

কৃষ্ণ ইতি। অবধীরিতবতী ত্যক্তবতী।

ধীর ইতি। প্রকৃত্যা স্বভাবেন। বিকারং অধৈর্য্যম। ভূরি বহুধা ॥ ১৯ ॥

সুকণ্ঠী। (প্রত্যাবর্ত্তনান্তে) আর্য্য মধুমঙ্গল ! দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিতেছেন।

মধুমঙ্গল। কি বলিতেছেন ?

সুকণ্ঠী। অন্তঃপুরে আগত এই ব্রহ্মবন্ধুকে বন্ধন করিয়া রাখিব।

মধুমঙ্গল। (সভয়ে) সখে ! এখন যে স্তম্ভের ন্যায় গম্ভীর হইলে ?

কৃষ্ণ। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছি, যেহেতু ইনি স্বভাবতঃ দক্ষিণা হইয়াও

সুকণ্ঠী।

(স্বগতম্) অলং ইমিণা ভট্টারঅ-পুরদো ধিট্‌ঠদা-সাহসেণ, তা জহত্থং কহেমি।

(প্রকাশম্) অজ্জ! সচ্চভামা এসা, ণ ক্‌খু দেঈ।

মধুমঙ্গলঃ। ভো! সুদো তুএ দুম্মুহীএ সোল্লুণ্ঠো পলাও ?

কৃষ্ণঃ। সুকণ্ঠী! বৈদর্ভী-প্রিয়ত্বাদ্‌গর্ব্বেণ তরলাসি, কিন্তে গিরাং দারিদ্র্যম্ ?

সুকণ্ঠীতি। অলমনেন ভট্টারক-পুরতো ধৃষ্টতা-সাহসেন, তৎ যথার্থং কথয়ামি।

হে আর্য্য! সত্যভামা এষা ন খলু দেবী।

মধুমঙ্গল ইতি। ভোঃ! শ্রুতস্ত্বয়া দুর্ম্মুখ্যাঃ সোল্লুণ্ঠঃ প্রলাপঃ ?

কৃষ্ণ ইতি। সুকণ্ঠি! বৈদর্ভ্যাঃ প্রিয়াঽথবা বৈদর্ভী-প্রিয়া যস্যাঃ সা বৈদর্ভী-প্রিয়া তত্ত্বাৎ। তরলাসি চঞ্চলাসি। দারিদ্র্যং সঙ্কোচঃ।

ধীরতাকে ত্যাগ করিয়াছেন। (চিন্তাপূর্ব্বক) অথবা—স্বভাবতঃ ধীরব্যক্তিও সময়ানুরোধে কখনও অধীর হইয়া থাকেন, এমন কি, সর্ব্বংসহা বসুমতীও ক্ষমাগুণ পরিত্যাগ করিয়া বহুবার বিচলিত হইয়াছেন, ইহা পরিদৃষ্ট হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

সুকণ্ঠী। (স্বগত) এই প্রভুর অগ্রে ধৃষ্টতাসাহসে আর প্রয়োজন নাই, অতএব যথার্থ কথাই বলিতেছি। (প্রকাশ্যে) আর্য্য! ইনি দেবী নহেন, সত্যভামা।

মধুমঙ্গল। সখে! তুমি এই দুর্ম্মুখীর কপট প্রলাপ শুনিলে ত ?

কৃষ্ণ। সুকণ্ঠি! বিদর্ভনন্দিনীর প্রিয় বলিয়া গর্ব্বে তুমি চপলা হইয়াছ, অতএব তোমার বাক্যের দারিদ্র্য কেন ?

মধুমঙ্গলঃ। (সংস্কৃতেন)

অসি বিষকণ্ঠী কঠিনে! কিমিতি সুকণ্ঠী ভণ্যসে চেটি!
অথবা কামমশস্তা ভদ্রেত্যভিধীয়তে বিষ্টিঃ ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণঃ। (পরিক্রম্য সানুনয়ম্) দেবি! প্রসীদ প্রসীদ।

রাধা। (সস্মিতম্) ণাহং দেঈ, পেক্খ মাণুসীহ্মি।

কৃষ্ণঃ। (সহর্ষম্) সুকণ্ঠিকে! বাঢ়মস্মিন্নর্থে দুষ্করস্তে ময়া নিষ্ক্রিয়ঃ।

মধুমঙ্গল ইতি। হে কঠিনে! ত্বং বিষকণ্ঠ্যসি, হে চেটি! কিমিতি ত্বং সুকণ্ঠীতি ভণ্যসে? অশস্তা বিষ্টির্ভদ্রা নামকরণম ॥ ২০ ॥

রাধেতি। নাহং দেবী, পশ্য মানুষী অস্মি।

ইতি। অস্মিন্নর্থে রাধয়া সঙ্গতৌ নিষ্ক্রিয়ঃ প্রত্যুপকারঃ।

মধুমঙ্গল। (সংস্কৃত ভাষায়) হে চেটি! তুমি বিষকণ্ঠী হইলেও লোকে তোমাকে সুকণ্ঠী বলে কেন? অথবা অমঙ্গলরূপা বিষ্টিকে যেমন ভদ্রানামে অভিহিত করা হয়, ইহা সেইরূপ ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণ। (নিকটে যাইয়া সানুনয়ে) দেবি! প্রসন্না হও, প্রসন্না হও।

রাধা। (মৃদুহাস্যপূর্ব্বক) আমি দেবী নহি, এই দেখ, আমি মানুষী।

কৃষ্ণ। (আনন্দভরে) সুকণ্ঠিকে! তুমি এই যে উপকার করিলে, তাহার প্রত্যুপকার করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

মধুমঙ্গলঃ। হী হী! অজ্জে তুরঙ্গমুহি! এসা বঙ্কিমবিজ্জাবি কিংক্খু দেএসিণো পঢিদা?

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! সন্নিধায় চিত্রং দৃশ্যতাম্।

রাধা। ণূণং ণঅবুন্দা-গুরুণো কলাকোসলং এদং।

(প্রবিশ্য নববৃন্দা)

নববৃন্দা। সখি! সমীক্ষ্যতাং বিচিত্রমিদং চিত্রং, যত্রানুক্রমিকী মাথুরী সাধুরীতির্লীলামণ্ডলী।

মধুমঙ্গলঃ। এসো ণন্দমহূসবো পঢমো।

মধুমঙ্গল ইতি। আশ্চর্য্যম্। হে চেটি তুরঙ্গমুখি! এষা বক্রিমবিদ্যাপি কিং খলু দেবর্ষেঃ সকাশাদিত্যর্থঃ পঠিতা?

রাধেতি। নূনং নববৃন্দা-গুরোর্বিশ্বকর্ম্মণঃ কলাকৌশলমেতৎ।

নববৃন্দেতি। মাথুরী মথুরাসম্বন্ধিনী।

মধুমঙ্গল ইতি। এষ নন্দমহোৎসবঃ প্রথমঃ।

মধুমঙ্গল। হা হা! হে তুরঙ্গমুখি চেটি! আশ্চর্য্য! তুমি কি চটুলবিদ্যাও দেবর্ষির নিকট হইতে পাঠ করিয়াছ?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! নিকটে আনিয়া এই চিত্রপট দর্শন কর।

রাধা। নিশ্চয়ই ইহা নববৃন্দার গুরু বিশ্বকর্ম্মার কলা-কৌশল।

(নববৃন্দার প্রবেশ)

নববৃন্দা। সখি! এই বিচিত্র চিত্র সম্যক্‌রূপে অবলোকন কর, ইহাতে সাধুরীতি-সম্মত মথুরার লীলাগুলি পর পর সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মধুমঙ্গল। এই যে প্রথমেই নন্দ-মহোৎসব।

নববৃন্দা। ক্ষেপেণ নবনীতানাং চিত্র-বালস্য চেক্ষয়া।
উহুঃ স্নেহভরং সান্দ্রং বহিরন্তশ্চ বল্লবাঃ ॥ ২১ ॥
(পুনঃ প্রদেশিন্যা প্রদর্শ্য)
কঃ পূতনাগতিং গন্তুং পূতনাপি ক্ষমো ভবেৎ।
কণ্ঠে বভূব হরিণা যা হরিন্মণিহারিণী ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ।
মৎপাদাঙ্গুলিদলেন খণ্ডিতে ভাণ্ডভাজি শকটে কুটীজুষি।
চত্বরে পিতরমার্ত্তিকাতরং মাতরঞ্চ নিতরাং স্মরাম্যহম্ ॥ ২৩ ॥

নববৃন্দেতি। নবনীতানাং ক্ষেপেণ বল্লবা বহিঃস্নেহভরমূহুঃ। চিত্র-বালস্যেক্ষয়া চান্তঃস্নেহভরমূহুঃ। স্নেহোঽত্র চিক্কণত্বং প্রীতির্বিশেষশ্চ ॥ ২১ ॥
ক ইতি। পবিত্রনরোঽপি, যা পূতনা-কণ্ঠকৃতেন হরিণা লক্ষণেন হরিন্মণিহারযুক্তা বভূব ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণ ইতি। ভাণ্ডভাজি ভাণ্ডযুক্তে শকটে অনসি কুটীজুষি কুটীযুক্তে ॥২৩॥

নববৃন্দা। এই বিচিত্র বালকের দর্শনে অন্তরে ও বাহিরে আনন্দপূর্ণ স্নেহাতিশয্যে গোপগণ নবনীত-নিক্ষেপের দ্বারা উৎসব করিতেছে ॥২১॥ (পুনরায় তর্জ্জনীর দ্বারা দেখাইয়া) কোন্ পবিত্র মনুষ্য পূতনার গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে ? হরি যাহার কণ্ঠ-সংলগ্ন হওয়ায় যে হরিৎ-মণিযুক্ত হারধারিণী হইয়াছিল ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণ। আমার পদাঙ্গুলিদল দ্বারা কুটী ও ভাণ্ডযুক্ত শকট ভগ্ন হইলে পর আমার পিতা ও মাতা অঙ্গনমধ্যে যে ভাবে দুঃখে কাতর হইয়াছিলেন, —আমি তাহা নিয়ত স্মরণ করিতেছি ॥ ২৩ ॥

নববৃন্দা। তৃণাবর্ত্তমরুন্মর্ত্তনমিদম্।

কৃষ্ণঃ।

সমচেষ্টত নিষ্ঠুরং ব্রজে
স তথা দুষ্ট-সমীরণাহসুরঃ।
তমসী বত যেন নির্ম্মিতে
পিদধাতে সুহৃদাং মনোদৃশৌ ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ। এসা সঅং জ্জেব্ব গোউলেস্সরী মথিতুং আরদ্ধা।

রাধা। অম্ম গোউলেস্সরি! বন্দীঅসি।

(ইত্যশ্রুমভিনয়তি)

কৃষ্ণ ইতি। সমীরণাসুরঃ তৃণাবর্ত্তঃ, যেন তৃণাবর্ত্তেণ নির্ম্মিতে তমসী অজ্ঞানান্ধকারৌ মনোদৃশৌ পিদধাতে আচ্ছাদিতবতী ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। এষা স্বয়মেব গোকুলেশ্বরী মন্থিতুং আরদ্ধা।

রাধেতি। অম্ব গোকুলেশ্বরি! বন্দ্যসে ময়েত্যর্থঃ।

নববৃন্দা। এই যে তৃণাবর্ত্তরূপধারী বায়ুর নৃত্য।

কৃষ্ণ। সেই দুষ্ট সমীরণাসুর তাহার নির্ম্মিত অজ্ঞান ও অন্ধকারের দ্বারা সুহৃদ্গণের মন ও নয়ন আবৃত করিয়া ব্রজধামে নিষ্ঠুর চেষ্টার প্রকাশ করিয়াছিল ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গল। এই যে, গোকুলেশ্বরী স্বয়ংই দধিমন্থন আরম্ভ করিয়াছেন।

রাধা। মাতঃ গোকুলেশ্বরি! বন্দনা করিতেছি।

(ইহা বলিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন)

কৃষ্ণঃ। (সকরুণম্)

কদর্থনাদপ্যুরু-বাল্যচাপলৈরুৎসর্পতা প্রেমভরেণ বিক্লবাম্।
বিলোকমানস্য মমাদ্য মাতরং হবির্বিলায়ং হৃদয়ং বিলীয়তে ॥ ২৫ ॥

নববৃন্দা। গুরুণা মে পদ্যং লিখিতম্।

তথাহি—গুণৈস্ত্রিভিরনর্গলৈঃ কিল জগত্রয়ীবর্ত্তিন-
শ্চতুর্মুখপুরঃসরানপি ববন্ধ যঃ প্রাণিনঃ।
ব্রজেন্দ্রমহিষি! ব্রুবে কিমিহ তে প্রভাবাবলী-
মবঙ্কিতন্মুভির্গুণৈঃ স বলবান্ মুকুন্দস্ত্বয়া ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণ ইতি। কদর্থনাদপ্যুরূণি যানি বাল্যচাপলানি তৈরুৎসর্পতা আধিক্যং গচ্ছতা প্রেমভরেণ বিক্লবাং মাতরং বিলোকমানস্য মম হৃদয়ং হবিরিব বিলীয়তে দ্রবীভবতি ॥ ২৫ ॥

তথাহীতি। অনর্গলৈঃ অসঙ্কুচিতৈঃ। যঃ মুকুন্দঃ ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণ। (সকরুণভাবে) কদর্থন অপেক্ষাও গুরুতর বাল্য-চাপল্য-সমূহ হইতে সমুদ্গত প্রেমভরে যে জননী বিহ্বল হইয়াছিলেন, সেই মাতাকে অবলোকন করিয়া আজ আমার হৃদয় যেন উত্তপ্ত ঘৃতের ন্যায় গলিয়া যাইতেছে ॥ ২৫ ॥

নববৃন্দা। আমার গুরুদেব এ সম্বন্ধে একটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। যথা—হে ব্রজেন্দ্র-মহিষি! যে বলবান মুকুন্দ অসঙ্কুচিত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের দ্বারা ত্রিজগতের অন্তর্বর্ত্তী চতুর্ম্মুখ-প্রমুখ প্রাণিগণকে বন্ধন করিয়াছেন, সেই মুকুন্দকে তুমি সূক্ষ্ম রজ্জু-সমূহের দ্বারা বন্ধন করিয়াছিলে, অতএব তোমার প্রভাবাবলীর কথা আর কি বলিব? ॥ ২৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। এদং অজ্জুনাজুঅলভঞ্জণং।

নববৃন্দা। কথং গুহ্যকাভ্যামুদূখলবন্ধমবিমুচ্যৈব প্রস্থিতম্ ?

কৃষ্ণঃ। (সাস্রম্)

বাৎসল্যমণ্ডলময়েন মমোরুদাম্না
যঃ কোঽপি বন্ধগরিমা নিরমায়ি মাত্রা।
তন্মুক্তয়ে পরমবন্ধবিমোক্ষণোঽপি
নাহং ক্ষমে সখি! পরস্য তু কা কথাত্র ॥২৭॥

মধুমঙ্গল ইতি। এতৎ অর্জ্জুনযুগলভঞ্জনম্।

নববৃন্দেতি। নলকূবর-মণিগ্রীবাভ্যাং যমলার্জ্জুন-চরাভ্যাং নির্ব্বন্ধন-মকৃত্বৈব।

কৃষ্ণ ইতি। বন্ধগরিমা দৃঢ়তরবন্ধনম্ ॥ ২৭ ॥

মধুমঙ্গল। এই অর্জ্জুনযুগলভঞ্জন।

নববৃন্দা। গুহ্যকদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের উদূখল-বন্ধন মোচন না করিয়াই চলিয়া গেল কেন ?

কৃষ্ণ। (সজলনয়নে)

হে সখি! মাতা যশোদা বাৎসল্য-মণ্ডলময় দৃঢ় রজ্জু দ্বারা আমার যে দৃঢ়তর বন্ধন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আমি শ্রেষ্ঠ বন্ধন-বিমোচনকারী হইয়াও যখন তাহার মোচনে সমর্থ হই নাই, তখন এ স্থানে আর অপরের কথা কি ? ॥ ২৭ ॥

নববৃন্দা। ত্বং বৎসামৃতদায়ী যুক্তং বৎসামৃতত্বমাচরসি।
বিদধদমিত্রাবকতাং মিত্রাবকতাং কথং তনুষে ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ। (রাধামবেক্ষ্য)
সখিভিরলঘুনাতিবাহিতেভ্য-
স্তটভুবি তর্ণকচারণোৎসবেন।
গুরুমিহ কুরুতে মমাদ্য তেভ্যঃ
শশিমুখি! চিত্তমহো স্পৃহামহোভ্যঃ ॥ ২৯ ॥

নববৃন্দেতি। বৎসেভ্যো জলদাতা যতোঽতস্ত্বং বৎসামৃতত্বং যদাচরসি বৎসস্য বৎসনাম্নোঽসুরস্যামৃতং মোক্ষো যস্মাত্তত্ত্বম্। তদ্যুক্তমেব। অমিত্রাবকতাম্ অমিত্রাণাং বকরাহিত্যং বিদধৎ কথং মিত্রাবকতাং মিত্রপালকতাং তনুষে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্লেষঃ, পরার্দ্ধে বিরোধঃ ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণ ইতি। হে শশিমুখি! অদ্য মম চিত্তং তেভ্যোঽহোভ্যো গুরুং স্পৃহাং কুরুতে। তটভুবি যমুনাতটভূমৌ সখিভিঃ সহালঘুনা মহতা তর্ণকচারণোৎসবেনাতিবাহিতেভ্যঃ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥

নববৃন্দা। যে হেতু তুমি বৎসগণকে অমৃত দান করিয়া থাক, তখন বৎসাসুরকে অমৃত দান তোমার উপযুক্তই হইয়াছে, কিন্তু অমিত্রগণের বকরাহিত্য বিধান করিয়া কি প্রকারে তুমি মিত্রগণের অবকতা বিস্তার অর্থাৎ মিত্রগণের পালন করিতেছ? ২৮ ॥

কৃষ্ণ। (রাধাকে অবলোকন পুরঃসর) হে শশিমুখি! যমুনার তটভূমিতে বৎসচারণরূপ মহামহোৎসবে যে সকল দিন অতিবাহিত করিয়াছি, আমার চিত্তে আজ সেই সকল দিনের জন্য অত্যন্ত স্পৃহা জন্মিতেছে ॥ ২৯ ॥

নববৃন্দা। তাসাং পাদাবলিমবিরতং বল্লবীনাং গবাঞ্চ
ন্যঞ্চৎকায়া বয়মিহ নমস্কুর্ম্মহে শর্ম্মহেতোঃ।
যাসামন্তঃপ্রণয়-মধুর-ক্ষীরপানায় লুব্ধো
দুগ্ধাম্ভোধেঃ পতিরপি মুদা পুত্রভাবং বভার ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ। অঘস্য পবনাশিনঃ পশুপডিম্ভ-কেলিস্থলী
পুরো গিরিদরীনিভা তনুরিয়ং দরী দৃশ্যতে।
মুখাদিকুহরেণ যা বিরচিত-প্রবেশৈঃ সদা
মৃতাপি পবনৈরভূদ্বনরুহাক্ষি! কুক্ষিম্ভরিঃ ॥ ৩১ ॥

নববৃন্দেতি। অন্তঃপ্রণয়েন মধুরং যৎ ক্ষীরং তস্য পানায় লুব্ধঃ সন্। বভার ধৃতবান ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ ইতি। সর্পরূপস্য ইয়ং তনুর্দরী দৃশ্যতে মুহুরালোক্যতে। তস্যাস্তথাঃ পুরোবর্ত্তী যো গিরিস্তস্য দরীতুল্যা। উভৌ আত্মম্ভরিঃ কুক্ষিম্ভরিঃ স্বোদরপূরকে ইত্যমরঃ ॥ ৩১ ॥

নববৃন্দা। সেই সকল গোপরমণী ও গাভীদিগের চরণপংক্তিতে আমরা অবনত-শরীরে মঙ্গললাভের জন্য প্রণাম করিতেছি, কারণ, তাঁহাদের আন্তরিক প্রণয়ের দ্বারা মধুর ক্ষীরপানের জন্য লুব্ধ হইয়া ক্ষীরসাগরের অধিপতিও আনন্দে পুত্রভাব ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ। হে পদ্মাক্ষি! সম্মুখে পর্ব্বতের গুহাতুল্য গোপবালকগণের ক্রীড়া-স্থল সর্পরূপ অঘাসুরের যে শরীর মুহুর্ম্মুহু দেখা যাইতেছে—উহার মুখাদির ছিদ্রপথে সর্ব্বদা বায়ু প্রবেশের দ্বারা—উহাকে উদরপূরক বলিয়া বোধ হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

নববৃন্দা। পশ্য পশ্য,

সখি! বেদচতুষ্টয়স্য সারৈ-

শ্চতুরোঽয়ং চতুরাননীনিসৃষ্টৈঃ।

জনকং জনচক্ষুষামভীষ্টং

পরমেষ্ঠী প্রমদাদভিষ্টবীতি ॥ ৩২ ॥

মধুমঙ্গলঃ। এদং সুঅন্ধি-দালবণং পেক্খিঅ জীইদোহ্মি।

নববৃন্দা। (রামমবেক্ষ্য)

ত্বমদ্ভুতোঽসি ধেনূনাং পাতাপি হত-ধেনুকঃ।

তালাঙ্কোঽপি কিলোত্তুঙ্গ-তালভঙ্গায় রঙ্গবান্ ॥ ৩৩ ॥

নববৃন্দেতি। নিসৃষ্টৈঃ নির্গতৈঃ। স্বপিতরম্ ॥ ৩২ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। এতৎ সুগন্ধি-তালবনং প্রেক্ষ্য জীবিতোঽস্মি।

নববৃন্দেতি। তালাঙ্কঃ তালধ্বজঃ। রঙ্গবান্ কৌতুকী ॥ ৩৩ ॥

নববৃন্দা। দেখ দেখ! সখি! ঐ দেখ, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা স্বীয় চারি মুখ হইতে প্রকাশিত বেদচতুষ্টয়ের সারভাগের দ্বারা জনগণের নয়নানন্দ নিজ পিতাকে আনন্দভরে স্তব করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

মধুমঙ্গল। এই সুগন্ধি তালবন দেখিয়া জীবন পাইলাম।

নববৃন্দা। (বলরামকে দেখিয়া) তুমি বড় অদ্ভুত, যে হেতু তুমি ধেনুদিগের পালক হইয়াও ধেনুক বধ করিলে এবং তালধ্বজ হইয়াও অত্যুচ্চ তালবৃক্ষের ভঙ্গে কৌতুকবান্ হইয়াছ ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণঃ। ন্যগ্রোধ-রোধসি সেয়মার্য্যস্য বিক্রমাড়ম্বরসম্ভাবিনী প্রলম্বপশোরালম্ভ-বেদী।

নববৃন্দা। (স্বগতম্) শঙ্কে রাধিকা-খেদমবধার্য্য দেবেনাবধীরিতা কালিয়দমনলীলা।

কৃষ্ণঃ। মুঞ্জাটবী স্ফুরতি মঞ্জুলকণ্ঠি! সেয়ং

যত্র ক্ষণাদনুসরস্তমিষীকতূলৈঃ।

দাবং বিলোক্য কৃপয়াম্বুজমালভারি-

ণ্যাভীরবীথিরভিতোঽভবদাবৃতির্মে ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণ ইতি। ভাণ্ডীরবটস্য সমীপে সেয়ং প্রলম্বমারণবেদিকা বর্ত্ততে, বলস্য বিক্রমাড়ম্বরং শৌর্য্যাতিশয়ং সম্ভাবয়িতুং জ্ঞাপয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা।

নববৃন্দেতি। অবধীরিতা ন প্রকাশিতা।

কৃষ্ণ ইতি। যত্র মুঞ্জাটব্যামিষীকতূলৈঃ শরপুষ্পৈঃ ক্ষণাদনুসরস্তং দাবং বিলোক্য আভীরবীথিরম্বুজমালভারিণী সতী কৃপয়া মেঽভিতঃ আবৃতিরভূৎ ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণ। এই যে ভাণ্ডীরবটের পথে আর্য্যের বিক্রমের আতিশয্য ঘোষণা-কারিণী প্রলম্ব-পশুর মারণবেদী।

নববৃন্দা। (স্বগত) মনে হইতেছে, রাধিকার দুঃখ হইবে বলিয়া দেব এখানে কালিয়-দমন-লীলা প্রকাশ করিলেন না।

কৃষ্ণ। হে সুন্দরকণ্ঠি! এই দেখ, মুঞ্জাটবী শোভা পাইতেছে, এই স্থানে শরপুষ্পের সহিত দাবানলকে আগমন করিতে দেখিয়া আভীর সকল ভীত হইয়া পঙ্কজমালার ন্যায় আমার চতুষ্পার্শ্বের আবরণের ন্যায় হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

নববৃন্দা। পুরস্তাদিদং বাসোহরণতীর্থম্।

কৃষ্ণঃ।

প্রিয়ে! বিশাখায়াঃ পৃষ্ঠতো মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিরবস্থিতা কেয়ং ন পরিচীয়তে।

রাধা।

(সলজ্জমাত্মগতম্) মং লিহিতং জাণন্তো চ্চেঅ পরিহসেদি। (প্রকাশম্) এসা পউমা।

কৃষ্ণঃ। পদ্মাক্ষি! পদ্মায়াঃ সব্যতঃ?

রাধা।

(সাসূয়ম্) অলং অত্তণো গুণং বিত্থারিঅ।

নববৃন্দেতি। বাসোহরণতীর্থং চৌরঘট্টম্।

রাধেতি। মাং চিত্রিতাং জানন্নেব পরিহসতি। এষা পদ্মা।

রাধেতি। অলম্ আত্মনো গুণং বিস্তার্য্য। বারণার্থালংশব্দযোগে ক্ত্বা।

নববৃন্দা। অগ্রেই এই বস্ত্রহরণতীর্থ বা চৌরঘাট।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! বিশাখার পৃষ্ঠে কৃতাঞ্জলি হইয়া কে অবস্থান করিতেছেন, ইঁহাকে চিনিতে পারিতেছি না।

রাধা। (লজ্জা সহকারে মনে মনে) আমাকে চিত্রিতা জানিয়াও পরিহাস করিতেছেন? (প্রকাশ্যে) ইনি পদ্মা।

কৃষ্ণ। পদ্মাক্ষি! পদ্মার বামদিকে?

রাধা। (অসূয়ার সহিত) আর নিজের গুণবিস্তারে কাজ নাই।

কৃষ্ণঃ। শিরসি কুরুত পাণিদ্বন্দ্বমাদত্ত মুগ্ধাঃ!
সিচয়মিতি মদুক্ত্যা ভুগ্নদৃষ্টি-স্থিতায়াঃ।
স্ফুরদধরমুদঞ্চন্মন্দহাস্যং তবাস্যং
সরুদিতমনুবন্ধ-ভ্রূবিভেদং স্মরামি ॥ ৩৫ ॥

রাধা। কাও এত্থ মত্থঅপ্পিদ-হণ্ডিআও চিট্ঠন্তি ?

নববৃন্দা। যজ্ঞপত্ন্যো ভবিষ্যন্তি।

কৃষ্ণঃ। মন্দস্মিতং প্রকৃতিসিদ্ধমপি ব্যুদস্তং
সঙ্গোপিতশ্চ সহজোঽপি দৃশোস্তরঙ্গঃ।

কৃষ্ণ ইতি। আদত্ত গৃহ্নীত। সিচয়ং বস্ত্রম্। তবাস্যং কিলকিঞ্চিত-ভূষণান্বিতং স্মরামি। তল্লক্ষণমুজ্জ্বলনীলমণৌ,—"গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্।" ইতি। ভুগ্নদৃষ্টীত্যনেন গর্ব্বঃ। স্ফুরদধরমিতি ক্রোধঃ, উদঞ্চদিতি হাস্যম্ অভিলাষশ্চ, সরুদিতমিতি রুদিতং ভয়ঞ্চ। অনুবন্ধেতি অসূয়া ॥ ৩৫ ॥

রাধেতি। কা অত্র মস্তকার্পিত-ভাণ্ডাস্তিষ্ঠন্তি ?

কৃষ্ণ ইতি। প্রকৃতিসিদ্ধং স্বভাবসিদ্ধং। ব্যুদস্তং দূরীকৃতম্। ধূমান্বিতে

কৃষ্ণ। হে মুগ্ধাগণ! মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর, আমার এই কথায় তুমি ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া যে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, যাহাতে তোমার অধর স্ফুরিত হইয়াছিল, মন্দহাস্য প্রকাশ পাইয়াছিল, রোদনের সহিত অসূয়া এবং ভ্রূভঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছিল, আমি তোমার তৎকালের সেই মুখখানি স্মরণ করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

রাধা। মস্তকে ভাণ্ড রাখিয়া এ কাহারা দণ্ডায়মান ?

নববৃন্দা। ইঁহারা যজ্ঞপত্নী হইবেন।

কৃষ্ণ। প্রকৃতিসিদ্ধ মন্দস্মিত দূরীকৃত ও নেত্রযুগলের স্বাভাবিক

ধূমায়িতে দ্বিজবধূগণ-রাগবহ্ণা-
বহ্মায় কাপি গতিরঙ্কুরিতামযাসীৎ ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সতৃষ্ণং সংস্কৃতেন)
ইদং স্মরতি কিং ভবান্ প্রিয়বয়স্য ! লপ্স্যামহে
মহীসুর-বধূকুলাদ্বিবিধমন্নমাস্বাদনম্ ।

ধূমমুদ্বমতি সতি। কাপি গতির্ধীর-শান্তানুকূলত্বরূপাঽঙ্কুরিতাং প্রাদুর্ভাবমযাসীৎ। ধীর-শান্তলক্ষণং রসামৃতসিন্ধৌ,—"সম-প্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ। বিনয়াদিগুণোপেতো ধীর-শান্ত উদাহৃতঃ।" ইতি। অনুকূললক্ষণমুজ্জ্বলনীলমণৌ,—"অতিরিক্ততয়া নার্যাং ত্যক্তান্য-ললনাস্পৃহাম্। সীতায়াং রামবৎ সোঽয়মনুকূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" স্বভাব-সিদ্ধ-স্মিতাদি-ত্যাগেনাত্র ধীর-শান্তত্বম্। গোপীরূপললনাসক্ততয়া ত্যক্ত-যজ্ঞপত্নীকত্বরূপানুকূলত্বঞ্চ ব্যক্তম্। রসাভাসঃ, অত্র স্থায়িবৈরূপ্যম্,—"দ্বয়োরেকতরস্যৈব রতির্যা খলু দৃশ্যতে।" অত্রৈকতররতির্যথা—"যজ্ঞপত্নীষু দেহবৈরূপ্যমিব ব্রাহ্মণদেহত্বাৎ" ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। লপ্স্যামহে, অলভামহীত্যর্থঃ। স্মরণার্থে ধাতুযোগেঽনদা-

---

চাঞ্চল্য সংগোপিত করিলেও দ্বিজপত্নীদিগের রাগবহ্নি ধূমায়িত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও এক অভূতপূর্ব্ব গতি অঙ্কুরিত হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গল। (অভিলাষের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) হে প্রিয়বয়স্য! তোমার কি মনে আছে যে, দ্বিজপত্নীকুলের নিকট যে বহুপ্রকার আস্বাদনের

বয়ং কিমপি কুণ্ডলীকৃতশিখণ্ডকাণ্ডোপমং
ক্রমেণ কিল কুণ্ডলীপটলমত্র ভোক্ষ্যামহে ॥ ৩৭ ॥

নববৃন্দা। পশ্য, গোবর্দ্ধনোদ্ধরণমিদম্।

রাধা। (সংস্কৃতেন)

শিখরিভরবিতর্কতঃ প্রতপ্তং
সমহমহর্নিশমীক্ষয়া প্রিয়স্য।
হৃদয়মিহ সমস্ত-বল্লবীনাং
যুগপদপূর্ব্ববিধং দ্বিধা বভূব ॥ ৩৮ ॥

তনভূতে সপ্তম্যাদি-বিভক্তির্ভবতি। কুণ্ডলীকৃতং যৎ শিখণ্ডকাণ্ডং তদুপমম্। কুণ্ডলী জিলেবীতি। ভক্ষ্যামহে ভুক্তবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

রাধেতি। সমস্ত-বল্লবীনাং হৃদয়ং দ্বিধা বভূব। কীদৃশং তৎ? শিখরিভর-বিতর্কতঃ সন্তপ্তমিত্যেকম্। অহর্নিশং প্রিয়স্যেক্ষয়া সমহংসোৎসব-মিত্যেকঞ্চ। যৌগপদ্যেন তদপূর্ব্ববিধমাশ্চর্য্যপ্রকারং ভবতি ॥ ৩৮ ॥

জন্য অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, আমরা তন্মধ্যে ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় গোলাকৃতি কুণ্ডলীপটলবিশিষ্ট এক আশ্চর্য্য দ্রব্য পাইয়া ভক্ষণ করিয়াছিলাম ॥৩৭॥

নববৃন্দা। দেখ, এই গোবর্দ্ধন-ধারণ।

রাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) ঐ সময়ে সমস্ত গোপীদিগের হৃদয় পর্ব্বতের গুরুভার বিবেচনায় সন্তপ্ত, অথচ দিবারাত্র প্রিয়দর্শনরূপ মহোৎসবে আনন্দান্বিত যুগপৎ অপূর্ব্বভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

নববৃন্দা। গিরিমেখলায়াং লিখিতমিদং পদ্যম্,—

দরোদঞ্চদ্গোপী-স্তনপরিসর-প্রেক্ষণ-ভরাৎ
করোৎকম্পাদীষচ্চলতি কিল গোবর্দ্ধনগিরৌ।
ভয়ার্ত্তৈরারব্ধস্তুতিরখিল-গোপৈঃ স্মিতমুখং
পুরো দৃষ্ট্বা রামং জয়তি নমিতাস্যো মধুরিপুঃ ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ। (শৈলেন্দ্রকন্দরমবেক্ষ্য সস্মিতম্)

সরোরুহাক্ষি! স্মরসীদমদ্ভুতং ত্বং ছদ্মনা দ্যূতবিধৌ বিনির্জ্জিতা।
ইতঃ সখী সাক্ষিতয়া পণীকৃতং স্বয়ংগ্রহাশ্লেষযুগং বিধাস্যসি ॥ ৪০ ॥

নববৃন্দেতি। দরমীষদুদঞ্চন্তৌ যৌ স্তনৌ তয়োঃ পরিসরস্য যৎ প্রেক্ষণং তস্মাজ্জাতাৎ করোৎকম্পাৎ গোবর্দ্ধনগিরৌ ঈষচ্চলতি সতি। ভয়ার্ত্তৈঃ ভয়ং প্রাপ্য আর্ত্তৈরখিল-গোপৈরারব্ধা স্তুতির্যস্য সঃ ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ ইতি। ইতঃ অত্র। আশ্লেষযুগং বারদ্বয়মালিঙ্গনমিত্যর্থঃ। বিধাস্যসি ব্যাদধাঃ বিহিতবতীত্যর্থঃ। স্মরণার্থ-ধাতুযোগেঽনদ্যতনভূতে সত্যাদি ॥৪০॥

নববৃন্দা। এই পদ্যটি পর্ব্বত-মেখলায় লিখিত আছে—

ঈষদুদ্গত গোপীদিগের স্তনমণ্ডলের পরিসরের প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ঈষৎ চালিত হওয়ায় নিখিল গোপবৃন্দ ভয়ার্ত্ত হইয়া স্তুতি করিতে লাগিলে পুরোভাগে হাস্যমুখ বলদেবকে দেখিয়া নতবদন মধুসূদন জয়যুক্ত হউন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (শৈলেন্দ্রকন্দর দেখিয়া সহাস্যে) হে পদ্মাক্ষি! তোমার কি মনে আছে যে, কপট দ্যূতক্রীড়ায় তুমি পরাজিত হইলে তুমি সখী-সাক্ষাতে এই পণ করিয়াছিলে, যে ব্যক্তি পরাজিত হইবে, সে দুইবার আলিঙ্গন দান করিবে? ॥ ৪০ ॥

রাধা। (সাপত্রপং পুরো দৃষ্ট্বা) কধং এথ্থ গিরিসিহরে ণিসণ্ণাণং অহ্মাণং কণ্ঠে হারো ণত্থি ?

কৃষ্ণঃ। কথমিদমপি বিস্মৃতং ভবত্যা

সখি! তব কুণ্ডতটীনিকুঞ্জধাম্নি।

রতিপরিমল-লব্ধ-নিদ্রয়োর্নৌ

যদবহিতা ললিতা জহার হারৌ ॥ ৪১ ॥

নববৃন্দা। যৈর্বীক্ষ্যসে বিপক্ষানপি তান্ ভববন্ধতো বিমোক্ষয়সি।

বারুণবন্ধান্নন্দং মোক্ষয়তস্তে কিমাশ্চর্য্যম্ ॥ ৪২ ॥

রাধেতি। কথমত্র গিরিশিখরে নিষণ্ণয়োর্দ্বয়োরাবয়োঃ কণ্ঠে হারো নাস্তি ?

কৃষ্ণ ইতি। হে সখি! তব কুণ্ডতটী-নিকুঞ্জধাম্নি রতিপরিমলেন রতি-বিমর্দ্দনেন, বিমর্দ্দনং পরিমল ইত্যমরাৎ। লব্ধা নিদ্রা যাভ্যাং তয়োর্না-বাবয়োর্হারো ললিতা সাবহিতা সতী যজ্জহার তদিদমপি কথং কিং ভবত্যা বিস্মৃতম্ ? যৎশব্দপ্রয়োগে সতি স্মরণার্থ-ধাতুযোগেঽনদ্যতনভূতে সত্যাদি বিকল্পঃ। তেন জহারেত্যত্র হরিষ্যতীতি নাভূৎ ॥ ৪১ ॥

নববৃন্দেতি। তচ্চরিতং কিমাশ্চর্য্যম ? নাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

রাধা। (লজ্জা সহকারে অগ্রে দৃষ্টি পুরঃসর) কেন এই পর্ব্বতশিখরে উপবিষ্ট আমাদের উভয়ের গলে হার নাই ?

কৃষ্ণ। হে সখি! তুমি কি ইহা বিস্মৃত হইলে যে, তোমার কুণ্ডতীরবর্ত্তী নিকুঞ্জগৃহে আমরা মিলন-পরিশ্রমে নিদ্রিত হইলে ললিতা অলক্ষিতে আমাদের উভয়ের হার হরণ করিয়াছিল ? ॥ ৪১ ॥

নববৃন্দা। যাহারা তোমাকে দেখিয়াছে, তাহারা বিপক্ষ হইলেও তাহা-দিগকে তুমি ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছ, অতএব বরুণের বন্ধন হইতে যে নন্দকে মুক্তিদান করিয়াছ, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি ? ॥৪২॥

(ইত্যগ্রতো দর্শয়ন্তী)

ভূমৌ ভারতমুত্তমং মধুপুরী তত্রাপি তত্রাপ্যলং
বৃন্দারণ্যমিহাপি হন্ত ! পুলিনং তত্রাপি রাসস্থলী ।
গোপীকান্তপদদ্বয়ী-পরিচয়প্রাচুর্য্য-পর্য্যাচিতা
যস্যাং সন্তি মহামুনেরপি মনোরাজ্যার্চ্চিতা রেণবঃ ॥ ৪৩ ॥

রাধা। (সচমৎকারম্) হন্ত হন্ত ! কধং সা বেণুসদ্দমাহুরী সুণীঅদি ?

(ইত্যানন্দভরাবেশেন কতিচিৎ পদানি গত্বা সোন্মাদম্)

ভূমাবিত্যাদি। সারালঙ্কারঃ। তল্লক্ষণম্,—উত্তরোত্তরমুৎকর্ষো ভবেৎ সারঃ পরাবধিরিতি ॥ ৪৩ ॥

রাধেতি। কথং সা বেণুশব্দমাধুরী শ্রূয়তে ?

(ইহা বলিয়া অগ্রে অবলোকন পূর্ব্বক)

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ উত্তম, তাহার মধ্যে আবার মধুপুরী শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যে যমুনাপুলিন শ্রেষ্ঠতম, তন্মধ্যে আবার রাসস্থলী আরও শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাহাতে গোপিকা ও শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ের পরিচয়প্রাচুর্য্য-সমন্বিত রেণুসকল মহামুনি নারদেরও মনোরাজ্যে অর্চ্চিত হইয়া বিরাজ করিতেছে ॥ ৪৩ ॥

রাধা। (চমৎকৃতির সহিত) কি আশ্চর্য্য ! কি আশ্চর্য্য ! সেই বেণুশব্দ-মাধুর্য্য শুনা যাইতেছে ?

(এই বলিয়া আনন্দাতিশয্যে কয়েক পদ গমন করিয়া উন্মাদের ন্যায়)

বংশীং মাতর্বনভুবি জগন্মোহয়ন্তীং নিশম্য
প্রোদ্যদূর্ণাভরতরলধীর্গন্তুমস্মি প্রবৃত্তা।
দ্বারি স্থূলং নিহিতমচিরাদর্গলং চেত্ত্বয়াগ্রে
কেনেদং বা মদ-সুপদবী-সীম্নি শক্যং বিধাতুম্ ॥ ৪৪ ॥

(ইত্যুদ্ঘূর্ণতে)

কৃষ্ণঃ। (সৌৎসুক্যম্)
নিমজ্জতি নিমজ্জতি প্রণয়কেলিসিন্ধৌ মনো
বিঘূর্ণতি বিঘূর্ণতি প্রমদ-চক্রকীর্ণং শিরঃ।

বংশীমিতি। মাতরিতি সম্বোধনং শব্দমাত্রোক্তত্বাদ্রসাবহম্। কেন জনেন মদ-সুপদবী-সীম্নি ইদমর্গলং বিধাতুং শক্যং স্যাৎ ॥ ৪৪ ॥
কৃষ্ণ ইতি। নিমজ্জতীত্যাদি। আবশ্যকার্থে বীপ্সা। অবশ্যং নিমজ্জতি

হে মাতঃ! বনভূমিতে জগতের মোহকারিণী বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমি উদ্ঘূর্ণাভরে চঞ্চলচিত্তা হইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তুমি যদি দ্বারে স্থূল অর্গল স্থাপিত কর, তাহাতে ক্ষতি নাই,—কিন্তু কি প্রকারে আমার প্রাণনির্গম-পথের সীমায় অর্গল দান করিতে সমর্থ হইবে? ৪৪ ॥

(এই বলিয়া উদ্ঘূর্ণগ্রস্ত হইলেন)

কৃষ্ণ। (ঔৎসুক্য সহকারে) "রাধ" নামক এই অক্ষরদ্বয়ের যাহা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, সেই শব্দ একবার শ্রবণপথে আরোহণ করিলেই

অহো ! কিমিদমাবয়োঃ সপদি রাস-নামাক্ষর-

দ্বয়ী-জমুষি নিস্বনে শ্রবণবীথিমারোহতি ॥ ৪৫ ॥

নববৃন্দা। সখি ! চিত্রগতোঽপি রাসোৎসবস্তব সত্যো বভূব।

রাধা। হদ্ধী হদ্ধী ! কথং ক্খু চিত্তং জ্জেব্ব এদং ?

কৃষ্ণঃ। নব-মদনবিনোদৈঃ কেলিকুঞ্জেষু রাধে !

নিমিষবদুপরামং কামমাসেদুষীণাম্।

উপচিতপরিতোষ-প্রোষিতাপত্রপাণাং

স্মরসি কিমিব তাসাং শারদীনাং ক্ষপাণাম ॥৪৬॥

অবশ্যং বিঘূর্ণতীত্যর্থঃ। রাসনামেতাক্ষরদ্বয্যা জমুর্যস্য'ং তস্মিন্নিস্বনে শ্রবণবীথিমারোহতি সতি ॥ ৪৫ ॥

রাধেতি। হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! কথং খলু চিত্রমেবৈতৎ ?

কৃষ্ণ ইতি। উপরামং বিরামম্। আসেদুষীণাং প্রাপ্তানাম্। উপচিতঃ সমৃদ্ধো যঃ পরিতোষস্তেন প্রোষিতা গতা অপত্রপা লজ্জা যাসু তাসাং ক্ষপাণাং রাত্রীণাং কিং স্মরসি ? ইবেতি বাক্যালঙ্কারে,—"স্মৃত্যর্থ-ধাতূনাং কর্ম্মণি ষষ্ঠী" ॥ ৪৬ ॥

আমাদের উভয়ের মন প্রণয়কেলিসিন্ধুতে নিশ্চিন্তভাবে নিমগ্ন হয় এবং আনন্দচক্রে নিবিষ্ট হইয়া মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতে থাকে ॥ ৪৫ ॥

নববৃন্দা। সখি ! এই রাসোৎসব চিত্রগত হইয়াও তোমার সম্বন্ধে সত্য হইয়াছে।

রাধা। হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! এ কি তবে চিত্রে পরিণত হইল ?

কৃষ্ণ। হে রাধে ! যে সমুদয় রাত্রিতে কেলিকুঞ্জ-সমূহে নবমদনবিনোদনের দ্বারা পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া লজ্জা দূরীভূত হইয়াছিল এবং যে সকল রাত্রি নিমেষের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল, সেই সকল শারদীয়া রজনীর কথা কি তোমার স্মরণ আছে ? ॥ ৪৬ ॥

(ইত্যুৎকম্পমভিনীয়)

যমুনোপবনে ভবদ্বিধাভি-
বিবিধৈঃ কেলিভিরস্মৃতাপরাণি।
পুনরপ্যতুলোৎসবানি রাধে !
ভবিতারঃ কিমু তানি বাসরাণি ॥ ৪৭ ॥

নবৃন্দা। বিদ্যোততে তস্য সুদর্শনস্য
প্রসাদতীর্থং বনমম্বিকায়াঃ।
নীতস্তনুং কুণ্ডলিনীং হরির্যং
বিমোক্ষয়ন্ কুণ্ডলিকায়তোঽপি ॥ ৪৮ ॥

যমুনেতি। ভবদ্বিধাভিঃ সহ যে বিবিধাঃ কেলয়স্তৈরস্মৃতমপরং বস্তু যেষু তানি। অতুল উৎসবো যেষু তানি, কিমু ভবিতারো ভবিষ্যন্তি ? বাসরাণি দিবসানি। বা তু ক্লীবে দিবস-বাসরাবিত্যমরঃ ॥ ৪৭ ॥

নববৃন্দেতি। বিদ্যোততে বিরাজতে। যং সুদর্শনং কুণ্ডলিকায়তঃ সর্প-শরীরাৎ বিমোক্ষয়ন্ হরিঃ কুণ্ডলিনীং কুণ্ডলশালিনীং তনুং নীতঃ ॥ ৪৮ ॥

(ইহা বলিয়া উৎকম্প প্রকাশ পূর্ব্বক)

রাধে ! যমুনাতটবর্ত্তী উপবনে তোমাদিগের সহিত বিবিধ ক্রীড়ায় অন্য সকলই ভুলিয়া গিয়াছিলাম, পুনরায় কি ঐরূপ অতুল উৎসবপূর্ণ দিন উপস্থিত হইবে ? ॥ ৪৭ ॥

নববৃন্দা। এই অম্বিকাবনে সেই সুদর্শনের প্রসাদতীর্থ বিরাজ করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ এই সুদর্শনকে সর্পশরীর হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্যাধরদেহ প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

মধুমঙ্গলঃ। এসো সঙ্খউড়ো।

রাধা। (সভয়ম্) পরিত্রাহি পরিত্রাহি।

(ইতি কৃষ্ণমালিঙ্গতি)

কৃষ্ণঃ। (পরিরম্ভসুখমভিনীয়) সাধু, রে ভ্রাতঃ শঙ্খচূড়! সংরম্ভাদুন্মথিতোঽপি মে ত্বমলব্ধপূর্ব্বং প্রমোদমেব কৃতবান্।

নববৃন্দা। পশ্য পশ্য,

শম্ভুর্বৃষং নয়তি মন্দরকন্দরান্ত-
ভীতঃ সলীলমপি যত্র শিরোধুনানে।
আঃ কৌতুকং কলয়-কেলি-লবাদরিষ্টং
তং দৈত্যপুঙ্গবমসৌ হরিরুন্মমাথ ॥ ৪৯ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। এষঃ শঙ্খচূড়ঃ।

নববৃন্দেতি। যত্র অরিষ্টে। আ ইত্যাশ্চর্য্যে অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ ॥৪৯॥

মধুমঙ্গল। এই সেই শঙ্খচূড়।

রাধা। (সভয়ে) রক্ষা কর, রক্ষা কর। (বলিয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন)

কৃষ্ণ। (আলিঙ্গনসুখ আস্বাদ করিয়া) হে ভ্রাতঃ শঙ্খচূড়! সাধু সাধু, তোমাকে সংঘর্ষে বিনষ্ট করিলেও তুমি আমাকে পূর্ব্বে কখনও যে আনন্দলাভ কর নাই, তাহা দান করিলে।

নববৃন্দা। দেখ, দেখ—যে অরিষ্টাসুর লীলাভরে শিরঃ কম্পিত করিলে শম্ভু ভীত হইয়া নিজ বৃষকে মন্দর পর্ব্বতের গুহায় লইয়া যান, কি আশ্চর্য্য, সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ অরিষ্টকে শ্রীহরি কৌতুকবশে ক্রীড়া করিতে করিতে বধ করিলেন॥ ৪৯ ॥

(পুনঃ প্রদর্শ্য)

স্কন্ধেম্বিন্দীবরাক্ষীণাং যঃ কিলেন্দীবরায়তে।

চিত্রং ভুজঃ স তে কেশিভিদায়াং ভিদুরায়তে ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণঃ। এতদ্ব্যোমাসুরং বৃত্বত্যা মুক্তিপতিম্বরায়া রঙ্গস্থলম্।

মধুমঙ্গলঃ। এসো অক্কুরো, ইত্যর্দ্ধোক্তে।

রাধা। হা হা! কিং করিস্সং?

(ইতি মূর্চ্ছতি)

স্কন্ধেম্বিতি। ভিদুরমিবাচরতি। কুলিশং ভিদুরং পবিরিত্যমরঃ ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণ ইতি। পতিম্বরায়াঃ মুক্তিকন্যায়াঃ।

রাধেতি। হা হা খেদে! কিং করিষ্যামি?

(পুনরায় দেখাইয়া)

হে কৃষ্ণ! তোমার যে হস্ত নীলকমললোচনা ব্রজবালাগণের স্কন্ধে প্রযুক্ত হইলে নীলপদ্মের ন্যায় কোমল ও স্নিগ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কি আশ্চর্য্য, সেই বাহুই আবার কেশী দানবের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া বজ্রের ন্যায় ব্যবহার করিল ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণ। ব্যোমাসুরকে যিনি বরণ করিয়াছিলেন, এই সেই মুক্তিকন্যার ক্রীড়াক্ষেত্র অর্থাৎ এখানেই ব্যোমাসুরের মৃত্যু হইয়াছিল।

মধুমঙ্গল। এই যে অক্রূর—(এই বলিয়া কথা শেষ করিলেন না)

রাধা। হায়! হায়! তবে কি করিব?

(এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন)

কৃষ্ণঃ। (সসম্ভ্রমমালিঙ্গ্য) কোমলে! মা কাতরীভূঃ, ইদং খলু চিত্রম্।

রাধা। (সাবহিত্থম্) অব্বো! দারুণদা পসঙ্গস্‌স, জো চিত্তগদোবি সন্তাবেদি।

নববৃন্দা। এষ মথুরাপ্রস্থানোপক্রমঃ।

কৃষ্ণঃ।

বিরমতু নববৃন্দে! গান্ধিনেয়স্থ যাত্রা-
বিবৃতিরনুসরেমামগ্রিমালেখ্যলক্ষ্মীম্।
স্মৃতিপথমধিরূঢ়ৈর্ভূরিভিস্তৈঃ প্রিয়ায়াঃ
করুণবিলপিতৈর্মে বিস্ফুটত্যন্তরাত্মা ॥ ৫১ ॥

রাধেতি। আশ্চর্য্যম্! দারুণতা প্রসঙ্গস্থ, যশ্চিত্রগতোঽপি সন্তাপয়তি।
কৃষ্ণ ইতি। আলেখ্যলক্ষ্মীং চিত্রশোভাম্ ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণ। (সম্ভ্রমের সহিত আলিঙ্গন করিয়া) হে কোমলে! কাতর হইও না, ইহা চিত্রমাত্র।

রাধা। (ভাবগোপন পূর্ব্বক) অহো! এই প্রসঙ্গের কি দারুণতা! এই ব্যাপার চিত্রিত হইয়াও সন্তাপ প্রদান করে।

নববৃন্দা। এই যে মথুরা-প্রস্থানের উপক্রম।

কৃষ্ণ। নববৃন্দে! অক্রূরের যাত্রার বিবরণ এখন থাকুক, উহার অগ্রবর্ত্তী চিত্রশোভার অনুসরণ কর, কারণ, ঐ সময়ের প্রিয়ার করুণ বিলাপ আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইয়া আমার অন্তরাত্মাকে বিদীর্ণ করিতেছে ॥ ৫১ ॥

নববৃন্দা।

হত-রাজকীয়-রজকং বায়ক-বরদায়কং দেবম্।
ধৃত-দমনক-দামানং সুদাম-দয়িতং নমস্যামি ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) প্রিয়ে! পশ্য পশ্য, তাম্বূলিকানামনুরাগম্, যৈরুভয়থা রঞ্জিতোঽস্মি।

রাধা। কীস এদং উল্লংঘিদং?

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) কথমপহ্নোতুং ন শক্তোঽস্মি, যদিয়ং সৈরিন্ধ্রীমেব বিলোকতে।

নববৃন্দেতি। দমনক মালা ইতি খ্যাতিঃ। সুদামা মালাকারস্তস্য দয়িতম্ ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণ ইতি। যৈস্তাম্বূলিকৈরুভয়থা হৃদয়গচ্ছতা, তাম্বূলরাগেণ চ রাগং প্রাপিতোঽস্মি।

রাধেতি। কস্মাদেতদুল্লঙ্ঘিতম্?

কৃষ্ণ ইতি। সৈরিন্ধ্রীং কুব্জাম্।

নববৃন্দা। যিনি রাজকীয় রজককে বধপূর্ব্বক তন্তুবায়কে বরদান করিয়াছেন, যিনি দমনকদাম ধারণ করিয়া বিরাজমান, সেই সুদামের প্রিয়দেবকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! দেখ দেখ, তাম্বূলিকাদিগের অনুরাগ দর্শন কর, এই অনুরাগের দ্বারা আমি অন্তর্বাহে উভয় প্রকারে রঞ্জিত হইয়াছি।

রাধা। এই চিত্রটি কি কারণে ফেলিয়া গেলে?

কৃষ্ণ। (স্বগত) এই যে ইনি কুব্জাকে দেখিতেছেন, অতএব, বুঝি আর গোপন করিতে পারিলাম না।

রাধা। ণঅবুন্দে! কা এসা রাঅমগ্‌গে গোউলণাধস্‌স পীদংসু-অঞ্চলং আঅড্‌ঢদি ?

নববৃন্দা। (স্মিতং কৃত্বা মুখং নময়তি)।

কৃষ্ণঃ। (কিঞ্চিৎ বিহস্য)

অনিযুক্তাপি নিপুণা দূতীয়ং ত্বয়ি বৎসলা।
মামভ্যর্থয়তে ধৃত্বা পটে গোষ্ঠনিনীষয়া ॥ ৫৩॥

রাধা। এসা মুহরীকিদ-বম্‌হণ্ডা-কিত্তিমণ্ডলী, তা কিত্তিঅং ঢক্কিস্‌সসি ?

রাধেতি। নববৃন্দে! কা এষা রাজমার্গে গোকুলনাথস্য পীতাংশুকাঞ্চল-মাকর্ষয়তি ?

কৃষ্ণ ইতি। গোষ্ঠনিনীষয়া গোষ্ঠং নেতুমিচ্ছয়া ॥ ৫৩ ॥

রাধেতি। এষা মুখরীকৃত-ব্রহ্মাণ্ডকীর্ত্তিমণ্ডলী, তস্মাৎ কিয়ৎ আচ্ছাদয়িষ্যতি ভবানিতি শেষঃ।

রাধা। নববৃন্দে! এই রাজপথে গোকুলনাথের পীতবস্ত্রের অঞ্চল আকর্ষণ করিতেছে এ কে ?

নববৃন্দা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া মুখ নামাইলেন)

কৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) এই দূতী অতিশয় নিপুণা। তুমি ইহাকে নিযুক্ত না করিলেও তোমার প্রতি এ অতি স্নেহপরায়ণা, সেই হেতু এই দূতী আমার বস্ত্র ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৫৩ ॥

রাধা। এই ব্যক্তি তোমার কীর্ত্তিমণ্ডলীর দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ করিয়াছে, তাহার কতটুকু আর ঢাকিয়া রাখিবে ?

নববৃন্দা। পশ্য পশ্য,

বনমালাং ভজমানৈর্গুরুরপি পোষ্টাপি দানপূরেণ।
অলিভিরমোচি করীন্দ্রো হরিসেবা ধর্ম্মতো হি বরা ॥ ৫৪ ॥

অহহ! ভোঃ! পশ্যত।

ত্রাসিত-মল্লমরালঃ কৃষ্ণঘনোঽয়ং নিরাকৃতোত্তাপঃ।
জগতো জীবনদায়ী ন হি কংসস্যোদয়ং কুরুতে ॥ ৫৫ ॥

নববৃন্দেতি। কৃষ্ণস্য বনমালাং ভজমানৈরলিভির্গুরুরপি দানপূরেণ পোষ্টাপি করীন্দ্রোঽমোচি ত্যক্তঃ। হি যস্মাৎ হরিসেবা ধর্ম্মতো বরা স্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

ত্রাসিতমিতি। ত্রাসিতা মল্লা এব মরালা যেন সঃ। নিরাকৃতা উত্তাপা আধ্যাত্মিকাদয়ঃ। পক্ষেঽর্কজা যেন সঃ। জীবনদায়ী। পক্ষে প্রাণ-রক্ষকঃ। কংসস্য কংসাখ্যাসুরস্যোদয়ং ন হি কুরুতে, পরং তু মৃতিং কুরুত ইত্যর্থঃ। মেঘপক্ষে, কমিত্যেকপদম্। শিরশ্চালনেন কংসসন্তা-নামুদয়ং ন হি কুরুতে, পরং তু সর্ব্বসস্যোদয়ং কুরুত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

নববৃন্দা। দেখ দেখ, যেহেতু হরিসেবা ধর্ম্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহা মনে করিয়া বনমালায় আসক্তি বশতঃ অলিকুল মদজলের দ্বারা পোষণকর্ত্তা গুরুতর করীন্দ্রকেও ত্যাগ করিয়াছে ॥ ৫৪ ॥

কি আশ্চর্য্য! দেখ দেখ, কৃষ্ণরূপ মেঘ মল্লমরালগণের ভয় উৎপাদন করিয়া সমুদায় তাপ নিবারণ করিলেন, কিন্তু তিনি জগতের জীবনদায়ক হইলেও কোনও প্রকারে কংসের কল্যাণবিধান করিলেন না ॥ ৫৫ ॥

রাধা। কো এসো? কেসবেণ কেসে আঅড্ঢিঅ মঞ্চাদো পড়িদো?

নববৃন্দা। এষ দুষ্টো ভূপতিঃ।

রাধা। (সানন্দম্) পিঅং মে পিঅং মে।

কৃষ্ণঃ। নূনমতিক্রান্তো যামিন্যাঃ প্রথমো যামঃ, যদেষ ছায়া-প্রপঞ্চঃ সঙ্কুকোচ, তৎ কালিন্দীতীরমনুসরামঃ।

(ইতি সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তিং নাটয়ন্তি)

রাধেতি। ক এবঃ? কেশবেন কেশে আকৃষ্য মঞ্চাৎ পাতিতঃ।

রাধেতি। প্রিয়ম্ মে প্রিয়ম্ মে।

কৃষ্ণ ইতি। ছায়াপ্রপঞ্চঃ কন্দরাবহির্জ্জেয়ঃ কন্দরে তু চন্দ্রাদীনাং অপ্রকাশত্বাৎ।

(নাটয়ন্তি অনুকুর্ব্বন্তি)

রাধা। এ কে? কেশব ইহার কেশ আকর্ষণ করিয়া উচ্চমঞ্চ হইতে ভূমিতে নিপাতিত করিতেছেন?

নববৃন্দা। এই সেই দুষ্ট রাজা কংস।

রাধা। (আনন্দভরে) আমার অতিশয় প্রীতি সাধিত হইল। কি আনন্দ!

কৃষ্ণ। নিশ্চয়ই রাত্রির প্রথম যাম অতিবাহিত হইয়াছে, যেহেতু, কন্দরের বাহিরে ছায়ার বিস্তার সঙ্কুচিত হইয়াছে, অতএব আইস, আমরা কালিন্দীতীরে গমন করি।

(ইহা বলিয়া সকলের বহির্গমন)

কৃষ্ণঃ। নেদিষ্ঠেয়ং মদঙ্গপ্রতিমায়াঃ পিণ্ডিকা, যদুপকণ্ঠে মহাবিলাস-বিদ্যাসিদ্ধি-ভূমিস্তমাল-রসালয়োরন্তরালবর্ত্তিনী সা মে কুঞ্জশালিকা। (সব্যতো বিলোক্য)

মাণিক্যকুট্টিম-তটেষু কলিন্দজায়াঃ,
পূরে চ কৌস্তুভমণাবপি বিম্বিতেন।
একেন চন্দ্রমুখি! তে মুখমণ্ডলেন
চন্দ্রাবলী বনভুবি প্রকটীকৃতাস্তি ॥ ৫৬ ॥

(প্রবিশ্য মাধব্যা সহ চন্দ্রাবলী)

চন্দ্রাবলী। হলা! বিরহুব্ভমিদা বুন্দাবণং পইট্‌ঠম্মি, জং ইন্দ-নীলপড়িবিম্বং বিণা অন্নো মে ওলম্বো ণত্থি।

কৃষ্ণ ইতি। নেদিষ্ঠাঽতিনিকটে ॥ ৫৭ ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি! বিরহোদ্‌ভ্রমিতা বৃন্দাবনং প্রবিষ্টাস্মি, যৎ ইন্দ্রনীল-প্রতিমাং বিনাঽন্যো মেঽবলম্বো নাস্তি।

কৃষ্ণ। এই স্থানের অতি নিকটেই আমার প্রতিমূর্ত্তি, ইহারই উপকণ্ঠে আমার মহাবিলাস-বিদ্যার সিদ্ধিভূমি তমাল ও রসালের অন্তরালবর্ত্তিনী সেই কুঞ্জশালিকা বিদ্যমান। (বামদিকে দৃষ্টিপাতপুরঃসর)

মাণিক্য-কুট্টিমের তটে যমুনার পুরোবর্ত্তী স্থলে কৌস্তুভমণিতে তোমার মুখমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হইয়া উহা এক হইলেও এই বনভূমিতে চন্দ্রাবলী প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৫৬ ॥

(মাধবীর সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী। সখি! বিরহে বিভ্রান্ত হইয়া আমি বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলাম। যেহেতু, এখন ইন্দ্রনীল-প্রতিমা ব্যতীত আর আমার অন্য অবলম্বন নাই।

মাধবী। ভট্টিদারিএ! সুদং মএ, সুহক্খণে পত্থাণং কদুঅ ইধ জ্জেব্ব চিট্ঠদি ভট্টা, ণ ক্খু এহিংম্পি ইদো বহ্মলোঅং পত্থিদা।

চন্দ্রাবলী। সহি! সচ্চং ভণাসি, জং এদং তস্স সোরব্বং পসরেদি, তা এত্থ চ্চেঅ হুবিস্সদি।

কৃষ্ণঃ। (কুঞ্জদেহলীমুপলভ্য) প্রিয়ে! ক্ষিপ্রমিহোপেহি, ক্ষণমনুভবাবো বিশ্রামসুখম্।

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে! শ্রুতং ময়া, শুভক্ষণে প্রস্থানং কৃত্বা ইহৈব তিষ্ঠতি ভর্ত্তা, ন খলু ইদানীমপি ইতো ব্রহ্মলোকং প্রস্থিতঃ।

চন্দ্রাবলীতি। সখি! সত্যং ভণসি, যদেতৎ তস্য সৌরভ্যং প্রসরতি, তদত্রৈব ভবিষ্যতি।

কৃষ্ণ ইতি। দেহলীং দ্বারম্।

মাধবী। রাজকন্যে! আমি শুনিয়াছি, ভর্ত্তা শুভক্ষণে যাত্রা করিয়া এখানেই অবস্থিত আছেন, এখনও পর্য্যন্ত এ স্থান হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন নাই।

চন্দ্রাবলী। সখি! সত্যই বলিতেছ, যেহেতু, এই যে তাঁহার অঙ্গসৌরভ বিস্তারিত হইতেছে, অতএব তিনি এখানেই থাকিবেন।

কৃষ্ণ। (কুঞ্জদ্বারে গমন করিয়া) প্রিয়ে! এই দিকে আগমন কর, আমরা ক্ষণকাল বিশ্রামসুখ অনুভব করি।

নববৃন্দা। (স্বগতম্) প্রণয়াভ্যসূয়য়া ভ্রুবৌ ভঙ্গুরীকৃত্য নম্রমুখী কথং রসালান্তরিতা বভূব রাধা ?

চন্দ্রাবলী। (সোদ্গ্রীবকম্) হলা! পেক্খ পেক্খ, কুঞ্জঘরদুআরে অজ্জউত্তো।

কৃষ্ণঃ। অত্র ভাবি নিরাতঙ্কমারামে রমণং মম।

স্ফুরত্যস্তে কুশস্থল্যা যদ্বিদর্ভাঙ্গভূরিয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

চন্দ্রাবলী। মাহবি! নূণং দিট্‌ঠম্হি, জং বিদব্ভঙ্গভু ত্তি বাহরীঅদি।

নববৃন্দেতি। প্রণয়াভ্যসূয়য়েত্যাদি বাক্যেন নববৃন্দায়া সম্ভোগো ব্যঞ্জিত ইতি জ্ঞেয়ম্।

চন্দ্রাবলীতি। সখি! পশ্য পশ্য, কুঞ্জগৃহদ্বারে আর্য্যপুত্রঃ।

কৃষ্ণ ইতি। অত্রারামে মম নিরাতঙ্কং রমণং ভবিষ্যতি। যৎ যস্মাৎ হে নববৃন্দে! কুশস্থল্যা অন্তে বিদর্ভাঙ্গভূরিয়ং স্ফুরতি। ভূমের্দর্ভরাহিত্যে-নোত্তরীয়াস্তরণমাত্রাৎ রমণমপি সুখজনকং স্যাদিতি ব্যঙ্গম্। পক্ষে, বিদর্ভদেশীয়ো রাজা বিদর্ভো ভীষ্মকঃ। তস্যাঙ্গাজ্জাতা রুক্মিণী ॥ ৫৭ ॥

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি! নূনং দৃষ্টাস্মি, যদ্বিদর্ভাঙ্গভূরিতি ব্যাহরতি।

নববৃন্দা। (স্বগত) প্রণয়জনিত অত্যন্ত অসূয়ার দ্বারা ভ্রূদ্বয় বক্র করিয়া শ্রীরাধিকা কেন নম্রমুখী হইয়া আম্রবৃক্ষের অন্তরালস্থিতা হইলেন ?

চন্দ্রাবলী। (গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক) সখি! দেখ দেখ, আর্য্যপুত্র কুঞ্জগৃহদ্বারে অবস্থিত।

কৃষ্ণ। এই স্থলে নির্ভয়ে আমাদের মিলন হইবে, যে হেতু এই বিদর্ভরাজ-তনয়া এখন দ্বারকায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

চন্দ্রাবলী। মাধবি! আর্য্যপুত্র নিশ্চয়ই আমাকে দেখিয়াছেন, যেহেতু, "বিদর্ভ অঙ্গভূ" এইরূপ বলিতেছেন।

মাধবী। লদন্দরিদাসি, কুদো দংসণসম্ভাবণা? ণূণং উক্কণ্ঠিদো এসো ভাঅণাএ তুমং পেক্খদি, তা অতক্কিদং এক্কিআ গদুঅ আণন্দেহি ণং।

কৃষ্ণঃ। উচিতা হৃদয়ার্পণায় গৌরী
তরলালোকময়ী গুণোজ্জ্বলাত্মা।
নব-হারলতেব রুক্মিণী মে
কিমিয়ং কণ্ঠতটে ন সন্নিধত্তে ॥ ৫৮ ॥

মাধবীতি। লতান্তরিতাসি, কুতো দর্শনসম্ভাবনা? নূনং উৎকণ্ঠিত এষঃ ভাবনয়া ত্বাং পশ্যতি, তৎ অতর্কিতং একিকা গত্বা আনন্দয় এতম্।

কৃষ্ণ ইতি। ইয়ং রাধা নব-হারলতেব কিং মে কণ্ঠতটে ন সন্নিধত্তে। গৌরী গৌরবর্ণা। পক্ষে, স্বর্ণময়ত্বাদ্গৌরী; তরলশ্চঞ্চলো য আলোকো দৃষ্টিস্তৎপ্রচুরা। প্রাচুর্য্যে ময়ট্। পক্ষে, তরলহারমধ্যগত-নায়কঃ। তস্যালোকো দীপ্তিস্তন্ময়ী। গুণৈঃ পক্ষে গুণেন সূত্রেণোজ্জ্বলাত্মা। রুক্মিণী কান্তিমতী। পক্ষে, স্বর্ণময়ী। রুক্মিণীতি পদেন দেব্যা অপি বোধো ভবতি ॥ ৫৮ ॥

মাধবী। তুমি যখন লতান্তরে অবস্থান করিতেছ, তখন তোমার দর্শন-সম্ভাবনা কোথায়? তবে বোধ হইতেছে, ইনি উৎকণ্ঠিত হইয়া চিন্তার দ্বারাই তোমাকে দেখিতেছেন, অতএব তুমি অলক্ষিতে একাকিনী ইঁহার নিকট গমন করিয়া ইঁহাকে আনন্দিত কর।

কৃষ্ণ। চঞ্চললোচনা এই গৌরী রুক্মিণী (অর্থান্তরে স্বর্ণময়ী) হারলতার ন্যায় গুণের দ্বারা উজ্জ্বলস্বরূপা হইয়া আমায় হৃদয়ে অর্পিতা হইবার উপযুক্তা হইয়া কণ্ঠতটে সংলগ্ন হইবেন না? ৫৮ ॥

চন্দ্রাবলী। (উপসৃত্য কৃষ্ণমপাঙ্গেন পশ্যন্তী পুরোঽবতস্থে)

কৃষ্ণঃ। (সবিস্ময়ানন্দম্) অহো! রসালতরুণা তিরোধায় কথং তমালমূলাদুপস্থিতাসি ?

চন্দ্রাবলী। (সশঙ্কং নববৃন্দা-মুখমীক্ষতে)।

নববৃন্দা। দেব! দেবী সাক্ষাদীয়ং দীব্যতি।

কৃষ্ণঃ। নববৃন্দে! ন কেবলমাকল্পেন, কিন্তু সঙ্কল্পেনাপি, যদীয়ং তাদৃশীমেব গম্ভীরতামবলম্বতে।

চন্দ্রাবলী। (স্বগতম্) ইমিণা বাহারেণ সুট্ঠু সংদিহাণহ্মি কিদা।

কৃষ্ণ ইতি। আকল্পেন বেশেন। সংকল্পেনাপি অন্তর্বৃত্ত্যাপি। ইয়ং রাধা তাদৃশীমেব দেবী-সদৃশীমেব গম্ভীরতাং গাম্ভীর্য্যমবলম্বতে।

চন্দ্রাবলীতি। অনেন ব্যাহারেণ সুষ্ঠু সন্দিগ্ধাস্মি কৃতা।

চন্দ্রাবলী। (অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণকে অপাঙ্গদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া, সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।)

কৃষ্ণ। (বিস্ময়ের সহিত আনন্দভরে) অহো! কি আশ্চর্য্য! তুমি রসালতরুর অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া কি করিয়া তমালতরুর মূল হইতে বহিষ্কৃত হইলে ?

চন্দ্রাবলী। (সভয়ে নববৃন্দার মুখের প্রতি তাকাইতে লাগিলেন)

নববৃন্দা। দেব! এই যে দেবী সাক্ষাতে বিরাজ করিতেছেন।

কৃষ্ণ। নববৃন্দে! কেবল বেশের দ্বারাই নহে, পরন্তু, অন্তর্বৃত্তির দ্বারাও; যেহেতু, ইনিও তাঁহার ন্যায় গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন।

চন্দ্রাবলী। (স্বগত) এইরূপ বাক্যে আমি অতিশয় সন্দিগ্ধা হইলাম।

কৃষ্ণঃ। (নববৃন্দামবেক্ষ্য) সত্যভামা ময়ি কথম্ ?

(ইত্যর্দ্ধোক্তে নববৃন্দা দৃশং কুণয়তি)

চন্দ্রাবলী। (সখেদং নীচৈঃ) হুঁ, বিণ্ণাদং পেম্মগউরবং।

কৃষ্ণঃ। (নিভাল্য স্বগতম্) হন্ত! কথমসৌ দেবী ? ভবতু, সম্বরীতুং প্রযতিষ্যে।

(প্রকাশম্)

সতী কথমভামা মে দেবী নাদ্য প্রসীদতি।
নিদানমবিদৎ সদ্যঃ খিদ্যতে হৃদয়ং মম ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণ ইতি। সত্যভামা ময়ি কথম্ ? শ্রান্তেনাদ্য প্রসীদতীতি বক্তব্যে সত্যভামা ময়ি কথম।

(ইত্যর্দ্ধোক্তে সতি)

চন্দ্রাবলী। হুঁ, বিজ্ঞাতং প্রেমগৌরবম।

কৃষ্ণ ইতি। অভামা অকোপনা ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণ। (নববৃন্দাকে অবলোকন করিয়া) সত্যভামা আমাকে কেন?
(এই অর্দ্ধোক্তিতে নববৃন্দা চক্ষু সঙ্কুচিত করিলেন)

চন্দ্রাবলী। (খেদের সহিত ধীরে ধীরে) হুঁ, প্রেমের গৌরব জানিলাম।

কৃষ্ণ। (অবলোকন করিয়া স্বগত) হায় হায়! ইনি কি দেবী! তবে সম্বরণ করিবার জন্য যত্ন করি। (প্রকাশ্যে) দেবী অকোপনা হইয়াও কেন অদ্য প্রসন্না হইতেছেন না, ইহার কারণ না জানিয়া আমার হৃদয় সদ্যই ব্যথিত হইয়া পড়িতেছে ॥ ৫৯ ॥

চন্দ্রাবলী। মাহবি! কুদোসি?

মাধবী। (উপসৃত্য) এসহ্মি।

কৃষ্ণঃ। (সশঙ্কমাত্মগতম্)

নিজতনোবিতনোতু সখে! ভবান্
সপদি বাল-রসাল! বিশালতাম্।
বরতনুং পুরতস্তব তস্থুষীং
ন হি যথা পরিপশ্যতি রুক্মিণী ॥ ৬০ ॥

মাধবী। ভট্টিদারিএ! রসালমূলে পেক্খ অপ্পনো দুদিঅং তণুঅং!

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি! কুতোঽসি?

মাধবীতি। এষাস্মি।

কৃষ্ণ ইতি। বিশালতাং প্রকাণ্ডতাম্। তস্থুষীং স্থিতাম্ ॥ ৬০ ॥

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে! রসালমূলে পশ্য আত্মনো দ্বিতীয়াং তনুকাম্।

চন্দ্রাবলী। মাধবি! তুমি কোথায়?

মাধবী। (নিকটে আসিয়া) এই যে আমি।

কৃষ্ণ। (শঙ্কার সহিত মনে মনে) হে সখে! হে বাল-রসাল! তুমি নিজ তনুর বিশালতা একবার এমন ভাবে বিস্তার কর, যাহাতে তোমার অন্তরালে অবস্থিতা সেই সুন্দরীকে রুক্মিণী দেখিতে না পান ॥ ৬০ ॥

মাধবী। রাজকন্যে! রসালমূলে আপনার দ্বিতীয় শরীরকে দর্শন কর।

চন্দ্রাবলী। (সমীক্ষ্য) জুত্তং ক্খু এদং। (ইতি নম্রীভবতি)

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) সহকারস্য নাত্র সহকারিতা জাতা, ভবতু, কৈতবমেব সহায়ং করিষ্যে।

(প্রকাশম্)

তুণ্ডমুন্নময় তাণ্ডবিতাক্ষং
লজ্জতাং দিবি কুরঙ্গকলঙ্কঃ।
ম্লানতাং তব সমীক্ষ্য বিদূয়ে
জীবিতাদপি মমাভ্যধিকাসি॥ ৬১॥

চন্দ্রাবলীতি। যুক্তং খল্বেতৎ।

কৃষ্ণ ইতি। সহকারস্য আম্রস্য, সহকারিতা সাহায্যম্। আম্রশ্চূতো রসালোঽসৌ সহকারোঽতিসৌরভ ইত্যমরঃ।

তুণ্ডমুন্নময় ইতি। তুণ্ডং মুখম্। তাণ্ডবিতে অক্ষিণী যত্র তৎ। দিবি আকাশে। কুরঙ্গকলঙ্কশ্চন্দ্রঃ। বিদূয়ে দুঃখং লভে। জীবিতাৎ জীবনাৎ॥ ৬১॥

চন্দ্রাবলী। (ভাল করিয়া দেখিয়া) ইহা নিশ্চয় উপযুক্ত হইয়াছে। (এই বলিয়া নত হইলেন)

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ স্থানে সহকারের দ্বারা কোনও সাহায্য হইল না, যাউক, এখন কৈতবকেই সহায় করি।

(প্রকাশ্যে) দেবি! চঞ্চললোচনশালী তোমার বদনখানি উত্তোলন কর, তোমার এই মুখচন্দ্র দেখিয়া মৃগলাঞ্ছন চন্দ্রদেব লজ্জিত হইল, তোমার বদনচন্দ্র মলিন দেখিয়া বড়ই দুঃখ হইতেছে, যেহেতু, তুমি আমার জীবন হইতেও অধিক॥ ৬১॥

মাধবী। দেঅ! ইমাণং পেম্মকোমলাণং অক্খরাণং মা ক্খু ণং অহিরূবং জাণাহি, জং এসা সচ্চা ণ হোদি।

কৃষ্ণঃ। সাধু সাধু, মাধবিকে! সাধু, মদীয়-হৃদয়াশঙ্কা ত্বয়া নিরস্তা, তদিন্দ্রজালাভিজ্ঞয়া নববৃন্দয়ৈব নির্ম্মিতেয়ং মায়িকী দেবী, রসালমূলবর্ত্তিনী খলু সত্যা।

(ইতি সসম্ভ্রমেণাম্রমুপেত্য সানুনয়ম্)

অন্তঃপ্রসাদ-সুধয়া প্লবনাদ্বিশুদ্ধা
শুদ্ধান্ততস্ত্বমভিতঃ স্বয়মাগতাসি।

মাধবীতি। দেব! এষাং প্রেমকমলানাং অক্ষরাণাং মা খলু এতামভিরূপাং জানীহি, যৎ এষা সত্যা ন ভবতি।

অন্তরিতি। শুদ্ধান্ততঃ অন্তঃপুরাৎ। অন্তঃকরণে প্রসাদ এব সুধা তয়া

মাধবী। দেব! ইঁহাকে তোমার প্রেমকোমল অক্ষর সকলের যোগ্য বলিয়া বুঝিও না, কারণ, ইতি সত্যা নহেন।

কৃষ্ণ। মাধবিকে! সাধু সাধু, তুমি আমার হৃদয়ের আশঙ্কা নিরস্ত করিলে। ইন্দ্রজালাভিজ্ঞা নববৃন্দাই বুঝি তবে এই মায়াময়ী দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, আর রসালমূলবর্ত্তিনী মূর্ত্তিই বুঝি সত্যা।

(অতএব আম্রমূলনিকটে গমন করিয়া অনুনয় সহকারে)

দেবি! হৃদয়ের সন্তোষরূপ অমৃতের দ্বারা প্লাবিত হইয়া তুমি বিশুদ্ধা হইয়াছ, এই জন্যই তুমি অন্তঃপুর হইতে নিজেই এখানে

এতাং বৃথা প্রথয়সি প্রবলামকাণ্ডে
কিং কুণ্ডিনেশ্বরসুতে! ময়ি মানমুদ্রাম্ ॥ ৬২ ॥

নববৃন্দা। দেব! মাধবীপার্শ্বে দেবী।

কৃষ্ণঃ। নববৃন্দে! তর্হি কিমিয়ং রসালমূলে মায়িকী?

নববৃন্দা। ন মায়িকী, কিন্তু দেব্যাঃ কাচিদেষা প্রিয়সখী, সত্যা নাম।

কৃষ্ণঃ। অহো! গভীরতা দেবীকারুণ্যনির্ঝরাণাং যৈরালীজনেঽপি সারূপ্যামৃতং প্রণীয় বাঢ়ং ভ্রমিতোঽস্মি।

প্লবনাৎ বিশুদ্ধা মালিন্যাদিরহিতা। অকাণ্ডে অসময়ে। হে কুণ্ডিনেশ্বরসুতে! হে দেবি! ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণ ইতি। গভীরতা গাম্ভীর্য্যম্। প্রণীয় প্রকর্ষেণ নীত্বা।

আসিয়াছ, অতএব হে কুণ্ডিনেশ্বরসুতে! অসময়ে আমার প্রতি বৃথা কেন এই প্রবল মানমুদ্রার বিস্তার করিতেছ? ॥ ৬২ ॥

নববৃন্দা। দেব! মাধবীর পার্শ্বে দেবী অবস্থিতা।

কৃষ্ণ। নববৃন্দে! তাহা হইলে কি এই রসালমূলেই দেবীর মায়াময়ী আকৃতি?

নববৃন্দা। মায়াময়ী নহেন, ইনি দেবীর সত্যভামানাম্নী কোনও প্রিয়সখী।

কৃষ্ণ। অহো! দেবীর করুণামৃত-নির্ঝরের কি গভীরতা! যেহেতু, উহা দ্বারা সখীজনকে সারূপ্য প্রদান করায় আমিও অতিশয় বিভ্রান্ত হইয়াছি।

রাধা। (স্বগতম্) ইদো ণীস্সরণং কৃখু সরণং।

(ইতি নববৃন্দয়া সহ নিষ্ক্রান্তা)

চন্দ্রাবলী। (সোৎপ্রাসস্মিতম্)

কজ্জল-সামলমজ্ঝং পল্লঅসোণুজ্জলং মুউন্দস্স।

গুঞ্জফলম্বিব অহরং মাহবি! দট্ঠূণ ণন্দামি ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণঃ। দেবি! মান্যথা শঙ্কিষ্ঠাঃ, সমাঘ্রায়মানাদামোদিনঃ শৈলশিলাখণ্ডাৎ কস্তূরী বিলগ্না।

রাধেতি। ইতো নিঃসরণং খলু শরণম্।

চন্দ্রাবলীতি। কজ্জল-শ্যামমধ্যং পল্লবশোণোজ্জ্বলং মুকুন্দস্য। গুঞ্জা-ফলমিব অধরং মাধবি! দৃষ্ট্বা নন্দামি ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণ ইতি। আমোদিনঃ সুগন্ধিনঃ।

রাধা। (স্বগত) এখান হইতে নির্গমন করাই আমার একমাত্র উপায়। (এই বলিয়া নবৃন্দার সহিত নিষ্ক্রমণ)

চন্দ্রাবলী। (উৎপ্রাস সহকারে মৃদুহাস্য করিয়া) মাধবি! কজ্জলশ্যামল-মধ্য নবপল্লব তুল্য গুঞ্জাফলের ন্যায় অধর দর্শন করিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণ। দেবি! অন্যরূপ আশঙ্কা করিও না, সুগন্ধী শৈলশিলাখণ্ডের আঘ্রাণ করায় তাহা হইতে কস্তূরী লাগিয়া থাকিবে।

চন্দ্রাবলী। দেঅ! আকোমারং সুট্‌ঠু অজ্‌ঝাবিদম্হি, তা অলং ইমিণা অজ্‌ঝাবণপরিস্‌সমেণ।

মাধবী। ভট্টিদারিএ! ওসরে উবস্‌সপ্পিণিজ্জা ঈস্‌সরা হোন্তি, তা অণহিগ্নাণং অম্হাণং ণীদিপ্পবন্ধাদিক্কমং কৃখমাবেহি দুআরবদীণাধং।

কৃষ্ণঃ। মাধবি! চিত্রা তে প্রকৃতিঃ, যা ধৃতজিহ্মগীভাবাপি নকুলীনাং চর্য্যামুদ্গিরতি।

চন্দ্রাবলীতি। দেব! আকৌমারং সুষ্ঠু অধ্যাপিতাস্মি, তদলমনেন অধ্যাপনপরিশ্রমেণ।

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে! অবসরে উপসর্পণীয়াঃ ঈশ্বরা ভবন্তি, তদনভিজ্ঞানাং অস্মাকং নীতিপ্রবন্ধাতিক্রমং ক্ষময় দ্বারবতীনাথম্।

কৃষ্ণ ইতি। যা ভবতী প্রকৃতির্বা অজিহ্মগীভাবা অকুটিলাভাবা। পক্ষে, সর্পীভাবা। কুলীনাং কুলাঙ্গনানাম্। পক্ষে, নকুলীনাং নকুলস্ত্রীণাম্, চর্য্যাং চরিত্রম্।

চন্দ্রাবলী। দেব! কৌমারকাল হইতেই অধ্যয়ন করিয়াছি, অতএব এখন আর আপনার অধ্যাপন-পরিশ্রমের আবশ্যক নাই।

মাধবী। রাজকন্যে! অবসরক্রমেই ঈশ্বরগণের উপাসনা করিতে হয়। অতএব আমাদের অনবধানতা বশতঃ যে নীতিপ্রবন্ধ অতিক্রান্ত হইয়াছে, তজ্জন্য দ্বারকানাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

কৃষ্ণ। মাধবি! তোমার প্রকৃতি অতি বিচিত্র, যেহেতু তুমি সর্পীর ভাব অবলম্বন করিয়া নকুলস্ত্রীর চরিত্র প্রকাশ করিতেছ।

(ইত্যঞ্জলিং বদ্ধা)

অত্য প্রসীদ দেবি ! প্রাণাধিকবল্লভে ! সহসা ।

স্পৃশতি ন চন্দ্রকলাঞ্চ ত্বাং চন্দ্রাবলি !　তমঃ কিমুত ॥ ৬৪ ॥

মাধবী ।　অলং ইমিণা সম্বোহণেণ, জং এসা ণ সচ্চভামা ।

কৃষ্ণ ।　সখি !　সত্যমাত্থ, যদেষা নাসত্যকোপা দেবী ।

চন্দ্রাবলী ।　দেঅ !　তুম্ম সঙ্কুইদং পেক্খিঅ চেচঅ দূএমি, তা পসীদ ণীস্সঙ্কং কীলেহি, এসা অন্তেউরং গচ্ছেমি ।

(ইতি সপরিজনা নিষ্ক্রান্তা)

অদ্যেতি ।　সহসা হাসেন হাস্তেন সহ বর্ত্তমানা ।　পক্ষে, সহসা হঠাৎ । তমো রাহুশ্চন্দ্রকলাং ন স্পৃশতি ।　হে চন্দ্রাবলি !　ত্বাং ন স্পৃশতীতি কিমুত বক্তব্যম্ ?　পক্ষে, তমঃ ক্রোধঃ ॥ ৬৪ ॥

মাধবীতি ।　অলমনেন সম্বোধনেন, যৎ এষা ন সত্যভামা ।

চন্দ্রাবলীতি ।　দেব !　তব সঙ্কোচিতাং প্রেক্ষ্য এব দুনোমি, তৎ প্রসীদ ক্রীড়, এষা অন্তঃপুরং গচ্ছামি ।

(ইহা বলিয়া অঞ্জলিবন্ধন করিয়া)

হে প্রাণাধিকে ! প্রিয়তমে ! হে দেবি !　আজ আমার প্রতি প্রসন্না হও, রাহু সহসা চন্দ্রকলা স্পর্শও করিতে পারে না, অতএব চন্দ্রাবলীকে স্পর্শের কথা আর কি বলিব ? ৬৪ ॥

মাধবী ।　এরূপ সম্বোধনে প্রয়োজন নাই, যেহেতু ইনি সত্যভামা নহেন ।

কৃষ্ণ ।　সখি !　সত্যই বলিয়াছ, যেহেতু, এই দেবী সত্যই অকোপনা ।

চন্দ্রাবলী ।　দেব !　আপনার সঙ্কোচ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া নিভয়ে ক্রীড়া করুন, এই আমি অন্তঃপুরে চলিলাম ।　(এই বলিয়া পরিজন সহ প্রস্থান)

কৃষ্ণঃ। গতাবরোধং দেবী তদ্বয়মপি গচ্ছাম।

(ইতি পরিক্রম্য)

রাধা মদাননতরঙ্গদপাঙ্গকোটিঃ

ক্রীড়াপ্রসঙ্গভরভঙ্গ-বিবর্ণবক্ত্রা।

দেবীং বিলোক্য সহসা নমিতোত্তমাঙ্গা

মাকন্দগূঢ়তনুরাশ্রয়তে মনো মে ॥ ৬৪ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে চিত্রদর্শনো

নাম নবমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

কৃষ্ণ ইতি। মদাননে তরঙ্গন্তী অপাঙ্গ-কোটির্যস্যাঃ। ক্রীড়াপ্রসঙ্গভরস্য ভঙ্গেন বিবর্ণং বক্ত্রং যস্যাঃ সা। মাকন্দেন গূঢ়া তনুর্যস্যাঃ সা ॥ ৬৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে নবমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

কৃষ্ণ। দেবী অন্তঃপুরে গেলেন, তবে আমরাও যাই (এই বলিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে) শ্রীরাধা আমার মুখের প্রতি অপাঙ্গতরঙ্গ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রীড়া প্রসঙ্গ-ভঙ্গে বিবর্ণমুখী হইয়া দেবীকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া আম্রবৃক্ষে লুক্কায়িত হইয়া আমার মনকে আশ্রয় করিলেন।

(এই বলিয়া প্রস্থান)

সকলের প্রস্থান

ইতি শ্রীললিতমাধব নাটকে চিত্রদর্শন নামক নবম অঙ্ক।

দশমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতো যুবত্যৌ)

তুলসী। সখি মালতি! কাপি মঙ্গলবার্ত্তা কর্ণপদবীং কিং তবারূঢ়া?

মালতী। সহি তুলসি! কীরিসী সা।

তুলসী। সা ভগবতী পৌর্ণমাসী সকুটুম্বং গোষ্ঠেশ্বরমাদায় সৌরাষ্ট্রং প্রবিবেশ।

মালতী। (সানন্দম্) হলা! মাহবীচউস্‌সালং গদুঅ ণং সুহবুত্তং রাহিআএ নিবেদিস্‌সং।

(যুবত্যৌ তুলসীমালত্যৌ)

তুলসীতি। দেবীত্বাং সংস্কৃতমাহ।

মালতীতি। মানুষীত্বাং প্রাকৃতমাহ, সখি তুলসি! কীদৃশী সা?

মালতীতি। সখি! মাধবীচতুঃশালং গত্বা এতৎ শুভবৃত্তান্তং রাধিকায়ৈ নিবেদয়িষ্যামি।

(অনন্তর যুবতীদ্বয়ের প্রবেশ)

তুলসী। সখি মালতি! কোনও মঙ্গলবার্ত্তা কি তোমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে?

মালতী। সখি তুলসি! কি প্রকার মঙ্গলবার্ত্তা?

তুলসী। ভগবতী পৌর্ণমাসী কুটুম্বগণের সহিত গোষ্ঠেশ্বর নন্দকে লইয়া সৌরাষ্ট্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন।

মালতী। (আনন্দভরে) সখি! মাধবীচতুঃশালায় গমন করিয়া এই শুভ বৃত্তান্ত রাধিকাকে জানাইব।

তুলসী। সরলে! নাধুনা মাধবীচতুঃশালে রাধিকা।

মালতী। তদো কহিং এসা?

তুলসী। তত্র চিত্রদর্শন-দিবসে দেব্যা কেলিলক্ষণাবলোকনেন পরিহস্য সা খলু শুদ্ধান্তমুপনীতাস্তি।

মালতী। কেরিসং পরিহসিদং?

তুলসী। স্তনে কীরৈর্মন্যে তব নিবিড়য়া দাড়িমধিয়া
তথা বিম্বভ্রান্ত্যা ক্ষতমধরমধ্যে কৃতমিদম্।
ময়ূরৈর্মালেয়ং ব্যদলি ফণিবুদ্ধ্যা মণিময়ী
বনান্তর্বাসস্তে ভগিনি! হৃদয়ং মে ব্যথয়তি॥ ১॥

মালতীতি। তদা কুত্র এষা?

মালতীতি। কীদৃশং পরিহসিতম্?

তুলসীতি। ভ্রান্তিমানলঙ্কারোঽয়ম্॥ ১

তুলসী। সরলে! রাধিকা এখন মাধবীচতুঃশালায় নাই।

মালতী। তবে তিনি কোথায়?

তুলসী। সেই চিত্রদর্শনদিনে দেবী কেলিলক্ষণ দেখিতে পাইয়া পরিহাস করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছেন।

মালতী। কিরূপ পরিহাস করিলেন?

তুলসী। ভগিনি! বোধ হইতেছে, সমুন্নত দাড়িম্ববুদ্ধিতে তোমার স্তনে এবং বিম্বফল জ্ঞান করিয়া তোমার অধরমধ্যে শুকপক্ষীগুলি এইরূপ ক্ষত করিয়াছে, ময়ূরগণও ফণিবুদ্ধিতে বিভ্রান্ত হইয়া তোমার এই মণিময়ী মালা বিদলিত করিয়াছে। অতএব এই প্রকারে তোমার এই বনবাস আমায় হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে॥ ১॥

মালতী। হসিজ্জউ ণাম, তহবি লহুঈ চ্চেঅ সোহগ্গেণ গুরুঈ।

তুলসী। সত্যং ব্রবীমি, পশ্য পশ্য,

কবৈস্তিরস্কৃত্য সহস্ররশ্মিং
　　পরঃ সহস্রৈরিহ কৌস্তুভস্য।
সঙ্গায় যুক্তিং হরিরদ্য তস্যা
　　কুর্ব্বন্নসৌ তিষ্ঠতি সৌধপৃষ্ঠে ॥ ২ ॥

তদাবামপি স্ববাটিকাং প্রয়াব।

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

মালতীতি। হস্যতাং নাম, তথাপি লঘ্বী কনিষ্ঠা এব সৌভাগ্যেন গুর্ব্বী, সত্যা ইতি শেষঃ।

তুলসীতি। কৌস্তুভস্য পরঃ সহস্রৈঃ সহস্রাদপি পরৈঃ কিরণৈঃ সহস্ররশ্মিং সূর্য্যং তিরস্কৃত্য হরিরদ্য তস্যা রাধায়াঃ সঙ্গায় যুক্তিং কুর্ব্বন্নসৌ ইহ সৌধপৃষ্ঠে তিষ্ঠতীত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

মালতী। হাসুন, কিন্তু তথাপি ইনি কনিষ্ঠা হইয়াও সৌভাগ্যবশতঃই গরীয়সী হইয়াছেন।

তুলসী। সত্য বলিতেছি, দেখ দেখ—শ্রীকৃষ্ণ আজি কৌস্তুভের শ্রেষ্ঠ সহস্রাধিক রশ্মি দ্বারা সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেবকে তিরস্কৃত করিয়া শ্রীরাধার সঙ্গলাভের জন্য যুক্তি করিয়া সৌধপৃষ্ঠে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২ ॥

অতএব আমরাও নিজ নিজ বাটীতে প্রস্থান করি।

(ইহা বলিয়া প্রস্থান)

বিষ্কম্ভকঃ।

(ততঃ প্রবিশতি কীরাবলম্বজাম্বুনদ-দণ্ডিকা-মণ্ডিত-পাণিনা বিদূষকেণোপাস্যমানঃ কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। স্নেহেন দীপ্তাপি তমঃ প্রিয়া মে হর্তুং বিদর্ভেন্দ্রসুতোপরুদ্ধা।
শক্তিং ন ধত্তে কলসীপরীতা প্রদীপরেখেব নিকেতনস্য ॥৩॥

মধুমঙ্গলঃ। মা কখু উচ্চং ভণাহি, সব্বদো সঞ্চারী এথ দেঈ-পরিঅণো।

বিষ্কম্ভক ইতি। বিষ্কম্ভস্য লক্ষণমুক্তং যথা—"বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ। সংক্ষেপার্থস্ত-বিষ্কম্ভো মধ্যপাত্রপ্রয়োজিতঃ।"

কৃষ্ণ ইতি। স্নেহেনানুরাগেণ। পক্ষে, ঘৃতাদিনা। তমো হৃদয়মালিন্যম্। পক্ষে, ধ্বান্তম্ ॥ ৩ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। মা খলু উচ্চং ভণ, সর্ব্বতঃ সঞ্চারী অত্র দেবী-পরিজনঃ।

বিষ্কম্ভক।

(অতঃপর সুবর্ণ-দণ্ডোপরি অবস্থিত শুকপক্ষীকে হস্তে লইয়া বিদূষক ও তৎকর্ত্তৃক উপাস্যমান শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। আমার এই প্রিয়া স্নেহে উদ্দীপিতা হইলেও বিদর্ভসুতা কর্ত্তৃক অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা হওয়ায় কলসীর মধ্যে আবৃত প্রদীপের শিখার যেমন বাসগৃহের অন্ধকার হরণের শক্তি থাকে না, সেইরূপ আমারও মনোমালিন্য হরণ করিতে সমর্থা হইতেছেন না ॥ ৩ ॥

মধুমঙ্গল। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিও না, যেহেতু, এ স্থানে দেবীর পরিজন সকলদিকে ভ্রমণ করিতেছে।

কৃষ্ণঃ। সখে কৌস্তুভ! ভবদ্বিদ্যোতনাদত্র মামনুমাস্যন্তি, তদদ্য মার্দ্দবমাপদ্যস্ব।

(প্রবিশ্য নববৃন্দা)

নববৃন্দা। দেব! দেব্যা প্রেষিতাস্মি।

কৃষ্ণঃ। নববৃন্দে! কিমিতি?

নববৃন্দা। কীররাজার্থম্।

কৃষ্ণঃ। সখে! সমর্পয় কীরেন্দ্রম্।

মধুমঙ্গলঃ। (নববৃন্দা-করে কীরদণ্ডিকামর্পয়তি।)

কৃষ্ণঃ। (সোৎকণ্ঠম্) সখি! নববৃন্দে!

অদ্য প্রিয়াং পরিমলোজ্জ্বলরম্যগাত্রাং

সাত্রাজিতীতি বিদিতামবরোধমধ্যে।

কৃষ্ণ ইতি। মার্দ্দবং মৃদুতাম্।

কৃষ্ণ ইতি। হা খেদে! পক্ষে, হারেণাধিকাম্। বলতে উৎকণ্ঠতে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ। সখে কৌস্তুভ! তোমার জ্যোতিতে আমি যে এখানে আছি, তাহা অনুমান করিতে পারিবে, অতএব অদ্য মৃদুতা অবলম্বন কর।

(নববৃন্দার প্রবেশ)

নববৃন্দা। দেব! দেবী আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণ। নববৃন্দে! কি জন্যে?

নববৃন্দা। শুকপক্ষিরাজের জন্য।

কৃষ্ণ। সখে! শুকপক্ষীকে সমর্পণ কর।

মধুমঙ্গল। (নববৃন্দার করে শুকপক্ষীর দাঁড় অর্পণ করিলেন)

কৃষ্ণ। (উৎকণ্ঠা সহকারে) সখি নববৃন্দে! যাঁহার শরীর পরিমলের দ্বারা উজ্জ্বল, এবং যাঁহার গাত্র অতি রমণীয়, যিনি অন্তঃপুরে সত্রাজিৎকন্যা

তাং রত্নকুণ্ডল-মরীচি-পরীতগণ্ডাং

হা ! রাধিকাং কলয়িতুং বলতে মনো মে ॥ ৪ ॥

নববৃন্দা। দেব ! দুর্লভোঽয়মর্থঃ প্রতিভাতি, সা খলু দেবী বহুধা বঞ্চনেন স্বয়মেব চাতুরীবিদ্যামধ্যাপিতা, যদস্য নির্ভর-রাগমভিব্যজ্য কায়চ্ছায়ামিব সত্যভামামকরোৎ।

মধুমঙ্গলঃ। হীমানহে ! সচ্চং, তরলো এসো কোত্থুহো, জং ণিবারিদোবি চম্মপুট্ঠং বিজ্জোদেদি।

কৃষ্ণঃ। সখে ! নামী কৌস্তুভস্য গভস্তয়ঃ, তদলমুপালম্ভেন।

নববৃন্দেতি। রাধিকাদর্শনরূপঃ, স্বয়মেব ভবতা।

মধুমঙ্গল ইতি। হীমানহে বিস্ময়ে ! সত্যং, তরল এষ কৌস্তুভঃ, যৎ নিরাকৃতোঽপি চর্ম্মপৃষ্ঠং বিদ্যোতয়তি।

কৃষ্ণ ইতি। গভস্তয়ঃ কিরণাঃ।

বলিয়া বিখ্যাতা, যাঁহার কর্ণবিলম্বিত রত্নকুণ্ডলের কিরণে গণ্ডস্থল শোভিত, সেই শ্রীরাধাকে দেখিবার জন্য বা সেই প্রিয়াকে হারের ন্যায় বক্ষে ধারণ করিবার জন্য আমার মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

নববৃন্দা। দেব ! এই বিষয়টি দুর্লভ বলিয়া বোধ হইতেছে,—দেবী চন্দ্রাবলীকে বহু প্রকারে বঞ্চিতা করিয়া আপান চাতুরীবিদ্যা শিখাইয়াছেন, সেই জন্য তিনি গভীর অনুরাগপ্রকাশচ্ছলে সত্যভামাকে নিজ শরীরের ছায়ার ন্যায় করিয়াছেন।

মধুমঙ্গল। কি আশ্চর্য্য ! সত্যই এই কৌস্তুভ বড়ই চঞ্চল, যেহেতু ইহাকে নিষেধ করিলেও এ চর্ম্মপৃষ্ঠ আলোকিত করিতেছে।

কৃষ্ণ। সখে ! উহা কৌস্তুভের কিরণ নহে, অতএব উহাকে তিরস্কার করিয়া লাভ নাই।

নববৃন্দা। আর্য্য মধুমঙ্গল! সেয়ং পিঙ্গলা নাম ভামায়াঃ সখী স্যমন্তকেন সার্দ্ধমিত এবাভিবর্ত্ততে।

(প্রবিশ্য পিঙ্গলা)

পিঙ্গলা। (কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা সত্রপম্) দেঅ! সামিণা সত্তাজিদেণ ভট্টিদারিআএ সচ্চাএ পেসিদো এসো মণীন্দো।

(ইতি কৃষ্ণ-করে অর্পয়তি)

কৃষ্ণঃ। (মণিং হৃদয়ে নিধায় সানন্দম্) হন্ত! প্রিয়াপরিবারস্য সঙ্গমাদস্য তস্যাঃ সঙ্গমায় লব্ধতীর্থোঽস্মি।

নববৃন্দেতি। আর্যা! হে মধুমঙ্গল!
পিঙ্গলামিতি। দেব! স্বামিনা সত্রাজিতা ভর্ত্তৃদারিকায়ৈ সত্যায়ৈ প্রেষিত এব মণীন্দ্রঃ।
কৃষ্ণ ইতি। তস্যাঃ প্রিয়ায়াঃ, লব্ধতীর্থোঽস্মি লব্ধঘট্টোঽস্মি।

নববৃন্দা। আর্যা মধুমঙ্গল! পিঙ্গলা নাম্নী এই সেই সত্যভামার সখী স্যমন্তকের সহিত এই দিকে আসিতেছে।

(পিঙ্গলার প্রবেশ)

পিঙ্গলা। (কৃষ্ণকে দেখিয়া লজ্জাভরে) দেব! প্রভু সত্রাজিৎ রাজকন্যা সত্যভামাকে দিবার জন্য এই মণীন্দ্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। (ইহা বলিয়া কৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিলেন)

কৃষ্ণ। (মণিকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া আনন্দভরে) হায়! প্রিয়ার পরিবারের যখন সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, যখন ইহার সঙ্গের দ্বারাই তাঁহার সঙ্গলাভের উপায় প্রাপ্ত হইলাম।

মধুমঙ্গলঃ। কেরিসং তং ?

কৃষ্ণঃ। পিঙ্গলামনুসৃতো মণিসঙ্গী
সঙ্গতো যুবতিবেশকলাভিঃ।
আদরাদনুমতো নিশি দেব্যা
তামহং রময়িতাস্মি মৃগাক্ষীম্॥ ৫ ॥

নববৃন্দা। সত্যং, দুর্লক্ষ্যোঽয়ং বিধিঃ।

কৃষ্ণঃ। নববৃন্দে! নেদীয়সী সন্ধ্যা, ততস্তং সাধয় শুদ্ধান্তং, বয়মত্র বিবিক্তে যোষিদ্বেশং রচয়াম।

(ইত্যুভাভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তঃ)

মধুমঙ্গল ইতি। কীদৃশং তৎ অর্থাৎ তৎ ঘটুম্।

নববৃন্দেতি। দুর্লক্ষ্যঃ দুর্জ্ঞেয়ঃ।

কৃষ্ণ ইতি। নেদীয়সী নিকটবর্ত্তিনী। বিবিক্তে নির্জ্জনে।

(উভাভ্যাং মধুমঙ্গল-পিঙ্গলাভ্যাম্)

মধুমঙ্গল। কি প্রকারে ?

কৃষ্ণ। আমি যুবতীর বেশ ও কলাবিলাস ধারণ করিয়া মণি হস্তে লইয়া পিঙ্গলার অনুসরণ করত দেবী কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া রাত্রি-কালে সেই মৃগাক্ষীর সহিত বিহার করিব॥ ৫ ॥

নববৃন্দা। এরূপ বিধান সত্যই সহজে বুঝা যায় না।

কৃষ্ণ। নববৃন্দে! সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তিনী, অতএব তুমি অন্তঃপুরে প্রবেশ কর—আমরা এই নির্জ্জনে স্ত্রীবেশ ধারণ করি।

(ইহা বলিয়া উভয়ের অর্থাৎ মধুমঙ্গলের ও পিঙ্গলার সহিত প্রস্থান)

নববৃন্দা। (পরিক্রম্য) ইয়ং সহপরিবারা সত্যয়ালঙ্কৃতদক্ষিণপার্শ্বা দেবী মণিমন্দিরে নিবিষ্টা বিরাজতে।

(ততঃ প্রবিশতি তথাবিধা চন্দ্রাবলী)

চন্দ্রাবলী। (সনর্ম্ম-স্মিতম্) সহি সচ্চে! মএ গম্ভীরগোরবেণ অন্তেউরে লালিদাবি বণমালাসহবাসসোক্‌খং চ্চেঅ সুমরন্তী হরিণীব্ব কীস উব্বিগ্‌গাসি?

রাধা। (বিহস্য সাকূতম্) দেঈ! এত্থ সঅলসোক্‌খং সংরোহণে অবরোহে কিং মে বণমালাসঙ্গাহিলাসেণ।

চন্দ্রাবলীতি। সখি সত্যে! ময়া গম্ভীরগৌরবেণান্তঃপুরে লালিতাপি বনমালা। পক্ষে, বনশ্রেণী-সহবাসসৌখ্যমেব স্মরন্তী হরিণীব কস্মাদুদ্বিগ্নাসি?

রাধেতি। দেবি! অত্র সকলসৌখ্যং সংরোধনে কিং মে বনমালাসঙ্গাভি-লাষেণ?

নববৃন্দা। (অগ্রসর হইয়া) এই যে দেবী পরিজনবর্গে পরিবৃতা হইয়া সত্যভামা দ্বারা দক্ষিণ পার্শ্বে সুশোভিতা হইয়া মণিমন্দিরে তন্ময়ভাবে বিরাজ করিতেছেন।

(তথাবিধা চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী। (কৌতুকহাস্য সহকারে) সখি সত্যে! আমি গুরুতর গৌরবভরে তোমাকে অন্তঃপুরে লালন-পালন করিলেও তুমি বন-মালায় (অর্থাৎ বনশ্রেণীর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে বিরাজিত বনমালার) সহিত একত্রবাসের সুখ স্মরণ করিয়া কেন হরিণীর ন্যায় উৎকণ্ঠিতা হইতেছ?

রাধা। (অভিলাষভরে হাস্যপূর্ব্বক) দেবি! সকল সুখের আবাসস্থল এই অবরোধে আমার বনমালার সঙ্গের অভিলাষ হইবে কেন?

নববৃন্দা। (উপসৃত্য) দেবি! সোঽয়ং কামরূপাদানীতঃ শ্রুত-
পূর্ব্বস্ত্বয়া কীরেন্দ্রঃ।

চন্দ্রাবলী। (সানন্দম্) সুষ্ঠু পরিতুট্‌ঠম্হি, জং আইদি সুন্দরো
এসো।

নববৃন্দা। দেবি! মেধাসমৃদ্ধিং ধারয়ন্ প্রকৃতিসুন্দরঃ।

চন্দ্রাবলী। সোবিদল্ল! পাইমদালিমীফলেহিং ণন্দেহি কীরন্দ

কঞ্চুকী। যথাদিশতি দেবি!

(ইতি সকীরো নিষ্ক্রান্তঃ)

চন্দ্রাবলীতি। সুষ্ঠু পরিতুষ্টাস্মি, যদাকৃতিসুন্দর এষঃ।

চন্দ্রাবলীতি। সৌবিদল্লঃ কঞ্চুকী। খোজা ইতি প্রসিদ্ধৌ। সৌবিদল্ল-
কঞ্চুকিনাবিত্তান্তরঃ। অন্তঃপুরচরো বিপ্রঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে ইতি
কোষান্তরম্। পাকিমদাড়িমফলৈর্নন্দয় কীরেন্দ্রম্।

নববৃন্দা। (নিকটে আসিয়া) দেবি! কামরূপদেশ হইতে আনীত যে
শুকপক্ষিরাজের কথা শুনিয়াছিলেন—এই সেই।

চন্দ্রাবলী। (আনন্দস্বরে) আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতু ইহার
আকৃতি অতি সুন্দর।

নববৃন্দা। দেবি! অতিশয় মেধা ধারণ করায় ইহার প্রকৃতিও সুন্দর।

চন্দ্রাবলী। হে কঞ্চুকিন্! পক্কদাড়িম্বফলের দ্বারা এই শুকরাজকে
আনন্দিত কর।

কঞ্চুকী। দেবি! আপনার যাহা আজ্ঞা।

(ইহা বলিয়া শুকপক্ষীর সহিত প্রস্থান)

(ততঃ প্রবিশতি প্রমদাবেশধারিণা কৃষ্ণেন পিঙ্গলয়া চানুগম্যমানো মধুমঙ্গলঃ)

মধুমঙ্গলঃ। (পরিক্রম্য) দেঈ! সত্তাজিদেণ সচ্চাএ সমন্তঅং দাদুং প্রহিদা এসা ইত্থিআজুঅলী।

চন্দ্রাবলী। (কৃষ্ণমবেক্ষ্য স্বগতম্) অম্মহে! সুন্দেরং ইমাএ। (প্রকাশম্) কা এসা সামমুজ্জলা সুন্দরী কান্তিকন্দলীহিং মম অলিন্দং ইন্দণীলমঅং করেদি।

নববৃন্দা। দেবি! সৌভাগ্যভাগসৌ রথাঙ্গী নাম সত্যায়াঃ সবয়াঃ।

মধুমঙ্গল ইতি। দেবি! সত্রাজিতা সত্যায়ৈ স্যমন্তকং দাতুং প্রহিতা এষা স্ত্রীযুগলী।

চন্দ্রাবলীতি। আশ্চর্য্যং সৌন্দর্যমস্যাঃ! কা এষা শ্যামলোজ্জ্বলা সুন্দরী কান্তিকন্দলীভির্মমালিন্দং ইন্দ্রনীলময়ং করোতি।

নববৃন্দেতি। সৌভাগ্যভাগিতি স্ত্রী-পুংসয়োঃ সমানরূপম্। অসাবিতি তথা। রথাঙ্গীতি স্ত্রিয়ামপি পুংস্যর্থে ইন্। সবয়া ইতি দ্বয়োঃ সমানরূপম্।

(অতঃপর স্ত্রীবেশধারী কৃষ্ণের ও পিঙ্গলার পশ্চাতে মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

মধুমঙ্গল। দেবি! সত্যভামাকে স্যমন্তক মণি দান করিবার জন্য সত্রাজিৎ এই স্ত্রীযুগলকে প্রেরণ করিয়াছেন।

চন্দ্রাবলী। (শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া স্বগত) আহা! ইহার কি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য! (প্রকাশ্যে) এই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুন্দরী কে? ইনি যে স্বীয় কান্তিসমূহ দ্বারা আমায় অলিন্দকে ইন্দ্রনীলময় করিয়া তুলিয়াছেন।

নববৃন্দা। দেবি! এই সৌভাগ্যভাগিনী রথাঙ্গী নামে প্রসিদ্ধা সত্যার বয়স্যা।

রাধা। (কৃষ্ণং পরিচিত্য স্মিতং করোতি)

মাধবী। অজ্জ মহুমঙ্গল! এসা সামলা সুষ্ঠু অগণ্ঠিদা ণঅ-
বহূবিঅ অন্তেউরে কীস লজ্জেদি ?

পিঙ্গলা। সহি! বাঢ়ং সঙ্কোইণী ইমাএ পইদী।

নববৃন্দা। (দেবীং বিলোক্য)

মুহুরুৎসুকধীরপি ত্বদগ্রে
ত্রপতে বক্তুমসৌ সখীং রথাঙ্গী।
তদিমাং প্রিয়লোকসঙ্গকামাং
প্রহিণু স্বর্ণনিকেতনায় ভামাম্ ॥ ৬ ॥

মাধবীতি। আর্য্য মধুমঙ্গল! এষা শ্যামলা সুষ্ঠু অবগুণ্ঠিতা নব-বধূরিব
অন্তঃপুরে কস্মাল্লজ্জতে ?

পিঙ্গলানিতি। সখি! বাঢ়ং সঙ্কোচিনী অস্যাঃ প্রকৃতিঃ।

নববৃন্দেতি। উৎসুকধীরিতি দ্বয়োঃ সমানরূপম্। প্রিয়লোকো রথাঙ্গী তস্য
সঙ্গে কামো যস্যাস্তাং প্রহিণু প্রস্থাপয় ॥ ৬ ॥

রাধা। (শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়া মৃদুহাস্য করিলেন)

মাধবী। আর্য্য মধুমঙ্গল। এই শ্যামলা ভাল করিয়া অবগুণ্ঠিতা হইয়াও
অন্তঃপুরে নববধূর ন্যায় লজ্জা প্রকাশ করিতেছে কেন ?

পিঙ্গলা। সখি! ইহার প্রকৃতি অতিশয় সঙ্কোচশীলা।

নববৃন্দা। (দেবীকে অবলোকন করিয়া) এই রথাঙ্গী বারম্বার উৎসুকা
হইলেও তোমার সম্মুখে সখীর সহিত সম্ভাষণ করিতে লজ্জা অনুভব
করিতেছে, অতএব প্রিয়ব্যক্তির সঙ্গ-অভিলাষিণী সত্যভামাকে
স্বর্ণনিকেতনে প্রেরণ কর ॥ ৬ ॥

চন্দ্রাবলী। সহি সচ্চে! সুঅণ্ণমন্দিরং গদুঅ আলিঙ্গীঅদু রহঙ্গী।

রাধা। (স্মিত্বা) জধা আণবেদি দেঈ।

(ইতি কৃষ্ণেন সমং সপরিবারা নিষ্ক্রান্তা)

চন্দ্রাবলী। মাহবি! সুদং মএ, বহিণীএ রাহিআএবি রইবিম্ব-সরিচ্ছং মণিরঅণং আসি।

(নেপথ্যে)। (স্নেহেন দীপ্তেত্যাদি)

চন্দ্রাবলীতি। সখি সত্যে! সুবর্ণমন্দিরং গত্বা আলিঙ্গ্যতাং রথাঙ্গী; ভবত্বেতি শেষঃ।

রাধেতি। যথা আজ্ঞাপয়তি দেবী।

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি! শ্রুতং ময়া ভগিন্যা রাধায়া অপি রবিবিম্বস্য সদৃশং মণিরত্নমাসীৎ। রত্নশব্দোঽত্র শ্রেষ্ঠবাচকঃ। অন্যথা পুনরুক্ততা-দোষাপাতাৎ।

(নেপথ্যে কৃষ্ণোক্তচরং পদ্যং পঠতি)

চন্দ্রাবলী। সখি সত্যে! সুবর্ণমন্দিরে গমন করিয়া রথাঙ্গীকে আলিঙ্গন কর।

রাধা। (মৃদু হাসিয়া) দেবি! যাহা আজ্ঞা করিবেন।

(কৃষ্ণের সহিত সপরিবারে প্রস্থান করিলেন)

চন্দ্রাবলী। মাধবি! আমি শুনিয়াছি, ভগিনী রাধিকার নিকট সূর্য্য-বিম্বসদৃশ একটি মণিরত্ন আছে।

(শুকপক্ষী শ্রীকৃষ্ণোক্তা "স্নেহেন দীপ্তা" পদ্য পাঠ করিতে লাগিল)

চন্দ্রাবলী। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) সুণক্ষ, এসো কীরো কিং পঢ়েদি।

(নেপথ্যে)। অত্র প্রিয়াং পরিমলোজ্জ্বলরম্যগাত্রাং সাত্রাজিতীত্যাদিঃ।

চন্দ্রাবলী। (সখেদম্) হলা! সুদং সোদব্বং।

(পুনর্নেপথ্যে)। (পিঙ্গলামনুসৃত্য মণিসঙ্গীত্যাদিঃ)

চন্দ্রাবলী। মাহবি! আঅণ্ণিদং তুএ?

মাধবী। ণ কেঅলং আঅণ্ণিদং আঅলিদঞ্চ।

চন্দ্রাবলীতি। শৃণুম, এষ কীরঃ কিং পঠতি।

চন্দ্রাবলী। সখি! শ্রুতং শ্রোতব্যম্। ময়েতি শেষঃ।

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি! আকর্ণিতং ত্বয়া?

মাধবীতি। ন কেবলং আকর্ণিতম্ আলোকিতঞ্চ। জ্ঞাতমিত্যর্থঃ

চন্দ্রাবলী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই শুকপক্ষী কি পাঠ করিতেছে, তাহা শ্রবণ করি।

(বেশগৃহে) "অত্র প্রিয়াং পরিমলোজ্জ্বলগাত্রা" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিল।

চন্দ্রাবলী। (খেদ সহকারে) সখি! যাহা শুনিবার, তাহা শুনিলে ত?

(পুনরায় নেপথ্যে) "পিঙ্গলামনুসৃত্য মণিসঙ্গী" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ।

চন্দ্রাবলী। মাধবি! তুমি ত' শুনিলে?

মাধবী। কেবল শুনি নাই, দেখিয়াছিও।

চন্দ্রাবলী।

অন্তেউরে স্মিং সচ্চা জই বসই
　　সুহং তদো কহিং সহি ! মে।
ইঅণং কুণ্ডিণবইণো
　　পহিণোমি ঘরে উবাএণ ॥ ৭ ॥

মাধবী। সাহু মন্তিদং ভট্টিআএ!

চন্দ্রাবলী। অম্মহে! বঞ্চণবিজ্জা-বেঅক্খণ্ণং, জং অপ্পমত্তা অপি ভামিদম্হ, তা এহি হেমমন্দিরং গচ্ছম্হ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)

চন্দ্রাবলীতি। অন্তঃপুরে সত্যা যদি বসতি শুভং তদা কস্মিন্ সখি! মে। অয়ি! এতাং কুণ্ডিনপতেঃ প্রহিণোমি গৃহে উপায়েন ॥ ৭ ॥

মাধবীতি। সাধু মন্ত্রিতং ভর্তৃদারিকয়া।

চন্দ্রাবলীতি। আশ্চর্য্যং বঞ্চনবিদ্যাবৈলক্ষণ্যং যৎ অপ্রমত্তা অপি ভ্রমিতাঃ স্ম বয়ম্, তদেহি হেমমন্দিরং গচ্ছামঃ।

চন্দ্রাবলী। সখি! সত্যা যদি অন্তঃপুরে বাস করিল, তবে আমার মঙ্গল কোথায়? অতএব কোনও উপায়ে আমি ইহাকে কুণ্ডিনপতির গৃহে প্রেরণ করিতেছি ॥ ৭ ॥

মাধবী। রাজকন্যে! ভাল যুক্তি করিয়াছ।

চন্দ্রাবলী। কি আশ্চর্য্য! বঞ্চনবিদ্যার কি বৈলক্ষণ্য! যেহেতু, আমরা বিশেষ সাবধান থাকিলেও বঞ্চিতা হইয়াছি, অতএব এস, স্বর্ণমন্দিরে গমন করি।

(ইহা বলিয়া প্রস্থান)

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। (সানন্দম্)

সুতনু ! কিঞ্চিদুদঞ্চয় লোচনে
চলচকোরচমৎকৃতিচুম্বিনী।
স্মিতসুধাঞ্চ সুধাকরমাধুরী-
বিধুরতাবিধয়েঽস্তু ধুরন্ধরাম্ ॥ ৮ ॥

রাধা। (সলজ্জম্) সুন্দর ! অলং ইমিণা মুহমেত্তবট্টিণা পিঅক্কণেণ।

(ইতি সংস্কৃতেন) জগৎকর্ণচমৎকারী দত্তো মে দেব ! যত্ত্বয়া।
স মূকঃ সাম্প্রতং বৃত্তঃ প্রেমোড্ডামরডিণ্ডিমঃ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ ইতি। উদঞ্চয় উদ্ঘাটয়। ধুরন্ধরাং নিপুণাম্ ॥ ৮ ॥

রাধেতি। সুন্দর ! অলমনেন মুখমাত্রবর্ত্তিনা প্রিয়ত্বেন।

জগদিতি। স প্রেমা এবোড্ডামরডিণ্ডিমো বাদ্যবিশেষঃ। সাম্প্রতং মূকো বৃত্তঃ ॥ ৯ ॥

(অনন্তর কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (আনন্দভরে) হে সুন্দরি ! চঞ্চল চকোরের চমৎকারসম্পন্ন-কারিণী লোচনযুগল কিঞ্চিৎ উন্নমিত কর, এবং সুধাকর-মাধুর্য্যের তিরস্কারনিপুণা শ্রেষ্ঠা হাস্যসুধা বর্ষণ কর ॥ ৮ ॥

রাধা। (লজ্জাভরে) সুন্দর ! মুখমাত্রসর্ব্বস্ব মিষ্টকথায় আর প্রয়োজন নাই।

(অতঃপর সংস্কৃত ভাষায়) হে দেব ! তুমি আমাকে ত্রিজগতের কর্ণের চমৎকৃতিসম্পাদক যে প্রেমোদ্রেককারী ডিণ্ডিম প্রদান করিয়াছিলে, তাহা সম্প্রতি নীরব হইয়া রহিয়াছে ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! মৈবং ব্রবীঃ,

সন্তু ভ্রাম্যদপাঙ্গভঙ্গিখুরলীখেলাভুবঃ সুভ্রুবঃ

স্বস্তি স্যান্মদিরেক্ষণে ক্ষণমপি ত্বামন্তরা মে কুতঃ।

তারাণাং নিকুরম্বকেন বৃতয়া শ্লিষ্টেঽপি সোমাভয়া

নাকাশে বৃষভানুজাং শ্রিয়মৃতে নিষ্পদ্যতে স্বচ্ছতা ॥ ১০ ॥

নববৃন্দা। চারুমুখি! সোপচারেয়ং নোক্তিমুদ্রা।

কৃষ্ণ ইতি। ভ্রাম্যতামপাঙ্গানাং ভঙ্গ্যাঃ। খুরলী অভ্যাসঃ। অভ্যাসঃ খুরলী যোগ্যেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। সৈব খেলা তস্যা ভুবঃ স্থানানি। ত্বামন্তরা মে কুতঃ কস্যাঃ সকাশাৎ স্বস্তি স্যান্ন কস্যা অপি ইত্যন্বয়ঃ তারাণাং নক্ষত্রাণাম্। পক্ষে, শুদ্ধমুক্তাফলানাম্। সোমাভয়া চন্দ্রদীপ্ত্যা। পক্ষে, চন্দ্রাবল্যা। আকাশে নভসি। পক্ষে, আ সম্যক্ কাশতে ইতি, আকাশোঽহং তস্মিন্ময়ি। বৃষে বৃষরাশৌ স্থিতো ভানুর্বৃষভানুস্তস্মাজ্জাতাং শ্রিয়ং কান্তিম্। পক্ষে, বৃষভানুর্গোপবিশেষস্তস্মাজ্জাতাং শ্রিয়ং লক্ষ্মীং শ্রীরাধামিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

নববৃন্দেতি। সোপচারা অস্তুত্যর্থবিধানমুপচারস্তৎসহিতা, কিন্তু যথা যথৈব।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! এরূপ কথা বলিও না, হে মদিরেক্ষণে! চঞ্চল অপাঙ্গভঙ্গি অভ্যাসক্রীড়ায় সুপটু বহু সুনয়না সুন্দরী থাকিলেও তোমা ব্যতীত আমার ক্ষণকালও মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? আকাশ তারাবলী-পরিবৃত চন্দ্ররশ্মিতে আলিঙ্গিত হইলেও বৃষরাশিস্থ সূর্য্যের কান্তি ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার স্বচ্ছতা সম্পাদিত হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

নববৃন্দা। চারুমুখি! এ কথা উপচার নহে, সত্যই বটে।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! ত্বদাস্যং পশ্যতো মে নোপমানবস্তূনি হৃদয়মারোহন্তি।

যতঃ—

ধত্তে ন স্থিতিযোগ্যতাং চরণয়োরঙ্কেঽপি পঙ্কেরুহং
নাপ্যঙ্গুষ্ঠনখস্য রত্নমুকুরঃ কক্ষাসু দক্ষায়তে।
চণ্ডি! ত্বন্মুখমণ্ডলস্য পরিতো নির্মঞ্ছনেঽপ্যঞ্জসা
নৌচিত্যং ভজতে সমুজ্জ্বলকলা সান্দ্রাপি চন্দ্রাবলী ॥ ১১ ॥

(প্রবিশ্য মাধব্যা সহ চন্দ্রাবলী)

চন্দ্রাবলী। মাহবি! সুদং তুএ?

ধত্তে ইতি। অঙ্কে ক্রোড়ে। অথবা রেখাময়কমলসমীপেঽপীতি জ্ঞেয়ম্। রত্নমুকুরো রত্নাদর্শঃ। দর্পণে মুকুরাদর্শাবিত্যমরঃ। কলা ষোড়শভাগঃ। পক্ষে, বিলাসঃ। চন্দ্রাবলী চন্দ্রশ্রেণী। পক্ষে, চন্দ্রভানুদুহিতা ॥ ১১ ॥

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি! শ্রুতং ত্বয়া?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তোমার মুখ দর্শন করিয়া আর কোনও বস্তুর উপমার কথা আমার হৃদয়ে উঠিতেছে না। যেহেতু—প্রিয়ে! তোমার চরণদ্বয়ের ক্রোড়দেশে পদ্ম স্থান লাভ করিবার যোগ্যতা ধারণ করিতেছে না, রত্নমুকুর চরণাঙ্গুষ্ঠ-নখের তুল্যতা বিধান করিতে দক্ষ হইতেছে না, হে চণ্ডি! অধিক কি, সমুজ্জ্বলকলা আনন্দময়ী চন্দ্রাবলীও তোমার মুখমণ্ডলের নির্মঞ্ছন বিষয়ে ঔচিত্যলাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না ॥ ১১ ॥

(মাধবীর সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী। মাধবি! তুমি শুনিলে?

মাধবী। অধইং।

কৃষ্ণঃ। (পুরোঽবলোক্য) পশ্যত পশ্যত, দেবীয়মদবীয়সী।

(ইতি সর্ব্বে সসম্ভ্রমেণাভ্যুত্থানং নাটয়ন্তি)

চন্দ্রাবলী। (উপসৃত্য) হলা সচ্চভামে! তাদেণ সত্তাজিদেণ তুজ্ঝ পেসিদং অচ্চরিঅং মণিন্দং বিলোইদুং আঅদন্হি।

নববৃন্দা। (কৃষ্ণকরান্মণিমুত্তার্য্য দর্শয়তি)।

মাধবীতি। অথকিম্।

কৃষ্ণ ইতি। অদবীয়সী নিকটবর্ত্তিনী।

(আভিমুখ্যেনোত্থানং নাটয়ন্তি কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ)।

চন্দ্রাবলীতি। সখি! সত্যভামে! তাতেন সত্রাজিতেন তুভ্যং প্রেষিতম্ আশ্চর্য্যং মণীন্দ্রং বিলোকয়িতুমাগতাস্মি।

মাধবী। শুনিলাম।

কৃষ্ণ। (সম্মুখে দেখিয়া) দেখ—দেখ, এই যে দেবী নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

(এই বলিয়া সকলে সম্ভ্রমের সহিত উঠিয়া পড়িলেন)

চন্দ্রাবলী। (নিকটে আসিয়া) সখি সত্যভামে! তোমার পিতা সত্রাজিৎ তোমাকে যে আশ্চর্য্য মণীন্দ্র দান করিয়াছেন, তাহা দেখিবার জন্য আসিয়াছি।

নববৃন্দা। (শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে মণি গ্রহণ করিয়া অবলোকন করাইলেন)

চন্দ্রাবলী। সুদং মএ, মণিন্দো এসো ছীরসাঅরমন্থণে উপ্পণ্ণো।

মধুমঙ্গলঃ। দেই ! এব্বমেদং।

চন্দ্রাবলী। অণ্ণং বি তত্থ এক্কং অচ্চরিঅং আসি।

নববৃন্দা। দেবি। তৎ কীদৃশম্ ?

চন্দ্রাবলী। ধণ্ণন্তরিণো হত্থাদো অমিঅকুম্ভে দানএহিং আঅড্‌ঢিঅ ণীদে, অজ্জউত্তেণ কিম্বি অউরুব্বং রূবং পঅডিদং, জস্‌স মোহিণীত্তি বিক্‌খাদী।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) নূনং বিজ্ঞাতোঽস্মি দেব্যা, যদকাণ্ডে মোহিনী প্রস্তূয়তে।

চন্দ্রাবলীতি। শ্রুতং ময়া, মণীন্দ্র এষ ক্ষীরসাগরমন্থনে সমুৎপন্নঃ।

মধুমঙ্গল ইতি। দেবি ! এবমেতৎ।

চন্দ্রাবলীতি। অন্যদপি তত্র একম্ আশ্চর্য্যমাসীৎ।

চন্দ্রাবলীতি। ধন্বন্তরের্হস্তাৎ অমৃতকুম্ভে দানবৈরাকৃষ্য নীতে, আর্য্যপুত্রেণ কিমপি অপূর্ব্বং রূপং প্রকটিতং, যস্য মোহিনীতি বিখ্যাতিঃ।

চন্দ্রাবলী। শুনিলাম, এই মণীন্দ্র ক্ষীরোদ-সাগর-মন্থনের সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে।

মধুমঙ্গল। দেবি ! তাহাই বটে।

চন্দ্রাবলী। সে স্থানে আরও একটি আশ্চর্য্য আছে।

নববৃন্দা। দেবি ! সে কিরূপ ?

চন্দ্রাবলী। দানবেরা ধন্বন্তরির হস্ত হইতে অমৃতকুম্ভ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে, আর্য্যপুত্র কোনও এক অপূর্ব্ব রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহার মোহিনী বলিয়া প্রসিদ্ধি হইয়াছিল।

কৃষ্ণ। (স্বগত) নিশ্চয়ই দেবী আমাকে জানিতে পারিয়াছেন, নচেৎ অসময়ে মোহিনীর কথা উঠাইলেন কেন ?

চন্দ্রাবলী। জহত্থণামা সা কৃখু মুত্তী, জাএ জোঈস্সরো সঙ্করোবি সুট্‌ঠু মোহিদো, তত্থ অম্হাণং কা কধা।

সর্ব্বাঃ। (স্বগতম্) এদং দুরূহং সংবিধাণঅং কধং দেঈএ উন্নীদং?

চন্দ্রাবলী। (সস্মিতম্) সহি সচ্চভামে! কিং সো উবাও অত্থি, জেণ অম্হেবি তং পেক্খম্হ?

রাধা। (সের্ষ্যং ভ্রূভঙ্গেন কৃষ্ণমীক্ষতে)।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) সাক্ষাদেবং গতস্য মম বাঙ্মাত্রেণাপি বঞ্চনচাতুরী সত্যমাতুরীবভূব।

চন্দ্রাবলীতি। যথার্থনাম্না সা খলু মূর্ত্তিঃ, যয়া যোগীশ্বরঃ শঙ্করোঽপি সুষ্ঠু মোহিতঃ, তত্র অস্মাকং কা কথা?

সর্ব্বা ইতি। এতদ্দুরূহং সম্বিধানকং কথং দেব্যা উন্নীতম্?

চন্দ্রাবলীতি। সখি সত্যভামে! কিমত্র উপায়োঽস্তি? যেন বয়মপি তৎ পশ্যামঃ?

কৃষ্ণ ইতি। আতুরীবভূব　বৃথাবভূব।

চন্দ্রাবলী। সেই মূর্ত্তির মোহিনী নাম ঠিকই হইয়াছিল, কারণ, ঐ মূর্ত্তির দ্বারা যোগীশ্বর শঙ্কর পর্য্যন্তও যার-পর-নাই মোহিত হইয়াছিলেন, অতএব আমাদের আর কথা কি?

সকলে। (মনে মনে) এইরূপ দুরূহ রূপধারণের বিষয় দেবী কিরূপে জানিতে পারিলেন?

চন্দ্রাবলী। (মৃদুহাস্য সহকারে) সখি সত্যভামে! এমন কি কোনও উপায় আছে, যাহাতে আমরা ঐ রূপ দেখিতে পাই?

রাধা। (ঈর্ষা পূর্ব্বক ভ্রূভঙ্গিপ্রকাশে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন)

কৃষ্ণ। (স্বগত) সম্মুখেই যখন এইরূপ ঘটিতেছে, তখন আমার বাক্য দ্বারাও যে বঞ্চনচাতুরী হইয়াছে, তাহা নিতান্তই নিষ্ফল হইল।

(প্রকাশম্)

দেবি! কিমত্র মাং প্রত্যভিজ্ঞাতুং ক্ষমাসি ন বেত্তি, পরীক্ষণায় ময়েদং নাট্যমঙ্গীকৃতম্।

চন্দ্রাবলী। (কৃত্রিমসম্ভ্রমমভিনীয়) হন্ত হন্ত! অজ্জউত্তো এসো।

(ইতি শিরো নাময়তি)

মধুমঙ্গলঃ। ভো পিঅবঅস্স! তুমং পচ্চভিজাণন্তীএ জিদং অম্হ দেঈএ, তা অলং এত্থ চউরম্মণ্ণত্তণেণ।

মাধবী। অজ্জ মহুমঙ্গল! কালভুঅঙ্গদট্ঠে কুলিসপ্পহারো এসো।

নাট্যং নটানুকরণম্।

চন্দ্রাবলীতি। হন্ত হন্ত! আর্য্যপুত্র এষঃ।

মধুমঙ্গল ইতি। ভো প্রিয়বয়স্য! ত্বাং প্রত্যভিজানন্ত্যা, জিতং অস্মদ্দেব্যা, তদলমত্র চতুরম্মন্যত্বেন।

মাধবীতি। আর্য্য মধুমঙ্গল! কালভুজঙ্গদষ্টে কুলিশপ্রহার এষঃ।

(প্রকাশ্যে) দেবি! অদ্য আমাকে চিনিতে সমর্থ হইবে কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য আমি এই বেশ ধারণ করিয়াছি।

চন্দ্রাবলী। (কৃত্রিম সম্ভ্রম প্রকাশ পুরঃসর) হায় হায়! এ যে আর্য্যপুত্র!

(ইহা বলিয়া মস্তক অবনত করিলেন)

মধুমঙ্গল। ওহে প্রিয়বয়স্য! আমাদের দেবী তোমাকে চিনিয়া ফেলায় জয়লাভ করিলেন, অতএব তোমায় আপনাকে আর চতুর বলিয়া মানিয়া লাভ কি?

মাধবী। আর্য্য মধুমঙ্গল! ইহা কালভুজঙ্গ কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তির প্রতি বজ্রপ্রহার!

চন্দ্রাবলী। মুদ্ধে মাহবি। মহুসবে কীস খিজ্জসি, এং দুল্লহং রূবামিঅং পিবেহি।

রাধা। (স্বগতম্) হন্ত হ ! অণুভূদা মএ পারবস্সস্স পরাকট্ঠা।

চন্দ্রাবলী। দেঅ ! ইমাএ মন্দাএ মণিদংসণুক্কণ্ঠাএ, তুঅম্মি অবরাহিণী কিদম্মি মন্দভাইণী।

কৃষ্ণঃ। দেবি ! যথাকামমুপলভ্যতাং, ত্বৎকারুণ্যমেব শরণম্।

চন্দ্রাবলীতি। মুগ্ধে মাধবি ! মহোৎসবে কস্মাৎ খিদ্যসে ত্বমিতি শেষঃ। এতৎ দুর্লভং রূপামৃতং পিব।

রাধেতি। হন্ত হন্ত ! অনুভূতা ময়া পারবশ্যপরাকাষ্ঠা।

চন্দ্রাবলীতি। দেব ! অনয়া মন্দয়া মণিদর্শনোৎকণ্ঠয়া, ত্বয়ি অপরাধিনী কৃতাস্মি, মন্দভাগিনী।

চন্দ্রাবলী। মুগ্ধে মাধবি ! এই মহোৎসবে তুমি খেদ করিতেছ কেন ? এই দুর্লভ রূপামৃত পান কর।

রাধা। (স্বগত) হায় হায় ! আমি পরাধীনতার পরাকাষ্ঠা আজ বুঝিতে পারিলাম।

চন্দ্রাবলী। দেব ! আমি হতভাগিনী অতি অমঙ্গলময়ী মণিদর্শনোৎকণ্ঠা প্রকাশ করায় তোমার নিকট অপরাধিনী হইলাম।

কৃষ্ণ। দেবি, যত ইচ্ছা তিরস্কার কর, কিন্তু তোমার করুণাই আমার আশ্রয়।

(নেপথ্যে) হলা ! সুদং সোদব্বং ?

মধুমঙ্গলঃ। এসো কঙ্কুই হত্থে কীরো পঢ়েদি।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) মেধাবিনা কীরেণৈব কৃতেয়ং কদর্থনা।

(পুনর্নেপথ্যে। অন্তেউরেম্মি সচ্চা ইত্যাদি)।

রাধা। (সখেদমাত্মগতম্) সাহু, রে কীর ! সাহু সাহু, বাঢ়ং অণুগহিদম্হি, তা দাণিং দুল্লহাহিট্ঠদাণদক্খিণং তীত্থবরং কালিঅদহং পবিসিঅ-অপ্পাণং তুরিঅং সপ্পেভ্যো উবহরিস্সং।

(ইতি নববৃন্দা-পিঙ্গলাভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা)।

(নেপথ্যে।) সখি ! শ্রুতং শ্রোতব্যম্ ?

মধুমঙ্গল ইতি। এষঃ কঞ্চুকিহস্তে কীরঃ পঠতি।

(পুনর্নেপথ্যে। অন্তপুরেঽস্মিন্ সত্যা)।

রাধেতি। সাধু, রে কীর ! সাধু সাধু, বাঢ়মনুগৃহীতাস্মি, তয়েতি শেষঃ। তদিদানীং দুর্লভাভীষ্টদানদক্ষিণং তীর্থবরং কালিয়হ্রদং প্রবিশ্যাত্মানং ত্বরিতং সর্পেভ্য উপহরিষ্যামি।

(নেপথ্যে) সখি ! যাহা শুনিবার শুনিলে ত ?

মধুমঙ্গল। কঞ্চুকীর হস্তে শুক ইহা পড়িতেছে।

কৃষ্ণ। (স্বগত) মেধাবী শুকপক্ষীই এই বিপদ ঘটাইয়াছে।

(পুনরায় নেপথ্যে—"এই সত্যা অন্তঃপুরে" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ হইতে লাগিল)

রাধা। (স্বগত খেদসহকারে) বেশ বেশ ! শুক ! আমাকে ভাল অনুগ্রহ করিয়াছ, অতএব এখন দুর্লভ অভীষ্টদানে অনুগ্রহকারী তীর্থশ্রেষ্ঠ কালিয়-হ্রদে প্রবেশ করিয়া শীঘ্রই আমার এই শরীর সর্পগণকে উপহার দিব।

(ইহা বলিয়া নববৃন্দা ও পিঙ্গলার সহিত প্রস্থান করিলেন)

চন্দ্রাবলী। দেঅ! একং বিণ্ণবিস্সং।

কৃষ্ণঃ। দেবি! কামমাজ্ঞাপয়।

চন্দ্রাবলী। দেঅ! তুম্হ বিলাসসোক্খাণং বাহাদেণং, কিদমহা-
　পাবম্হি, তা কারুণ্ণেণ আণবেহি, জধা গোট্ঠবইণো গোট্ঠং
　গদুঅ বসন্তী তুমং সুহিণং করেমি।

(নেপথ্যে) এষ ক্ষিপ্রং মধুরিপুপরিষ্বঙ্গরঙ্গায় লুব্ধো
　　　　গোষ্ঠাধীশঃ কনকশকটী পৃষ্ঠপল্যঙ্কসঙ্গী।
　বন্ধুশ্রেণীবৃতপরিসরঃ পৌর্ণমাসী-যশোদা-
　　　পূর্ণাভ্যাসঃ প্রবিশতি মুদা দ্বারকাদ্বারবীথীম্ ॥ ১২ ॥

চন্দ্রাবলীতি। দেব! একং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি।

চন্দ্রবলীতি। দেব! তব বিলাসসৌখ্যানাং ব্যাঘাতেন কৃত-মহাপাপাস্মি, তৎ
　কারুণ্যেনাজ্ঞাপয়, যথা গোষ্ঠপতেগোষ্ঠং গত্বা বসন্তী ত্বাং সুখিনং করোমি।

(নেপথ্যে।) পৌর্ণমাসী-যশোদাভ্যাং পূর্ণাভ্যাসৌ দক্ষিণ-বামপ্রদেশৌ
　যস্য সঃ ॥ ১২ ॥

চন্দ্রাবলী। দেব! একটি নিবেদন করিতে চাই।

কৃষ্ণ। দেবি! যাহা ইচ্ছা আদেশ কর।

চন্দ্রাবলী। দেব! তোমার বিলাসসুখের ব্যাঘাত জন্মাইয়া আমি মহাপাপ
　করিলাম, অতএব আজ্ঞা কর, আমি গোষ্ঠপতির গোষ্ঠে বাস করিয়া
　তোমাকে সুখী করি।

(নেপথ্যে)। এই গোষ্ঠপতি নন্দরাজ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য
　ব্যাকুল হইয়া, বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, ত্বরায় স্বর্ণশকটে আরোহণ
　পুরঃসর যশোদা ও পৌর্ণমাসীর দ্বারা বামে ও দক্ষিণে সুশোভিত হইয়া
　আনন্দভরে দ্বারকার দ্বারপথে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণঃ। (সানন্দম্) সখে! দেব্যাঃ সদভিধ্যানেন সকুটুম্বো গোষ্ঠাধীশঃ প্রাপ্তস্তদেহি তত্র গচ্ছাবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

চন্দ্রাবলী। সমএ সংবুত্তো মে বান্ধবাণং সমাঅমো।

(নেপথ্যে)

ইয়মুদ্দিশ্যমানাধ্বা পৌর্ণমাস্যা ব্রজেশ্বরী।

পরীতা পরিবারেণ রোহিণীমন্দিরং যযৌ ॥ ১৩ ॥

মাধবী। দিট্‌ঠিয়া দিট্‌ঠিয়া! জং সুদ তুম্হ দুক্খা ঠকুরাণী রোহিণী।

চন্দ্রাবলীতি। সময়ে সংবৃত্তো মে বান্ধবানাং সমাগমঃ।

(নেপথ্যে)। পৌর্ণমাস্যোদ্দিশ্যমানোঽধ্বা যস্যাঃ সা।

মাধবীতি। দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা! যং শ্রুতং যুষ্মদ্দুঃখা ঠকুরাণী রোহিণী।

কৃষ্ণ। (আনন্দভরে) সখে! দেবীর মঙ্গলময় ধ্যানের ফলেই সকুটুম্ব গোষ্ঠাধীশকে পাওয়া গেল, অতএব আইস, আমরা তথায় গমন করি।

(ইহা বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)

চন্দ্রাবলী। উপযুক্ত সময়েই আমার বান্ধবগণ উপস্থিত হইলেন।

(নেপথ্যে) পৌর্ণমাসী পথ দেখাইয়া দিলে পরিজনগণ সহ যশোদা রোহিণী-দেবীর গৃহে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

মাধবী। কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! যেহেতু, ঠাকুরাণী রোহিণী তোমাদের দুঃখের কথা অবগত হইয়াছেন।

চন্দ্রাবলী। তা গচ্ছুঅ, গুরুঅণং বন্দণং কুণহ্ম।

(ইতি পরিক্রম্য)

এদং চ্চেঅ রাউলাণীএ রোহিণীএ অস্তেউরং।

(নেপথ্যে) নয়নয়োস্তনয়োরপি যুগ্মতঃ

পরিপতদ্ভিরসৌ পয়সাং ঝরৈঃ।

অহহ! বল্লবরাজ-বিলাসিনী

স্বতনয়ং প্রণয়াদভিষিঞ্চতি ॥ ১৪ ॥

চন্দ্রাবলী। এসো গোউলেস্সরীএ অঙ্কে ণিবিট্‌ঠো অজ্জউত্তো, তা কখণং এত্থ চিট্‌ঠহ্মি।

চন্দ্রবলীতি। তৎ গত্বা, গুরুজনবন্দনং কুর্ম্মঃ। এতদেব রাজ্ঞ্যাঃ রোহিণ্যা অন্তঃপুরম্।

(নেপথ্যে।) পয়সাং জলানাং দুগ্ধানাঞ্চ। পয়সী দুগ্ধবাহিনী ইতি কোষঃ ॥ ১৪ ॥

চন্দ্রাবলীতি। এষ গোকুলেশ্বর্য্যা অঙ্কে নিবিষ্ট আর্য্যপুত্রঃ, তৎ ক্ষণমত্র তিষ্ঠামি।

চন্দ্রাবলী। অতএব চল, গুরুজনের বন্দনা করি।

(এই বলিয়া যাইতে লাগিলেন)

এই যে রাণী রোহিণীর অন্তঃপুর।

(নেপথ্যে) আহা! গোপরাজ-মহিষী যশোদায় যুগপৎ নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা এবং স্তনদ্বয় হইতে দুগ্ধধারা বর্ষিত হইতেছে—তিনি এই প্রকারে পরমস্নেহভরে নিজ পুত্রকে অভিষিঞ্চিত করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

চন্দ্রাবলী। এই যে গোকুলেশ্বরীর ক্রোড়ে আর্য্যপুত্র উপবিষ্ট, অতএব আমি এখানেই কিয়ৎকাল অপেক্ষা করি।

(ততঃ প্রবিশন্তি যথানির্দ্দিষ্টা যশোদা-পৌর্ণমাসীমুখরাদয়শ্চ)

যশোদা। (মূর্দ্ধ্নি হরিমাঘ্রায় সাস্রম্) জাদ! ণূণং বিসুমরিদম্হি, জং চিরং ণ মে উব্লালণং কিদং।

কৃষ্ণঃ। (সবাষ্পম্) অম্ব! কথমেবং ব্যাহরন্তী লজ্জিতমপি মাং লজ্জয়সি।

মুখরা। ভঅবদি! বম্হণ্ড-কোডিণাহোত্তি তুঅত্তো সুদোবি কহ্নো মম উণ গোঅণাঅরোত্তি পড়িভাদি।

যশোদেতি। জাত! বৎস ইত্যর্থঃ। নূনং বিস্মৃতাস্মি, যস্মাৎ চিরং ন মে উল্লালনং কৃতম্। উচ্চালনমিতি পাঠে উচ্চারণমিত্যর্থঃ।

মুখরেতি। ভগবতি! ব্রহ্মাণ্ড-কোটিনাথ ইতি ত্বত্তঃ শ্রুতোঽপি কৃষ্ণঃ মম পুনর্গোপনাগর ইতি প্রতিভাতি।

(অনন্তর পূর্ব্বকথিতভাবে যশোদা, পৌর্ণমাসী ও মুখরাদির প্রবেশ)

যশোদা। (কৃষ্ণের মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে) পুত্র! নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ, না হইলে বহুকাল ধরিয়া আমাকে স্মরণ কর নাই কেন?

কৃষ্ণ। (নয়নজলের সহিত) মা, এরূপ কথা বলিয়া এই লজ্জিত ব্যক্তিকে আবার লজ্জা দিতেছেন কেন?

মুখরা। ভগবতি পৌর্ণমাসি! শ্রীকৃষ্ণ যে কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণেশ্বর, ইহা আপনার নিকট শুনিলেও ইনি আমার নিকট গোপনাগররূপেই প্রতিভাত হইতেছেন।

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) আর্য্যে মুখরে ! হৃদয়ঙ্গমমুক্তং, কিন্তু শুভমনুধ্যায়তাং, যথা ভূয়োঽপি তথা মঙ্গলভাজনং ভবেয়ম্।

পৌর্ণমাসী। তস্তু ! চিরাদঙ্কুরিতানি মদ্ভাগধেয়বীজানি, যদদ্য যশোদোৎসঙ্গমারূঢ়ং মাধবং পশ্যামি।

কৃষ্ণঃ। অম্ব ! ময়া সম্বর্দ্ধিতং পশু-পক্ষিণাং কদম্বম্, কিং বস্তত্র সৌখ্যমাতনোতি ?

পৌর্ণমাসী। মুকুন্দ ! দুঃখে বক্তব্যে কিং নু সৌখ্যং ব্রবীষি ?

যশোদা। (সংস্কৃতেন)

যঃ পারীপরিবাহিতেন কপিলাক্ষীরেণ খিন্নস্ত্বয়া
পুষ্টঃ প্রেমভরাদ্বিনষ্ট-জননী-সঙ্গঃ কুরঙ্গীশিশুঃ।

কৃষ্ণ ইতি। যথা শুভানুধ্যানেন।

যশোদেতি। পারী দুগ্ধস্য ভাণ্ডে স্যাদিতি কোষঃ। শার্দ্দূলবিক্রীড়িতমিতি

কৃষ্ণ। (মৃদু হাসিয়া) আর্য্যে মুখরে ! আপনি আমার মনের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে আমি পুনরায় আপনাদের সেই প্রকার মঙ্গলভাজন হইতে পারি।

পৌর্ণমাসী। বহুকাল পরে আমার সৌভাগ্যবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, যেহেতু আজ যশোদার ক্রোড়ে উপবিষ্ট মাধবকে দেখিতে পাইলাম।

কৃষ্ণ। মা ! আমি যে পশুপক্ষিসমূহকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলাম, তাহারা আপনাদের সুখ বৃদ্ধি করিতেছে ত ?

পৌর্ণমাসী। মুকুন্দ ! "দুঃখ" এই কথার পরিবর্ত্তে 'সুখ' বলিতেছ কেন ?

যশোদা। (সংস্কৃত ভাষায়) তুমি মাতৃবিয়োগদুঃখিত যে হরিণশিশুকে স্নেহভরে ভাণ্ডে করিয়া দুগ্ধপান করাইয়া পরিপুষ্ট করিয়াছিলে, সে

ত্বামপ্রেক্ষ্য স কাতরঃ প্রতিদিশং মুক্তার্ত্তনাদস্তুদ-

ন্মর্ম্মাণি ব্রজবাসিনাং বিতনুতে শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ১৫ ॥

পৌর্ণমাসী।

কস্তান্ পশ্যন্ ভবদুপহৃত-স্নিগ্ধপিঞ্ছাবতংসান্

কংসারাতে! ন খলু শিখিনঃ খিদ্যতে গোষ্ঠবাসী।

উন্মীলন্তং নব-জলধরং নীলমভ্যাপি মত্বা

যে ত্বামস্তমুদিতমভয়ন্তন্বতে তাণ্ডবানি ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণঃ। (ক্ষণং তূষ্ণীং স্থিত্বা) ভগবতি! কচ্চিদমী স্বস্তিমন্তো মম বয়স্যাঃ?

ত্বমিত্যস্য শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং নাম ছন্দঃ সূচিতম্। তল্লক্ষণং, তর্কাশ্বৈর্যদি মঃ সজৌ সততগাঃ "শার্দ্দূলবিক্রীড়িত"মিতি ॥ ১৫ ॥

পৌর্ণেতি। ভবতে উপহৃতাঃ স্নিগ্ধাঃ পিঞ্ছরূপা অবতংসা যৈস্তান্ শিখিনঃ ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ ইতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নে। স্বামত্বং প্রশ্নয়ামীত্যর্থঃ।

তোমাকে দেখিতে না পাইয়া কাতর হইয়া উচ্চ আর্ত্তনাদে ব্রজবাসিগণের মর্ম্মভেদ করিয়া শার্দ্দূলের ন্যায় ক্রীড়া বিস্তার করিতেছে ॥ ১৫ ॥

পৌর্ণমাসী। কংসারে! যে সকল ময়ূর তোমাকে স্নিগ্ধ পিঞ্ছরূপ কর্ণভূষণ উপহার দিয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া কে দুঃখিত না হইতেছে? ঐ ময়ূরগুলি আকাশে সমুদিত নীলবর্ণ নবীন মেঘকে দেখিয়া, তুমি উদিত হইয়াছ মনে করিয়া নৃত্য করিতে থাকে ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ। (ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া) ভগবতি! আমার সখাদিগের মঙ্গল ত?

পৌর্ণমাসী। ভবদ্বিলোকনোৎকণ্ঠয়া তে ব্রজেন্দ্রেণ সার্দ্ধং সুধর্ম্মামধ্যাসতে তত্তস্ত্বরয়া পূর্ণকামাঃ ক্রিয়ন্তাম্।

কৃষ্ণঃ। যথাদিশন্তি, তত্রভবত্যঃ।

(ইতি পরিক্রম্য স্বগতম্)

মাতুর্বন্দনায় ললিতা-পদ্ময়োরুপসক্তিরত্রোচিতা।

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

চন্দ্রাবলী। উবসপ্পণস্স এসো ওসরো।

(ইতি তথা করোতি)

পৌর্ণমাসী। (সহর্ষম্) গোষ্ঠেশ্বরি! পুরস্তাদিয়ং চন্দ্রাবলী।

(ইত্যুপপাদ্য ভুজাভ্যামাবৃণোতি)।

কৃষ্ণ ইতি। মাতুর্যশোদায়াঃ। উপসক্তিঃ সমীপাগতিঃ।

চন্দ্রাবলীতি। উপসর্পণস্য এষোঽবসরঃ।

পৌর্ণমাসী। তাহারা তোমাকে দেখিবে বলিয়া গোপরাজের সহিত সুধর্ম্মা-প্রাসাদে অপেক্ষা করিতেছে, অতএব শীঘ্রই তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ কর।

কৃষ্ণ। আপনার যাহা আজ্ঞা, তাহাই করিতেছি। (ভ্রমণ করিতে করিতে স্বগত) মাতার বন্দনার জন্য ললিতা ও পদ্মার এ স্থানে আগমন করা উচিত। (এই বলিয়া প্রস্থান)

চন্দ্রাবলী। নিকটে যাইবার এই অবসর। (নিকটে গমন)

পৌর্ণমাসী। (আনন্দভরে) গোষ্ঠেশ্বরি! এই চন্দ্রাবলী আপনার সম্মুখে।

(ইহা শুনিয়া চন্দ্রাবলী নিকটে যাইয়া বাহুযুগলের দ্বারা যশোদাকে আবৃত করিলেন)

যশোদা। (সস্নেহম্) বচ্ছে! দিট্‌ঠিয়া পুণোবি দিঠ্‌ঠাসি।
(ইতি কণ্ঠে গৃহ্লাতি)

চন্দ্রাবলী। (যশোদামভিবাদ্য সাস্রম্) অম্ম! ইদোবি ভূইট্‌ঠো দেঅল্লো কো ক্‌খু কারুণ্ণবিলাসো, জং অপ্পণো পাঅপ্‌ফংস-সোহগ্‌গাণং ভাঅণী কিদম্হি।

যশোদা। বচ্ছে! অবি ণাম ণ বিস্সুমরিদো সো অহ্ম গোউলবাসো।

যশোদেতি। বৎসে! দিষ্ট্যা পুনরপি দৃষ্টাসি।

চন্দ্রাবলীতি। মাতরিতোঽপি ভূয়িষ্ঠস্তে অন্যঃ কারুণ্যবিলাসঃ, যৎ আত্মনঃ পদস্পর্শসৌভাগ্যানাং ভাগিনী কৃতাস্মি।

যশোদেতি। বৎসে! অপি নাম বিস্মৃতঃ সোঽস্মদ্গোকুলনিবাসঃ?

যশোদা। (সস্নেহে) বৎসে! সৌভাগ্যবশেই পুনরায় তোমাকে দেখিতে পাইলাম। (এই বলিয়া কণ্ঠে গ্রহণ করিলেন)

চন্দ্রাবলী। (যশোদাকে অভিবাদন করিয়া অশ্রুপূর্ণ চক্ষে) মাতঃ! আপনার কারুণ্যবিলাসের ইহাপেক্ষা আর কি প্রাচুর্য্য থাকিতে পারে? যেহেতু আপনি আমাকেও আপনার পদস্পর্শের সৌভাগ্যভাগিনী করিলেন?

যশোদা। বৎসে! আমাদের সেই গোকুলবাসের কথা কি তুমি ভুলিয়া গেলে?

চন্দ্রাবলী। অম্ম! মাদু-কোড়ি-সিণিদ্ধাও, জহিং তুম্হে বসেধ, তথাবত্থাণং কল্লাণং কা ণাম পামরী অবি স্সুমরেদি।

মুখরা। (চন্দ্রাবলীমালিঙ্গ্য) হা রাহি! চিরাদো তুমং চ্চেঅ ণ দিট্‌ঠাসি।

(ইতি মুক্তকণ্ঠং রোদিতি)।

যশোদা। (সব্যথম্) হন্ত ধত্তি! পথুদা কীস এসা সোঅ-ণঅরগ্‌গলকুঞ্চিআ রাহিত্তি অক্‌খরজুঅলী ?

চন্দ্রাবলীতি। অম্ব! মাতৃ-কোটি-স্নিগ্ধা, যত্র যূয়ং বসথ, তত্রাবস্থানং কল্যাণং কা নাম পামরী অপি ন স্মরতি ?

মুখরেতি। হা রাধে! চিরাৎ ত্বং ন দৃষ্টাসি।

যশোদেতি। হন্ত ধাত্রি! প্রস্তুতা কস্মাৎ এষা শোকনগরার্গলকুঞ্চিকা কুঞ্জি ইতি প্রসিদ্ধিঃ। রাধেতি অক্ষরযুগলী।

চন্দ্রাবলী। মাতঃ! কোটি কোটি মাতার ন্যায় স্নেহময়ী আপনি যেখানে বাস করিতেছেন, সে স্থানে বাসের সৌভাগ্য কোন্ পামরী: ভুলিয়া থাকিতে পারে ?

মুখরা। (চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া) হা রাধে! বহুকাল তোমাকে দেখিতে পাই নাই।

(ইহা বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন)

যশোদা। (ব্যথা সহকারে) হায় ধাত্রি! তুমি কেন শোকনগরের অর্গলমুক্ত করিবার কুঞ্চিকাস্বরূপ 'রাধা' এই অক্ষরযুগল প্রকাশ করিলে ?

চন্দ্রাবলী। হা বহিণীএ! অহ্ম্মি মন্দভাইণী, জাএ একবারম্মি ণ দিট্‌ঠা তুমং।

রোহিণী। হা তিল্লোঅসুন্দরি বচ্ছে! কহি গদাসি?

পৌর্ণমাসী। হন্ত। শতকোটি-কঠোরাস্মি, যদদ্যাপি জীবামি।

রোহিণী। (সধৈর্য্যম্) পিঅসহি জসোএ! তপ্পই বাঢ় চন্দাঅলী, তা সোঅং মুক্কিঅং আস্সাসিঅদু।

চন্দ্রাবলীতি। হা ভগিনি! কোঽস্মার্থে কঃ, কনিষ্ঠেত্যর্থঃ। যয়া একবারমপি ন দৃষ্টা ত্বম্।

রোহিণীতি। হা ত্রিলোকসুন্দরি বৎসে! কুত্র গতাসি?

পৌর্ণেতি। শতকোটি-কঠোর-জনতঃ কঠোরাস্মি, অথবা বজ্রাদপি। শতকোটিঃ স্বরুঃ শম্ভোদম্ভোলিরশনিদ্বয়োরিত্যমরঃ।

রোহিণীতি। প্রিয়সখি যশোদে! তপ্যতে বাঢ়ং চন্দ্রাবলী, তৎ শোকং মুক্ত্বা আশ্বাস্যতাম্।

চন্দ্রাবলী। হায় কনিষ্ঠভগিনি! আমি এমনই মন্দভাগিনী যে, একবারও তোমাকে দেখিতে পাইলাম না।

রোহিণী। হায়, ত্রিলোকসুন্দরি বৎসে! তুমি কোথায় গেলে?

পৌর্ণমাসী। হায় হায়! আমি বজ্র হইতেও কঠিনা, যেহেতু শ্রীরাধাকে হারাইয়া আমি এখনও পর্য্যন্ত জীবিতা আছি।

রোহিণী। (ধৈর্য্যসহকারে) প্রিয়সখি যশোদে! চন্দ্রাবলী বড়ই কষ্ট পাইতেছে, অতএব শোক ত্যাগ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দান কর।

যশোদা। (চন্দ্রাবলীমালিঙ্গ্য) অম্ম ! মা ঝীণেহি, অপ্পড়িকাদব্বো এসো অথো।

(ততঃ প্রবিশতঃ কঞ্চুকিনামনুসরন্ত্যৌ বিযুক্তে ললিতা-পদ্মে)।

পদ্মা। (সব্যতঃ প্রেক্ষ্য সাশ্চর্য্যম্) কা এসা অউরুব্বরূবা দিট্‌ঠপুব্বাত্তি পড়িভাদি ?

(ইত্যুপসৃত্য সাস্রম্)

সুন্দরি ! তুমং পেক্‌খিঅ পিঅসহীং ললিদং সুমরন্তী পেম্মঘুম্মিদম্হি।

যশোদেতি। অম্ব ! মা ক্ষীণা ভব, অপ্রতিকর্ত্তব্য এষোঽর্থঃ।

(তত ইতি। বিযুক্তে পৃথগ্‌ভূতে)

পদ্মেতি। কা এষা অপূর্ব্বরূপা দৃষ্টপূর্ব্বা ইতি প্রতিভাতি? সুন্দরি ! ত্বাং প্রেক্ষ্য প্রিয়সখীং ললিতাং স্মরন্তী প্রেম-ঘূর্ণিতাস্মি।

যশোদা। (চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া) মা, তুমি দুঃখ করিও না, এ ব্যাপারের আর প্রতীকারের উপায় নাই।

(অনন্তর কঞ্চুকিদ্বয়ের দ্বারা অনুগম্যমানা ললিতা ও পদ্মার পৃথক্‌ভাবে প্রবেশ)

পদ্মা। (বামদিকে নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) এই অপূর্ব্বরূপা কে? ইহাকে যেন পূর্ব্বে দেখিয়াছি মনে হইতেছে।

(নিকটে যাইয়া অশ্রুপূর্ণ চক্ষে)

সুন্দরি ! তোমাকে দেখিয়া প্রিয়সখী ললিতাকে মনে করিয়া প্রেমভরে বিকল হইতেছি।

ললিতা। (সগদ্গদম্) সহি ! অবি ণাম পোম্মাসি !

পদ্মা। (সাবেগম্) হন্ত ! কধং ললিতা জ্জেব্ব ?

(ইতি ভুজাভ্যাং গৃহ্লাতি)।

ললিতা। (গাঢ়ং পরিষ্বজ্য সাস্রম্) পিঅসহী চন্দাঅলী কীস দে বিজুত্তা ?

পদ্মা। সহি! মন্দভাইণীহ্মি।

কঞ্চুকী। ইদং ভগবত্যা রোহিণ্যা মন্দিরম্, তদত্র প্রবিশতাং ভট্টিন্যৌ।

ললিতেতি। সখি ! অপি নাম পদ্মাসি

পদ্মেতি। হন্ত ! কথং ললিতৈব।

ললিতেতি। প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী কস্মাত্তে বিযুক্তা ?

পদ্মেতি। সখি ! মন্দভাগিনী অস্মি।

কঞ্চুকীতি। রাজপুত্রিকে ! দেবী কৃতাভিষেকায়ামিতরাস্তু তু ভট্টিনীতি কোষঃ।

ললিতা। (গদ্গদ ভাষায়) সখি ! তুমি কি পদ্মা ?

পদ্মা। (আবেগভরে) হায় ! এ যে ললিতা।

(ইহা বলিয়া দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন করিলেন)

ললিতা। (গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া সজলনয়নে) প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী তোমাকে ছাড়িলেন কেন ?

পদ্মা। সখি ! আমি অতি মন্দভাগা।

কঞ্চুকী। এই যে ভগবতী রোহিণীর মন্দির, অতএব কর্ত্রী ঠাকরুণদ্বয় এই স্থানে প্রবেশ করুন।

উভে। ণূণং রাউলাণীএ বন্দণস্স আণীদহ্ম।

রোহিণী। ভঅবদি! কা ক্খু এসা ললিদা-বিব্ভমং উপ্পাদেহি?

পৌর্ণমাসী। (সবৈয়গ্র্যম্) হন্ত! পশ্যত, সৈবেয়ং রাধিকায়াঃ প্রাণসখী।

(ইতি সর্ব্বাঃ পুরো ধাবন্তি)।

ললিতা। অহ্মহে! কধং গোউলেস্সরীপ্পমুহং এদং সব্বং জ্জেব্ব গোউলবন্ধুউলং?

(ইতি বিক্রোশন্তী সর্ব্বাসাং পাদান্তেষু পততি)।

উভে ইতি। নূনং রাজপত্ন্যা বন্দনায় আনীতে স্ম।

রোহিণীতি। ভগবতি! কা খলু এষা ললিতাবিভ্রমমুৎপাদয়তি?

ললিতেতি। আশ্চর্য্যম্! কথং গোকুলেশ্বরীপ্রমুখং এতৎ সর্ব্বমেব গোকুল-বন্ধুকুলম্?

উভয়ে। নিশ্চয়ই রাজ্ঞীকে বন্দনা করিবার জন্য আমাদিগকে আনয়ন করা হইয়াছে।

রোহিণী। ভগবতি! এ কে! ইহাকে দেখিয়া যে ললিতা বলিয়া ভ্রম হইতেছে।

পৌর্ণমাসী। (ব্যগ্রতা সহকারে) হায় হায়, দেখ, এই সেই রাধিকার প্রাণসখী।

(ইহা শুনিয়া সকলে সম্মুখে ধাবিত হইলেন)

ললিতা। ও মা! কি আশ্চর্য্য! গোকুলেশ্বরী প্রমুখ গোকুলের সকল বন্ধুই যে এখানে!

(ইহা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকলের পাদপ্রান্তে পতিত হইলেন)

সর্ব্বাঃ। (সাক্রন্দমুত্থাপ্য কণ্ঠে গৃহ্নন্তি)

চন্দ্রাবলী। হা সহি ললিদে! পরাণং ধারেসি?

(ইত্যালিঙ্গতি)

ললিতা। (সহর্ষাদ্ভুতম্) কধং পিঅসহী চন্দাঅলী।

(ইত্যালিঙ্গ্য)

এসো অমিঅসাঅরে দিব্ব-চিন্তামণিলাহো জো ক্খু গোউলকুড়ুম্বেসু তুম্হ সঙ্গমো।

চন্দ্রাবলী। ললিদে! তুমং জ্জেব্ব সা বহিণী লদ্ধাসি।

চন্দ্রাবলীতি। হা সখি ললিতে! প্রাণং ধারয়সি?

ললিতেতি। কথং প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী।

এষ অমৃতসাগরে দিব্যচিন্তামণিলাভঃ, যঃ খলু গোকুলকুটুম্বেষু যুষ্মৎসঙ্গমঃ।

চন্দ্রাবলীতি। ললিতে! ত্বমেব ভগিনী লব্ধাসি। মহেতি শেষঃ।

সকলে। (কাঁদিতে কাঁদিতে উঠাইয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন)

চন্দ্রাবলী। হায় সখি ললিতে! বাঁচিয়া আছ?

(ইহা বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন)

ললিতা। (আনন্দভরে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) এ যে প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী।

(ইহা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া)

ইহা যে অমৃতসাগরে স্বর্গীয় চিন্তামণিলাভ, যেহেতু গোকুলবন্ধুর সহিত তোমাদিগের সঙ্গলাভ হইল।

চন্দ্রাবলী। ললিতে! আমি তোমাকেই সেই ভগিনীরূপে লাভ করিলাম।

ললিতা। হা সহি রাহে! তুমং চ্চেঅ দুল্লহদংসনা সংবুত্তা।

(ইতি মুখরামালিঙ্গ্য রোদিতি)।

পদ্মা। (চন্দ্রাবলীমালিঙ্গ্য) হা পিঅসহি! দিট্‌ঠিআ দিট্‌ঠাসি।

পৌর্ণমাসী। পশ্যেয়ং রুক্মিণীমূর্ত্তিঃ, পদ্মামাশ্লিষ্য বাষ্পৈর্বিদ্রবন্তীব লক্ষ্যতে।

ললিতা। (সবিস্ময়ম্) ভঅবদি! পিঅসহী চন্দাবলী জ্জেব্ব কিং ক্খু রুপ্পিণীত্তি সুণীঅদি।

পৌর্ণমাসী। অথ কিম্।

ললিতেতি। হে সখি রাধে! ত্বমেব দুর্লভদর্শনা সংবৃত্তা।

পদ্মেতি। হা প্রিয়সখি! দিষ্ট্যা দৃষ্টাসি।

পৌর্ণেতি। রুক্মিণী নাম মূর্ত্তিঃ। পক্ষে, স্বর্ণময়ী মূর্ত্তিঃ। বাষ্পৈরশ্রুভিঃ। পক্ষে, উষ্মভিঃ।

ললিতেতি। ভগবতি! প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী এব কিং খলু রুক্মিণীতি শ্রূয়তে।

ললিতা। হা সখি রাধিকে! তোমার দর্শনই দুর্লভ হইল।

(ইহা বলিয়া মুখরাকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)

পদ্মা। (চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া) হায় প্রিয়সখি! ভাগ্যক্রমেই তোমাকে দেখিতে পাইলাম।

পৌর্ণমাসী। দেখ, এই রুক্মিণীমূর্ত্তিধারিণী পদ্মাকে আলিঙ্গন করিয়া নয়নজলে বিগলিতা হইতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

ললিতা। (বিস্ময় সহকারে) ভগবতি! প্রিয়সখী চন্দ্রাবলীকেই কি রুক্মিণী বলিয়া শুনা যাইতেছে?

পৌর্ণমাসী। তাহাই বটে।

ললিতা। তদো সূরদিণ্ণা অব্বাইণা সচ্চভামা ণাম কুমরী কধং ইমাএ দুক্খণিদাণং ত্তি পসিদ্ধী ?

পৌর্ণমাসী। বৎসে চন্দ্রাবলি! তালাঙ্কমাতুর্মুখাদস্মাভিরপি ভবাধিরাকর্ণিতঃ, তদত্র মা চিন্তয়।

যশোদা। বচ্ছে! রাহীট্ঠাণে তুমং বট্টসি, তা দাণীং অহ্মাণং পুরদো কা দে চিন্তা ণাম ?

চন্দ্রাবলী। সহি ললিদে! সুণাহি।

(ইতি সংস্কৃতেন)।

ললিতেতি। তদা সূর্যাদত্তা অর্ব্বাচীনা সত্যভামা নাম কুমারী, কথমস্যাঃ দুঃখনিদানমিতি প্রসিদ্ধিঃ ?

পৌর্ণেতি। আধির্মনঃপীড়া।

যশোদেতি। বৎসে! রাধাস্থানে ত্বং বর্ত্তসে, তদিদানীম্ অস্মাকং পুরতঃ কা তে চিন্তা নাম।

চন্দ্রাবলীতি। সখি ললিতে! শৃণু।

ললিতা। তবে সূর্যাদত্তা অর্ব্বাচীনা সত্যভামা নামে কুমারী ইহার দুঃখের নিদান, এ কথা প্রচারিত হইল কেন ?

পৌর্ণমাসী। বৎসে চন্দ্রাবলি! বলদেব-জননী রোহিণীর মুখে তোমার দুঃখের কারণ শুনিয়াছি, অতএব চিন্তা করিও না।

যশোদা। বৎসে! তুমিই রাধিকার স্থানে বর্ত্তমান, অতএব আমরা থাকিতে তোমার চিন্তা কি ?

চন্দ্রাবলী। সখি ললিতে! শ্রবণ কর।

(সংস্কৃত ভাষায়)

অপি প্রাণেভ্যো মে ভবিতুমুচিতো যঃ প্রিয়তমঃ
স সৌন্দর্য্যালোকঃ ক্ষণমপি যযৌ নাক্ষিপদবীম্।
দুরাস্তাধিশ্রেণীবিতরণবিধৌ যঃ খলু কৃতী
স সাক্ষাদত্রাসীদহহ! সহবাসী মম পরঃ ॥ ১৭ ॥

(প্রবিশ্য সম্ভ্রান্তা বকুলা)

বকুলা। দেই! মএ পুণো পুণো ণিবারিদাবি সপ্পভীসণং কালিঅদহং সপ্পদি সচ্চা।

অপীতি। যো মে প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তমো ভবিতুমুচিতঃ। সৌন্দর্য্যালোকঃ সৌন্দর্য্যস্যালোকঃ ক্ষণমপি অক্ষিপদবীং ন যযৌ। সৌদর্য্যালোক ইতি পাঠে সৌদর্য্যায়া ভগিন্যা আলোকোঽস্ত দুরন্তাধিশ্রেণীবিতরণবিধৌ যঃ কৃতী সোঽপরঃ অসৌ সৌন্দর্য্যালোকঃ সাক্ষাদত্র সহবাসী আসীদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥

বকুলেতি। দেবি! ময়া পুনঃ পুনর্নিবারিতাপি সর্পভীষণং কালিয়হ্রদং সর্পতি সত্যা।

হায়! হায়! যিনি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম হইবার উপযুক্ত, সেই সৌন্দর্য্যালোক ক্ষণকালের জন্যও আমার নয়নপথের পথিক হইল না, কিন্তু যিনি দুরন্ত মনোবেদনা প্রদানে দক্ষ, তিনিই আমার শ্রেষ্ঠ সহবাসিরূপে সাক্ষাৎ এই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

(ব্যস্তভাবে বকুলার প্রবেশ)

বকুলা। দেবি! আমি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও সত্যা ভীষণ সর্পে পরিপূর্ণ কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিতেছে।

পৌর্ণমাসী। দিষ্ট্যা পদ্মিনী-হৃদুত্তাপিকা শীতবাতাবলী ব্যালানামা-
ননবিলে বিলীনা।

বকুলা। দিট্ঠিং মএ, ণঅবুন্দা-বিব্ভন্তো ভট্টা ভেম্ভলো বিঅ ণং
সচ্চা অণুসংপদি!

সর্ব্বাঃ। অলং বিলম্বারম্ভেণ, ফণি-বাসং গচ্ছামঃ।

(ইতি স্খলন্ত্যো নিষ্ক্রান্তাঃ)

(ততঃ প্রবিশতি পিঙ্গলয়াভ্যর্থমানা রাধা)

রাধা। (সংস্কৃতেন)

পরতন্ত্রতয়া সমন্ততো, মম রঙ্গায় ন শার্ঙ্গিসঙ্গমঃ।
ধিগিহাপি পুনর্বিয়োগভীর্মৃতিরেবাস্তু গতির্বিনিশ্চিতা॥ ১৮॥

পৌর্ণেতি। শীতবাতাবলী শীতকালীনবাতশ্রেণী।
বকুলেতি। দৃষ্টং ময়া, নববৃন্দাবিভ্রান্তঃ ভর্ত্তা বিহ্বল ইব এনাং সত্যামনুসর্পতি।
রাধেতি। ইহাপি শার্ঙ্গিসঙ্গমেঽপি॥ ১৮॥

পৌর্ণমাসী। সৌভাগ্যেরই কথা। পদ্মিনী হৃদয়ের উত্তাপজনক শীতল
মারুৎ সর্পগণের আননবিবরে বিলীন হইল।

বকুলা। দেখিলাম, নবৃন্দা ভর্ত্তাকে এই কথা জানাইলে তিনি বিহ্বল-
ভাবে এই সত্যার অনুসরণ করিতেছেন।

সকলে। আর বিলম্বে কাজ নাই। চল সেই সর্পাবাসে যাওয়া যাউক।

(এই বলিয়া স্খলিতগতিতে সকলের প্রস্থান)।

(অতঃপর পিঙ্গলাকর্ত্তৃক অভ্যর্থমানা রাধার প্রবেশ)

সর্ব্বতোভাবে পরাধীনা থাকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ আমার পক্ষে
সুখজনক হইল না, এই দুঃসময় মিলনেও আবার বিচ্ছেদের ভয়, অতএব
এখন মরণই আমার একমাত্র গতি—ইহা স্থির করিলাম॥ ১৮॥

পিঙ্গলা। ভট্টিদারিএ! ণ ক্খু এদং সাহসং দে জুত্তং।

রাধা। (সাবজ্ঞম্)।

আলি! কালিঅদহেণ দিট্‌ঠিণো

রঞ্জণং ঘনতরঙ্গভঙ্গিণা।

সামলোচ্ছলভুঅঙ্গমণ্ডলী-

সঙ্গিণা মহ চিরেণ কিজ্জই ॥ ১৯ ॥

(ইতি বামাক্ষিস্পন্দনমভিনীয় সোপালম্ভং সংস্কৃতেন)

মদ্বাম-দৃষ্টিলূতা, পরিস্ফুরন্তী সমন্ততঃ কৃপণা।

আশাবন্ধং তনুতে, প্রাণপতঙ্গোপরোধায় ॥ ২০ ॥

পিঙ্গলেতি। ভর্ত্তৃদারিকে! ন খলু এতৎ সাহসং তে যুক্তম্।

রাধেতি। আলি! কালিয়হ্রদেন দৃষ্টেঃ রঞ্জনং ঘনতরঙ্গভঙ্গিনা শ্যামলোচ্ছলভুজঙ্গমণ্ডলীসঙ্গিনা মম চিরেণ ক্রিয়তে ॥ ১৯ ॥

মদ্বাম-দৃষ্টিরেব লূতা। লূতা স্ত্রী তন্তুবায়োর্ণনাভমর্কটকাঃ সমা ইত্যমরঃ। প্রাণ এব পতঙ্গো মক্ষিকা তস্যোপরোধায়াশাবন্ধং তনুতে ॥ ২০ ॥

পিঙ্গলা। রাজকন্যে! তোমার এরূপ সাহস করা উচিত হইতেছে না।

রাধা। (অবজ্ঞাভরে) সখি! কালিয়হ্রদ ঘন তরঙ্গভঙ্গী সহকারে সঞ্চার্য্যমাণ কৃষ্ণভুজঙ্গমণ্ডলীর দ্বারা আমার নয়নের আনন্দবিধান করিতেছে ॥ ১৯ ॥

রাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) (ইহা বলিয়া বামনেত্র স্পন্দনের অভিনয় করিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) আমার বামদৃষ্টিরূপা লূতা (মাকড়সা) কৃপণা হইলেও স্ফুরিত হইয়া প্রাণপতঙ্গকে ধারণের জন্য চারিদিকে আশাজাল বিস্তার করিতেছে ॥ ২০ ॥

পিঙ্গলা। আসণ্ণমঙ্গলসংসি, এদং মুহূত্তং তা পড়িবালেহি।

রাধা। দিট্‌ঠিমক্কডীএ আস্‌সাসে কো মে বীস্‌সাসো?

(ইত্যবতারণং নাটয়তি।

(ততঃ প্রবিশতি নববৃন্দয়া সহ কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ।

গতির্জাতা যা মে চিরবিরহিণঃ প্রাণশকুনে-
ঘনচ্ছায়ামেতাং পরিমলবতীং মূর্ত্তিলতিকাম্।
ক্ষিপন্তী সন্থস্তং ফণিবিষকৃশানৌ কৃশতরাং
কঠোরে! নাকার্ষীর্ময়ি কিমনুকম্পালবমপি॥ ২১॥

পিঙ্গলেতি। আসন্নমঙ্গলশংসি, এতৎ মুহূর্ত্তং তৎ প্রতিপালয়।

রাধেতি। দৃষ্টিমর্কট্যা আশ্বাসে কো মে বিশ্বাসঃ?

কৃষ্ণ ইতি। যা মূর্ত্তিলতিকা মে প্রাণশকুনের্গতির্জাতা এতাং মূর্ত্তিলতিকাং ফণিবিষমেব কৃশানুরগ্নিস্তস্মিন্ সদ্যঃ ক্ষিপন্তী সতী, হে কঠোরে! ময়ি কিমনুকম্পালবমপি নাকার্ষীরিত্যন্বয়ঃ॥ ২১॥

পিঙ্গলা। ইহাতে অদূরবর্ত্তী মঙ্গলের সূচনা করিতেছে, অতএব মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর।

রাধা। দৃষ্টিমর্কটীর আশ্বাসে আমার বিশ্বাস নাই।

(এই বলিয়া অবতরণ করিতে লাগিলেন)

(অনন্তর নববৃন্দার সহিত কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। হে কঠোরহৃদয়ে! শীতল-ছায়াসমন্বিতা সৌরভময়ী এই যে তনুলতা—যাহা আমার চিরবিরহী প্রাণপক্ষীর একমাত্র আশ্রয়স্থল, তাহাকে তুমি অধিকতর কৃশ করিয়া সদ্যই সর্পবিষরূপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছ, হায়, তুমি আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও দয়া প্রকাশ করিলে না॥ ২১॥

(ইতি হ্রদাবগাহমভিনয়তি)

নববৃন্দা। দেব! সর্ব্বানর্থহরোহয়ং মণীন্দ্রঃ।

(ইতি হরের্ম্মণিবন্ধে মণিং বধ্নাতি)

রাধা। হদ্ধী হদ্ধী। কধং মন্দভাইণং ইমং জণং দন্দসূআ অবি ণ ডংসন্তি।

(ইতি সর্পানমুসর্পতি)

কৃষ্ণঃ। (সসম্ভ্রমেণোপসৃত্য) মহাসাহসিনি! কিমেতদসৌষ্ঠবমনুষ্ঠিতম্?

(ইতি পৃষ্ঠতো ভুজাভ্যাং কণ্ঠং গৃহ্লাতি)

রাধেতি। হা ধিক্ হা ধিক্! কথং মন্দভাগিনম্ ইম্ জনং দন্দশূকা অপি ন দংশন্তি?

কৃষ্ণ ইতি। অসৌষ্ঠবং গর্হ্যম্।

নববৃন্দা। দেব! এই মণীন্দ্র সর্ব্ব অনর্থ হরণ করিয়া থাকে। (ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মণিবন্ধে মণি বন্ধন করিলেন)

রাধা। হা ধিক্! হা ধিক্! এই হতভাগিনীকে কেন সর্পেও দংশন করিতেছে না?

(ইহা বলিয়া সর্পের নিকট গমন করিলেন)।

কৃষ্ণ। (ত্রস্তভাবে নিকটে গমন করিয়া) মহাসাহসিনি! এ কি অন্যায় কার্য্য করিলে? (ইহা বলিয়া পৃষ্ঠদিক হইতে ভুজদ্বয়ের দ্বারা কণ্ঠদেশ ধারণ করিলেন)

রাধা। (শোকাদশ্রুতিমভিনীয় সানন্দম্) দিট্‌ঠিআ ভুঅঙ্গ-
জুঅলেণ বেঢ়িদম্হি।

(ইতি স্পর্শসুখমভিনীয়)

ঠাণে সমএ অবআরি সব্বং পিঅং হোদি, জং পন্নঅপ্-
ফংসোবি সুহাবেদি।

(ইতি সংস্কৃতেন)

কৃষ্ণভুজঙ্গমিতাহং বিধিনাভিমতং কিলানুকূলেন।
চিররাত্রায় কৃতেঽয়ং যাত্রা মম যাতনাবলিভিঃ ॥ ২২ ॥

রাধেতি। দিষ্ট্যা ভুজঙ্গযুগলেন বেষ্টিতাস্মি।

স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ। সময়ে অপকারি সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, যৎ পন্নগস্পর্শো-
ঽপি সুখাপয়তি।

কৃষ্ণভুজঙ্গমিতি। অনুকূলেন বিধিনা অভিমতং মদাঞ্ছিতং কৃষ্ণভুজঙ্গমহমি-
তাস্মি। সরস্বতী তু তন্মুখেন তদভীষ্টং বাচয়তি। যথা, বিধিনা কত্রা২হং
কৃষ্ণভুজঙ্গমিতাস্মীতি। মম যাতনাবলিভিঃ চিররাত্রায় চিরাং যাত্রা
কৃতেত্যন্বয়ঃ। চিরায় চিররাত্রায় চিরস্যাস্যাশ্চিরার্থকা ইত্যমরঃ ॥ ২২ ॥

রাধা। (শোকভরে কোনও কথা শুনিতে না পাইয়া, আনন্দভরে) কি
ভাগ্য, দুইটি ভুজঙ্গেই আমাকে বেষ্টন করিয়াছে। (ইহা বলিয়া
স্পর্শসুখ অনুভবের অভিনয়) উপযুক্তকালে অপকারী বস্তু সকলও
প্রিয় হইয়া থাকে, যেহেতু এই সর্পের স্পর্শেও সুখবোধ হইতেছে।
(ইহা বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) অনুকূল বিধাতা এত দিন পরে আমার
চিরবাঞ্ছিত সাধন করিলেন—এত কাল পরে আমি কৃষ্ণভুজঙ্গকে প্রাপ্ত
হইলাম—বোধ হয়, এখন আমার যাতনা সকল চিরকালের জন্য দূর
হইল ॥ ২২ ॥

নববৃন্দা। দিষ্ট্যা। কৃষ্ণভুজাভিজ্ঞানমস্যাঃ সম্বভূব।

রাধা। (দৃশং দরোন্মীল্য) অব্বো! মণিকন্তিকিন্মীরিদ-
মথওবি এসো ভুঅঙ্গো মং ণ ডংসদি।

নববৃন্দা।

চক্রাঙ্কিতস্য নির্ম্মলমলয়জপরিশীলিনো মণিং দধতঃ।
কৃষ্ণভুজগস্য সুভগে! কৃষ্ণভুজস্য চ গতো ভেদঃ॥ ২৩॥

কৃষ্ণঃ। ত্রাসিতেন্দীবরমন্দমাধুরী-কন্দলৈর্বপুরপূর্ব্বমুজ্ঝতী।
বন্ধুরাঙ্গি! জগদেব কিং বৃথা বন্ধ্যনেত্রমসি কর্ত্তুমুদ্যতা॥২৪॥

নববৃন্দেতি। দিষ্ট্যা! কৃষ্ণভুজমাভিলক্ষীকৃত্যাস্যা জ্ঞানং সম্বভূব।

রাধেতি। আশ্চর্য্যম্! মণিকান্তিকির্ম্মীরিতমস্তকোঽপ্যেব ভুজগো মাং
ন দংশতি।

নববৃন্দেতি। হে সুভগে! কৃষ্ণভুজগস্য কৃষ্ণভুজস্য চ ভেদো গতো ভেদো
নাস্তি, চক্রাঙ্কিতেত্যাদি তৃতীয়বিশেষণসাম্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। পক্ষে, গতো
গকারাদ্ভেদঃ॥ ২৩॥

কৃষ্ণ ইতি। ইন্দিরা লক্ষ্মীঃ। বন্ধুরাঙ্গি মনোহরাঙ্গি॥ ২৪॥

নববৃন্দা। কি সৌভাগ্য! ইহার কৃষ্ণের বাহু, এই জ্ঞান হইয়াছে।

রাধা। (চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া) কি আশ্চর্য্য! মণিকান্তির দ্বারা
ভূষিতমস্তক হইয়াও এই ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিতেছে না।

নববৃন্দা। হে সৌভাগ্যবতি! নির্ম্মল মলয়বায়ুসেবী চক্রাঙ্কিত মণিধারী
কৃষ্ণ-ভুজঙ্গের ও কৃষ্ণভুজের—এই উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই॥ ২৩॥

কৃষ্ণ। হে মনোহরাঙ্গি! তোমার যে সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যসমূহে লক্ষ্মী পর্য্যন্ত
ভীতা হন, সেই অপূর্ব্ব শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে বিফলনেত্র
করিতে উদ্যতা হইয়াছ কেন?॥ ২৪॥

রাধা। (সাচিকন্ধরমবেক্ষ্য) হদ্ধী ! হদ্ধী ! হদাবি সুট্‌ঠু জেব হদহ্মি, জং ইমাএ বরাগীএ কিদে এসো তিল্লোঅসোক্‌খআরী অপ্পা সপ্পদহে তুএ পক্‌খিত্তো ?

কৃষ্ণঃ। (তীরমাসাদ্য রাধাহস্তে রত্নমাবধ্নন্ সোপালম্ভস্মিতম্)

ভজন্তী নিরূপে রাগাদ্ভোগিনাং স্বয়মাশিষঃ।
ভোগিনং মাং কিমাশীর্ভ্যস্ত্বং রারয়িতুমুদ্যতা ॥ ২৫ ॥

তদেহি, মাধবীমণ্ডপং প্রযাব।

(ইতি পিঙ্গলয়া সহ নিষ্ক্রান্তৌ)

রাধেতি। হা ধিক্ হা ধিক্ ! হতাপি সুষ্ঠু এব হতাস্মি, যদস্যাঃ বরাকাঃ কৃতে এষ ত্রিলোকসৌখ্যকারী আত্মা সর্পহ্রদে ত্বয়া প্রক্ষিপ্তঃ।

কৃষ্ণ ইতি। হে নিরূপে ! রাগাদ্ভোগিনাং সর্পাণামাশিষো বিষদস্তান্ স্বয়ং ভজন্তী, ত্বং কিং ভোগিনং ভোগাভিষিক্তং মমাশীভ্যঃ কামেভ্যো বারয়িতুমুদ্যতাসি। স্ত্রী আশীর্হিতাশংসাহিদংষ্ট্রয়োরিত্যমরঃ ॥ ২৫ ॥

রাধা। (বক্রগ্রীবায় দেখিয়া) হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! আমি নিহতা হইয়া আরও বিশেষরূপে হত হইলাম, যেহেতু, এই নগণ্য ব্যক্তির জন্য আপনি আপনার এই ত্রিলোকসুখবর্দ্ধনকারী শরীর কালিয়-হ্রদে নিক্ষেপ করিলেন।

কৃষ্ণ। (তীরে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধিকার হস্তে স্যমন্তক মণি বন্ধন করিয়া মৃদু হাস্যসহকারে তিরস্কার-পূর্ব্বক) হে নিষ্ঠুরে ! তুমি অনুরাগভরে স্বয়ং সর্পকুলের বিষদন্ত ভজনা করিয়া ভোগাভিলাষী আমাকে কামনার বস্তু সকল হইতে নিবারণ করিতে উদ্যতা হইয়াছ কেন ? ॥ ২৫ ॥

অতএব আইস, আমরা মাধবীকুঞ্জে গমন করি।

(ইহা বলিয়া পিঙ্গলার সহিত উভয়ের প্রস্থান)

(ততঃ প্রবিশতি পৌর্ণমাস্যাদিভিরনুগম্যমানা বিক্রোশন্তী যশোদা)

যশোদা। হন্ত হন্ত! অদিক্কন্তোবি সো হদাসো কালিও মহ মন্দভাইণীএ কিদে পুণোবি পরাবুত্তো।

নববৃন্দা। (স্বগতম্) রাধাপারবশ্যবাধানিরোধায় ময়া প্রণীতেয়ং চাতুরী সিদ্ধা বভূব।

(প্রকাশম্)

হন্ত! পরমার্য্যাঃ! সমাশ্বসিত সমাশ্বসিত, খেদং মুঞ্চত, যদেষ সত্যামুত্তার্য্য তটীমবাপ নাগারিকেতুঃ।

যশোদেতি। হন্ত হন্ত! অতিক্রান্তোঽপি স হতাশঃ কালিয়ো মম মন্দভাগিন্যাঃ কৃতে পুনরপি পরাবৃত্তঃ।

নববৃন্দেতি। চাতুরী সর্ব্বেষামানয়নরূপা ক্রিয়া সিদ্ধা রাধাপারবশ্যনিরোধকারিণী বভূব। নাগারিকেতুর্গরুড়ধ্বজঃ।

(অনন্তর পৌর্ণমাসী প্রভৃতির অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। হায় হায়! সেই কালিয় হতাশ হইয়া গমন করিলে এই মন্দভাগিনীর জন্য পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

নববৃন্দা। (স্বগত) রাধিকার পারবশ্যরূপ বাধা নিবৃত্ত করিবার জন্য আমি যে কৌশলের অবতারণা করিয়াছিলাম, তাহা সুসিদ্ধ হইল।

(প্রকাশ্যে) কি কষ্ট! হে পূজনীয় আর্য্যাগণ, আপনারা শান্ত হউন, খেদ পরিত্যাগ করুন, যেহেতু, এই গরুড়ধ্বজ সত্যভামাকে উত্তোলন করিয়া তীরে উঠিয়াছেন।

সর্ব্বাঃ। (সগদ্গদম্) বাঢ়ং মঙ্গলং মঙ্গলম্ ।

(ইতি ধৈর্য্যং নাটয়ন্তি)

(নেপথ্যে)।

ত্রিভুবনগুরুমগ্রেকৃত্য রাজীবযোনিং
কলয়িতুমধিমৌলিং সত্বরঃ সাত্বতানাম্ ।
বিশতি পুরমপর্ণাপূর্ণপার্শ্বঃ পুরস্তাদ্-
বৃষবরমধিরূঢ়ঃ খণ্ডশীতাংশুচূড়ঃ ॥ ২৬ ॥

নববৃন্দা। পশ্যত পশ্যত, গিরীন্দ্রনন্দিনাজীবিতবন্ধোরানন্দায় মুকুন্দঃ পুরস্তাদয়ং সাধয়তি ।

(নেপথ্যে)। খণ্ডশীতাংশুরর্দ্ধচন্দ্রশ্চূড়ায়াঃ মস্তকে যস্য সঃ। মহাদেবো বৃষবরমধিরূঢ়ঃ সন্ ত্রিভুবনগুরুং রাজীবযোনিং ব্রহ্মাণমগ্রেকৃত্বা সাত্বতানামধিমৌলিং শ্রীকৃষ্ণং দ্রষ্টুং দ্বারকাং বিশতীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৬ ॥

সকলে। (গদ্গদ ভাষায়) বেশ বেশ! মঙ্গলের কথা। (ইহা বলিয়া ধৈর্য্যধারণ করিলেন)

(নেপথ্যে) দুর্গাদেবীকে পার্শ্বে লইয়া শ্রেষ্ঠ বৃষে আরোহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধ-চন্দ্রচূড় মহাদেব ত্রিভুবনগুরু পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শনার্থ শীঘ্র দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

নববৃন্দা। দেখ দেখ, গিরীন্দ্রনন্দিনীর বল্লভ শঙ্করের আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য মুকুন্দ তাঁহার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সর্ব্বাঃ। (কৃষ্ণং দূরতঃ সমীক্ষ্য হর্ষং নাটয়ন্তি)।

পৌর্ণমাসী। নববৃন্দে! ক তে প্রাণসখী সত্যা?

নববৃন্দা। পুরস্তাদ্বাসন্তীমণ্ডপে।

পৌর্ণমাসী। হরেঃ পরোক্ষমেব সত্যাং সত্বরং কুণ্ডিনে প্রেষয়ামঃ।

মুখরা। অম্মু গদুঅ ণং জাণেমি।

(ইতি পরিক্রামতি)

(প্রবিশ্য পিঙ্গলয়া সহ রাধা)

রাধা। হলা। কাও এত্থ জপ্পন্তি?

মুখরেতি। অহং গত্বা এনামানয়ামি।

রাধেতি। সখি! কা অত্র জল্পন্তি?

সকলে। (দূর হইতে কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।)

পৌর্ণমাসী। নববৃন্দে! তোমার প্রাণসখী সত্যা কোথায়?

নববৃন্দা। অগ্রবর্ত্তী মাধবীমণ্ডপে।

পৌর্ণমাসী। শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে সত্যাকে শীঘ্রই কুণ্ডিননগরে প্রেরণ করিতেছি।

মুখরা। আমিই যাইয়া তাহাকে লইয়া আসিতেছি।

(ইহা বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন)

(পিঙ্গলার সহিত রাধার প্রবেশ)

রাধা। সখি! কাহারা এ স্থানে কথোপকথন করিতেছে?

পিঙ্গলা। মিলিদাইং দেঈএ রূপ্পিণীএ কুড়ুম্বাইং তুমং আক্খিবন্তী।

রাধা। হা! মরণং বি মে দুল্লহং।

(ইতি বক্ত্রমাবৃত্য রোদিতি)

মুখরা। (দূরতঃ প্রেক্ষ্য সচমৎকারং পরাবর্ত্ততে)

পৌর্ণমাসী। মুখরে! কিং নিবৃত্তাসি?

মুখরা। ভঅবদি! কিম্পি বত্তুকামাবি সঙ্কেমি।

পৌর্ণমাসী। মুগ্ধে! কৃতং শঙ্কয়া, বিশ্রব্ধমুচ্যতাম্।

মুখরা। (সাস্রগদ্গদং কর্ণে) এব্বং ণেদং।

পিঙ্গলেতি। মিলিতানি দেব্যাঃ রুক্মিণ্যাঃ কুটুম্বানি ত্বাং আক্ষিপন্তি।

রাধেতি। হা! মরণমপি মে দুর্লভম্।

মুখরেতি। ভগবতি! কিমপি বক্তুকামাপি শঙ্কে।

মুখরেতি। এবমেতৎ।

পিঙ্গলা। দেবী রুক্মিণীর কুটুম্বগণ মিলিত হইয়া তোমাকে নিন্দা করিতেছে।

রাধা। হায় হায়! মরণও আমার দুর্লভ হইল!

(ইহা বলিয়া মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন)

মুখরা। (দূর হইতে অবলোকন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন)

পৌর্ণমাসী। মুখরে! ফিরিয়া আসিলে কেন?

মুখরা। ভগবতি! কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু ভয় হইতেছে!

পৌর্ণমাসী। মুগ্ধে! ভয় কি? বিশ্বস্তচিত্তে বল।

মুখরা। (অশ্রুপূর্ণ গদ্গদকণ্ঠে কাণে কাণে) এইরূপ।

পৌর্ণমাসী। (সোপালম্ভম্) প্রলাপিনি! তূষ্ণীং ভব, কুতস্তে তাদৃশং ভাগধেয়ম্?

যশোদা। ভঅবদি! কিং ভণাদি এসা?

পৌর্ণমাসী। গোকুলেশ্বরি! বাঢ়মসম্ভাব্যম্।

মুখরা। (পুনঃ কর্ণে লপতি)

পৌর্ণমাসী। মূঢ়ে! জ্ঞাতম্ জ্ঞাতং, মহারত্নেনৈব ভ্রান্তাসি কৃতা।

মুখরা। ণত্তিণি ললিদে! তুমং আঅচ্চিঅ পেক্খ।

ললিতা। (পৌর্ণমাসীমুখমীক্ষতে)

পৌর্ণমাসী। গচ্ছামস্তত্র কো দোষঃ।

(ইতি সর্ব্বাঃ পরিক্রামন্তি)

যশোদেতি। ভগবতি! কিং ভণতি এষা?

মুখরেতি। নপ্ত্রি, ললিতে! ত্বমাগতা পশ্য।

পৌর্ণমাসী। (তিরস্কার পূর্ব্বক) প্রলাপিনি! চুপ কর, তোমার তেমন ভাগ্য কোথায়?

যশোদা। ভগবতি! তুমি এ কি বলিতেছ?

পৌর্ণমাসী। গোকুলেশ্বরি! সে অসম্ভাবনীয় কথা।

মুখরা। (পুনরায় কাণে কাণে কহিতে লাগিলেন)

পৌর্ণমাসী। মূঢ়ে! জানি জানি, মহারত্ন হেতু তুমি এইরূপ ভুল করিয়াছ।

মুখরা। নাতিনি ললিতে! তুমি একবার আসিয়া দেখ।

ললিতা। (পৌর্ণমাসীর মুখের প্রতি তাকাইলেন)

পৌর্ণমাসী। তথায় যাইতেছি, তাহাতে দোষ কি?

(সকলে যাইতে লাগিলেন)

পৌর্ণমাসী। (ললিতা-মুখরাভ্যাং সহ কিঞ্চিদগ্রে গত্বা সৌৎসুক্যম্) কথমলক্ষ্যমাণসর্ব্বাঙ্গাপি বরাঙ্গী মদন্তরে কারুণ্যমুন্মীলয়ন্তী কঞ্চিৎ চমৎকারমারোপয়তি।

ললিতা। (সন্নিধায় সগদ্গদম্) অই মন্দোঅরি! কিং রোঅসি?

রাধা। (মুখাদঞ্চলমপাস্য সবিক্রোশম্) হা হা! কধং পিঅসহী মে ললিদা? হা! কধং বচ্ছলা ভঅবদী? হা! কধং অজ্জিআ মুহরা?

(ইত্যানন্দেন ঘূর্ণন্তী ভূমৌ স্খলতি)

পৌর্ণেতি। অলক্ষ্যসর্ব্বাঙ্গত্বমস্যা বস্ত্রাবৃতত্বাদ্ রশ্মিতত্বাচ্চ।

ললিতেতি। অয়ি মন্দোদরি! কিং রোদিষি?

রাধেতি। অপাস্য ত্যক্ত্বা। হা হা! কথং প্রিয়সখী ললিতা? হা! কথং বৎসলা ভগবতী? হা! কথং আর্য্যা মুখরা?

পৌর্ণমাসী। (ললিতা ও মুখরার সহিত কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন করিয়া ঔৎসুক্য সহকারে) যদিও এই সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গ দেখা যাইতেছে না, তথাপি এই সুন্দরী আমার অন্তরে করুণার সঞ্চার করিয়া আমাকে অপূর্ব্বভাবে চমৎকৃত করিলেন।

ললিতা। অয়ি ক্ষীণোদরি! কাঁদিতেছ কেন?

রাধা। (মুখ হইতে অঞ্চল অপসারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) হায় হায়! প্রিয়সখী ললিতা কোথা হইতে আসিলে? স্নেহময়ী ভগবতীই বা কোথা হইতে, আর্য্যা মুখরাই বা কোথা হইতে আসিলেন?

(ইহা বলিয়া আনন্দে ঘূর্ণিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন)

ললিতা। (বিচিত্রং কূজন্তী রাধামালিঙ্গ্য প্রমোদমূর্চ্ছাং নাটয়তি)

পৌর্ণমাসী। অহহ ! ভোঃ ! কথং বৎসৈব সা মে রাধিকা ?

(ইত্যুচ্চৈরাক্রন্দতি)

মুখরা। ণত্তিণি ! পুণোবি লদ্ধাসি।

(ইত্যুন্মাদং নাটয়তি)

যশোদা। (রোহিণ্যা সহ ধাবন্তী সগদ্গদম্) হা বচ্ছে। জীঅসি ?

(ইতি মুখং চুম্বতি)

মুখরেতি। নপ্ত্রি ! পুনরপি লব্ধাসি।

যশোদেতি। হা বৎসে ! জীবসি ?

ললিতা। (বিচিত্র অস্ফুট বাক্য বলিতে বলিতে রাধাকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিতা হইলেন)

পৌর্ণমাসী। অহো ! কি প্রকারে আমার বৎসা রাধিকা এখানে আসিলেন?

(ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন)

মুখরা। নাতিনি ! আবার তোমাকে পাইলাম।

(ইহা বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন)

যশোদা। (রোহিণীর সহিত ধাবিতা হইয়া গদ্গদ বাক্যে)

হা বৎসে ! জীবিত আছ ?

(ইহা বলিয়া মুখচুম্বন করিলেন)

চন্দ্রাবলী। (সোৎকম্পম্) কিং কৃখু মম বহিণী রাহা চ্চেঅ এসা ?

(ইতি স্খলন্তী কণ্ঠে গৃহ্নাতি)

পৌর্ণমাসী। অহো! তীব্রতৃষ্ণার্ত্তানাং মরুজাঙ্গলে পানককুল্যা স্বয়মেবোন্মীলিতা।

রাধা।

(সর্ব্বাসাং পাদানভিবাদ্য সোৎকণ্ঠম্) কুসলিণী কিং বহিণী মে চন্দাঅলী ?

চন্দ্রাবলীতি। কিং খলু মম ভগিনী রাধা এব এষা ?

পৌর্ণেতি। মরুজাঙ্গলে তস্মিন্ দেশে। পানকস্য কুল্যা কৃত্রিমনদী; কুল্যাল্পা কৃত্রিমা সরিদিত্যমরঃ।

রাধেতি। কুশলিনী কিং মম ভগিনী চন্দ্রাবলী ?

চন্দ্রাবলী। (কম্পিতাঙ্গে) ইনি কি আমার ভগিনী রাধিকা ?

(ইহা বলিয়া স্খলিতগতিতে রাধার কণ্ঠ ধারণ করিলেন)

পৌর্ণমাসী। হায় হায়! অতিশয় তৃষ্ণার্ত্তদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য মরুপ্রদেশে স্বয়ং কৃত্রিমনদী আসিয়া উপস্থিত।

রাধা। (সকলের পদবন্দনা করিয়া উৎকণ্ঠা-সহকারে) আমার ভগিনী চন্দ্রাবলীর কুশল ত ?

চন্দ্রাবলী। (গাঢ়ং পরিষ্বজ্য) বহিণি! এসা এসম্হি দুজ্জণী হদচন্দাঅলিআ।

(ইতি রোদিতি)

রাধা। (সানন্দসম্ভ্রমং পাদয়োঃ পতন্তী) হদ্ধী হদ্ধী! বিড়ম্বিদম্হি হদ দেব্বেণ।

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। (সানন্দম্) চিরেণাদ্য গোকুলবাসিনমিবাত্মানমভিমন্য-মানঃ প্রমোদমুগ্ধোঽস্মি।

চন্দ্রাবলীতি। ভগিনি! এষা এষাস্মি দুর্জ্জনী হতচন্দ্রাবলিকা।

রাধেতি। হা ধিক্ হা ধিক্! বিড়ম্বিতাস্মি হতদৈবেন।

চন্দ্রাবলী। (গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া) ভগিনি! এই দুর্জ্জনই হতভাগিনী চন্দ্রাবলী।

রাধা। (সানন্দে সম্ভ্রম সহকারে পদে পতিত হইলেন) হা ধিক্! হা ধিক্! হতদৈব কর্ত্তৃক আমি প্রতারিত হইলাম।

(অনন্তর কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (আনন্দভরে) বহুকাল পরে নিজেকে গোকুলবাসিরূপে মনে করিয়া আনন্দে মুগ্ধ হইয়াছি।

যশোদা। (কৃষ্ণমভিমৃশ্য) জাদ! দিট্‌ঠিআ বহূদুদিও সপ্প-
দুহাদো কথেমী ণিকস্তোসি।

নববৃন্দা। গোকুলেশ্বরি! মায়াময়ী সেয়ং ভুজঙ্গসন্ততিঃ।

(ইতি শৃণ্বন্তঃ সর্ব্বে স্মিতং কুর্ব্বন্তি)

ললিতা। হলা রাহে! কহিং বিসাহা?

নববৃন্দা। পশ্যেয়ং বিশাখা নিজনির্ঝরাদুত্থায় সানন্দমায়াতি।

সর্ব্বাঃ। (প্রত্যুদ্গম্য বিশাখামালিঙ্গন্তি)

যশোদেতি। (কৃষ্ণং অভিমৃশ্য আলিঙ্গ্য) জাত! দিষ্ট্যা বধূদ্বিতীয়ঃ
সর্পত্রদাৎ ক্ষেমী নিষ্ক্রান্তোঽসি।

ললিতেতি। সখি রাধে! কুত্র বিশাখা?

যশোদা। (কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া) পুত্র! বড় সৌভাগ্যের
বিষয় যে, বধূকে লইয়া তুমি সর্পমুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে
পারিয়াছ।

নববৃন্দা। গোকুলেশ্বরি! সেই ভুজঙ্গের দল সকলই মায়াময়।

(ইহা শুনিয়া সকলে মৃদুহাস্য করিতে লাগিলেন)

ললিতা। সখি রাধে! বিশাখা কোথায়?

নববৃন্দা। এই যে স্বীয় নির্ঝর হইতে বিশাখা উঠিয়া সানন্দে
আসিতেছেন।

সকলে। (প্রত্যুদ্গমন করিয়া বিশাখাকে আলিঙ্গন করিলেন)

বিশাখা। (গুরূণাং পাদানভিবন্দ্য রাধামালিঙ্গতি)

ললিতা। হা সহি বিসাহে! কধং পুণোবি দিট্‌ঠাসি।

(ইত্যুভে গাঢ়মালিঙ্গতঃ)

চন্দ্রাবলী। (জনান্তিকম্) ভঅবদি! বহিণীএ করং গেহ্লিদুং মহ বঅণেণ অব্ভত্থীঅদু অজ্জউত্তো।

পৌর্ণমাসী। বৎসে! দাক্ষিণ্যভাজাং মূর্দ্ধন্যাসি, তদাকর্ণয়,—

এষা সাধ্বী চিরমুদয়তে দেবি! দৈবী প্রসিদ্ধি-
বিন্যস্তায়াং মধুরিপুকরে রাধিকায়াং ভবত্যা।

ললিতেতি। হা সখি বিশাখে! কথং পুনরপি দৃষ্টাসি। ময়েতি শেষঃ।

চন্দ্রাবলীতি। ভগবতি! ভগিন্যাঃ রাধায়া ইত্যর্থঃ। করং গ্রহীতুং মম বচনেন অভ্যর্থ্যতাং আর্য্যপুত্রঃ।

পৌর্ণেতি। দাক্ষিণ্যভাজাং সরলানাম্। দক্ষিণে সরলোদারাবিতি কোষঃ। হে দেবি! এষা সাধ্বী দৈবী প্রসিদ্ধিশ্চিরমুদয়তে। তাং প্রসিদ্ধিমাহ, বিন্যস্তায়ামিত্যাদিনা ভবত্যা। মধুরিপুকরে রাধিকায়াং

বিশাখা। (গুরুজনগণের পাদবন্দনা করিয়া রাধাকে আলিঙ্গন করিলেন)

ললিতা। হা সখি বিশাখে! সৌভাগ্যক্রমেই পুনরায় তোমাকে দেখিতে পাইলাম। (ইহা বলিয়া উভয়ে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন)

চন্দ্রাবলী। (জনান্তিকে) ভগবতি! আমার কথামত আর্য্যপুত্রকে ভগিনী শ্রীরাধার পাণিগ্রহণের জন্য নিবেদন করুন।

পৌর্ণমাসী। বৎসে! তুমি পতিব্রতাগণের শীর্ষস্থানীয়া, অতএব শ্রবণ কর —হে দেবি! তুমি মধুরিপুর করে শ্রীরাধাকে সমর্পণ করিলে

ধিন্বন্ ভাবী ভুবনমনযোঃ প্রেমসৌভাগ্যঘণ্টা-

নির্ঘোষাখ্যঃ পরিণয়বিধৌ রত্নধারাভিষেকঃ ॥ ২৫ ॥

চন্দ্রাবলী। (সহর্ষম্) অজ্জে! মাহবি এসো চ্চেঅ কামো, তা গোউলেসরীএ সমং সম্পাদীঅদু।

পৌর্ণমাসী। (যশোদামাবেদয়তি)

যশোদা। জাদ! বচ্ছা অন্দাঅলী কিম্বি অব্ভত্থেদি।

বিক্তস্তায়াং সত্যাম্। অনয়োঃ পরিণয়বিধৌ রত্নধারাভিষেকো ভুবনং ধিন্বন্ ভাবী ভবিষ্যতি। প্রেম-সৌভাগ্যঘণ্টায়া নির্ঘোষমাখ্যাস্তি যস্তাদৃশ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥

চন্দ্রাবলীতি। আর্যে! মমাপি এব এব কামঃ, তৎ গোকুলেশ্বর্যা সমং সম্পাদ্যতাম।

পৌর্ণেতি। (তং কামং যশোদাং প্রত্যাবেদয়তি)

যশোদেতি। জাত! বৎসা চন্দ্রাবলী কিমপি অভ্যর্থয়তি।

ইঁহাদের পরিণয়বিধিতে রত্নধারাভিষেকে প্রেমসৌভাগ্যরূপ ঘণ্টা-ধ্বনিতে ত্রিজগতের হর্ষবিধান করিবে এবং ইনি যে সাধ্বী, এই দৈব-প্রসিদ্ধি চিরকাল উদিত হইয়া থাকিবে ॥ ২৫ ॥

চন্দ্রাবলী। (আনন্দভরে) আর্যে! আমারও এইরূপ ইচ্ছা, অতএব উহা গোকুলেশ্বরীর সহিত সম্পাদিত করুন।

পৌর্ণমাসী। (যশোদাকে নিবেদন করিলেন)

যশোদা। পুত্র! বৎসা চন্দ্রাবলী কিছু নিবেদন করিতেছে।

কৃষ্ণঃ। অম্ব! কথয় কমস্যাঃ পরিপূরয়িষ্যাম্যভিলাষম্ ?

যশোদা। এবমেবেদং।

কৃষ্ণঃ। অম্ব! যথাজ্ঞাপয়তি।

(ইত্যুপসৃত্য জনান্তিকম্)

দেবি! দুর্ব্বহোঽয়ং গরীয়ান্মহাভারঃ তদিতোঽন্য-দাজ্ঞাপয়।

চন্দ্রাবলী। (সপ্রণয়েৰ্ষম্) ঠাণে বিজ্ঝসি, জং লদ্ধকাণ্ডোসি।

কৃষ্ণ ইতি। অস্যাঃ ভীষ্মকসুতায়াঃ।

যশোদেতি। এবমেতৎ।

কৃষ্ণ ইতি। মাতঃ! যথাজ্ঞাপয়সি, তথা করিষ্যামীত্যর্থঃ।

(জনান্তিকং কর্ণে লগিত্বাহ, কৃষ্ণ ইত্যর্থং বোধয়তি)

দেবি! মহাভারঃ রাজ্যো বরদানাং।

চন্দ্রাবলীতি। স্থানে বিভেষি, যং লব্ধকাণ্ডোঽসি লব্ধসময়োঽসি। পক্ষে, লব্ধবাণোঽসি। কাণ্ডোঽবসরবাণয়োরিতামরঃ।

কৃষ্ণ। মাতঃ! আজ্ঞা করুন, ইঁহার কোন্ অভিলাষ পূর্ণ করিব ?

যশোদা। এইরূপ।

কৃষ্ণ। মাতঃ! যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, তাহাই হইবে।

(ইহা বলিয়া নিকটে যাইয়া জনান্তিকে দেবীর প্রতি)

দেবি! এই গুরুতর মহাভার অত্যন্ত দুর্ব্বহ, অতএব ইহা ভিন্ন অন্য কিছু আদেশ কর।

চন্দ্রাবলী। (প্রণয়সহিত ঈর্ষা সহকারে) উপযুক্ত সময় পাইয়া ভয় করা তোমার পক্ষে ভালই হইতেছে।

(ইতি রাধাং করে ধৃত্বা)

পুণ্ডরীককখ! এসা মে বহিণী, অহ্ম সআসাদোবি তুএ পউরপ্রেম্মেণ সংভাঅণিজ্জা।

(ইতি কৃষ্ণপাণৌ সমর্পয়তি)

কৃষ্ণঃ। (নীচৈঃ) দেবি! কস্তে প্রসাদং নাভিনন্দতি?

(ইতি সাদরং গৃহ্লাতি)

(নেপথ্যে) উদ্দিশ্যমানসরণির্নন্ রৈবতেন
গোবর্দ্ধনস্য করসম্ভৃতবামপাণিঃ।
ভল্লুকমল্লবদনাদুপলভ্য বার্ত্তাং
বিন্ধ্যো মুকুন্দনগরীং নগরাড়ুপৈতি ॥ ২৬ ॥

পুণ্ডরীকাক্ষ! এষা মে ভগিনী, অস্মৎসকাশাদপি ত্বয়া প্রচুরপ্রেম্না সম্ভাবনীয়া। নেপথ্যে। রৈবতেন পর্ব্বতেনোদ্দিশ্যমানা সরণিঃ পন্থাঃ যস্মিন সঃ। গোবর্দ্ধনস্য পর্ব্বতস্য করেণ সম্ভৃতো বামপাণির্যস্য সঃ। নগরাট্ নগরাজঃ ॥ ২৬ ॥

(ইহা বলিয়া শ্রীরাধার কর ধারণ পূর্ব্বক)

পুণ্ডরীকাক্ষ! এই আমার ভগিনী, আমার অপেক্ষাও আপনি প্রচুরতর প্রেমে ইহাকে আদর করিবেন। (ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন)।

কৃষ্ণ। (মৃদুস্বরে) দেবি! তোমার অনুগ্রহ কে না অভ্যর্থনা করে? (ইহা বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন)।

(নেপথ্যে)। জাম্ববানের মুখ হইতে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্য পথপ্রদর্শক রৈবতক পর্ব্বতের সহিত বামহস্তে গোবর্দ্ধনের কর গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নগরে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

পৌর্ণমাসী। পশ্যত পশ্যত,

ধৃত-হলধরপাণিঃ পর্ব্ববেদীমপূর্ব্বাং
প্রবিশতি বসুদেবো বৃষ্ণিবীরৈঃ পরীতঃ।
যদুকুলরমণীনাং শ্রেণীভিঃ সেব্যমানা
সদয়মুপনয়ন্তী রেবতীং দেবকী চ ॥ ২৭ ॥

নববৃন্দা। পশ্যত পশ্যত,

ভদ্রায়া দক্ষিণং পাণিং শৈব্যায়াঃ সব্যমুৎসুকা।
করাভ্যাং গৃহ্নতী শ্যামা পুরস্তাদিয়মাযযৌ ॥২৮॥

পৌর্ণেতি।

পর্ব্ববেদীং বিবাহোৎসববেদীম্। সদয়ং যথা স্যাত্তথা দেবকী চ রেবতী-মুপনয়ন্তী সতী পর্ব্ববেদীং প্রবিশতীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

পৌর্ণমাসী।

দেখ দেখ, বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণে পরিবৃত হইয়া বসুদেব হলধরের হস্তধারণ করিয়া অপূর্ব্ব বিবাহবেদীতে প্রবেশ করিলেন। এদিকে যদুকুল-রমণীদিগের দ্বারা সেবিতা হইয়া দেবী দেবকী রেবতী দেবীকে সদয়ভাবে গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৭ ॥

নববৃন্দা। দেখ দেখ, শ্যামা উৎকণ্ঠিতা হইয়া দুই হস্ত দ্বারা ভদ্রার দক্ষিণ হস্ত ও শৈব্যার বামহস্ত গ্রহণ করিয়া ঐ অগ্রে আগমন করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

(নেপথ্যে) বিনীতে রাধায়াঃ পরিণয়বিধানাস্নুমতিভিঃ

স্বয়ং দেব্যা তস্মিন্ পিতুরিহ নিবন্ধে মৃদিতয়া।

কুমারীণাং তাসাময়মুপনয়ন্ ষোড়শ কৃতী

সহস্রাণি স্মেরঃ প্রবিশতি শতাঢ্যানি গরুড়ঃ ॥ ২৯ ॥

যশোদা। অম্মহে! দেব্বস্স একদা সব্বদোমুহী অণুউলদা।

পৌর্ণমাসী। পশ্যত পশ্যত,

দক্ষিণতঃ শ্রীদাম্না বামতঃ সুবলেন সব্যতঃ স্ফুরতা

উপচিত-পরমানন্দঃ প্রবিশত্যয়মগ্রতো নন্দঃ ॥ ৩০ ॥

নেপথ্যে। তস্মিন পিতৃভীষ্মকস্য নিবন্ধে তৎ রাধাপরিণয়বিধৌ মৃদিতয়া দেব্যা স্বয়ং বিনীতে বিগতং নীতে সতি। অয়ং গরুড়ঃ স্মেরঃ সন্ তাসাং কুমারীণাং শতাঢ্যানি ষোড়শসহস্রাণি উপনয়ন্ সন পর্ব্ববেদীং প্রবিশতি। ২৯ ॥

যশোদেতি। আশ্চর্য্যম্! দৈবস্যৈকদা সর্ব্বতোমুখ্যানুকূলতা।

পৌর্ণেতি। দক্ষিণতঃ স্ফুরতা শ্রীদাম্না বামতঃ সব্যতঃ স্ফুরতা সুবলেন বর্দ্ধিতো নন্দোঽগ্রতঃ প্রবিশতীত্যন্বয়ঃ। ৩০ ॥

(নেপথ্যে): শ্রীরাধার বিবাহবিধানে অনুমতিদানের দ্বারা হৃষ্টা দেবী স্বয়ং পিতার পণ খণ্ডন করায় কার্য্যদক্ষ গরুড় মৃদুহাস্য-পুরঃসর সেই কুমারীদিগের ষোড়শ-সহস্র একশতকে আনয়নপূর্ব্বক পর্ব্ববেদীতে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

যশোদা। কি আশ্চর্য্য! দৈবের এককালে সর্ব্বতোভাবে অনুকূলতা।

পৌর্ণমাসী। দেখ দেখ, দক্ষিণদিকে শ্রীদামের সহিত এবং বামদিকে সুবলের সহিত সুশোভিত হইয়া পরমানন্দযুক্ত হইয়া নন্দ পুরোভাগে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩০ ॥

(প্রবিশ্য যথানির্দ্দিষ্টো নন্দঃ)

নন্দঃ। ভগবতি! চরিতার্থোঽস্মি, চিরসম্ভৃতস্য মনোরথস্য পূরণেন।

(কৃষ্ণমালিঙ্গতি)

ভগিন্যৌ।

(পৌর্ণমাসীমন্তরাকৃত্য গোপেন্দ্রং প্রণমতঃ)

নন্দঃ।

বৎসে! পরস্পরস্য প্রাণাধিক্যং ভজন্ত্যৌ সৌভাগ্যবত্যৌ ভূয়াস্তাম্।

ভগিন্যৌ রাধা-চন্দ্রাবল্যৌ। (পৌর্ণমাস্যাঃ পশ্চাৎ তিরোধায়েত্যর্থঃ)
নন্দ ইতি। প্রাণাধিক্যং মধ্যমপুরুষদ্বিবচনাৎ যুবামিত্যধ্যাহার্য্যম্।

(ঐরূপভাবে নন্দের প্রবেশ)

নন্দ। ভগবতি! চিরপোষিত মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় আমি চরিতার্থ হইয়াছি। (কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন)

ভগিনীদ্বয়। (রাধা ও চন্দ্রাবলী পৌর্ণমাসীর অন্তরালে থাকিয়া গোপরাজ নন্দকে প্রণাম করিলেন)।

নন্দ। বৎসে! পরস্পরকে পরস্পরের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক মনে করিয়া সৌভাগ্যবতী হও।

পৌর্ণমাসী ।

নিখিল-সতীনাং বৃন্দৈররুন্ধতীয়ং নিরুন্ধতী পদবীম্ ।
অনবাপ্তব্রতলোপা লোপামুদ্রাপ্যসৌ মিলতি ॥ ৩১ ॥

নববৃন্দা ।

গীর্ব্বাণাধিপতিঃ পুলোমতনয়ামৃদ্ধিং সখা ধূর্জটে-
র্ধূমোর্ণামরবিন্দবান্ধবসুতো গৌরীমপামীশ্বরঃ ।
ত্বাষ্ট্রীং চণ্ডরুচিঃ শিবাং মরুদসৌ স্বাহাং কৃশানুস্তথা
চন্দ্রঃ পশ্যত রোহিণীমুপনয়ন্ প্রাপচ্ছ দ্বারকাম্ ॥ ৩২ ॥

পৌর্ণেতি । অরুন্ধতী বশিষ্ঠভার্য্যা নিখিলসতীনাং বৃন্দৈঃ সহ পদবীং মার্গং নিরুন্ধতী সতী মিলতি । লোপামুদ্রাপি অগস্ত্যভার্য্যা অনবাপ্তব্রতলোপা সত্যসৌ মিলতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩১ ॥

নববৃন্দেতি । ইন্দ্রঃ পুলোমতনয়াং শচীমুপনয়ন্ দ্বারকাং প্রাপচ্ছত । কুবেরঃ ঋদ্ধিং স্বভার্য্যাম্ । অপামীশ্বরঃ বরুণঃ । ত্বাষ্ট্রীং বিশ্বকর্ম্মপুত্রীং সংজ্ঞাম ॥ ২ ॥

পৌর্ণমাসী । নিখিল সতীবৃন্দের সহিত বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী পথরোধ করিয়া এবং ঐ অখণ্ডিতব্রতা অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রাও আসিয়া মিলিত হইলেন ॥ ৩১ ॥

নববৃন্দা । দেখ দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র পুলোমতনয়া শচীকে লইয়া, কুবের স্বীয় ভার্য্যা ঋদ্ধিকে লইয়া, পদ্মিনীবান্ধব সূর্য্যসুত যম ধূমোর্ণাকে লইয়া, বরুণ গৌরীনাম্নী ভার্য্যাকে লইয়া, চণ্ডকিরণ সূর্য্য স্বীয় পত্নী বিশ্বকর্ম্মাপুত্রী সংজ্ঞাকে, বায়ুদেব শিবাকে, অগ্নিদেব স্বীয় পত্নী স্বাহাকে, চন্দ্রদেব রোহিণীকে লইয়া দ্বারকায় আসিলেন ॥ ৩২ ॥

(নেপথ্যে)

সৈরিন্ধ্রীয়ং সুগন্ধান্ প্রণয়তি বিবিধানঙ্গরাগপ্রবন্ধান্
দামান্যগ্রে সুদামা মুদিতমতিরসৌ ভূরিশো নির্ম্মিমীতে।
ভঙ্গীভির্বায়কোঽয়ং রুচিমিহ রচয়ত্যম্বরাণাং বরাণাং
পূর্ণানন্দাভিঘূর্ণৎ পরিজনগহনা দ্বারকোল্লালসীতি ॥ ৩৩ ॥

ললিতা। বিসাহে! বাঢ়ং কিদত্থাসি, পুণোবি দোণং সঙ্গম-মহূসবদংসণেণ।

পৌর্ণমাসী। যশোদামাতঃ! উপস্থিতোঽয়ং সর্ব্বাভিষেকসম্ভারঃ,

নেপথ্যে। পরিজনৈর্গহনা নিবড়া দ্বারকা অতিশয়ং বিরাজতে ॥ ৩৩ ॥

ললিতেতি। বিশাখে! অতিশয়ং কৃতার্থাস্মি, পুনরপি দ্বয়োঃ সঙ্গমমহোৎ-সবদর্শনেন।

পৌর্ণেতি। যশোদামাতঃ। ইত্যত্র বহুব্রীহৌ মাতৃশব্দস্য মাতাদেশো বিহিতঃ।

(নেপথ্যে)।

এই সৈরিন্ধ্রী নানাপ্রকারের সুগন্ধ অঙ্গরাগ সকল প্রস্তুত করিতেছে, অগ্রে আনন্দিতমনে সুদামা প্রচুর মালা গ্রন্থন করিতেছে, তন্তুবায় বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্ত্রের শোভা রচনা করিতেছে, এই প্রকারে আনন্দাতিশয্যে বিকলচিত্ত পরিজনগণে পরিপূর্ণা হইয়া দ্বারকানগরী অতিশয় উল্লাস প্রকাশ করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

ললিতা। বিশাখে! পুনরায় শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ এই উভয়ের সঙ্গম-মহোৎসব দর্শন করিয়া তুমি অতিশয় কৃতার্থ হইয়াছ।

পৌর্ণমাসী। হে যশোদামাতঃ! অভিষেকের সমস্ত বস্তুই উপস্থিত,

তদলংক্রিয়তাং প্রথমং রাধয়া সহ পর্ব্ববেদী, ততঃ ক্রমেণ কুমারীভিশ্চ।

কৃষ্ণঃ। (সর্ব্বমভিনন্দ্য জনান্তিকম্) প্রাণেশ্বরি রাধে! প্রার্থয়স্ব কিমতঃপরং প্রিয়ং করবাণি?

রাধা। (সানন্দং সংস্কৃতেন)

সখ্যস্তা মিলিতা নিসর্গমধুরপ্রেমাভিরামীকৃতা
যামীয়ং সমগংস্ত সংস্তববতী শ্বশ্রূস্ত গোষ্ঠেশ্বরী।
বৃন্দারণ্য-নিকুঞ্জধাম্নি ভবতা সঙ্গোৎসবায়ং রঙ্গবান্
সংবৃত্তঃ কিমতঃ পরং প্রিয়তরং কর্ত্তব্যমত্রাস্তি মে ॥৩৪॥

রাধেতি। স্বভাবমধুরপ্রেম্নাভিরামীকৃতা সুন্দরীকৃতাঃ। সমগংস্ত সঙ্গতবতী। যামী স্বস্কুলস্ত্রিয়ানিতামরঃ। সংস্তবো প্রস্তাবধ্বনিতামরঃ। যদ্বা, সংস্তবঃ স্যাৎ পরিচয় ইত্যমরঃ। পরিচয়বতীত্যর্থঃ॥ ৪ ॥

অতএব সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরাধার সহিত ও পরে কুমারীদিগের সহিত বিবাহবেদী অলঙ্কৃত কর।

কৃষ্ণ। (সকলকে অভিনন্দন পূর্ব্বক নির্জ্জনে) প্রাণেশ্বরি রাধে! অতঃপর তোমার আর কি প্রিয় আচরণ করিব তাহা বল?

রাধা। (আনন্দভরে সংস্কৃত ভাষায়) স্বাভাবিক মধুর প্রেমে মনোহারিণী সেই সখীগণ আসিয়া মিলিতা হইলেন, পরিচিতা এই ভগিনী চন্দ্রাবলী ও শ্বশ্রূ গোষ্ঠেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইলাম, এই বৃন্দাবনের নিকুঞ্জধামে আপনার সহিত নানারসসম্পন্ন মিলনোৎসবও সম্পন্ন হইল, অতএব ইহার পর আমার আর কি প্রিয়তর কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকিল? ॥ ৩৪ ॥

তথাপীদমস্তু,—

চিরাদাশামাত্রং ত্বয়ি বিরচয়ন্তঃ স্থিরধিয়ো
বিদধ্যুর্যে বাসং মধুরিমগভীরে মধুপুরে।
দধানঃ কৈশোরে বয়সি সখিতাং গোকুলপতে!
প্রপদ্যেথাস্তেষাং পরিচয়মবশ্যং নয়নয়োঃ ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চ—

যা তে লীলাপদ-পরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।

চিরাদিতি। মধুপুর ইত্যুপলক্ষণম্, মথুরামণ্ডল ইত্যর্থঃ। সখিতাং সখ্যতাম্ অর্থাৎ শ্রীদামাদীনাম্। পরিচয়ং গোচরম্ ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চেতি। লীলাপদানাং লীলাস্থানানাম্। পরিমলোদ্গারিণী যা বন-সমূহস্তয়া পরীতা ব্যাপ্তা। মাথুরী মথুরাসম্বন্ধিনী মাধুরীভির্মাধুর্যৈর্বৃতা।

তথাপি ইহাই হউক, যে সকল স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বহুকাল হইতে তোমাতে আশামাত্র ধারণ করিয়া মাধুর্যময় মধুপুরে বাস করিতেছেন, হে গোকুলপতে! কৈশোর বয়সের সখ্যতা ধারণ করিয়া তোমাকে অবশ্যই তাঁহাদের নয়নপথের পথবর্ত্তী হইতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

আরও—তোমার লীলাস্থান-সমূহের সৌরভবিস্তারকারী বনসমূহে পরিব্যাপ্ত যে মাধুর্য্যসমূহে পরিবেষ্টিতা মথুরানামক ধন্যা ভূমি

তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ

সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারম্ ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! তথাস্তু।

রাধা। কথম্বিঅ?

কৃষ্ণঃ। (স্থগিতমিবাপসব্যতো বিলোকতে)

(প্রবিশ্য গার্গ্যা সত্রাপটীক্ষেপেণ একানংশা)

একানংশা। সখি রাধে! নাত্র সংশয়ং কৃথাঃ, যতো ভবত্যঃ শ্রীমদ্গোকুলে তত্রৈব বর্ত্তন্তে, কিন্তু ময়ৈব কালক্ষেপার্থমন্যথা

তত্র ক্ষৌণ্যাং চটুলো যঃ পশুপীভাবো গোপীনাং মাধুর্য্যং তেন মুগ্ধ-মন্তরমন্তঃকরণং যাভিস্তাভিঃ সম্বীতো বেষ্টিতঃ সন্। বন্যা বনসমূহে স্থাদিত্যমরঃ ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণ ইতি। (অপসব্যতো দক্ষিণতঃ)

(অপটীক্ষেপেণ ঝটিতীত্যর্থঃ। একানংশা যশোদোদ্ভূতা। বিন্ধ্যাপর্ব্বতবাসিনী অত্রৈব মথুরাভূমিবিহারে)

বিরাজ করিতেছে, তাহাতে গোপীভাবে মুগ্ধচিত্তা আমাদের সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া প্রফুল্লবদনে উল্লাসময় বেণুবাদন করিতে থাক ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তাহাই হইবে।

রাধা। কি প্রকারে?

কৃষ্ণ। (স্থগিতের ন্যায় দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন)

(সত্বর গার্গীর সহিত একানংশার প্রবেশ)

একানংশা। সখি রাধে! কিছুমাত্র সংশয় করিও না, যেহেতু, তোমরা সেই শ্রীমদ্গোকুলেই বর্ত্তমান আছ, কিন্তু আমি কালক্ষেপণের জন্য

প্রপঞ্চিতম্, তদেতন্মনস্যনুভূয়তাম্, কৃষ্ণোঽপ্যেষ তত্র গত এব প্রতীয়তাম্।

গার্গী। (স্বগতম্) ফলিদং মে দাদমুহাদো সুদেণ।

রাধা। (প্রণিধায় বৈবশ্যং নাটয়তি)।

গার্গী। সহি ! সমস্সসাহি সমস্সসাহি।

রাধা। (সমাশ্বস্য তির্য্যক্ কৃষ্ণমবলোকতে)।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! ভূয়ঃ কিন্তে প্রিয়ং করবাণি ?

রাধা। (স্মিতং কৃত্বা) বহিরঙ্গজনালক্ষ্যতয়া শ্রীগোকুলমপি স্বস্বরূপৈরলঙ্করবামেতি।

গার্গীতি। ফলিতং মে তাতমুখতঃ শ্রুতেন।

গার্গীতি। সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

রাধেতি। বহিরঙ্গজনৈরলক্ষ্যতয়া তদীয়ৈঃ স্বরূপৈঃ স্বস্য চ স্বরূপৈ-রিত্যর্থঃ।

অন্য প্রকারে এই লীলাবিস্তার করিয়াছি, অতএব ইহাই মনে মনে অনুভব কর, শ্রীকৃষ্ণও সেই গোকুলে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহা বিশ্বাস কর।

গার্গী। আমি পিতার মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা সফল হইল।

রাধা। (সমস্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন)

গার্গী। সখি ! শান্ত হও, স্থির হও।

রাধা। (শান্ত হইয়া বক্রদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন)

কৃষ্ণ। প্রিয়ে ! তোমার আর কি প্রিয় সাধন করিব ?

রাধা। (মৃদুহাস্যপূর্ব্বক) আমরা বহিরঙ্গজন কর্ত্তৃক অলক্ষিত হইয়া শ্রীগোকুলকে স্বীয় স্বীয় রূপে বিভূষিত করিয়া থাকিব।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! তথাস্তু, তদেহি স্বস্বস্তবাভ্যর্থনামবন্ধ্যাং করবাম। (ইতি সর্ব্বৈরাবৃতৌ নিষ্ক্রান্তৌ)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে পূর্ণমনোরথো নাম দশমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

নাটকে সমুচিতামপীশ্বরঃ স্বৈরমপ্রকটয়ন্নুদাত্ততাম্।
অত্র মন্মথমনোহরো হরির্লীলয়া ললিতভাবমাযযৌ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবাখ্যং নাটকং সমাপ্তম্ ॥ * ॥

কৃষ্ণ ইতি। তব স্বসুশ্চন্দ্রাবল্যা অভ্যর্থনাং যুষ্মৎপাণিগ্রহণরূপাম্ অবন্ধ্যাং সফলাম্।

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে পূর্ণো গোপীনাং কৃষ্ণকর্ত্তৃক স্বপরিণয়-রূপো মনোরথো যত্র সঃ। পূর্ণমনোরথো নাম দশমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

নাটকেতি। উদাত্ততাং উদাত্তনায়কতাম্। ললিতং লালিত্যম্।

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবাখ্যনাটকটিপ্পনী সম্পূর্ণা ॥ * ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তাহাই হইবে, তবে এখন আইস, তোমার ভগিনীর প্রার্থনা সফল করা যাউক।

(ইহা বলিয়া সকলের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া উভয়ের প্রস্থান)

(সকলের প্রস্থান)

ইতি শ্রীললিতমাধব নাটকে "পূর্ণমনোরথ" নামক দশম অঙ্ক সমাপ্ত ॥১০॥

এই নাটকে মন্মথমনোহারী শ্রীহরি স্বীয় ইচ্ছানুরূপ সমুচিত উদাত্ত-নায়কতা প্রকাশ করিয়া লীলা দ্বারা ললিতভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইতি শ্রীললিতমাধব নামক নাটক সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

পূর্ণং কলাচতুঃষষ্ট্যা লক্ষণৈর্ভূষণৈরপি।
ভজন্তু শ্রিতগান্ধর্ব্বং ধীরা ! ললিতমাধবম্।
নন্দেষুবেদেন্দুমিতে * শকাব্দে
শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাম্।
দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য
সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধম্।

পূর্ণমিতি। পূর্ব্বোক্তয়া কলাচতুঃষষ্ট্যা লক্ষণৈর্নাটকলক্ষণৈঃ। পক্ষে, দ্বাত্রিংশল্লক্ষণৈঃ। ভূষণৈঃ নাটকভূষণৈঃ। পক্ষে, কৌস্তুভাদিভূষণৈঃ। শ্রিতাঃ গান্ধর্ব্বাশ্চতুর্থী নাটকোক্তা যেন স তম্ পক্ষে, শ্রিতা গান্ধর্ব্বা রাধা যেন তৎ।

নন্দেতি। চতুর্দ্দশশতোনষষ্টিশাকে। জ্যৈষ্ঠমাসস্য চতুর্থ্যাং তিথৌ সূর্য্যবারে প্রবন্ধং গ্রন্থম।

হে ধীরগণ! চতুঃষষ্টি কলা দ্বারা পরিপূর্ণ, সমস্ত নাটক-লক্ষণের দ্বারা ও অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত গান্ধর্ব্ববিদ্যা-পরিপূর্ণ এই ললিতমাধব নাটকের অনুশীলন করুন। পক্ষান্তরে, হে ভক্তগণ! আপনারা চতুঃষষ্টি কলা-পরিপূর্ণ সমস্ত সল্লক্ষণে ও কৌস্তুভাদি ভূষণে ভূষিত শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত ক্রীড়াশীল শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করুন।

চতুর্দ্দশ শত উনষাট্ শকাব্দে, জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থী তিথিতে রবিবারে শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া আমি ভদ্রবনে এই নাটক সমাপ্ত করিলাম।

* নন্দাঙ্গবেদেন্দুমিতে, ইত্যপি পাঠঃ।

তটস্থেনাপি গম্ভীরে রসস্রোতসি যন্ময়া।
সর্ব্বতোমুখমাকীর্ণং তৎ ক্ষমধ্বং মনীষিণঃ

তটস্থেতি। গম্ভীরে রসস্রোতসি তটস্থেনাপি ময়া যৎ সর্ব্বতোমুখং জলম্। কবন্ধমুদকং পাথঃ পুষ্করং সর্ব্বতোমুখমিত্যমরঃ। পক্ষে, সর্ব্বত্র স্রোতসি মুখমাকীর্ণং নিক্ষিপ্তমিত্যর্থঃ।

হে মনীষিগণ! এই গম্ভীর রসস্রোতের তটে অবস্থিত থাকিয়া আমি সর্ব্বতোমুখ হইয়া যাহা বর্ণনা করিলাম, অথবা এই গম্ভীর রসস্রোতের তীরে থাকিয়া যে জল নিক্ষেপ করিলাম, তাহা ক্ষমা করুন।

সমাপ্ত